প্রথম প্রগতি সংস্করণ
ডিসেম্বর—১৯৬০

প্রকাশক ঃ
শ্রীমতি আলোরাণী পাত্র
২৮/এ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ- প্রদোষ কান্তি বর্মন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
অধ্যক্ষ সমরেশ মৈত্র
অমূল্য চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক ঃ
শ্রীগৌর চন্দ্র জানা
আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স
২৪৩/২সি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

অ্যাডভেঞ্চার্স অব্ শার্লক হোমস্

প্রথম খণ্ড

রক্ত-সমীক্ষা

প্রথম অধ্যায়

[সামরিক চিকিৎসা বিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত জন এইচ. ওয়াটসন, এম, ডি-র স্মৃতি-চারণা থেকে পুনর্মুদ্রণ]

১। মিঃ শার্লক হোমস

১৮৭৮ সালে আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব মেডিসিন ডিগ্রি লাভ করে সেনাবিভাগে সার্জনদের জন্য নির্দ্ধারিত পাঠক্রমে যোগদানের জন্য নেট্‌লি যাত্রা করি। নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ শেষ করে যথারীতি সহকারী সার্জনরূপে পঞ্চম নর্দাম্বারল্যাণ্ড রেজিমেণ্টে ভর্তি হই। সেই সময় ভারতবর্ষে ঐ রেজিমেণ্টের কর্মস্থল ছিল। আমি যোগদান করবার আগেই দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ শুরু হয়। বোম্বাইতে জাহাজ থেকে নেমেই জানতে পারলাম কয়েকদিন আগে আমার রেজিমেণ্ট দুর্গম গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শত্রুপক্ষের দেশে প্রবেশ করেছে। আমার মত আরও অনেকে যাত্রা করে খুব নিরাপদেই কান্দাহারে পৌঁছলাম এবং আমার রেজিমেণ্টকে পেয়ে নতুন কর্মভার গ্রহণ করলাম সঙ্গে সঙ্গেই।

সেই অভিযান অনেকেরই এনে দিল মান সম্মান আর উচ্চ পদোন্নতি, কিন্তু এই অভিযানে দুর্ভাগ্য আর বিপদ ছাড়া আমি আর কিছুই পেলাম না। আমার বাহিনী থেকে সরিয়ে আমাকে বার্কশায়ার বাহিনীর সঙ্গে পাঠান হল এবং তাদের সঙ্গেই মাইওয়ান্দের মারাত্মক যুদ্ধে আমি সেখানে গেলাম। সেখানেই একটি 'যেজাইল' বুলেট আমার কাঁধে বিদ্ধ হয়ে একখানা হাড় ভেঙে গুঁড়া করে দিল আর সাবক্লেভিয়ান ধমনীটা ঘেসড়ে গেল। আমার আর্দালি মারের প্রভুভক্তি তৎপরতা আর সাহসের জন্যেই খুনে গাজীদের হাত থেকে কোনরকমে বাঁচিয়ে একটা ঘোড়ায় চাপিয়ে সে আমাকে বৃটিশ লাইনে নিয়ে এল কয়েক দিনের মধ্যে।

যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট এবং দীর্ঘদিন কষ্টভোগের ফলে দুর্বল অবস্থায় একদল আহত সৈনিকের সঙ্গে আমাকে পেশোয়ারের বেস-হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেইখানেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। ক্রমে ওয়ার্ডের ভিতর হাঁটাচলা করা বা বারন্দায় রৌদ্রে একটু আধটু বেড়াবার মত স্বাস্থ্যও ফিরে পেলাম কিছু দিন পর। হঠাৎ আবার আন্ত্রিক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। বেশ কয়েক মাস আমার জীবনের কোন আশা ভরসাই —ছিল না। অবশেষে আবার যখন একটু সুস্থ হলাম তখন আমি এতই দুর্বল ও শীর্ণকায় যে একটা মেডিক্যাল বোর্ড স্থির করলে,—আর একটি দিনও নষ্ট না করে আমাকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া এখনই উচিত। রিপোর্ট অনুসারে আমাকে সৈন্যবাহী

জাহাজ 'ওরোণ্টেস'-এ তুলে দেওয়া হল। প্রায় একমাস পরে পোর্টসমাউথ জেটিতে এসে নামলাম। নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কোন আশাই আমার ছিল না, তবু স্নেহময় সরকার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমাকে নয় মাস সময় দিলেন।

ইংলণ্ডে আত্মীয়-স্বজন আমার কেউ নেই। কাজেই আমি তখন বিহঙ্গের মত স্বাধীন। দৈনিক এগারো সিলিং ছয় পেনি আয়ে একজন লোক যতটা স্বাধীন হতে পারে ঠিক ততটা। এ অবস্থায় আমি লণ্ডনে এলাম, কারণ লণ্ডন হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে যত ভ্রমণবিলাসী ও কুঁড়ে লোকেরা এখানে এসে বাস করে। আমার স্ট্রাণ্ড এর একটা হোটেলে আরাম ও অর্থহীন জীবন কাটতে লাগল। পকেটে যা টাকা ছিল তার চেয়ে বেশী স্বাধীনভাবেই দিন কাটাতে লাগলাম। ফলে ক্রমে আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। এখন হয় এখান ছেড়ে কোন গ্রামাঞ্চলে অথবা জীবনযাত্রার ভর কমাতে হবে। অবশেষে স্থির করলাম, হোটেল ছেড়ে কোন গ্রামাঞ্চলে একটা বাসা নিয়ে এখনই যাওয়া উচিৎ।

যেদিন এই স্থির করলাম সেইদিনই 'ক্রাইটেরিয়ন বার'-এ দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখল। চমকে ফিরে চিনতে পারলাম স্ট্যামফোর্ড, বার্টস-এ আমার অধীনে ড্রেসার ছিল। লণ্ডনের এই জনারণ্যে পরিচিত একজন সঙ্গীহীন লোকের কাছে খুবই আনন্দের কথা। আগে স্টামফোর্ড আমার বন্ধুস্থানীয় ছিল না বটে, কিন্তু সেদিন তাকে দেখে আনন্দ অনুভব করলাম। সেও আমাকে দেখে খুশিই হল। আনন্দে তাকে 'হোলবর্ণ'-এ মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করলাম এবং একটা এক্কাগাড়ি নিয়ে দুজনে সেখানে যাত্রা করলাম সঙ্গে সঙ্গেই।

যেতে যেতে সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করল, 'শরীরটাকে কি করে ফেলেছ ওয়াসটন? কাঠির মত শুকিয়ে, গায়ের রং হয়েছে বাদামের মত, এ কি অবস্থা তোমার?

আমার অবস্থার একটা বিবরণ বললাম যেতে যেতে। সে বিবরণ শেষ হতে-হতেই আমরা হোটেলে পৌঁছে গেলাম। আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে সমবেদনার সুরে সে বলল, এখন কি করবে? তোমার এখনই একটা কিছু করা উচিৎ। যা হোক তোমার আর্থিক কিছু সুবিধা হয়।

'একটা বাসা খুঁজছি'। কম ভাড়ায় একটা বাসা পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করছি।'

'খুব আশ্চর্য তো! তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঐ কথাগুলি আমাকে বললে।'

'প্রথম ব্যক্তিটি কে?'

'লোকটি হাসপাতালের কেমিক্যাল লেবরেটরিতে চাকরি করে। আজ সকালেই সে দুঃখ করে বলেছিল একটা ভাল বাসা সে পেয়েছে বটে কিন্তু ভাড়াটা বেশী অথচ একজন অংশীদারও সে পাচ্ছে না।

আমি বললাম, 'সে যদি একজন অংশীদার সত্যি সত্যিই চায়, তাহলে আমি রাজী। একা সঙ্গীহীনের চেয়ে একজন অংশীদার আমারও পছন্দ।'

মদের পাত্রের উপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে স্ট্যামফোর্ড বলল, 'শার্লক হোকসকে তুমি এখনও চেন না কোন দিন দেখওনি। স্থায়ী সঙ্গী হিসাবে তুমি হয়তো

তাকে ঠিক পছন্দ করতে পারবে না।

'কেন? তার কোন দোষ আছে কি?'

না না, তার কোন দোষের কথা আমি বলছি না। তবে তার চিন্তাভাবনাগুলো অদ্ভুত ধরনের—বিজ্ঞানের অনেকগুলি শাখায় বেশ উৎসাহী। লোকটি বেশ ভদ্র। এতে সন্দেহ নেই।'

'ডাক্তারী ছাত্র নিশ্চয়', আমি বললাম।

'না—সে যে কি হতে চায় সে বিষয়ে আমার ধারণাই নেই। আমার বিশ্বাস সে শরীর-সংস্থান বিদ্যায় সে পারদর্শী। একজন প্রথম শ্রেণীর রসায়নবিদ। কিন্তু আমি এও জানি, সে নিয়মিত কোন ডাক্তারীশাস্ত্রের পাঠ নেয় নি। তার পড়াশুনাও অগোছালো আর খুব খামখেয়ালি ধরনের। কিন্তু নানান বিষয়ে জ্ঞান সে এত সঞ্চয় করেছে যে তার অধ্যাপকদেরও হার মানিয়ে দেয়।

'তুমি কি কোনোদিন জানতে চাওনি সে কি হতে চায় বা কি করতে চায়?'

'না। তার মনের হদিস পাওয়া সোজা কাজ নয়। তবে খেয়াল হলে তার মুখে কথা খই ফোটে। কোন কিছু আটকায় না তখন।'

আমি বললাম, একবার 'তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, যদি কারও সঙ্গেই বাস করতে হয় আমি পাড়শুনা-করা চুপচাপ লোকই বেশী পছন্দ করি। বেশী গোলমাল বা উত্তেজনা সহ্য করবার মত শক্তি এখন আমার নেই। ও দুটো বস্তুই আফগানিস্থানে পেয়েছিলাম। যতদিন বেঁচে থাকব ওতেই চলে যাবে। তোমার ওই বন্ধুর সঙ্গে এখন আমি দেখা করতে ইচ্ছুক?

সঙ্গী বলল, 'নিশ্চয় সে এখন লেবরেটরিতে আছে। হয় সে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে স্থানই মাড়ায় না, আর না হয় সকাল থেকে সারা রাত সেখানে কাজ করে চলে। সেখানে যেতে পারি এখনি। যদি তোমার মত থাকে।'

'হ্যাঁ নিশ্চয় যাব', আমি বললাম।

যে ভদ্রলোকের সহ-বাসিন্দা হবার প্রস্তাব এইমাত্র করলাম, হোলবর্ণ থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যাবার পথে তার সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য স্ট্যামফোর্ড আমাকে বলল। 'তার সঙ্গে যদি ঠিক মত মানিয়ে চলতে না পার, তাহলে কিন্তু কোনোদিন আমাকে দোষ দিও না। মাঝে মাঝে লেবরেটারিতে দেখা-সাক্ষাতের ফলে যেটুকু পরিচয় পেয়েছি-তার বেশী কিছু ঠিক আমি জানি না। তুমিই এ প্রস্তাব করেছ, কাজেই আমাকে যেন দায়ী করো না। যদি দায়ী কর তবে আমি নিয়ে যেতে রাজী নই।'

আমি বললাম, 'মানিয়ে চলতে না পারলে সরে যাব। 'দেখ স্ট্যামফোর্ড, মনে হচ্ছে বিশেষ কোন কারণে তুমি এ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাইছ না। লোকটির মেজাজ খুব খাপ্পা নাকি? না আর কিছু? রেখে-ঢেকে কথা বলো না।'

সে হেসে বলল, 'অনির্বনীয়কে কথা বা ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়। আমার বিচারে হোমস একটু অতি-বৈজ্ঞানিক পর্যায়ের লোক। অনিষ্টসাধান তার উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের গবেষণার খাতিরেই সে তার বন্ধুকে একচিমটে উদ্ভিজ্জ উপক্ষার খেতে দিচ্ছে? তার প্রতি সুবিচার করতে হলে বলতে হয়,

ওই একই কারণে সমান তৎপরতার সঙ্গে সে নিজেও ওটা খেতে পারে। নির্দিষ্ট ও সঠিক জ্ঞানার্জনের প্রতি তার একটা বড় নেশা আছে বলে আমার মনে হয়।'

'এটা তো খুব ভাল কথা তাহলে।'

'ভাল, তো বটেই বাড়াবাড়ি হতে পারে। যখন কেউ ব্যবচ্ছেদ-কক্ষে মৃত প্রাণীকে লাঠি দিয়ে পিটতে শুরু করে, তখন যে ব্যাপারটা বড়ই কিম্ভূতকিমাকার হয়ে ওঠে।'

'মৃত প্রাণীকে লাঠির বাড়ি!'

'হ্যাঁ। মৃত্যুর পরে শরীরে আঘাতের দাগ কতটা পড়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তাকে এরকম করতে আমি নিজের চোখে দেখেছি অনেক বার।'

'তারপরেও তুমি বলছ, সে মেডিক্যালের ছাত্র নয়?'

'না। ঈশ্বর জানেন তার পড়াশুনার উদ্দেশ্য কি। এই আমরা এসে পড়েছি। তার সম্পর্কে নিজেই তোমার ধারণা গড়ে নিও।' বলতে বলতে একটা সংকীর্ণ গলিতে মোড় নিয়ে ছোট দরজার ভিতর দিয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করলাম। এক জায়গা আমার পরিচিত। ঠাণ্ডা পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে লম্বা বারন্দা ধরে এগোতে লাগলাম। দুই পাশে সাদা দেয়াল আর বাদামী দরজার সারি। প্রায় শেষ প্রান্তে নীচু খিলানওয়ালা যে পথটা গেছে সেটা ধরে এগিয়ে গেলেই কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি পড়বে।

বেশ উঁচু ঘর, চারদিকে অসংখ্য বোতল। কতক সাজানো, কতক ছড়ানো ছিটানো। এখানে-সেখানে চওড়া নীচু টেবিল। তার উপর বকযন্ত্র, টেস্ট-টিউব আর ছোট বুনসেন বাতি, তার থেকে নীল কাঁপা-কাঁপা শিখা বেরুচ্ছে। ঘরে একটিমাত্র ছাত্র কোণের টেবিলে উপুড় হয়ে বসে কাজ করছে। আমাদের পায়ের সামান্য শব্দ শুনে সে একবার ফিরে তাকাল মাত্র তারপরই সোজা দাঁড়িয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। আমার সঙ্গীর দিকে চোখ ফেলে 'পেয়েছি! পেয়েছি!' বলে চীৎকার করতে করতে সে একটা টেস্ট-টিউব হাতে নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল। 'এমন একটা রি-এজেণ্ট আমি পেয়েছি একমাত্র হিমোগ্লোবিন দ্বারাই যার থেকে তলানি পড়ে, আর কিছুর দ্বারাই নয়।' একটা হীরের খনি আবিষ্কার করলেও মনে হয় এর চাইতে বেশী আনন্দে তার চোখ-মুখ দেখা যেত না।

'ডাঃ ওয়াটসন, মিঃ শার্লক হোমস', আমাদের দুজনকে পরিচয় করিয়ে দেন স্ট্যামফোর্ড। বেশ জোরের সঙ্গে আমার হাত একটু চেপে ধরে সে সাদরে বলল, 'কেমন আছেন? মনে হচ্ছে, আপনি আফগানিস্থানে ছিলেন?'

'সেকথা জানলেন কেমন করে?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

মুচকি হেসে সে বলল, 'ও কথা এখন থাক। এখন সমস্যাটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন নিয়ে। আমার এই নতুন আবিষ্কারের গুরুত্ব আপনি নিশ্চই বুঝতে পারছেন?'

আমি জবাব দিলাম, 'রসায়নের দিক থেকে নিঃসন্দেহে ইণ্টারেস্টিং, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে—'

'বলেন কি? চিকিৎসা-শস্ত্রের ক্ষেত্রে এতবড় আবিষ্কার গত কয়েক বছরের মধ্যে হয় নি। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, রক্তের দাগের বিষয়ে আমরা একটা

অভ্রান্ত পরীক্ষা পেয়ে যাচ্ছি। চলুন তো ওখানে!' আগ্রহের অতিশয্যে টেবিলে সে কাজ করছিল সেখানে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। 'কিছুটা তাজা রক্ত নেওয়া যাক,' বলে একটা লম্বা ভোঁতা সূঁচ আঙুলে ঢুকিয়ে দিয়ে ফোঁটা কয়েক রক্ত একটা পাত্রে ধরে নিল। 'এবার দেখুন এইটুকু রক্ত এক লিটার জলে মিশিয়ে দিলাম মিশ্রণটার রং বিশুদ্ধ জলের মত হয়ে গেল। এতে রক্তের অনুপাতে দশ লক্ষে একের বেশী হবে না।' কথা বলতে বলতে সে ঐ পাত্রে কিছু সাদা স্ফটিক ফেলে দিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা স্বচ্ছ তরল পদার্থ যোগ করল। দেখতে দেখতে মিশ্রণটায় মেহগেনি রং ধরল, আর কাঁচের পাত্রটার নীচে কিছু বাদামী রংয়ের তলানি পড়ল।

'হাঃ! হাঃ!' যেন ছোট শিশু একটা নতুন খেলনা পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে। 'এটা কি বলুন তো দেখি?'

'একটা কোন সূক্ষ্ম পরীক্ষা বলে মনে হচ্ছে', আমি বললাম।

সে বলল পুরনো "গুয়াইকাম" পরীক্ষাটা যেমন গোলমেলে তেমনি অনিশ্চিত। রক্ত কণিকার অনুবীক্ষণিক পরীক্ষাটাও তাই। রক্তের দাগটা কয়েক ঘণ্টা পুরনো হয়ে গেলে তো পরের পরীক্ষাটা করা অসম্ভব। অথচ এই পরীক্ষাটা তাজা বা বাসি উভয় রক্তের বেলায়ই সমান। এই পরীক্ষাটা যদি আগে আবিষ্কৃত হত, তাহলে শত শত লোক যারা আজও পৃথিবীর মাটিতে সগর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা অনেক আগেই তাদের কৃত অপরাধের শাস্তি পেত। এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি।'

'একথা সত্যি!' আমি বললাম।

'খুনের মামলাগুলি একটি পয়েন্টের উপরই ঝুল থাকে। হয় তো খুনের মাস কয়েক পরে একটা লোকের উপর সন্দেহ হল। তার কাপড় চোপড় পরীক্ষা করে দাগ, বাদামী দাগ, পাওয়া গেল। সেগুলো রক্তের দাগ, কাদার দাগ, মরচের দাগ, ফলের না আর কিছু? অনেক বিশেষজ্ঞকেই বিচলিত হতে হয়েছে। কিন্তু কেন? কারণ কোন নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা-ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত ছিল না। এবার "শার্লক হোমস পরীক্ষা"টা পাওয়া গেল, সুতরাং আর কোন এখন অসুবিধা রইল না। মীমাংসা হয়েছে।"

তার উৎসাহ দেখে বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, 'এর জন্য আপনাকে অভিবাদন জানানো উচিৎ।'

'গত বছর ফ্রাংকফোর্টে ভন বিস্কফের কেসটাই ধরুন। এ পরীক্ষাটা তখন চালু থাকলে তার ফাঁসি হতই। আরও ধরুন, ব্রাডফোর্ডের ম্যাসন, কুখ্যাত মুলার, মঁৎপেলিয়ের-এর লেফেভার এবং নিউ অর্লিয়ান্সের স্যামসন। এ রকম আরও এককুড়ি কেসের কথা আমি জানি যেখানে এই পরীক্ষায় অপরাধের প্রমাণ হতে পারত। কিন্তু প্রমাণ করা যায় নি।'

স্ট্যামফোর্ড হেসে বলল, 'আপনি দেখছি অপরাধের পঞ্জিকা। এবিষয়ে আপনি একখানি কাগজ বের করতে পারেন। তার নাম দিন 'অতীতের পুলিশী সমাচার।'

আঙুলের মাথায় একটুকরো প্লাস্টার জড়াতে জড়াতে শার্লক হোমস বলল, 'পত্রিকাটিকে খুব কৌতুহলোদ্দীপক করা যায় কিন্তু।' তারপর হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে সে

বলে উঠল, 'কিন্তু আমাকে এখন সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে। কারণ আমাকে নানা রকম বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয়।' সে তার হাতখানা বাড়িয়ে ধরল। দেখলাম, তার সারা হাত কড়া এসিডে কালো হয়ে গেছে এবং তাতে টুকরো টুকরো 'প্লাস্টার জড়ানো আছে।

একটা উঁচু টুলে নিজে বসে আর একটা টুল পা দিয়ে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে স্ট্যামফোর্ড বলল, 'একটা কাজে এখানে আমরা এসেছি। আমার এই বন্ধু একটা আস্তানা খুঁজছেন। আজ আপনি বলেছিলেন একজন অংশীদার খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই আপনাদের দুজনকে দেখা করিয়ে দিলাম।'

আমার সঙ্গে এক বাসায় থাকার প্রস্তাবে শার্লক হোমসকে খুশিই দেখাল। বলল, 'বকরে স্ট্রীটে একটা "ঘর" দেখেছি। আমাদের দুজনের পক্ষে বেশ ভাল। আশা করি তামাকের কড়া গন্ধে আপনার কোন আপত্তি হবে না?'

জবাব দিলাম, আমি নিজেও তামাক খাই।'

'তাহলে তো বেশ ভালই হল। নানারকম রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে আমার কাজ। মাঝে মাঝে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। তাতে আপনার অসুবিধা হবে না তো?

'না মোটেই না।'

'ভেবে দেখি—আমার আর কি কি দোষ আছে। মাঝে মাঝে আমি চুপচাপ থাকি, পরপর কয়েকদিন হয় তো মুখই খুলি না। তখন যেন মনে করবেন না যে আমি খুব রেগে আছি। তখন আমাকে একা থাকতে দেবেন, ব্যাস তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার আপনার কি দোষ আছে বলুন! একসঙ্গে থাকবার আগে দুজনেরই পরস্পরের দোষ ত্রুটিগুলি জেনে রাখা ভাল।'

তার জেরায় আমি হেসে উঠে বললাম, 'আমার একটা কুকুরের বাচ্চা আছে। আমার স্নায়ুগুলো খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই গোলমাল পছন্দ করি না। সময়ে অসময়ে ঘুম থেকে উঠি। আলসেমি করি। ভাল অবস্থায় আরও কিছু কিছু দোষ আছে, তবে আপাতত ঐগুলিই প্রধান।'

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, 'হট্টগোল বলতে কি আপনি বেহালা বাজানোটাকে বলছেন?'

'কিন্তু সেটা বাদকের উপর নির্ভর করে,' আমি জবাব দিলাম। 'বেহালায় ভাল বাজনা তো দেবতাদেরও উপভোগ্য। কিন্তু বাজনা যদি বাজে হয়—'

হো-হো করে হেসে উঠে সে বলল, 'বাস, বাস, তাহলে ঠিক আছে। ধরে নিচ্ছি ব্যবস্থাটা পাকা, অবশ্য যদি বাসাটা আপনার পছন্দ হয় ঠিকমত।'

'কখন দেখা যাবে?'

'কাল দুপুরে এখানে আসুন। একসঙ্গে গিয়ে সব পাকা করে ফেলব।'

করমর্দন করে আমি বললাম, 'ঠিক আছে। কাল দুপুরেই আসব।'

সে আবার কাজে মন দিল। আমরা হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।

হঠাৎ থেমে স্ট্যামফোর্ডের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করলাম, 'ভাল কথা, আমি

আফগানিস্থান থেকে এসেছি উনি বুঝলেন কি করে?'

একটু হেসে সঙ্গী বলল, 'ঐটেই তাঁর একমাত্র বৈশিষ্ট্য। উনি যে কি করে সবকিছু বোঝেন, সেটা আরও অনেকে জানতে চেয়েছে।'

হাত ঘসতে ঘসতে আমি বললাম, 'ওঃ! সেটা তাহলে একটা রহস্য? আমাদের দুজনের মিলন ঘটিয়েছে বলে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

বিদায় নেবার সময় স্ট্যামফোর্ড বলল, 'তুমি তাকে যতটা জানতে পারবে তার চাইতে অনেক বেশী সে তোমাকে জানতে পারবে। নমস্কার।'

'নমস্কার।' নবপরিচিতের সম্পর্কে প্রচুর কৌতূহল নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।

২। অনুমান বিজ্ঞান

আগের দিনের ব্যবস্থামত পরদিন দুপুরে দেখা করলাম এবং ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটের ঘরগুলিও দেখলাম। দুটো আরামদায়ক শয়ন-কক্ষ, একটা বড় খোলামেলা সুসজ্জিত বসবার ঘর, তাতে দুটো প্রশস্ত জানালা দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস এসে পড়েছে। সব দিক থেকেই বাসাটা ভাল এবং ভাড়াটাও ন্যায্য বলেই মনে হল। কাজেই কথাবার্তা পাকা করে বাসার দখল নিয়ে নিলাম আমরা। আমি সেদিন সন্ধ্যায়ই হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে সেখানে চলে গেলাম। শার্লক হোমস পরদিন সকালে কয়েকটা বাক্স ও পোর্টম্যান্টো নিয়ে হাজির হল। মালপত্র খুলে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে দু' একদিন গেল। ধীরে ধীরে দুজনেই নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। কারোর কোনোদিকে অসুবিধা হচ্ছে না।

হোমসের সঙ্গে একত্রে বাস করা অসুবিধা হল না। লোকটি চলা-ফেরায় শান্ত, স্বভাবে পরিমিত। রাত দশটার পরে কদাচিৎ জেগে থাকে, আর সকালে আমার ঘুম ভাঙবার আগেই প্রাতরাশ সেরে বাইরে বেরিয়ে যায়। কখনও সারাটা দিন কেমিক্যাল লেবরেটরিতে কখনও বা ব্যবচ্ছেদকক্ষে। আবার হয়ত শহরের অনুন্নত এলাকা-গুলিতে দীর্ঘ পথ হেঁটে হেঁটে বেড়ায়। কাজের নেশা যখন পেয়ে বসে তখন কোন কাজেই সে পিছপা নয়। কখনও বা সম্পূর্ণ তার উল্টো। দিনের পর দিন বসবার ঘরে সোফায় বসে বসে সময় কাটায়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মুখে কথা নেই, একটু নড়ন-চড়ন নেই। সেসময় তার চোখে এমন একটা স্বপ্নময় দৃষ্টি দেখেছি যাতে অনায়াসেই সন্দেহ হতে পারত যে সে নেশাখোর; কিন্তু তার সংযত ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা দেখে সে ধারণা মনেও ঠাঁই পেত না।

দিন যেতে লাগল, তার সম্পর্কে আমার আগ্রহ এবং তার জীবনের রক্ষা সম্পর্কে কৌতূহলও বাড়তে লাগল। তার শরীর এবং চেহারাই এমন যে, যে-কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারবেন না। লম্বায় ছ' ফুটের বেশী কিন্তু কৃশকায় খুব বেশী ঢ্যাঙা, সাধারণভাবে তার চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ এবং অন্তর্ভেদী। বাজপাখীর মত সরু নাক, সারা মুখে সদা-সতর্কতা ও স্থির সিদ্ধান্তের আভাস ফুটিয়ে তোলে। তার মোটা চৌকো থুতনি দৃঢ় চরিত্র মানুষের লক্ষণ। তার দু' হাতে সবসময়ই

কালি আর কেমিক্যালের দাগ। তা সত্ত্বেও কোন কিছু ছোঁবার বেলায় সে বেশ খুঁতখুঁতে। কাজের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করবার সময় তার এই স্বভাব আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি। এবং মনে মনে না হেসেও পারতাম না।

এই মানুষটি আমার কৌতূহলকে কতখানি জাগ্রত করেছিল, এবং নিজের সম্পর্কে তার নীরবতাকে ভাঙবার কত চেষ্টা আমি বারবার করেছি, সেকথা বুঝিয়ে আপনাদের বলতে পারবো না। কিন্তু এখন আমার জীবন ছিল লক্ষ্যহীন এবং করবার মত কোন কাজও আমার হাতে ছিল না। আমার স্বাস্থ্যের যা অবস্থা তাতে আবহাওয়া ভাল না থাকলে আমি বাইরে যেতাম না। এমন কোন বন্ধুও ছিল না যার সঙ্গে মনের দুটো কথা বলে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিকে কাটাতে পারি। সে অবস্থায় এই সঙ্গীটিকে ঘিরে যে রহস্য ছিল তার সমাধানের চেষ্টায়ই আমি অনেক সময় ভয় করতাম।

সে ডাক্তারি পড়ত না। একথা স্ট্যামফোর্ড বলেছিল আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে সে নিজেও সেই কথা বলে। সে নিয়মিতভাবে এমন কোন পড়াশুনা করে না যাতে সে বিজ্ঞানের একটা ডিগ্রি পাবার উপযুক্ততা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কোন কোন পাঠ্য বিষয়ে তার উৎসাহ এতই উল্লেখযোগ্য, এবং খামখেয়ালের দ্বারা সীমিত হলেও তার জ্ঞান এত অসাধারণভাবে প্রচুর ও সূক্ষ্ম বিচার যে তার অনেক বক্তব্যই আমাকে বিস্মিত না করে পারেন। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে না থাকলে কোন মানুষ এত কঠিন পরিশ্রম করতে বা এতে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না। যারা সাধারণ ভাবে পড়াশুনা করে তাদের জ্ঞান কদাচিৎ সঠিক হয়ে থাকে। স্পষ্ট কারণ না থাকলে কোন মানুষ ছোটখাট বিবরণ সংগ্রহ করে মনকে বোঝাই করে রাখতে সক্ষম হয় না।

তার অজ্ঞানতাও তার ঠিক জ্ঞানের মতই। সে সময়ে সাহিত্য, দর্শন বা রাজনীতির সে কিছুই জানে না। টমাস কার্লাইল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়াতে সে খোলাখুলিই বলল, লোকটি কে এবং কি করতেন। কথাপ্রসঙ্গে যেদিন বুঝতে পারলাম যে সে কোপার্নি-কাসীয়া মতবাদ এবং সৌর জাগতিক গ্রহমণ্ডল সম্পর্কে অজ্ঞ সেদিন আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না আর। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে—এই বিংশ শতাব্দীতে ওর মত কোন সভ্য মানুষ যে সেটা জানে না সেকথা আমি ভাবতেই পারি নি।

আমার বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে সে বলল, 'মনে হচ্ছে, তুমি এতে অবাক হয়েছ। কিন্তু ও তথ্যটা জানবার পরে মনে হচ্ছে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওটা যেন ভুলে যাই।'

'ভুলে যেতে!' আমি বললাম।

সে বুঝিয়ে বলতে, 'দেখ, মানুষের মস্তিষ্ক গোড়ায় একটা ছোট শূন্য চিলে-কোঠার মত। সেখানে পছন্দসই জিনিস জমানোই উচিত। একমাত্র যে বোকা সেইই যা কিছু পায় তাই সেখানে জমা করে। এর ফলে যে জ্ঞান তরে পক্ষে দরকারী সেইটেই ভীড়ে হারিয়ে যায়, অথবা অন্য সব জিনিসের সঙ্গে এমনভাবে জট পাকিয়ে যায় যে দরকারের সময় তাকে আর খুঁজে পেয়েও কাজে লাগাতে পারে না। মস্তিষ্কের কুঠুরিতে কি রাখবে না রাখবে সেবিষয়ে দক্ষ কারিগর কিন্তু ভারী সতর্ক। কাজের জন্য দরকারী যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কিছু সে সেখানে জমিয়ে রাখে না। আর সে যন্ত্রপাতিও সংখ্যায়

অনেক বলে সেগুলিকে বেছে সে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। ঐ ছোট কুঠুরিটার বাড়াবার জায়গা আছে এবং সেটাকে যতদূর খুশি বাড়ানো যায় এ ধারণা একেবারে ভুল। এও জানবে, এমন একসময় আসে যখন নতুন কোন জ্ঞান পেতে হলেই পুরনো জ্ঞান কিছু ছাড়তে হবেই। কাজেই অদরকারী ঘটনা যাতে দরকারী ঘটনাকে মন থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে না দেয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।'

'কিন্তু সৌরজগৎ!' আমি প্রতিবাদ করলাম।

অসহিষ্ণুকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'তা দিয়ে আমার কি প্রয়োজন? তুমি বলছ আমরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছি। বেশ তো, আমরা যদি চন্দ্রের চারিদিকে ঘুরতাম তাতে আমি বা আমার কাজের তো কোন তফাৎ হত না।'

তার কাজটা কি জিজ্ঞাসা করতে মনে করছিলাম, কিন্তু তার হাবভাবে মনে হল প্রশ্নটাকে সে ভালভাবে নেবে না। যা হোক, আমাদের এই আলোচনার কথা ভাবতে ভাবতে তার থেকে কিছু কিছু তথ্য অনুমান করতে চেষ্টা করলাম। সে বলেছে, তার কাজের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোন জ্ঞান লাভ করতে সে চায় না। অতএব যা কিছু জ্ঞান সে অর্জন করেছে সবই তার কাছে দরকারী। যেসব বিষয় সে খুব ভাল জানে বলে আমার মনে হল, তার একটা তালিকা আমি মনে মনে হিসাব করলাম। এমন কি একটা কলম নিয়ে সেগুলি এক সঙ্গেই লিখেও ফেললাম। তালিকাটি লেখা হলে সেটা দেখে আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। তালিকাটি এইরূপ:

শার্লক হোমস—তার জ্ঞানের সীমার হিসাব

১.	সাহিত্যের	জ্ঞান—শূন্য
২.	দর্শনের	"—শূন্য
৩.	জ্যোতির্বিদ্যার	"—শূন্য
৪.	রাজনীতির	"—অতিসামান্য
৫.	উদ্ভিদবিদ্যা	সঠিক বলা যায় না। বেলেডোনা, আফিম এবং সাধারণভাবে বিষ সম্বন্ধে বেশ ভাল জ্ঞান। বাগান সম্বন্ধে কার্যকরী জ্ঞান—শূন্য।
৬.	ভূতত্ত্ব	কার্যকরী জ্ঞান আছে, কিন্তু সীমিত। এক দৃষ্টিতে বিভিন্ন মাটির পার্থক্য বুঝতে পারে। বেড়িয়ে আসার পর প্যান্টের দাগ দেখিয়ে বলতে পারে সেই দাগ লণ্ডনের কোন্ অঞ্চলে লেগেছে।
৭.	রসায়ন	প্রগাঢ়
৮.	অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা	নির্ভুল বটে, কিন্তু এলোমেলো।
৯.	রোমাঞ্চকর সাহিত্য	প্রচুর। মনে হয় দেশে যত ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর মামলা হয়েছে সে সমস্তর খুঁটিনাটি তার জানা সব।

১০. খুব ভাল বেহালা বাজাতে পারে।

১১. দক্ষ বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়, বক্সার এবং দক্ষ অসিচালক।

১২. বৃটিশ আইনের প্রচুর জ্ঞান আছে।

তালিকাটি এই পর্যন্ত করেই হতাশ হয়ে সেটাকে আগুনে ফেলে দিলাম। নিজের মনে মনেই বললাম, 'এই সব সংগুণের সম্মিলন ঘটিয়ে লোকটি কি করতে চাইছে যদি জানতে পারতাম, এবং কি কাজে এগুলি সব দরকার হয় যদি খুঁজে পেতে পারতাম, তাহলে এসব ছেড়ে দিতাম।'

বেহালা বাজাবার ক্ষমতার কথা আগেই বলেছি। সে ক্ষমতাও খুবই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তার অন্য সব গুণের মতই খুব খামখেয়ালি। আমি জানি সে রাগ রাগিনী বাজাতে পারে,—বেশ শক্ত শক্ত রাগ-রাগিনীও। আমার অনুরোধে সে 'মেণ্ডেলসন-এর লিয়েডার' রাগ বাজিয়ে আমাকে শুনিয়েছে। কিন্তু একা থাকলে সে কদাচিৎ কোন রাগ রাগিনী বা পরিচিত সুরই বাজায়। সন্ধ্যায় আরাম-কেদারায় বসে চোখ বন্ধ করে বেহালাটায় এলোমেলোভাবে ছড় টানতে থাকে। কখনও বিষণ্ণ সুর বাজে, কখনও বা আনন্দের সুর। মনে হয়, তার মনের চিন্তাই যেন সুরের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু সে বাজনা তার চিন্তার ধারাকে সাহায্য করে না, কি সেগুলো নেহাতই তার খেয়ালের, তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি। সেই সব একটানা বাজনার বিরুদ্ধে আমি হয় তো খুব রাগ করতাম যদি না সে প্রায়ই তার বাজনার শেষে একের পর এক আমার প্রিয় সুরগুলি বাজিয়ে আমার ধৈর্যচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করে দিত। এর জন্য আমি রাগ করতে পারিনা।

প্রথম সপ্তাহে আমাদের ঘরে কেউ এলো না। আমার ধারণা হল এই সঙ্গীটিও আমার মত নির্বান্ধব। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলাম, তার পরিচিত জনের সংখ্যা অনেক অনেক, আর তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের সব লোক। তাদের মধ্যে একজন ছিল হলদেটে, ইঁদুরমুখো কালো চোখওয়ালা লোক। তার নাম শুনতে পায় মিঃ লেস্ট্রেড। সপ্তাহে তিন চার দিন সে আসতেই একদিন সকালে একটি তরুণী এল এবং আধ ঘণ্টার খানেক কাটিয়ে চলে গেল। সেইদিন বিকেলেই একটি শুটকো পাকা-চুল দেখতে ইহুদী ফেরিওয়ালার মত লোক এল। মনে হল লোকটা সাংঘাতিক উত্তেজিত। তার পরেই এল একটি নোংরা বয়স্ক মেয়ে মানুষ। একদিন এসেছিল এক পাকা-চুল বৃদ্ধ; আবার কোনদিন বা নকল মলমলের পোশাক পরা এক রেলের কুলি। এই সব নানা ধরনের লোক যখন হাজির হত তখন শার্লক হোমস আমার কাছ থেকে বসবার ঘরটা বিনয়ের সহিত ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে নিত, আর আমি আমার শোবার ঘরে চলে যেতাম সঙ্গে-সঙ্গেই। আমার এই অসুবিধা ঘটানোর জন্য সে বারবার ক্ষমা চেয়ে নিত। বলত, 'কাজের জন্য আমাকে ঘরটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। যাদেরকে দেখছো সবাই আমার মক্কেল।" তখনই সোজাসুজি প্রশ্ন করবার সুযোগ পেলেও জোর করে একজনের গোপন কথা জানবার কৌতূহল থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতাম। ভাবতাম, সেকথা উল্লেখ না করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ হয় তো তার আছে। কিন্তু একদিন সে আমার এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাল নিজে থেকেই।

আমার খুব ভালভাবে মনে আছে, সেদিনটা ছিল ৪ঠা মার্চ। অন্য দিনের তুলনায় আগেই ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, শার্লক হোমসের প্রাতরাশ তখনও সারা হয় নি। গৃহকর্ত্রী আমার দেরীতে ওঠার ব্যাপারে এতই অভ্যস্ত হয়েছিলেন যে তখনও আমার প্রাতরাশ এবং আমার কফিও তৈরি হয় নি। বুঝে সুঝেও মানুষ অনেক সময় অকারণে রেগে যায়। আমিও সেইরকম সব বুঝে রাগের সঙ্গে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলাম যে আমি তৈরি আমার প্রাতঃরাশ চাই। তারপর টেবিল থেকে একখানা পত্রিকা টেনে নিয়ে তার উপর চোখ বুলিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। আমার সঙ্গী নীরবে আস্তে আস্তে টোস্টে কামড় দিচ্ছিল। একটা প্রবন্ধের শিরোনামের নীচে পেন্সিলের দাগ দেখে স্বভাবতই সেটার উপর দ্রুত চোখ বুলোতে লাগলাম। কিসের দাগ লক্ষ্য করে।

'জীবনের পুঁথি' প্রবন্ধের শিরোনামটি। তাতে দেখানো হয়েছে, একজন অনুসন্ধিৎসু লোক সঠিক ও সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণের দ্বারা জীবনের কতকিছুই জানতে পারে। ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে চাতুর্য ও অবাস্তবতার একটা খিচুড়ি যেন মনে হল। বেশ ধারালো ও তীক্ষ্ন যুক্তি, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি কষ্টকল্পিত ও অতিরঞ্জিত বলে আমার মনে হল। লেখক বলছেন, একটি কথা, মাংসপেশীর একটি মোচড় বা চোখের একটু দৃষ্টি থেকেই মানুষের মনের অন্তঃস্তত পর্যন্ত বোঝা যায়। যে মানুষ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে সুশিক্ষিত তাকে ঠকানো যায় না। তার সিদ্ধান্তগুলি ইউক্লিডের প্রতিপাদ্যের মতই সত্য। কোন নূতন ব্যক্তির কাছে তার অনুমানগুলি যেন বিস্ময়কর মনে হবে। যতক্ষণ তার অনুসৃত পদ্ধতিগুলি সে না শিখবে বা জানবে ততক্ষণ তাকে একজন যাদুকর বলে মনে করবে।

লেখক আরও বলেছেন, 'একজন যুক্তিবিদ তিনি একফোঁটা জল থেকে আতলান্টিক মহাসাগর বা নায়েগ্রা জলপ্রপাতের সম্ভাবনাকে অনুমান করতে পারে, যদিও সে ও দুটোর একটাকেও দেখে নি, বা কারও থেকে ওদের সম্বন্ধে কিছু শোনেও নি। সব জীবনই একটি প্রকাণ্ড শৃংখল যার একটি গাঁটকে দেখতে পেলেই সমগ্রটাকে জানতে পারা যায়। অন্য সব শিল্প-কলার মত 'অনুমান ও বিশ্লেষণ বিজ্ঞান'কেও সুদীর্ঘ অধ্যবসায় দ্বারাই আয়ত্ত করা যেতে পারে। জীবন যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী নয় সেজন্য কোনও মানুষের পক্ষেই এ বিষয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা অসম্ভব। কোন সমস্যার নৈতিক ও মানসিক দিকগুলি অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল; কাজেই ছোটখাট সমস্যাগুলিকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টাই সর্বপ্রথম করা উচিত।

কোন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে একনজরেই অবশ্যই জানবার চেষ্টা করতে হবে তার অতীত ইতিহাস, তার জীবিকার পরিচয়। এরকম চেষ্টা প্রথমে বোকামির পরিচায়ক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ফলে মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তীক্ষ্ন হয় কোথায় চোখ ফেলতে হবে বা কি দেখতে হবে শিক্ষা লাভ করা যায়। একটা মানুষের হাতের নখ, তার কোটের আস্তিন, জুতো, ট্রাইজারের হাঁটুর কাছটা, তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরকার কড়া, তার কথা, তার শার্টের কফ—এর প্রত্যেকটি থেকেই মানুষের জীবিকার পরিচয় পরিষ্কারভাবে জানা যায়। কোন একটি ক্ষেত্রে এর সবগুলি

প্রয়োগ করেও একজন সুযোগ্য অনুসন্ধানকারী সমস্যার উপর আলোকপাত করতে অসমর্থ হবেন এটা একেবারেই অসম্ভব।

'কী অবর্ণনীয় বাগাড়ম্বর!' চীৎকার করে বলতে বলতে আমি পত্রিকাটা টেবিলের উপর জোরে ছুঁড়ে দিলাম। 'জীবনে এরকম বাজে লেখা কখনও পড়ি নি।' এই কথা খুব জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করলাম।

কোনটার কথা বলছ?, শর্লক হোমস প্রশ্ন করল আমাকে।

প্রাতরাশ খেতে খেতে ডিমের চামচে দিয়ে দেখিয়ে আমি বললাম, 'কেন, এই প্রবন্ধটা। মনে হচ্ছে তুমি এটা পড়েছ, কারণ এটার নীচে দাগ দেওয়া আছে। অস্বীকার করছি না যে লেখাটায় মুন্সিয়ানা আছে; আমি অবশ্য বিরক্ত হয়েছি। এটা নিশ্চই কোন আরামকেদারাশ্রয়ী আলস্যবিলাসীর উদ্ভট খামখেয়ালী মতবাদ। নিজের নির্জন পড়ার ঘরে বসে তিনি এই সব অবাস্তব কথার জাল বুনে চলেন। এসব একেবারেই অবাস্তব। আমার ইচ্ছা করে, পাতাল-রেলের কোন তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ঠেলে দিয়ে তাকে বলি, এবার সহযাত্রীদের জীবিকার পরিচয়গুলি দাও তো বাছাধ। তার সঙ্গে আমি হাজার পাউন্ড বাজী লড়তে রাজী।'

হোমস শান্তভাবে বলল, 'তাতে তোমার টাকাটাই খোয়াবে। আর প্রবন্ধটার কথা যদি বল, ওটা আমি লিখেছি।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ। পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের কাজে আমার একটা ঝোঁক আছে। যেসকল মত আমি ওখানে প্রকাশ করেছি, এবং যেগুলিকে তুমি অত্যন্ত অবাস্তব বলে মনে করেছ, সেগুলো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত—এত বাস্তব যে আমার রুটি-মাখনের জন্য আমি ওগুলোর উপরই নির্ভর করি।' একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

'কিন্তু কেমন করে? নিজের অজ্ঞাতেই প্রশ্ন করলাম তাকে।

'দেখ, আমারও একটা জীবিকা আছে। আমার ধারণা এ ব্যাপারে পৃথিবীতে আমি একক। আমি একজন সামান্য পরামর্শদাতা গোয়েন্দা।' অবশ্য সেটা কি জিনিস তুমি ঠিক বুঝবে কি না জানি না। এই লন্ডনে বহু সরকারী ও বে-সরকারী গোয়েন্দা আছে। এরা যখন একেবারে পেরে ওঠে না, তখন আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসে, আমি তাদের যতদূর পথ বাতলে দিই। তার সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আমার কাছে পেশ করে, অপরাধ-ইতিহাসের যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি তারই সাহায্যে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে বেশ কিছুটা সক্ষম হই। বিভিন্ন দুষ্কর্মের মধ্যে একটা মূলগত মিল আছে; ফলে হাজারটা দুষ্কর্মের বিবরণ যদি তোমার নখাগ্রে থাকে তাহলে হাজার এক নম্বর দুষ্কর্মের বিবরণ তুমি উদ্ধার করতে অবশ্যই পারবে। লেস্ট্রেড একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দা। সম্প্রতি একটা জালিয়াতির মামলা নিয়ে বড়ই গোলমালে পড়েছিল। তাই আমার কাছে এসেছিল কিছু পরামর্শ করতে?

'আর অন্যরা?'

'বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পাঠায় বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থা থেকে। কোন ব্যাপার নিয়ে গোলমালে পড়লেই তারা আলোকপাতের জন্য এখানে আসে। আমি তাদের কাহিনী যেমন মন দিয়ে শুনি, তারাও আমার মন্তব্যগুলি মন দিয়ে শোনে। তারপর আমার ফীটা পকেটস্থ করি তার আগে নয়!

আমি বললাম, 'তুমি কি বলতে চাও, সচক্ষে সব বিবরণ দেখেও যে রহস্যের কিনারা তারা করতে পারে না, তুমি এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই তার গিঁট খুলতে সমর্থ হও? এই কথা বলতে চাইছো?

'ঠিক তাই। এবিষয়ে আমার কোন একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে। কখনও কখনও এমন কেস আসে যেটা খুব বেশী জটিল। তখন অবশ্য আমাকেও বাইরে বেরিয়ে নিজের চোখে সবকিছু দেখতে অবশ্যই হয়। দেখ, আমার কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান আছে যেগুলি প্রয়োগ করে আমি আশ্চর্য ফল হাতে হাতেই পাই। এই প্রবন্ধে অনুমানের যেসব নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেগুলি তোমার ঘৃণার উদ্রেক করতে বাধ্য করেছে সেগুলি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমার কাছে খুবই মূল্যবান। পর্যবেক্ষণ আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি। প্রথম দিন সাক্ষাতের সময় আমি যখন বললাম যে তুমি আফগানিস্থান থেকে এসেছ, তখন তুমি বিস্মিত হয়েছিলে।' ঠিক কিনা ভেবে দেখ।

'নিশ্চয় কেউ তোমাকে বলেছিল।' না হলে তুমি কি করে জানলে।

'মোটেই তা নয়। আমি স্রেফ ভেবেছিলাম যে তুমি আফগানিস্থান থেকে এসেছ। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে চিন্তা-স্রোত এত দ্রুতগতিতে আমার মনে প্রবাহিত হয় যে অন্তবর্তী ধাপগুলো চিন্তা না করেই আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। অবশ্য কিছু ধাপ তো থাকেই। আমার চিন্তা ধারাটা এই ধরণের ছিল; এই ভদ্রলোক ডাক্তার, অথচ চালচলনে সামরিক ভাবভঙ্গী, কাজেই নিশ্চয় সামরিক ডাক্তার হবে। তিনি নিশ্চয় সম্প্রতি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল থেকে এসেছেন, কারণ তাঁর মুখমণ্ডল বাদামী, অথচ ওটা তাঁর চামড়ার স্বাভাবিক রং কোন মতেই নয় যেহেতু তাঁর কব্জি দুটো সাদা। তাঁর বিষণ্ণ মুখ দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি অনেক দুঃখ-কষ্ট ও রোগ ভোগ থেকে উঠেছেন। তাঁর বাঁ হাতটায় জোর আঘাত লেগেছে কারণ সে হাতটা তিনি সবসময় অস্বাভাবিকভাবে আড়ষ্ট করে রাখেন। গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন স্থানে একজন ইংরেজ সামরিক ডাক্তারের পক্ষে এরকম কষ্ট ভোগ করা সম্ভব হতে পারে? আর কোথায়ই বা তাঁর হাত আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে? নিশ্চয় আফগানিস্থানে? আমার এই পুরো চিন্তা-ধারাটি কিন্তু এক সেকেণ্ডও সময় নেয় নি। আমি তখনই মন্তব্য স্থির করলাম তুমি আফগানিস্থান থেকে এসেছ, আর তুমিও বিস্মিত হলে।' ঠিক কিনা, মুচকি হেসে বললাম, 'তুমি বুঝিয়ে বলার পরে অবশ্য ব্যাপারটা বেশ সরলই মনে হচ্ছে। এডগার এলেন পো-র ডিউপিনের কথা মনে পড়েছে? গল্পের বাইরেও এ ধরণের চরিত্র থাকে আমার জানা ছিল না একেবারে।'

তখন শার্লক হোমস উঠে পাইপটা ধরাল। তারপর বলতে লাগল, 'তুমি নিঃসন্দেহে ভাবছ যে ডিউপিনের সঙ্গে তুলনা করে আমার প্রশংসাই করছ। কিন্তু আমার মতে ডিউপিন খুব সাধারণ স্তরের মানুষ ছিলেন। পনের মিনিট চুপ করে থেকে হঠাৎ

একটা যুৎসই মন্তব্য করে বন্ধুকে চমকে দেওয়ার যে কৌশল তিনি দেখান সেটা আসলে কিন্তু বড়ই লোক দেখানো ও কৃত্রিম। অবশ্য বিশ্লেষণী শক্তি তাঁর ছিল, কিন্তু পো তাঁকে যতখানি বড় বলে কল্পনা করেছেন আসলে তিনি তা ঠিক ততখানি নন।'

হোমসকে আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি গাবোরিয়-র বই পড়েছ? তোমার মতে লিকক কি একজন ভাল গোয়েন্দা ছিলেন?'

হোমস ঠাট্টার ভঙ্গীতে নাকটা টানল। তারপর রাগতঃ স্বরে বলল, 'লিকক তো একটা মহা আনাড়ি লোক হে। একটা গুণই তার ছিল,—উৎসাহ। ও বই পড়ে তো আমি কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। ব্যাপার কি না, একটি অজানা কয়েদিকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি ও কাজ ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই করতে পারতাম। লিককের লেগেছিল ছ' মাস বা ওই রকম সময়। গোয়েন্দাদের কি বাদ দেওয়া উচিত সেটা শেখাবার মত পাঠ্য পুস্তক অবশ্য ও বইখানা হতে পারে। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

যে দুটি চরিত্র আমার প্রিয় তাদের সম্পর্কে এই ধরণের উদ্ধৃত উক্তি করায় হোমসের উপর আমি কিছুটা অসন্তুষ্টই হলাম। জানালার কাছে উঠে গিয়ে বাইরের জনবহুল রাস্তার দিকে তাকিলে মনে মনে বললাম, 'লোকটি চতুর বটে, তবে বড় দাম্ভিক, না হলে এ যুক্তির কোন মানেই হয় না।'

সে যেন দুঃখের সঙ্গেই বলল, 'আজকাল আর অপরাধও নেই, অপরাধীও তেমন নেই। আমাদের এসব কাজে এখন আর চিন্তার প্রয়োজন হয় না। আমি ঠিক জানি, আমার মধ্যে ও বস্তুটি আমাকে বিখ্যাত করবার পক্ষে যথেষ্ট। অপরাধ উদ্ঘাটনের কাজে যতটা পড়াশুনা এবং যতটা মেধা আমি প্রয়োগ করেছি আজ পর্যন্ত অপর কেউ তা করে নি। কিন্তু লাভ কি হল? ধরবার মত কোন অপরাধই ঘটে না। আর যাও বা ঘটে সেটা এতই জলের মত পরিষ্কার যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যে কোন অফিসারই চেষ্টা করলে তার কিনারা করতে পারে এক মিনিটে।

লোকটির কথাবার্তার এই আত্মচরিত্রাক্রমেই আমাকে বিরক্ত করে তুলল। কাজেই ভাবলাম, এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা বৃথা।

একটি লম্বা সাদাসিদে পোশাকের মানুষ রাস্তার অপর দিক ধরে বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছিল। তার হাতে একখানা নীল রঙের বড় খাম। নিশ্চয় কোন সংবাদ নিয়ে এসেছে। তাকে দেখিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'লোকটি না জানি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

হোমস বলল, 'নৌবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্টের কথা বলছ মনে হয়?'

'খালি বড়াই আর দম্ভ।' মনে মনে ভাবলাম। 'ভাল করেই জানে যে ওর এই অনুমানকে আমি পরীক্ষা করে দেখতে পারব না।'

কথাগুলি ভাবতে না ভাবতেই লোকটি আমাদের দরজাতেই মনে হয় তার চিঠির নম্বরটি দেখতে পেয়েই দ্রুতপায়ে রাস্তাটা পার হল। আমাদের কানে এল দরজায় ধাক্কার শব্দ, নীচে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠবার ভারী জুতোর শব্দ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে বন্ধুর হাতে চিঠিখানি দিয়ে বলল 'মিঃ শার্লক হোমসের জন্য।'

এতক্ষণে তার মুখোশ খুলে দেবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল মনে করে আচমকা একটা কথা বলে ফেলবার সময় এরকমটা যে ঘটতে পাবে তা তো আর সে চিন্তা করতে পারে নি। সরাসরি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোথায় কাজ করেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাব কি ?

সে জবাব দিল, 'সেনাবিভাগে, ইউনিফর্মটা মেরামতির জন্য পাঠানো হয়েছে।' না হলে চিনতে এতটুকু অসুবিধা হয় না।

ঈর্ষার বশে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি ছিলেন ?

'সার্জেণ্ট স্যার। রাজকীয় নৌবিভাগের পদাতিক বাহিনী স্যার। কোন জবাব দেবেন না ? ঠিক আছে স্যার।' চললাম স্যার।

দুটো গোড়ালি ঠুকে হাত তুলে সে স্যালুট করল। তার পরই চলে গেল।

দ্রুত গতিতে যেমনি এসেছিল তেমনিভাবে।

৩। লরিস্টন গার্ডেন্স-এর রহস্য

হার মেনেই স্বীকার করছি, আমার সঙ্গীর মতবাদের বাস্তবতার এই নতুন প্রমাণ আমাকে বিস্মিত ও অভিভূত করেছিল। তার বিশ্লেষণী শক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণে বেড়ে গেল। একটা সন্দেহ কিন্তু তখনও মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল যে, আমাকে চমকে দেবার জন্য সমস্ত ব্যাপারটাই আগে থেকে সাজানো, ব্যাপার কি ? অবশ্য আমাকে চমকে দিয়ে তার কি লাভ হবে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। তাকিয়ে দেখি, সে চিঠিটা পড়ে ফেলেছে। তার চোখে এমন একটা শূন্য অনুজ্জ্বল দৃষ্টি যে দেখলেই মনে হয় সে তার মনের কোন অতল গহ্বরের মধ্যে ডুবে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, ওটা তুমি কেমন করে জানতে পারলে ?'

সে যেন একটু রেগেই বলল, 'কোনটা ?'

'কেন ? ওই লোকটা যে নৌবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সার্জেণ্ট, সেটা ?'

'আমার এসব তুচ্ছ কথা বলবার মত সময় নেই, একটু রেগেই সে জবাব দিল।' তারপরই হেসে বলল, 'এই রূঢ়তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আমার চিন্তার সূত্রটা তুমি ছিঁড়ে ফেলেছিলে। কিন্তু তুমি কি সত্য সত্যই বুঝতে পারো নি যে লোকটি নৌবিভাগের সার্জেণ্ট ছিল ?'

'মোটেই না।' এ তোমার সব ধাপ্পাবাজি।

'আমি কি করে জানলাম সেটা বোঝানোর চাইতে ওটা জানা অনেক সহজ। তোমাকে যদি বলা হয় দুই আর দুইয়ে চার হয় সেটা প্রমাণ কর, তাহলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই একটু কঠিন বলে মনে হবে, অথচ তুমি নিশ্চিত জান যে এটা সত্য। রাস্তার ওপাশে থাকলেই লোকটির হাতের উল্টো পিঠে একটা বড় নীল নোঙরের উল্কি আমার নজরে পড়েছিল। তাতেই সমুদ্রের গন্ধ পেলাম। তার আচরণে এবং দু'দিকে পাকানো গোঁফে ছিল সামরিক গন্ধ। কাজেই পাওয়া গেল নৌবিভাগ। লোকটির মধ্যে ভারিক্কিয়ানা এবং প্রভুত্বের ও আমার চোখ এড়ায় নি। যেভাবে সে মাথাটা উঁচু করে হাতের বেতটা ঘোরাচ্ছিল সেটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। তার মুখে চোখে একটা স্থির,

সম্ভ্রান্ত মধ্যবয়স্ক মানুষের ছাপ—এইসব দেখেই মনে হল সে সার্জেণ্ট।' এতে এত চিন্তা করার কি আছে।

আমি সোল্লাসে বলে উঠলাম। "সাবাস্, সাবাস্!"

হোমস বলল, 'অতি সাধারণ'। যদিও তার কথা শুনে আমার মনে হল, আমার বিস্ময় ও প্রশংসা শুনে সে খুব খুশিই হয়েছে। 'এইমাত্র বলছিলাম যে আজকাল আর অপরাধী নেই। মনে হচ্ছে—আমি ভুল বলেছি। এটা দেখ!' প্রাক্তন সার্জেণ্টের দেওয়া পত্রখানা সে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

'সে কি!' চোখ বুলিয়েই আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'এ যে সাংঘাতিক ঘটনা।'

হোমস খুব শান্তভাবে বলল, 'একটা অসাধারণ কিছু বলে মনে হচ্ছে। তুমি কি চিঠিটা আমাকে পড়ে শোনাবে খুব আস্তে আস্তে?'

চিঠিটা আমি তাকে পড়ে শোনালাম ঃ

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

৩, লরিস্টন গার্ডেন্সে গত রাতে একটি ভয়ানক খারাপ ঘটনা ঘটেছে। লরিস্টন গার্ডেন্স বেরিয়েছে ব্রিক্সটন রোড থেকে। প্রায় দুটো নাগাদ বীটের পুলিশ সেখানে আলো দেখতে পায়। যেহেতু বাড়িটা খালি ছিল, তার মনে তখন সন্দেহ দেখা দেয়। সেখানে গিয়ে দেখে দরজা খোলা আর সামনের ঘরে এক ভদ্রলোকের মৃতদেহ। লোকটি বেশ সুসজ্জিত। তার পকেটে একটা কার্ড পাওয়া গেছে, তাতে লেখা 'এনক জে. ড্রেবার, ক্লিভল্যাণ্ড, ওহিও, ইউ. এস. এ.।' কোন ডাকাতি হয় নি এবং ভদ্রলোক কি করে মারা গেলেন তার কোন প্রমাণ এখানে পাওয়া যায় নি। ঘরের মধ্যে রক্তের দাগ আছে, কিন্তু দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। তিনি কি করে ঐ খালি বাড়িতে এলেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ধাঁধার মত। বারোটার আগে আপনি যদি এখানে আসতে পারেন, আমাকে ওখানেই পাবেন। আপনার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সব কিছুই যেমনটি ছিল তেমনটি রেখে দিয়েছি। যদি একান্ত আসতে না পারেন, আরও বিস্তারিত বিবরণ পরে জানাব। দয়া করে যদি মতামত পাঠান, তাহলে আপনার অসীম অনুগ্রহ বলে মনে করব।

ভবদীয়, টোবিয়াস গ্রেগসন।

হোমস মন্তব্য করল, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মধ্যে সবচাইতে চালাক-চতুর। সে এবং লেস্ট্রেডই হচ্ছে মন্দের চেয়ে ভাল। দুজনই উদ্যমশীল, কিন্তু গতানুগতিক। তাদের মধ্যে রেষারেষিও আছে। দুই পেশাদার বাইজীর মতই তারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ। এই কেসে তাদের দুজনের হাতেই যদি কিছু সূত্র ধরিয়ে দিতে পারি তাহলে ভারি মজা পাওয়া যাবে।

তার শান্তভাবে কথা বলার রকম দেখে আমি চমকিত হলাম। চীৎকার করে বললাম, 'আর এক সেকেণ্ড নষ্ট করা উচিত নয়। তোমার জন্য একটা এখনি গাড়ি ডেকে দেব কি?'

'আমি যাব কি না তাই এখন বুঝতে পারছি না। আলসমি যখন আমার উপর ভর করে তখন আমি একেবরে কুড়ে অবশ্য অন্য সময় আমি খুব চটপটেও হতে পারি।'

সব সময় এরূপ থাকিনা ।

'সেকি ? তুমি তো এই রকম একটা সুযোগের প্রতিক্ষায় ছিল।'

'দেখ বন্ধু এতে আমার কি লাভ হবে ? ধরা যাক, আমি রহস্যটা উদঘাটন করলম। ঠিক জানবে তখন ঐ গ্রেগসন, লেস্ট্রেড কোম্পানিই সব বাহাদুরিটা পাবে, বেসরকারী লোকদের এই তো ভাগ্য।'

'কিন্তু তিনি তো তোমার সাহায্য চেয়েও চিঠি পাঠিয়েছেন।'

'তা ঠিক। সে জানেবুদ্ধিতে আমি তার থেকে বড় আর আমার কাছে বহুবার সেকথা সে স্বীকারও করে। কিন্তু কোন অপর ব্যক্তির কাছে সেকথা স্বীকার করার আগে সে বরং তার জিভাটাই কেটে ফেলে দেবে। যাহোক, তবু একবার যাত্তয়াই যাক। দেখে আসি ব্যাপারটা কি। আমার বড়শিতে আমি মাছ ধরব। আর কিছু না পাই, তাদের দেখে একটু হাসতে পারব।'

চল যাওয়া যাক।' তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে চনমনে হয়ে উঠলে, মুহূর্তমধ্যে নিক্রিয়তা কেটে গিয়ে তার মধ্যে প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। বললে, হ্যাটটা পরে নাও হে।'

'তুমি কি চাও আমিও যাই ?'

'চল না যদি তেমন জরুরি কাজ না থাকে।'

পরমুহূর্তেই আমরা একটা গাড়ি করে তীব্রবেগে ব্রিক্সটন রোড অভিমুখে ধেয়ে চলেছি।

কুয়াসা-ঢাকা মেঘাচ্ছন্ন সকাল। বাড়িগুলোর মাথার একটা বাদামী আবরণ ছেয়ে আছে। মনে হচ্ছে, যেন নীচে মেটে রঙের রাস্তায় ছায়া পড়েছে। আমার সঙ্গী খুব খোশ মেজাজে চলেছে। আমি চলেছি নীরবে। একে এই বিষণ্ণ আবহাওয়া, তার উপর চলেছি একটি বেদনাদায়ক কাজে। আমার মন একেবারেই নেতিয়ে পড়েছে।

হোমস ক্রোমোনা বেহালা সম্বন্ধে কত কথাই বলে চলেছে। তাকে বাধা দিয়েই বললাম, 'আচ্ছা, মামলাটা নিয়ে তুমি একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না !

সে জবাব দিল, 'এখনও কোন সূত্রই পাই নি। সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগহীত হবার আগেই মত গঠন করা মস্ত ভুল। এর ফলে পক্ষপাতিত্ব দোষ দেখা দিতে পারে।'

আঙুল বাড়িয়ে আমি বললাম, 'শীঘ্রই তথ্য পেয়ে যাবে। এইটেই ব্রিক্সটন রোড, আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে ঐটেই সেই বাড়ি।'

'ঠিক। 'থামাও গাড়োয়ান থামাও।' তখনও আমরা শ'খানেক গজ দূরে। কিন্তু তার নির্দেশে সেখানেই নামতে হল। বাকিটা হেঁটে যেতে চান।

৩ নং লরিস্টন প্লেস বাড়িটার আকৃতিতে যেন একটা অমঙ্গলের আর ভয়ের ইঙ্গিত। যে চারটি বাড়ি রাস্তা থেকে একটু ভিতরে অবস্থিত এটা তাদেরই একটা হল এটা,—এই' চারটি বাড়ির দুটিতে লোক থাকে আর দুটি খালি। শেষের দুটো বাড়িতে দেখা যাচ্ছে তিন সারি বেদনামাথা খোলা জানালা, আর এখানে-ওখানে ভাড়া দেওয়া হইবে

বিজ্ঞাপনটা ঝোলানো। এখানে-ওখানে ছিটনো-ছড়ানো কেমন ফাঁকা ফাঁকা। কিছু কিছু ছোট গাছের একটা বাগান বাড়িগুলোকে মাঝখানে আলাদা করে রেখেছে। মাটি ও পাথরের একটা হলদেটে সংকীর্ণ পথ বাগানের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। সারারাত বৃষ্টিতে সমস্ত জায়গাটাই স্যাঁতস্যাঁতে। বাগানের চারধারে তিন-ফুট উঁচু ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের উপর কাঠের রেলিং বসানো। দেয়ালে হেলান দিয়ে একজন হৃষ্টপুষ্ট পুলিশ কনস্টবল দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভীড় করে আছে পথচারীদের একটা দল। বকের মত গলা বাড়িয়ে চোখ বড় বড় করে তারা ভিতরে কি ঘটেছে সেটা দৃষ্টি তীক্ষ্ন করে ব্যাপারটা দেখবার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যস্ত।

ভেবেছিলাম, হোমস সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে ঢুকে রহস্য সমাধানের কাজে লেগে যাবে। সে কিন্তু মোটের সেদিক দিয়ে গেল না। সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে সে ফুটপাতে পায়চারি করতে লাগল। কখনও মাটির দিকে, কখনও আকাশের দিকে, আবার কখনও বা রেলিংএর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সবকিছু দেখে ধীরে ধীরে পথটা ধবে— বরং বলা উচিত পথের দুধারের ঘাসের উপর দিয়ে চলতে লাগল। চোখ দুটো সারাক্ষণই মাটির দিকে নিবদ্ধ। দু'বার থামল। একবার তার মুখে তৃপ্তিসূচক হাসি দেখলাম। একটা খুশির উল্লাসও যেন কানে এল। ভিজে কাদা মাটির উপর অনেক পায়ের ছাপ পড়েছে কিন্তু যেহেতু পথে তো অনেক পুলিশ যাতায়াত করছে, সুতরাং এর থেকে আমার সঙ্গী যে কি জানবার আশা করছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তাহলে আমার সন্দেহ রইল না যে নিশ্চয় এর মধ্য থেকে গোপন অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে পারবে, কারণ তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।

বাড়ীর দরজার কাছে এক দীর্ঘকায় সাদা-মুখ, শনের মত চুলওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। তার হাতে একটা নোট বুক। ছুটে এসে সে মহা উৎসাহে হোমসের কর-মর্দন করে বলল, আপনি এসে পড়ায় অনুগৃহীত হলাম। দেখুন, কোন কিছুই আমি স্পর্শ করতে দেই নি।' সমস্ত কিছুই যেমনটি ছিল তেমনি আছে। 'উঁহু, ঐটি ছাড়া।' পথের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন: 'এক পাল মোষ হেঁটে গেলেও অমন অবস্থা হত না! যাই হোক, গ্রেগসন, নিশ্চয় তুমি তোমার সিদ্ধান্তে পেঁৗছে গেছ, নইলে কি আর এ অবস্থা হতে দিতে?'

প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় ডিটেকটিভটি বললেন, 'আমার তখন বাড়ির ভিতরে এত বেশি কাজ ছিল যে হয়ে ওঠে নি। আমার সহকর্মী লেসট্রেডও এখানে আছে,— ভেবেছিলাম সে এদিকটা লক্ষ্য রাখবে।'

চকিত দৃষ্টিতে হোমস আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কাষ্ঠ হাসি হেসে ভুরু দুটো তুলে বলল, 'তুমি এবং লেস্ট্রেড যখন আসরে নেমেছে, তখন আর তৃতীয় ব্যক্তির করবার বিশেষ কী থাকতে পারে?'

আত্ম-সন্তুষ্টিতে দুই হাত ঘসতে ঘসতে গ্রেগসন বলল, 'যাকিছু করণীয় সবই তো করেছি বলে মনে হয়। যদিও কেসটা অদ্ভুত আর এ ধরনের মামলায় আপনার আগ্রহ থাকেও জানি।'

শার্লক হোমস প্রশ্ন করল, 'তুমি তো ভাড়াটে গাড়িতে এখানে আস নি?'

'না।'

'লেস্ট্রেডও নয় ?'

'না স্যার।'

'আচ্ছা তাহলে চল এবার ঘরটা দেখা যাক।' এই অবান্তর মন্তব্য করে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। পেছনে গ্রেগসন। তার মুখে বিস্ময়ের প্রকাশ।

কাঠের পাটাতন করা ধুলোভরা একটা প্যাসেজ রান্নাঘর ও অফিসের দিকে চলে গেছে। বায়ে ও ডাইনে দুটো দরজা। দেখেই বোঝা যায় একটা দরজা বোঝা গেল, বেশ কয়েক সপ্তাহ খোলা হয়নি। অপর দরজাটি খাবার ঘরের। যেখানে রহস্যময় ঘটনাটা ঘটেছে। হোমস ভিতরে পা বাড়াল। আমি তার পিছু-পিছু অনুসরণ করলাম। মৃত্যুর সংস্পর্শে চলেছি, তাইত আমার মন আচ্ছন্ন।

একটা বেশ বড় চৌকোণা ঘর। আসবাবপত্র কিছুই নেই বলে আরও বড় দেখাচ্ছে। দেয়ালে ঝকমকে সস্তা কাগজ মোড়া। ছ্যাতলা পড়ে জায়গায় জায়গায় দাগ ধরেছে। কোথাও বা অনেকটা কাগজ খুলে গিয়ে ঝুলে পড়েছে। ফলে নীচেকার হলদে প্লাসটার বেরিয়ে পড়েছে। দরজাটার উল্টো দিকে একটা জমকালো সৌখিন অগ্নিকুণ্ড, তার উপরে ঘিরে নকল সাদা মার্বেল। তার এককোণে একটা লাল মোমবাতির শেষটুকু বসানো। ঘরের একমাত্র জানালায় এত ধুলো-ময়লা জমেছে যে ঘরের আলোটা আসছে অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে, যে জন্যে সবকিছুই ঈষৎ ধূসর মনে হচ্ছে। তার উপর সারা ঘর জুড়ে ধুলোর আস্তরণ পড়ায় এই ধূসরতা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ সবই আমি লক্ষ্য করেছিলাম পরবর্তীকালে। তখনকার মত আমার সব মনোযোগ পড়ল একটিমাত্র ভয়াবহ নিশ্চল নিস্তব্ধ দেহটির উপর, দেহটি মেঝের ওপর লম্বমান রয়েছে। দৃষ্টিহীন খোলা দু-চোখ যেন তাকিয়ে আছে বিবর্ণ শিলিং-এর দিকে। লোকটির বয়স হবে তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ মাঝারি গড়ন, চওড়া কাঁধ, কালো কোকড়ানো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি পরনে মোটা কাপড়ের কোট আর ওয়েস্ট-কোট, হালকা রঙের ট্রাউজার, চকচকে কলার ও কফ। ব্রাশ-করা তকতকে একটা টপ হ্যাট তার পাশেই মেঝের উপর পড়ে আছে। দুই হাত মুষ্টি বদ্ধ। দুই বাহু প্রসারিত, নিম্নাংশ এমনভাবে বাঁকানো দুমড়ানো লড়াইটা যে, মরণপণ যে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে তা বোঝা যায় স্পষ্ট। শক্ত মুখে আতঙ্কের, এবং আমার মনে হল ঘৃণার যে প্রকাশ, এমনটি আর কোথাও আমার চোখে পড়ে নি। এই ভয়ঙ্কর ও অস্বাভাবিক বিকৃতি, আর সেইসঙ্গে তার নীচু কপাল, হাড়-বার করা চোয়াল—সব মিলে এক বভীৎস, বানরসুলভ আকৃতি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। অনেকরকমের মৃত্যু আমি প্রত্যক্ষ করেছি, নানা ধরনের মৃত্যু আমি দেখেছি, কিন্তু লণ্ডনের একটি প্রধান রাজপথের এই অন্ধকার ঘরে তার যে ভয়াবহ রূপ দেখলাম তা আর কখনো কোনদিন এমন দেখিনি।

লেসট্রেড রোগা, তাঁর মুখটা সরু। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাকে স্বাগত জানালেন তিনি। বললেন, 'দেখবেন স্যার, এ মামলা প্রচুর সাড়া জাগাবে। এমনটি আর কখনও আমার হাতে আসে নি।' কোনো দিনও দেখি নি। আর আমি কিন্তু ছেলেমানুষ নই।'

হোমস্ বলল, 'কোন সূত্র পাওয়া গেল ?'

হেস্ট্রেড জবাব দিল, 'কিচ্ছু না।'

হোমস মৃতদেহের কাছে এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ভাল করে পরীক্ষা করল। চারদিকের চাপ চাপ রক্তের দাগ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই, ঠিক তো ?'

উভয় গোয়েন্দাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয় !'

'তাহলে বুঝতে হবে এসব রক্ত অন্য কোন ব্যক্তির। খুনীরই হবে হয়ত, অবশ্য যদি খুনই হয়ে থাকে। উট্রেখটের ভ্যান জ্যানসনের মৃত্যুর কথা মনে পড়ছে। ঘটনাটা ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মামলাটা মনে আছে গ্রেগসন ?'

'আজ্ঞে না স্যার।'

'পড়ো—পড়া উচিত কী জান পৃথিবীতে নতুন কিছু ঘটে না। যা ঘটেছে তা আগে ঘটেছে।'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার হাল্কা আঙুলগুলিও মৃতদেহের সর্বাঙ্গে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে—হাত বুলোচ্ছে, চাপ দিচ্ছে, বোতাম খুলছে, পরীক্ষা করছে। কিন্তু চোখে কোন্ সুদূরের আভাষ। পরীক্ষার কাজ অত্যন্ত দ্রুত সমাপ্ত হল। এত তাড়াতাড়ি যে এরূপ পুংখানুপুংখভাবে কাজ করা যায় তা ভাবাই যায় না। সব শেষে সে মৃতের ঠোঁট দুইটি শুঁকল, ঘ্রাণ নিল আর দেখল তার পেটেণ্ট লেদারের জুতোর তলা।

হোমস্ প্রশ্ন করল, 'একে একেবারেই সরানো হয় নি তো ?'

'পরীক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে তার বেশী নয়।'

'এবার একে মর্গে পাঠাতে পার', সে বলল। আর কিছু পরীক্ষা করবার নেই।'

একটা স্ট্রেচার ও চারজন লোক মোতায়েনই ছিল। গ্রেগসনের নির্দেশে তারা ঘরে ঢুকে আগন্তুককে তুলে নিয়ে গেল। তাকে তুলতেই একটা আংটি মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল। লেস্ট্রেড সেটাকে মুঠো করে তুলে হাঁ করে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেটার দিকে। বলে সে উঠলে, 'নিশ্চয় কোন স্ত্রীলোক এখানে এসেছিল। কোন স্ত্রীলোকের বিয়ের আংটি এটা।' সবাই জিনিসটা দেখলাম তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। কোন সন্দেহ নেই যে এই খাঁটি সোনার বৃত্তটি একসময় কোন বিয়ের কনের আঙুলে ছিল।

গ্রেগসন বলল, 'ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। ঈশ্বর জানেন, এমনিতেই এত জটিল, এত করে আবার নতুন জটিলতার সৃষ্টি হল।'

হোমস বলল, 'তুমি কি জান, এর ফলে ব্যাপারটা সরলতর হল না ? ওটাকে দেখে কিছু জানা যাবে না। আচ্ছা তার পকেটে কি কি পাওয়া গেছে ?'

সিঁড়ির একটা নীচু ধাপের বোঝাই করা একগাদা জিনিসপত্র দেখিয়ে গ্রেগসন—বলল, 'ওখানেই সব আছে। লণ্ডনের বার্ড কোম্পানির একটা সোনার ঘড়ি, নং ৯৭১৬৩। বেশী ভারী নিরেট সোনার অ্যাটবার্ট চেন। কারুকার্য-করা সোনার আংটি সোনার পিন-বুলডগের মাথার ডিজাইনের, তার চোখে চুনি বসানো, রাশিয়ান চামড়ার তৈরি কার্ডের কৌটা তাতে ক্লীভল্যাণ্ডের এনক জে. ড্রেবারের নাম লেখা,—লিনেনের উপর সংক্ষেপে লেখা ই. জে. ডি-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কোন মানিব্যাগ নেই,

কেবল সাত পাউণ্ড তের শিলিং-এর মত খুচরো পয়সা। এক কপি বোকাচিওরা 'ডেকামেরন', তার পুস্তানিতে নাম লেখা —জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন। আর দুটো চিঠি, একটায় লেখা—ই. জে. ড্রেবারকে. আর অন্যটায়—জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনকে।'

'কোন্ ঠিকানায় ?'

'আমেরিকান এক্সচেঞ্জ, স্ট্যাণ্ড—না চাওয়া পর্যন্ত থাকবে। দুখানিই এসেছে 'গুইওন স্টীমশিপ কোম্পানি' থেকে। তাদের জাহাজ যে লিভারপুল থেকে ছাড়া হয়েছে তারও উল্লেখ আছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই বেচারা লোকটির শীঘ্রই নিউইয়র্ক ফিরবার কথা।'

'এই স্ট্যাঙ্গারসন সম্পর্কে কোন খোঁজখবর করেছ কি ?'

গ্রেগসন বলল, 'হ্যাঁ করেছি স্যার। প্রতিটি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। একজন লোককে পাঠিয়েছি আমেরিকান এক্সচেঞ্জ-এ। সে এখনও ফিরে আসেনি।

'ক্লিভল্যাণ্ডে কি কাউকে পাঠিয়েছ ?'

'আজ সকালে টেলিগ্রাম করেছি।'

'তাতে কি লিখেছ ?'

'এই অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেছি, আমাদের পক্ষে কাজে লাগার মত কোন সংবাদ জানালে খুশি হব।'

'তোমরা চূড়ান্ত মনে কর এরকম কোন খবর জানাতে চেয়েছ কি ?'

'স্ট্যাঙ্গারসনের খবর জানতে চাওয়া হয়েছে।'

'তা ছাড়া আর কিছু নয় ? এমন কোন বিষয়ের কথা কি মনে হয় নি যার উপর এই মামলাটা নির্ভর করে ? সেটার জন্যে কি এখন একটা টেলিগ্রাম করবে না ?'

'যা ব্যাপার সবই তো বলেছি।' আহত স্বরে বলল গ্রেগসন। মুখ টিপে হেসে উঠল হোমস্। মনে হল কী যেন মন্তব্য করতে যাচ্ছে, এমন সময় লেসট্রেড প্রবেশ করল। এই কথাবার্তার সময় সে পাসের ঘরে ছিল।

'মিঃ গ্রেগসন,' সে বলল, 'এই মাত্র খুব বড় রকমের আবিষ্কার করে ফেলেছি। দেয়ালটাকে ভাল করে পরীক্ষা না করলে সেটা চোখে ধরাই পড়ত না।'

কথা বলবার সময় এই লোকটির দু-চোখ জ্বলজ্বল করছে, স্পষ্টই বোঝা গেল, সহকারীর উপর একহাত নেবার আনন্দ যেন তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে।

'আমার সঙ্গে এস' বলে সে দ্রুত সেই ঘরে ফিরে গেল। ভয়ংকর লোকটিকে নেওয়ায় সে ঘরের আবহাওয়া তখন অনেকটা হাল্কা হয়েছে। 'এবার ওইখানে দাঁড়াও!'

তারপর একটা দেশলাই-কাঠি বুটের তলায় ঘসে জেবলে নিয়ে দেওয়ালের কাছে ধরে বিজয়গর্বে বলে উঠল, 'ঐ দেখুন!' আগেই বলিছি, দেয়ালের কাগজ স্থানে স্থানে খসে খসে পড়েছে, আর এই কোণটায় খুব বেশী খসে পড়ে চৌকো মত পুরনো দেয়াল বেরিয়ে পড়েছে, সেখানে রক্তরাঙা কালিতে একটা কথা লেখা—

RACHE (রাসে)

লেসট্রেড চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এটার বিষয়ে তুমি কি বলতে চাইছ ? ঘরের একেবারে

কোণে রয়েছে বলে এটা কারও চোখে পড়ে নি, এদিকটা দেখার কথা কারো মনে নেই ? খুনী রক্ত দিয়ে এটা লিখেছে। দেখ, দেয়াল বেয়ে রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। এটা যে আত্মহত্যা নয় সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আচ্ছা লেখার জন্য ঐ কোণটা বেছে নেওয়া হল কেন ? অগ্নিস্থানের কাছে মোমবাতিটা, ওটা তখন জ্বলছিল, এবং জ্বললে ওটার আলো এই সবচেয়ে অন্ধকার জায়গাটাতেই পড়বে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে।'

খানিকটা দমে যাওয়া ভাব নিয়ে গ্রেগসন প্রশ্ন করল, 'বেশ তো, তুমি ওটা দেখেছ, কিন্তু তাতে কি বোঝা গেল !'

এতে বোঝা গেল যে এই লেখা একটি মেয়ের নাম 'রাসেল' লিখতে চেয়েছিল, কিন্তু লেখাটা শেষ হওয়ার আগেই কোন বাধা আসে, এই মামলার সমাধান হলে দেখতে পাবে রাসেল নামের একটি মেয়ে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আপনি হাসছেন মিঃ শার্লক হোমস, তা হাসুন। হয়ত আপনি খুব চালাক, কিন্তু তাহলেও মানতে হবে যে আসলে পুলিশের ক্ষমতাই বেশি সবচেয়ে।'

হো-হো করে হেসে উঠে এই ছোটখাট লোকটির মেজাজ সত্যি বিগড়ে দিয়েছিল। তাই সে বলল, 'সত্যি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি প্রথম এটা দেখেছ, এ কৃতিত্ব তোমারই প্রাপ্য। গত রাত্রের বিয়োগান্ত ঘটনার অপর অংশীদারই যে এটা লিখেছে সেবিষয়েও তোমার সঙ্গে আমি একমত। এ ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবার সময় আমি এখনও পাই নি। তোমার অনুমতি নিয়ে সে কাজে হাত দিচ্ছি।'

সে পকেট থেকে একটা মাপের ফিতে ও একটা বড় ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস বের করে। তারপর এই দুটি হাতিয়ার নিয়ে নিঃশব্দে ঘরময় দাপাদাপি করতে লাগল। কখনও থেমে কখনও হাঁটুগেড়ে বসে কখনও টানটান হয়ে উপুড় হয়ে শুয়েই পড়ে নিজের কাজে তখন এমনই তন্ময় হয়ে কাজ করে চলেছে, যেন আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে সারাক্ষণ নিজের সঙ্গেইকথা বলে চলেছে—কখনও উল্লাস, কখনও আর্তনাদ ; আবার এই হয় তো শিস দিচ্ছে, আবার পরক্ষণেই উৎসাহে ও আশায় চীৎকার করে উঠছে। তাকে দেখে তখন আমার এক ভাল জাতের শিকারী কুকুরের সঙ্গে তুলনা না করে পারছিলাম না। শিকারর সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত সেও তো এমনই কৌতূহলে পেছন দিকে ছুটছে, কখনও ব্যগ্রভাবে ডেকে উঠেছে যতক্ষণ না গন্ধটা ধরতে পারছে। কুড়ি মিনিট ধরে এইভাবে পরীক্ষা করে চলেছে। প্রচুর যত্নের সঙ্গে যে সব চিহ্নের মাপ নিচ্ছে। আবার আবার কখনও দেওয়ালের মাপ নিচ্ছে। এক জায়গা থেকে আবার খানিকটা ধুলো নিয়ে একটা খামে রাখল। তারপর আতস কাঁচ দিয়ে দেয়ালের লেখাটা দেখল,—প্রতিটি অক্ষর অসীম যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে তবে ছাড়ল। এসব কাজ শেষ হলে সে সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হল, কারণ ফিতেটা আর আতস কাঁচটা আবার পাকেটে রেখে দিল।

হেসে মন্তব্য করলে, 'লোকে বলে, সহ্য করবার ক্ষমতাই হল প্রতিভা। সংজ্ঞা হিসেবে খুব খারাপ হলেও ডিটেকটিভের কাজে এ নিশ্চয় বিশেষভাবে প্রযোজ্য।'

গ্রেগসন এবং লেস্ট্রেড তাদের সহকর্মীর এই সব পায়তাড়া কার্যকলাপ বেশ কৌতূহল ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখছিল। হোমসের সামান্য কাজও যে একটা সুনির্দিষ্ট বাস্তব লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত—এ কথা আমি বুঝলেও তারা কিন্তু এখনও বুঝতে পারেনি।

কৌতুহলে দু-জনেই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল 'কী বুঝলেন স্যার ?'

হোমস্ জবাব দিল, 'আমি তোমাদের সাহায্য করছি একথা ভাবলে এ কেসের কৃতিত্ব থেকে তোমাদের বঞ্চিত করা হবে। তোমরা এত ভাল কাজ করছ যে অন্যের হস্তক্ষেপ খুব খারাপ হতে পারে।' ঠাট্টা করে সে বলতে লাগল, 'তোমরা তদন্তের কাজ কিভাবে চালাবে যদি আমাকে খুলে বল, তবেই তোমাদের কিছু সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হব। এখন আমি সেই কনেস্টবলের সঙ্গে কথা বলতে চাই যে প্রথম মৃতদেহটা আবিষ্কার করে। তার নাম ঠিকানা দিতে পারি কি ?

লেস্ট্রেড নোট-বুক দেখে বলল, 'জন রাণ্ড। এখন তার ছুটি ঃ কেনিংটন পার্ক গেটের ৪৬, অড্‌লি কোর্টে সে থাকে।'

হোমস ঠিকানাটা টুকে নিল। বলল, 'চল ডাক্তার। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।' তারপর দুই ডিটেকটিভের দিকে তাকিয়ে বললে একটা কথা খুন হয়েছে। খুনী একজন যুবা পুরুষ, উচ্চতায় ছ'ফুটের বেশী, উচ্চতার তুলনায় পা দুটো ছোট, পায়ের বুটজুতো শক্ত, ঠোঁটে ত্রিচিনোপলি সিগার। একটা চার চাকার গাড়িতে করে শিকারকে নিয়ে সে এখানে এসেছিল। গাড়িটা ছিল এক-ঘোড়ায় টানা, আর ঘোড়াটার তিন পায়ে ছিল পুরনো নাল এবং সামনের এক পায়ে ছিল নতুন নাল খুব সম্ভব খুনীর মুখের রঙ লাল, আর ডান হাতের আঙুলের নখগুলো এমন লম্বা লম্বা যে চোখে পড়বার মত। এই হল কয়েকটি সূত্র হয়ত এগুলো তোমাদের কাজে লাগতে পারে।'

লেসট্রেড আর গ্রেগসন অবিশ্বাসের হাসি হেসে পরস্পরের দিকে তাকাল।

লেসট্রেড জিজ্ঞাসা করল, 'খুনই যদি হয়ে থাকে, কিভাবে হয়েছে তাহলে ?'

'হ্যাঁ বিষ প্রয়োগে।' কথাটা বলে হোমস্ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দরজার কাছে পৌঁছে ফিরে তাকিয়ে বলল 'আর একটা কথা, লেসট্রেড। "রাচে" কথাটা হল জার্মান ভাষার, এর অর্থ "প্রতিশোধ"। অতএব র‍্যাচেল নাম্নী কোন স্ত্রীলোকের পিছু নিয়ে সময় নষ্ট যেন কোর না।'

এই শেষে মোক্ষম অস্ত্রটি ত্যাগ করে চলে এল প্রতিদ্বন্দ্বী দু-জনে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে রইল।

৪। জন রাণ্ডের জবানবন্দী

৩ নং লরিস্টন গার্ডেন্স থেকে যখন বেরলাম তখন বেলা একটা। প্রথমে হোমস টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে একটা লম্বা তার পাঠাল। তারপর একটা গাড়িতে বসে লেস্ট্রেডের দেওয়া ঠিকানায় যেতে যেতে সে বলল, চোখে-দেখা প্রমাণের মত আর কিছু হয় না। আসলে এ কেস সম্পর্কে আমার মন সব করে ফেলেছে। অজানা কিছু নেই। যেটুকু বাকি এখন শুধু সেটুকু জেনে নিলেই শেষ।

বিস্ময়ে আমি বললাম, 'যেরকম নিশ্চয়তাভাবে খুঁটিনাটি কথা তুমি জানালে, আসলে ততটা নিশ্চিত তুমি নও মনে হয়।'

হোমস্ বলল, 'এতে তো ভুলের কোন কারণ নেই। ওখানে পৌঁছে প্রথমেই পথের উপর একটা গাড়ির চাকার দুটো দাগ পড়েছে দেখলাম। গত রাতের আগে এক সপ্তাহ এখানে কোন বৃষ্টি হয় নি। কাজেই যে চাকাগুলির দাগ এত চেপে মাটিতে বসে গেছে সেগুলি নিশ্চয় গত রাত্রে বৃষ্টির পরে এসেছিল। ঘোড়ার ক্ষুরের যে দাগ

দেখলাম তার একটা অন্য তিনটের তুলনায় একটু বেশী গভীর। তা দেখেই বোঝা যায় ক্ষুরের একটা নাল নতুন। যেহেতু বৃষ্টি আরম্ভ হবার পরেও গাড়িটা সেখানে ছিল এবং সকালে সেটাকে দেখা যায় নি—এ বিষয়ে গ্রেগসন নিশ্চিত—সুতরাং বলা চলে যে রাত্রে ওটা সেখানেই ছিল এবং ওই গাড়িতে করেই দুই ব্যক্তি ও বাড়িতে ঢুকেছিল।'

হ্যাঁ, এটা তো বেশ সহজ বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই অন্য লোকেটির দৈর্ঘ্যের খবর পেল কেমন করে?

'কেন? প্রতি দশজনের ন'জনের ক্ষেত্রেই পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য দেখেই তার উচ্চতা বলা যায়। এ হিসাবটা খুব সোজা। তার বিবরণ দিয়ে তোমাকে খাটো করতে চাই না! বাইরের মাটিতে এবং ঘরের ধুলোর মধ্যে এই লোকটির পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য আমি পরীক্ষা করেছি। তারপর একটা বিশেষ পদ্ধতিতে হিসাবটা আমি পরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কোন লোক যখন দেয়ালে কিছু লেখে, সাধারণত সে তার চোখের সমান উচ্চতায়ই লেখে। ঐ লেখাটা আছে মেঝে থেকে ছফুটের একটু উঁচুতে। বাকিটা তো ধরে নিতে হয়। আচ্ছা আর তার বয়স? আমি প্রশ্ন করলাম।

'একটা লোক যদি ভালভাবে প্রতি পদক্ষেপে সাড়ে চার ফুট পার হতে পারে তাহলে সে বুড়োমানুষ নয়। বাগানের পথে একটা খানা পথ আছে। সেটাও সে পার হয়েছে। পেটেণ্ট লেদার জুতোর ছাপ রয়েছে চারিদিকে। তার চৌকোণা ডগার চিহ্নও স্পষ্ট। এর মধ্যে তো রহস্যের কি আছে। ঐ প্রবন্ধটায় আমি পর্যবেক্ষণ আর অবরোহের কথা যা লিখেছি তারই কয়েকটাকে এখানে কাজে লাগিয়েছি মাত্র। আচ্ছা বেশ। আর কোন খটকা আছে?'

'আচ্ছা ঐ যে আঙুলের নখের, আর ত্রিচিনোপল্লীর চুরুটের কথাটা?'

'একটা মানুষের তর্জনীকে রক্তে ডুবিয়ে দেওয়ালের উপর লেখা হয়েছে। আতস কাঁচের সাহায্যে দেখেছি তা করতে গিয়ে দেওয়ালের প্লাস্টারে ঈষৎ আঁচড় লেগেছে। লোকটির নখ ছোট করে কাটা থাকলে এরকম হতে পারত না। আর, মেঝের ইতস্তত ছড়ানো কিছু ছাই চোখে পড়েছিল। ছাইটা কালো এবং পাতলা আঁশযুক্ত। এরকম ছাই একমাত্র ত্রিচিনোপোলি সিগারেই হয়। সিগারের ছাই নিয়ে আমি অনেক পড়াশুনা করেছি, ও সম্বন্ধে ছোট বইও লিখেছি। যে কোন পরিচিত ব্যাণ্ডের সিগার বা তামাকের ছাইয়ের পার্থক্য আমি একবার দেখেই তা বলে দিতে পারি। এই সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়েই একজন দক্ষ গোয়েন্দা আর লেস্ট্রেড গ্রেগসনের মধ্যে এত পার্থক্য।

'আচ্ছা আর ওই যে রক্তোচ্ছল মানুষের কথা বললে?'

'ওঃ, ওটা তো খুব যোক্ষম চাল। তবে আমি যে নির্ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর ও বিষয়ে তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন করো না।'

কপালে হাত দিলাম আমি। বললাম, 'আমার মাথা বন-বন করছে। যত ভাবছি ততই যেন রহস্য বাড়ছে। এই খালি বাড়িটাতে দুজন এল কি করে? যে গাড়োয়ান গাড়িটা নিয়ে এসেছিল তার কি হল? একজন অপর জনকে বিষ খেতে বাধ্য করল কেমন করে? কোন কিছু চুরি যখন হয় নি, তখন খুনীর উদ্দেশ্য কি ছিল? একটি স্ত্রীলোকের আংটিই বা এল কোথা থেকে? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কেন লোকটা

পালাবার আগে ওই জার্মান কথা "রাচে" দেওয়ালে লিখে গেল? বলতে বাধ্য হচ্ছি, এসব ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করার কোন সম্ভবনাই আমি দেখছি না।'

বন্ধু তারিফ করে বলল, 'অসুবিধেগুলো বেশ গুছিয়ে বলেছ। মূল ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার মনস্থির হলে এখনও অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়েছে। লেস্ট্রেডের আবিষ্কার সম্পর্কে বলতে পারা যায় ওটা পুরোপুরি ধাপ্পা। সমাজতন্ত্রের ও গুপ্ত সমিতির ধারণা সৃষ্টি করে পুলিশকে ভুল পথে চালাবার এটি একটা মতলব। ওটা কোন জার্মানের লেখা নয়। লক্ষ করলে দেখতে পেতে A অক্ষরটা জার্মান কায়দায়ই লেখা হলেও কিন্তু একজন সত্যিকারের জার্মান সবসময়ই ল্যাটিন কায়দায়ই লেখে। কাজেই বলা যায়, ওটা কোন জার্মানের লেখা নয়। সমস্ত তদন্তটাকে ভুল পথে ঘুরিয়ে দেবার ফন্দী মাত্র। মামলার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু এখন বলব না। জান তো, জাদুকর কৌশল বুঝিয়ে দেবার পর আর কোন বাহাদুরি ভান পায় না। তাই, আমিও যদি আগে থেকে বলে দিই তাহলে তোমার এই ধারণাই হবে যে আমি খুব সাধারণ মানুষ। না, 'আমি তা কখনও করব না', আমি উত্তরে বললাম, 'অপরাধতত্বকে তুমি নির্ভুল বিজ্ঞানের এত কাছাকাছি টেনে এনেছো যে পৃথিবীতে আর কেউ এর চাইতে বেশী কিছু করতে পারবে না কোনমতেই।

এমন আন্তরিকতার সহিত আমি কথাগুলি বললাম যে একথা শুনে মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটি মেয়ে তার রূপের প্রশংসা শুনলে যেমন ভাবে খুশি হয়, নিজের কার্যকলাপের প্রশংসা শুনে হোমসও তেমনি খুশিতে ঝলমল করে ওঠে।

সে বলল, আরও একটি কথা শুনছি। পেটেণ্ট লেদার এবং চৌকো-ডগা একই সঙ্গে বন্ধুর মত হাত-ধরাধরি করেই পথটা হেঁটেছিল। ঘরে ঢুকে দুজনে এদিক-ওদিক পায়চারিও করেছিল,—বরং বলা চলে পেটেণ্ট-লেদার দাঁড়িয়ে ছিল, আর চৌকো-ডগা তখন পায়চারি করেছিল। ধুলোর উপরে এইসব দাগই খুব স্পষ্ট। তাই বুঝতে কষ্ট হয় না। হাঁটতে হাঁটতে সে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। পা ফেলার ফাঁকটা ক্রমাগতই দীর্ঘ হয়েছে দেখেই সেটা বোঝা যায়। সারাক্ষণ কথা বলতে বলতে ক্রোধে জ্বলছিল। তারপর এই ঘটনাটি ঘটল। আমি যতটা জানতে পেরেছি সবই তোমাকে বললাম। বাকিটা অনুমান মাত্র। অবশ্য এর ভিত্তিতেই কাজ শুরু কর। এখন তাড়াতাড়ি বেরতে হবে, কারণ সন্ধ্যায় হ্যালে-র কনসার্টে নর্মান নেরুদার বাজনা শুনতে চাই।'

এতক্ষণে সবচাইতে সরু ও সবচাইতে ময়লা একটা রাস্তায় পেঁছে গাড়োয়ান হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে দিল। একটা জায়গায় একসারি রং-মরা ইঁটের বাড়ি দেখিয়ে সে বলল, 'ওই যে অড্‌লি কোর্ট। আপনারা ফিরে এসে আমাকে এখানেই পাবেন।'

অড্‌লি কোর্ট আকর্ষণীয় জায়গা নয়। একদল নোংরা ছেলেমেয়ে আর রং ওঠা নানারকম নিশানের ভিতর দিয়ে পথ করে ৪৬ নম্বরে গিয়ে পেঁছলাম। দরজায় পিতলের উপরে রাঞ্চের নাম খোদাই করা। খোঁজ নিয়ে জানলাম, কনেস্টবল তখনও বিছানায় শুয়ে। একটা ছোট বসবার ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় একটু বিরক্ত হয়েই সে এসে ঘরে ঢুকে ; বলল, 'আমি তো আপিসে রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি।'

পকেট থেকে একটা আধ-গিনি বের করে নাচাতে নাচাতে হোমস বলল, 'আমরা তোমার মুখ থেকেই সব শুনব বলে এসেছি।'

সোনার চাকতিটা দেখেই কনেস্টবল বলল, 'আমি যা জানি সব বলছি।'

রাণ্ড সোফায় বসে ভুরু দুটো কোঁচকালো যেন মনে মনে ভেবে নিল, কোন কিছুই যাতে বাদ না পড়ে। 'গোড়া থেকেই বলছি। রাত দশটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত আমার সময়। এগারটার সময় "হোয়াইট হার্ট"-এ একটা লড়াই হয়েছিল। একটার সময় বৃষ্টি আরম্ভ হল। সেই সময় হল্যাণ্ড গ্রোভ বীটের হ্যারি মার্চারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। দুজনে হেনরিয়েটা স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। দুটো নাগাদ বা তার একটু পরে—ভাবলাম ব্রিক্সটন রোডের দিকটা একটু ঘুরে আসি। ওদিকটা যেমন নোংরা আর তেমনি নির্জন। সারা পথ নির্জন। মাত্র দু-একটা গাড়ি চলছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ঐ বাড়িটার জানালা দিয়ে আলো নজরে পড়ল। আমি ভালভাবে জানতাম লরিস্টন গার্ডেন্সের ঐ দুটো বাড়ি খালি। তার মধ্যে একটার শেষ ভাড়াটে টাইফয়েডে মারা গেছে। সেই বাড়ীর জানালার আলো দেখে অবাক হলাম। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বলে মনে সন্দেহ হল। দরজার কাছে পেঁছে—'

হোমস্ বাধা দিল, 'তুমি থেকে গেলে এবং আবার বাগানের গেটের কাছে ফিরে গেল। এরকমটা করার কারণ?

রাণ্ড একটা প্রকাণ্ড লাভ দিয়ে অবাক বিস্ময়ে হোমসের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল, ঠিক তাই স্যার। ভগবান জানেন সেকথা আপনি কিভাবে জানলেন? তখন বুঝতেই তো পারছেন, যখন আমি দরজার কাছে পেঁছলাম তখন চারদিকটা এমন নির্জন আর অন্ধকার যে মনে ভয় হল এ অবস্থায় একজন সঙ্গে থাকলে ভাল হত। যদিও কোন কিছুকেই আমি ভয় পাই না, তবু কেন জানি মনে হল, টাইফয়েড হয়ে যে মারা গেছে এটা হয় তো তারই আত্মা। মার্চারের আলোটা চোখে পড়ে কি না দেখবার জন্য আমি গেটের কাছে আবার ফিরে গেলাম। কিন্তু তাকে বা অন্য কাউকেই সে সময় দেখতে পেলাম না। পথে কোন জীবন্ত প্রাণী এমন কী একটা কুকুর পর্যন্ত। তখন মনে বেশ সাহস করে ফিরে গেলাম এবং ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। ঘরের মধ্যে যেখানে আলোটা জ্বলছিল সেখানে গেলাম। ম্যাণ্টেলপিসের উপর একটা লাল মোমবাতি জ্বলছিল আর তারই আলোয় দেখলাম—'

'আমি জানি তুমি কি দেখলে বলব। ঘরের চারপাশটা বারকরেক ঘুরে তুমি মৃতদেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলে। তারপর এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের দরজাটা ঠেললে, আর তখনই—'

কথা শুনে জন রাণ্ড লাফিয়ে উঠল। তার মুখে ভয়, চোখে সন্দেহ। চেঁচিয়ে বলল, 'এসব দেখবার জন্য আপনি সে সময় কোথায় লুকিয়ে ছিলেন? আমি তো দেখছি, আপনি এমন অনেক কিছুই জানেন যা আপনার জানবার কথা নয়।' দেখছি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন।

হোমস হেসে তার কার্ডখানা কনেস্টবলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খুনের দায়ে

আমাকেই যেন গ্রেপ্তার করে বসো না। আমিও একটি ভয়ানক শিকারী, নেকড়ে নই। মিঃ গ্রেগসন বা মিঃ লেস্ট্রেডের কাছেই এসব জানতে পারবে! আবার বলে যাও। তারপর কি করলে?

রাণ্ড আবার আসনে বসল। তার চোখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। 'গেটের কাছে গিয়ে বাঁশিটা বাজালাম। তাই শুনে মার্চার এবং আরও দুজন ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল।'

'তখন কি রাস্তা খালি ছিল?'

'হ্যাঁ তা—ছিল। কাজের লোক বলতে তখন কেউ ছিল না।'

'তুমি কি বলতে চাও?'

কনেস্টবলের মুখে মুচকি হাসি খেলে গেল।, বলল 'জীবনে অনেক পাঁড় মাতাল দেখেছি, কিন্তু ও ব্যাটার মত এত বেশী পাড় মাতাল আর কখনও দেখি নি; আমি যখন বেরিয়ে আসি, সে তখন রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর কলম্বাইনের "খোলা নিশান" বা ঐ জাতীয় কোন গান গলা ফাটিয়ে গাইছিল। ব্যাটা পায়ের উপর দাঁড়াতেই পারছিল না।'

'লোকটা দেখতে কেমন?' শার্লক হোমস প্রশ্ন করল।

একথায় জন রাণ্ড বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'যেমন আবার: বেহদ্দ মাতাল হলে যেমন হয়। তখন যদি আমরা খুব ব্যস্ত না থাকতাম তাহলে তো শ্রীমানকে থানায় নিয়ে যেতাম।'

হোমস ব্যগ্র ভাবে বলল, 'তার মুখ তার পোশাক, সেসব কিছু কি লক্ষ্য করেনি?'

'হ্যাঁ তা করেছিলাম। আমি আর মার্চারই অতি কষ্টে তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়েছিলাম। লোকটা বেশ লম্বা, লাল মুখ, নীচের দিকটা জড়ানো—"

হোমস চেঁচিয়ে বলল, হ্যাঁ 'ওতেই হবে। তারপর কি হল বল?'

পুলিশটি ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'তার দিকে নজর দেওয়ার চাইতে অনেক বড় কাজ আমাদের ছিল।'

'তার পরনে কি ছিল দেখেছিলে?'

'একটা বাদামী ওভারকোট।' হাতে একটা চাবুক ছিল?

'চাবুক—না'

নিশ্চয়ই গাড়ীতে এসেছিল।' হোমস নিজের মনেই বলল।

'তারপর কোন গাড়ি দেখ নি? বা গাড়ির শব্দও শোন নি?'

'এই নাও তোমার আধ-গিনি।' হোমস উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতে নিল।' 'আমার বলছি, পুলিশ-লাইনে তুমি কোনদিন উন্নতি করতে একটুও পারবে না। দেখ, তোমার মাথাটা শুধু শোভাই নয়, ওটাকে কাজে লাগানো দরকার কাল রাতেই তুমি সার্জেণ্টের পদে উন্নত হতে পারতে। কাল যে লোকটিকে তোমরা হাত ধরে তুলেছিলে সেই হল এই রহস্যের নায়ক আর তাকেই এখন আমরা খুঁজছি। এখন এনিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই। তোমার ভাগ্য খুব খারাপ।'

দুজনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কনেস্টবলটির মনে অবিশ্বাস থাকলেও সে বেশ অস্বস্তি বোধ করে দাঁড়িয়ে রইল।'

পথে যেতে যেতে হোমস তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'একেবারে বোকা গাধা। ভেবে দেখ, এমন একটা অতুলনীয় সৌভাগ্য ওর হাতের মুঠোয় এসেছিল, অথচ ও সেটাকে কোন কাজে লাগাতে পারল না।' এটা কি ভাবা যায়।

'আমি কিন্তু এখন যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। এই রহস্যের বর্ণনা সম্পর্কে তোমার ধারণার সঙ্গে এই লোকটির বিবরণ সব মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েও সে আবার ফিরে আসতে কেন যাবে? অপরাধীরাও তো এরকম করে না। এটা কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছেনা।

আংটি, আংটি। ঐ আংটির জন্যই ফিরে আসতে হয়েছে। তাকে ধরবার আর কোন পথ যদি না পাই, ওই আংটিটাকেই টোপ হিসাবে ব্যবহার করে ওকে গাঁথব। ডাক্তার আমি তাকে পাবই, বলতে পার পেয়ে গেছি! আর এসবের জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। তুমি না ঠেলেঠুলে পাঠালে আমি হয় তো সেখানে যেতামই না। আর এমন একটা অভূতপূর্ব সূক্ষ্ম গবেষণা আমার হাতছাড়া হয়ে যেত: রক্ত-সমীক্ষা, কি বল? একটু কথার মারপ্যাঁচই বা করব না কেন? জীবনের বর্ণহীন বস্ত্রের ভিতর দিয়ে বোনা হয়েছে হত্যার একগাছি রক্তবর্ণ সুতো। আমাদের কাজ হবে তাকে আবিষ্কার করা, পৃথক করা, প্রকাশিত করা। কিন্তু এবার লাঞ্চ খেয়ে সেখান থেকে নর্মান নেরুদার উদ্দেশ্যে যাব। তার প্রতিটি কাজ সুন্দর কিরকম আশ্চর্যজনকভাবে সে 'চপিন'-এর সুর বাজায়: ট্রা—লা—লা—লিরা—লিরা—লে—'ভদ্রমহিলা হাত খাসা।

গাড়ির মধ্যে হেলান দিয়ে এই সৌখিন শিকারী কুকুর ভবত পাখির মত গান গেয়ে উঠল। আর আমি তন্ময় হয়ে বিপুল-বৈচিত্র্যের চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলাম সেই দিক চেয়ে।

৫। বিজ্ঞাপন আগন্তুক

আমার দুর্বল স্বাস্থ্যের পক্ষে সকালবেলাকার এই ধকলে একটু বেশীই কাত হয়ে পড়েছিলাম। বিকেলে তাই বেরুতে পারলাম না। হোমস কনসার্টে শুনতে একাই চলে গেল, আমি সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে নিতে বৃথা চেষ্টা করলাম। সকালবেলাকার এই ব্যাপারে আমার মন খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল! যত রাজ্যের সব অদ্ভুত কল্পনা আর অনুমান মনের মধ্যে ভেসে উঠেছিল। চোখ বোজালেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিহত লোকটির বিকৃত বেবুনের মত সেই মুখটা। ঐ মুখটা আমার মনের উপর এমন একটা কিছু করেছিল যার ফলে ঐ মুখের মালিককে যে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। মানুষের মুখে যদি জঘন্যতম কোন পাপের প্রকাশ হয়ে থাকে তবে সে মুখ ক্লিভল্যাণ্ডের এনক জে. ড্রেবারের। তথাপি আমি স্বীকার করতে বাধ্য ন্যায় বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত; মৃতের দুশ্চরিত্রতার জন্য আইনের চোখে অপরাধী ধরা পড়ুক এটাই হওয়া উচিত।

যতই ভাবছি ততই মনে হয়েছে, লোকটিকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে আমার সঙ্গী যে মত প্রকাশ করেছে সেটা অসাধারণ। মনে পড়ছে, সে মৃতের ঠোঁট দুটো শুঁকে এমন কিছু সে মগজে পেয়েছে যার ফলে তার মনে এই দৃঢ় ধারণা হয়েছে।

তাছাড়, বিষপ্রয়োগ না হলে আর কিভাবে লোকটির মৃত্যু হতে পারে? মৃতদেহে আঘাতের বা গলা টেপার কোন চিহ্ন নেই। আবার ভেবে দেখা দরকার, তাহলে কার এত রক্ত মেঝের উপর পুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল? ধবস্তাধস্তির কোন চিহ্ন বা নিহতের কাছে এমন কোন অস্ত্র পাওয় যায় নি যা দিয়ে সে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে পারে। এসব প্রশ্নের মীমাংসা না হচ্ছে ততক্ষণ হোমস বা আমি কারও পক্ষেই ঘুমনো সহজ হবে না। তার আত্মবিশ্বাসের ভাব দেখে বুঝতে পারছি এমন সিদ্ধান্তে সে এসে পড়েছে যার ফলে সব ঘটনারই ব্যাখ্যা করা যায়, যদিও সে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার কোন ধারনা নেই।

তার ফিরতে বেশ দেরী হয়েছিল—এত দেরী যে আমি জানতাম ঐ কনসার্ট শুনতে এত দেরী করেনি। তার আসার আগেই টেবিলে ডিনার দেওয়া হয়েছিল।

বসতে বসতে সে বলল, 'অপূর্ব! সঙ্গীত সম্পর্কে ডারুইন কি বলেছেন তোমার মনে আছে? তিনি বলেছেন, কথা বলতে শেখার আগেই মানুষ গান গাইতে ও গান ভালবাসতে শিখেছিল। সেইজন্যই গানের দ্বারা আমরা এতটা প্রভাবিত হই। যে কুয়াসাচ্ছন্ন শতাব্দীতে বিশ্ব তার শৈশব অবস্থায় ছিল তার অস্পষ্ট স্মৃতি এখনও আমাদের মনে বাসা বেঁধে আছে।'

'ধারণা তো খুব ব্যাপক', আমি মন্তব্য করলাম।

সে বলল, 'প্রকৃতিকে জানতে হলে আমাদের ধারণাকেও প্রকৃতির মত ব্যাপক হতে হবে। ব্যাপক কি বল তো? তোমাকে যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে। ব্রিক্সটন রোডের ব্যাপারটা দেখছি তোমাকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছে।'

আমি বললাম, 'সত্যি বিচলিত হয়েছে আফগানিস্থানের অভিজ্ঞতার পরে আমার মনটা আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল। মাইওয়ান্দে নিজের চোখে আমার সঙ্গীদের কচুকাটা হতে দেখেছি। তাতে তো এমন বিচলিত হই নি সে সময়।

এখানে এমন একটা রহস্য রয়েছে যা কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। যেখানে কল্পনা নেই, সেখানে ভয়ও নেই। সন্ধ্যায় কাগজটা পড়েছ কি?'

তাতে এবিষয়ে একটা বেশ ভাল বিবরণ দিয়েছে। তবে মৃতকে তুলবার সময় একটি বিয়ের অংটি যে মেঝেতে পড়েছিল, সেকথা লেখে নি। না লিখে ভালই করেছি আমাদের।'

'কেন '

'এই বিজ্ঞাপনটা দেখ। ঘটনার ঠিক পরে সকালেই এটি সব কাগজে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।' কাগজটা সে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল? কাজেই পড়লাম হারানো প্রাপ্তি স্তম্ভে সেটি প্রথম বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা, 'ব্রিক্সটন রোডে আজ সকালে হোয়াইট হার্ট ট্যাভার্ন ও হল্যাণ্ড গ্রোভের মাঝের রাস্তায় একটি নিরেট সোনার বিয়ের একটি সুন্দর আংটি পাওয়া গিয়াছে। যার আমি আজ সন্ধ্যা আটটা থেকে ন'টার মধ্যে ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটে ডঃ ওয়াটসনের নিকট যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ করেন। ·

তোমার নামটা কাগজে ব্যবহার-করেছি বলে ক্ষমা করো। আমার দিলে ওই সব বদমাসরা হয় তো চিনে ফেলত আর অকারণে সব ভণ্ডুল করে ফেলত।

'তা ঠিক আছে।' 'কিন্তু ধরো যদি কেউ আসে, আমার কাছে তো আংটি নেই।'

আমার হাতে একটি আংটি দিয়ে সে বলল, 'আলবৎ আছে। এতেই কাজ হবে, এটা একই ধরনের দেখতে।

'এই বিজ্ঞাপনের ফলে কেউ আসবে তুমি আশা কর ?'

'কেন ? বাদামী কোট পরা চৌকো ডগাওয়ালা জুতো পরা আমাদের সেই লালমুখ বন্ধু। স্বয়ং না এলে কোন স্যাঙাৎকে পাঠাবে সে।'

'একাজটাকে সে কি খুব বিপজ্জনক বলে মনে করবে না ?'

'নানা মোটেই না। এই কেস সম্পর্কে আমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে সে লোকটি এই আংটি হারানোর পরিবর্তে যেকোন ঝুঁকি নিত বাধ্য। আমার মতে ড্রেবারের মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়বার সময় সে আংটিটি পড়ে যায়, কিন্তু তখন সে বুঝতে পারে না। এখান থেকে চলে যাবার পর সেটা বুঝতে পেরেই আবার ফিরে আসে। কিন্তু নিজের বোকামির জন্য মোমবাতিটা জেবলে রেখে চলে যাওয়ায় ততক্ষণে সেটা পুলিশের হাতেই চলে গেছে। গেটের কাছে তার উপস্থিতিতে পাছে কোনরকম সন্দেহ হয়, তাই সে পাঁড় মাতাল সেজেছিল। এইবার ওই খুনীটার জায়গায় নিজেকে কল্পনাকর। সে চিন্তা করছে হয় তো ঐ বাড়িটা থেকে চলে যাবার পরে পথেই কোথাও আংটিটা পড়ে গেছে। সে তখন হারানো প্রাপ্তির কলমে ওটার খোঁজ খবর দেখবার আশায় সে নিশ্চয় সান্ধ্য সংবাদপত্রগুলি আগ্রহসকারে পড়বে। ফলে এই বিজ্ঞাপনের উপর তার চোখ পড়বেই। আনন্দে আটখানা হয়ে উঠবে। ফাঁদের কথা তার মনে আসবে কেন ? আংটি হারানোর সঙ্গে খুনের যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে একথা ভাববার কোন কারণই আসতে পারে না। আসবেই আসবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে আমরা এখানে আশা করব।

'তারপর কি করবে ?'

'তাকে মোকাবিলা করার ব্যাপারটা আমার উপরই ছেড়ে দাও। তোমার সঙ্গে কোন হাতিয়ার আছে কি ?'

'পুরনো একটা সামরিক রিভলভার ও কয়েকটি কার্তুজ আছে।'

সেটাকে একটু পরিষ্কার করে গুলি ভরে রাখ। লোকটা বেপরোয়া হতে পারে। যদিও তাকে আমি আচমকা আক্রমণ করব, তবু যে-কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকাই ভাল কাজ হবে।

শোবার ঘরে গিয়ে তার কথামতই কাজ করলাম। পিস্তল নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখি খাবার টেবিল পরিষ্কার করা হয়ে গেছে এবং হোমস যথারীতি বেহালায় ছড় সামনে টেনে চলেছে।

আমি ঢুকতেই বললে, 'ষড়যন্ত্র ক্রমেই ঘণীভূত হচ্ছে। আমার আমেরিকায় টেলিগ্রামে এইমাত্র জবাব এল। এ কেসের ব্যাপারে আমার ধারণা সঠিক।'

'ধারণাটা কি ?' আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

সে শুধু বলল, 'নতুন তার লাগলেই বেহালাটা আরও খুলবে। পিস্তলটা পকেটে রাখ। লোকটা এলে খুব সহজভাবে কথা বলো। পরেরটা আমি বুঝব। প্রথমে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে যেন আবার ভয় পাইয়ে দিও না।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন আটটা বাজে।'

'হ্যাঁ। মনে হয় কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এখানে হাজির হবে। দরজাটা একটু খোলা। ওতেই হবে। চাবিটা ভিতরে লাগিয়ে রাখ। ধন্যবাদ! এটা একটা অদ্ভুত পুরনো বই—'ডি জুরে ইণ্টার জেণ্টেস।' কাল একটা স্টলে এটা খুঁজে পেয়েছি। ১৬৪২ সালে লোল্যাণ্ডসের অন্তর্গত লীজ থেকে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত। চার্লসের মাথা তখনও তাঁর ঘাড়ের উপরে খাড়া ছিল। সেইসময়ই এই বাদামী মলাটের ছোট ছোট বইটাকে বাতিল করা হয়েছিল।'

'প্রকাশক কে?'

'কে এক ফিলিপ্প ডি ক্রয়। প্রথম পাতায় খুব ফিকে কালিতে লেখা উইলিয়ম হোয়াইট জানি না কে এই। হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীর কোন আইনজীবী। তার লেখায় একটা আইনে প্যাঁচ আছে। মনে হচ্ছে, এইবার লোকটি আসছে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টাটা জোরে বেজে উঠল। আস্তে উঠে হোমস চেয়ারটাকে দরজার দিকে ঠেলে দিল। শুনতে পেলাম, পরিচারিকা এগিয়ে গিয়ে খুট করে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল।

'ডাঃ ওয়াটসন কি এখানে থাকেন?' একটি স্পষ্ট কর্কশ কণ্ঠের প্রশ্ন কানে ভেসে এল। পরিচারিকার জবাব কানে এল না। তারপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং একজন কেউ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। পায়ের শব্দ অনিশ্চিত এবং ঘসতে ঘসতে চলার মত। কান পেতে শুনে আমার সঙ্গীর চোখে মুখে একটা বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল। পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে প্যাসেজ পার হয়ে এল। আস্তে করে দরজায় একটা টোকা পড়ল।

'ভিতরে আসুন আমি জোরে বললাম।'

আমার ডাকে প্রত্যাশিত একটি দুর্ধর্ষ লোকের পরিবর্তে একটি কুঞ্চিত মুখ বৃদ্ধা ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরের কড়া আলোয় তার চোখ যেন ঝলসে গেল। অভিবাদন জানিয়ে সে আমার দিকে মিটমিট করে তাকাতে লাগলেন। হাতের আঙুলগুলো পকেটের মধ্যেই কাঁপছে। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তারমুখ নিরাশার ছায়া।

সান্ধ্য দৈনিকখানা বের করে বুড়ি আমাদের বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে আর একবার মাথা নুইয়ে বললেন এইটে দেখেই এখানে এসেছি। ব্রিক্সটন রোডে একটা সোনার আংটি, এটা আমার মেয়ে স্যালীর বিয়ের আংটি। মাত্র বারো মাস হল তার বিয়ে হয়েছে। রাজকীয় নৌ বহরের ভাণ্ডারীর সঙ্গে। ফিরে এসে যদি দেখে বৌ-র হাতে আংটি নেই, তখন কি যে হবে আমি ভাবতেই পারছিলাম না। খুব ভাল ছেলে কিন্তু যখন মদে চুর হয় তখন অন্য মানুষ। কাল রাতে সে সার্কাস দেখতে—'

'এটা তার আংটি কি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ভগবানকে ধন্যবাদ! আজ রাতে স্যালী স্বস্তি পাবে। হ্যাঁ ঐ আংটিটাই।'

একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে বললাম, আপনার ঠিকানা কি?'

'১৩, ডানকান স্ট্রীট, হাউণ্ড্‌স্‌ডিচ। এখান থেকে অনেকটা দূরে।'

সঙ্গে সঙ্গে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'কোন সার্কাস আর হাউণ্ড সডিচের মধ্যে তো ব্রিক্সটন রোড পড়ে না।'

বুড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে লাল চোখ মেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

ভদ্রলোক আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। স্যালী থাকে ৩, মেফিল্ড প্লেস, পেকহ্যাম -এ।'

'আর আপনার নাম ?'

'আমার নাম সয়ার—মেয়ের নাম ডেনিস, টম ডেনিসকে বিয়ে করেছে। যতদিন সমুদ্রে থাকে ছোকরা খুব চালাক-চতুর। কোম্পানি এই ভান্ডারিয়ে মত কারো এত নেই। কিন্তু মাটিতে পা দিলেই মেয়েমানুষ আর মদের পাল্লায় পড়ে—।'

হোমসের ইঙ্গিতে আমি বললাম মিসেস সয়ার, এই নিন আংটি। নিশ্চয় এটা আপনার মেয়ের। প্রকৃত মালিককে এটা দিতে পেরে আমি খুশি হলাম।'

বিড়বিড় করে আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বুড়ি অংটিটা পকেটে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল। যেতে না যেতেই হোমস লাফ দিয়ে উঠে তার ঘরে ঢুকে কয়েক সেকেন্ডর মধ্যেই অলেস্টার আর গলাবন্ধ পরে ফিরে এসে খুব তাড়াতাড়ি বলল 'আমি ওর এখন পিছু নেব। বুড়ী নিশ্চয়ই দলের লোক। ওর সঙ্গে গেলেই খুনীর হদিস মিলবে। আমার জন্য অপেক্ষা কর।' নীচে হলঘরের দরজা বন্ধ হবার একটু পরেই হোমস নীচে নেমে গেল। জানালা দিয়ে দেখলাম রাস্তার ওপার দিয়ে বুড়ি দুর্বল পায়ে চলেছে, আর হোমস তার কিছুটা দূরে থেকে তার পিছু পিছু যাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম হয় তার সমস্ত সিদ্ধান্তটাই ভুল আর না হয় তো এবার সে রহস্যের কেন্দ্রে গিয়ে পড়বে।' আমাকে জেগে থাকতে বলার কোন মানে ছিল না, কারণ তার অভিযানের পরিণাম না শুনা পর্যন্ত ঘুমনো আমার পক্ষে অসম্ভব।

এখন প্রায় ন'টা, কখন ফিরবে জানি না। তাই বোকার মত বসে পাইপ টানতে টানতে হেনরি মার্জারের 'ভাই ডি বোহেম' এর পাতা ওল্টাতে লাগলাম। দশটা বাজল। পরিচারিকার পায়ের শব্দ মানে শোবার জন্য যাচ্ছে। এগারোটা, এবার গৃহকর্ত্রীর পায়ের শব্দ মানে সেও ঘুমুতে চলে গেল। প্রায় বারোটা নাগাদ দরজায় ঘোরানোর চাবি শব্দ শুনতে পেলাম। ঘরে ঢোকামাত্রই তার মুখ দেখে বুঝলাম, কোন কাজ হয় নি। স্ফূর্তি ও বিরক্তির সঙ্গে লড়তে লড়তে একসময়ে ফূর্তিরই জয় হল,—সে হো হো করে হেসে উঠল।

চেয়ারে ধপাস করে বসে বলল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকদের এ কথা কিছুতেই জানতে দেব না। তাদের আমি এত ঠাট্টা- বিদ্রূপ করেছি, যে তারা কিছুতেই এর শেষটা আমাকে করতে দেবে না। আমি হাসছি, কারণ আমি জানি অচিরেই আমি তাদের ধরে ফেলব।'

'ব্যাপার কি বলবে তো ?'

বলতে হলে আমার বোকামীর গল্পটা বলতে হয়। কিছুদূর গিয়েই ওই জীবটি খোঁড়াতে লাগল আর পায়ে ঘা হবার লক্ষণ দেখাতে শুরু করল। একটু পরেই সে থেমে একটা গাড়িকে ডাকল। ঠিকানাটা শুনবার জন্য আমি কাছে গেলাম। সে এত জোরে ঠিকানাটা বলল যে রাস্তায় ওপাশ থেকেও সেটা শোনা যেত। চীৎকার করে বলল, '১৩, ডানকান স্ট্রীট, হাউন্ডস্‌ডিচ-এ চল।' ভাবলাম তা হলে তো এ পর্যন্ত সবই ঠিক। যাহোক, তাকে গাড়ির ভেতরে উঠতে দেখেই আমি পিছনে এ জায়গা করে নিলাম। গোয়েন্দামাত্রকেই একাজে খুব ওস্তাদ হতে হয়। গাড়ি জোরে চলল,

পূর্বকথিত রাস্তায় পেঁছে তবে রাস টানল। বাড়ির কাছে পেঁছেই আমি লাফ দিয়ে নেমে গেলাম এবং গজেন্দ্র গমনে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। রাশ টানতে গাড়িটা থামল। গাড়োয়ান লাফ দিয়ে নীচে নেমে দরজা খুলে দাঁড়াল। কিন্তু কেউ গাড়ির ভিতর নেই। এগিয়ে গিয়ে দেখি, কাকেও না পেয়ে তখন অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে। গাড়ির আরোহির কোন পাত্তাই আর পাওয়া গেল না। ১৩ নম্বরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঐ বাড়ির মালিক কেসুইক নামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ও অঞ্চলে কেউ সয়ার বা ডেনিসের নামও কখনও কেউ শোনে নি।'

আমি সবিস্ময়ে বললাম 'তুমি কি তাহলে বলতে চাও যে ওই দুর্বল থুত্থুড়ে বুড়ি তোমায় বা গাড়োয়ানের অজ্ঞাতেই চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল আর তোমরা কি করছিলে।

হোমস তীক্ষ্নকণ্ঠে বলে উঠল, 'বুড়ি জাহান্নামে যাক। সে বুড়ি নয় একটি কর্মঠ যুবক। পাকা অভিনেতা তো বটেই, তার ছদ্মবেশের কি বাহার। আমি যে তার পিছু নিয়েছি সেটা বুঝতে পেরেই সে কেটে পড়বার জন্য এক পথ বেছে নিয়েছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, লোকটা একা নয়, তার এমন সব সাকরেদ আছে যারা তার জন্য যেকোন ঝুঁকি নিতে রাজী। আরে ডাক্তার, তোমাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে। আমার কথা শোন, শুয়ে পড়গে যাও।'

সত্যি আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। তার কথাই শিরধার্য মনে করলাম। জলন্ত অগ্নি কুণ্ডের পাশে হোমসকে বসিয়ে রেখে আমি শুতে চলে গেলাম। অনেক রাত্ত পর্যন্ত ঘুমের ঘোরে তাঁর বেহালার করুণ আর্তনাদ আমার কানে ভেসে এলো। বুঝতে পারলাম, যে বিস্ময়কর রহস্যের সমাধানে সে আত্মনিয়োগ করেছে তখনও সে একমনে তার কথাই ভেবে চলেছে।

৬। টোবিয়াস গ্রেগসন কেরামতি দেখাল

পরদিন সব খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হল 'ব্রিক্সটন রহস্যের' দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে; অনেকগুলিতে তার উপরে আবার সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লেখা হয়েছে। তাতে এমন কিছু তথ্য ছিল যা আমার কাছে একেবারে নতুন। এই কেস সম্পর্কে খবরের কাগজের অনেক কাটিং ও উদ্ধৃতি এখন আমার 'স্ক্র্যাপ-বুকে' রক্ষিত আছে। এখানে তার কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত-সার দিলাম।

'ডেইলি টেলিগ্রাম'-এ মন্তব্য করা হয়েছে যে, অপরাধের ইতিহাসে এরূপ বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুঃখজনক ঘটনা কখনই কদাচিৎ দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির জার্মান নাম, উদ্দেশ্যের অভাব, দেয়ালে অশুভ লিখন—এইসব দেখে মনে হয় রাজনৈতিক শরণার্থী এবং বিপ্লবপন্থীরাই এ কাজ করেছে। আমেরিকায় সমাজতন্ত্রীদের বহু শাখা আছে। মৃত ব্যক্তি হয়ত কোন অলিখিত আইন লংঘন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে খুঁজে বের করেছে। প্রসঙ্গত ভেমগেরিকট্, একোয়া টোকানা, কার্বোনারি, মার্কিওনেস ডি ব্রিনভিলিয়ার্স, ডারুইনের মত, ম্যালথাস-নীত ও র‍্যাটক্লিফ রাজপথে খুনের উল্লেখ করে শেষে সরকারকে দোষী করা হয়েছে এবং ইংলণ্ডে বিদেশীদের উপর কড়া নজর দেওয়া হয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'স্ট্যাণ্ডার্ড' মন্তব্য করে এ ধরনের বেআইনী কাজ সাধারণতঃ উদারনৈতিক সরকারের আমলেই ঘটে থাকে। জনতার মানসিক অস্থিরতা এবং কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা থেকেই এদের উদ্ভব। নিহত ব্যক্তি একজন আমেরিকান, কয়েক সপ্তাহ হল তিনি এখানে বাস করছিলেন। তিনি কাম্বারওয়েলের টর্কোয়ে টেরেসের ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ারের বোর্ডিং-হাউসে থাকতেন। এই দেশভ্রমণের সময় তার সঙ্গে ছিলেন সচিব মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন। ৪ তারিখের মঙ্গলবার বাড়ীউলিকে বিদায় জানিয়ে তাঁরা লিভারপুল এক্সপ্রেস ধরবার জন্য ইউস্টন স্টেশনে যাত্রা করবার জন্য বাহির হন। দুজনকে প্লাটফর্মেও দেখা গিয়েছে। সংবাদ অনুসারে, ইউস্টন থেকে অনেক মাইল দূরবর্তী, ব্রিক্সটন রোডের একটি খালি বাড়িতে মিঃ ড্রেবারের লাশ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আর কোন কিছুই জানা যায় না। কেমন করে তিনি সেখানে এলেন, কেমন করে তাঁর মৃত্যু হল, এসব প্রশ্নই এখনও পর্যন্ত রহস্যে আবৃত। স্ট্যাঙ্গারসনের সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় নি। আমরা শুনে সুখী হলাম যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেড ও মিঃ গ্রেগসন এই কেসটি হাতে নিয়েছেন। আশা করা যায় যে এই দুই সুনামধন্য অফিসার অতি শীঘ্রই এ রহস্য গ্রন্থি উন্মোচন করবেন।'

'ডেইলি নিউজ'-এ লিখেছে অপরাধটি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। স্বৈরাচার ও সমাজ-তন্ত্রবিরোধিতা ইউরোপীয় শাসকশক্তিগুলিকে অনুপ্রাণিত করার ফলে বহুলোক ইংলণ্ড চলে এসেছেন যাঁরা অতীত জীবনের তিক্ত স্মৃতির দ্বারা তাড়িত না হলে উচ্চশ্রেণীর নাগরিক হতে পারতেন। ঐসব লোকের মধ্যে এমন একটা কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা প্রচলিত ছিল যেকোনরকম ভাবে সেটা লঙ্ঘিত হলেই তার শাস্তি ছিল মৃত্যু। সচিব স্ট্যাঙ্গারসনকে খুঁজে বের করবে এবং মৃতের অতীত জীবন সম্পর্কে জানাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। যে বাড়িতে তিনি বাস করছিলেন তার ঠিকানাটা সেখান থেকে পাওয়ায় একটা বড় কাজ হয়েছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ গ্রেগসনের তীক্ষ্নবুদ্ধি ও উদ্যমের ফলেই এটা যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাতরাশে বসে হোমস ও আমি সবগুলি পত্রিকাই পড়লাম। মনে হল, এগুলি থেকে তাকে যেন প্রচুর মজার খোরাক যোগাল।

বলিনি তোমাকে ; যা কিছুই ঘটুক লেস্ট্রেড আর গ্রেগসনই মজা লুটবে।

'দেখা যাক কি হয়। কেবল সাফল্যের উপরেই তো নির্ভর করছে।'

'হা ভগবান! মোটেই তা নয়। লোকটি ধরা পড়লে ওদের জন্যই ধরা পড়বে, আর সে যদি পালিয়ে যায় সেও ওদের জন্যই যাবে। এ হচ্ছে, আমরা জিতলেও যা হারলেও তা। ওরা যা করবে তাতেই সব লোক বাহবা দেবে।'

'আরে ব্যাপার কি?' আমি চেঁচিয়ে বললাম, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ কানে শোনা গেল। গৃহকর্ত্রীর নানারকম বিরক্তি সূচক বাণী শুনতে পেলাম ; আমার সঙ্গী গম্ভীরভাবে বলল, 'এটা হচ্ছে গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনী বেকার স্ট্রীট ডিভিশন।' তার কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্যন্ত নোংরা বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো একদল বাউণ্ডুলে ছেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

'সোজা হয়ে সব দাঁড়াও!' কর্কশ কণ্ঠে হোমস বলল। সঙ্গে সঙ্গে দুটি বাচ্চা বদমাইস কুখ্যাত স্ট্যাচুর মত এক লাইনে দাঁড়িয়ে গড়ল। এরপর শুধু উইগিন্সকে

ভিতরে পাঠাবে খবর দিতে, বাকিরা সব রাস্তায় অপেক্ষা করবে। কোন খবর আছে উইগিন্স ?

একটা ছেলে জবাব দিল, 'না স্যার, কিছু পাই নি।'

'পাবে সে আশা আমার ছিল না। তবু কাজ চালিয়ে যাও। এই নাও, তোমাদের পাওনা।' প্রত্যেককে সে এক শিলিং করে দিল। 'এখন সব চলে যাও। আবার এলে ভাল খবর নিয়ে আসবে।'

হোমস্ হাত নাড়তেই তারা সব ইঁদুরের মত লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। পরক্ষণেই রাস্তায় তাদের তীব্র গলা শোনা গেল।

হোমস বলল, এক ডজন পুলিশের চাইতে ঐ ভিখারির কাছ থেকে অনেক বেশী দরকারী কাজ আশা করা যায়। পুলিশ দেখলেই লোকের কথা বন্ধ হয়ে যায়। এই ছেলে সব জায়গায় যায়, সব কথা শোনে। ওদের বুদ্ধিও তীক্ষ্ন। শুধু দরকার ওদের গড়ে তোলা।'

'তুমি কি ব্রিক্সটন কেসের জন্য ওদের কোন কাজে লাগিয়েছ ?'

'হ্যাঁ। একটা কথা আমি সঠিক জানতে চাই। আবশ্য সেটা সময় সাপেক্ষমাত্র। আরে। মনে হয় কিছু নতুন সংবাদ শুনতে যাবে। গ্রেগসন আসছে। তার চোখে-মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। জানি, এখানেই সে আসবে। হ্যাঁ, ওই তো এসে গেছে।

ঘণ্টাটা জোরে বেজে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গোয়েন্দা-প্রবর এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি পার হয়ে টেনে ঘরে ঢুকলে ধপাস করে বসে পড়ল।

হোমসের অনিচ্ছুক হাতটাকে টেনে চেঁচিয়ে বলল, 'বন্ধু, আমাকে অভিনন্দন জানান উচিৎ। সবকিছু একেবারে দিনের আলোর মত পরিষ্কার করে ফেলেছি।'

দেখলাম সঙ্গীর মুখের উপর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল।

'আচ্ছে তুমি কি ঠিক পথে চলেছ বলে মনে কর ?'

'হ্যাঁ ঠিক পথ ! লোকটাকে হাতকড়া পরিয়ে হাজতে পুরে এসেছি।'

'তার নাম কি জানতে পারি কি ?'

মাননীয়া মহারাণীর নৌ-বিভাগের সহকারী লেফটেন্যাণ্ট আর্থার চার্পেণ্টিয়ার', মোটা হাত দুটো ঘসতে ঘসতে বুক ফুলিয়ে গ্রেগসন সদম্ভে কথাগুলি বলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হোমস একটুখানি মুচকি হাসল।

বলল, 'বস। সিগারেট খাও। কি করে এত সব কাণ্ড করলে জানতে খুব কৌতুহল হচ্ছে। হুইস্কি আর জল খাবে কি ?

গোয়েন্দ জবাব দিল, 'পেলে তা মন্দ হয় না।' গত দু'একদিন যা ধকল গেছে, শরীর একেবারে যেন ভেঙে পড়েছে। শারীরিক পরিশ্রমের চেয়ে মানসিক পরিশ্রম বেশী হয়েছে, মিঃ হোমস আপনি ধরতে পারবেনই কারণ আমরা দুজনেই মগজ খাটিয়ে যাচ্ছি।

হোমস বেশ গম্ভীরভাবে বলল, 'আমাকে বড় বেশী সম্মান দিয়ে ফেললে হে, যাহোক এরকম একটা সন্তোষজনক ফল কিভাবে লাভ করলে খুলে বল তো শুনি।'

গোয়েন্দাটি চেয়ারে বসে মনের সুখে সিগারেট টানছিল। হঠাৎ অতি আনন্দের

উচ্ছ্বাসে উরুতে একটা চাপড় মেরে মোল্লাসে বলে উঠল, 'মজার ব্যাপার কি জানেন নিজেকে খুব চালাক ভাবলে কি হবে ঐ হাঁদারাম লেস্ট্রেড একেবারে ভুলপথ ধরেছে। সে দৌড়েছে সচিব স্ট্যাঙ্গারসনের পেছনে, আরে বাবা এ অপরাধের সঙ্গে সে কতটুকু জড়িত ? যে শিশু এখনও মায়ের পেটে তার চাইতে নিদোষ নয়। এতদিনে সে যে তাকে পাকড়াও করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

কথাটা গ্রেগসনের মনে এমন নাড়া দিতে লাগল যে হাসতে হাসতে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম।

'তোমার সূত্রটি কেমন করে পেলে বললে না তো ?'

'আরে বলছি, বলছি, সবই বলছি, । ডঃ ওয়াটসন, আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ যেন এ কথাটি জানতে না পারে। এই মার্কিন ভদ্রলোকের অতীতজীবন জানাটাই হল প্রথম সমস্যা। অন্যরা এ অবস্থায় কি করত, হয় বিজ্ঞাপনের উত্তর আসা বা কেউ এসে স্বেচ্ছায় কোন খবর দেওয়া পর্যন্ত হাত গুটিয়ে অপেক্ষা করত। কিন্তু টোরিয়াস গ্রেগসনের কাজের পদ্ধতি আলাদা। মৃত লোকটির পাশে পড়েথাকা টুপিটার কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ?'

হোমস জবাব দিল, 'হ্যাঁ। ১২৯, কাম্বারওয়েল রোডের জন আণ্ডারউড অ্যাণ্ড সন্স এর তৈরি।

গ্রেগসন যেন খুবই মুসড়ে পড়ল। বলল, 'আপনিও যে সেটা লক্ষ্য করেছেন তা কিন্তু ভাবি নি। আপনি কি টুপিওয়ালার কাছে গিয়েছিলেন ?

'না।'

'হ্যাঁ! হাফ ছেড়ে যেন বাঁচল গ্রেগসন, 'আপাতদৃষ্টিতে যত তুচ্ছই মনে হোক সুযোগকে হেলায় ছাড়তে নেই।'

হোমস বলল, 'যে নিজে বড় তার কাছে কোন কিছুই তুচ্ছ নয়।'

'সে যাহোক, আমি আণ্ডারউডের কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম ঐ মাপের কোন টুপি সে বিক্রি করেছে কি না। খাতাপত্র ওল্টাতেই ঠিকানা ও নাম পেয়ে গেল। টুপিটা সে পাঠিয়েছিল টর্কোয়ে টেরেসের চার্পেন্টিয়ার্স বোর্ডিং এস্টাব্লিসমেন্টের মিঃ ড্রেবারকে। সেখানেই তার ঠিকানাটা পেলাম।'

শার্লক হোমস আপন মনেই বলে চলল, 'চতুর—খুব চতুর!'

গোয়েন্দা বলে চলল, 'তারপরেই ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। তাকে খুবই বিমর্ষ ও বিষণ্ণ দেখলাম। তার মেয়েও কাছে ছিল—অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে। তার চোখ দুটো লাল। তার সঙ্গে কথা বলবার সময় তার ঠোঁট কাঁপছিল। সেটা আমার নজর এড়ায় নি। তখনই তাদের আমার সন্দেহ হল। মিঃ শার্লক হোমস, আপনি বোঝেন ঠিক মত গন্ধটি খুঁজে পেলে মনের কিরকম ভাব হয়—স্নায়ুতে কিরকম একটা উত্তেজনা দেখা দেয়। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার প্রাক্তন বোর্ডার ক্লিভ-ল্যাণ্ডের মিঃ এনক জে· ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর আপনি পেয়েছেন কি ?'

'না ঘাড় নাড়ল। একটা কথাও মুখে বলতে পারল না। মেয়েটিও কেঁদে উঠল। বুঝলাম, এরা অনেক কিছুই জানে খুনের ব্যাপারে।

প্রশ্ন করলাম, 'ট্রেন ধরবার জন্য মিঃ ড্রেবার ক'টার সময় এখান থেকে যান ?'

'উত্তেজনাকে চাপা দেবার জন্য ঢোক গিলে সে বলল, 'আটটার সময়। তাঁর সচিব মিঃ স্ট্যাঙ্গারসনকে বলতে শুনেছিলাম দুটো ট্রেন আছে—একটা ৯টা ১৫-তে আর একটা ১১ টায়। তিনি ৯-১৫ তে যাবেন বললেন।

'সেই কি তাকে আপনি শেষ দেখেছেন ?'

'প্রশ্ন করার মুহূর্তেই স্ত্রীলোকটির মুখের ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটল। মুখখানা কালিবর্ণ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরে অনেক কষ্টে একটিমাত্র শব্দই সে উচ্চারণ করতে পারল 'হ্যাঁ',—তখনও তার গলার স্বর ফ্যাঁসফেঁসে অস্বাভাবিক ধরনের।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পরে মেয়েটি শান্ত স্পষ্ট গলায় বলল, 'মা, মিথ্যা কথার ফল কখনও শুভ হয় না। এই ভদ্রলোকের কাছে সত্যি কথা বলাই সবচেয়ে ভাল। মিঃ ড্রেবারকে আমরা আবার দেখেছিলাম এখানে।

'এ তুই কি সর্বনাশ করলি !' দুই হাত শূন্যে তুলে চেয়ারে বসে পরে ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ার দুঃখে বলে উঠলো, 'তোর ভাইকে তুই নিজ হাতে খুন করলি।

মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলল, 'আর্থারও চাইত আমরা সত্য কথাই খুলে বলি।'

'আমি বললাম, সত্যি কথাই আমাকে খুলে বল। অর্ধেক পেটে অর্ধেক মুখে থাকা খারাপ। তাছাড়া এ ব্যাপারে আমরা কতটা জানি তাও তো তোমার জান না।'

'মা কেঁদে বলল, তুই বিপদে ফেললি, আমার দিকে ফিরে বলল, 'স্যার, আপনাকে আমি সব কথাই বলব। আমার ছেলে এই খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে এই ভয়েই আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি তা কিন্তু মনে করবেন না। জানি সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার শুধু ভয়, আপনার চোখে বা আইনের চোখে তাকে এব্যাপারে জড়িত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব। তার উন্নত চরিত্র, তার জীবিকা, তার অতীত —সবই এধরনের কাজের উল্টো।'

'আমি বললাম, 'আপনার সবচাইতে ভাল কাজ হ'ল সব কথা খুলে বলা। আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার ছেলে যদি নির্দোষ হয়, তহলে আমার ওপর ভরসা রাখুন।'

'সে বলল 'এলিস, আমি একা কথা বলতে চাই।' মেয়েটি চলে গেল। সে বলল 'দেখুন স্যার, সব কথা আপনাকে বলবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু মেয়েটা যখন সব ফাঁস করে দিয়েছে, তখন আর গত্যন্তর নেই। বলাই যখন স্থির করেছি, তখন কিছুই বাদ না দিয়ে সবকথাই আপনাকে বলব।'

'আমি বললাম সেটাই বুদ্ধিমতীর কাজ।'

'মিঃ ড্রেবার প্রায় তিন সপ্তাহ আমাদের এখানে ছিলেন। তিনি আর তাঁর সচিব মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন দেশ পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁদের ট্রাংকের উপর কোপেন-হেগেন' লেবেল আঁটা চোখে দেখেছি। তাতে মনে হয় তাঁরা সেখানেই ছিলেন। স্ট্যাঙ্গারসন বেশ শান্ত, চাপা প্রকৃতির লোক। কিন্তু তাঁর মালিক সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মানুষ। তাঁর স্বভাব চরিত্র খারাপ, চাল-চলন ঠিক জানোয়ারের মত। যেদিন ওঁরা প্রথম এখানে আসেন সেইদিন রাত্তেই তিনি মদে একেবারে চুর হয়ে ছিলেন। পরদিন বেলা বারোটার আগে তাঁর আর কোন হুঁস ছিল না। পরিচারিকাদের সঙ্গে তাঁর চাল-চলন ও আচার ব্যবহার দৃষ্টি কটু, আরো দুঃখের কথা, আমার মেয়ে এলিসকেও তিনি সেই চোখেই দেখতে শুরু করলেন এবং একাধিকার তাঁকে এমন সব বাজে কথা

বললেন, সৌভাগ্যবশতঃ যেগুলো বোঝবার মত বয়স মেয়ের এখনও হয় নি। একসময় তিনি হাত ধরে টেনে তাকে জড়িয়ে ধরেও ছিলেন। তার সচিব এই অভদ্র আচরণের জন্য তাকে তিরস্কার করতে বাধ্য হন।'

'তাকে আমি প্রশ্ন করলাম, 'এসব আপনি সহ্য করলেন কেন? যখন খুশি বোর্ডারদের তো আপনি ছাড়িয়ে দিতে পারেন।'

'আমার এই প্রশ্নে ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ারের মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠল। বলল, ঈশ্বরের কৃপায় তার আসার দিনই তাকে নোটিশ দিলেই দেখছি ভাল করতাম। কিন্তু লোভ বড় দারুণ জিনিস। দিন প্রতি তারা এক পাউণ্ড করে দিচ্ছিলেন—সপ্তাহে চৌদ্দ পাউণ্ড। তার উপর এখন খদ্দের পত্তরও কম। আমি বিধবা। ছেলেকে নৌ-বিভাগে পাঠাবার খরচও অনেক। তাই টাকাটা হাতছাড়া করতে আর মন চাইল না। আমি সবই মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই অত্যন্ত বাড়াবাড়ি জন্য আমি তাঁকে বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দিলাম। তাই তখন তিনি চলে গেলেন।'

'তারপর?'

'তাকে চলে যেতে দেখে মনটা বেশ হাল্কা হল। ছেলে তখন ছুটিতে বাড়ী এসেছে। এসব কথা কিছুই তাকে জানালাম না। কারণ সে খুব বদরাগী, আর বোনকে সে খুব ভালবাসে। তারা চলে যেতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মনে হল মনের উপর থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। কিন্তু হায়! দেখাগেল এক ঘণ্টার মধ্যেই দরজায় আবার ঘণ্টা বেজে উঠল। শুনলাম, আবার মিঃ ড্রেবার ফিরে এসেছেন। তিনি বেশ উত্তেজিত। মদ খাওয়ার জন্য তাঁর অবস্থা আরও বেশী শোচনীয়। আমি মেয়েকে নিয়ে ঘরে বসেছিলাম, তিনি জোর করে সে ঘরে ঢুকে ট্রেন পান নি বলে কিছু অবান্তর কথা বললেন। তারপর এলিসের দিকে ফিরে আমার মুখের উপর বললে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে। বললেন, 'তোমার এখন বয়স হয়েছে, কোন আইন তোমাকে আর আটকাতে পারে না, আমার অনেক অনেক টাকা আছে! এই বুড়িটার কথা ভেব না। আমার সঙ্গে এখনই চল। আমি তোমাকে রাণীর মত রাখব।' এলিস একথা শুনে আতংকে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই তিনি তার হাত ধরে দরজার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল, আমি চীৎকার করে উঠলাম, আর সেই মুহূর্তে আমার ছেলে আর্থার এসে ঘরে ঢুকল। তারপর কি ঘটল আমি আর কিছু জানি না। আমি নানারকম কটূক্তি ও ধস্তাধবস্তির শব্দও কানে শুনেছিলাম। কিন্তু ভয়ে মুখ তুলতে আর পারি নি। যখন মুখ তুলে তাকালাম তখন দেখি একটা লাঠি হাতে নিয়ে আর্থার দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছে। আমাকে সে তখন বলল, 'ভদ্রলোক কখনও আমাদের আর বিরক্ত করতে আসবে না। একবার গিয়ে দেখতে হবে তিনি এরপর কি করেন।' বলতে বলতে টুপিটা নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। পরদিন কাগজে মিঃ ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর শুনলাম।'

'অনেকবার খাবি খেয়ে অনেকবার থেমে ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ার যা বলেছিলেন এই সেই বিবরণ। সময় সময় সে এত নীচু স্বরে কথা বলছিল যে সব কথা ঠিকমত শোনাও যায় নি। আমি অবশ্য তার সব কথারই শর্ট-হ্যাণ্ড নোটা নিয়েছি, যাতে কোনরকম ভুলের সম্ভাবনা না থাকে।'

হোমস হাই তুলে বলল, 'খুবই উত্তেজনাপূর্ণ' তারপর কি করলে ?

গোয়েন্দা বলতে লাগল, 'ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ার থামল। আমি বুঝতে পারলাম সমস্ত ঘটনাটা একটা পয়েন্টের উপরই নির্ভর করছে। বিশেষ একদৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটি চোখের দিকে তাকালাম। মেয়েদের ব্যাপারে এ দৃষ্টিতে অনেক কাজ হয়। জানতে চাইলাম, তার ছেলে কখন বাড়ী ফিরেছিল।'

'আমি জানি না,' সে জবাব দিল।

'জানেন না ?'

'না। তার কাছে আলাদা চাবি থাকে। সেটা দিয়ে দরজা খুলে সে নিজেই বাড়িতে ঢোকে।'

'আপনি শুতে যাবার পরে কি ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কখন শুতে গিয়েছিলেন মনে আছে ?'

'এগারোটায়।'

'অর্থাৎ আপনার ছেলে দুঘণ্টা বাইরে ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'চার বা পাঁচ ঘণ্টাও হতে পারে ?'

'হ্যাঁ।'

'এত সময় সে কি করছিল জানেন ?'

তা 'আমি জানি না! সে জবাব দিল। তার ঠোঁট তখন সাদা হয়ে গেছে।

'অবশ্য এর পরে আর সেখানে কিছু করবার ছিল না। লেফটেন্যান্ট চার্পেন্টিয়ারকে খোঁজ করে তাকে গ্রেপ্তার করলাম। তার কাঁধে হাত রেখে তাকে নিঃশব্দে আমাদের সঙ্গে আসতে বললাম, সে উদ্ধত সাহসের সঙ্গে বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে ঐ পাজী ড্রেবারের মৃত্যুর জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করছেন।' কিন্তু তখনও আমরা তাকে কিছুই বলি নি। এই কথায় আমাদের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল।'

'তা খুবই স্বাভাবিক' হোমস বলল।

'সে যখন ড্রেবারের পিছু নেয় তখন তার হাতে যে ভারী লাঠিটা ছিল বলে তার মা উল্লেখ করেছে, সেটা নিয়েই বেরিয়েছিল। লাঠিটা ওক কাঠের একটা মুগুরবিশেষ।'

'তাহলে তোমার বক্তব্যটা কি জানতে পারি ?'

'দেখুন, আমার বক্তব্য বিক্সাটন রোড পর্যন্ত ড্রেবারকে অনুসরণ করে চলে, সেখানে পেঁছে দুজনের মধ্যে আবার ঝগড়া বাধে। সেইসময় ড্রেবারের পেটে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়, কিন্তু আঘাতের কোন চিহ্ন মৃতদেহ পড়ে না। সেদিন বৃষ্টির রাত। জনপ্রাণী ছিল না। চার্পেন্টিয়ার মৃতদেহটাকে টানতে টানতে খালি বাড়িতে নিয়ে যায়। আর মোমবাতি, রক্ত, দেয়ালের লেখা, এবং আংটি—এসবই পুলিশকে ভুল পথে তদন্ত চালাবার চেষ্টা।

উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গীতে হোমস বলল, বাঃ চমৎকার! সত্যি গ্রেগসন, দেখছি তুমি বেশ ভালই চলছ। তোমাকে আরও বড় কিছু না বানিয়ে আমি ছাড়ছি না।'

গোয়েন্দা বেশ গর্বভরে বলল, 'সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে গুছিয়ে এনেছি বলে

আমার খুব গর্ব হচ্ছে এখন। যুবকটি স্বেচ্ছায় একটা জবান বন্দী দিয়েছে। তাতে বলেছে, কিছুদূর পর্যন্ত ড্রেবারকে অনুসরণ করবার পর ড্রেবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার নজর এড়াবার জন্য একটা গাড়িতে উঠে পড়ে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরবার পথে এক জাহাজী পুরনো বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হয় এবং দুইজনে অনেকটা পথ হাঁটে। সেই পুরনো জাহাজী বন্ধু কোথায় থাকে নাম কি জিজ্ঞাসা করা হলে সে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নি। আমার তো মনে হয় সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। লেস্ট্রেড যে ভুল পথে ঘুরে মরছে সেটা ভেবেই আমার বেশী মজা লাগছে। আমার ধারণা, কাদা ঘাঁটনাই সার হবে, সে বেশী দূর আর এগোতেও পারবে না। আরে! দেখছি সে যে সশরীরে হাজির!'

আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে। এবার ঘরে ঢুকল। তার হাবভাব চাল চলন এবং পোশাকে যে পরিপাট্য থাকে সেটার বেশ অভাব দেখতে পেলাম। তার মুখে বিরক্তি ভাব লক্ষ্য করলাম। তার পোশাক এলোমেলো ও ময়লা। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম সে শার্লক হোমসের সঙ্গে শলা পরামর্শ করতেই এসেছিল। সহকর্মীকে এখানে বসে থাকতে দেখেই কেমন যেন বিব্রত ও মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি করবে না করবে বুঝতে না পেরে টুপিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে বলল, কেসটা একটা অসাধারণ—একটা দুর্বোধ্য ও গোলমেলে।'

গ্রেগসন বিজয়গর্বে বলে উঠল, 'তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি! আমি আগেই জানতাম তুমি ঐ সিদ্ধান্তেই পেঁছিবে। সচিব মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের খাঁচায় পুরতে পেরোছো কি?'

লেস্ট্রেড গম্ভীরভাবে বলল, 'আজ ভোর ছ'টায় হ্যালিডেস প্রাইভেট হোটেলে মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন খুন হয়েছেন।'

৭। অন্ধকারে একটু আলো

যে সংবাদ লেস্ট্রেড জানাল সেটা এতই গুরুতর এবং অপ্রত্যাশিত যে আমরা তিনজনই প্রায় হতবাক হয়ে গেলাম। গ্রেগসন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে অবশিষ্ট দুইস্কি ও জল মেঝেয় ফেলে দিল। আমি বন্ধুর দিকে তাকালাম। তার ঠোঁট ঠোঁটের উপর চেপে বসেছে। দুই ভুরু চোখের উপর নেমে এসেছে।

'স্ট্যাঙ্গারসনও!' সে অস্ফুটস্বরে বলল, 'চক্রান্ত আরও ঘণীভূত হচ্ছে।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লেস্ট্রেড বলল, 'আগেই ঘটনা যথেষ্ট ঘন ছিল। আমার তো মনে হচ্ছে কোন সময় মন্ত্রি সভায় ঢুকে পড়েছি।'

গ্রেগসন তো-তো করে, বলল 'তুমি—তুমি নিশ্চিত জান খবরটা ঠিক?'

লেস্ট্রেড জবাব দিল, 'এইমাত্র সেখান থেকে আমি আসছি। লাশটা আমিই প্রথম আবিষ্কার করি।'

হোমস বলল, 'মামলাটার সম্বন্ধে গ্রেগসনের মত এতক্ষণ শুনছিলাম। তুমি কি দেখেছ বা করেছ, সেটা জানাতে কোন আপত্তি আছে কি?'

চেয়ারে বসতে বসতে লেস্ট্রেড জবাব দিল, না কোনই আপত্তি নেই। স্বীকার

করছি, আমি ভেবেছিলাম ড্রেবারের মৃত্যুর জন্য স্ট্যাঙ্গারসন দায়ী। বর্তমান পরিস্থিতিতে বুঝতে পাচ্ছি আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ঐ ধারণা নিয়েই আমি সচিবের খোঁজে বেরিয়েছিলাম। ওরা সন্ধ্যা সাড়ে আটটা নাগাদ তাদের দুজনকে ইউস্টন স্টেশনে দেখা গিয়েছিল। সেইদিন রাত দুটোয় ড্রেবারকে পাওয়া গেল ব্রিক্সটন রোডে। কাজেই আমার কাছে প্রশ্ন হল, ৮টা ৩০ মিঃ থেকে দুটো পর্যন্ত স্ট্যাঙ্গারসন এই সময়টা কি করছিল এবং তারপরেই বা সে কথায় গেল—সেটা বের করা। লোকটির বিবরণ দিয়ে লিভারপুলে তার করলাম। তাদের বলে দিলাম, মার্কিন নৌকোগুলোর উপর যেন নজর রাখে। তারপর ইউস্টনের কাছাকাছি সবগুলি হোটেল ও লজিংহাউসে খোঁজ করলাম। দেখুন, আমি চিন্তা করলাম যে ড্রেবার এবং তার সঙ্গী যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার সঙ্গী কাছাকাছি কোথাও রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার স্টেশনে হাজির হবে পালিয়ে যাওয়ার জন্য।

হোমস মন্তব্য করল, 'আগে থেকেই একটা কোন সাক্ষাতের জায়গা হয়তো ওরা স্থির করেছিল।'

'তাই। গতকাল সারাটা সন্ধ্যা এই খোঁজেই কাটালাম। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। আজ খুব ভোরেই আবার শুরু করলাম। আটটার সময় লিট্‌ল জর্জ স্ট্রীটের হ্যালিডেস প্রাইভেট হোটেলে পৌঁছলাম। মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন সেখানে আছেন কিনা জানতে চাইলে তারা বলল আছেন।

তারা আরও জানাল যে, নিশ্চয় আপনারই আসবারই কথা ছিল। কারণ গত দুদিন যাবৎ তিনি একজন ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করে আছেন।'

'তিনি কোন ঘরে আছে ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তিনি উপরতলার ঘরে আছেন। ন'টার সময় ডেকে দিতে বলেছেন।'

আমি এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি বললাম।

'মনে মনে ভবেছিলাম, আমি হঠাৎ উপস্থিত হলে তিনি ঘাবড়ে গিয়ে মুখ ফসকে কিছু বলে ফেলতেও পারেন। ঘর দেখিয়ে দেখার জন্য পরিচারক আমার সঙ্গে গেল। ঘরটা তিনতলায়, একটা ছোট করিডর ধরে যেতে হয়। ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে পরিচারক নীচে নেমে যাচ্ছিল, ঠিক সেইসময় আমি যা দেখলাম বিশ বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমার মাথা ঘুরে গেল। দরজার নীচে দিয়ে রক্তের একটা লাল ফিতে এঁকে বেঁকে এসে প্যাসেজটা পার হয়ে অপরদিকের দেয়ালের ধারে বেশ খানিকটা জমে আছে। দেখেই আমি চীৎকার করে উঠতেই পরিচারকটি ফিরে এল। রক্তের ধারা দেখে তারও মূর্চ্ছা হবার উপক্রম। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। আমরা দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়লাম। ঘরের জানালা খোলা, আর নীচে নৈশ-পোশাক পরা একটি লোকের মৃতদেহ দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ হল মারা গেছে, কারণ হাত-পাগুলো শক্ত এবং ঠাণ্ডা। তাকে উল্টে দিতেই পরিচারক বলল এই লোকটিই জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন নামে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। বাঁদিকে একটা গভীর ক্ষত একেবারে হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করে ফেলেছে। তার ফলেই মৃত্যু ঘটেছে। তারপরই আসছে ঘটনায় এক সবচেয়ে বিস্ময়কর অংশ। নিহত লোকটির উপর কি ছিল আন্দাজ করুন তো।'

শার্লক হোমস উত্তর দেবার আগে আসন্ন বিভীষিকার কল্পনায় আমার গা ছম ছম

করে উঠল।

সে বলল, 'রক্তের অক্ষরে লেখা।' রাঁচি শব্দটি।

আতংকগ্রস্ত গলায় লেস্ট্রেড বলল, 'ঠিক তাই।' কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে থাকলাম।

এই অজ্ঞাত খুনীর কার্য-কলাপের মধ্যে এমন একটা শৃংখলা অথচ দুর্বোধ্যতা আছে যার ফলে তার অপরাধ আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আমার যে স্নায়ু রণক্ষেত্রেও যথেষ্ট শক্ত ছিল, তাও যেন এই অপরাধের চিন্তায় কেঁপে কেঁপে উঠল।

লেস্ট্রেড বলতে লাগল 'লোকটি চোখেও পড়েছিল। হোটেলের পিছনের আস্তাবল থেকে যে গলির রাস্তাটা গেছে সেই পথ ধরে গোশালার দিকে যাচ্ছিল একটি গোয়ালা ছেলে। সে দেখে, ওখানে সাধারণত যে মইটা পড়ে থাকে সেটা তিনতলার একটা জানালার সঙ্গে লাগানো। জানালাটা খোলা। একটু এগিয়ে উপরে তাকাতেই সে দেখতে পায় একটা লোক মই বেয়ে নীচে নামছে। সে এত শান্তভাবে নেমে এল যে ছেলেটি ভাবল, লোকটি হয় ছুতোর বা হোটেলের যোগানদার। সে ভাবল, লোকটা এত সকালে কাজে এসেছে কেন। এ ছাড়া আর কিছুই তার মনে আসে নি। তার মোটামুটি মনে আছে যে লোকটি লম্বা, তার মুখ লালচে, পরনে বাদামী কোট। খুনের পরেও কিছুক্ষণ সে ওই ঘরে ছিল, কারণ বেসিনে রক্ত-মেশানো জলের দাগ দেখেছি তার মানে, সেখানে সে হাত ধুয়েছে, আত চাদরে রক্তের দাগ, সে ইচ্ছা করে ছুরিটা ভাল করে মুছেছে।

খুনীর চেহারার বর্ণনা শুনে আমি আড় চোখে হোমসের দিকে তাকালাম, কারণ তার বিবরণের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। তার মুখে উল্লাস বা সন্তুষ্টির চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না।'

সে প্রশ্ন করল 'খুনীকে ধরবার কোন সূত্রই পেলে না?'

'না কিচ্ছু না। ড্রেবারের সমস্ত টাকা স্ট্যাঙ্গারসনের কাছে ছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ খরচ পত্তর সেই করত। তার মধ্যে আশি পাউণ্ড ছিল। এই অসাধারণ অপরাধের উদ্দেশ্য খুন, ডাকাতি নয়। নিহত লোকটির পকেটে কোন কাগজ-পত্র ছিল না। শুধু ছিল একটা টেলিগ্রাম! ক্লিভল্যাণ্ডে এক মাস আগের তারিখ, তাতে লেখা, 'জে. এইচ. ইওরোপ আছে।' নীচে কোন নাম ধাম নেই।'

'আর কিছুই ছিল না?' হোমস প্রশ্ন করল।

'গুরুত্বপূর্ণ কিছুই না। লোকটি যে উপন্যাসখানা পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছিল সেখানা বিছানার উপর পড়েছিল। আর তার পাইপটা পড়ে ছিল পাশেই চেয়ারের উপর। টেবিলের উপর এক গ্লাস জল ছিল আর জানালার গোবরাটের উপর একটা মলমের বাক্স, তাতে গোটা দুই বড়ি ছিল।

আনন্দে চীৎকার করে হোমস চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, 'এবার আমার কেস সম্পূর্ণ হল।' শেষ সূত্র পাওয়া গেছে।

অবাক বিস্ময়ে দুই গোয়েন্দা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার সঙ্গী আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে লাগল, সুতোগুলো জড়িয়ে এমন একটা জট পাকিয়েছিল, তার সবগুলোকে ধরতে পেয়েছি। যদিও কিছু কিছু টুকরো ঘটনা

এখনও তার মধ্যে বসাতে হবে, তথাপি স্টেশনে ড্রেবার এবং স্ট্যাঙ্গারসন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকে স্ট্যাঙ্গারসনের মৃতদেহ আবিষ্কার পর্যন্ত আমি এতই নিশ্চিত যেন ঘটনাগুলোকে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। একটা প্রমাণ তোমাকে দিচ্ছি। সেই বড়িগুলো তোমার কাছে এখন আছে কি?'

একটা ছোট বাক্স বের করে লেস্ট্রেড বলল, একটা নিরাপদ জায়গায় রাখবার জন্য মলমের বাক্স, টাকার থলি আর টেলিগ্রামখানা ও বড়িগুলো আমি নিয়ে এসেছি, কারণ ওগুলোর কোন গুরুত্বই আছে বলে মনে করেন না।

হোমস বলল, 'ওগুলো আমাকে দাও দেখি।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা ডাক্তার, এগুলো কি সাধারণ বড়ি?'

'না সাধারণ মোটেই নয়। মুক্তোর মত সাদা, ছোট গোল এবং স্বচ্ছ। আমি বললাম, 'এগুলো জলে ফেললে গলে যাবে বলে ধারণা।'

হোমস বলল, হ্যাঁ 'ঠিক তাই। দয়া করে নীচে গিয়ে টেরিয়ারটাকে নিয়ে আসবে কি? ওটা খুব ভুগছে, আর গৃহকর্ত্রীও অনুরোধ করছে ওটাকে সব যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে।'

আমি নীচে গিয়ে কুকুরটাকে কোলে করে নিয়ে এলাম। তার শ্বাসকষ্ট চোখ দেখিয়ে মনে হল, ওর শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কম্বলের উপর একটা কুশনে ওটাকে শুইয়ে দিলাম।

'এইবার একটা বড়িকে দুটুকরো করে কাটছি,' বলে হোমস একখানা কলমকাটা ছুরি নিয়ে কথামত কাজ করল। 'ভবিষ্যতের জন্য অর্ধেকটা বাক্সেই রেখে দিলাম। বাকি অর্ধেকটা এক চামচ জল-ভরা এই মদের গ্লাসে ফেললাম। দেখ, ডাক্তার বন্ধুটি ঠিকই বলেছে, সঙ্গে সঙ্গে বড়িটা গলে গেল।'

কাউকে উপহাস করলে সে যে ভাবে আহত হয় সেইরকম ক্ষুব্ধ গলায় লেস্ট্রেড বলল, 'ব্যাপারটা দেখতে ভালই, কিন্তু জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের মৃত্যুর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'ধৈর্য ধর, বন্ধু, যথা সময়েই দেখতে পাবে কি সম্পর্ক? মিশ্রণটাকে স্বাদু করবার জন্য একটু দুধ মিশিয়ে কুকুরটার সামনে ধরলেই ও সবটা চেটে খেয়ে নেবে।'

বলতে বলতে সে মদের মিশ্রণটা একটা গোল পাত্রে ঢেলে টেরিয়ারটার সামনে ধরতেই সে সেটাকে চেটে খেয়ে ফেলল। হোমসের এইকাজ আমাদের উপর এতই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে আমরা চুপচাপ বসে জন্তুটাকে দেখছিলাম আর বিস্ময়কর কোন ফলের প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটনা ঘটল না। কুকুরটা কুশনের উপর টান-টান হয়ে শ্বাস নিতে লাগল। কিন্তু ঐ মিশ্রণটা খাওয়ার ফলে তার মধ্যে ভাল বা মন্দ কোন পরিবর্তনই দেখা গেল না।

হোমস ঘড়ি বার করে দেখছে। মিনিটের পর মিনিট বিফলে কেটে যাচ্ছে। তার চোখ-মুখে উদ্বেগ ও হতাশার ছায়া দেখা যাচ্ছে। সে ঠোঁট কামড়াচ্ছে, আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা দিচ্ছে, তীব্র অধৈর্যের সব লক্ষণ তার মধ্যে ফুটে উঠছে। সে খুবই মুষড়ে পড়ছে, তার জন্য সত্যই আমার তখন দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু সে যে শেষ পর্যন্ত একটা ধাক্কা খেয়েছে তাতে গোয়েন্দাযুগল অখুশি না হয় মিটি মিটি হাসছে।

অবশেষে চেয়ার থেকে উঠে ঘরময় দ্রুতবেগে পায়চারি করতে করতে সে বলে চলল, এটা আকস্মিক কোন যোগাযোগ হতেই পারে না। আকস্মিক যোগাযোগ একেবারে অসম্ভব। ড্রেবারের মৃত্যুতে যে বড়ির সন্দেহ আমি করেছিলাম, স্ট্যাঙ্গারসনের মৃত্যুর পরে সেই একই বড়ি পাওয়া গেলে। অথচ ওগুলো তো জড় পদার্থ। এর কি কোন অর্থ হতে পারে না। অসম্ভব! অথচ এই হতভাগ্য কুকুরটার কিছুই হল না। ও হো, পেয়েছি! পেয়েছি! আনন্দে চীৎকার করে উঠে সে বাক্সটার কাছে ছুটে গিয়ে অন্য একটি বড়ি কেটে জলে গুলে দুধে মিশিয়ে টেরিয়ারটার সামনে ধরতেই হতভাগ্য জন্তুটা সেই পানীয়ে ঠোঁট দিতে না দিতেই তার সারা শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

শার্লক হোমস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, নিজের উপরে আরও আস্থা রাখা উচিত ছিল।

ঐ বাক্সের দুটো বড়ির একটা ছিল মারাত্মক বিষ, অন্যটা ছিল নির্বিষ বাস্কট. চোখে দেখার আগেই এটা আচ করা উচিত ছিল।'

এই শেষ কথাটি চমক এতই দেখালাম যে তার বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক আছে কিনা আমারই সন্দেহ হতে লাগল। অবশ্য মৃত কুকুরটা প্রমাণ করছে যে তার অনুমানই ঠিক। আমার মনের কুয়াসাও যেন ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। আমি যেন সত্যের একটা আবছা অনুভূতি লাভ করছি।

হোমস বলতে লাগল, 'এসবই তোমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে, কারণ তদন্তের প্রথমেই যে একমাত্র প্রকৃত সূত্রটি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল তার গুরুত্ব তোমরা তখন বুঝতে পারনি। কিন্তু সেটা আমি ধরতে পেরেছিলাম, এবং তারপর থেকে যা কিছু ঘটছে সবই আমার আপনার ধারণর সঙ্গে মিল আছে-সে সবই তার ন্যায় সঙ্গত পরিণতি। কাজেই যেসব জটিল ঘটনা তোমাদের বিচলিত করেছে এবং কেসটাকে আরও জটিল করে তুলেছে সেগুলিই আমাকে দেখিয়েছে আশার আলো, আর আমার সিদ্ধান্তকে করেছে সুদৃঢ়। সবচাইতে সাধারণ অপরাধই প্রায় সবচাইতে বেশী রহস্যময় হয়ে উঠে কারণ তাতে এমন কোন নতুন লক্ষণ থাকে না যার থেকে কোন সিদ্ধান্তে পেঁছান যায়। এক্ষেত্রেও মৃতের দেহটা যদি রাস্তার মধ্যে পাওয়া যেত যেসমস্ত ভয়ংকর ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সমস্ত ব্যাপারটাকে ভাবিয়ে তুলেছে সেসব কিছুই যদি না থাকত তাহলে এই খুনের ফয়সালা করা অসাধ্য হত। এই সব বিস্ময়কর ঘটনা কেসটাকে কষ্টসাধ্য করার বদলে বরং বেশী সহজসাধ্য করে তুলেছে।'

মিঃ গ্রেগসন ধৈর্যসহকারে এইসব কথা শুনছিল। কিন্তু আর সে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বলল 'দেখুন মিঃ হোমস, আমরা স্বীকার করছি যে আপনি খুব চালাক লোক, জানি আপনার কাজের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। কিন্তু এখন আমরা শুধু থিওরি আর ভাষণের চাইতেও আরো বেশী কিছু চাই। এখন কথা হচ্ছে, আসল লোকটি কে। দেখছি, আমার ভুল হয়েছে। যুবক চার্পেন্টিয়ার দ্বিতীয় ঘটনার সঙ্গে একটুও জড়িত থাকতে পারে না। লেস্ট্রেড ছুটেছিল স্ট্যাঙ্গারসনের পিছনে। দেখা যাচ্ছে, তারও ভুল হয়েছিল। আপনি যেসব ইঙ্গিত করেছেন, মনে হচ্ছে, আমাদের চাইতে অনেক বেশীই আপনি জানেন! কিন্তু এখন আমরা সরাসরি প্রশ্ন করছি,

এবিষয়ে আপনি কতটা জানেন বা একাজ কে করেছে তার নামধাম কি আপনি জানেন ?

লেস্ট্রেড বলল, গ্রেগসন ঠিক কথাই বলেছে স্যার। আমরা দুজনেই বিফল হয়েছি। আমি ঘরে ঢুকবার পরে আপনি বার বার বলেছেন যে, প্রয়োজনীয় সব প্রমাণই আপনার হাতে আছে। নিশ্চয়ই আপনি সেগুলি আমাদের বলবেন।

আমি বললাম, 'আততায়ীকে গ্রেপ্তার করতে দেরী হলে সে নতুন কোন দুষ্কর্মের সুযোগ পেয়ে যাবে।'

যখন এইভাবে সকলে চেপে ধরল হোমস অস্থিরভাবে ঘরের এদিক-ওদিক হাঁটতে লাগল। গভীর চিন্তায় মগ্ন হল।

হঠাৎ থেমে সে বলল, 'আর একটিও খুন হবে না। তোমরা জানতে চেয়েছ, হত্যাকারীর নাম ধাম আমি জানি না। হ্যাঁ জানি। শুধু নাম জানাটা কিছু নয়, আসল কথা হচ্ছে তাকে পাকড়াও করতেও পারব। আরো বলছি যে আমার নিজের দ্বারাই সেটা সম্ভব হবে। কিন্তু খুব সতর্কতার সঙ্গে এ কাজ করতে হবে, কারণ একটি বেশ সুচতুর ও বেপোরোয়া লোকের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে, এবং আমি আরও প্রমাণ পেয়েছি যে তার একজন সঙ্গী আছে ঠিক তার মতই চতুর। কেউ তার সন্ধান জানে এটা যতক্ষণ সে জানতে না পারবে ততক্ষণই তাকে পাকড়াও করবার কিছুটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তিলমাত্র যদি সে সন্দেহ বোধ করে তবেই সে নাম পাল্টে এই শহরে চল্লিশ লক্ষ্য লোকের মধ্যে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আপনাদের মনে একটুও আঘাত দেবার ইচ্ছে আমার মনে নেই। কিন্তু একথাও বলছি যে এই দুটি লোককে ধরা সরকারী পুলিশ বাহিনীর সামর্থ নেই, আর সেইজন্যই আপনাদের কোন সাহায্য আমি চাই নি। আমি সফল হলে অবশ্য আপনাদের বাদ দেওয়ার জন্য অপবাদ আমাকে বইতে হবে। আর সেজন্য আমি প্রস্তুতও আছি। বর্তমানে আমি এই কথা বলছি যে আমার ব্যবস্থাকে খাটো না করে যখনই আপনাদের সব কথা জানান সম্ভব হবে বলে মনে করব সেই মুহূর্তেই তা জানিয়ে দেব।'

এই প্রতিশ্রুতিতে বা পুলিশ সম্পর্কে কলঙ্ক সূচক উল্লেখে গ্রেগসন বা লেস্ট্রেড কাউকেই সন্তুষ্ট মনে হল না। গ্রেগসনের মুখ, তার হলদে চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল, আর লেস্ট্রেডের ক্ষুদে চোখ দুটি কৌতূহল রাগে ও ক্ষোভে যেন চকচক করতে লাগল। কেউ কোন কথা বলবার আগেই দরজায় একটা টোকা পড়ল এবং বাউন্ডুলে ছেলেদের দলপতি উইগিন্স এসে ঘরে ঢুকল।

মাথার সামনেকার চুলে হাত রেখে সে বলল, 'স্যার নীচে গাড়িখানা রেখেছি।'

হোমস বলল, খুব লক্ষ্মী ছেলে।' টেবিলের টানা থেকে এক জোড়া স্টীলের হাত-কড়া বের করে সে বলল, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এইরকম ব্যবস্থাটা চালু কর না কেন ? দেখ না, এর স্প্রিংটা কী ভাবে কাজ করবে। মুহূর্তের মধ্যেই আটকে ধরবে।'

লেস্ট্রেড মন্তব্য করল, 'হাত-কড়া' পরাবার লোকটিকে খুঁজে বের করতে পারলে পুরনো ব্যবস্থাও ভাল কাজ করবে।'

তখন হোমস হেসে বলল, 'খুব ভাল, খুব ভাল। গাড়োয়ান আমার বাক্সগুলো নামাতে একটু সাহায্য করুক। উইগিন্স, তাকে উপরে আসতে বল।'

আমার সঙ্গী এমনভাবে কথা বলল যেন সে কোথাও দেশ ভ্রমণে বের হবে। এতে আমি খুব বিস্মিত হলাম, কারণ এ সম্বন্ধে সে আমাকে কিছুই বলে নি। ঘরের মধ্যে একটা ছোট পোর্টম্যান্টো ছিল। সেটাকে টেনে বের করে সে তাতে স্ট্রাপ আটকাতে লাগল। সেই সময় গাড়োয়ান এসে ঘরে ঢুকল।

সে তখন হাঁটু ভেঙে বসে স্ট্রাপ আঁটছিল। মুখ না ঘুরিয়ে বলল, গাড়োয়ান, এই বকলসটা আঁটতে একটু সাহায্য কর তো।'

রুষ্ট, উদ্ধত ভঙ্গীতে এগিয়ে গিয়ে লোকটি কাজে হাত লাগাল। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লিক করে একটা ধাতুর কাঁশ আওয়াজ শোনা গেল এবং শার্লক হোমস লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'ভদ্রমহোদয়গণ', ঝকঝকে চোখ মেলে সে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল জেফারসন হোপের সঙ্গে আপনাদের একটু পরিচয় করিয়ে দি,—ইনিই এনক ড্রেবার এবং জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের জোড়া হত্যাকারী।

চোখের পাতা ফেলবার মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল। এত দ্রুত ঘটল যে কোন কিছু বুঝবার সময়ই আমরা পেলাম না। সেই মুহূর্তের স্মৃতি এখনও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। হোমসের সগৌরব ঘোষণা, তার কণ্ঠস্বর, গাড়োয়ানের বিহ্বল বর্বর বিকৃত মুখ, ইন্দ্রজালের মত তার কব্জিতে আটকে-থাকা চকচকে হাত কড়ার প্রতি তার চোখের দৃষ্টি—সব! দু' এক সেকেন্ডের মত আমরা সবাই যেন জড় পদার্থ পরিণত হয়েছিলাম। তারপরই একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে বন্দী হোমসের মুঠো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জানালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ধাক্কায় কাঠের ফ্রেম ও কাঁচ ভেঙে গুঁড়ো গেল হয়ে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবার আগেই গ্রেগসন, লেস্ট্রেড এবং হোমস শিকারী কুকুরের মত তার উপর এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জোর করে তাকে টেনে আনা হল ঘরের মধ্যে। তারপর শুরু হল এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ। লোকটি এতই শক্তিশালী ও হিংস্র যে আমাদের চারজনকে সে বারবার ছিটকে ফেলে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন মৃগীরোগাক্রান্ত রুগীর মত খুব বলশালী। কাঁচের ভিতর দিয়ে বের হবার চেষ্টায় তার মুখ এবং হাত ভয়ংকরভাবে কেটে গেছিল। কিন্তু সে রক্তক্ষয়ের জন্যও তার প্রতিরোধ-শক্তি একটু হ্রাস পায় নি। একসময়ে লেস্ট্রেড যখন তার গলা-বন্ধনীর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগাবার উদ্যোগ করে ফেলল, তখন সে বুঝতে পারল যে আর লড়াই করার কোন উপায় নেই। তৎসত্ত্বেও যতক্ষণ তার হাত আর পা একসঙ্গে বাঁধা না হল ততক্ষণ আমরা ঘরের মধ্যে নিরাপদ বোধ করছিলাম না। সেটা হয়ে গেলে আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে চার জন উঠে দাঁড়ালাম।

শার্লক হোমস বলল, 'ওর গাড়িটা নীচে আছে। করেই ওকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া যাবে।' তারপর মুচকি হেসে সে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের এই ছোট্ট রহস্যের সমাপ্তি ঘটল। এইবার আপনাদের যদি কোন প্রশ্ন মনে জাগে আমাকে করতে পারেন। এখন আর কোন বিপদ নেই এখন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি নির্ভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্তুদের দেশ

সুবিশাল ক্ষার প্রান্তরে

উত্তর আমেরিকার মধ্যাঞ্চলে একটি অনুর্বর ও বিভৎস মরুভূমি আছে। দীর্ঘকাল সেই মরুভূমি সভ্যতার অগ্রগতির পথে বাধায় সৃষ্টি করেছে,। সিয়েরা নেভেডা থেকে নেব্রাস্কা পর্যন্ত এবং উত্তরে ইয়োলো-স্টোন নদী থেকে দক্ষিণে কলোরাডো পর্যন্ত বিস্তৃত এক নির্জন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। সেই ভয়াবহ অঞ্চলের সর্বত্র আবার প্রকৃতির একরকম চেহারা নয়। সেখানে তুষার পর্বতমালা যেমন আছে, তেমনই ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণ উপত্যকা খাঁজ কাটা গিরিনালার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা নদী আর বিশাল সব প্রান্তর,—শীতকালে এ সব বরফে সাদা হয়ে যায়, আবার গ্রীষ্মকালে লবণাক্ত ক্ষারময় ধুলোর আবরণে ধূসর হয়ে ওঠে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে একটি বৈশিষ্ট্যই অক্ষুণ্ণ থাকে—তা হলে অনুর্বরতা, অনতিথেয়তা এবং দুঃখ দীনতা এর কোন পরিবর্তন হয় না।

এই নিরাশার দেশে কোন মানুষ বাস করে না। মাঝে মধ্যে কোন 'পনি' বা 'ব্ল্যাকফিট'-এর দল হয়তো অন্য কোন শিকার-অঞ্চলের সন্ধানে সেদেশে আসে কিন্তু মানুষ ওই সব ভয়াবহ প্রান্তরের বাইরে গিয়ে আবার নিজেদের তৃণাচ্ছাদিত দেশে যেতে পারলে হাফ ছেড়ে বাঁচে। নেকড়ের দল ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। বাজপাখি মহাশূন্যে পাখা ঝাপটায়। আর ধূসর ভল্লুক পাহাড়ের অন্ধকার খাদে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেই জনহীন ভয়ঙ্কর প্রান্তরে এরাই হল একমাত্র বাসিন্দা। সিয়েরা ব্লাংকোর উত্তরের ঢালু অঞ্চলের চাইতে ভয়ংকর জায়গা সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। যতদূর দেখা যায় ক্ষারের আবরণে ঢাকা এক বিশাল সমভূমি শুধু মাঝে মাঝে কিছু সবুজ ওকের ঝোপ দিগন্তের শেষে প্রান্তে দেখা যায় পর্বত-শৃঙ্গের এক দীর্ঘ সারি,—তাদের শিখরগুলি বরফে ঢাকা। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জীবনের কোন কিছুর চিহ্নমাত্র নেই,—নীল আকাশেও পাখি নেই, ধূসর মাটিতে কোন চলাচল নেই,—আছে শুধু নিস্তব্ধতা যতই কান পেতে থাক, সেই বিশাল প্রান্তরে শব্দের নামমাত্র নেই শুধুই নিস্তব্ধতা।

সেই বিস্তীর্ণ সমভূমিতে জীবনের অঙ্গীভূত কোন কিছু নেই কিন্তু কথাটি ঠিক সত্য নয়। সিয়েরা ব্লাংকো থেকে নীচের দিকে দেখালে দেখা যাবে একটি পথ মরুভূমির ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে কোথায় হারিয়ে গেছে। বহু অভিযাত্রীর গাড়ির চাকা ও পায়ের দাগ দেখা যায় সেই পথে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে কিছু সাদা জিনিস, সূর্যের আলোয় যেগুলি চকচক করছে, জমে-থাকা ক্ষারের মধ্যে সেগুলি স্পষ্ট চোখে পড়ছে। এগিয়ে গিয়ে সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখ। সবই হাড়—বড় ছোট মোটা, ও চিকন। প্রথমগুলি ষাঁড়ের, অন্যগুলি মানুষের হাড়, চলতে চলতে যারা পথের মধ্যে

মরে পড়ে আছে তাদের দেহাবশেষে ছাওয়া এই বীভৎস যাত্রাপথ চোখে পড়বে পনেরো শ, মাইলের মত।

আঠারো শো সাতচল্লিশ সালের ৪ঠা মে তারিখে একটি নিঃসঙ্গ পথিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব দৃশ্যই দেখছিল। ঐ রাজ্যের অধিষ্ঠাতা রাক্ষাসের মতই তার চেহারা।, বয়স চল্লিশ কি ষাট বলা যাবে না। মুখ সরু ও বীভৎস বাদামী কাগজের মত চামড়া টেনে লাগানো; লম্বা বাদামী কালো চুল ও দাড়িতে সাদা চুলের ডোরাকাটা; গর্তের মধ্যে বসে যাওয়া চোখদুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা উজ্জ্বল, হাতে একটা রাইফেল। অস্ত্রটার উপব ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘ দেহ আর মোটা হাড়ে চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সে মজবুত ও কর্মঠ। তার শুকনো মুখ আর শুকনো হাত-পায়ের ঝুলে-পড়া পোশাক দেখলেই বোঝা যায় যেন চেহারায় এই জরাজীর্ণ একমাত্র বার্ধক্যের লক্ষণ। লোকটি ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়। দলের কোন চিহ্ন দেখবার আশায় সে অনেক কষ্টে পাহাড়ের খাঁড়ি বেয়ে এই উঁচু জায়গাটায় কোনরকম উঠেছে। এখনও তার, সামনে প্রসারিত এক বিশাল লবণাক্ত প্রান্তর আর উঁচু নীচু পর্বতের শ্রেণী। দলের অস্তিত্ব জানাবার মত ছোট-বড় কোন চিহ্নমাত্রও নেই। উত্তরে, পূর্বে, পশ্চিমে বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে তখন সে বুঝতে পারল, এই অনুর্বর পর্বতে তার মৃত্যু আসন্ন।

ধূসর রঙের শালে বাঁধা যে বড় পোঁটলাটা সে কাঁধে ঝুলিয়ে এনেছিল, এখানে বসবার আগে সেটাকে এবং অকেজো রাইফেলটাকে মাটিতে রেখে দিল। ভারী সশব্দে মাটিতে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্নার শব্দ শোনা গেলা। দেখা গেল একটি ভীত ত্রস্ত মুখ, উজ্জ্বল বাদামী চোখ, আর ফুটফুটে দুখানি নিটোল হাত।

তিরস্কারের স্বরে একটি শিশু বলল, 'তুমি আমাকে মারলে!'

লোকটি একটি অনুতাপের স্বরে বলল, তাই নাকি! আমি ইচ্ছে করে করিনি ধন। পোঁটলা খুলে তার ভেতর থেকে বের করল একটি বছর পাঁচেকের ছোট্ট মেয়েকে। তার জুতো, গোলাপী ফ্রক আর সুতির অ্যাপ্রণ, দেখলেই বোঝা যায় মায়ের অতি যত্নে সে লালিত পালিত হয়েছে। মেয়েটির মুখ বিবর্ণ ও শুকেনো হলেও তবু তার গোলগাল হাত-পা দেখলেই বোঝা যায় সঙ্গীর মত এত দুঃখ সে এখনও পায় নি।

মেয়েটি তখনও মাথাভর্তি সোনলী চুলে হাত ঘসছে দেখে লোকটি বলল, 'এখন কেমন আছে?'

আহত জায়গাটা দেখিয়ে সে একটু গম্ভীরভাবে বলল, 'এইখানটায় চুমু খেয়ে ভাল করে দাও। মা তো তাই করে দিত, মা কোথায় গেছে?

'মা চলে গেছে। তবে শিগ্‌গিরই তার দেখা পাবে।'

ছোট মেয়েটি বলল, 'চলে গেছে! বেশ মজার কথা, সে তো 'গুডবাই বলে গেল না। যখনই চা খেতে কাকির বাড়ি যায় তখনিই তো মা আমাকে 'গুডবাই' বলে আদর করে। অথচ তিন দিন হল তার দেখা নেই। দেখ না এখানটা খুব শুকনো? এখানে কি জল বা খাবার কিচ্ছু নেই?

'না মা এখানে কিচ্ছু নেই। আর একটু সহ্য কর তারপরই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কোলে মাথাটা রাখো, তাহলে আমার ভাল লাগবে। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে

গেলে কি কোন কথা বলতে ভাল লাগে? আমি বরং তোমাকে এই গুলো দেখাই। বল তো, এগুলো কি?

দু'টুকরো চকচকে অভ্র হাতে পেয়ে মেয়েটি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী সুন্দর! কী সুন্দর! বাড়ি গিয়ে এগুলো ভাই ববকে দেব!'

লোকটি জোর গলায় বলল, 'শিগগিরই এর চাইতে আরও ভাল জিনিস তুমি দেখতে পাবে। একটু অপেক্ষা কর মা। সব বলব। তোমার মনে পড়ে কতক্ষণ আগে আমরা নদীটা পেরিয়ে এসেছি?'

'হ্যাঁ, মনে পড়ে।'

'হিসেব মত শিগগিরই আর একটা নদী পার হবার কথা, বুঝলে? কিন্তু কিসে যেন একটা গোলমাল হয়েছে! কম্পাস, মানচিত্র, বা আর অন্য কিছুতে। ফলে নদী আর পাচ্ছি না। জল ফুরিয়ে গেল। শুধু তোমার জন্য কয়েক ফোঁটা, আর—আর—'

তার অপরিচ্ছন্ন চেহারার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে মেয়েটি বলল, 'তুমি এখনও তো মুখও ধুতে পার নি।'

'না। এককোঁটা খেতেও পারি নি। প্রথমে গেলেন মিঃ বেণ্ডার, তারপর নিগ্রো পেটে, তারপর মিসেস ম্যাকগ্রেগর, তারপর জনি হোমস, আর তারপর তোমার মা।'

জামায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলল উঠল, 'মা! মাও মরে গেছে!'

'হ্যাঁ। তুমি আর আমি ছাড়া সবাই মরে গেছে। তখন ভাবলাম, এদিকে হয় তো জল পাওয়া যাবে। তাই তোমাকে কাঁধে নিয়ে এদিকে ছুটলাম। কিন্তু তার ফল কিছুই হল না। এখন আর কোন আশা নেই।'

কান্না থামিয়ে তার জলে-ভেজা মুখখানা তুলে মেয়েটি বলল, 'তুমি কি বলতে চাও, আমরাও মরে যাব তাহলে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

মেয়েটি হঠাৎ আনন্দে হেসে নেচে উঠল। বলল, 'একথা আগে তাহলে বলনি কেন? তুমি আমাকে কেন এমন ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল? মরে গেলে তো আবার মার কাছে ফিরে যেতে পারব।'

'হ্যাঁ তা পারবে মা।'

'তুমিও পারবে। মাকে আমি গিয়ে বলব, তুমি খুব ভাল। আমি বলছি, একটা জলের কলসি আর গরম ভাজা অনেক রুটি নিয়ে স্বর্গের দরজায় মা নিশ্চয় আমাদের জন্য বসে আছে। আমি আর বব যে রকম রুটি ভালবাসি। কখন মার সঙ্গে দেখা হবে বাবা?'

'জানি না—বেশী দেরী হয়ত হবে না।' উত্তর দিগন্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল লোকটি। আকাশের খিলান-পথে তিনটি ছোট্ট বিন্দু দেখা যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে সেগুলি একটু একটু বড় হচ্ছে। দ্রুত এদিকে এগিয়ে আসছে। একটু পরেই দেখা দিল তিনটে বাদামী পাখী। এই দুই পথিকের মাথার উপরে ঘুরতে ঘুরতে সামনের পাহাড়টার উপরে গিয়ে বসল। বাজপাখি শকুন মৃত্যুর অগ্রদূত।

হাততালি দিয়ে সেগুলিকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে ওদের কদাকার চেহারার দেখি আঙুল বাড়িয়ে মেয়েটি সানন্দে বলে উঠল, 'মোরগ না মুরগী। আচ্ছা, এ দেশটাও কি ঈশ্বর তৈরী করেছে ?

করেছে বৈকি ? এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকে উঠে লোকটি বলল।

মেয়েটি বলেই চলেছে, 'তিনি ইলিনয় তৈরী করেছেন মিসৌরি তৈরী করেছেন আমি মনে করেছিলাম এ দেশটা অন্য কেউ তৈরী করেছে। দেশটা একেবারে ভাল হয় নি। জল আর গাছপালা বানাতেই ভুলে গেছে এখানে।'

তখন লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'একটু প্রার্থনা করলে কেমন হয় ?'

সে জবাব দিল, 'এখনও তো রাত হয় নি বাবা।'

'তাতে কি। ঠিক নিয়মমাফিক না হইলেও ভগবান তিনি কিছু মনে করবেন না। আমরা যখন সমতল ভূমিতে ছিলাম তখন তুমি গাড়ির মধ্যে প্রতি রাত্রে বসে যেসব ভগবানকে বলতে সেই সব বল।

বিস্মিত চোখ তুলে মেয়েটি বলল, 'তুমি নিজেও বল না কেন ?'

'আমি যে সব ভুলে গেছি, লোকটি জবাব দিল, 'আমার মাথা যখন ওই বন্দুক ছুঁয়েছে তখন থেকে আর আমি প্রার্থনা করি নি। তবু সময় তো এখনও শেষ হয় নি। তুমি বল আমি পাশে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে গলা মেলাব।'

শালটা বিছিয়ে দিতে সে বলল, 'তোমাকে তাহলে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। আমি সেইভাবে বসব। এইভাবে হাত দুটো তোল। এতে মন বেশ ভাল হয়।'

তিনটি বাজপাখি ছাড়া আর কোন প্রাণী কেউ সেখানে থাকলে একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেত। সরু শালটার উপর পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসেছে দুইজন একটি সুন্দর শিশু আর একটি বেপরোরা কঠোর-হৃদয় অভিযাত্রী! একটি গোলাপী সুন্দর মুখ আর একটি ছন্নছাড়া চোকো শয়তান মুখ আকাশের দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর মহাকালের কাছে অন্তরের আবেদন জানাচ্ছে; দুটি কণ্ঠস্বর—একটি পাতলা ও স্পষ্ট, অপরটি গভীর ও কর্কশ—একসঙ্গে মিলেছে করুণা ও ক্ষমার প্রত্যাশায়! এইভাবে প্রার্থনা শেষ হল। দুজনে গিয়ে পাহাড়ের ছায়ায় বসল। একসময়ে লোকটির চওড়া বুকের উপর শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে সে ঘুমন্ত শিশুটিকে পাহারা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর পারল না। তিন দিন তিন রাত সে বিশ্রামের একটুও অবসার পায় নি। ধীরে ধীরে ছোখের পাতা নেমে এল ঘুমে তাঁর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল বুকের উপর। একসময়ে লোকটির পাঁশুটে দাড়ি মিশে গেল মেয়েটির সোনালী চুলের সঙ্গে; দুজন গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

আর আধঘণ্টা যদি জেগে থাকত তাহলে পথিক একটা আশ্চর্য দৃশ্য সচক্ষে দেখতে পেত। ক্ষারময় প্রান্তরের শেষ প্রান্তে একটা ধুলোর ঝড় দেখা দিল। প্রথমে খুব ছোট, দূরবর্তী কুয়াসার মতই দেখতে। ক্রমে সেটা বড় হতে হতে বিস্তৃত হতে হতে একটা মেঘে পরিণত হল। সে মেঘ ক্রমে এত বড় হল যে অগণিত চলমান প্রাণীর দ্বারাই সেটা হওয়া সম্ভব। উর্বর অঞ্চল হলে মনে হতে পারত যে তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলে যে দলবদ্ধ বন্যমহিষেরা চরে বেড়ায় তারাই এদিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু এই শুকনো অঞ্চলে সেটা অসম্ভব। যে নির্জন খাড়া পাহাড়ের গায়ে দুটি এই পরিত্যক্ত মানুষ

বিশ্রাম করছিল, ধুলোর কুণ্ডলি তার কাছাকাছিই হতে ক্যানভাসে ঢাকা গাড়ির মাথা আর সশস্ত্র অশ্বারোহীর দেহ সামান্য দেখা গেল। সেই অস্পষ্ট-শরীর পশ্চিম অভিমুখী এক বিরাট যাত্রী রূপে প্রকাশিত হল। কিন্তু কি দীর্ঘ যাত্রী বহর! তার মাথা যখন পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌঁছল বিশাল প্রান্তরের বুকে সার বেঁধে ছড়িয়ে আছে মাল-গাড়ি, যাত্রী-গাড়ি, অশ্বারোহী ও পদাতিক মানুষের দল? অসংখ্য নারী বোঝা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলেছ; বাচ্চার দল টলতে টলতে চলেছে মালগাড়ির পাশে পাশে কেউ বা ঢাকনার নীচ থেকে উঁকি মারছে। সাধারণ দেশছাড়ার দল এরা নয়। নিশ্চয় কোন যাযাবর মানুষের দল যারা বাধ্য হয়ে নতুন দেশের সন্ধানে চলেছে। এই বিরাট মানব-যুগের ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট হৈ হট্টগোল উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে,—শোনা যাচ্ছে, চাকার ঘরঘর শব্দ আর অশ্বের হ্রেষারব। সেই শব্দ যত বেশি জোরই হোক, দুটি পথ যাত্রীর ঘুম সে শব্দে ভাঙল না।

প্রথম সারিতে ছিল জন-বিশেক অত্যন্ত গম্ভীর-দর্শন লোক, পরনে হাতে বোনা মোটা কাপড়ের পোশাক, হাতে রাইফেল। খাড়াইয়ের সামনে এসে তারা থামল। এবার তাদের মধ্যে একটা পরামর্শ সভা বসল।

শক্ত ঠোঁট, দাড়ি গোঁফ কামানো পাঁশুটে চুলওয়ালা লোকটি বলল, ভাইসব, আমাদের ডানদিকে আছে কুয়োগুলি!'

আর একজন বলল, 'সিয়েরা ব্লাংকোর দক্ষিণে গেলে পাব রিও গ্রাণ্ড।'

তৃতীয় জন বলল, 'জলের ভাবনা কোর না। পাথরগুলো থেকে যিনি জল দিয়েছেন বাছাই-করা প্রিয় অনুচরদের তিনি এখন ত্যাগ করবেন না।'

'তাই যেন হয়, তাই যেন হয় বলে সমস্ত দলটা সমস্বরে বলে উঠল।'

আবার ওদের পথযাত্রা শুরু হবে ঠিক এমন সময় এক তরুণ তীক্ষ্নদৃষ্টি অশ্বারোহী উপরের রুক্ষ পাথরটা দেখিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। সেই পাথরের উপর থেকে ঈষৎ গোলাপী রঙের একটা ক্ষুদ্র ওড়না চোখে পড়ল, পেছনের ধূসর পাহাড়গুলোর পরি-প্রেক্ষিতে অত্যন্ত উজ্জ্বল বলে মনে হল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলোর লাগাম টানা হল, বন্ধুক হাতে নিল আর দেখতে দেখতে পেছনে থেকেও অনেক অশ্বারোহী এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। লালচামড়া!' এই একটা কথা তখন তাদের মুখে।

যে বয়স্ক লোকটিকে ওদের দলপতি বলে মনে হয় সে বলল, ইণ্ডিয়ানরা সংখ্যায় এখানে বেশী থাকতে পারে না। পনীদের দেশ আমরা পার হয়ে এসেছি। এই বিরাট পর্বতমালা পার হবার আগে তো আদিবাসীরা থাকতে পারে না।'

দলের একজন বলল, 'ভাই স্টাঙ্গারসন! আমি কি দেখব?'

'আমিও—আমিও'একডজন লোক চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে।

'ঘোড়া এখানে রাখ। আমরা এখানেই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।'

মুহূর্তমধ্যে তারা ঘোড়া থেকে নেমে সেগুলোকে বেঁধে রেখে খাড়াই বেয়ে চলল গন্তব্য স্থল লক্ষ্য করে। এই অভ্যস্ত পর্বতারোহীর নৈপুণ্যের সঙ্গে দ্রুত অথচ নিঃশব্দে এগিয়ে চলল তারা। নিচে থেকে তাকালে দেখা যেত কিভাবে তারা এ পাথর থেকে ও পাথরে উঠে চলেছে। শেষ পর্যন্ত আকাশ ছাড়া আর কিছুই তাদের পিছনে দেখা যাচ্ছে না। প্রথম যে ঐ জিনিসটি দেখতে পেয়েছিল সে হল এই দলটার দলপতি।

পেছনে যারা যাচ্ছিল, হঠাৎ লক্ষ করল অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে সে হাত উঁচু করেছে এবং তার কাছে পেঁছে দলের বাকি সকলেও যা দেখল তাতে তারাও তার মত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল।

অনুর্বর পাহাড়গুলির মাথায় যে ছোট উপত্যকাটি তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি-মাত্র বড় পাথর। সেই পাথরের উপর শুয়ে আছে একটি মানুষ। ঢ্যাঙা, মুখে লম্বা দাঁড়ি, শরীর শক্ত কিন্তু খুবই শীর্ণ। তার শান্ত মুখ আর নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস দেখেই বোঝা যায় সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পাশে একটি ছোট শিশুও শুয়ে আছে। গোল-গোল সাদা হাত দিয়ে লোকটির পেশীবহুল গলাটা জড়িয়ে ধরেছে। সোনালী চুলে ঢাকা মাথাটা রয়েছে তার বুকের ভেলভেটের জামার উপরে। তার সুন্দর ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সাদা দাঁতের পাটি। সারা মুখে শিশুসুলভ হাসির রেখা ছড়িয়ে আছে। তার গোলগাল ছোট পায়ে সাদা মোজা আর চকচকে বগলস লাগানো পরিষ্কার জুতো সঙ্গীটির লম্বা শুকনো চেহারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিচিত্র মানুষে মাথার উপরে পাহাড়ের উপর বসে আছে তিনটি গম্ভীর শকুন বাজপাখি। উদ্ধার কর্তাকে দেখেই তারা হতাশায় কর্কশ চিৎকার করে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পালিয়ে গেল।

ভয়ঙ্কর পাখিগুলোর কর্কশ আওয়াজে নিদ্রিতদের ঘুম গেল ভেঙে। অবাক বিস্ময়ে তারা বোকার মত তাকাল চারিদিকে। লোকটি টলতে টলতে উঠে বসল। তাকাল নিচের সমভূমির দিকে। যখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সমস্ত এই এলাকাটা ছিল সম্পূর্ণ জনহীন, আর অসংখ্য মানুষ আর পশুর ভিড় এখন সেখানে। অবিশ্বাসের ছাপ তার মুখে ফুটে উঠল,—অস্থিসার হাতটা চোখের উপর বুলিয়ে নিয়ে বিড়-বিড় করে বলল, 'একেই বোধহয় বলে প্রলাপ!' মেয়েটিও ততক্ষণে ভয়ে তার পাশে এসে তার কোট ধরে দাঁড়িয়েছে। মুখে কোন কথা না বলে সে শিশুসুলভ বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল।

উদ্ধারকারী দল শীঘ্রই দুটি মানুষকে বোঝাল যে তাদের উপস্থিতিটা কোন স্বপ্ন নয়। একজন মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিল, অপর দুজনে তার ক্ষীণকায় সঙ্গীকে ধরে গাড়ির দিকে নীচে নিয়ে চলল।

লোকটি বলল, 'আমার নাম জন ফেরিয়ার,—আমাদের একুশ জন যাত্রীর মধ্যে অবশিষ্ট মাত্র আমি আর এই ছোট্ট মেয়েটি। বাকি সবাই খিদেয় আর তেষ্টায় দক্ষিণ অঞ্চলেই মারা গেছে।'

'এ কি আপনার মেয়ে?' একজন প্রশ্ন করল।

লোকটি অবজ্ঞাভরে বলে উঠল, 'তাইতো মনে হচ্ছে। ও এখন আমার মেয়ে কারণ আমি এখনও ওকে রক্ষা করেছি। কেউ আর ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আজ থেকে ওর নাম লুসি ফেরিয়ার।' তারপর দীর্ঘকায় রোদেপোড়া উদ্ধারকারীদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু তোমরা কারা? দেখছি তোমরা দলে খুব ভারী।'

অল্পবয়স্কদের মধ্যে একজন উত্তর করল, 'হ্যাঁ, তা প্রায় দশ হাজারের মতই হবে ঈশ্বরের নির্যাতিত সন্তান আমরা,—দেবদূত মেরোনার আপন জন আমরা।

'কই ওঁর নাম তো কখনও শুনিনি! বেশ একটা দল গড়েছেন দেখছি।'

অপর ব্যক্তি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'যা পবিত্র তা নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই। পেটানো লোহার পাতে মিশরীয় হরফে লিখিত যে পবিত্র পুঁথি পালমিরাতে মহাত্মা জোসেফ স্মিথের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, আমরা সেই পুঁথির বাণীকে বিশ্বাস করি। ইলিনয় দেশের নৌভু থেকে আমরা এখন আসছি। সেখানে আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এখন হিংস্র নাস্তিকদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এই মরুভূমির উপর নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছি।'

নৌভু' কোথাটা ফেরিয়ারের মনে কোন পুরোনো কথার স্মৃতি জাগিয়ে দিল। বলল, 'ও, বুঝেছি। আপনারা তাহলে মোর্মন।'

'হ্যাঁ, আমরা হলাম মোর্মান সমস্বরে অনেকে বলে উঠল চেঁচিয়ে।'

'তা কোথায় আপনারা চলেছেন এখন ?'

জানি না। আমাদের গুরুর প্রতিনিধিত্বে, ঈশ্বরের দেখানো পথে আমরা চলেছি তোমাদের ও যেতে হবে তাঁর কাছে, তোমাদের ব্যাপারে তিনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।'

ততক্ষণে সকলে পাহাড়ের নীচে নেমে এসেছে। নারী পুরুষ সব যাত্রী চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ধরল। আগন্তুকদ্বয়ের একজনের অল্প বয়স আর অপরজনের নিঃস্বতা দেখে তার বিস্ময়ে ও সমবেদনায় নানা কথা বলতে লাগল। যে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল, সে কিন্তু থামল না আরো এগিয়ে চলল। পিছনে দল বেঁধে চলল মোর্মোনরা। একখানা ঝকঝকে সুদৃশ্য গাড়ির সামনে এসে সবাই পেঁছিল। এই গাড়িতে ছটা ঘোড়া যদিও অন্য সব গাড়িতে দুটো কমে না হয় চারটে' ঘোড়া। চালকের পাশে যিনি বসে আছেন তাঁর বয়স ত্রিশ বছরের বেশী কিন্তু তাঁর প্রকাণ্ড মাথা আর দৃঢ় মুখাবয়বই দেখে মনে হচ্ছে তিনিই দলপতি। একখানি বাদামী মলাটের বই তিনি তখন পড়ছিলেন। জনতা সব কাছে এলে বইখানি একপাশে রেখে মনোযোগ দিয়ে সব কথা তাদের শুনলেন। তারপর পরিত্যক্ত এই দুজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, আমাদের ধর্মমতে তোমরা বিশ্বাসী, একমাত্র এই শর্তেই তোমাদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি আমাদের ঘরে কোন নেকড়ের জায়গা হবে না। মাছি হয়ে ঢুকে সম্পূর্ণ দলটাকে নষ্ট করে ফেলবে সে কথা প্রমাণিত হবার চাইতে বরং এই নির্জন প্রান্তরে তোমার হাড় শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাওয়াই অনেক ভাল। এই মেনে আমাদের সঙ্গে আসতে চাও কি ?

ফেরিয়ার বলল, 'যে কোন শর্তেই আমি রাজি ! এমন জোরের সঙ্গে সে কথাটা বলল যে গম্ভীর বয়স্করাও হাসি চাপতে পারল না। সর্দারই তাঁর কঠোর ভাব বজায় রেখে বলল 'ভাই ট্যাঙ্গারসন, এঁকে খাবার জল দাও। আমাদের পবিত্র ধর্ম শেখানোর ভার তোমারই উপর রইল। অনেক দেরি হয়ে গেছে, চল চল চল !'

'চল চল জিওন চল !, এক কণ্ঠে মোর্মনরা প্রতিধ্বনি তুলল। মুখে মুখে সমস্ত অভিযাত্রীদের মধ্যে এই ধ্বনি ছড়িয়ে পড়তে পড়তে তা শেষ পর্যন্ত এক অস্পষ্ট ধ্বনিতে পর্যবসিত হল। তার চাবুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চাকার চলার শব্দও শোনা গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত দলটা আবার সচল হয়েছে। নিরাশ্রয় দুই প্রাণী যে

বয়স্কটির তত্বাবধানে ছিল তার সঙ্গে একটা গাড়িতে উঠল। তাদের জন্য খাদ্য তৈরিই ছিল।

সে বলল, 'তুমি এখানে থাক। কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার শ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রেখ, আজ থেকে চিরদিনের মত তুমি আমাদের ধর্মের লোক ব্রিগ্‌হাম ইয়ং এ ধর্মে প্রবক্তা। তিনি ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন জোসেফ স্মিথের কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে। আর তাঁর কণ্ঠস্বরই একমাত্র ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।'

৯। উটার ফুল

শেষ আশ্রয়ে পেঁছিবার আগে এই মোর্মন অভিযাত্রীদের দুঃখ কষ্ট আর নির্যাতন স্বীকার করতে হয়েছিল তার বর্ণনার জায়গা এ নয়। যে অনমনীয় একাগ্রতার সঙ্গে তারা মিসৌরি তীর থেকে রকি মাউণ্টেনের পশ্চিম ঢালের এই জায়গায় কি কষ্ট করে পেঁছেছিল তার তুলনা বিরল। অসভ্য মানুষ, অসভ্য জানোয়ার, খিদে, তেষ্টা, পথশ্রম, রোগ,—যেসব বাধা প্রকৃতি ওদের দিয়ে ছিল স্যাক্সন-সুলভ একাগ্রতার সঙ্গে সে সমস্তই ওরা জয় করে এসেছে। কিন্তু তাহলেও দীর্ঘ পথশ্রম ও আতঙ্ক সবচেয়ে যারা বলিষ্ঠ তাদেরও পর্যন্ত যে বুক কাঁপিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত নিচে সূর্যালোকধৌত বিরাট উটা উপত্যকা ওদের চোখে পড়ল আর সর্দারের মুখে শুনল এইটিই তাদের প্রতিশ্রুত সেই দেশ, হাঁটু গেড়ে বসে সকলেই ঈশ্বরেরর উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রার্থনা জানাল।

ব্রিগহাম ইয়ং শীঘ্রই নিজেকে একজন দক্ষ প্রশাসক ও দৃঢ়চেতা মানুষ প্রমাণিত করলেন। মানচিত্র আঁকা হল, কর্ম-পঞ্জী তৈরি হল। তাতে ভবিষ্যৎ শহরের সীমানা ধরা পড়ল। প্রতিটি মানুষের ক্ষমতা অনুসারে জমি বিলি-বণ্টন করা হল। ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়ে লাগান হয়, শিল্পীরা শিল্পে। যাদুর স্পর্শে যেন তাড়াতাড়ি রাস্তাঘাট পার্ক-ময়দান গড়ে উঠল। সেচের ব্যবস্থা হল, বেড়া দেওয়া হয়, ফসল বোনা হল, বন পরিষ্কার করা হল। ফলে পরবর্তী গ্রীষ্মকালেই সারা দেশ গমের ফসলে সোনার বরণ হয়ে উঠল। এই নতুন উপনিবেশে প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। সবচেয়ে বড় কথা শহরের কেন্দ্রস্থলে যে প্রকাণ্ড মন্দির তারা গড়ে তুলল সেটা দিনে দিনে আরও উঁচু, আরও বড় হতে লাগল। যিনি বহু বিপদের ভিতর দিয়ে অভিযাত্রীদলকে নিরাপদে পরিচালিত করে নিয়ে এসেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়েছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানকার হাতুড়ির ঠং-ঠং আর করাতের ঘন-ঘন আওয়াজের বিরাম নেই।

জন ফেরিয়ার আর সেই ছোট্ট মেয়েটি যাকে জন কন্যা হিসাবে গ্রহণ করেছে, এই দুই পরিত্যক্ত প্রাণী মোর্মনদের সঙ্গে গেল তীর্থতাত্রার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত। ছোট্ট লুসি ফেরিয়ার দিব্যি আরামে বয়স্ক স্ট্যাঙ্গারসনের গাড়িতে করে গিয়েছিল, সঙ্গী হিসাবে স্ট্যাঙ্গারসনের তিন স্ত্রী আর তার বারো বছরের রগচটা ছেলে। শিশুসুলভ প্রাণপ্রাচুর্যের ফলে সে মায়ের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠে ঐ স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে, ক্যানভাসে ঘেরা এই সচল বাসার সঙ্গে দিব্যি খাপ খাইয়ে নিল নিজেকে। ফেরিয়ারও

দুর্দশা কাটিয়ে উঠে অবিলম্বেই নিপুণ পথপ্রদর্শক ও নির্ভুল-দক্ষ শিকারী হিসেবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করল। এত অল্প সময়ের মধ্যে নতুন সঙ্গীদের এমনভাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল যে শেষ পর্যন্ত সবাই একবাক্যে স্বীকার করল যে উর্বর জমি তাকেও সমান ভাগে ভাগ দেওয়া উচিত,—কেবলমাত্র ইয়ং, আর স্ট্যাঙ্গারসন, কেম্বল, জনস্টন আর ড্রেবার বাদে এই চারজন হয় বয়স্কদের প্রধান।

এইভাবে পাওয়া জমিতে ফেরিয়ার বেশ ভাল একটা কাঠের বাড়ি তৈরি করল। ক্রমে সে বাড়ির এখানে-সেখানে নতুন অংশ জুড়তে জুড়তে কয়েক বছরের মধ্যেই সেটা বেশ বড় বাড়িতে পরিণত হল। সে লোকটি ছিল কর্মিৎকর্মা, হাতের কাজে দক্ষ, ব্যবহারও খুব ভাল। শক্ত বেশ মজবুত শরীর থাকায় জমি চাষ করতে বা তাঁর উন্নতি করতে সে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে পিছপা হত না। ফলে তার খামারবাড়ি এবং তৎসংলগ্ন সব কিছুরই দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করল। তিন বছরেই তার অবস্থা অন্য প্রতিবেশীদের চেয়ে অনেক ভাল হয়ে গেল, ছ' বছরে তার অবস্থা ফিরে গেল, ন' বছরে সে খুব ধনবান হল, আর বার বছররে মধ্যে সারা লবণহ্রদ শহরে তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন ১২ জন লোকও খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে উঠল। ভিতর সমুদ্র থেকে আরম্ভ করে সুদূর ওয়াসাচ পর্বতমালা পর্যন্ত জন ফেরিয়ার হল সবচাইতে পরিচিত একটি নাম ও পয়সাওয়ালা লোক।

কেবলমাত্র একটি বিষয়ে সে সমধর্মীদের বিরক্তির সৃষ্টি করেছিল। হাজার হাজার যুক্তি দেখিয়ে, অনেক প্রকার বুঝিয়েও কিছুতেই বিবাহে রাজি করা গেল না। এই আপত্তির কোন কারণ সে বলল না,—কিন্তু এই সঙ্কল্পে সে ছিল অটল। এজন্যে কেউ বলল সে ধর্মাচরণে শিথিল, কেউ বা বলল তার অর্থলোভ প্রবল সেজন্য সে খরচ বাড়াতে চায় না। আবার অনেকে বলল নিশ্চয় অতীতে কোন প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে সে বিরাট আঘাত পেয়েছে,—অথবা কোন সুন্দরী অ্যাটলান্টিকের তীরে তার জন্যে শুকিয়ে প্রাণ দিয়েছে। কারণটা যাই হোক, ফেরিয়ার বিয়ে করল না। অন্যান্য সব বিষয়েই সে এই নবগঠিত উপনিবেশের ধর্ম মেনে নিষ্ঠাবান মানুষ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

লুসি ফেরিয়ার সেই কাঠের বাড়িতে দিন দিন বড় হতে লাগল। সব কাজেই সে পালক পিতাকে প্রচুর সাহায্যে করে। পাহাড়ের হাওয়া আর পাইন বনের স্নিগ্ধ গন্ধ মায়ের মত তাকে সব সময় ঘিরে থাকত। দিনের পর দিন বছরের পর বছর যায়, সেও ক্রমেই বড় হয়ে ওঠে, তার গাল আরও লাল, পদক্ষেপ আরও স্বচ্ছন্দ হয়। ফেরিয়ারের খামার বাড়ির পাশ দিয়েই বড় রাস্তা গেছে। লুশি যখন ক্ষিপ্রগতিতে গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছুটে যায়, অথবা বাবার বুনোঘোড়ার পিঠে চড়ে পশ্চিম দেশের যেকোন মেয়ের মত সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে তাকে চালায়, তখন তাকে দেখলে যেকোন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনি করে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে উঠে। যে বছর তার বাবা সবচাইতে সম্পন্ন ও ধনী বলে পরিগণিত হল সেই বছরই সেও হয়ে উঠল সারা প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন তরুণীর সৌন্দর্যের দেবী।

মেয়েটি যে নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে এ আবিষ্কার কিন্তু তার বাবার

নয়। এবং এ-ক্ষেত্রে কদাচিৎই তেমনটি ঘটে থাকে। এই রহস্যময় পরিবর্তন হল অলিক্ষিতে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে এমনভাবে সংঘটিত হল যে এর কোন নির্দিষ্ট তারিখ বলা সম্ভব নয়, এমনকি যার মধ্যে এই পরিবর্তন আসে সেও তা বুঝতে পারে না। উপলব্ধি হয়, যখন কারও কণ্ঠস্বরে বা স্পর্শে হঠাৎ হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, জানতে পারে এক সম্পূর্ণ নতুন এবং বৃহত্তর এক সত্তা তার মধ্যে জেগে উঠেছে এবং এই উপলব্ধির সঙ্গে মিশে থাকে খানিকটা ভয় আর খানিকটা গর্ব। কম মানুষই ভুলতে পারে সেদিনের কথা, সেই ছোট ঘটনাটার কথা যা থেকে তার জীবনের নতুন সূচিত অধ্যায় হল। লুসি ফেরিয়ারের ক্ষেত্রেও এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল, তার উপর আবার তার এবং আরও অনেকের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর এর প্রভাব বিশেষভাবে পড়েনি।

উষ্ণ জুন মাসের সকাল। সাধু-সন্তরা মৌমাছির মতই কর্মব্যস্ত। মৌচাককেই যেন প্রতীকরূপে বেছে নিয়েছেন। ক্ষেত-খামারে এবং পথে ঘাটে কর্মব্যস্ত মানুষের কলগুঞ্জন। কালিফোর্ণিয়ায় তখন স্বর্ণ তৃষ্ণা সকলের প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছেন। স্থলপথে সেখানে যাবার একমাত্র রাস্তা এই শহরেরই ভিতর দিয়ে। তাই রাস্তা ধরে পশ্চিম মুখে মাল-বোঝাই খচ্চরের বিরাট লাইন। আশেপাশের চারণভূমি থেকে দলে দলে আসছে ভেড়া আর বলদের দল। ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছে যাত্রার ক্লান্ত মানুষ ও ঘোড়ার দল। এইসব নানা ধরনের যাত্রীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সুশিক্ষিত অশ্বারোহীর দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে রাস্তা করে চলেছে লুসি ফিরিয়ার। অত্যধিক পরিশ্রমে তার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠেছে; তার দীর্ঘ বাদামী চুল হাওয়ায় ফরফর করে উড়ছে। বাবার একটা জরুরী কাজ নিয়ে সে শহরে যাচ্ছে। এমন আরও কত দিন শহরে গেছে। এখন তার মনের মধ্যে একমাত্র কাজ শেষ করবার তাড়া। পথশ্রান্ত অভিযাত্রীরা বিস্ময়ে তার দিকে তাকাচ্ছে। এমন কি পশুচর্মবাহী কাঠখোট্টা নিগ্রো যাত্রীরা পর্যন্ত ম্লানমুখী তরুণীর সৌন্দর্যকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

শহরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে লুসি দেখে, প্রান্তর হতে আনা জনা ছয়েক বুনোমতো দেখতে পশুচালক একপাল বলদ দিয়ে সমস্ত রাস্তা আটকে ফেলেছে। খুব অধৈর্য হয়ে একটু ফাঁক পেয়েই পাশ দিয়েই সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। একটু এগিয়ে যেতেই হিংস্রদৃষ্টি লম্বা শিংওয়ালা বলদের দল চারদিক থেকে তাকে আবার ঘিরে ধরল। এসব জন্তু-জানোয়ার চরাতে সে বেশ অভ্যস্ত, কাজেই তার কোন ভয় হল না। কোনোরকমে সেই পশুর পালকে পার হয়ে যাবার জন্য সে সুযোগ মত একটু একটু এদিক ওদিক করে এগোতে লাগল। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা জন্তুর শিং ঘোড়াটার পিছন দিকে সজোরে ধাক্কা দিল। ফলে সেটা একেবারে ক্ষেপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে এমনভাবে লাফাতে লাগল যে খুব দক্ষ চালক ছাড়া যে কেউ সে সময় আসন থেকে ছিটকে পড়ত। তখন খুবই বিপজ্জনক অবস্থা। উত্তেজিত ঘোড়াটা বারে বারে লাফ দেয়, শিংগুলো তার গায়ে বিঁধে। ফলে সে আরো বেশী ক্ষেপে যায়। মেয়েটি কোনরকমে অতি কষ্টে জিনে বসে রইল। সেখান থেকে পড়ে যাওয়া মানেই অতগুলো ভীত উদভ্রান্ত জন্তুর পায়ের নীচে নৃশংস মৃত্যু। এরকম আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে কোনদিন অভ্যস্ত নয়। তার মাথা তখন ঘুরতে

লাগল। হাতের রাশ শিথিল হয়ে গেল। ধুলোয় আর লড়াইয়ে জন্তুদের নিঃশ্বাসে দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এ অবস্থায় হতাস হয়ে সে হয়তো সব চেষ্টাই বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিত, এমন সময় পাশ থেকে কণ্ঠস্বর তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটি পেশী বহুল বাদামী হাত ভয়ার্ত ঘোড়াটার রাশ চেপে ধরে বলদের পালের ভিতর দিয়ে পথ করে তাকে পালের বাহিরে বের করে দিল।

সসম্ভ্রমে লোকটি বলল, 'লাগে নি তো কোথাও ?'

লোকটির রুক্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে লুসি বলল, 'ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!' তারপর সরলভাবে বলল, 'কে ভেবেছিল পঞ্চো কতকগুলো গোরু দেখে এমন ভয় পেয়ে যাবে বা ঘাবড়ে যাবে।

অপর লোকটি ঐকান্তিকভাবেই এখন বসল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি জিনে ঠিকভাবেই বসেছিলেন।' দীর্ঘ বর্বর-চেহারার একটি যুবক, একটা বলবান ঘোড়ার আরোহী, গায়ে শিকারীর পোশাক। কাঁধে একটা রাইফেল ঝোলানো। সে আবার বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি জন ফেরিয়ারের মেয়ে। তার বাড়ি থেকে আপনাকে ঘোড়ায় চড়ে বের হাত দেখেছিলাম। তার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবেন, সেণ্ট লুইসের জেফারসন হোপদের চেনেন কি না। তিনি যদি সেই ফেরিয়ার হন, তাহলে আমার বাবা আর তিনি ঘনিষ্ঠ একআত্মা বন্ধু ছিলেন।

শান্ত গলায় মেয়েটি বলল, 'আপনি নিজে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ভাল হত না ?'

প্রস্তাবটা তরুণটির যেন ভালই লেগেছে বলে মনে হল, তার কালো দু-চোখ খুশিতে ঝলমল হয়ে উঠল। বলল, হ্যাঁ সেই ভাল। দু-মাস হল পাহাড়ে আমরা আছি, তাই লোকজনের সঙ্গে দেখা করার মত অবস্থা আমাদের নয় এটা তাঁর না বুঝলে নয় যে এ অবস্থায় দেখা করতে হবে।

মেয়েটি বলল, 'আপনাকে তিনি অনেক ধন্যবাদ দেবেন। আমিও দিচ্ছি। তিনি আমাকে এত ভালবাসেন যে গরুগুলো যদি আমাকে মাড়িয়ে দিত, তিনি সে কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না।'

সঙ্গী বলল, 'আমিও পারতাম না।'

'আপনি! আমি তো বুঝতে পারছি না তাতে আপনার কি এসে যেত। আপনি তো আমাদের বন্ধুও নন।'

এ কথায় তরুণ শিকারীটির মুখ এমন বিষণ্ণ হয়ে গেল যে লুসি হাসিতে ফেটে পড়ে। বলল, 'আরে, আমি ঠিক সে-কথা বলছি না,—অবশ্যই এখন তুমি বন্ধু বৈকি! দেখা করবে না কেন, নিশ্চয় দেখা করবে। আচ্ছা এখন চলি, দেরি হয়ে গেলে আর বাবা আমায় কোন দায়িত্বের কাজ আর দেবেন না। বিদায়।'

'বিদায়' মাথায় চওড়া টুপিটা তুলে মেয়েটার হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে যুবকটি বলল। মেয়েটি তখন বুনো ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে পিঠের উপর চাবুক কসে তীরের মত ছুটে চলে যাচ্ছে। পিছনে একরাশ ধুলো উড়িয়ে।

তরুণ জেফারসন হোপ এগিয়ে চলল সঙ্গীদের সঙ্গে,—বিষণ্ণ মনে, একটিও আর কথা না বলে। নেভাদা পর্বতশ্রেণী এলাকায় সে সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়েছিল রুপোর খানির সন্ধানে। সেখান থেকে ফিরে এখন যাচ্ছে সল্ট লেক সিটিতে, যদি কিছু টাকা

রোজগার করা যায়। কিছু আকরিক ধাতুর সন্ধান তারা পেয়েছিল, টাকার অভাবে কাজে হাত দিতে পারছে না। বন্ধুদের সঙ্গে সমান উৎসাহে সে চলেছিল। কিন্তু এই ঘটনার ফলে দেখা গেল তার চিন্তাধারা অন্য দিকে বইছে। বাতাসের মতই চটকা এই সুরূপা তরুণীটি তার হৃদয়ের একেবারে অন্তস্থলে দেখা দিয়েছে। মেয়েটি চোখের আড়াল হয়ে যেতেই সে উপলব্ধি করল যে এক চরম পরিস্থিতি এখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, রৌপ্য লাভের কোন সম্ভাবনা বা অন্য কোন প্রশ্নই এই নতুন সর্বগ্রাসী উপলব্ধির কাছে সম্পূর্ণ গৌণ। প্রেমের যে উন্মেষ তার মধ্যে দেখা দিল, কিশোর-সুলভ মনের কোন খেয়াল তা নয়, দৃঢ়সঙ্কল্প যে-কোন মেজাজি মানুষের দুর্দম হৃদয়াবেগ ছাড়া তা কিছু নয়। এ পর্যন্ত সে যে কোন বিষয়ে হাত দিয়েছে তাতেই সফল হয়েছে। সে শপথ নিল, যদি মানুষের চেষ্টায় সম্ভব হয় তাহলে এ-ক্ষেত্রেও সে সাফল্য অর্জন করবেই।

সেই রাতেই সে জন ফেরিয়ারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করল। তারপরে আরও কয়েকবার দেখা করল। ক্রমে সেই বাড়িতে সে সকলেরই বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠল। গত বারো বছর ধরে জন নিজের কাজে এমনভাবেই ডুবে ছিল যে বাইরের জগতের কোন খবরই সে তখন রাখত না। জেফারসন হোপ একে একে সব কথাই এমন ভালভাবে বলল যে লুসি এবং তার বাবার দুজনেরই বেশ ভাল লাগল। অভিযাত্রী হিসেবে সে কালিফোর্নিয়ায় গিয়েছিল। সেখানকার সেই সুখ সৌভাগ্যের দিনগুলিতে অনেক বড় হবার, আবার অনেক ছোট হবার অনেক কাহিনী সে খুলে বলত। সে কখনও ছিল স্কাউট, কখনও শিকারী কখনও রূপোর সন্ধানে বেরিয়েছে, আবার কখনও বা ছিল পশুপালক। যেখানে উত্তেজনা ও অভিযান, সেখানেই ছিল জেফারসন হোপ। শীঘ্রই সে বৃদ্ধের এক প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। তার প্রশংসায় বৃদ্ধ এখন পঞ্চমুখ। লুসি চুপ করে সব দেখত, শুনত, কিন্তু তার গালের গোলাপী আভা আর চোখের উজ্জ্বল খুশি-ভরা চাউনিই বলে দিত যে তার তরুণী-হৃদয় এখন আর তার নিজের নয়। ওসব লক্ষণ হয় তো তার সরল বাবার চোখে কোনদিন পড়ত না, কিন্তু যে মনুষটি তার হৃদয় জয় করেছে সে ঠিকই বুঝত কিন্তু।

এক গ্রীষ্মসন্ধ্যায় হোপ ঘোড়া ছুটিয়ে লুসিদের বাড়ির কাছে এসে থামল। লুসি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, এগিয়ে গেল তার দিকে। লাগামটা বেড়ার উপর দিয়ে ছুড়ে দিয়ে হোপ এগিয়ে এল।

লুসির দুই হাত নিজের দু-হাতে নিয়ে সে কোমল দৃষ্টিতে তাকাল তার মুখের দিকে। বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, লুসি। এক্ষুনি তোমায় বলছি না আমার সঙ্গে যেতে, কিন্তু এরপর যখন আবার আসব, আমার সঙ্গে যাবে তো সেদিন ?

'কতদিনে হবে সেটা ?' সলজ্জ হাসি হেসে লুসি প্রশ্ন করল।

'খুব বেশি হলে দু-মাস মাত্র দেরি হবে। তখন এসে দাবি করব তোমায়, প্রিয়তমে। কেউ বাধা দিতে পারবে না তখন।'

মেয়েটি প্রশ্ন করল 'কিন্তু বাবা ?'

তিনি সম্মতি দিয়েছেন। অবশ্য খনিগুলোতে ঠিকমত কাজ হওয়া চাই। আর কাজ যে হবে সে-বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই।'

ছেলেটির বুকে মুখ রেখে মেয়েটি অস্ফুট স্বরে বলল, 'তাই বুঝি তুমি আর বাবা যখন সব ঠিক করে ফেলেছ, তখন তো আমার আর কিছুই এ বিষয়ে বলার নেই।'

'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ!' ধরা গলায় এই বলে সে ঝুঁকে পড়ে চুম্বন করল লুসিকে। তারপর বলল, 'তাহলে কথা সব পাকা হয়ে রইল। এখন যত দেরি করব বিদায় নেওয়াটা ততই আরো বেশি কষ্টকর হয়ে উঠবে। বিদায় প্রিয়তমে, ওরা আমার অপেক্ষায় বসে আছে। দু-মাসের মধ্যেই দেখা হচ্ছে আবার আমাদের কথা বলতে বলতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে একলাফে সে ঘোড়ায় চেপে বসে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। একবারও সে পিছন ফিরে তাকাল না। মনে শুধু ভয়, যাকে ছেড়ে যাচ্ছে তার প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টিপাতও বুঝি তাকে সংকল্পচ্যুত করে ফেলতে পারে। সদরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি একদৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটি ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের এ একেবারে বাইরে চলে গেল। ধীরে ধীরে মেয়েটি বাড়ির ভিতরে চলে এল। আজ সে উটারে সবচাইতে সুখী লক্ষ্মী মেয়ে।

১০। গুরুদেবের সঙ্গে জন ফেরিয়ারের আলোচনা

জেফারসন হোপ আর তার সঙ্গীসাথীরা সল্ট লেক থেকে চলে যাওয়ার পর তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। হোপের ফিরে আসার কথা চিন্তা করে ফেরিয়ারের মন খুব খারাপ, কারণ লুসিকে তার কাছ থেকে নিয়ে চলে যাবে! তবে, লুসির খুশিমাখা উজ্জ্বল মুখের কথা চিন্তা করে সে নিজেকে খুব সংযত করল, হাজার যুক্তিপ্রয়োগেও যা সম্ভব হত না। প্রথম থেকেই সে অন্তরের অন্তস্থলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল যে কোনমতেই কোন মোর্মনের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবে না,—ওদের যে বিয়ে তাকে সে বিয়ে বলে মানতে রাজি নয়, বরং অত্যন্ত খুব লজ্জার কথা বলেই মনে করে। মোর্মনদের ধর্ম সম্বন্ধে তার অভিমত যাই হোক এই এক বিষয়ে তার সঙ্কল্পের নড়চড় হবে না। তবে, সে এ নিয়ে কথা তুলবে না, কারণ সে জানে সন্তদের দেশে তখনকার দিনে ওসব ধর্মবিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

হ্যাঁ, সত্যিই বিপজ্জনক—এতই বিপজ্জনক যে কোন উঁচুদের সাধু-সন্তকেও ধর্মবিষয়ে কথা বলতে হয় চুপি চুপি কারণ কখন যে কোন কথার কি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হবে আর দ্রুত নেমে আসবে দণ্ডাদেশ তা কেউ তখন বলতে পারে না। একদিন যারা এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, তারাই এখন স্বেচ্ছায় হয়েছে নৃশংস নির্যাতন-কারী। এ ব্যাপারে যে দুর্ভেদ্য ব্যবস্থা উটার রাজ্যের উপর কালো মেঘের ছায়া ফেলেছে, সেভিলের রোমান ক্যাথলিক বিচারালয়, বা জার্মেনীর ভেমগেরিকট্, বা ইতালির গুপ্ত সমিতিগুলিও তেমন ব্যবস্থা করতে পারে নি।

এই অদৃশ্য অমোঘ শক্তি আর তার সঙ্গে জড়িত রহস্য, এর ফলেই এই সংঘ আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। সর্বশক্তিমান হয়েও এ ছিল দেখা বা শোনার বাইরে। যে এই ধর্মমতের বিরুদ্ধাচারণ করে সে একেবারে লোপাট হয়ে যায়।—কেউ তার সম্বন্ধে জানে না তার কী হল বা সে কোথায় গেল। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে তার প্রতীক্ষায় দিন গুনছে কিন্তু গৃহস্বামীটি আর কোনদিনই ফিরে এসে জানায় নি অদৃশ্য বিচারকের হাতে কী তার শাস্তি হয়েছে। একটা আলগা কথায় বা ভাল করে না ভেবে

চিন্তে একটা কাজ করে ফেলার ফলে হয়ত অনিবার্য মৃত্যু, অথচ কেউ জানে না কী এই ক্ষমতার স্বরূপ যা তাদের উপর এমন উদ্যতখড়্গ হয়ে আছে। তাই, এখনকার মানুষ সবসময় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে ফেরে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যেও কেউ ফিস-ফিস করে পর্যন্ত মনের কথা প্রকাশ করতে সাহস পায় না, তাতে বিস্ময়ের কোন কিছু নেই সেটা বোঝা দরকার।

প্রথম দিকে এই অদৃশ্য নৃশংস শক্তিকে কাজে লাগান হত শুধুমাত্র সেই সব দলত্যাগীদের উপর যারা একবার মোর্মোন ধর্ম গ্রহণ করে তার থেকে সরে যেতে চায়। কিন্তু পরে এর প্রয়োগ-ক্ষেত্র আরও বেশী বিস্তৃত হল। প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমেই কমে যেতে লাগল। এ অবস্থায় বহুবিবাহ-প্রথা অচল হয়ে উঠতো। নানারকম গুজব ছড়াতে লাগল। যেসমস্ত অঞ্চলে কোন নিগ্রোকে কখনও দেখা যেত না। সেখানে অভিবাসনার্থীদের খুন এবং সশস্ত্র শিবিরের গুজব শোনা যেতে লাগল। প্রধানদের অন্তঃপুরে নতুন নতুন সব মেয়েমানুষের দেখা যেতে লাগল—তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কাঁদে, তাদের চোখে-মুখে বিভীষিকার ছাপ। একটু বেশী রাতে যারা পাহাড়ের পথে দরকারে যাতায়াত করে তারা এমন সব সশস্ত্র মুখোসধারী শয়তানদের কথা বলে, যারা চোরের মত নিঃশব্দে চলা-ফেরা করে আর লোকজন দেখলেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়। এই নব গল্প-গুজব ক্রমে এমন আকার ধারণ করতো যে, বার বার নতুন করে সমর্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আজও পশ্চিমের বনাঞ্চলে 'ডেনাইট দল' বা 'প্রতিহিংসার দূত' নামগুলি শুনলে হৃৎপিন্ড কেঁপে ওঠে।

যে-সব সংস্থার নামে এই আতঙ্ক, সেগুলোর সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার ফলে এই আতঙ্ক কমের দিকে না গিয়ে যেন আরও বেড়ে যায়। কেউ জানে না কারা কারা এইসব দলের সভ্য আর কারা কারা নয়। আর এই যে সব ভয়ঙ্কর অত্যাচার ধর্মের নামে ব্যবহার করা হচ্ছে এসবের জন্যে যে দায়ী তার নাম অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখা হয়। যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে হয়ত এই ধর্মগুরু বা তাঁর বাণী সম্বন্ধে সামান্যমাত্র সন্দেহের কথা বলা হল, সেদিনই রাত্রে হয়ত দেখা যাবে সেই বন্ধুই আসবে নির্মম প্রতিশোধ নিতে, আগুন আর তরোয়াল নিয়ে। এর ফলে প্রতিবেশীকে খুব সন্দেহের চোখে দেখত, মনের কথা ভুলেও প্রকাশ করত না কারোর কাছে।

একদিন সকালে জন ফেরিয়ার গমের ক্ষেতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় সদর দরজা খোলার শব্দ কানে এল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে একজন দৃঢ়দেহ ধূসর-কেশ মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে আসছে। তার বুকের ভিতরটা ভয়ে ধ্বক্ করে কেঁপে উঠল, কারণ আগন্তুক স্বয়ং ব্রিগহাম ইয়ং।

ফেরিয়ার জানত এ পদার্পণ একেবারে শুভ লক্ষণ নয়। তাই মোর্মোন দলপতিকে স্বাগত জানাবার জন্য সে সত্রাশে তাঁর কাছে ছুটে গেল। কিন্তু উদাসীনভাবে তার অভিবাদন গ্রহণ করে কঠিন মুখে তাকে অনুসরণ করে বসবার ঘরে এসে ঢুকলেন।

আসন গ্রহণ করে ইয়ং কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন ফেরিয়ারের দিকে। বললেন, 'সত্যধর্ম-বিশ্বাসীরা তোমার সঙ্গে এখন পরম বন্ধুর মত ব্যবহার করেছে। তুমি যখন মরুভূমির মধ্যে অনাহারে মৃতপ্রায় পড়ে ছিলে তখন আমরা গিয়ে তোমাদের উদ্ধার করি। আমাদের খাদ্যের জলের ভাগ দিয়ে, নিরাপদে তোমাকে আমাদের এই উপত্যকায়

নিয়ে আসি, বেশ ভাল ভাল জমিও তোমায় দিয়েছি, আমাদেরই রক্ষণাবেক্ষণে তুমি খুব ধনলাভ হচ্ছে। এসব ঠিক কথা তো?' 'হ্যাঁ, ঠিক।'

এসব কিছুর বিনিময়ে আমরা শুধু একটি জিনিস চেয়েছিলাম। সেটা হল, তুমি সত্য ধর্ম পালন করবে এবং সর্বতোভাবে তা মেনে চলবে। তা করবে বলে তুমি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলে। কিন্তু অন্য সকলের কথা যদি সত্য হয়, সে প্রতিশ্রুতি তুমি লঙ্ঘন করেছ।'

'কিভাবে অবহেলা করছি?' হতাশায় হাত ছুড়ে প্রতিবাদের সুরে ফেরিয়ার বলল, 'আর সকলের মত আমিও কি সাধারণ্যে চাঁদা দিই না, মন্দিরে যেতে কী অবহেলা করি? আমি কি—'

'তোমার স্ত্রীরা এখন কোথায়?' চারদিকে তাকিয়ে ইয়ং জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডাক তাদের, আমি অভিবাদন জানাব তাদেরকে।'

ফেরিয়ার জবাব দিল, 'আমি বিয়ে করি নি একথা ঠিক। কিন্তু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল কম, আর আমার চাইতে আরও ভাল দাবীদার ছিল অনেকে। আমি তো একেবারে একা ছিলাম না, আমাকে দেখাশুনা করার জন্য মেয়েও ছিল।'

মোর্মান-প্রধান বললেন, 'ঐ মেয়ের কথাই আমি বলতে এসেছি। বড় হয়েছে, 'উটার ফুল' বলে খ্যাতি পেয়েছে, এবং প্রতিষ্ঠিত অনেকের সুনজরে পড়েছে সে।'

এ কথায় ফেরিয়ারের মনে যে কষ্ট হল তা সে প্রকাশ করল না তখন।

তার সম্বন্ধে এমন সব আজগুবি খবর শোনা যাচ্ছে যা আমি অবিশ্বাস করতে পারলে খুশি হব। শুনেছি কোন বিধর্মীর কাছে সে আজ বাগ্‌দত্তা। নিশ্চয় কথাটা একেবারেই বাজে। জান সন্ত জোসেফ স্মিথের তের নম্বর আইনটা কী? 'ধার্মিক মেয়েদের যেন বেছে-দেওয়া ঘরে বিবাহ হয়, কারণ বিধর্মীকে বিবাহ করা মহা পাপ।' সুতরাং তুমি ধার্মিক লোক, মেয়েকে নিয়ম লঙ্ঘন করে অমন বে-আইনি কাজ করতে দেবে এটা উচিৎ নয়।

জন ফেরিয়ারের মুখে কোন উত্তর আর জোগাল না, নীরবে সে ঘোড়ার চাবুকটা দিয়ে নার্ভাসভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'চারজনের পবিত্র পরিষদে স্থির হয়েছে—এই একটি বিষয় দিয়েই তোমার ধর্ম-বিশ্বাসের এখন পরীক্ষা হবে। মেয়েটি তরুণী, আমরাও চাই না যে কোন বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ হোক। এবিষয়ে নির্বাচনের সব অধিকার থেকেও তাকে আমরা বঞ্চিত করব না। আমাদের মত প্রধানদের অনেক গাই-বাছুর আছে, কিন্তু আমাদের বাছুরদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। স্ট্যাঙ্গারসনের একটি ছেলে আছে, ড্রেবারেরও একটি ছেলে আছে। তাদের যে কেউ তোমার কন্যাকে সানন্দে বিয়ে করুক। তোমার কন্যা দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিক। তারা যুবক, ধনী সৎকর্মে বিশ্বাসী। তোমার কি মত?

ভ্রু কুঁচকে ফেরিয়ার তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'একটু সময় দিন। মেয়ের বয়স বেশ কম,—বিয়ের বয়সই হয়েছে কি না সন্দেহ।'

'সময় দিচ্ছি এক মাস, তার মধ্যেই বেছে নিতে হবে।' উঠতে উঠতে বললেন ইয়ং। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে রক্তোচ্ছল মুখে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে

তাকিয়ে তিনি বললেন, 'জন ফেরিয়ার, আমার মনে হচ্ছে ঐ দুর্বল হৃদয় নিয়ে এভাবে পবিত্র-চতুষ্টয়ের দৃঢ়সঙ্কল্পের বিরুদ্ধাচারণ করার চেয়ে সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কোর মরুভূমিতে তোমার আর তোমার মেয়ের কঙ্কাল সাদা হয়ে যাওয়াই ছিল তোমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল।'

শাসনের ভঙ্গীতে হাত তুলে তিনি তখন চলে গেলেন। ফেরিয়ার তাঁর ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

হাঁটুর উপর কনুই রেখে সে বসে বসে ভাবছিল। মেয়ের কানে কথাটা তুলবে কেমন করে। একটি নরম হাত তার হাতের উপর রাখতেই সে মুখ তুলে দেখতে পেল, তার মেয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার বিবর্ণ ভীত মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই সে সব বুঝতে পারল যে মেয়েটি সব কথাই শুনেছে।

তার দৃষ্টির উত্তর কন্যা বলল, 'না শুনে পারলাম না বাবা ওঁর গলায় সমস্ত বাড়িটা যেন গম্ গম্ করছিল। এখন আমার কী করব বাবা?'

'ভয় করিস নে মা।' তাকে কাছে ডেকে তার বাদামি চুলে সস্নেহে রুক্ষ হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'একটা যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে। আচ্ছা, ছেলেটির উপর ভালবাসা নিশ্চয় তেমনই আছে, ঠিক তো?'

উত্তরে মেয়েটি ফুঁপিয়ে উঠে তার হাতে একটু চাপ দিল মাত্র।

'না, নিশ্চয় কমে নি। তোর মুখে অন্য কথা শুনতে চাই না। সে বড় ভাল ছেলে, সে খৃস্টান; এরা যতই ভজন-পূজন করুক এদের চাইতে সে অনেক অনেক বড় ও ভাল। কালই একদল লোক নেভাদা যাচ্ছে। যে বিপদে আমরা পড়েছি সেটা জানিয়ে তাকে একটা চিঠি পাঠাব। ছেলেটিকে যদি একটু মাত্র চিনে থাকি, সব বিদ্যুৎ-টেলিগ্রাফকে হার মানিয়েও সে তৎক্ষণাৎ এখানে হাজির হবে।'

বাবার কথার ধরনে লুসির চোখের জলেও একটু হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ও এসে গেলে ভাল যুক্তিই দেবে। কিন্তু আমার ভয় তোমাকে নিয়ে! প্রফেটের বিরুদ্ধাচারীদের পরিণাম সম্বন্ধে এমন সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা শোনা যায়! যা কল্পনা করা যায় না।'

ফেরিয়ার জবাব দিল, 'কিন্তু এখনও তো আমরা তাঁর বিরোধিতা করি নি। ঝড় যখন উঠবে তখন দেখা যাবে। এক মাস সময় আমাদের হাতে আছে। তার উটার থেকে আমরা চলে যাব অন্য কোন জায়গায়।'

'অ্যাঁ, উটার ছেড়ে চলে যাব?'

'হ্যাঁ, পরিস্থিতিটা তো সেইরকমই দাঁড়াবে বলে আমার মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু তাহলে এই খামারবাড়ির কী হবে?'

'টাকাটা তুলে নেব যতটা পারি, বাকিটা ফেলে রেখেই যাব। এই প্রথম নয়, এমন কথা আমার এর আগেও বার বার মনে হয়েছে। এরা যেমন এদের প্রফেটের কাছে নতজানু হয়ে থাকে, অনমভাবে কারও সর্দারি সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জন্মসূত্রেই স্বাধীন আমেরিকান আমি। এসবে একেবারেই অভ্যস্ত নই এবং অভ্যস্ত হবার বয়সও আজ আর আমার নেই। যদি ও এই খামার বাড়িতে হামলা করতে আসে, আমার দিক থেকে একঝলক গুলির সম্মুখীন হয়ে আসতে হবে ওকে।'

'জেফারসন আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব তারপর দেখা যাবে। ততদিন মুখ গোমড়া করে থাকিস্ নে মা। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলিস নে। ফিরে এসে তোকে এভাবে দেখলে সে যে আমাকেই দোষ দেবে ভয়ের বা বিপদ কোথাও নেই।'

প্রচুর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ফেরিয়ার এইসব কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু তবুও মেয়ে লক্ষ্য না করে পারল না, রাত্রে শোবার সময় বাবা দরজাগুলো ভাল করে নিজের হাতে বন্ধ করল। শোবার ঘরের দেয়াল থেকে মরচে-পড়া বন্দুকটা নিয়ে সযত্নে পরিষ্কার করে, গুলি ভরে রাখল। তারপর শুতে গেল।

১১। প্রাণ নিয়ে পলায়ন

মোর্মোন গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন সকালে জন ফেরিয়ার লবণহ্রদ শহরে গেল এবং তার যে পরিচিত লোকের নেভাদা পর্বতে যাবার কথা ছিল তার সঙ্গে দেখা করে জেফারসন হোপের কাছে সংবাদ পাঠাবার সব ব্যবস্থা পাকা করল। আসন্ন বিপদের কথা সব জানিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে আসার কথা লিখল। সব কাজ সেরে হাল্কা মনে সে বাড়ি ফিরে এল।

তার খামারবাড়ির কাছে এসে ফেরিয়ার আশ্চর্য হয়ে দেখল, গেটের খুঁটিতে দুটো ঘোড়া বাঁধা। আরও অবাক হল দুটি ছোকরা তার বসবার ঘরটা দখল করে বসে আছে। একজনের মুখটা বেশ লম্বা ফ্যাকাসে, দোলন-চেয়ারে হেলান দিয়ে অগ্নি-স্থানের উপর পা রেখেছে, আর অপরটা বৃষস্কন্ধ, মুখে চোখে রুক্ষতার বেশ ছাপ, পকেটে হাত দিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একটা চলতি প্রার্থনা-সঙ্গীত বলছে। ফেরিয়ার প্রবেশ করতে দু'জনে মাথা নেড়ে সম্ভাষণ জানাল। প্রথমে কথা বলল যে দোলন-চেয়ারে বসে ছিলঃ 'হয়ত আপনি চেনেন না আমাদের। এ হচ্ছে বড় ড্রেবারের পুত্র। আর আমি হচ্ছি জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন। মরুভূমি পার হয়ে আসবার সময় যখন প্রভু তাঁর হস্ত প্রসারিত করে আপনাকে এই সন্তদের দেশ নিয়ে এসেছেন, তখন সঙ্গে ছিলাম আমরা দুজন।

অপর যুবক আনুনাসিক গলায় বলল, 'যথাসময়ে প্রভু সব জাতিকেই এক শুভ দিনে নিজের কাছে টেনে নেবেন ধীরে ধীরে।'

জন ফেরিয়ার অপ্রসন্ন মুখে মাথা নোয়াল। এদের পরিচয় সে আগেই অনুমান করেছিল।

স্ট্যাঙ্গারসন আবার বলল, 'বাবাদের পরামর্শেই আমরা দুজন এখানে এসেছি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে। আমাদের দুজনের মধ্যে আপনার ও আপনার মেয়ের কাকে পছন্দ বলুন। আমার মাত্র চারটি স্ত্রী আছে, আর ভাই ড্রেবারের আছে সাতটি। কাজেই আমার দাবীই বেশী জোরালো বলে মনে হয়।

'না না ভাই স্ট্যাঙ্গারসন, 'অপর ব্যক্তি বলল, 'কথাটা হচ্ছে কটা স্ত্রী আছে নয়, কটা স্ত্রী পোষবার সামর্থ আছে। আমার বাবা তাঁর কারখানাগুলো সব আমায় দিয়েছেন, কাজেই আমিই এখন বেশি ধনী।'

অপরজন সগর্বে বলল, 'কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বলতর। প্রভুর কৃপায় বাবা যখন সরে পড়বেন তখন তাঁর চামড়া ট্যান করার জমি আর চামড়ার কারখানার মালিক হব আমি। তাছাড়া, আমি বয়সে তোমার চাইতে বড়, গীর্জার পদাধিকারেও উচ্চতর আসনের অধিকারী।'

'যাই হোক সে সব স্থির করবে মেয়েটিই।' আয়নার প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে বোকার মত ভঙ্গিতে তরুণ ড্রেবার বলল, 'সেটা আমরা তার উপরেই সব ছেড়ে দিচ্ছি।' একথা শুনে জন ফেরিয়ার রাগে ফুলছিল।

অবশেষে তাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে বলল, 'দেখ আমার মেয়ে যখন ডেকে পাঠাবে তখন তোমরা এস। ততদিন আর তোমাদের মুখদর্শন করতে চাই না আমি।'

অত্যন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে দুই তরুণ তখন তাকাল তার দিকে। তাদের মতে এই যে তারা দু-জনে বিবাহের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এসেছে এর চেয়ে বেশি সম্মান-জনক প্রস্তাব মেয়েটির বাবার ভাগ্যে হতে পারে না।

ফেরিয়ার চেঁচিয়ে বলল, 'এ ঘর থেকে বের হবার দুটি মাত্র পথ আছে—একটি এই দরজা, আর একটি ওই জানালা। কোন্ পথে যেতে চাও ভেবে দেখ?'

তার বাদমী মুখ তখন দেখতে এমন ভয়ংকর শুকনো হাত দুটো এনম শাসানির ভঙ্গীতে উদ্যত হয়েছে যে আগন্তুক দুজন লাফ দিয়ে উঠে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। বৃদ্ধ দরজা পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে বিদ্রূপ করে বলল, 'এসব ব্যবস্থা তোমরা নিজেরাই করে আমাকে এসে বলে যেও।'

ক্রোধে নীরক্ত মুখে স্ট্যাঙ্গারসন বলল, 'এজন্যে আপনাকে শাস্তি পেতে হবে! আপনি প্রফেটকে, বয়স্ক চার-এর নির্দেশকে অবজ্ঞা করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এজন্যে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে!'

তরুণ ড্রেবার বলল, 'ঈশ্বর আপনাকে প্রচণ্ড শাস্তি দেবার জন্যে জাগ্রত হবেন তিনি।'

'তাহলে আঘাতটা আমিই শুরু করে দেই,' ফেরিয়ার উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল। লুসি হাত চেপে ধরে বাধা না দিলে হয়তো বন্দুক আনতে দোতলায়ই ছুটে যেত। মেয়ের হাত ছাড়াবার আগেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ জানিয়ে দিল যে তারা দুজনেই তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

'শয়তান, ভণ্ড সব!' কপালের ঘাম মুছে নিয়ে ফেরিয়ার বলল, 'ওদের একটার সঙ্গে বিয়ে দেবার আগে বরং তোরা মরা মুখ দেখব সেও খুব ভাল!'

'আমারও একই মত, বাবা!' তেজের সঙ্গে লুসি বলল, 'তবে, জেফারসন শিগগিরই আসছে।'

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস মা। আর, যত তাড়াতাড়ি সে আসে ততই মঙ্গল। ইতিমধ্যে ওরা আবার কী করে বসবে বোঝা দায়।

সত্যি, এ সময়ে এই একগুঁয়ে বৃদ্ধ আর তার কন্যাকে উপদেশ দেবার ও সাহায্য করবার মত একজন লোকের বড়ই প্রয়োজন। উপনিবেশের সমগ্র ইতিহাস প্রধানদের কর্তৃত্বকে এমনি সরাসরি অমান্য করবার ঘটনা আগে আর কখনও ঘটে নি। ছোটখাট

দোষ-ত্রুটির জন্যই যখন কঠোর শাস্তি হয়েছে, তখন এই প্রকাশ্য বিদ্রোহীর কপালে যে কি আছে কে জানে। ফেরিয়ার ভালভাবে জানে তার সম্পদ বা পদমর্যাদা কোন কর্মেই আসবে না। তার মত সুপরিচিত ও ধনী অনেকেই এর আগে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে, আর তাদের সব সম্পত্তি গীর্জার অধীনে চলে গেছে। সে খুব সাহসী, তবু আসন্ন বিপদের ভয়াল ছায়া দেখে সেও কাঁপতে লাগল। বিপদ যদি কোন পথে আসবে জানা যেত দৃঢ়ভাবে সে তার মোকাবিলা করতে চেষ্টা করত, কিন্তু এই উৎকণ্ঠা তাকে খুবই বিচলিত করল। যদিও এই ভয়কে সে মেয়ের কাছ থেকে গোপন করেই সমস্ত ব্যাপারটাকেই বেশ হাল্কা করে দেখাল, তবু ভালবাসার তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে মেয়ে ঠিকই বুঝতে পারল তার বাবা কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে এই পরিস্থিতে।

ফেরিয়ার ভেবেছিল এই ব্যাপারের জন্যে ইয়ং-এর কাছ থেকে কোন কড়া ধরনের চিঠি বা কোন শাষানি আসবে। এবং হলও তাই, যেভাবে এল তা সে ধারণা করতে করতে পারে নি। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল এক টুকরো কাগজ তার চাদরের উপর, ঠিক বুকের কাছে পিন দিয়ে আঁটা। বড় বড়, আঁকা-বাঁকা অক্ষরে তাতে লেখা—

'সংশোধনের জন্য তোমাকে ঊনত্রিশ দিন সময় দেওয়া হল। তারপর—

লেখার শেষের ঐ টানাটি যেকোন ভয়ের চাইতেও অধিক ভয়ঙ্কর। ফেরিয়ার কিছুতেই ভেবে পেল না, এই সতর্ক-বাণী তার ঘরে এল কেমন ভাবে। চাকররা ঘুমোয় একটা বাইরের দিকের ঘরে। ঘরের দরজা-জানালা সব ভাল করে বন্ধ ছিল। কাগজটাকে সে হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে রাখল। মেয়েকে কিন্তু বলল না একথা। কিন্তু ভয়ে তার বুকের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা বরফ হয়ে আসতে লাগল। ইয়ং যে এক মাস সময় দিয়েছিলেন, ঊনত্রিশ দিন তারই অবশিষ্টাংশ। এমন একজন রহস্যময় শক্তির অধিকারী শত্রুর বিরুদ্ধে তার শক্তি বা সাহস কোন্ কাজে আসবে? যে হাত ঐ পিনটা এঁটে রেখে গেছে, সে তার বুকে অক্লেসে ছুরি বসিয়েও দিতে পারত, আর কে তাকে খুন করল তা কেউ কোনদিনই জানিতেও পারত না।

পরদিন সকালের ব্যাপারে আরও যেন মুষড়ে পড়ল ফেরিয়ার। প্রাতরাশে বসেছে, হঠাৎ লুসি সবিস্ময় চিৎকারের সঙ্গে উপর দিকে তাকাল। ছাদের মাঝখানে আঁচড়ের ধরনে লেখা ২৮ এই অঙ্কটা, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জলন্ত মশাল দিয়ে লেখা। লুসি তার তাৎপর্য কিছুই বুঝতে পারল না, আর ফেরিয়ারও কোন প্রকাশ করল না। সে রাতটা সে বন্দুক হাতে বসে বসে পাহারায় কাটাল। কিছুই সে দেখতে বা শুনতে পেল না, অথচ তার ঘরের পেছনে পরদিন দেখা গেল বেশ বড় বড় হরফে ২৭ অঙ্কটা লেখা।

এইভাবে দিনের পর দিন কাটে। প্রতিটি সকালেই দেখা যায় অদৃশ্য শত্রুরা তাদের হিসাবের খাতাটা ঠিক রেখেছে,—বাড়ির যে কোন লোকের চোখে পড়বার মত জায়গায় লেখা আছে এক মাসের মধ্যে আর ক'দিন বাকি। মারাত্মক এই সংখ্যাগুলো কখনও লেখা থাকে দেয়ালে, কখনও মেঝেতে, আবার কখনও বাগানের গেটে বা রেলিং-এ ঝোলানো প্ল্যাকার্ডের উপরে। অনেক সতর্ক দৃষ্টি রেখেও জন ফেরিয়ার কোন কিছু বুঝতে পারে নি, এই প্রাত্যহিক সতর্ক বাণী কোথা থেকে কি করে আসে। কুসংস্কার

হলেও সংখ্যাগুলি দেখলেই সে শংকিত হয়ে পড়ে। ক্রমেই সে রুগ্ন ও অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। তার চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল তাড়া-খাওয়া কোন হিংস্র জন্তুর মত। তার জীবনে এখন একটি মাত্র আশা তরুণ শিকারীর নেভাদা থেকে প্রত্যাবর্তন।

কুড়ি কমতে কমতে হল পনের, পনের হল দশ, কিন্তু তখনও হোপের কোন দেখা নেই। একটা একটা করে আবার সংখ্যাগুলো কমে আসছে, কিন্তু তবুও তার কোন পাত্তাই দেখা যাচ্ছে না। যখনই কোন অশ্বারোহী রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে বা কোন রাখাল তার পালকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠেছে, বৃদ্ধ চাষী সঙ্গে সঙ্গে গেটের কাছে গেছে, ঐ বুঝি সে এল। শেষ পর্যন্ত যখন পাঁচ কমে চার হল আর চার হল তিন, তার একেবারে বুক দমে গেল। পালানোর কোন আশাই তখন আর রইল না, কারণ সে বেশ ভাল করেই জানে যে, এই পাহাড়ি অঞ্চল সম্বন্ধে তার মত অত অল্প জ্ঞান নিয়ে একা সেরকম কিছু করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। যে সব পথে মানুষের চলাচল সেখানে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত রয়েছে, এবং কর্তৃপক্ষের হুকুম বিনা সে-সব পথে চলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেদিকেই তাকায় তার মনে এই ধারণাই হয় যে আঘাতটা এড়ানোর কোন উপায়ই আর নেই। কিন্তু তাহলেও বৃদ্ধ মনস্থির করে ফেলেছে যে অসম্মানজনক এই প্রস্তাবে কোনমতেই সে রাজি হতে পারে না।

আগে সে নিজের জীবন বিসর্জন দেবে—এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে বৃদ্ধ এতটুকু নড়ল না।

একদিন রাতে একাকী বসে নিজের বিপদের কথাই সে গভীরভাবে ভাবছিল আর বৃথাই উদ্ধারের পথ খুঁজছিল। সেদিন সকালে বাড়ির দেয়ালে লেখা হয়েছে ২। পরের দিনটিই তার শেষ দিন। তারপর কি হবে? নানা রকম অস্পষ্ট ভয়ংকর ছবি তার কল্পনায় তখন ভেসে উঠছিল। আর তার মেয়ে? সে না থাকলে তার মেয়ের কি অবস্থা হবে? চারদিক থেকে যে বিষাদ আসছে তা থেকে কি পালাবার কোন পথ নেই? টেবিলের উপর মাথা রেখে নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—কী ওটা? অন্ধকারের মধ্যে একটা আঁচড়ানোর শব্দ তার কানে এল,—অত্যন্ত ধীরে হলেও মন্থর স্তব্ধতার মধ্যে স্পষ্ট। বাড়ির দরজা থেকে মনে হল এল আওয়াজটা। গুঁড়ি মেরে আস্তে আস্তে গেল হল ঘরে, শুনতে লাগল কান খাড়া করে, কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা, তার পরেই আবার তেমনি শব্দ। বোঝা গেল কেউ দরজায় শব্দ করছে, খুব আস্তে আস্তে করে। তবে কি এ কোন আততায়ী, গুপ্ত বিচারের শেষে শাস্তি দিতে এসেছে? না কি এমন কোন ব্যক্তি, যে তারিখ লিখে জানিয়ে দিয়ে যাবে যে অন্তিম দিনটি এসে গেছে? জন ফেরিয়ারের মনে হল, স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ-দেওয়া, বুক ঠাণ্ডা-করা এই উৎকণ্ঠা সহ্য করার চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও যেন বাঞ্ছনীয়। তাই এক লাফে এগিয়ে গিয়ে খিল তুলে খুলে দিল দরজাটা।

লক্ষ্য করুন বাইরে সব শান্ত, স্তব্ধ। যেন সুন্দর জ্যোৎস্না রাত, মাথার উপরে তারারা ঝিকমিক করছে। বেড়া এবং গেট দিয়ে ঘেরা ছোট বাগানটি স্পষ্ট চোখে পড়ছে। কিন্তু সেখানে বা রাস্তার উপরে মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফেরিয়ার ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল। তারপর হঠাৎ নিজের পায়ের কাছে নজর পড়তেই

সবিস্ময়ে দেখতে পেল একটি লোক হাত-পা ছড়িয়ে মেঝের উপর উপুর হয়ে পড়ে আছে।

সে দৃশ্য দেখে সে এতই ভীত হয়ে পড়ল যে হাঁক-ডাক করবার ইচ্ছাটাকে চাপা দেবার জন্য সে দেয়ালে হেলান দিয়ে হাত দিয়ে নিজের গলা জোরে চেপে ধরল। প্রথমে ভাবল, এই দেহটা নিশ্চয় কোন মরণোন্মুখ মানুষের। কিন্তু দেহটা যে সাপের মত নিঃশব্দ গতিতে এঁকে বেঁকে মেঝের উপর দিয়ে হল-ঘরে ঢুকে পড়ল! ভিতরে ঢুকেই লোকটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল, আর বিস্মিত বৃদ্ধের চোখে প্রকাশিত হল জেফারসন হোপের ক্রুদ্ধ মুখের সুদৃঢ় ভঙ্গী।

'হ্যাঁ ঈশ্বর,' বলল ফেরিয়ার, 'কী সাঙ্ঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! কী ব্যাপার, এমনভাবে কেন এলে?'

কর্কশ গলায় সে বলল, 'আগে খেসে দিন কিছু! পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা আমার পেটে কিছুই পড়ে নি!' খাওয়ার শেষে ঠাণ্ডা মাংস আর রুটি যা টেবিলে বাকী ছিল অত্যন্ত ক্ষুধার্তের মত সে তা গোগ্রাসে খেতে শুরু করল। খিদে দূর হলে বলল, 'তা, লুসি ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। তাকে এই বিপদের কথা কিছুই জানাই নি।'

'খুব ভাল কথা। সবদিক থেকে এ বাড়ির উপর নজর রেখেছে? সেইজন্যই আমি এভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এসেছি। তাদের চোখ যত সজাগই হোক, এই ওয়াও শিকারীকে ধরবার মত তত বুদ্ধি নেই।

একজন অনুগত সঙ্গী পাওয়ায় এখন ফেরিয়ারের মনে হল সে যেন এক অন্য মানুষ। যুবকটির হাতটা হাতে নিয়ে সে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে চাপ দিয়ে বলল, 'সত্যি, তোমায় নিয়ে গর্ব করা চলে! জান, আমাদের সমস্যার ভাগ নেবে এমন মানুষ অতি অল্পই আছে এখানে।'

তরুণ শিকারী বলল, 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনাকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি। কিন্তু আপনি একা হলে এই ভীমরুলের চাকে ঘা দেবার আগে আমি দু'বার ভাবতাম। লুসিই আমাকে এখানে এনেছে। তার কোন ক্ষতি হবার আগে উটা-র হোপ পরিবারের একজন লোক কমে যাবে নিশ্চয়ই। এখন 'আমরা কি করব?'

'কালই তো আপনার শেষ দিন, তাই যা করবার আজই না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঈগল র‍্যাভিন-এ আমি দুটো ঘোড়া মজুত রেখে এসেছি। কত টাকা আপনার কাছে আছে বর্তমান?

'দু-হাজার ডলারের স্বর্ণমুদ্রা আর পাঁচ হাজার ডলারের নোট।'

'ওতেই হবে। আমারও সমপরিমাণ অর্থ আছে। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আমাদের কারসন শহরে যেতে হবে। লুসিকে ঘুম থেকে এখনি তুলুন। ভালই হয়েছে যে চাকরেরা এ বাড়িতে ঘুমোয় না।'

ফেরিয়ার লুসিকে তৈরি করে ডাকতে গেছে, ইতিমধ্যে হোপ খাদ্যবস্তু যা পেল একত্র করে একটা বাণ্ডিল বাঁধল। তারপর একটা জল ভর্তি পাত্র নিল, কারণ সে অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে পাহড়-পর্বতের পথে এখানে ওখানে যে সব কুয়া আছে সেগুলো বড়

বেশি তফাতে তফাতে। কাজ শেষ হবার আগেই সে দেখল ফেরিয়ার মেয়েকে নিয়ে প্রস্তুত। দুই প্রেমিকের সম্ভাষণ হল খুব হৃদ্যতাপূর্ণ, যদিও স্বল্পকালের জন্যে, কারণ সময় খুব কম। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান।

এখনই আমাদের যাত্রা করতে হবে, অনুচ্চ দৃঢ় কণ্ঠে জেফারসন হোপ বলল। বিপদ যে কত ভয়ানক তা সে ভালভাবে জানে, তথাপি নিজের অন্তরকে ইস্পাতের মত কঠিন করে তুলেছে বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য। 'সামনের এবং পিছনের প্রবেশ-পথের উপর নজর রেখেছে ওরা। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের এখান থেকে যেতে হবে পাশের জানালা দিয়ে মাঠ পার হয়ে। একবার পথে পড়তে পারলে গিরিপথ মাত্র দু'মাইল। সেখানেই ঘোড়াগুলি মজুত রয়েছে। ভোর হবার আগেই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আমরা অর্ধেক পথ পার হয়ে যাব।'

'কিন্তু যদি বাধা পাই?' ফেরিয়ার জিজ্ঞাসা করল। পার্টের নিচের জামা টিউনিক-এর সামনে রাখা রিভলভারের কুঁদোটা উঁচু হয়ে ছিল, সেখানে একটা থাপ্পড় মেরে হোপ বলল, 'যদি তারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি হয় তাহলে দুটোকে কি তিনটেকে সঙ্গে না নিয়ে আমি মরব না।' বলে ভয়ঙ্কভাবে হেসে উঠল।

ঘরের ভিতরে সব আলো নেভানো হয়েছে। অন্ধকার জানালা দিয়ে ফেরিয়ার মাঠের দিকে তাকাল। এইসব ক্ষেত্রে তারই ছিল, আজ চিরতরে সব ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এ ত্যাগ স্বীকারের জন্য সে অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত ছিল। এইসব সম্পদের জন্য দুঃখের চাইতে মেয়ের সম্মান ও সুখই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। চারদিক সুখ-শান্তিতে ভরা। গাছের শোঁ-শোঁ শব্দ আর বিরাট নিস্তব্ধ শস্যক্ষেত্র। ভাবতে কষ্ট হয় যে এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে মৃত্যু-খত।

ফেরিয়ার নিল সোনার আর নোটের থলে, হোপ নিল সামান্য খাদ্যবস্তু আর জল, আর লুসি একটা ছোট বাণ্ডিল করে নিল তার কিছু দরকারী মূল্যবান সামগ্রী। খুব আস্তে, ও সন্তর্পণে খোলা হল জানলাটা। দেরি করল একটু যতক্ষণ না একটা মেঘ এসে অন্ধকার করে খানিকটা। তারপর তিনজনে বেরিয়ে এসে একে একে দাঁড়াল ছোট বাগানটায়। নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে, নিচু হয়ে, হোঁচট খেতে খেতে তারা পার হয়ে গেল বাগানটা। তারপর যে গাছগুলো বেড়ার কাজ করছিল সেগুলোয় ছায়ায় পেঁছে এগিয়ে চলল সেটার পাশ কাটিয়ে। থামল না একটুও যতক্ষণ শস্যখেতের কাছের ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে পেঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে হোপ দুই সঙ্গীকে ধরে টানতে টানতে ছায়ার মধ্যে নিয়ে গেল। চুপচাপ সেখানে শুয়ে কাঁপতে লাগল ওরা তিনজন।

খুব রক্ষে যে প্রান্তরের শিক্ষা জেফারসন হোপকে দিয়েছিল বনবেড়ালের মত তীক্ষ্ন কান। সে আর সঙ্গীদ্বয় আত্মগোপন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কয়েক গজের মধ্যেই শোনা গেল পার্বত্য পেঁচার এক বিষণ্ন ডাক। সঙ্গে সঙ্গে একটু দূর থেকে তার জবাবে শোনা গেল আর একটা পেঁচার ডাক। ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের খোলা জায়গায় দেখা দিল এক ছায়ামূর্তি। তার মুখেও ফুটে উঠল আবার সেই বিষণ্ন সংকেত, আর তা শুনে অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় মূর্তি।

প্রথম মূর্তিই মনে হল দুজনের মধ্যে সেই প্রধান—বলল, কাল মাঝ রাতে যখন তিনবার ডাক শোনা যাবে ঠিক সেই সময়।

অপরজন বলল, সব ঠিক আছে। ভাই ড্রেবারকে বলব কি ?'

'তাকে জানিয়ে দাও। তার থেকে অন্যকে। নয় থেকে সাত।'

'সাত থেকে পাঁচ!' বলল অপর ব্যক্তি। তারপর দুজনে বিপরীত দিকে কোথায় যেন চলে গেল। ওদের এই শেষের কথাগুলো যে কোন সঙ্কেত তা বুঝতে আমদের অসুবিধে হল না। ওদের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতেই জেফারসন হোপ এক সাফে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের সাহায্য করল ফাঁকা জায়গাটায় যেতে। তারপর পূর্ণ বেগে এগিয়ে চলল প্রান্তর পার হয়ে, সঙ্গীরা চলল তার পিছু পিছু। খানিক পরে যখন দেখল মেয়েটি আর পারছে না, কখনও তাকে ধরে, কখনও বা প্রায় তুলে নিয়েই সে চলল। দৌড়চ্ছে, আর থেকে থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে—'তাড়াতাড়ি খুবই তাড়াতাড়ি! আমরা একেবারে প্রহরীদের লাইন পার হয়ে এসেছি, সব কিছু এখন নির্ভর করছে কত জোরে আমরা দৌড়তে পারি তার উপর!

বড় রাস্তায় উঠবার পরে তাদের গতি আরও বেগ দেড়ে গেল। মাত্র একবার তারা একজনের সামনে পড়েছিল। একটা ক্ষেতের ভিতর লুকিয়ে পড়ায় সে তাদের চিনতেও পারে নি। শহরে ঢুকবার আগে তারা পাহাড়ের দিকে যাবার একটা বন্ধুর সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। মাথার উপরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে দুটো কালো পর্বত-চূড়া। তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে যে গিরি-সংকট সেটাই হল ঈগল গিরিপথ, আর সেখানেই বাঁধা আছে ঘোড়াগুলি। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের ভিতর দিয়ে একটা শুকনো গিরিখেদ ধরে জেফারসন হোপ নির্ভুল দৃষ্টিতে পথ দেখে চলতে চলতে পাহাড়-ঘেরা সেই নির্জন স্থানটিতে গিয়ে পৌঁছল যেখানে তিনটি পোষা জন্তুকে সে রেখে গিয়েছিল। মেয়েটিকে বসিয়ে দিল খচ্চরের পিঠে, টাকার থলি নিয়ে বৃদ্ধ ফেরিয়ার উঠল একটা ঘোড়ায়, আর জেফারসন হোপ অপর ঘোড়ায় চেপে সেই খাড়া বিপদসংকুল পথ ধরে এগিয়ে চলল আস্তে আস্তে।

এ পথের সম্মুখীন যারা হয় নি তাদের পক্ষে এ পথ রীতিমত ধাঁধার সামিল। এক দিকে হাজার ফুটেরও উঁচু এক কালো, কঠিন ভয়-ধরানো পাহাড়, তার উপর কালচে আগ্নেয় শিলার স্তম্ভের পর স্তম্ভ, যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক দানবের হাড়। আর অন্য দিকে এলোমেলো অসংখ্য নুড়ি আর আবর্জনা, যার ভিতর দিয়ে পথ চলা একেবারে অসম্ভব। এই দুইয়ের ভিতর দিয়ে চলে গেছে অসমান বন্ধুর মাঝে মাঝে আবার তা এমন সরু যে একজনের পেছনে একজন এইভাবে এগুতে হচ্ছে, আর এমন অসমান যে কেবলমাত্র অভ্যস্ত সওয়ারের পক্ষেই সেখান দিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু এত বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পলাতকরা দিব্যি হালকা মেজাজে চলেছে, কারণ তারা জানে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গেই তারা সন্তদের সেই সাংঘাতিক স্বৈরতন্ত্রের আওতা থেকে দূরে দূরে সরে আসছে।

শীঘ্রই কিন্তু তারা প্রমাণ পেল যে এখনও সন্তদের এলাকাতেই তারা রয়েছে। গিরি-সংকটের সবচেয়ে নির্জন অংশে পৌঁছে মেয়েটি হঠাৎ চীৎকার করে উপরের দিকে হাত দিয়ে দেখাল। পথের উপরে যে পাহাড়টা ঝুঁকে আছে তার মাথায় স্পষ্ট দেখা গেল একটি সঙ্গীহীন শান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। তারা লক্ষ্য করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেও তাদের দেখে ফেলল। সামরিক কায়দায় সে চীৎকার করে বলল, "হুকুমদার ?' নিস্তব্ধ

গিরিপথে সে স্বর বাতাসে যেন কাঁপতে লাগল।

জেফারসন বলল, 'নেভাদার যাত্রী', আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত চলে গেল জিনের পাশে ঝোলানো রাইফেলটার উপর।

তারা দেখল শাস্ত্রীর হাত বন্দুকটা চেপে ধরেছে। এমনভাবে সে তাদের দিকে তাকাল, যেন সে এই উত্তরে একটুও সন্তুষ্ট হতে পারে নি। জিজ্ঞাসা করল, 'কার হুকুমে ?'

ফেরিয়ার উত্তর দিল, 'চার মহাত্মার।' মোমোর্ন জীবনের অভিজ্ঞতায় সে জেনেছিল যে তারাই বলবার মত সবচাইতে বড় শক্তি।

'নয় থেকে সাত', শাস্ত্রী চেঁচিয়ে বলল।

'সাত থেকে পাঁচ,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল জেফারসন হোপ। বাগানের মধ্যে শোনা প্রতি সংকেতটি তার ভালভাবে মনে পড়ে গেল।

'যাও চলে যাও, ঈশ্বর সহায় হোন।' উপর থেকে কণ্ঠস্বর তখন ভেসে এল। আর একটু এগোতে পথ বেশ চওড়া হয়ে এল, ঘোড়াগুলোর পক্ষে কদমে চলা এখানে সম্ভব হল। পেছন ফিরে ওরা দেখল, নিঃসঙ্গ শাস্ত্রী তার বন্দুকে ভর করে ওপরে দাঁড়িয়ে' এবং বুঝতে অসুবিধে হল না যে এই সন্তদের এলাকার সুদূরতম প্রহরীকেও তারা পার হয়ে এসেছে,—মুক্তির পথ এখন সামনে।

১২। প্রতিহিংসার দূত অ্যাভেঞ্জিত এঞ্জেলস

সারারাত ধরে তারা পথ চলল গিরি-সংকটের পাথর ছড়ানো আঁকা-বাঁকা পথে। বারবার তারা পথ হারাল। কিন্তু পার্বত্য ভয়ঙ্কর অঞ্চলটা হোপ বেশ ভাল করেই চেনে, তাই তারা পথখুঁজে পায়। ভোর হলে তারা দেখতে পেল এক বিস্ময়কর সৌন্দর্যের দৃশ্য। দূরে দিগন্তের যেদিকে তাকায় সেদিকেই চোখে পড়ে তুষার-কিরীট উত্তুঙ্গ শিখরশ্রেণী। দু'পাশের পর্বত-প্রাচীর এতই খাড়া যে মনে হয় ঝাউ ও পাইন গাছগুলি যেন তাদের মাথার উপর যেন ঝুলে আছে, বাতাস হলেই হুড়মুড় করে মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে। এ ভয় একেবারে অমূলকও নয়, কারণ ঐভাবে গাছ-পাথর এই অনুর্বর উপত্যকার সর্বত্র ভেঙ্গে পড়ে আছে। এমন কি তারা আরও দেখল, সামনে একটা প্রকাণ্ড পাথর সশব্দে নীচে গড়িয়ে এসে পড়ল। নিস্তব্ধ পথে উঠল তার প্রতিধ্বনি। তাদের পথ-শ্রান্ত ঘোড়াগুলি ভয়ে দুই পা তুলে দাঁড়াল।

সূর্য যখন ধীরে ধীরে পূর্বদিগন্তে উঠে এল, বিরাট সুউচ্চপর্বত-শ্রেণীর চূড়াগুলো যেন জ্বলে উঠল কোন উৎসবের দীপাবলীর মত সেগুলো দেখতে লাগলা। এই অপূর্ব বিস্ময়কর দৃশ্যে পলাতকের মন প্রফুল্ল হল। গভীর গিরিখাত থেকে নির্গত এক ঝরনার কাছে পেঁছে থামল তারা। ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়ান আর নিজেরাও কিছু প্রাতরাশ সেরে নিল। লুসির আর ফেরিয়ারের একটু বিশ্রামের ইচ্ছে ছিল, কিন্তু জেফারেন হোপ রাজী নয়। বলল, উঁহু হয়ত তারা নিশ্চয় আমাদের কিছু দূরে পেঁছে গেছে,—সমস্ত কিছুই এখন নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি আমরা যেতে পারি তার উপর নির্ভর। নিরাপদে যদি কার্সন পর্যন্ত পেঁছতে পারি তাহলে আর ভাবনা হয়ত থাকবে না,—বাকি জীবনটাই আমরা ইচ্ছে করলে সেখানে কাটাতে পারব।'

সারাদিন তারা গিরি-সংকট ধরে এগিয়ে চলল। সন্ধ্যায় তাদের মতে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে চলে এসেছে। রাত কাটার মত তারা একটা ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের নীচটা বেছে নিল। চারদিকেরা পাহাড় ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচাবে। সেখানে তিনজনে গুটিসুটি মেরে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল। ভোর হবার আগেই জেগে উঠে আবার পথে চলল কোন অনুসরণকারীর চিহ্ন এখনও পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। জেফারসনের মনে করল যে নৃশংস সংগঠনে শত্রুতার কবলে পড়েছিল, এতক্ষণে বোধ হয় তার ধরা-ছোঁয়ার বাইতে চলে এসেছে। কিন্তু সে জানত না তাদের থাবা কতদূর পেঁছিতে পারে; তারা জানত না সে থাবা কত দ্রুত তাদের ধরে চূর্ণ করে ফেলবে।

দ্বিতীয় দিনের মাঝামাঝি তাদের অকিঞ্চিৎকর খাদ্য সংগ্রহে বেশ টান পড়েছে। অবশ্য এজন্য শিকারিটির বিশেষ কোন দুর্ভাবনা ছিল না, কারণ সে জানে এই পাহাড় অঞ্চলে শিকারের কোন অভাব হবে না, এবং জীবন ধারণের জন্য অনেকবারই তাকে রাইফেলের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। আশ্রয়ের মত জায়গা দেখে সে কিছু শুকনো কাঠকুটো সংগ্রহ করে বেশ গনগনে আগুন জ্বালাল, সঙ্গীরা যাতে একটু আরাম করতে পারে। সমুদ্রতীর থেকে তারা এখন প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে, বাতাস এখানে কনকনে। ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রেখে সে লুসির কাছে বিদায় নিয়ে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিকারের সন্ধানে। পেছন ফিরে দেখল বৃদ্ধ ও তার কন্যা সেই আগুনের ধারে উবু হয়ে বসে, আর বাহন তিনটি দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। তারপরেই তারা পাহাড়ের দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেল।

এক গিরিপথ থেকে আরেক গিরিপথ ধরে মাইল দুই হেঁটে সে কিছুই শিকার পেল না, যদিও গাছের চিহ্ন দেখে বা অন্য নানাভাবে সে বুঝতে পারল যে এ অঞ্চলে অনেক ভালুক আছে। অবশেষে দু'তিন ঘণ্টার সন্ধানের পর নিরাশ হয়ে যখন সে ফিরে যাবার কথা ভাবছে, এমন সময় উপরের দিকে নজর পড়তে দেখে। তেন চারশ, ফুট উপরে ঠিক ভেড়ার মত দেখতে একটা জন্তু দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় দুটো বিরাট শিং অদৃশ্য একটা ভেড়ার পালের গোদা। সৌভাগ্যক্রমে জন্তুটা অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল বলে তাকে দেখতে পায় নি। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে অব্যর্থ নিশানায় সে ঘোড়া টিপল জন্তুটা লাফ দিয়ে পাহাড়ের কেনারে কাঁপতে কাঁপতে নীচেব উপত্যকায় পড়ল।

অমন বড় একটা প্রাণীকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলনা, তার পাঁজরা থেকে রান পর্যন্ত খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে সেটা কাঁধে ফেলে ফেরার পথ ধরল। খুব তাড়াতাড়ি চলল, কারণ সন্ধ্যা হয় হয়। সামন্ত এগোতেই সে তার বিপদ বুঝতে পারল। যে সব গিরিপথ তার চেনা সেগুলো থেকে সে বহু দূরে চলে এসেছে, পথ খুঁজে ফিরে যাওয়া বেশ কঠিন। একটা পথ ধরে মাইল খানেক এগোবার পর যে পাহাড়ি ঝরনাটা দেখতে পেল অমন কোন ঝরনা তার পথে ছিল না। সে আর-একটা পথ ধরল, কিন্তু এবারেও দেখল সে ভুল করেছে। এদিকে দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত যখন একটা চেনা জায়গায় এসে পেঁছিল তৎক্ষণে প্রায় অন্ধকার। কিন্তু চেনা পথ হলেও সম্ভব হল না ঠিক পথে এগোনো, কারণ তখনও চাঁদ

ওঠে নি, আর দুদিকের উঁচু উঁচু পর্বত চুড়োগুলোর ছায়ায় অন্ধকার আরও বেশ ঘন হয়ে উঠল। বিরাট বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে পথশ্রান্ত হোপ এবং খাদ্য চলল হোঁচট খেতে খেতে,—সে মনের জোরেই যাচ্ছে লুসির নিকটবর্তী হচ্ছে মনে করে যা নিয়ে চলেছে তাতে পথে আর খাদ্যসমস্যা থাকবে না।

মোড় ফিরতেই সামনে দেখা যাচ্ছে সেই জায়গাটা যেখানে সে আগুনটা জ্বেলেছিল ছাইয়ের মধ্যে তখনও ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলছে,—মনে হল না সে চলে যাওয়ার পর কেউ আগুনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে।

যা ছিল আশঙ্কা-মাত্র, এখন আর তাতে কোন সন্দেহ রইল না। সামনে দ্রুত এগিয়ে চলল সে। আগুনের কাছাকাছি কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই—না ঘোড়া, না খচ্চর, না পুরুষ, না নারী। বোঝা গেল তার অনুপস্থির সময় মহা বিপর্যয় ওদের উপর ঘটে গেছে, অথচ তার কোন চিহ্নই তারা রেখে যায় নি।

তখন জেফারসন হোপ বিমূঢ় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। মাথাটা ঘুরে উঠল, পাছে মাটিতে পড়ে যায় এই জন্য সে রাইফেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। সে উদ্যমশীল মানুষ, তাই সাময়িক নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে উঠতে, অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে একটা অর্ধদগ্ধ কাঠ দিয়ে তারই আলোয় চারদিকটা পরীক্ষা করে দেখতে পেল চারিদিকে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ দেখেই বুঝতে পারল একটা বড় অশ্বারোহী দল আক্রমণ করেছিল এবং পথের নিশানা দেখেই বোঝা যায় যে তারা লবণহ্রদ শহরের দিকেই ফিরে গেছে। তারা কি দুজনকেই নিয়ে গেছে? জেফারসন হোপ সেইটেই ভেবে নিয়েছিল, এমন সময় একটা তার চোখে পড়ল যাতে তার সারা শরীর শিউরে উঠল। একটু দূরে মাটির একটা ঢিবি। আগে ওটা ওখানে ছিল না। একটা নতুন খোঁড়া কবর ছাড়া মনে হয় না। একটু এগিয়ে দেখতে পেল, কবরের উপরে একটা লাঠি পোঁতা, আর সেই লাঠির চেঁরা ডগায় আটকান একটুকরো কাগজ। কাগজের লেখাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট :

জ ন ফে রি য়া র

লবণ হ্রদ শহরের পূর্বতন অধিবাসী

মৃত্যু ৪ঠা আগস্ট, ১৮৬০

যে শক্তসমর্থ সাহসী বৃদ্ধকে সে কিছুক্ষণ হল এখানে রেখে গিয়েছিল, তাহলে মৃত্যু হয়েছে তার, আর এই হল তাঁর স্মৃতিফলক। পাগলের মত সে দেখতে লাগল চারদিকে, যদি আর একটা কবর তার চোখে পড়ে, কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। সেই ভয়ঙ্কর লোকগুলো তাহলে লুসিকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। একজনের হারেমে স্থান পাওয়াই এখন তার ভাগ্যলিপি। লুসির এই পরিণতি সম্বন্ধে এবং তা রোধ করার সম্বন্ধে এবং তার নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধেও নিশ্চিত হল সে, তার মনে হল ভারি ভাল হত যদি বৃদ্ধটির সঙ্গে লুসিও অমন নীরব অন্তিম শয্যায় শায়িত হত।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনোবল না হারিয়ে হতাশা প্রসূত এই কর্মহীনতাকে ছেড়ে ফেলে দিল। যদি আর কিছুই করবার না থাকে, বেঁচে থেকে যে কোন উপায়ে প্রতিহিংসা নেবেই। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে জেফারসনের মনে আরও জোর পেল। নিগ্রোদের সঙ্গে সে বাস করত বলে হয়তো তাদের কাছ থেকেই এ শক্তি সে লাভ করেছিল। অগ্নিকুণ্ডের

পাশে দাঁড়িয়ে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল নিজের হাতে শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারলে তবেই এ দুঃখের একদিন অবসান হতে পারে। তার দৃঢ় মনোবল আর উদ্যমকে ঐ একটিমাত্র লক্ষ্যসাধনে নিয়োজিত করল। ফ্যাকাসে মুখে সে ফিরে গেল যেখানে সে খাদ্যবস্তু ফেলে এসেছিল। আগুনটাকে জেলে কয়েকদিন চলবার মত মাংস তাতে ঝলসে নিল। তারপর সেই মাংসকে বেঁধে অবনম্র পা ফেলে ফেলে চলল ঐ শয়তানদের পথ ধরে।

যে পথ সে ঘোড়ায় চড়ে পার হয়ে এসেছিল, ক্লান্ত দেহে, পাঁচ দিন পরে সে সেই পথে ফিরছে। রাত কাটিয়েছে পাথুরে জায়গার মধ্যে শরীর এলিয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার দিনের আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়েছে। ছ-দিনের দিন ঈগল ক্যানন-এ পেঁছিল,—তাদের অশুভ যাত্রা শুরু হয়েছিল যেখান থেকে। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল সেই সন্তদের দেশ। দুর্বল ক্লান্ত দেহে সে দাঁড়াল রাইফেলের উপর ভর করে, নীরব নগরীটি তার নিচে। দেখতে পেল প্রধান প্রধান রাস্তার পতাকা আর উৎসবের অন্যান্য লক্ষণ। এর কথা চিন্তা করছে, এমন সমন ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তার কানে এল। দেখল একজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে তার দিকে। কাছে আসতে চিনতে পারল—এ হল এক মোর্মন নাম কাউপার,—বস্তু বারহোপ তার অনেক উপকার করেছে। সম্মুখীন হল সে, যদি লুসির অদৃশ্য সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে। বলল, 'আমি জেফারসন হোপ মনে আছে আমাকে?'

মোর্মোন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। সত্যি, এই বীভৎস মুখ আর হিংস্র চোখ, এই অপরিচ্ছন্ন ভবঘুরেকে দেখে ফিটফাট শিকারী তরুণ বলে চেনাই যায় না। শেষ পর্যন্ত তার পরিচয় নিঃসংশয় হতেই তার বিস্ময় আতংকে পরিণত হল।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুমি কি পাগল যে এখানে এসেছ। তোমার সঙ্গে কথা বলছি বলে আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। ফেরিয়ারদের পালাবার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য 'চার মহাত্মাব' নামে তোমার বিরুদ্ধে যে পরোয়ানা বেরিয়েছে।, মনে হয় এখনও শোন নি।

একটুও 'তাদের আমি ভয় করি না, তাদের ওয়ারেণ্টকে না! ব্যগ্রভাবে হোপ বলল 'দেখ কাউপার, নিশ্চয় তুমি এ ব্যাপারে কিছু জান। তোমাকে অনুরোধ করছি, কয়েকটা কথার উত্তর দাও অনেক দিনের তুমি বন্ধু। ঈশ্বরের দোহাই চুপ করে থেকো না।'

'কি প্রশ্ন?' মোর্মোন অস্বস্তির সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'তাড়াতাড়ি কর পর্বতেরও কান আছে, আর গাছেরও চোখ আছে।'

'লুসি ফেরিয়াসের কি হয়েছে জান কি?'

'গতকাল ড্রেবারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। আরে! কি হল? দাঁড়াও, সোজা হয়ে দাঁড়াও।' তুমি যে মরার মত হয়ে গেলে দেখছি।'

অস্ফুট স্বরে হোপ বলল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও!' তার ঠোঁট পর্যন্ত রক্তশূন্য হয়ে গেছে,—যে পাথরটায় ভর করে দাঁড়িয়ে ছিল সেটার উপর ধপাস করে বসে পড়ল সে। বলল, 'কী বললে, বিয়ে হয়ে গেছে কাল রাতে?'

হ্যাঁ গতকালই বিয়ে হয়েছে। বিয়েবাড়িতে সেইজন্যই তো অত পতাকা উড়ছে।

কে তাকে পাবে এই নিয়ে ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসনের মধ্যে বচসা হয়। স্ট্যাঙ্গারসন গুলি করে লুসির বাবাকে মেরে ফেলে। ফলে তার দাবীই নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু এ নিয়ে পরিষদে যখন আলোচনা শুরু হয় তখন ড্রেবারই দলে ভারী হয় এবং গুরুদেব কনেকে তার হাতেই শেষ পর্যন্ত তুলে দেন। অবশ্য কেউই তাকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারবে না। কালই তার মুখ দেখে অনুমান করেছি। সে আর সুন্দর স্ত্রীলোক নেই, একটি যেন প্রেতিনী। তুমি তাহলে ফাঁকিতেই পড়লে বন্ধু ?

তাহলে চললাম। তার মুখের ভাব এমন কঠিন আর এমন রুক্ষ, যেন পাথর কুঁদে তৈরি চোখে ধ্বংসের আগুন যেন জ্বলছে।

'কোথায় চললে বন্ধু ?

'কিছু মনে করো না,' সে জবাব দিল। তারপর বন্ধুকটা কাঁধের উপর ঝুলিয়ে গিরিপথ ধরে চলে গেল বন্য পশুদের আবাসস্থল পর্বতের বুকের মধ্য দিয়ে সেখানে তার মত হিংস্র ও বিপজ্জনক আর কেউ ছিল না।

মোর্মন কাউপারের ভবিষ্যদ্বাণী অমোঘভাবেই ফলল। পিতার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর জন্যেই হোক বা জোর করে এই ঘৃণ্য বিবাহ দেওয়ার জন্যেই হোক, লুসি আর বাঁচেনি। এক মাসের মধ্যেই মৃত্যু হয় তার। ডোবার তাকে বিয়ে করেছিল ফেরিয়ারের সম্পত্তির লোভে, তাই তার মৃত্যুতে সে বিশেষ শোক করল না। কিন্তু তার আর সব স্ত্রীরা তার জন্যে অনেক শোক প্রকাশ করল, এবং মোর্মনদের প্রথা অনুযায়ী কবর দেওয়ার আগের রাতটা জেগে বসে রইল মৃতের পাশে। পরদিন ভোরে স্ত্রীরা শবাধার ঘিরে বসে রয়েছে, এমন সময় তাদের অত্যন্ত আতঙ্কিত ও বিস্মিত চোখের এক ভয়ঙ্কর দর্শক ছিন্নবাস ব্যক্তি সবেগে দরজা ঠেলে সেখানে প্রবেশ করল লম্বা লম্বা পা ফেলে। ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া স্ত্রীলোকদের দিকে একবারও না তাকিয়ে বা একটিও কথা না বলে সে সেই মৃতের কাছে গেল যে দেহে ছিল লুসি ফেরিয়ারের পবিত্র আত্মা। ঝুঁকে পড়ে সসম্মানে তার শীতল কপাল চুম্বন করল, তারপর তার বিয়ের আংটিটা টেনে খুলে নিল তার আঙুল থেকে। তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'না, এটা সুদ্ধ ওকে কবর দেওয়া কোন মতে চলবে না।' কেউ কোনরকম বাধা দেবার আগেই সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে কোথায় যেন চলে গেল। ঘটনাটা এতই আশ্চর্য আর এতই কম সময়ে মধ্যে ঘটে গেল যে, যারা ছিল সেখানে নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করানো তাদের পক্ষেও কঠিন হত যদি বিবাহের নিদর্শন সেই সোনার আংটিটা সেইসঙ্গে অন্তর্হিত না হত।

কয়েক মাস জেফারসন সেই পাহাড়ের মধ্যেই অতিকষ্টে বন্য জীবন যাপন করতে লাগল। প্রতিহিংসার যে তীব্র বাসনা তাকে পেয়ে বসেছে তাকেই সে সযত্নে পালন করে চলেছে। শহরে নানা কাহিনী রটতে লাগল যে একটি কিম্ভুতকার মানুষকে কখনও শহরের উপকণ্ঠে, আবার কখনও নির্জন গিরিপথে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। একদিন একটা বুলেট স্ট্যাঙ্গারসনের জানালা দিয়ে ঢুকে তার এক ফুটের মধ্যে দেয়ালে বিধে যায়। আর একদিন, ড্রেবার যখন পাহাড়ের নীচে দিয়ে যাচ্ছিল তখন একটা প্রকাণ্ড পাথর প্রায় তার উপর গড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি ছিটকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে কোনক্রমে সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। দুই তরুণ মোর্মোন বুঝতে পারল কেন তাদের প্রাণনাশের এরূপ চেষ্টা করা হচ্ছে। শত্রুকে ধরবার আশায় বার বার

তারা পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান চালিয়েও কিন্তু কোনবারই কোন লাভ হল না। তখন তারা খুব সতর্কতার সহিত চলা ফেরা করতে লাগল।

কখনও তারা একাকী বা রাত্রিবেলা বাইরে একবারও বের হত না। তাদের বাড়ির চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা ক'ল। কিছুদিন পরে এইসব ব্যবস্থা তারা শিথিল করে দিল, কারণ প্রতিপক্ষকে আর দেখা গেল না, বা তার কথাও কিছু শোনা যেত না। ফলে তাদের একটু আশা হল যে, তার হিংসা হয়তো বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

কিন্তু মোটেই তা হয় নি। বরঞ্চ জিঘাংসাবৃত্তি আরও প্রবল দেখা দিয়েছে। শিকারীর মন ছিল কঠোর, প্রতিহিংসা তার মনকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে আর কোন ভাবনা-চিন্তার স্থান সেখানে ছিল না। সে ছিল পুরোপুরি বাস্তবপন্থী। শীঘ্রই সে বুঝতে পারল, যে ভাবে সে রাতদিন পরিশ্রম করেছে তার লৌহ কঠিন দেহযন্ত্রও বেশীদিন টিকবে না।

এভাবে রৌদ্রে-বৃষ্টিতে থেকে আর ভাল খাদ্যের অভাবে তার শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। পাহাড়ের মধ্যে মরে গেলে তার প্রতিহিংসার কি হবে? অথচ এভাবে এখানে থাকলে মৃত্যু হবেই। আরো সে বুঝল যে, তাহলে তো তার শত্রুর উদ্দেশ্যই সফল হবে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে নেভাদা খনিতে ফিরে গেল, সেখান থেকে হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে অর্থ যোগাড় করে বিনা কষ্টে অভীষ্ট কার্যে অগ্রসর হতে পারবে।

ভেবেছিল বড় জোর এক বছর হয়ে যাবে। কিন্তু কতকগুলো ঘটনার জন্যে খনি অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসতে তার সময় লাগল প্রায় পাঁচ বছর। কিন্তু তার উপর যে অন্যায় বিচার করা হইয়াছিল তার স্মৃতি, তার প্রতিশোধস্পৃহা অটল, হয়ে রইল। ছদ্মবেশ ও ছদ্ম নাম নিয়ে সে ফিরে গেল সল্ট লেক সিটিতে। নিজের সম্বন্ধে কোন ভাবনা চিন্তা তার মনে নেই যতদিন না প্রতিশোধ সে নিতে পারছে। সেখানে কিন্তু দুঃসংবাদ, কয়েক মাস আগে ঈশ্বর-নির্বাচিত এই উপনিবেশে এক কলহের ফলে কিছু তরুণ, বয়স্কদের ভীষণ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শেষ পর্যন্ত যে দলটি উটা ত্যাগ করে ধর্মান্ত গ্রহণ করে সেই দলে ছিল ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসন, এবং কেউ জানে না কোথায় তারা চলে গেছে। ড্রেবার তার সম্পত্তির একটি বড় সড় অংশ বিক্রি করে প্রচুর অর্থ নিয়ে চলে গেছে সেখান থেকে, আর তার সঙ্গী স্ট্যাঙ্গারসন গেছে অপেক্ষাকৃত অল্প পয়সা নিয়ে। কিন্তু তারা কোথায়, সে বিষয়ে কোন সূত্রই জানতে পাওয়া গেল না সেখান থেকে।

এমন অসুবিধায় পড়লে অনেক প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিই প্রতিশোধের স্পৃহা ত্যাগ করত। জেফারসন হোপ কিন্তু মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাবোধ না কর যে স্বল্প যোগ্যতা তার ছিল তারই সাহায্যে কাজকর্ম জোগাড় করে সে যুক্তরাষ্ট্রের নানান জায়গায় ঘুরতে লাগল সেই দুই শত্রুর সন্ধানে। বছরের পর বছর কেটে গেল, বুড়ো হয়ে গেল তবু তার খোঁজার বিরাম নেই।

এক মানরূপী শিকারী কুকুর যে লক্ষ্যে সে জীবন সমাধী করেছে, সারা মন তারই উপর এ পর্যন্ত নিবদ্ধ। অবশেষে অধ্যবসায়ের পুরস্কার মিলল। একটি জানালাপথে একটি মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্র সে বুঝে নিল যাদের সন্ধানে সে এতদিন ঘুরছে তারা আছে ওহিয়োর ক্লিভল্যাণ্ডে। প্রতিহিংসার সব পরিকল্পনা পাকা করে

সে ফিরে গেল তার বাসায়। ওদিকে ড্রেবার কিন্তু জানালা দিয়ে একবার তাকিয়েই পথের বাউণ্ডুলে লোকটাকে ভালভাবে চিনতে পেরেছিল। তার দুই চোখে ভীষণ ক্রোধ। স্ট্যাঙ্গারসন তখন তার ব্যক্তিগত সচিব। দুজনে মিলে তখনই পুলিসের সঙ্গে দেখা করে জানাল, একজন পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষা ও ঘৃণার ফলে তাদের জীবন বিপন্ন সেই সন্ধ্যায় জেফারসন হোপ বন্দী হল এবং জামিন দিতে না পারায় কয়েক সপ্তাহের জন্য জেলে রইল। শেষ পর্যন্ত যখন মুক্তি পেল তখন দেখল সেখানে কেউ নেই; সে এবং তার সচিব ইউরোপে চলে গেছে।

এর ফলে তাকে অবার বিফল হতে হল। পুঞ্জীভূত ঘৃণার জন্য আবার তার পশ্চাদ্ধাবন শুরু হল। এদিন পয়সার টান পড়েছে, ফলে পাথেয় সংগ্রহের জন্যে আবার তাকে কোন কাজে লাগতে হল। টাকা জমলে তারপর গেল ইউরোপে। নানা স্থানে ঘুরতে লাগল শত্রুর সন্ধানে, জীবিকার জন্যে যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে আপত্তি না করে, কিন্তু কিছুতে পলাতকদের আর সন্ধান মিলল না। ও যখন সেণ্ট পিটার্সবার্গে, শত্রুরা তখন প্যারিসের পথে। আর প্যারিসে গিয়ে শুনল তারা কোপেনহগেন যাত্রা করেছে। ডেনমার্কের এই রাজধানতে সে যখন পৌঁছল তখন যেন কয়েকদিন দেরি হয়ে গেছে, তারা চলে গেছে তখন লণ্ডনে।

শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে সে সন্ধান পায় তাদের। তারপর পুরোনো শিকারীটির মুখে সেখানকার ঘটনাবলী শোনাই ভাল, যেভাবে ডঃ ওয়াটসন তার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছে,—এই ডায়েরির ঋণ অপরিসীম।

১৩। জন ওয়াটসন এম. ডি-র স্মৃতি-চারণের পরবর্ত্তী অংশ

আমাদের বন্দীর প্রবল বাধা দেওয়ার পরেও কিন্তু আমাদের প্রতি তার হিংস্র মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে হল না, কারণ যখনই সে নিজেকে অসহায় বলে বুঝতে পারল অমনি সে বেশ সহজভাবে হেসে উঠল এবং ধস্তাধস্তির সময় সে আমাদের কাউকে আঘাত করে নি বলে বারবার আশা প্রকাশ করল। শার্লক হোমসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আমাকে এখন থানায় নিয়ে যাবেন। আমার গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের বাঁধন খুলে দিলে আমি হেঁটেই ভালভাবে সেখানে যেতে পারতাম। আমি আগের মত হাল্কা নই যে আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন এতে বেশ কষ্ট হবে।

গ্রেগসন আর লেসট্রেডের মধ্যে একটা দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল, হয়ত তারা ভাবল এ ব্যবস্থাটা একটু দুঃসাহসের কাজ হবে। কিন্তু হোমস্ বন্দীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করল, যে তোয়ালে দিয়ে তার দুই গোড়ালি বাঁধা হয়েছিল খুলে দিল সেটা। লোকটি তখন উঠে দাঁড়িয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিল,—নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যেই বোধহয় যে সত্যিই সে এখন মুক্ত হয়েছে। মনে পড়েছে তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল যে অমন সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ খুব কমই দেখেছি। এবং তার রোদে পোড়া লালচে মুখে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর কর্মকুশলতার প্রকাশ ছিল তার গুরুত্বও যেন তার শক্তির চেয়ে খুব কম নয়।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'পুলিশ প্রধানের পদ যদি কোথাও খালি থাকে, আপনি সে পদের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। যেভাবে আপনি আমার

পিছু নিয়েছিলেন সেটা যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় বলে মনে করি।

হোমস গোয়েন্দাযুগলকে বলল, 'তোমরা বরং আমার সঙ্গে চল।'

'আমি গাড়িটা চালিয়ে নেব,' লেস্ট্রেড বলল।

'বেশ। আর গ্রেগসন আমার সঙ্গে ভিতরে এসে বসতে পারে। তুমিও যেতে পার ডাক্তার। মামলাটার ব্যাপারে যখন কৌতূহলী হয়েছে তখন সঙ্গে গেলে তো ভাল হবে দেখা।

খুশি মনেই রাজি হয়ে গেলাম। সবাই একসঙ্গে নামতে লাগলাম সিঁড়ি দিয়ে। বন্দী পালাবার কোন চেষ্টাই করল না, ধীরে ধীরে গিয়ে নিজের গাড়িটায় উঠল আর আমরা উঠলাম তার পরে। গাড়োয়ানের জায়গায় উঠে লেসট্রেড চাবুক চালাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলাম। একটা ছোট ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। একজন পুলিশের লোক সেখানে বন্দীর, আর যার যার মৃত্যুর জন্যে সে অভিযুক্ত হয়েছে তাদের নাম লিখে নিল। পুলিশের লোকটির মুখ সাদা, ভাবাবেগের কোন চিহ্ন তার মধ্যে নেই, নিতান্ত মামুলিভাবে সে কাজ করল। বলল, 'এক সপ্তাহের মধ্যেই বন্দীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে। মিঃ জেফারসন হোপ, ইতিমধ্যে কি আপনার কিছু বলার আছে? সে ক্ষেত্রে আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আপনি যা বলবেন তা লিখে নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনবোধে আপনার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে আদালতে।

বন্দী ধীরে ধীরে বলল, 'অনেক কথাই আমার বলার আছে। ভদ্রমহোদয়গণ, সব কথা বলে আমি আপনাদের কাছে খুব হালকা হতে চাই।

ইন্সপেক্টর বলল 'বিচারের জন্য কথাগুলি লিখে রাখলে ভাল হত না?'

হোপ বলল, 'দেখবেন হয়ত আমার বিচারই কোন দিন হবে না। অমন করে চমকে উঠবেন না, আমি আত্মহত্যার কথা কিন্তু বলছি না। আচ্ছা, আপনি কি ডাক্তার?' এই প্রশ্নটা করার সময় সে ভয়ঙ্কর, কালো চোখে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, 'হ্যাঁ আমি ডাক্তার—'

হাত-কড়া পরানো কব্জি দুটো বুকের দিকে ঘুরিয়ে সে তখন হাসিমুখে বলল 'তাহলে আপনার হাতটা এখানে একবার রাখুন।'

আমি তাই করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম বুকের ভিতরে একটা অস্বাভাবিক ধরনের দপদপানি চলেছে ভিতরে। একটা শক্তিশালী ইঞ্জিন চললে পুরনো বাড়ি যেমন করে কাঁপে, তার বুকের পাঁজরা ও তেমনি-ভাবেই কাঁপছে। ঘরের নীরবতার মধ্যে ঐ গুণ গুণ শব্দও আমি শুনতে পেলাম।

আমি চীৎকার করে বললাম, 'একি! আপনার যে হৃদপিণ্ডের রক্তবাহিকা ধমনীর স্ফীতরোগ হয়েছে।'

শান্তভাবে সে বলল, 'হ্যাঁ, ঐ অসুখের কথাই ডাক্তার বলছিস। গত সপ্তাহে এক ডাক্তারকে দেখাতে গিয়েছিলাম, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কয়েক দিনের মধ্যেই এ ফেটে যাবে বেশ কয়েক বছর ধরে খারাপ হতে হতে এই অবস্থায় পৌঁচেছে। এর জন্ম হয়েছে সল্ট লেক অঞ্চলে ঠাণ্ডা লাগায় আর খাদ্যের অভাবে তা এখন তো, আমার কাজ শেষ করে মারা যাব এ নিয়ে আর কোন ভাবনা কিন্তু আমার নেই। তবে, মরবার আগে সমস্ত

ভালভাবে বলে যেতে চাই,—একটা সাধারণ খুনে বলে লোকে আমায় ধারণা করল এ আমি চাই না।'

তাকে কাহিনীটি বলতে দেওয়া উচিত হবে কি না সে বিষয়ে ইন্সপেক্টর ও দুজন গোয়েন্দার মধ্যে একটা দ্রুত আলোচনা হল।

ইন্সপেক্টার প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তার আপনি কি মনে করেন এখনি কোন বিপদ ঘটতে পারে?'

বিপদ ঘটতে 'নিশ্চয় পারে,' আমি জবাব দিলাম।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'তাহলে তো ন্যায়-বিচারে স্বার্থে আমাদের কর্তব্য একটা বিবৃতি লিখে নেওয়া। দেখুন, আপনি যদি ইচ্ছা করেন সব কথা খুলে বলতে পারেন। তবে আবার আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনার সব বিবৃতিই লেখা হয়ে যাবে।'

'আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি বসে বসে বলছি।' এই বলে সে বসে পড়ল। তারপর বলল, 'এই স্ফীতি রোগ আমাকে সহজেই ক্লান্ত করে ফেলে। তার উপর আধ ঘণ্টাটাক আগে যে ভাবে ধস্তাধস্তি হয়েছে তাতে নিশ্চয় তার আরও অবনতি হয়েছে। আমি এখন একেবারে কবরের কিনারায় এসে পেঁছে গেছি, সুতরাং কোন মিথ্যে কথা বলব না। যা বলছি সম্পূর্ণ সত্য, এবং সে বিবৃতি কিভাবে কাজে লাগাবেন সে ভাবনা আপনাদের, আমার তাতে কিছুই এসে যায় না।'

এই কথা বলে জেফারসন হোপ চেয়ারে হেলান দিয়ে নিম্নলিখিত বিস্ময়কর বিবৃতিটি আরম্ভ করল। এমন শান্ত সুশৃংখলভাবে সে কথা সব বলতে লাগল যেন ঘটনাগুলি খুবই সাধারণ। এই বিবরণের যথার্থতার সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, কারণ লেস্ট্রেডের নোটবুক আমি দেখেছি, বন্দীর কথাগুলি অবিকল লেখা হয়েছিল।

'এই দুটি লোকের উপর আমার ঘৃণার কারণ আপনাদের জানার প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকুই যথেষ্ট যে —একটি পিতা আর একটি সুন্দরী কন্যার মৃত্যুর জন্যে এরা একমাত্র দায়ী। সুতরাং পৃথিবীতে থাকার অধিকার ওরা হারিয়েছে। আর হত্যা-কাণ্ডের পরে কত দিন কেটে গেছে যে কোন আদালত থেকেই তাদের নামে দণ্ডাজ্ঞা আদায় করা একেবারে অসম্ভব। তারা খুনী অপরাধী তাই ঠিক করলাম এক্ষেত্রে আমিই একধারে হাকিম আর জুরি আর শাস্তিদাতা। এবং এ-অবস্থায় আপনারাও তাই করতেন, যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আপনাদের মধ্যে থাকে।

'যে মেয়েটির কথা বললাম, কুড়ি বছর আগে আমাকেই তার বিয়ে করবার কথা ছিল। ঐ ড্রেবারকে বিয়ে করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল। ফলে তার মৃত্যু হল। তার মৃতদেহের আঙুল থেকে জোর করে বিয়ের আংটিটা আমিই খুলে নিয়েছিলাম। সেসময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মৃত্যুকালে ঐ ড্রেবারের চোখের দৃষ্টি থাকবে আংটিটার উপরে, আর যে অপরাধের জন্য তার শাস্তি হবে তাই হবে তার শেষ চিন্তা। আংটিটা সঙ্গে নিয়ে তাকে এবং তার সহযোগীকে অনুসরণ করে আমি দুটো মহাদেশে ঘুরে তবে তাদের ধরতে পেরেছি। তারা ভেবেছিল আমি শ্রান্ত হয়ে সরে যাব, কিন্তু তা পারি নি। কাল যদি আমি মরি,—সেটাই তবে সম্ভব, তবে একথা জেনে মরব যে পৃথিবীতে আমার কাজ যা করার তা হয়েছে—ভাল ভাবেই। তারা ধ্বংস হয়েছে। এতেই আমি শান্তিতে মরতে পারব।

ওরা ছিল ধনী আর আমি দরিদ্র, যে জন্যে ওদের পিছু নেওয়ার কাজ খুব সহজ ছিল না আমার পক্ষে। লণ্ডনে যখন আমি আমার পকেট তখন প্রায় শূন্য। সুতরাং কিছু কাজকর্ম না করলে উপায় নেই। ঘোড়ার গাড়ি চালানো আর ঘোড়ায় চড়া আমার কাছে হাঁটার সামিল, তাই এক ঘোড়া গাড়ির মালিকের কাছ থেকে ভাড়া নিলাম এবং আর তাকে কিছু দিতে হবে আমার, এই শর্তে রাজি হলাম। খুব একটা বেশি প্রায়ই থাকত না, তাহলেও যা-হোক করে চালিয়ে যেতে লাগলাম কোন রকমে। প্রথমে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হত পথ-ঘাটের হিসেব রাখা, কারণ, আমার মনে হয়, এই লণ্ডন শহরের মত এমন গোলকধাঁধার শহর আর কোথাও নেই। যাই হোক একটা মানচিত্র আমার কাছে ছিল, তাই প্রধান হোটেল আর স্টেশনগুলো চিনে নেবার পর আর বিশেষ কোন অসুবিধে হয় নি।

'আমার দুই প্রধান শত্রু কোথায় থাকে সেটা বের করতেই অনেকদিন কেটে গেল। খুঁজতে খুঁজতে তাদের পেয়ে গেলাম। নদীর ওপারে কাম্বার-ওয়েলের একটা বোর্ডিং-হাউসে তারা থাকে। একবার যখন তাদের সন্ধান পেয়েছি মনে করলাম তাদের যেন হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। মুখে দাড়ি গজিয়েছে কাজেই তাদের পক্ষে আমাকে চিনবার এখন কোন সম্ভাব নেই। সুযোগের অপেক্ষায় সবসময় তাদের পিছনে লেগে রইলাম। মনে স্থির করলাম, এবার আর পালাতে দেব না কোন মতেই।

'কিন্তু তা সত্ত্বেও একবার ওরা প্রায় আমায় ফাঁকি দিতেই বসেছিল। লণ্ডনের মধ্যে যেখানেই ওরা যাক, ঠিক আমি ওদের পিছু পিছু গেছি। কখনও গাড়ি চড়ে কখনও বা পায়ে হেঁটে আমি ওদের পিছু নিয়েছি, কিন্তু গাড়িতেই সুবিধে বেশি, কারণ বেশি পেছনে ফেলতে পারত না। আয় যা করতাম তা কেবল ভোরবেলা, না হয় অনেক রাত্রে, আর সেইজন্যে মালিকের কাছে আমার দেনা বেড়ে যেতে লাগল। যাই হোক তার জন্যে আর আমার ভাবনা কী, যদি শত্রুদের নাগালের মধ্যে কোন একদিন পেয়ে যাই!

'তারা খুবই চতুর। তাদের যে অনুসরণ কর হলেও হতে পারে এটা তারা বেশ বুঝেছিল। তাই কখনও তারা কেউ একা বা রাতের বেলায় কোথাও বের হত না। পনেরো দিন ধরে প্রতিটি দিন তাদের পিছু পিছু গাড়ি চালালাম, কিন্তু একবারও তাদের একা পেলাম না। ড্রেবার প্রায় সময়ই পড় মাতাল হয়ে থাকত, কিন্তু স্ট্যাঙ্গারসনকে বাগে পাওয়াই খুব মুশকিল। সকাল-সন্ধ্যা তাদের উপর নজর রেখেছি, কিন্তু সুযোগের আগে দেখা পাই না। তাই বলে একটুও আশা ছাড়লাম না। কে যেন আমাকে কানে কানে বলত লগ্ন আগতপ্রায়। একমাত্র ভয় ছিল, বুকের এইটে আগেই ফেটে গিয়ে আমার কাজকে অসমাপ্ত রেখে না দেয়। বারবার ঈশ্বরের কাছে এই নিয়ে প্রার্থনা করতাম।

'শেষ পর্যন্ত একদিন সন্ধেবেলায় আমি টরকোয়ে টেরেস-এ (যেখানে ওরা থাকত সে রাস্তার নাম) গাড়ি নিয়ে যাওয়া আসা করছি এমন সময় দেখলাম।

একটা গাড়ি এসে তাদের দরজার থামল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাল গাড়িটায় তোলা হল, তার পেছন-পেছন এল ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসন গাড়িতে। উঠতেই গাড়িটা ছেড়ে দিল ওদের নিয়ে। ঘোড়ায় চাবুক চালিয়ে আমিও পেছনে পেছনে রাখলাম ওদের, ভারি খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে হয়ত ওরা বাড়ি পালটাতে যাচ্ছে। ইউস্টন স্টেশনে

এসে ওরা নামল, আর আমিও একটা ছেলের উপর ঘোড়াটা ধরবার ভার দিয়ে ওদের পিছু পিছু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গেলাম। লিভারপুলের ট্রেনের সময় কখন জানতে চেয়ে ওরা গার্ডের কাছে শুনল একটা গাড়ি এইমাত্র ছেড়ে গেছে, পরের গাড়ি কয়েক ঘণ্টা দেরি হবে। শুনে স্ট্যাঙ্গারসন ভারি মুষড়ে পড়ল, ড্রেবার কিন্তু মনে হল যেন খুব খুশিই হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে আমিওদের খুব কাছে সেজন্য সে সব কথাই আমার কানে এল। ড্রেবার বলল তার একটা ব্যক্তিগত কাজ আছে এবং যদি স্ট্যাঙ্গারসন তার জন্যে এখানে অপেক্ষা করে অবিলম্বেই সে এসে যাবে। কিন্তু স্ট্যাঙ্গারসন এ কথায় তাকে ধমক দিয়ে মনে করিয়ে দিল যে কথাই ছিল সব সময়ে একত্রে থাকবে। ড্রেবার বলল ব্যাপারটা একটু গোপনীয়, তাকে তাই বাধ্য হয়েই একা যেতে হচ্ছে। এ কথায় স্ট্যাঙ্গারসন কি বলল ঠিক শুনতে পেলাম না,কিন্তু তা শুনে ড্রেবার রেগে গালাগালি দিতে লাগল, আরো বলল সে মাইনে করা চাকর ছাড়া কিছু নয়, সুতরাং হুকুম করার কোন ক্ষমতা তার নেই। সেক্রেটারিটি তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বলল শেষ ট্রেনটাও যদি ধরতে না পারে, যেন হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখাকরে। উত্তরে ড্রেবার বলল যে তার আগেই সে এই প্লাটফর্মে এসে যাবে, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল।

'দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এতদিনে ধরা দিল। শত্রুদের পেলাম এবার হাতের মুঠোয়। একত্র থাকলে হয়ত তারা পরস্পরকে রক্ষা করতে পারত, কিন্তু একা একা তারা একেবারে অসহায়। অবশ্য তাড়াতাড়ি কোন কাজ করলাম না। ছক আমার তৈরি করাই ছিল। অপরাধী যদি আমাকে চিনবার সময় পায়, কেন প্রতিহিংসা তার মাথায় নেমে এসেছে তা বুঝতে না পারে, তা হলে আর প্রতিশোধের মজা কি! আমি যে ছক তৈরী করেছি তাতে যে লোক আমার প্রতি অন্যায় অবিচার করেছে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে তার অতীত পাপই তাকে আজ ধরিয়ে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে কয়েক দিন আগে এক ভদ্রলোক ব্রিক্সটন রোডের একটা বাড়ি দেখতে এসে একটা বাড়ির চাবি আমার গাড়িতে ফেলে যান। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় এসে তিনি চাবিটা নিয়ে যান। কিন্তু সেই ফাঁকে চাবিটার একটা ছাঁচ করে আমি একটা ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে নি।

'হাঁটতে হাঁটতে এসে সে পর-পর দুটো মদের দোকানে গিয়ে ঢুকল আবার সেখান থেকে বেরোল,—পরেরটায় ছিল প্রায় আট ঘণ্টা। বেরিয়ে যখন এল সে তখন টলছে, তার প্রচুর নেশা হয়েছে। ঠিক আমার গাড়ীর সামনেই আর একটা গাড়ি ছিল, ও ডাকল সেটাকে। আমিও চললাম তার পিছু-পিছু। ওয়াটার্লু ব্রিজ পার হয়ে আমরা আবার সেই জায়গাটায়, যেখানে ও গাড়িতে উঠেছিল। ওই বাড়ীতে আসার ওর কী উদ্দেশ্য আমি ধরতে পারলাম না, যাই হোক বাড়িটা থেকে একশো গজের মত পেছনে থেকে আমিও গাড়ি থামালাম। ও বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকল, গাড়িটাও চলে গেল। —এক গ্লাস জল দিন দয়া করে, কথা কইতে কইতে গলাটা শুকিয়ে গেছে।

তার হাতে গ্লাসটা দিলাম। সে জল খেল।

আবার বলতে লাগল, 'পনেরো মিনিট বা কিছু বেশী সময় অপেক্ষা করে রইলাম। এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ শুনতে পেলাম। পরমুহূর্তে দরজাটা সজোরে খুলে গেল, আর দুজন লোক ঘর থেকে বেরিয়ে এল,—একজন ড্রেবার,

অপর জন একটি বেশ তরুণ, তাকে আমি এর আগে কখনও দেখি নি। তরুণটি ড্রেবারের গলা চেপে ধরেছে। সিঁড়ির মাথায় পেঁছে সে ড্রেবারকে এমন একটা লাথি মারল যে সে রাস্তায় ছিটকে পড়ল। হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে সে চীৎকার করে বলল, 'ব্যাটা পথের কুকুর! মেয়েছেলেকে অসম্মান করবার উচিত শিক্ষাই তোকে দেব।' তরুণটি রেগে একেবারে আগুন। মনে হল, সে ড্রেবারকে লাঠি পিটিয়ে একেবারে শেষ করে দেবে। কিন্তু অভদ্র ড্রেবার ততক্ষণে সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। মোড় পর্যন্ত ছুটে এসে আমার গাড়িটা দেখতে পেয়েই তাতে উঠে পড়ল। বলল, 'হ্যালিডে'স প্রাইভেট হোটেল-এ নিয়ে চল।'

'ও গাড়ির মধ্যে উঠে বসলে আমার বুক আনন্দে এমন নেচে উঠল যে, ভয় হল যে আমার "অ্যানেউরিজম ফেটে" যায় বুঝি। আস্তে আস্তে চললাম এই কথা চিন্তা করতে করতে, কী এখন করা কর্তব্য। ভাবলাম গ্রামাঞ্চলে নিয়ে গিয়ে কোন নির্জন রাস্তায় ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করি। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এমন সময় আমার হয়ে ও-ই সমাধান করে দিল। মদ্যপানের নেশা আবার ওকে যেন পেয়ে বসল, একটা মদ্যালয়ের সামনে আমায় থামতে বলল। ভিতরে গেল, আমাকে ওর জন্যে একটু অপেক্ষা করতে বলে। সেখানে সে দোকান বন্ধ হওয়া পর্যন্ত থাকল। ফিরে যখন এল ততক্ষণে ওর নেশা এমন সংঘাতিক ধরনের হয়েছে যে, বুঝলাম যে, এ খেলার ফলাফল এখন একেবারে আমার হাতের মুঠোয়।

ভেবে বলবেন না যে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে খুন করতে চেয়েছিলাম। তা করলে সুকঠোর ন্যায়ের দণ্ডই হত। কিন্তু আমার মন তাতে একটুও সায় দিল না। অনেকদিন আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম, তাকে বাঁচাবার একটা সুযোগ আমি কিন্তু দেব, অবশ্য যদি সে সুযোগের সুবিধাটা করে নিতে পারে। আমার যাযাবর জীবনে আমেরিকায় আমি নানা ধরনের চাকরি করেছি। একসময় ইয়র্ক কলেজের গবেষণাগারে দারোয়ান ও ঝাড়ুদারের কাজও আমি করেছি। একদিন অধ্যাপকমশায় বিষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি ছাত্রদের একটা উপক্ষার জাতীয় জিনিস তাদেরকে দেখালেন। দক্ষিণ আমেরিকায় তীরের ফলার লাগাবার একরকম বিষ থাকে তিনি সেটা প্রস্তুত করেছেন। বিষটি এতই তীব্র যে এক গ্রেণ খেলেই মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে। বোতলটা আমি ভাল করে চিনে রাখলাম। তারপর সকলে ঘর ছেড়ে চলে গেলে খানিকটা নিয়ে নিলাম। ওষুধ তৈরির কাজটা আমি ভালই জানতাম। সেই উপক্ষার জাতীয় জিনিস দিয়ে ছোট ছোট বড়ি বানিয়ে প্রত্যেকটি বড়িকে ঠিক ওই রকম দেখতে আর একটি সাধারণ বড়ির সঙ্গে একটা বাক্সে পুরে রাখলাম। সেই সময়েই মনে মনে স্থির করেছিলাম, শুভক্ষণ যখন আসবে তখন ভদ্রলোকরা প্রত্যেকে একটা বাক্স থেকে একটা বড়ি তুলে নেবে, আর যেটা থাকবে সেটা আমি অবশেষে খাব। সে ব্যবস্থা হবে হাতের কাছ থেকে গুলি করার মতই মারাত্মক অথচ নিঝঞ্ঝাট। সেদিন থেকে বড়ির বাক্সগুলি আমি সব সময় সঙ্গে নিয়ে ফিরতাম। এতদিনে সেগুলি ব্যবহার করবার সময় এল।

'রাত তখন সাড়ে বারোটা বেজে গেছে, কনকনে ঠাণ্ডা; যেমন ঝড় তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। তবে, বাইরের এই দুর্যোগ যতই হোক প্রাণে তখন ভীষণ আনন্দ, ইচ্ছে হচ্ছে সে আনন্দ প্রকাশ করি চিৎকার করে অট্টহাসি হেসে। আমার তখনকার মনের অবস্থা

আন্দাজ করতে পারবেন যদি দীর্ঘ বিশ বছর কোন বস্তুর সন্ধানে কাটাবার পর দেখেন তা হঠাৎ একেবারে হাতেই পৌঁছে গেছে। একটা চুরুট ধরালাম, শান্ত হওয়ার আশায় সুখ টান দিতে লাগলাম তাতে কিন্তু তবুও আমার হাত কাঁপছে, বুক টন-টন করছে উত্তেজনার জন্য। চলেছি, আর দেখছি মিষ্টি মেয়ে লুসি আর বৃদ্ধ জন ফেরিয়ার অন্ধকারে মিটমিট করে হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে,—এমন স্পষ্ট, যেমন এখন আপনাদের দেখছি। সমস্ত পথটা দুজনে ঘোড়ার দু-দিকে থেকে সমানে চলেছে যেন আমরা সামনে। শেষ পর্যন্ত ব্রিক্সটন রোডের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছিলাম।

'কোথাও কোন জনমানবের সাড়া নেই, কোন শব্দও কোথাও শোনা যাচ্ছে না কেবল বৃষ্টির শব্দ ছাড়া। জানলা দিয়ে দেখলাম, ড্রেবার নেশার ঘোরে জড়সড় হয়ে ঝিমিয়ে বসে রয়েছে। হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "নামার সময় হয়েছে।"

'ও বলল "ও, আচ্ছা।" তাহলে নামি।'

'মনে হল সে ভেবেছে আমরা তার কথামতই হোটেলে এসে গেছি। কোন কথাটি না বলে নেমে এল এবং আমার পিছু পিছু বাগানের দিকে পা দিল। তখনও তার শরীর ভীষণ টলছে, তাই তাকে খাড়া রাখতে দুজন পাপাপাশি হাঁটতে লাগলাম। দরজা খুলে তাকে নিয়ে সামনের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সত্যি বলছি সারা পথ বাবা আর মেয়ে আমাদের আগে আগেই হেঁটে এসেছে দুজন।

'পা ঠুকতে ঠুকতে সে বলে উঠল, 'এ যে নরকের অন্ধকার।'

'আমি বললাম, "এক্ষুনি আলো হবে।" সঙ্গে একটা মোমবাতি এনেছিলাম, দেশলাই জেলে ধরালাম সেটা। তারপর মোমবাতির আলোটা আমার নিজের মুখে ফেলে তার দিকে ফিরে বললাম, "আচ্ছা এনক ড্রেবার বল তো আমি কে?"

'মদের নেশায় ক্ষীণদৃষ্টি চোখ মেলে মুহূর্তের জন্য সে আমার দিকে একবার তাকাল। তারপর তার চোখে দেখলাম যেন বিভীষিকার ছায়া। তার সারা দেহ তখন কাঁপতে লাগল। বুঝলাম সে আমাকে চিনতে পেরেছে। বিবর্ণ মুখে সে একটু পিছিয়ে গেল। ভুরুর উপর তার বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হতে লাগল। তার সে অবস্থা দেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে অট্টহাস্যে হাসতে লাগলাম। আমি ভালভাবে জানতাম, প্রতিশোধ বেশ মধুর, কিন্তু মনের যে আনন্দ সেই মুহূর্তে লাভ করলাম কোনদিন তা পাইনি।'

'বললাম, "জানিস কুত্তা, সল্ট লেক সিটি থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ আমি তোর পিছু পিছু ছুটেছি, কিন্তু প্রতিবারেই তুই আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছিস। তোর পথ চলার আজ শেষ হল, কারণ হয় তুই, না হয় আমি আর কাল সূর্য ওঠা দেখব না।" আমার ঐ কথায় সে ভয়ে আরও পিছিয়ে গেল, আর তার মুখের ভাবে বুঝলাম আমায় সে পাগল বলে মনে করেছে। আর, বলতে কী, তখনকার মত আমি সত্যি পাগলই বনে গিয়েছিলাম,—কপালের শিরাগুলোয় যেন তখন হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। আমি হয়ত অজ্ঞানই হয়ে যেতাম যদি না নাক দিয়ে রক্ত পড়ে আমার যন্ত্রণার কিছুটা উপশম না হত।'

'দরজা বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা তার মুখের সামনে নাচাতে নাচাতে বললাম, 'লুসি ফেরিয়ারকে' এখন তোমার কেমন মনে হচ্ছে? শাস্তি বড়ই দেরী হয়েছে, কিন্তু অবশেষে

সে এখানে এসেছে।' আমার কথা শুনে তার ভীরু ঠোঁট দুটো বেশী করে কাঁপতে লাগল। হয় তো সে প্রাণভিক্ষা চাইত, কিন্তু সে ভাল করেই জানত তাতে কোন লাভই হবে না।

তোতলাতে তোতলাতে বলল, "তুমি কি আমায় হত্যা করবে ?"

'আমি বললাম, "হত্যা ? হত্যা কিসের ? একটা কুত্তা—তাকে মারা আবার হত্যা নাকি ? কী দয়া তুই সে সময় দেখিয়েছিল যখন আমার প্রিয়তমাকে তার নিহত পিতার কাছে থেকে টানতে টানতে তোর নির্লজ্জ হারেমের মধ্যে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলি ?"

কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "কিন্তু আমি তো তার বাবাকে খুন করিনি।" বড়ির বাক্সটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমি আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে বললাম, 'কিন্তু তার নিষ্পাপ হৃদয়কে তুই চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিস। উপর থেকে ঈশ্বর আমাদের বিচার করুন। যে কোন একটা বেছে নিয়ে এর থেকে খেয়ে ফেল। এর একটায় আছে মৃত্যু, অপরটায় আছে জীবন। যেটা তুই রেখে দিবি সেটাই আমি খাব। দেখা যাক, পৃথিবীতে ন্যায়-ধর্ম আছে না কি নেই।

চিৎকার করে কুঁকড়ে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগল। তখন আমি ছুরিটা খুলে ওর গলার কাছে ধরতে তবে সে রাজি হল। তখন আমি গিলে ফেললাম অন্যটা। তারপর দু-জনে দু-মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে,—অপেক্ষা করছি, কে মরবে আর কে বাঁচবে। বিষ শরীরে প্রবেশ করার যন্ত্রণার প্রথম যখন সে পেল, তার তখনকার মুখভঙ্গিতে যে ছবি ফুটে উঠেছিল তা কি আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব ? আমি তখন তাকে দেখছি আর হাসছি, লুসির আংটিটা তখন ওর চোখের সামনে ধরে। অবশ্য মাত্র মুহূর্তকালের জন্যে, কারণ বড়িটা কার্যকরী হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। যন্ত্রণায় তার শরীর বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে, দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে সে টলতে লাগল,—আর তারপরেই অত্যন্ত কর্কশ চিৎকার করে পড়ে গেল দড়াম করে। লাথি মেরে ওকে চিত করে ফেললাম. তারপর তার বুকে হাত রাখলাম। কোন স্পন্দন নেই, মৃত্যু হয়েছে তার।

'আমার নাক দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে, কিন্তু আমার সেদিকে একটুও খেয়াল নেই। সেই রক্ত দিয়ে দেয়ালে কিছু লিখবার ধারণা আমার মাথায় কেমন করে এল আমি জানি না। হয়তো পুলিশকে ভুলপথে চালাবার দুষ্ট বুদ্ধি থেকেই সেটা জন্মেছিল। আমার মন তখন বেশ হাল্কা ও খুশিতে ভরা। আমার মনে পড়ল, নিউ ইয়র্কে একজন জার্মানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল যার উপর 'রাচে' শব্দটা লেখা ছিল, আর সংবাদপত্রে মন্তব্য হয়েছিল যে ওটা গুপ্ত সমিতিই কাজ। মনে হল, যা নিয়ে নিউ-ইয়র্কের পুলিশ ধাঁধায় পড়েছিল, তাতে লণ্ডনের পুলিশরাও নিশ্চয় ধাঁধায় পড়বে। তাই নিজের রক্তেই আঙুল ডুবিয়ে দেয়ালের গায়ে রাচে কথাটা লিখে দিলাম। কেউ কোথাও নেই। রাত তখন অনেক। গাড়ি চালিয়ে কিছুদূর গিয়ে যে পকেটে লুসির আংটিটা রাখতাম সেই পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আংটি নেই। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কারণ আমার কাছে তার আংটিটিই একমাত্র স্মৃতি চিহ্ন। ড্রেবারের মৃতদেহের উপর যখন ঝুঁকেছিলাম তখনই হয়তো সেটা সেখানে পড়ে গেছে, এই কথা ভেবে আবার

ফিরে গেলাম, পাশের একটা রাস্তায় গাড়ি রেখে সাহসের সঙ্গে। কারণ আংটিটা ফিরে পাবার জন্য আমি সব কিছু করতে রাজী। কিন্তু সেখানে পেঁছানমাত্রই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা একজন পুলিশ অফিসারের হাতে পড়ে গেলাম। কোন রকমে পাড় মাতালের মত ভান করে তার সন্দেহের হাত থেকে রেহাই পেলাম। 'এনক্ ড্রেবারের মৃত্যু এইভাবে হল। শুধু স্ট্যাঙ্গারসনকেও এই পরিণতিতে শেষ করা তাহলেই জন ফেরিয়ারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। শুনেছি সে হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে আছে, তাই আমি হোটেলের কাছে ঘুর ঘুর করলাম। কিন্তু একবারও বেরোল না সে। যখন দেখল ড্রেবার ফিরল না, হয়ত কোন সন্দেহ তার মনে এসে থাকবে। সে ছিল যেমন শয়তান তেমনি সাবধানী। কিন্তু ঘর থেকে না বেরিয়ে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে এই যদি মনে করে থাকে তাহালে সে খুব ভুল করেছে। ওর শোবার ঘরের জানালা কোনটা তা জানতে আমার বেশী দেরী হল না। হোটেলের পিছনে কয়েকটা মই পড়ে ছিল, খুব ভোরে, তখন সবে অন্ধকার হালকা হয়ে আসছে, একটা মইয়ের সাহায্যে তার ঘরে ঢুকে জাগালাম তাকে। বললাম, 'বহুদিন আগে সে যে হত্যাকাণ্ড করে এসেছে তার জবাবদিহি করতে হবে এখন। ড্রেবারের কিভাবে মৃত্যু হয় তাকে সব জানালাম, বিষাক্ত বড়ি থেকে বেছে নেবার সুযোগ তাকেও দিলাম। এতে বেঁচে যাওয়ার যেটুকু সুযোগ ছিল তা সে গ্রহণ না করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল আমার গলা লক্ষ্য করে। আত্মরক্ষার তাগিদে তখন আমায় বাধ্য হয়ে তাঁর বুকে ছুরি বসাতে হল। অবশ্য এ না হলেও পরিণতিতে কোন হেরফের হত না, কারণ দৈব কখনই সেই অপরাধীকে বিষ-বড়ি ছাড়া অন্যটা বেছে নিতে দিত না।

'আর বিশেষ কিছু বলার নেই। আমারও সময় ঘনিয়ে এসেছে। যাহোক, তার পরেও পথে পথে গাড়ি চালাতে লাগলাম। উদ্দেশ্য ছিল, এইভাবে কিছু টাকা জমলেই আমেরিকায় ফিরে যাব। আস্তাবলেই দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় একটা হতচ্ছাড়া ছেলে আমাকে বলল যে ২১১ বি, বেকার স্ট্রীটের এক ভদ্রলোক জেফারসন হোপের গাড়িটা চাইছেন। কোনরকম সন্দেহ না করেই চলে এলাম। তারপর—এই যুবকটি আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন, আর এত সুন্দরভাবে কাজটি করালেন যে জীবনে তেমনটি কখনও দেখি নি। ভদ্রমহোদয়েরা, আমার কাহিনী এখানে শেষ। আপনারা আমাকে খুনী মনে করতে পারেন ; কিন্তু আমি মনে করি, আমিও আপনাদেরই মত একজন ন্যায়ের রক্ষক।' এতে ভগবানের বিষয়ে আমি একটুও দোষী নই।

লোকটির কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর তার বাচনভঙ্গি তেমনি হৃদয়গ্রাহী,—তাই আমরা একেবারে বিভোর হয়ে শুনছিলাম একটিও কোন কথা না বলে। এমনকি দুই ডিটেক-টিভের পর্যন্ত এই লোকটির কাহিনীতে প্রচুর কৌতূহল জেগেছে মনে হল। তার কথা শেষ হলে আমরা কয়েক মিনিট বসে রইলাম চুপচাপ. শব্দ যা হচ্ছিল সে শুধু লেসট্রেডের পেন্সিলের লেখার শব্দ বিবৃতিটা সে শর্ট হ্যান্ড-এ লিখে নিয়েছিল। তারপর শার্লক হোমস্ বলল, 'কেবল একটা ব্যাপারে আমার একটু জানবার আছে। আংটির বিজ্ঞাপন দেখে যে দাবি করতে এসেছিল সেই সহকর্মীটি কে?'

বন্দী আমার বন্ধুর দিকে চোখ টিপে ঠাট্টার সুরে বলল, 'আমার গোপন কথা আপনাদের সব বলতে পারি, তাই বলে অন্যকে তো কোন বিপদে ফেলতে পারি না।

বিজ্ঞাপনটা আমিই দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, এটা একটা চালাকিও হতে পারে। আবার আমার প্রত্যাশিত আংটিটা হলেও হতে পারে। আমার এক বন্ধু স্বেচ্ছায়ই গিয়েছিল। সে যে অতি নিপুণতার সঙ্গেই তার কাজ করেছে সেটা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করতে বাধ্য।'

হোমস সানন্দে বলল, 'সেবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারেই না।'

খুব গম্ভীরভাবে ইনস্পেকটর বলল, 'যাই হোক, ভদ্রমহোদয়গণ, আইনের যা যা করণীয় সেগুলো এখন মেনে চলতেই হবে। বৃহস্পতিবার আসামীকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হবে। এবং সেই সময়ে আপনাদেরও উপস্থিত থাকতে হবে। সেই সময় পর্যন্ত এর দায়িত্ব আমাদের উপর।' এই বলে সে ঘণ্টা বাজাল। জন-দুই ওয়ার্ডার এসে জেফারসন হোপকে সেখান থেকে নিয়ে চলে গেল। আর হোমস্ আর আমি থানা থেকে ফিরে এলাম বেকার স্ট্রীটের বাড়ীতে।

১৪। উপসংহার

আমাদের সকলকেই বলা হয়েছিল বৃহস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত থাকতে। কিন্তু বৃহস্পতিবার যখন এল তখন আর আমাদের সাক্ষ্যদানের কোন দরকারই হল না। সকলের 'শেষ বিচারক' তখন কেসটা তিনি নিজ হাতেই নিয়েছেন ; জেফারসন হোপকে এমন একটা বিচারালয়ের সামনে ডাকা হয়েছে যেখানে সে ন্যায় বিচারই পাবে। গ্রেপ্তার হবার দিন রাতেই তার স্ফীত ধমনীটা ফেটে যায়। সকালে দেখা যায় সে কারাকক্ষের মেঝেয় সটান হয়ে শুয়ে আছে। স্মিত হাসিতে মুখখানি যেন উদ্ভাসিত ; সে যেন মৃত্যুকালে একটি সার্থক জীবন ও সুসম্পন্ন কর্মের দিকে তাকিয়ে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা কথায় কথায় হোমস বলল, 'আহা, ভারি ক্ষেপে উঠবে গ্রেগসন আর লেসট্রেড এ খবরটা শুনে। কেমন লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ল!'

আমি বললাম, 'কেন, এ মামলায় তো তারা কিছুই করেনি বলতে হবে।'

আমি বললাম 'তাকে গ্রেপ্তারে কোনমতেই করতে পারত না।'

হোমস্ বলল, আমরা যা করি ফলের আশ না রেখেই করি। আসল কথা তোমার কাজের বহর মানুষকে কতটা বোঝাতে সচেষ্ট হয়।' একটু থেমে অনেকটা সহজভাবে হেসে বলল, 'যাই বল, আমি কিন্তু কোন কিছুর জন্যই এ তদন্তটা হাতছাড়া করতাম না। কারণ এর চাইতে ভাল কেস আমার হাতে আসে নি। ব্যাপারটা সরল মনে হল, বেশকিছু শেখবার বিষয় এতে ছিল।' আমি বললাম সহজ।

'সহজ সরল ছাড়া আর কী বল!' আমার বিস্ময় প্রকাশে হেসে উঠে হোমস বলল, তাছাড়া আর কি, তার প্রমাণ, কেবলমাত্র কয়েকটি অতি সাধারণ সূত্র পেয়েই সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমি মাত্র তিন দিনেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি।'

হ্যাঁ, 'সেটা ঠিক', আমি বললাম।

প্রথমেই তোমাকে বলেছি, যা গতানুগতিকতা অসুবিধের চেয়ে সুবিধাই হয়ে থাকে। এরকম একটা কেসের সমাধান করতে হলে একমাত্র পথ হল যুক্তির সূত্র ধরে পিছিয়ে যাওয়া। এটা খুব ভাল পদ্ধতি, এবং বেশ সোজাও, কিন্তু মানুষ এটাকে খুব বেশী

কাজে লাগায় না। যুক্তিটাকে সামনের দিকে টানাই খুব বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে, তাই মানুষ অন্য পদ্ধতিটাকে অবহেলা করে থাকে। পঞ্চাশজন যদি সংশ্লেষণাত্মক যুক্তির আশ্রয় নেয়, তাহলে মাত্র একজন নেয় বিশ্লেষণাত্মক যুক্তির পথ।'

বললাম, তোমার কথা মাথায় ঢুকছে না।

'সে আমি আশাও করি নি। আচ্ছা দেখি, সহজ করে বোঝাতে পারি কি না। পর-পর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ শুনে বেশির ভাগ মানুষই পরিণাম আন্দাজ করতে পারে। অর্থাৎ মনে মনে এটা সেটা যুক্তিপ্রয়োগ করে করে ঘটনাগুলো থেকে কোন সমাধানে পেঁছতে পারে। কিন্তু অতি কম লোকই কোন পরিণতি থেকে আবিষ্কার করতে পারে কী কী সমস্যা থেকে এই পরিণতি হয়েছে। আমি যেগুলো পেছন দিকে যুক্তিপ্রয়োগ বা বিশ্লেষণ করা বলি, তার মানে হল এই।'

আমি বললাম, 'ও, এবার বুঝেতে পেয়েছি।'

'এক্ষেত্রে শুধু ফলটাই তোমাকে বলা হয়েছিল। বাকি সবটাই তোমাকে খুঁজে বের করতে হয়েছে। এইবার আমার যুক্তির বিভিন্ন ধাপ তোমাকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করব। একেবারে গোড়া থেকেই বলছি। তুমি জান, আমি পায়ে হেঁটেই ঐ বাড়িতে গিয়েছিলাম। কোন পূর্ব গৃহীত অনুমান নিয়েও আমি সেখানে যাই নি। পর্যবেক্ষণ শুরু করলাম রাস্তা থেকেই। আগেই বলেছি, রাস্তায় গাড়ির চাকার পরিষ্কার চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং অনুসন্ধান করে জানলাম যে রাতে একটি গাড়ি এসেছিল। চাকাগুলির ব্যবধান দেখেই ধরতে পেরেছিলাম, ওটা ঘোড়ার গাড়ি, কোন বড়লোকের মত গাড়ি নয়। ভদ্রজনের ব্রুহাম গাড়ির চেয়ে লণ্ডনের ভাড়াটে গাড়ির ব্যবধান বেশ ছোট। প্রথম পয়েণ্ট হল এই। তারপর ধীরে ধীরে বাগানের রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। এখানকার মাটি নরম, সেজন্য ছাপ স্পষ্ট। এটাই তোমার কাছে এ কেবল চলে যাওয়ার ছাপ ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু আমার টেনিং পাওয়া অভ্যস্ত চোখে এর উপর প্রত্যেকটি দাগের আলাদা আলাদা অর্থ পায়ের ছাপ ধরে কিছু আবিষ্কার করা—ডিটেকটিভের সবচেয়ে উল্লেখযোগ। সুখের কথা এই বিষয়টির উপরে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে এ আমার চোখে প্রায় স্বভাবের মতই হয়ে পড়েছে। কনেস্টবলদের তার ভারি পায়ের চিহ্ন লক্ষ করেছি বটে, কিন্ত প্রথম যে দুজন লোক এই বাগানের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে তাদের পায়ের দাগও আমি স্পষ্ট দেখেছি। তারাই যে সবচেয়ে আগে এ পথ দিয়ে গিয়েছিল সেটা বলা বেশ সহজ, কারণ কোন-কোন জায়গায় তাদের পায়ের চিহ্ন পরবর্তী লোকদের পায়ের চিহ্নের নিচে একেবাবে গুলিয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম রাতের অতিথি এসেছিল দুজন, একজন বেশ উঁচু লম্বা (তার পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য থেকেই সেটা বোঝা যায়) অপরজন যে সৌখিন সাজে সুসজ্জিত সেটা বোঝা যায় তার জুতোর ছোট ও সুন্দর ছাপ থেকে।

'ঘরে ঢুকে দ্বিতীয় অনুমানটির সমর্থন পাওয়া গেল। সৌখিন জুতো-পরা লোকটি আমার সামনেই মাটিতে পড়েছিল। তাহলে লম্বা লোকটিই তাকে খুন করেছে, অবশ্য খুন যদি সত্যই হয়ে থাকে। মৃতের দেহে আঘাতের একটুও চিহ্ন ছিল না, কিন্তু তার মুখে যে ভাব প্রকাশ ছিল তাতেই আমি ভালভাবে বুঝতে পারলাম যে

মৃত্যুর আগেই সে তার নিয়তিকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিল। যেসব লোক হৃদযন্ত্রের রোগে বা হঠাৎ মারা যায় তাদের মুখে কখনও উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায় না। মৃতের ঠোঁট শুঁকে টক টক গন্ধ পেলাম আর তার থেকেই বুঝলাম যে তাকে জোর করে করে হয়ত বিষ খাওয়ানো হয়েছে। বর্জন-পদ্ধতির দ্বারাই এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছিলাম, কারণ আর কোন কল্পনার দ্বারা সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মনে করো না এটা অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার। অপরাধ বিজ্ঞানে জোর করে বিষপ্রয়োগ এমন কোন নতুন কথা নয়। ওডেসার ডল্‌স্কির ঘটনা এবং মঁৎ পেলিয়েরের লেতুরিয়েরের ঘটনা যেকোন বিষ-বিজ্ঞানীরই অবশ্য মনে পড়বে।

'এবার আসছে উদ্দেশ্য কি? ডাকাতির জন্যে নয়, কারণ কিছুই দেখলাম খোয়া যায় নি। তবে কি এটা রাজনৈতিক হত্যা, না কি কোন নারীঘটিত ঘটনা। এইসব প্রশ্ন আমার সামনে। গোড়া থেকেই খুনটাকে নারীঘটিত ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে যারা খুন করে, কাজ সেরে কেটে পড়ে। কিন্তু এ হত্যাকাণ্ড হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায় এবং হত্যাকারী যেরকম ভাবে ঘরের সর্বত্র তার পায়ের ছাপ রেখে গেছে তাতে বুঝতে পারলাম যে সারাক্ষণই সে ছিল এই ঘরের মধ্যে। সুতরাং রাজনৈতিক খুন নয়, কোন ব্যক্তিগত প্রতিশোধে এই হত্যাকাণ্ড। তারপর যখন দেওয়ালের লেখাটা দেখলাম তখন আমার এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হল, কারণ পরিষ্কার বুঝলাম এর উদ্দেশ্য হল তদন্তকে ভুল পথে চালিত করা। এবং আংটিটা পেতেই আর কোন সন্দেহ রইল না, পরিষ্কার বোঝা গেল যে হত্যাকারী তা দিয়ে তার বলিকে কোন মৃত বা অনুপস্থিত স্ত্রীলোকের কথা মনে জাগিয়ে দিতে চেয়েছিল। এই সময়েই আমি গ্রেগসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে টেলিগ্রাম ড্রেবারের অতীত জীবনের কোন খবর জানতে চেয়েছিল কি না। তোমায় মনে থাকবে, সে বলেছিল—না।

'তখন আমি ঘরটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করলাম। তা থেকেই খুনীর উচ্চতা আমার ধারণার সমর্থন পেলাম। ত্রিচিনোপলি সিগার এবং বড় বড় নখের তথ্যও তা থেকেই জানতে পেলাম। যেহেতু সংঘর্ষের কোন চিহ্নই ঘরের মধ্যে ছিল না, আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে মেঝেতে যে রক্ত পড়েছে সেটা প্রবল উত্তেজনার ফলে খুনীর নাক থেকেই ঝরে পড়েছে। দেখতে পেলাম রক্তের পথ আর তার পায়ের পথ একসঙ্গে মিশে মিশে গেছে। অতিরিক্ত রক্তের চাপ না থাকলে শুধু উত্তেজনার জন্য কোন মানুষের এরূপ ঘটতে পারে না। তাই আমি ঝুঁকি নিয়েও সিদ্ধান্ত নিলাম যে খুনীর চেহারা যেন হৃষ্টপুষ্ট এবং তার মুখ লাল। পরে প্রমাণিত হয়েছে যে আমার ধারণা নির্ভুলই হয়েছিল।

'বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আমি যেসব কাজে মন দিয়েছিলাম গ্রেগসন যেগুলো অবহেলা করেছিল। ক্লীভল্যাণ্ডের পুলিশের কাছে টেলিগ্রাম করলাম। কেবলমাত্র এনক্ ড্রেবারের বিবাহ সম্পর্কিত ঘটনাগুলোর খবর জানবার জন্য। এবং এর উত্তরে যে খবর পেলাম তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। জানতে পারলাম ড্রেবার ইতিমধ্যেই তার প্রণয়ের পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জেফারসন হোপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং এই হোপ তখন ছিল ইউরোপে। তখন আর আমার জানতে বাকি রইল না যে রহস্যের চাবিকাঠি আমার হাতে পেঁৗছে গেছে। এখন

একমাত্র বাকি রইল হত্যাকারীকে খুঁজে গ্রেপ্তার করা।

'আমি ইতিমধ্যেই মনে স্থির করেছি যে, গাড়ি চালিয়ে যে এসেছিল সেই লোকই ড্রেবারের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল। রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখেই আমি বেশ বুঝেছিলাম যে গাড়ির চালক কাছে থাকলে ঘোড়াটা ওভাবে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে কখনই পারত না। তাহলে গাড়োয়ান বাড়ির ভিতরে যাওয়া ছাড়া আর কোথায় থাকতে পারে? তাছাড়া, এ-কথা মনে করা একেবারেই অসম্ভব যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক তৃতীয় ব্যক্তির চোখের সামনেই এরূপ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে বসবে। তৃতীয় ব্যক্তি যেকোন সময়ে বিশ্বাস ভঙ্গও করতে পারে। আরও এককথা লণ্ডন শহরে যদি কোন লোক অপর কারও পিছু নিতে চায় তাহলে গাড়োয়ান সাজার চাইতে আর ভাল পথ কি হতে পারে? এই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে জেফারসন হোপকে এই লণ্ডনের সহিসদের ভিতরই দেখতে পাওয়া যাবে। এবং যদি সে গাড়োয়ানের কাজ করে থাকে, তাই মনে হল, অন্তত কিছুদিনের জন্যে সে এই কাজই এখন করবে। আর সে যে ছদ্মনাম নিয়েছে এমন কথা মনে করারও কোন কারণ নেই,—দেশে কেউ তার আসল নাম জানে না, কেন সে তবে এখানে শুধু-শুধু নাম পালটাতে যাবে? তখন আমি আমার গুপ্ত বাহিনী, ঐ রাস্তার নোংরা ছেলেদের কাজে লাগালাম, লণ্ডনের প্রতিটি ভাড়াটে গাড়ির মালিকদের কাছে ওদেরও পাঠালাম যতক্ষণ না তারা আসল লোককে খুঁজে বার করল। কী ভাবে তারা সে-কাজ করল আর কত তাড়াতাড়ি করল বা আমি তা কাজে লাগালাম সে তো নিশ্চয় এখনও তোমার মনে আছে। তবে, স্ট্যাঙ্গারসনের হত্যাকাণ্ডটা অপ্রত্যাশিত, ঘটনা যদিও অবশ্য ঐ পরিস্থিতেতে অবশ্যম্ভাবী ছাড়া আর কিছু নয়। আর, জানই তো, সেই ব্যাপার থেকেই আমি এই বাড়িগুলোর কথা জানতে পারি, এতক্ষণ যেটা কেবল সন্দেহ করেই এসেছিলাম। দেখছ তো, সমস্ত ব্যাপারটাই কতগুলো যুক্তিযুক্ত ঘটনা-পরম্পরার অচ্ছেদ্য যোগফল ছাড়া কিছু নয়।'

আমি বললাম, 'অপূর্ব, অপূর্ব! অতি আশ্চর্য। তোমার গুণাবলীর প্রকাশ্য স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। কোথায় একটা বিবরণ তোমার প্রকাশ করা উচিৎ, তুমি যদি না কর আমি করবই।'

'তোমার যা অভিরুচী তা করতে পার ডাক্তার। এদিকে দেখ!' বলেই একটা পত্রিকা আমার হাতে দিয়ে সে বলল, 'এটা পড়ে দেখ।'

সেদিনের 'ইকো, পত্রিকার একটা পাতা। তার যে প্যারাগ্রাফটার দিকে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাতে এই কেসটার কথাই প্রকাশ হয়েছে। পত্রিকায় লেখা আছে, 'মিঃ এনক ড্রেবার ও মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের খুনের অভিযোগে ধৃত হোপের আকস্মিক মৃত্যুতে জনসাধারণ একটি উত্তেজনাপূর্ণ খবর থেকে বঞ্চিত হলেন। এই কেসের বিস্তারিত বিবরণ আর কোন দিনই জানা যাবে না। অবশ্য বিশ্বস্তসূত্রে আমরা জেনেছি যে এটা দীর্ঘ দিনের একটা নারীঘটিত আক্রোশের ফল, এবং প্রেম ও মোর্মান-ধর্মও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। হয়ত উভয় মৃত ব্যক্তিই যৌবনে সন্তদের দেশের অধিবাসী ছিলেন, আর বন্দী হোপও এসেছিল লবণ হ্রদ শহর থেকে। এই কেসের আর কোন ফলাফল জানা থাক বা না থাক, আমাদের গোয়েন্দা পুলিশ দপ্তরের

বিশেষ কর্মদক্ষতার বেশ ভাল নিদর্শন এ থেকে পাওয়া গেল এবং সব বিদেশীদেরও একটা শিক্ষা হয়ে গেল যে, তাদের ঝগড়া-বিবাদকে ইংলণ্ডের মাটিতে টেনে না এনে নিজেদের দেশে মিটিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের মত কাজ। এ কথা এখন সকলেরই জানা হয়ে গেছে যে খুনীকে এমন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গ্রেপ্তারের একমাত্র গৌরব সম্পূর্ণভাবেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাযুগল মিঃ লেস্ট্রেড ও গ্রেগসনেরই প্রাপ্য। জানা গেছে, সে ধরা পড়ে শার্লক হোমস্ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে। সৌখীন গোয়েন্দা হিসেবে এই ভদ্রলোক কিছু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নাকি দিয়েছেন। এই দুই গোয়েন্দার সাহায্য গ্রহণ করলে হয়ত ভদ্রলোক ভবিষ্যতে তাঁদের কর্মকুশলতার কিছুটা অন্তত আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন। মনে হয় এই অপূর্ব কৃতিত্বের উপযুক্ত স্মারক হিসাবে সরকার এই দুই গোয়েন্দাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিলে সর্বসাধারণ বেশ খুশী হবেন।

'কেমন, প্রথমেই তোমায় বলি নি?' হাসতে হাসতে শার্লক হোমস্ বলল, 'আমাদের 'রক্তদাগ সমীক্ষা'র এই হল একমাত্র ফল—ওদের দু-জনকে প্রশংসাপত্র পাইয়ে দেওয়া আমাদের এখন প্রধান কর্তব্য।

আমি বললাম, 'কিছু ভেবো না। সমস্ত ঘটনাবলীই আমি আমার ডায়েরিতে ভালভাবে লিখে রেখেছি, সে সব কথা লিখলে জনসাধারণ জানবে। যতদিন না তা হচ্ছে, তোমায় সাফল্যের আনন্দ নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। সেই রোমদেশীয় কৃপণের মত, যে বলে, "লোকজন আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে করুক, কিছু যায় আসে না—সিন্দুকে যে টাকা আমি জমিয়েছি তার চিন্তাতেই আমি তৃপ্ত, মনের আনন্দে ঘরে বসে থাকি। খাই দাই এবং ঘুমাই।'

সাইন অফ্ ফোর

"চার হাতের সাক্ষর"

১। অনুমান-বিজ্ঞান

শার্লক হোমস ম্যাণ্টেলপিসের কোণা থেকে বোতলটা নিয়ে সুন্দর মরক্কো-চামড়ার কেস থেকে বের করল তার হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ। লম্বা, সাদা, আঙুলে সূঁচটা ঠিক করে লাগিয়ে বাঁ হাতের শার্টের কফটা গুটিয়ে নিল। অসংখ্য সূঁচ ফোটানো চিহ্ন-কণ্টকিত হাত আর কব্জির দিকে চিন্তামগ্ন চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর সূঁচের মুখটা ফুটিয়ে দিয়ে ছোট পিস্টনটায় চাপ দিল। বাস্। খুশির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মখমল সজ্জিত আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়ল তারপর।

মাসের পর মাস দিনে তিনবার করে আমি এই ব্যাপার দেখে আসছি, কিন্তু তবুও কিছুতেই মেনে নিতে পারি নি, এ ভেবে আমার বিবেক প্রতি রাত্রে খিঁচিয়ে উঠেছে। বার বার ভেবেছি মনের কথাটা ওকে জানাব, কিন্তু ওর শীতল ভঙ্গিতে এমন কিছু দেখতে পাই যাতে মনে হয়েছে কোনোরকম অনধিকার চর্চা সে বরদাস্ত করবে না। ওর ক্ষমতা, প্রভুত্বব্যঞ্জক মনোভাব আর যেসব অসাধারণ গুণের পরিচয় আমি এরমধ্যে পেয়েছি, প্রতিবারেই তা আমাকে তার বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহসই আমার হয়নি।

কিন্তু সেদিন বিকালে মধ্যাহ্ন ভোজনের সঙ্গে 'বেনে' মদ খাবার জন্যই হোক অথবা তার ধীরস্থির স্বভাবের দরুন আমার অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার জন্যই হোক, হঠাৎ আমি আর নিজেকে কোন মতে সামলাতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ কি মরফিন, না কোকেন?'

পুরনো কালো হরফের বইটা পড়ছিল। বন্ধ করে অলস চোখ দুটি তুলে সে বলল, 'কোকেন' শতকরা সাতভাগ দ্রবণ। একবার পরখ করে দেখব নাকি?'

বেশ রুক্ষ কণ্ঠে বললাম, 'না। আমার শরীর এখনও আফগান যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তার উপর আর নতুন কোন উত্তেজনা আমার সহ্য হবে না।'

আমার এই কথায় হেসে উঠল হোমস। বলল, 'হয়ত ঠিক কথাই বলেছ তুমি। আমারও ধারণা শরীরের উপর এর প্রতিক্রিয়া সত্যিই ভাল হয় না। কিন্তু এ আমার এমন চনমনে করে তোলে আর মনে এমন অপরিসীম উদ্দীপনার সৃষ্টি করে যে অনিষ্টের কথাটা নিতান্তই গৌণ বলে মনে হয়।'

আন্তরিক সুরে আমি বললাম, 'কিন্তু ভেবে দেখ! খরচের দিকটাও ভেবে দেখ! তুমি বলছ এতে তোমার মস্তিষ্ক খোলে, উদ্দীপ্ত হয়; কিন্তু এটা তো একটা রোগসৃষ্টি-কারী পদ্ধতি, এর ফলে শিরা উপশিরার পরিবর্তন ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত একটা স্থায়ী দুর্বলতার রূপান্তরিত হতে পারে। তুমি নিজেও এর প্রতিক্রিয়ার কথা ভাল-ভাবে জান এতে লাভের চাইতে লোকসান সবচেয়ে বেশী। যে বিরাট প্রতিভার তুমি অধিকারী, একটা সাময়িক সুখের জন্য তাকে তুমি বিপন্ন করে তুলছে? মনে রেখো, একটা শুধু বন্ধুর প্রতি বন্ধুর উপদেশ নয়, এটা এমন একজনের প্রতি একজন চিকিৎসকের উপদেশ যার শরীরটাকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব সেই চিকিৎসকের আছে।

মনে হল না কথাটায় তিনি রুষ্ট হয়েছে। বরং আঙুলের ডগায় ডগা ঠেকিয়ে, হাতলে মানুষের ভর রেখে এমন ভঙ্গিতে বসল যেন আলোচনাটা উপভোগ করতে চায় বলল, 'জান, আমার মন নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। আমার কাছে সমস্যা আন, সবচেয়ে জটিল সাঙ্কেতিক লিপির বা অত্যন্ত দুর্বোধ্য কোন বিষয়ের বিশ্লেষণের কাজ নিয়ে এস, তখন আর আমাকে এইসব কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি করে নিতে দেখাবনা। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন যাত্রার একঘেয়েমির উপর আমার আন্তরিক ঘৃণা। আমি ছটফট করি মানসিক উন্মাদনার জন্যে, এবং এই কারণেই আমি এই বৃত্তি গ্রহণ করেছি না বলে বলা উচিত, সৃষ্টি করেছি, কারণ পৃথিবীতে এ বৃত্তি একমাত্র আমারই।'

দুই ভুরু তুলে আমি প্রশ্ন করলাম, 'অদ্বিতীয় বেসরকারী গোয়েন্দা ?'

সে জবাব দিল, 'একমাত্র বেসরকারী পরামর্শদাতা গোয়েন্দা। অপরাধ প্রমান করার পক্ষে আমিই শেষ এবং সর্বশেষ আদালত। গ্রেগসন, লেস্টেড বা এথেলনি জোন্সরা যখন কুল কিনারা পায় না—আর সেটাই তাদের বুদ্ধির পক্ষে স্বাভাবিক—তখন ব্যাপারটা আমার হাতে আসে। বিশেষজ্ঞের মত আমি ঘটনাগুলি নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করি এবং বিশেষজ্ঞের মতামতই ঘোষণা করি। এসব ব্যাপারে কোন কৃতিত্ব আমি চাই না। কোন সংবাদপত্রে আমার নাম ছাপা হোক ভালও হবে না। ঐ কাজ এবং আমার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের উপযুক্ত সুযোগ লাভের আনন্দই আমার পুরস্কার জেফারসন হোপের কেসে আমার কর্ম-পদ্ধতির কিছু কিছু নমুনা তো তুমি বুঝতে পেরেছ।

সহৃদয়তার সঙ্গে আমি বললাম, 'নিশ্চয়! জীবনে কখনও অমন জিনিস প্রত্যক্ষ করি নি। একটা ছোট পুস্তিকায় আমি তা লিপিবদ্ধ করেছি,—একটা অদ্ভুত নামে —"রক্তরাসমীক্ষা।"

সে ঘাড় নাড়ল বিষণ্ণ ভাবে।

বলল, 'আমি চোখ বুলিয়ে ওটা দেখেছি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে এরজন্য অভিনন্দন জানাতে পারছি না। অপরাধ আবিষ্কার করা একটা সঠিক বিজ্ঞান, অন্ততঃ তাই হওয়া উচিত। কাজেই ঠাণ্ডা, আবেগহীন চোখে তাকে ভাবা দরকার। তুমি কিন্তু ঘটনার সঙ্গে রোমান্সের রঙ মিশিয়েছ, ফলে ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিপাদ্যের মধ্যে একটি প্রেমের বা নারী হরণের গল্প ঢুকিয়ে দিলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই দাঁড়িয়েছে।'

'কিন্তু রোম্যান্স তো ও মামলায় ছিল হোমস্! আমি বললাম, 'তা সত্যি তা তো আর অন্যরকমভাবে লিখতে পারি না!' তাহলে খারাপ দেখায়।'

কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ না করাই উচিত, এবং নিতান্তই যদি প্রকাশ করতে হয় তো খানিকটা সমতা বজায় রেখে করতে পারত। একমাত্র যা ও মামলায় উল্লেখযোগ্য ছিল সে হল, ঘটনাবলী থেকে বিশ্লেষণ করে তার সারমর্ম আবিষ্কার করা।'

তাঁকে খুশি করবার জন্য যে 'এ'-লেখাটা লিখে তার এই বিরূপ সমালোচনায় আমি বিব্রত বোধ করলাম। আর আমার লেখায় প্রতিটি লাইনই তাঁর বিশেষ কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এই দাবীর আত্মম্ভরিতা আমাকে বিরক্তও করেছিল। বেকার স্ট্রীটে তাঁর সঙ্গে যে কয় বৎসর কাটিয়েছি তখন অনেক সময়েই লক্ষ্য করেছি, আমার বন্ধুর শান্ত আচরণের অন্তরালে একটা অহমিকা ভাব রয়েছে। যা হোক, কোন

কথা না বলে আমি আমার আহত পায়ের হাত বোলাতে লাগলাম। কিছুদিন আগে একটা 'যেজাইল' বুলেট এই পায়ে বিঁধেছিল। এখন যদিও আমি চলাফেরা করতে পারি তবু ঋতু-পরিবর্তনের সময়ই এতে কথা পাই।

েকালে কাঠের পুরানো পাইপটা ভরে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে হোমস বলল আজকাল ব্রিটেনের বাইরে থেকেও আমার কাছে মামলা আসতে আরম্ভ করেছে। গত সপ্তাহে ফ্রাঁসোয়ো ভিনার এসেছিলেন আমার কাছে পরামর্শ নিতে,—হয়ত তুমি জান; তিনি ফরাসী দেশের ডিটেকটিভ বাহিনীর শীর্ষস্থানীয়। সেল্ট জাতির সহজাত গুণবশত তিনি দ্রুত তার সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পাবেন, কিন্তু এ বিষয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করতে হলে বহু বিষয়ে নিখুঁত জ্ঞানের ভীষণ প্রয়োজন, যা তাঁর মধ্যে নেই। মামলাটা হল একটা উইল বিষয়ক, এবং কিছু কিছু কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা তাতে ছিল। ঐ ধরণের দুটো পুরোনো মামলার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম —একটা রিগা-তে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে, আর একটা সেল্ট লুইতে, ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে, এবং সেগুলোর উপর নির্ভর করেই তিনি এই মামলাটার সমাধান করেন। এই যে, আমার সাহায্যে স্বীকার করে লেখা তাঁর চিঠি, আজ সকালে এসেছে।' সে একটা কোঁকড়ানো বিদেশী কাগজ আমার দিকে ছুড়ে দিলেন। দেখলাম প্রচুর বিস্ময়ের চিহ্ন আর মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় প্রচুর প্রশংসাবাণী লেখা তাতে—যথা—"অপূর্ব", "মোক্ষম", "অসীম ক্ষমতা" ইত্যাদি। বললাম, 'এ যেন কোন ছাত্র তার শিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে।

শার্লক হোমস নরম সুরে বলল, 'আমার সহায়তাকে তিনি খুব বেশী করে দেখেছেন। তিনি নিজেও বেশ গুণীলোক। একজন আদর্শ গোয়েন্দার পক্ষে যে তিনটি বিশেষ গুণ প্রয়োজন তার দুটিই তাঁর আছে। পর্যবেক্ষণ এবং অনুমানের ক্ষমতা তাঁর আছে। অভাব শুধু জ্ঞানের, সেটাও পরে এসে যাবে। তিনি এখন আমার ছোট বইগুলি ফরাসী ভাষায় লিখছেন।

'তোমার বই ?'

'ও, জানতে না বুঝি ?' হাসতে হাসতে সে বলল, 'হ্যাঁ, কয়েকটা প্রবন্ধ লেখার অপরাধে আমি বিশেষ অপরাধী। সে সবই বিশেষ বিশেষ পেশা সম্বন্ধে। এই যেমন একটা, "বিভিন্ন তামাকের ছাইয়ের মধ্যে পার্থক্য।" এতে আছে একশো চল্লিশ রকম চুরুট, সিগারেট আর পাইপের তামাকের কথা, আর রঙিন ছবি দিয়ে পরিষ্কার দেখানো হয়েছে সে সব ছাইয়ের মধ্যে কী পার্থক্য। ফৌজদারি মামলায় এসব প্রশ্ন দেখা যায়, এবং সূত্র হিসেবে কোন-কোন সময় দেখা যাচ্ছে, অসীম এর গুরুত্ব। যেমন ধর, যদি জানতে পার যে এমন এক ব্যক্তি হত্যাকারী যে কোন বিশেষ ভারতীয় তামাকের ধূম পান করে, তোমার তদন্তের কাজও স্বভাবতই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এল। চোখ অভ্যস্ত এমন ব্যক্তির কাছে ত্রিচিনোপল্লী চুরুটের কালো ছাই আর বার্ডস-আই-এর তুলোর মত নরম ছাইয়ের যতটা পার্থক্য, বাঁধাকপি আর আলুর পার্থক্য ঠিক ততটাই।'

বললাম, 'খুঁটিনাটি এসব ব্যাপারে অসাধারণ তোমার প্রতিভা, হোমস্‌!'

'কারণ তাদের গুরুত্বটা আমি বেশ বুঝি। এই দেখ আমার পদচিহ্ন বিষয়ক বই!'

এতে পদচিহ্ন রক্ষণের ব্যাপারে প্লাস্টার অব প্যারিসের ব্যবহার সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য আছে। এই দেখ আর একটা চমৎকার ছোট বই। মানুষের জীবিকা তাদের হাতের গঠনের উপর কিভাবে সব কাজ করে সেইটে এতে বোঝান হয়েছে। এই বইতে পাথর কাটা, নাবিক, কর্ক-কাটা, মুদ্রক, গোয়েন্দার কাছে এ জিনিসের বাস্তব মূল্য অনেক,—বিশেষ করে বেওয়ারিশ মৃতদেহ বা অপরাধীর অতীত ইতিহাস আবিষ্কারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমার এসব সখের বিবরণ শুনতে শুনতে তুমি হয়তো হাঁফিয়ে উঠেছ।'

সাগ্রহে বললাম, 'না না, মোটেই বিরক্ত হচ্ছি না। এতে আমার প্রচুর কৌতুহল, বিশেষ করে কাজের ক্ষেত্রে যেভাবে তুমি এর সাহায্য নিয়েছ তা লক্ষ্য করার পর থেকে। কিন্তু এইমাত্র যে তুমি বললে পর্যবেক্ষণ আর অবরোহের কথা, এর একটার মধ্যেই কি অন্যটা সমপরিমাণে নিহিত নয় ?'

আরাম কেদারায় আরাম করে বসে পাইপের ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বলল, 'কেন হবে না ? একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝতে পারছি আজ সকালে জানতে পেরেছি যে সেখানে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম করেছে।'

আমি বললাম, 'ঠিক। দুটো কথাই ঠিক। কিন্তু স্বীকার করতে কী, বুঝতে পারলাম না কী করে একথা জানতে পারলে। এটা আমার আগে মনে হয় নি, হঠাৎই মাথায় আসে এবং এ সম্বন্ধে আমি কাউকেই কিছু বলি নি।'

আমার বিস্ময় দেখে মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে বলল, 'এতো জলের মত পরিষ্কার—এতই সোজা যে কোনরকম ব্যাখ্যাই অপ্রয়োজন। অথচ এর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের মধ্যেকার সীমারেখাকে নির্দেশ করা সম্ভব। পর্যবেক্ষণ আমাকে বলেছে যে তোমার পায়ের পাতার উপর খানিকটা লাল মাটি লেগে আছে। উইগমোর স্ট্রীট ডাকঘরের উল্টো দিকের পথের পাথরগুলোকে খুঁড়ে এমনভাবে মাটি বের করে ফেলেছে যে সেখানে যেতে গেলে ওই মাটি না মাড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আমি যতদূর জানি, ঐরকম লাল মাটি এ অঞ্চলে আর কোথাও চোখে পড়ে না। এ পর্যন্তই পর্যবেক্ষণ। বাকিটা অনুমান মাত্র।'

'টেলিগ্রামটা অনুমান করলে কি করে ?'

'বাঃ, আমি তো দেখছি তুমি কোন চিঠি লেখ নি, সারাটা সকাল আমি তোমার মুখোমুখি বসে কাটিয়েছি। তা ছাড়া দেখেছি যে তোমার ডেস্কে একপাতা টিকিট আর বেশ পুরু এক বাণ্ডিল পোস্ট কার্ড আছে। তাই, টেলিগ্রাম যদি না করবে কেন তাহলে পোস্ট অফিসে যাবে তুমি ? অন্য সমস্ত সম্ভাবনা বাতিল করলে দেখবে যেটা রইল সেটাই একমাত্র যথার্থ ঘটনা।'

একটু ভেবে আমি বললাম, 'এক্ষেত্রে ঠিক তাই। তুমি অবশ্য বলছ ব্যাপারটা বেশ সহজ। তোমার এইসব অভিমতকে যদি কঠিনতর কোন পরীক্ষার সামনে দাঁড় করাই তাহলে কি তুমি আমাকে খারাপ মনে করবে ?'

না না 'মোটেই না, এতে আরও ভাল হবে বরং, আর দ্বিতীয় বার আমায় কোকেন নিতে হবে না। যে কোন সমস্যা পেলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।'

'তোমাকে বারবার বলতে শুনেছি যেকোন মানুষ যে জিনিস প্রত্যহ ব্যবহার করে তার উপরে তার ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ পড়ে এবং সে ছাপ কোন অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। দেখ, এই ঘড়িটা আমার কাছে এসেছে। এই ঘড়ির প্রাক্তন

মালিকের চরিত্র এ অভ্যাস সম্পর্কে তোমার অভিমত বলবে কি ?'

আমি ঘড়িটা তার হাতে দিলাম। বলাটা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম, যেরকম আত্মম্ভরিতার সঙ্গে সে সব সময় কথা বলে তাতে এবার তার বেশ ভাল ভাবে শিক্ষা হবে, ঘড়িটাকে হাতের উপর রেখে সে ডায়ালটাকে ভাল করে দেখল তারপর পিছনের ডালাটা খুলে প্রথমে খালি চোখে ও তারপরে একটা লেন্সের সহোয্যে যন্ত্রপাতি গুলো ভাল করে দেখল অবশেষে সে যখন ডালাটা বন্ধ করে ঘড়িটা আমাকে ফিরিয়ে দিল তখন তার মুখের হতাশভাবে দেখে আমার পক্ষে হাসি চেপে রাখাই বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

বলল, 'বিশেষ কিছুই এতে নেই যা থেকে ঠিক মন্তব্য করা যেতে পারে। তার উপর সম্প্রতি এটা পরিষ্কার করা হয়েছে, ফলে প্রমাণ যা কিছু ছিল তাও মুছে গেছে।'

বললাম, 'ঠিকই বলেছ। আমার কাছে আসার আগে পরিষ্কার করেই পাঠানো হয়েছে।' মনে মনে খুব বিরক্ত হলাম এই বাজে ওজর দেখানোর জন্যে। ঘড়িটা পরিষ্কার করা না হলে কী সূত্র তা থেকে আবিষ্কার করেতে পারতেন ?

স্বপ্নাচ্ছন্ন দুটি চোখে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'সন্তোষজনক না হলেও আমার অনুসন্ধান একেবারেই বৃথা হয় নি। ভুল হলেও তুমি একটু শুধরে নিও। আমার হাতে ঘড়িটা তোমার দাদার, আর তিনি পেয়েছেন তোমার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে।'

'ঘড়ির পিছন দিকে এইচ· ডবু· লেখা দেখেই নিশ্চয় এটা ধরেছ ?'

'ঠিক তাই। W. টা থেকে বুঝলাম তোমার পদবি। ঘড়িটা তৈরি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, আর এই লেখাটাও ততটাই পুরনো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এটা তৈরি হয়েছিল এক পুরুষ আগের কোন লোকের জন্যে। অনধিকার পত্র সাধারণত বড় ছেলের উপর এবং সচরাচর পিতার নামেই নামকরণ হয় তার। অনেক কাল হল তোমার বাবা মারা গেছেন। তাই তখন এটা দাদার কাছে ছিল।'

'হ্যাঁ, এ পর্যন্ত সব ঠিক। আর কিছু বলবে ?'

'তিনি খুব অপরিচ্ছন্ন অসতর্ক স্বভাবের লোক ছিলেন। ভাল বিষয়-সম্পত্তিই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু সব কিছু নষ্ট করে কিছুদিন খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছিলেন। মাঝে কিছুদিনের জন্য অবস্থা ফিরলেও শেষটায় আবার সুরাসক্ত হয়ে মারা যান। এই পর্যন্তই জানতে পেরেছি।'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে আমি, খোঁড়া পায়ে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলাম। মনটা এমন বিষিয়ে গেছে যে তা বলবার নয়। বললাম, 'হোমস্, এমন ব্যবহার আমি তোমার কাছে পাব আশা করি নি, তুমি যে এত নিচে নামতে পার এ আমার কল্পনা অতীত ! আমার হতভাগ্য দাদার সম্বন্ধে আগেভাগে খোঁজ খবর নিয়ে এখন তুমি সাধু সেজে বলতে চাও এ সব খবর তুমি তোমার ঐ আজগুবি উপায়ে আবিষ্কার করেছ। নিশ্চয় তুমি আশা কর না আমি বিশ্বাস করব যে এ সমস্ত ঐ পুরোনো ঘড়িটা পরীক্ষা করেই এ সব জানতে পেরেছ ? স্পষ্টই বলছি, এ তোমার একরকম ভণ্ডামিই বলে ধরা যেতে পারে।'

সে সদয়ভাবে বলল, 'ভাই ডাক্তার, তুমি আমাকে এবাবের মত ক্ষমা কর। একটা গূঢ় সমস্যা হিসাবে ব্যাপারটাকে দেখতে গিয়ে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, ব্যক্তিগত ও বেদনাদায়ক হতে পারে। অবশ্য আমি সত্যি করে বলছি, এই ঘড়িটা হাতে নেবার আগে পর্যন্ত আমি জানাতামও না যে তোমার কোন দাদা আছে।'

'কিন্তু এ কি অবাক ব্যাপার! এসব কথা তুমি জানতে কেমন করে? প্রত্যেক বিষয়ে তোমার কথাগুলি সব সত্য।'

'সত্যি তা যদি হয় তো সে তোমার কপাল। সম্ভাবনার কথা হিসেব করেই আমি এসব জানতে পেরেছি। মোটেই ভাবিনি যে নির্ভুল হতে পারব।'

'তাহলে সমস্তটাই আন্দাজে ঢিল ছোঁড়নি?'

'আরে না না। আন্দাজের কোন ব্যাপার আমার মনের স্থান নেই' ও একটা বিশ্রী অভ্যাস, যুক্তিপ্রয়োগের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এসব যে তোমার কাছে আশ্চর্য লাগছে তার একমাত্র কারণ, তুমি আমার চিন্তাধারা অনুসরণ করে চল না বা যে সব খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর বড় বড় ঘটনাগুলো নির্ভরশীল, সেটাও লক্ষ করা না। যেমন ধর, বলেছিলাম তোমার দাদা ছিলেন অসাবধানী। ঘড়ির ডালাটার নিচের দিকটা লক্ষ করলে দেখবে, সেখানে দুটো আঘাতের চিহ্ন আছে। তাছাড়া একই পকেটে টাকা-পয়সা বা চাবির মত শক্ত জিনিস রাখার অভ্যাসের জন্য ওটার গায়ে বহু দাগ ও চিহ্ন পড়েছে। এর থেকে এটা অনুমান করা খুব একটা বাহাদুরির কাজ নয় যে যদি কোন লোক পঞ্চাশ গিনি দামের ঘড়িকে ওরকম করে ব্যবহার করে তাহলে সে নিশ্চয়ই অসতর্ক এবং আগোছালো মানুষ। আর এটা এমন মূল্যবান জিনিস যে উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তার অন্যাবিধ ভাল সুব্যবস্থা ছিল।

তার কথা আমি বুঝতে পেরেছি, সেটা জানবার জন্য মাথা নাড়লাম।

ইংলণ্ডের বন্ধকী-কারবারীদের এটা নিয়ম যে কোন ঘড়ি বন্ধক দেবার সময় টিকিটের নম্বরটা ঘড়ির কেসের ভিতর দিকে সরু পিন দিয়ে লিখে রাখা হয়। এটা লেবেল লাগানোর চাইতে সুবিধা, কারণ নম্বরটা হারিয়ে বা বদল হয় না। এই কেসের ভিতর দিকে কমকরে চারটে ঐ রকম নম্বর আমার লেন্সে ধরা পড়েছে। অনুমান—তোমার দাদা মাঝে মাঝেই খারাপ অবস্থায় পড়েছেন। আবার অনুমান—মাঝে মাঝে তাঁর হাল আবার ফিরেছে, নতুবা তিনি ঘড়ি খালাস করতে পারতেন না। সব শেষে, যে ভিতরের প্লেটে চাবির গর্তটা রয়েছে সেটা দেখ। দেখতে পাবে—গর্তটার চারপাশে আঁচড়ের দাগ, চাবিটা ঠিক জায়গায় না লাগাবার জন্য এই দাগ। কোন সুস্থ লোকের চাবিতে কখনও ঘড়িতে এরকম আঁচর কাটে কি? কিন্তু কোন মাতালের ঘড়িতে এরকম দাগ পাবে। সে ঘড়িতে চাবি দেয় রাত্রিবেলা, আর বেহুঁশ হাতে এই সব আঁচড় পড়ে। এসবের মধ্যে রহস্যের কি কিছু আছে মনে করব?

দেখতে পাচ্ছি বললাম, 'সত্যি, এ তো দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ। তোমার প্রতি যে খারাপ ব্যবহার করেছি এ জন্যে সত্যি আমি ভীষণ দঃখিত। তোমার এই অপূর্ব শক্তির প্রতি আমার আরও খুব বেশি আস্থা থাকা উচিত ছিল। আচ্ছা, কোন মামলা আপাতত হাতে আছে?'

না 'কিছুই নেই। তাইতো কোকেন। মাথার কাজের বোঝা ছাড়া আমি একটুও

থাকতে পারি না। বেঁচে থাকবার আর কি উদ্দেশ্যই বা থাকতে পারে। জানলার কাছে এরকম ভয়াল, ভীষণ, দিন কখনও কি দেখেছ? হলদে কুয়াসাগুলো কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে রাস্তা দিয়ে যেন ছুটে চলেছে বাদামী রঙের বাড়িগুলোর উপর আছড়ে পড়তে। এর চাইতে অধিক খারাপ আর কি হতে পারে? ডাক্তার, কাজে লাগাবার জায়গা যদি না পাওয়া যায় তাহলে শক্তি থেকে লাভ কি? অপরাধ গতানুগতিক, জীবন গতানুগতিক, আর সাধারণ গুণাবলী ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুরই কোন কাজ আমার পক্ষে নেই।

তার এই উত্তেজিত বক্তৃতার উত্তর দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দরজায় সাড়া দিয়ে গৃহকর্ত্রী এল ট্রেতে করে একটা চিঠি নিয়ে। হোমস্‌কে সম্বোধন করে বলল, 'স্যার, এক তরুণী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

নামটা হোমস্‌ পড়ল, মিস মেরি মরস্ট্যান। বলল, উঁহু, নামটা তো কোনদিন শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না! আসতে বল, মিসেস হাডসন।—যেও না ডাক্তার, আমার ইচ্ছে তুমি কাছে বসে থেকে সব শোন।

২। মামলার বিবরণ

মিস মরস্টান দৃঢ় পদক্ষেপে সংযতভাবে ঘরে ঢুকল। সুন্দরী স্বর্ণকেশী তরুণী, হাতে সুদৃঢ় দস্তানা, পোশাকে সুরুচির পরিচয়। অবশ্য পরিচ্ছদের সাদা-সিদে চেহারা দেখে মনে হয়, তার আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়। খুব সুন্দরী তাকে বলা চলে না, কিন্তু মুখের ভাবটুকু ভারি মিষ্টি ও কমনীয়, টানা টানা দুটি নীল চোখ মনকে নাড়া দেয়। তিনটি মহাদেশের নানা জাতির অনেক ভদ্রমহিলাকে আমি দেখেছি, কিন্তু অন্য কোন মুখে এমন মার্জিত ও সংবেদনশীল আমার চোখে পড়ে নি। শার্লক হোমসের দেওয়া আসনে সে আস্তে করে বসল। তখনও তার ঠোঁট ও হাত কাঁপছে; একটা তীব্র উত্তেজনার জন্য যে তার সারা দেহ কাঁপছে সেটা আমার নজর এড়াল না।

বলল, 'মিঃ হোমস্‌, আপনার কাছে আমি এসেছি এইজন্যে যে, আপনি আমার মনিব মিসেস সেসিল ফরেস্টারের একটা ঘরোয়া সমস্যার সমাধান করেছিলেন। আপনার দয়া, কর্মনিপুণতা তাঁকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল।'

একটু চিন্তা করে হোমস্‌ বলল, 'মিসেস সেসিল ফরেস্টার? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁকে সামান্য সাহায্য করতে পেরেছিলাম। তবে, মনে পড়ছে ব্যাপারটা ছিল সামান্য।'

'তিনি কিন্তু তা কোনদিন মনে করেন না। অন্তত আমার কেস সম্পর্কে আপনি সেকথা বলতে পারবেন না। যে অবস্থায় আমি আজ পড়েছি তার চাইতে জটিল বিস্ময়কর ও দুর্বোধ্য কোন কিছু আমি ভাবতেও পারি না।'

হোমস দুখানি হাত ঘসতে লাগল। তার দুই চোখ যেন জ্বলজ্বল করছে। সে চেয়ারে ঝুঁকে বসতে দেখলাম তার সুস্পষ্ট বাজপাখির মত মুখের উপর অসাধারণ একাগ্রতার আভাষ ফুটে উঠল।

ব্যবসায়িক ভঙ্গীতে সে বলল, 'আপনার কেসটি বলুন শুনি?'

মহা ফাঁপড়ে পড়লাম, আমার পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললাম, 'মাপ করবেন, আমি তাহলে চলি—

কিন্তু কী আশ্চর্য, তরুণীটি তার দস্তানা-পরা হাতে নিবৃত্ত করল আমাকে। হোমস্‌কে লক্ষ্য করে বলল, 'উনি যদি দয়া করে থাকেন তো খুব ভাল হয় ধপাস করে আবার চেয়ারে বসলাম আমি।

সে বলতে লাগল, 'সংক্ষেপে ঘটনাগুলি বলছি। আমার বাবা ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর একজন অফিসার। শিশুকালেই তিনি আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার মা আগেই মারা গেছেন, ইংলণ্ডে আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিল না। এডিনবার্গের একটা বোর্ডিং-এ সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত বেশ ভালভাবেই ছিলাম। ১৮৭৮ সালে, বাবা তখন তাঁর রেজিমেণ্টের একজন সিনিয়র ক্যাপ্টেন, বারো মাসের ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ি এলেন। লণ্ডন থেকে টেলিগ্রাম করে তাঁর নিরাপদে পেঁৗছবার খবর জানিয়ে তিনি আমাকে ল্যাংহাম হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার তার করলেন। বেশ মনে পড়ে, তাঁর সে নির্দেশ ছিল যেন স্নেহ ও ভালবাসায় ভরা। লণ্ডনে পেঁৗছে ল্যাংহামে গিয়ে জানলাম, ক্যাপ্টেন মরস্টান যেখানে থাকেন ঠিকই, কিন্তু আগের দিন রাতে তিনি কোথাও গেছেন, আর এখনও ফেরেন নি। সারাদিন সেখানে অপেক্ষা করেও তাঁর কোন খবর পেলাম না। হোটেলের ম্যানেজারের কথামত রাত্রেই পুলিশকে এ সব জানলাম এবং পরদিন সকালে সব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার বাবার কোন খবর পাই নি। অনেক আশা নিয়ে দেশে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন শান্তিতে কয়েকদিন কাটিয়ে যাবেন। কিন্তু পরিবর্তে—'

সে গলা চেপে ধরল। কথাটা শেষ না করেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নোটবুক খুলে হোমস্‌ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত তারিখের ব্যাপার এটা ?'

'তিনি নিখোঁজ হন ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বরের তিন তারিখের,—প্রায় দশ বছর হল।'

'আর তাঁর মালপত্র ?'

'হোটেলেই ছিল সেগুলো। এমন কিছুই সেগুলোর মধ্যে ছিল না যা থেকে কোন সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে—কিছু জামাকাপড়, কিছু বই, আর আন্দামান থেকে আনা প্রচুর কৌতূহলজনক অনেক দুর্লভ বস্তু। সেখানকার অপরাধীদের যারা প্রহরী তিনি ছিলেন তাদের উপরওয়ালাদের একজন অফিসার।

'শহরে তাঁর কোন বন্ধু ছিল কি ?'

'আমি একজনের কথা জানি—তিনি এই রেজিমেণ্টে কাজ করতেন ৩৪ বোম্বাই পদাতিক বাহিনীর মেজর শোল্‌টো। মেজর কিছুদিন আগেই অবসর নিয়ে আপার নরউডে বাস করছিলেন, তাঁর সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু তাঁর সহকর্মী যে ইংলণ্ডে এসেছে তাও তিনি জানতেন না।'

'খুব অসাধারণ ব্যাপার', হোমস মন্তব্য করল।'

'কিন্তু সবচেয়ে যা আশ্চর্য তা আমি এখনও আপনাকে বলি নি। প্রায় ছ-বছর আগে, ঠিক বলতে হলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের চৌঠা মে "দি টাইমস" পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তাতে মিস মেরি মরস্ট্যানের ঠিকানা চাওয়া হয় এবং বলা হয়, "তিনি যেন অবিলম্বে দেখা করেন, তাতে তাঁরই উপকার হবে।" কোন নাম বা ঠিকানা

সে বিজ্ঞাপনে ছিল না। ঠিক সেই সময়েই আমি মিসেস সেসিল ফরেস্টারের পরিবারে গভর্নেসের চাকরি করছিলাম। তাঁরই উপদেশে আমি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমার ঠিকানা জানাই। সেইদিনই একটা ছোট পীচবোর্ডের কৌটো ডাকযোগে আমার ঠিকানায় এল, তার ভিতরে ছিল মস্ত বড় এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল একটা মুক্তো। সঙ্গে কোন চিঠি ছিল না। সেই থেকে প্রতি বছর সেই একই তারিখে ঐ রকম একটা কৌটোয় এমনি একটা বড় মুক্তো আমার নামে আসে। কিন্তু প্রেরকের নাম ধাম জানবার কোন সূত্রই নেই। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে মুক্তোগুলো অত্যন্ত দুর্লভ এবং অত্যন্ত মূল্যবান। দেখলেই বুঝবেন কী চমৎকার দেখতে সেগুলো।' এই বলে একটা চ্যাপ্টা কৌটো খুলে যে ছটা মুক্তো তিনি দেখালেন, অমন চমৎকার জিনিস আমি আর কখনও চোখে দেখি নি?

হোমস বলল, 'বিবরণ খুবই ইন্টারেস্টিং। আপনার আর কিছু ঘটেছে?'

'হ্যাঁ, আজই ঘটেছে। সেইজন্যই আপনার কাছে আজ এসেছি। আজ সকালে এই চিঠিখানা পেয়েছি। আপনি স্বয়ং চিঠিখানা পড়ুন।'

হোমস্ বলল, 'ধন্যবাদ। খামটাই দিন দেখব। ডাকখানার ছাপ—লণ্ডন, এস্. ডব্লিউ.। তারিখ, জুলাইয়ের সাতই। হুম্! এক কোণে বুড়ো আঙুলের ছাপ,—পিয়নেরই হবে মনে হয়। ভাল কাগজে তৈরি, ছ-পেনি দাম এক প্যাকেটের। কাগজ পত্রের দিকে লক্ষ্য আছে দেখছি। কোন ঠিকানা নেই: "আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় লাইসিয়াম থিয়েটারের বাইরে বাঁ দিকের তৃতীয় থামটার কাছে দাঁড়াবেন। সন্দেহ হলে দুজন বন্ধু সঙ্গে করে আনতে পারেন। আপনার উপর ভীষণ অবিচার করা হয়েছে, তাই সুবিচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ নয়, তাহলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে। অজানা বন্ধু।" তা, সত্যিই রহস্যময় ব্যাপারটা। এখন কী করবেন ভেবেছেন?

'ঠিক সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে আসা।'

'তাহলে আমরা নিশ্চয় যাব—আপনি, আমি এবং ডাঃ ওয়াটসনই যাবে। পত্রলেখক বলেছে দুজন বন্ধু। আমরা দুজন এর আগে একসঙ্গে কাজ করেছি।'

'কিন্তু উনি কি যাবেন?' সে প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বরে এবং প্রকাশ ভঙ্গীতে একটা অনুরোধের সুর।

আমি সাগ্রহে বললাম, 'আপনার কোন কাজে লাগলে গর্ব ও আনন্দ বোধ করব।'

সে বলল, 'ভারি দয়া আপনাদের। নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে এসেছি আমি, এমন বন্ধু কেউ নেই যে যার কাছে একটু সাহায্য চাইতে পারি। আচ্ছা, ছ-টার সময় এখানে এলেই চলবে, কেমন?'

হোমস্ বলল, 'তার থেকে বেশি দেরি করবেন না। আরও একটা কথা। মুক্তোর কৌটোর উপরের হাতের লেখা আর এই হাতের লেখা কি এক মনে হয়?'

আধ ডজন কাগজ বের করে বলল, 'সেগুলি আমি নিয়েই এসেছি।'

'আপনি দেখছি এক আদর্শ মক্কেল। আপনি ঠিক ঠিক কাজের জিনিসগুলি বুঝতে পারেন। দেখি।' কাগজগুলি টেবিলের উপর মেলে ধরে সবগুলির উপরই দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, 'চিঠিটা ছাড়া আর সব দেখছে বকলমে

লেখা। দেখুন গ্রীক e অক্ষরটা কেমন বেঁকে যাচ্ছে ; আর দেখুন শেষের s অক্ষরটা কেমন মোচড় খাচ্ছে। এসবগুলি একজনেরই লেখা। মিস মরস্টান, মিথ্যা আশা দিতে আমি চাই না, তবু এই হাতের লেখা আপনার বাবার হাতের লেখার মধ্যে কি কোন মিল আছে বলে মনে হয় ?

'না, একেবারেই না।'

'এই উত্তরই আশা করেছিলাম। আচ্ছা, ছ-টায় তাহলে আপনার প্রতীক্ষায় থাকব। কাগজগুলো দিন আমাকে, ইতিমধ্যে ভাল করে দেখে নেব। এখন সবে সাড়ে তিনটে। বিদায়।'

'বিদায়', বলল অতিথিটি। তারপর উজ্জ্বল, কোমল দৃষ্টিতে পর-পর আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে পীচবোর্ডের কৌটোটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সে রাস্তা দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত তার সাদা পালক লাগানো ধূসর রঙের হ্যাটটা দৃষ্টির বাহিরে চলে গেল।

বন্ধুরদিকে ফিরে আমি বললাম, 'কী অপূর্ব চিত্তাকর্ষক এই ভদ্রমহিলা!'

ইতিমধ্যে হোমস আবার পাইপটা ধরিয়ে, চেয়ারে এলিয়ে বসেছে। তার চোখের পাতা নামিয়ে নিস্তেজভাবে বলল, 'তাই নাকি ? লক্ষ করিনি।'

'তুমি একটি যন্ত্রে পরিণত হচ্ছ, হিসেবের যন্ত্র একটি ! মাঝে মাঝে তোমার মধ্যে এমন একটা জিনিস দেখা দেয় যাকে রীতিমত অমানুষিক বললে ভাল হয়।

সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল একথা শুনে।

সে বলল, 'সব প্রথমেই ভাবতে হবে তোমার বিচার-বুদ্ধি যেন কারও ব্যক্তিগত গুণ দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়। একজন মক্কেল আমার কাছে একক সমস্যার একটি অংশ-বিশেষ। আবেগঘটিত গুণাবলী স্থির যুক্তির বিরোধী। আমি জানি আমার পরিচিত সবচাইতে সুন্দরী এক নারী বীমার টাকার লোভে তার তিনটি শিশুকে বিষপ্রয়োগে হত্যার জন্য ফাঁসিতে ঝুলছে, আর আমার পরিচিত সবচাইতে খারাপ দেখতে এক মানুষ এমন একজন মানবপ্রেমিক যিনি লণ্ডনের গরীব দুঃখীদের জন্য এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ্য খরচ করেছেন।

এ কেসটা অবশ্য—

'কোন ব্যতিক্রম আমি বরদাস্ত করি না, ব্যতিক্রম তো বক্তব্যকে অপ্রমাণ করে থাকে। হাতের লেখা দেখে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা করেছ কখনও ? এই লেখাটা দেখে কী মনে হয় বলতে পার ?'

'লেখাটা বেশ পরিষ্কার সাজানো মনে হয় লোকটি ব্যবসায়ী এবং দৃঢ়চরিত্র।'

হোমস মাথা নেড়ে বলল, 'তার লম্বা অক্ষরগুলো দেখ। সেগুলো মাঝে মাঝে অন্য অক্ষর থেকে একটু উপরের দিকে উঠেছে। ঐ d অনায়াসেই একটি a এবং l একটি e মনে হতে পারে। দৃঢ় চরিত্রের লোক যত ভালই লিখুক লম্বা অক্ষরগুলোকে লোকে সবসময়ই আলাদা করে লেখে। তার k অক্ষরের মধ্যে একটা অস্থিরচিত্ততা এবং বড় হাতের অক্ষরগুলোতে আত্মম্ভরিতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি—এরকম উল্লেখযোগ্য বই বেশী পাওয়া যায় না। উইনড রীড-এর 'মার্টারডম অব্ ম্যান।' আমি একঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।'

বইটা হাতে নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মন চলে গেছে লেখকটির দঃসাহসী মন্তব্যগুলো থেকে বহু বহু দূরে, আমাদের অতিথি মিস মরস্টানের কাছে,—তাঁর হাসি তাঁর গভীর কণ্ঠস্বর, যে রহস্য তাঁর জীবনে এসেছে মন চলে গেছে সেসবের মধ্যে। পিতা নিখোঁজ হওয়ার সময় তাঁর বয়স সতের বছর ছিল, এখন তাহলে সাতাশ। ভারি মিষ্টি এই বয়সটি,—এই বয়সে যৌবনে মাদকতা কাটিয়ে ওঠে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আসে। বসে বসে মনে মনে এইসব চিন্তা করছি, শেষ পর্যন্ত এমন সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কামনা, বাসনা আমার মাথায় আসতে শুরু করল যে তড়িঘড়ি উঠে ডেস্কে গিয়ে, ডাক্তারী সম্পর্কিত সর্বাধুনিক লেখাটা নিয়ে বসলাম। এক সামান্য সৈন্যবাহিনীর ডাক্তার আমি, আমার একটা পা খোঁড়া এবং আর্থিক অবস্থা আরও বেশী খারাপ, এ সব চিন্তার দুঃসাহস আমার হল কেন? সে তো একজন মক্কেল মাত্র,—আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। পুরুষের মত তার মোকাবিলা করাই একমাত্র ভাল কাজ। কল্পনা-এর বেশী ভাবা মানেই পাগলের প্রলেপ ছাড়া কিছুই নয়।

৩। সমাধানের পথে

হোমস্ যখন ফিরল তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। অত্যন্ত খোশমেজাজে সে এল। এই মেজাজ, আর মাঝে মাঝে চরম মনমরা অবস্থা,—এই দু-রকম ভাব তার জীবনে পর্যায়ক্রমে একটার পর একটা আসতে থাকে।

বলল, 'খুব যে রহস্য এ মামলাটায় আছে তা ঠিক নয়'—আমার ঢেলে দেওয়া চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে তিনি বলল, 'মাত্র একটাই সম্ভাবনা এ কেসে রয়েছে।'

'বল কী, এর মধ্যেই সমাধান করে ফেলেছ?'

'দেখ, তাহলে সেটা খুব বেশী বলা হয়ে যাবে। এই পর্যন্ত তোমাকে বলতে পারি যে আমি একটা সূত্র আবিষ্কার করেছি। খুবই ইঙ্গিতময়। অবশ্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলি যোগ করতে যা বাকি আছে। 'দি টাইমস' পত্রিকার পুরনো ফাইল ঘেঁটে জানতে পেরেছি যে ৩৪তম বোম্বাই পদাতিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার আপার নরউডের মেজর শোল্টো ১৮৮২ সালের ২৮শে এপ্রিল মারা গেছেন।'

'হোমস, আমার মোটা হতে পারে, কিন্তু এর থেকে কি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি না কিছুই।'

'বল কি ভায়া? অবাক করলে যেন, বেশ, ব্যাপারটা এইভাবে বলছি। আচ্ছা, ক্যাপ্টেন মরস্টান নিখোঁজ হলেন। একমাত্র যে ব্যক্তির সঙ্গে তিনি দেখা করতে বা আলোচনা করতে পারতেন তিনি হলেন মেজর শোল্টো। অথচ মেজর শোল্টো বলেন তিনি আদৌ জানতেন না যে ক্যাপ্টেন মরস্ট্যান সেসময় লণ্ডনে ছিলেন। এর পাঁচ বছর পরে শোল্টোর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে মিস মরস্ট্যান একটি মূল্যবান বস্তু উপহার পান, এবং এই উপহার তিনি পেতে থাকেন বছরের পর বছর ধরে। শেষ পর্যন্ত আবার একটা চিঠিতে তাকে জানানো হয় যে তার উপর অন্যায় অবিচার করা হয়েছে। পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে অবিচারের কথা এ ছাড়া আর, কী হতে পারে? কেনই বা এই উপহারগুলো আসতে থাকবে ঠিক তাঁর

মৃত্যুর পর থেকেই, যদি শোলটোর উত্তরাধিকারীরা এই রহস্যের কিছুটা অন্তত না জানবে এবং তার জন্যে ক্ষতিপূরণ না করতে চাইবে ? এ ছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা কি তোমার মনে জাগাছে, এইসব ঘটনার সঙ্গে যার থাকতে পারে ? এর বিকল্প কিছু আছে কি ?

'কিন্তু এ এক আশ্চর্য ক্ষতিপূরণ। আর কিরকম অদ্ভুত উপায়ে। তাছাড়া, ছ'বছর আগে না লিখে এখনই বা সে চিঠি লিখেছে কেন ? আবার চিঠিতে ন্যায় বিচারের কথা লেখা হয়েছে। কি ন্যায় বিচার সে এখন পেতে পারে ? তার বাবা এখনও বেঁচে আছেন—ওটা ধরে নেওয়া শক্ত। তার প্রতি আর কোন অবিচার করা হয়েছে বলে তুমিও জান না।'

'হ্যাঁ অসুবিধে তো আছে বৈকি,' চিন্তাকুলভাবে বলল হোমস, 'তবে আজ রাতের অভিযানের পরেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই যে একটা চার চাকার গাড়ি, মিস মরস্ট্যান এল। তৈরি তো ? চল নিচে যাই তাহলে। দেরি হয়ে গেছে একটু দেখছি।'

আমি টুপি আর সবচাইতে ভারী লাঠিটা নিলাম। হোমস টানা থেকে রিভলবারটা বের করে পকেটে রাখল। চিন্তা স্পষ্ট করলাম, আমাদের রাতের কাজটা গুরুতর কিছু হলেও হতে পারে।'

একটা কালো আলখাল্লায় মিস মরস্টানের দেহ ঢাকা। ভাবপ্রবণ তার মুখমণ্ডল সংযত, কিন্তু বিবর্ণ। যে বিস্ময়কর অভিযানে আমরা যাচ্ছি তাতে কোনরকম অস্বস্তি বোধ না করলে বুঝতে হবে সে স্ত্রীলোক নয় অন্য কিছু, তথাপি তার আত্ম-সংযমে এটা নেই এবং শার্লক হোমস যে কয়েকটি প্রশ্ন করল সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও দিল সে।

বলল, 'মেজর শোলটো বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর চিঠিতে মেজরের অনেক কথার উল্লেখ থাকত। তিনি এবং বাবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সেনাবাহিনীর অধিকর্তা ছিলেন। কাজেই অনেকসময় তাদের একত্রে বাস করতে হত। ভাল কথা, বাবার ডেস্কে একখানা অদ্ভুত ধরণের কাগজ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা যে কি তা কেউ এখনও বুঝতে পারে নি। আমিও মনে করি না যে তার কোন গুরুত্ব আছে। কিন্তু আমার আসার সময় মনে হল আপনি হয়তো ওটা দেখতে চাইবেন, তাই নাকি সঙ্গে করে এনেছি। এই নিন সেটা।'

কাগজটা হোমস সাবধানে খুলে মেলে ধরল তার হাঁটুর উপরে। তারপরে তার ডবল লেন্স দিয়ে খুব যত্নসহকারে সেটা পরীক্ষা করে ভালভাবে দেখল বলল। 'কাগজটা ভারতেই তৈরি, কোন সময়ে এটা একটা বোর্ডে পিন দিয়ে আঁটা ছিল। মনে হয় কোন বড় অট্টালিকার একাংশ, অসংখ্য বড় বড় হলঘর আর বারান্দা আর গলিপথ সেই। অট্টালিকা আছে। একজায়গায় দেখছি লাল কালিতে একটা ছোট ক্রসচিহ্ন, তার উপর পেন্সিলে লেখা—"বাঁ দিক থেকে ··৩৭। লেখাটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বাঁ দিকের কোণে আছে চিত্রলিপি গোছের অদ্ভুত কি আঁকিবুঁকি, সারিবদ্ধ চারটে ক্রসচিহ্ন যেন হাতে হাত ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার পাশে অত্যন্ত রুক্ষ আর বিশ্রী অক্ষরে লেখা—"চার হাতের স্বাক্ষর—জোনাথান স্মল, মহম্মদ সিং, আবদুল্লা খান, দোস্ত আকবর।" উঁহু, বুঝতাম না এ-মামলার কী সম্পর্ক। কিন্তু তাহলেও এটা যে গুরুত্বপূর্ণ তা

দেখে বোঝা যাচ্ছে। কোন পকেট-বইয়ের ভিতরে এটা রাখা হয়েছিল, কারণ এর দু-দিকই খুব পরিষ্কার।'

'হ্যাঁ, ও'র পকেট বুকের ভিতরেই তো এটা আমি পেয়েছিলাম।'

'মিস মরস্টান, এটাকে খুব যত্ন করে রেখে দিন। আমাদের পরে এটা কাজে লাগাতে পারে। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, গোড়ায় ব্যাপারটাকে আমি যেরকম হাল্কা ভাবে ভেবেছিলাম এখন দেখছি তার চাইতে গভীরতর এবং সুক্ষ্মতর কিছু হতে পারে। আমার ধারণাগুলোকে পুনরায় একবার গভীর ভাবে দেখতে হবে।'

সে হেলান দিয়ে বসল। তার নেমে আসা ভুরু আর অর্থহীন দৃষ্টি দেখেই বুঝলাম, সে গভীর চিন্তায় এখন মগ্ন। মিস মরস্টান ও আমি আমাদের অভিযানের কথা দিয়ে নিম্নস্বরে আলোচনা করতে লাগলাম। কিন্তু হোমস শেষ পর্যন্ত দুর্ভেগ্য নীরবতা অবলম্বন করেই রইল।

সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা, তখনও সাতটা বাজেনি, কিন্তু সারাদিনই যেন সকাল থেকেই একঘেয়ে বিষণ্ণতায় কেটেছে শহরটাকে সারা দিনের ঘন কুয়াসা বৃষ্টির মত ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়ছে। কাল রঙের মেঘ মাটি রঙের রাস্তার উপর কালো হয়ে ঝোঁকানো। স্ট্র্যান্ডের ওদিকটার বাতি গুলো কুয়াসরে মধ্যে ক্ষীণ দেখাচ্ছে। কালো কালো রাস্তার উপর ক্ষীণ আলো গোল হয়ে পড়ছি। দোকানগুলোর হলদে আলো কুয়াসা ভরা ভিড়ের রাস্তায় কখনও স্পষ্ট কখনও অস্পষ্ট। এই স্বল্পালোকিত পথে যে-সব মানুষ অবিরাম চলাফেরা করছে তাদের মুখে যেন অপার্থিবতার আভাস, কারো মুখে বিষাদের কারও খুশির কারও ভগ্নস্বাস্থ্যের, কারও উল্লাসের ভাব দেখা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষদের মত এরাও কখনও আলো থেকে অন্ধকারে, আবার কখনও অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে এসে পড়ছে। আমার মন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয় কিন্তু এই সন্ধ্যায় এই মনমরা পরিবেশে, আর যে অজানা কাজে আমরা যদি তার চিন্তায় আমি কেমন নার্ভাস আর বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি। আর মিস মরস্টানের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন তাঁর মনেও ঠিক আমারই মত অনুভূতি এসব প্রভাবের উর্ধ্বে ওঠা একমাত্র হোমসের পক্ষেই সম্ভব। খোলা নোটবুকটা দু-হাঁটুর উপণ রেখে বসে আছে আর থেকে-থেকে পকেট-লণ্ঠনের সাহায্যে কি সব লিখছে। লাইসিয়াম থিয়েটার পাশের প্রবেশ-পথগুলিতে এরই মধ্যে বেশ ভীড় হয়েছে। ছ্যাকরা গাড়ি আর চার-চাকার গাড়ির স্রোতে সশব্দে খনখন আসা যাওয়া করছে এবং শার্টধারী পুরুষ আর শাল পরা হীরক খচিত মহিলা যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে পয়সা নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থল তৃতীয় থামের কাছে পৌছতেই না পেঁছিতেই গাড়োয়াদের পোশাক পরা একটি বেঁটে কালো মত লোক এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলল।

'মিস মরস্টানের সঙ্গে আপনারা এসেছেন?'

তরুণী জবাব দিল, 'আমিই মিস মরস্টান, আর এই দুই ভদ্রলোক আমার বন্ধু।'

অত্যন্ত মর্মভেদী ও অপলক দৃষ্টিতে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, মাপ করবেন মিস মরস্ট্যান', কতকটা নাছোড়বান্দার ভঙ্গিতে সে বলল, 'আপনি কথা দিচ্ছেন তো যে এ'রা কেউ পুলিসের লোক নন?'

সে জবাব দিল, 'আমি কথা দিচ্ছি।'

সে একটা শিস দিতেই একটা রাস্তার ছেলে একখানি চার-চাকার গাড়ি এনে দরজা খুলে দিল। যে লোকটি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল সে কোচ-বক্সে উঠে বসল। আমরা গাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। ভাল করে বসবার আগেই গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাল। কুয়াসা-ঢাকা রাজপথ ধরে আমরা তীব্র গতিতে ছুটে চললাম অজানার উদ্দেশ্যে—

অদ্ভুত পরিস্থিতি। অজানা কাজে চলেছি এক অজানা জায়গায়। হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মিথ্যে ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়, কিংবা এমনও হতে পারে যে হয়ত সত্যিই কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এর মধ্যে আছে। কিন্তু মিস্ মরস্টানের ধৈর্য তেমনই অটুট আছে দেখা গেল। আফগানিস্তানের অ্যাডভেঞ্চার কিছু তাকে শুনিয়ে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্বে আমি নিজেই এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আর আমাদের গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে আমার কৌতূহল এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে আমার সে সব কাহিনী বিশেষ রেখাপাত করেছে বলে মনে হল না। এতদিন পরে এখনও সে বলে আমি গল্প করেছিলাম কিভাবে একদিন গভীর রাতে একটা বন্দুক আমার তাঁবুতে উঁকি মেরেছিল আর তাকে লক্ষ্য করে আমি দোনলা বাঘের বাচ্চা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। প্রথম প্রথম বুঝতে পারছিলাম গাড়িটা কোন্ দিকে চলেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, অত্যন্ত দ্রুত চলার ফলেই হোক বা কুয়াসার জন্যেই হোক বা লণ্ডন সম্বন্ধে আমার সামান্য জ্ঞানের জন্যেই হোক পথের হিসাব আর রাখতে পারলাম না, কেবল এইটুকু ছাড়া যে, আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। হোমসের কিন্তু কোন অসুবিধে হয়নি, দিব্যি বলে যেতে লাগল কোন্ কোন্ পার্ক আর আঁকা-বাঁকা কোন্ কোন্ ছোট ছোট পথ ধরে গাড়িটা এমন দ্রুত ছুটে চলেছে।

'রোচেস্টার রো, সে বলতে লাগল, 'এবার ভিনসেণ্ট' স্কোয়ার ; এই পড়লাম ভকসল ব্রিজ রোডে। মনে হচ্ছে, সারে-র দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক ভেবেছিলাম। এবার ব্রিজে উঠলাম। নদীটা দেখা যাচ্ছে।

চকিতে টেমসের জলাধারার দেখা পেলাম। জলের উপর আলো পড়ে ঝিলমিল করছে। আমাদের গাড়ি অপর পারের রাস্তার গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল আবার।

বলে চলল হোমস্, 'ওয়াণ্ডসওয়ার্থ রোড'—প্রায়রি রোড, লার্কহল লেন,—স্টক-প্রেস—রবার্ট স্ট্রীট—কোল্ডহারবার লেন। খুব একটা অভিজাত অঞ্চল দিয়ে আমরা চলেছি বলে মনে হচ্ছে না।'

আসলে একটা নিষিদ্ধ পল্লীতেই আমরা এসে হাজির হলাম। একঘেয়ে ইঁটের বাড়ির দীর্ঘ সারি। শুধু মোড়ের মুখে কিছু কিছু ঝকঝকে সরকারী বাড়ির আলো। তারপর সারি সারি দোতলা বাড়ি, সামনে একটা করে বাগান। তারপর আবার নতুন দাঁত বরকরা ইঁটের বাড়ির দীর্ঘ সারি—বিরাটকায় শহর যেন তার দানবীয় দাঁড়াগুলোকে গ্রামের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে। অবশেষে গাড়ি এসে থামল একটা নতুন পথের তৃতীয় বাড়িটাতে। অন্য কোন বাড়িতেই লোকজন নেই, শুধু যে অন্ধকার বাড়িটার সামনে আমরা নামলাম তার রান্নাঘরে জানালায় একটিমাত্র আলোররেখা চোখে পড়ছে। দরজায়

ধাক্কা দিতেই একটি হিন্দু ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল। তার মাথায় হলদে পাগড়ি, সাদা ঢিলে পোশাক আর হলদে চাদর। শহরতীর একটি তৃতীয় শ্রেণীর বাড়ির অতি সাধারণ দরজায় এই প্রাচ্য মনুষ্যমূর্তিকে বড়ই বেমানান দেখাচ্ছিল।

সে বলল, 'সাহেব আপনার জন্যে বসে আছেন।' তার কথার শেষ হতে না হতেই ভিতরের একটা ঘর থেকে একটা তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল—'খিতমদগার, নিয়ে এস ও'দের,—সোজা নিয়ে এস আমার কাছে।'

৪। টেকোমথার কাহিনী

একটা অতি সাধারণ খারাপ প্যাসেজ ধরে আমরা সেই ভারতীয়টির পিছনে পিছনে এগিয়ে চললাম। প্যাসেজে আলো খুব কম আসবাবপত্রও সামান্য। শেষটায় ডানদিকের একটা দরজার কাছে পেঁছে সেটাকে সে খুলে দিল। একটা হলুদ আলো আমাদের উপর আছড়ে পড়ল। সেই আলোর মাঝখানে একটি ছোটখাট লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাটা উঁচু, তার নীচের দিকে ঘুরিয়ে খাড়া খাড়া লাল চুল, মাঝখানে একটা বেশ বড় চকচকে টাক। দেখে মনে হয় ফার অরণ্যের মাথা ফুঁড়ে পাহাড়ের চূড়া উঁকি দিচ্ছে যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজের দুই হাত মোচড়াচ্ছে সর্বক্ষণই। সে কাঁপছে—কখনও বা হাসছে, কখনও চেঁচাচ্ছে, সবসময় এটা-ওটা করছে, মুহূর্তের জন্যও চুপচাপ থাকছে না। তার ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, ফলে একপাটি উঁচুনীচু হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে, আর মুখের উপর হাত তুলে অনবরত সেই দন্তপাটি ঢাকবার চেষ্টা করছে। মস্তবড় টাক সত্ত্বেও তাকে যুবক বলেই মনে হয়, ত্রিশের মত বয়স।

বলল, 'আপনার ভৃত্য বলে মনে করবেন, মিস, মরস্টান।' সুর বাঁশির মত স্বরে বার-বার বলে চলল, 'আপনাদের ভৃত্য, ভদ্রমহোদয়গণ! আসুন আমার নিরালা ছোট ঘরে। ছোট হলেও কিন্তু আমার রুচি অনুযায়ী সাজানো। দক্ষিণ লণ্ডনের ধু ধু মরুভূমি মধ্যে একে এক টুকরো মরূদ্যান বলতে পারেন।'

যে ঘরে আমাদের আহ্বান করে নিয়ে গেল তার চেহারা দেখে আমরা সকলেই চমৎকৃত হলাম। পিতলের উপর একখানা বহুমূল্যে হীরে বসালে যেমন বেমানান লাগে, এই বাড়িতে এই ঘরখানাও তেমনি। উজ্জ্বল দামী পরদা ও দেয়াল-ঢাকনা তার ফাঁকে ফাঁকে দামী ফ্রেমে বাঁধা ছবি বা প্রাচ্য-দেশীয় পুষ্পপাত্র। লাল কালোয় মেশানো কার্পেট এত নরম আর পুরু যে পা ফেললেই ডুবে যায়, যেন ঘন শেওলার উপর পা পড়েছে। দুটো বড় বাঘের চামড়া আড়াআড়িভাবে রাখায় প্রাচ্য জাঁকজমকের আভাষ ফুটে উঠেছে। এককোণে মাদুরের উপর রাখা হুকো ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রায় অদৃশ্য একটা সোনার তারের সঙ্গে ঝুলছে রুপোর পায়রা আকৃতি একটি বাতি। বাতিটা জ্বলছে, আর বাতাসে একটি সূক্ষ্ম সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

কাঁপতে কাঁপতে আর হাসতে হাসতে ছোট লোকটি বলল, 'মিঃ থেডিয়াম শোলটো আমার নাম। আপনি নিশ্চয়ই মিস মরস্টান। আর এই দুই ভদ্রলোক—'

'ইনি হলেন মিঃ শার্লক হোমস্, আর ইনি ডঃ ওয়াটসন।'

'ও, ডাক্তার? তাই নাকি?' অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সে বলল, স্টেথোসকোপটা এনেছেন নাকি? আপনাকে একান্ত অনুরোধ, যদি দয়া করে আমার মাইট্র্যাল ভালভ্‌টা

দেখে দেন একটু। আমার মহাধমনীর উপর আমার প্রত্যয় ভরসা, কিন্তু মাইট্রাল সম্বন্ধে আপনার মতামতের মূল্য আমার কাছে প্রচুর।'

অনুরোধ মত তার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকি শুনলাম, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু আমার মনে হল না,—কেবল এইটুকু ছাড়া যে, এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তাকে যেন পেয়ে বসেছে, তার আপাদমস্তক থর-থর করে কাঁপছে।

বললাম, 'স্বাভাবিক বলেই তো আমার মনে হচ্ছে। ভয়ের কিছু কারণ নেই।'

সে হাল্কাভাবে বলল, 'মিস মরস্টান, আমার এই উৎকণ্ঠাকে ক্ষমা করবেন। জীবনে অনেক কষ্ট আমি পেয়েছি, ওই ভালব্ সম্পর্কে আমার দুর্ভাবনা অনেক দিনের, সে দুর্ভাবনা একেবারে ভিত্তিহীন শুনে খুবই ভাল লাগছে। মিস মরস্টান, আপনার বাবা যদি মনের উপর এতটা চাপ সৃষ্টি না করতেন, তাহলে হয় তো তিনি আজও বেঁচে থাকতে পারতেন।'

এমন একটা বিষয়ে এরকম নির্বিকারভাবে এই কথা বলার জন্যে ইচ্ছে হল মারি ওঁর মুখে এক ঘা। মিস মরস্ট্যান বসে পড়ল। তাঁর সারা মুখ, ঠোঁটদুটো পর্যন্ত একেবারে যেন সাদা হয়ে গেছে।

বলল, 'অবশ্য মনে প্রাণে আমি জানতাম তিনি মারা গেছেন।'

সে বলল, 'সব খবর আমি আপনাকে দিতে পারি। শুধু তাই নয়, আপনার প্রতি ন্যায়-বিচার করতেও আমি পারি। এবং ভাই বার্থোলোমিউ যাই বলুক, কোথায় কাজ না। শুধু আপনার সঙ্গী হিসাবে নয়, আমি এখন যা করব বা বলব তার সাক্ষী হিসাবেও আপনার দুই বন্ধুকে এখানে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমরা তিনজন মিলে ভাই বার্থোলোমিউর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু বাইরের কেউ যেন এর মধ্যে নাক গলাতে না আসে—কোন পুলিশও নয়, কোন সরকারী লোকও নয়। বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই আমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারি। বাইরে জানাজানি হওয়াটা ভাই বার্থোলোমিউ অপছন্দ করে।'

একটা নিচু সোফায় বসে নিষ্প্রভ সজল চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে।

হোমস্ বলল, 'আমার তরফ থেকে বলতে পারি, যাই আপনি বলনে না কেন কখনোই তা প্রকাশ পাবে না।'

আমিও ঘাড় নেড়ে হোমসের সঙ্গে একমত হলাম।

সে বলল, 'খুব ভাল। খুব ভাল। মিস মরস্টান, আপনাকে এক গ্লাস 'চিয়াণ্টি' কি? বা 'টোকে'? আর কোন মদ আমার কাছে নেই। একটা বোতল খুলব কে? না? বেশ। আশাকরি তামাক খাওয়াতে—বিশেষ করে প্রাচ্যদেশীয় তামাকের মৃদু গন্ধে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কি। আমার স্নায়ু একটু দুর্বল, এই হুকোই আমার পক্ষে এক মূল্যবান ঘুমের ঔষুধ।

বিরাট গড়গড়াটায় একটা নল লাগিয়ে তিনি টানতে লাগল, গোলাপ জলের ভিতর দিয়ে দিব্যি ধোঁয়া বেরোতে লাগল। মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে থুতনিতে হাত দিয়ে আমরা তিনজনে অর্ধবৃত্তাকারে বসেছি, আর এই ছটফটে চকচকে-টাকওয়ালা লোকটি মাঝখানে বসে অস্বস্তির সঙ্গে হুকো টেনে চলেছে।

সে বলতে লাগল, 'প্রথম যখন তোমাকে এই চিঠি লিখব স্থির করলাম, তখনই আমার ঠিকানা জানিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার বেশ ভয় ছিল, তুমি আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে হয়ত অবাঞ্ছিত লোক সঙ্গে নিয়ে আসতে পার। তাই আমি এমন একটা ব্যবস্থা করলাম যাতে আমার লোক উইলিয়ামস তোমাকে আগে দেখতে পায়। তার বিচার বুদ্ধির উপর আমার বিশ্বাস আছে। তাই তাকে বলে দিয়েছিলাম তার মনোমত নাহলে সে যেন এ ব্যাপারে আর অগ্রসর না হয়। এইসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য আমাকে ক্ষমা করতে হবে। কিন্তু আমার মত একজন রুচিবান লোকের কাছে পুলিশের চাইতে অশোভন আর কিছু নাই। ঘোর বস্তুবাদের প্রতি আমার একটা অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে। মূঢ় জনতার সঙ্গে কোন যোগাযোগ আমি রাখি না। দেখতে পাচ্ছেন, কথন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আমি একা বাস করি। নিজেকে আমি শিল্প-কলার একজন গুনগ্রাহী বলতে পারি। ঐটাই আমার দুর্বলতা। এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিখানি খাঁটি 'কোরোট ; যদিও 'সালভাটার রোজা' সম্পর্কে রসিকজনের মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারে 'বুগেরো' সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আধুনিক ফরাসী শিল্পরীতির দিকেই ঝোঁক বেশী।

'মাপ করবেন মিঃ শোলটো', 'মিস মরস্টান বলে উঠল, 'আমি এখানে এসেছি আপনারই একান্ত অনুরোধে কিছু খবর শোনবার জন্যে। অনেক রাত হয়ে গেছে, তাই এই সাক্ষাৎকারটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় ততই ভাল।

সে জবাব দিল, 'যতই তাড়াতাড়ি করি কিন্তু কিছু সময় লাগবেই, কারণ ভাই বার্থোলোমিউর সঙ্গে দেখা করতে আমাদের নরউড যেতেই হবে। আমরা সেখানে যাব এবং ভাই বার্থোলোমিউকে সব কথা বুঝতে আবার চেষ্টা করব। যে পথ আমি ঠিক মনে করে বেছে নিয়েছি সেজন্য সে আমার উপর ভীষণ রাগ করেছে। কাল রাতেও তার সঙ্গে অনেক ঝগড়া হয়েছে। রাগলে সে যে কত ভীষণ হয়ে ওঠে তা আপনারা সামনে না থাকলে কল্পনাও করতে পারবেন না।'

আমি বললাম, 'তা, যেতেই যদি হয় সেখানে তো এক্ষুনি বেরিয়ে পড়াই তো ভাল।'

এ কথায় সে এমন হাসতে শুরু করল যে তার কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। বলল তা হতেই পারে না। এমন হঠাৎ আপনাদের কাছে নিয়ে গেলে সে কী বলবে জানি তার আগে আমি পরিস্থিতিটা আপনাদের বলতে চাই। প্রথমেই বলে রাখি এ কাহিনীর অনেক খানিই আমার অজানা। যেটুকু জানি সেটুকুই আপনাদের বলছি মন দিয়ে শুনুন।

'আপনারা নিশ্চয় জানেন যে ; আমার বাবা মেজর জন শোলটো ছিলেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। প্রায় এগারো বছর আগে অবসর নিয়ে তিনি আপার নরউডের পণ্ডিচেরি লজে বাস করতে আসেন। ভারতবর্ষে থাকতে তিনি বিরাট ধনী হয়েছিলেন এবং প্রচুর অর্থ, বহু মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যের সংগ্রহ এবং একদল ভারতীয় চাকর সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। একটা ভাল বাড়ি কিনে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। আমার যমজ ভাই বার্থোলোমিউ আর আমিই তার সন্তান।

'ক্যাপ্টেন মরস্টান নিরুদ্দেশ হওয়ায় তখন যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তা

আমার বেশ ভালই মনে আছে। তার বিস্তারিত বিবরণ সব কাগজেই প্রকাশিত হয়, এবং তাঁকে বাবার বন্ধু শুনে আমরা বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতাম। ও'র কী রয়েছে এ নিয়ে আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হত তিনিও যোগ দিতেন তাতে। একা বেরোতে খুব ভয় ছিল বাবার, তাই ছণ্ডিচেরীর হাউসের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল দু-জন মল্লবীর ; তাদের একজন হল উইলিয়াম, যে আপনাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে। আগে সে ছিল ইংলণ্ডের লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু কী তার ভয় সে বিষয়ে বাবা কখনও আমাদের কাছে বলেন নি। তবে, কাঠের পা আছে এমন সব মানুষদের উপর তাঁর ছিল প্রচুর ঘৃণা। এমনকি এক কাঠের পা-ওয়ালা মানুষকে লক্ষ করে একবার তিনি রিভলবারও ছোড়েন, কিন্তু পরে জানা যায় সে এক নিরীহ ব্যবসায়ী, অর্ডারের জন্যে এখানে সেখানে ঘুরছিল। ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয় বাবাকে। আমরা ভাবতাম এ হয়ত বাবার একটা খেয়াল। কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনাবলী দেখে আমাদের মত পালটাতে হয়েছিল।

'১৮৮২ সালের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ থেকে একটা চিঠি পেয়ে বাবা মুষড়ে পড়লেন। প্রাতরাসের টেবিলে চিঠিটা পড়ত। তিনি, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন এবং সেইদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অসুস্থ ছিলেন। চিঠিতে কি যে ছিল আমরা কখনও জানতে পারি নি কিন্তু তার হাত থেকেই দেখেছিলাম যে চিঠিটা খুব সংক্ষিপ্ত এবং হিজিবিজি করে কিসব লেখা। অনেক বছর ধরেই তিনি পিলের রোগে ভুগছিলেন। এরপর থেকে অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে লাগল, এবং এপ্রিলের শেষ নাগাদ আমাদের জানালেম যে তার জীবনের আর কোন আশা ভরসা নেই এবং তিনি আমাদের কাছে তার শেষ সমস্ত কথা বলে যেতে চান।

'বাবার ঘরে ঢুকে দেখি তিনি কয়েকটা বালিশে হেলান দিয়ে রয়েছেন আর খুব জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছেন। তিনি আমাদের বললেন দরজাটা এ'টে দিয়ে তাঁর দু-পাশে দুজনকে দাঁড়াতে। তারপর আমাদের দুজনের হাত ধরে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে ও যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। যথাসম্ভব তারই ভাষায় আমি সেই বিবৃতি আপনাদের শোনাচ্ছি।

'তিনি বললেন, 'এই মুহূর্তে একটি বিষয়ই আমার মনের উপর চেপে বসে আছে। বেচারি মরস্টানের অনাথা মেয়ের প্রতি আমার এই খারাপ ব্যবহার। যে রত্ন-ভাণ্ডরের অন্তত অর্ধেক তার প্রাপ্য ছিল, সারা জীবন এক অভিশপ্ত অর্থলোভের আশায় আমি তাকে তা থেকে বঞ্চিত করে মহাপাপ করেছি। অথচ লোভ এমনি অন্ধ আর নিজেও তা ভোগ করি নি। আমি সম্পত্তির অধিকারী এই অনুভূতি আমার কাছে এতদূর প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে সেটা সুষ্ঠ ভাবে করবার চিন্তাও আমার কাছে ছিল একেবারে অসহ্য। কুইনিনের বোতলের পাশে ওই যে মুক্তোর মালাটা দেখতে পাচ্ছ ? তাকে পাঠাব মনে করেই ওটা আজ তৈরি করিয়েছিলাম, অথচ লোভ পাঠাতে পারি নি। বৎসগণ, আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডারের একটা ভাল অংশ তাকে দিও। কিন্তু আমার মৃত্যুর আগে তাকে কিছুই পাঠিও না—এমন কি ওই মালাটাও নয়। বলা তো যায় না, আমার মত খারাপ অবস্থায় এসেও অনেকে ভাল হয়ে গেছে।

'তিনি বলে চললেন, 'মরস্টানের মৃত্যু কিভাবে হয় বলছি। দুর্বল হৃৎপিণ্ড নিয়ে সে অনেক কাল ভুগছিল এবং তার এই অসুখের কথা জানতাম একমাত্র আমি। ভারতে থাকতে সে আর আমি ঘটনাচক্রে প্রচুর ধনরত্নের মালিক হই। সেই ধনরত্ন আমি ইংলণ্ডে সঙ্গে করে নিয়ে আসি। মরস্টান যেদিন ইংলণ্ডে ফেরে সেই রাত্রেই সোজা চলে আসে আমার কাছে তার অংশ নিতে; স্টেশন থেকে আসে হাঁটতে হাঁটতে। আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য লাল চৌদর (সে এখন মৃত) তাকে বাধা দেয় নি। ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ হয় এবং বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে সে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে চেয়ার থেকে দু-হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে। তার মুখ ছাইয়ের মত হয়ে যায়। তারপরেই পড়ে যায় পেছন ফিরে ধনরত্নের বাক্সটার কোণায় লেগে তার মাথা কেটে যায়। যখন আমি গিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ি, দেখি যে তার মৃত্যু হয়েছে।

'অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিমূঢ় মত বসে রইলাম। কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রথমেই মনে হল কাউকে ডাকি। সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম, এ অবস্থায় তো যে কেউ আমাকে তার হত্যাকারী ভাবতে পারে। ঝগড়ার মুহূর্তে তার মৃত্যু, মাথায় আঘাতের চিহ্ন,—সবই তো আমার বিরুদ্ধে যাবে। আবার, কোনরকম পুলিশ জানানও সম্ভব নয় কারণ তাহলে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে সব কিছু তথ্য প্রকাশ পাবে তাতে আমি গোপন রাখতে পারব না সেই আমাকে বলেছিল যে তার গতিবিধি পৃথিবীর কেউ এখনও জানে না। তাই যদি হয়, তাহলে কারও জানবার দরকার বা কি।

'এইসব কথা ভাবছি এমন সময় দেখি, আমার ভৃত্য লাল চৌদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। চুপি চুপি ভিতরে ঢুকে সে এঁটে দিল দরজাটা। বলল, 'ভয় কি সাহেব, ওঁকে যে হত্যা করেছেন কেউ তা জানবে না। আসুন সরিয়ে ফেলি ওঁকে।" আমি বললাম 'না, আমি ওকে খুন করি নি।' কিন্তু লাল চৌদর মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'আপনাদের ঝগড়া শুনেছি আঘাতের শব্দও শুনেছি। কিন্তু আমার কথা একেবারে বন্ধ। কেউ এখন জেগে নেই, আসুন দুজনে সরিয়ে ফেলি ওঁকে।' মনস্থির করতে আমার একটুও সময় লাগল না। আমার নিজের ভৃত্যকেই যা বিশ্বাস করাতে পারিনি, কী করে বারো জন বোকা জুরিকে তা বিশ্বাস করাতে পারব? তখনি লাল চৌদর আর আমি মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলি এবং কয়েক দিনের মধ্যেই লণ্ডনের পত্রিকাগুলো ক্যাপ্টেন মরস্টানের রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারে তোলপাড় করে ফেলে। দেখছই আমি যা করেছি এ জন্যে আমার দোষ তোমরা না। তবে, আমার সবচেয়ে বেশী অপরাধ হল মৃতদেহটার সঙ্গে সঙ্গে ধনরত্নও সব লুকিয়ে ফেলা, কারণ মরস্টানের আর আমার দুজনের অংশই আমি করেছি। তাই তোমাদের বলছি ক্ষতিপূরণ করতে। আমার মুখের কাছে কান পাত। ধনরত্ন লুকোন আছে—'

মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখের ভয়ংকর পরিবর্তন ঘটে গেল। দুই চোখ আর এমনভাবে তিনি চীৎকার করে উঠলেন যে সে স্বর আমি জেনেছি কোন দিন ভুলব না; ওকে তাড়িয়ে দাও। ভগবানের দোহাই, ওকে একা তাড়িয়ে দাও।' যেদিকে তিনি তাকিয়েছিলেন আমাদের পিছনদিককার নেই জানালার দিকে আমরাও ঘুরে তাকালাম অন্ধকারে কে যেন আমাদের দিকে জ্বল জ্বলে চোখে চেয়ে আছে। কাঁচের উপরে

নাকটা চেপে আছে তাও আমরা দেখতে পেলাম। মুখময় দাঁড়ি-গোঁফ, দুই চোখে বন্য দৃষ্টি, সারা মুখে তীব্র হিংসার প্রকাশ। আমার ভাই আর আমি জানালার দিকে ছুটে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে লোকটি চলে গেছে। যখন বাবার কাছে ফিরে গেলাম, তখন তার মাথাটা ঢলে পড়েছে, নাড়ি বন্ধ।

'রাত্রে বাগানটা খুঁজে পেতে দেখলাম, কিন্তু লোকটার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম কিন্তু জানলার নিচে ফুলের জমিতে একটা পায়ের ছাপ দেখলাম। ঐ ছাপটা থাকলে আমরা মনে করতে পারতাম হয়ত এ সবই আমাদের মনের ভুল। অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই আর একটা, এবং এর থেকেও ভয়ঙ্কর প্রমাণ আমরা পেলাম যেটা হল, আমাদের চারিদিকে কারা যেন সব গোপনে চলাফেরা করছে। সকালবেলা দেখা গেল বাবার ঘরের দরজাটা খোলা, তার সমস্ত বাক্স পেঁটরা তাক সব তছনচ আর তার বুকের উপর একটুকরো কাগজে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা—'চার হাতের স্বাক্ষর'। কথাটার মানে কী, অজানা আগন্তুকটি কে, আমরা জানতে পারি নি। আন্দাজ করলাম, সমস্ত উল্টে পাল্টে ফেললেও সে চুরি কিছুই করে নি। স্বভাবতই তখন আমরা বুঝলাম এই ঘটনার সঙ্গে নিশ্চয়ই সেই মহা আতঙ্কের যেকোন সম্বন্ধ আছে,—যে মহা আতঙ্ক সারা জীবন বাবাকে পেয়ে বসেছিল এবং আজ পর্যন্ত যা আমাদের কাছে রহস্যময়ই থেকে গেছে।' সে বিষয়ে আমরা এখনও কিছু জানি না।'

ছোট মানুষটি একটু থামল। হুকোটা আবার ধরিয়ে চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ টানল। তার অদ্ভুত কাহিনী শুনে আমরা তিনজন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। বাবার মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে মিস মরস্টানের মুখ যেন মৃতের মত সাদা হয়ে গেল। আমার ভয় হল, হয় তো সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। পাশের টেবিলে রাখা ভেনিসিয় কাঁচের পাত্র থেকে একগ্লাস জল ঢেলে তাকে দিলাম। জল খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করল। হোমস ভাবলেশহীন মুখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইল। তার চোখের পাতা দুটি উজ্জ্বল চোখের উপর নেমে এসেছে। তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল, আজই সে জীবনের একঘেয়েমী সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল। অবশেষে এই তো একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে যার সর্ব খুলতে তাকেও সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তার গল্পের সুফল লক্ষ্য করে মিঃ থ্যাডিডিউস শোলটা গর্বভরে আমাদের দিকে চেয়ে তামাক টানার ফাঁকে ফাঁকে আবার কথা বলতে শুরু করল।

'আমি আর আমার ভাই ধনরত্নের কথা শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আমরা সমস্ত বাগানটা খুঁড়ে খুঁড়ে কিন্তু হদিস করতে পারলাম না। লুকানো জায়গাটার কথা বলার ঠিক সেই মুহূর্তেই বাবার মৃত্যু হল,—এ চিন্তা আমাদের প্রায় পাগল করে তুলল। মুক্তোর মুকুটটা তিনি বার করেছিলেন তা থেকেই আন্দাজ করতে পারি কী বিপুল এক ঐশ্বর্য সেই ধনরত্ন। মুকুটটা নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে আমার বেশ কিছু আলোচনা হল। মুক্তোগুলো যে বহুমূল্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, তাই তার ইচ্ছে ছিল না সেগুলো হাতছাড়া করে। কারণ, আপনারা বন্ধু তাই আপনাদের কাছে এসব বলতে লজ্জা নেই, বাবার যে দোষের সেই দোষ ভাইয়ের মধ্যেও কিছুটা আছে। তা ছাড়া, সে ভেবে দেখল মুকুটটা হাতছাড়া হলে হয়ত কথা উঠতে পারে এবং তা থেকে আসল কথাটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে এবং ফলে

আমরা বিপদেও পড়তে পারি। যাই হোক অনেক করে বলে ওকে রাজি করলাম মিস্ মরস্ট্যানের ঠিকানা বার করে কিছুকাল অন্তর এই মুকুটটা থেকে একটা করে মুক্তো খুলে তার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থাটা করলাম, যাতে তাকে কোনদিনই আর্থিক সঙ্কটে পড়তে না হয়।'

আমার সঙ্গী আন্তরিকভাবেই বলল, 'খুব ভাল, কাজ করেছেন।'

ছোট মানুষটি প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলল, 'আমরা সম্পত্তির অছি মাত্র। এই দৃষ্টিতেই অর্থটাকে আমি দেখেছিলাম, যদিও ভাই বার্থোলোমিউ ঠিক সেভাবে ভাবতে চায় নি। আমাদের ধন-সম্পদ প্রচুর পরিমাণে ছিল। এর বেশী আমি চাই নি। তাড়াড়া, একজন মা-বাবা হারা তরুণীর প্রতি এরকম হীন আচরণ বদরুচিরই। এসব কথা ফরাসীরা ভারি সুন্দরভাবে বলতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ এরূপভাবে গড়াল যে আমি বাধ্য হয়ে নতুন বাসা ঠিক করে পুরনো খিৎমৎগার ও উইলিয়ামসকে নিয়ে পণ্ডিচেরি লজ ছেড়ে চলে এলাম। অবশ্য গতকালই শুনতে পেয়েছি যে একটি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা ওখানে ঘটেছে। গুপ্তধন আবিষ্কৃত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি মিস মরস্টানকে চিঠি লিখে জানালাম। এখন আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে নরউডে গিয়ে আমাদের অংশ শুধু দাবী করা। গত রাতেই ভাই বার্থোলোমিউকে আমার মনোভাব জানিয়েছি, কাজেই সেখানে আমরা স্বাগত না হলেও প্রত্যাশিত অতিথি।'

এই বলে মিঃ থ্যাডিউস শোলটো থামল, আর বহুমূল্য আরামের সোফায় বসে খুব শরীর দোলাতে লাগল। কেউ কোন কথা বললাম না, রহস্যময় ব্যাপারের ফলে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেই চিন্তায় ডুবে তখন রইলাম। হোমস্ই সবার আগে চেয়ার থেকে উঠে বলল, 'ঠিকই করেছেন আপনি, একেবারে গোড়া থেকেই। হয়ত আমরা এর প্রতিদানে এই রহস্যের উপর সামান্য আলোকপাত করতে পারব। কিন্তু মিস্ মরস্ট্যান যা বলেছেন, সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গেছে, সুতরাং আর একটুও সময় নষ্ট না করে কাজটা শেষ করাই ভাল বোধ হয়।'

ভদ্রলোকটি বেশ স্বচ্ছন্দে ধীরে ধীরে হুকোর নলটি যত্নের সঙ্গে গুটিয়ে পর্দার আড়াল থেকে একটা খুব লম্বা 'টপ-কোট বের করল। তাতে অস্ত্রাখান কলার ও কফ লাগানো। রাতটা খুব গুমোট হওয়া সত্ত্বেও সে কোটটার গলা পর্যন্ত সবগুলো বোতাম এঁটে দিল এবং দুপাশে কান-ঝোলা একটি খরগোসের চামড়ার টুপি পরে কান দুটিকে এমনভাবে ঢেকে দিল যে মুখটুকু ছাড়া তার আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পথ দেখিয়ে অগ্রসর হতে হতে সে বলল, 'আমার স্বাস্থ্য ভয়ানক খারাপ। আমি একটা রোগা মানুষ।'

গাড়িটা আমাদের অপেক্ষায় ছিল, এবং আমাদের প্রোগ্রামও সে নিশ্চয় আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিল, কারণ সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি প্রচণ্ড বেগে চলতে লাগল। সমস্তক্ষণ শোলটো কথা কইতে কইতে চলল, গাড়ির চাকার শব্দের চাইতেও জোরে।

'বার্থোলোমিউ বেশ চালাক লোক। সে কেমন করে গুপ্তধনের সন্ধান পেল বলুন তো? শেষ পর্যন্ত সে এই ধারণাই করল যে সেটা ঘরের ভিতরেই কোথাও ছিল। তখন সে পুরো বাড়িটার বর্গফুট কসে হিসাব কর ফেলল এবং সব জায়গায় এমনভাবে

মাপ-জোপ করল যাতে এক ইঞ্চি জায়গাও যেন বাদ না পড়ে। বাড়িটার উচ্চতা চুয়াত্তর ফুট, কিন্তু সবগুলো ঘরের উচ্চতা আলাদা করে যোগ করে এবং গর্ত খুঁড়ে মধ্যবর্তী অংশের উচ্চতা নির্ধারিণ করেও মোট উচ্চতা সত্তর ফুটের বেশী নয়। তাহলে চার ফুটের হিসেব গড়মিল। সেটা তাহলে নিশ্চয় বাড়ির একেবারে ছাদে থাকবে। সুতরাং সে বাড়ির সবচাইতে উঁচু ঘরটার কড়ি এবং সিলিং-এর দেওয়ালে গর্ত করল। ফলে যা হবার ঠিক তাই সেখানে রয়েছে একটা চিলেকোঠা—চারদিক আটকানো এবং সকলের নজরের বাহিরে। কোঠার ঠিক মাঝখানে দুটো বরগার উপরে পাওয়া গেল রত্ন-সিন্দুক। গর্তের ভিতর দিয়ে সেটাকে সে নামিয়েছে। এখনও সেখানেই রাখা আছে। তার হিসেব মত সে রত্নরাজীর মূল্য পাঁচ লক্ষ্য স্টার্লিং-এরও বেশী হবে।

এই বিরাট অঙ্কটার কথা শুনে বড় বড় চোখ করে আমরা তাকালাম পরস্পরের দিকে। অর্থাৎ যদি আমরা মিস্ মরস্টানকে তার ভাগ ঠিকমত পায় তাহলে তার অবস্থার উন্নতি হবে, এবং এক অভাবী গভর্নেস থেকে বোধহয় ইংলণ্ডের সর্ববৃহৎ উত্তরাধিকারের মালিক মালিক হবে। প্রকৃত তে বন্ধু সে এই সৌভাগ্যের সংবাদে তার অত্যন্ত সুখী হওয়ার কথা, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে বলছি, আমার মন এতে স্বার্থপরতায় পূর্ণ হয়ে উঠল, শিসের মত মন ভারি হয়ে গেল। তোতলাতে তোতলাতে অভিনন্দন-জ্ঞাপক কয়েকটা কথা বলে চুপ হয়ে বসে রইলাম, আমার মাথা ঝুঁকে পড়ল, নবপরিচিত ব্যক্তিটির কোন কথাই আমার কানে ঢুকল না। ভদ্রলোক যে স্নায়ুরোগাক্রান্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বপ্নের মত মনে হল যেন অসংখ্য রোগলক্ষণের উল্লেখ করল আর কয়েকটা হাতুড়ে ওষুধের প্রস্তুত-প্রণালী আর কার্যকারিতা সম্বন্ধে জানতে চাইল। এইসব ওষুধের কয়েকটা আবার তার পকেটে একটা চামড়ার থলির মধ্যে ছিল। মনে হয় সে রাত্রে তার সেইসব প্রশ্নের যা উত্তর দিয়েছিলাম তা মনে রাখেন নি। হোমসের কাছে একদিন শুনেছিলাম আমি তাকে সমাধান করে দিয়েছিলাম যেন দু-ফোঁটার বেশি ক্যাস্টর অয়েল যেন না খান, আর যন্ত্রণাশক ওষুধ হিসেবে প্রচুর পরিমাণে স্ট্রিকনিন ব্যবহার করতে নাকি নির্দেশ দিয়েছিলাম। যাই হোক অত্যন্ত আশ্বস্ত হলাম যখন শেষ পর্যন্ত গাড়িটা একটা হেঁচকা টান দিয়ে থেমে গেল আর গাড়োয়ান এক লাফে নেমে দরজাটা খুলে দিয়ে দাঁড়াল।

মিঃ থ্যাডিউস তাকে হাত ধরে নামতে সাহায্য করে বলল, 'মিস মরস্টান, এইটেই পণ্ডিচেরি লজ.' আমরা এসে গেছি।'

৫। পণ্ডিচেরি লজে দুর্ঘটনা

নৈশ অভিযানের এই শেষ পর্বে যখন আমরা পৌঁছলাম, রাত তখন প্রায় এগারোটা। মহানগরীর স্যাঁতসেতে কুয়াসাকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। এখন মনোরম পরিষ্কার রাত। পশ্চিম দিক থেকে একটা উষ্ণ বাতাস বইছে। আকাশে ভেসে চলিছে ভারী মেঘের দল। তার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে আধখানা বাঁকা চাঁদ। চারদিক যেন

পরিষ্কার, কিছুদূর পর্যন্ত বেশ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের পথটা আরও আলোকিত করবার জন্য থ্যাডডিউস শোলটো গাড়ির একটা বাতি নামিয়ে নিল।

পণ্ডিচেরি লজ ঘিরে খুব উঁচু পাথরের প্রাচীর, ভাঙা কাঁচের টুকরো সেই প্রাচীরের উপরে বসান। বাড়ির একমাত্র প্রবেশ-পথ হল একটা ছোট দরজা, লোহার মজবুত খিল দেওয়া। সেই দরজায় আমাদের পথ প্রদর্শক ডাকপিওনের মত শব্দ করল।

'কে? রুক্ষস্বরে কে যেন ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল।'

'আমি, ম্যাকমার্ডো। এতদিন তো আমার করাঘাতের সঙ্কেত তোমার বুঝতে পারা উচিত ছিল!'

একটা ক্ষুব্ধ আওয়াজ এবং চাবির ঝনঝনানি শব্দ শোনা গেল। দরজাটা ভিতর দিকে খুলে গেল। দ্বারপথে একটা বেঁটে বিশাল বক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে। তার ঝুঁকে-পড়া মুখ কিটমিটে অবিশ্বাসী মাখানো চোখের উপর লণ্ঠনের হলুদ আলো পড়ে চিকচিক করছে।

'আপনিই তো মিঃ থ্যাডডিউস। কিন্তু বাকিরা কারা? মালিক তো এঁদের সম্পর্কে তো হুকুম দেন নি ভিতরে ঢুকতে।

'দেয় নি ম্যাকমুর্ডো? তুমি তো আমাকে অবাক করলে হে। কাল রাতেই তো ভাইকে বলে গিয়েছি আমার সঙ্গে ক'জন বন্ধু আসবেন।'

'তিনি আজ সারাদিন ঘর থেকে একবারও বেরোন নি মিঃ থ্যাডিউস, তেমন কোন আদেশ আমি পাইনি। জানেনই তো, আমায় হুকুম মেনে চলা একমাত্র কাজ। আপনাকে ভিতরে আসতে দিতে পারি, কিন্তু ওঁদের বাইরেই অপেক্ষা করতে হবে।'

এই অপ্রত্যাশিত বাধা পেয়ে থ্যাডিউস শোলটো বিব্রত অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর বলল, 'তুমি ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু এরা আমার বন্ধু, তাছাড়া এই মহিলা তো এত রাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না।'

কিন্তু দারোয়ান একেবারে নাছোড়।' বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ থ্যাডিউড। এরা আপনার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু আমার মনিবের বন্ধু তো না ও হতে পারেন। কাজের জন্যে ভালো মাইনে দেন, তাই আমার যা কাজ আমি তাই করব! আপনার এই বন্ধুদের কাউকেই আমি চিনি না, অতএব ভিতরে যেতে দেবে না।

আন্তরিকতার সুরে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'চিন তুমি ঠিক চিন ম্যাকমুর্ডো। এরই ক'দিনের মধ্যে আমাকে ভুলে যাবে বলে তো মনে হয় না। চার বছর আগে তোমার বাজী জেতার রাতে এলিসনের বাড়িতে যে সৌখিন মুষ্টিযোদ্ধা তোমার সঙ্গে তিন রাউণ্ড লড়েছিল তাকেও কি চিনতে পারছ না?'

'সেকি মিঃ শার্লক হোমস?' প্রায় চিৎকার করে উঠল লড়িয়েটা—'হা ঈশ্বর কী করে এর মধ্যে আপনাকে চিনতে ভাল করলাম! অমন চুপচাপ ভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে যদি এসে চোয়ালের নিচে আপনার একটা ক্রস-হিট ঝাড়তেন নিশ্চয় তাহলে চিনতে তখন ভুল হত না! বলতে পারি, আপনার মধ্যে প্রচুর সে সম্ভাবনা ছিল, আপনি হেলায় নষ্ট করেছেন। অনেক উপরে উঠতে পারতেন আপনি আমাদের চেয়ে।'

হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'দেখছ ওয়াটসন, যদি আর সব কাজেও বিফল হই, তাহলেও একটা বিজ্ঞানসম্মত জীবিকা এখনও আমার সামনে খোলা আছে। বন্ধু

নিশ্চয়ই আর আমাদের ঠাণ্ডার দাঁড় করিয়ে রাখবে না।'

সে বলল, 'আসুন স্যার, ভিতরে আসুন—বন্ধুদের নিয়েই আসুন।। খুব দুঃখিত মিঃ থ্যাডিউস, কিন্তু হুকুম বড় বড়া। আপনার বন্ধুদের সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তো আর ছাড়তে পারি না।'

একটা কাঁকর-বিছানো পথ জমির উপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে একটা বিরাট বাড়ির সামনে। বাড়িটা চৌকো ধরনের, শ্রী বলতে তার কিছু নেই। সমস্ত বাড়িটাই খাঁ খাঁ, কেবল চাঁদের আলো চিলেকোঠার একটা ঘরের জানলায় কাছে এসে পড়েছে। বিরাট বাড়িটার অন্ধকারে তার মৃত্যু পুরীর স্তব্ধতায় বুক যেন হিম হয়ে আসে। থ্যাডিউস শোলটো পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, লণ্ঠনটা তার হাতে কাঁপতে লাগল, ঝন-ঝন করতে লাগল, চঞ্চল হল আলোর ধারা।

সে বলল, 'কিছুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় কোন গোলমাল হয়েছে। আমি পই পই করে বার্থোলোমিউকে বলেছি যে আমরা আসব, অথচ জানালায় কোন আলো নেই। এর কি মানে তাতো বুঝতে পারছি না। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।'

হোমস প্রশ্ন করল, 'তিনি কি সব সময়ই বাড়িটাকে এই ভাবে পাহারা দিয়ে রাখেন?'

'হ্যাঁ ও বাবার মতই রীতি বজায় রেখে চলেছে। মানে, ও-ই তো ছিল বাবার বেশ প্রিয় পাত্র। মাঝে মাঝে মনে হয় হয়ত বাবা ওকে এমন কোন শুভ খবর দিয়ে গেছেন যা আমায় দেন নি। ঐ যে, উপরে বার্থোলোমিউয়ের ঘরের জানলা, সেখানে চাঁদের আলো যেন উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভিতরে কোন আলো জ্বলছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'না নেই,' হোমস বলল। 'কিন্তু দরজার পাশের ঐ ছোট জানালাটায় আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি।'

'আঃ, ওটা তো পরিচারিকার ঘর। মিসেস বার্ণস্টোন বুড়ি ওঘরে থাকে। সেই সব কথা বলতে পারবে। কিছু মনে করবেন না, আপনারা দু-এক মিনিট এখানে অপেক্ষা করুন। সকলে যদি একসঙ্গে ঘরে ঢুকি আর সে যদি আমাদের আসার খবর না শুনে থাকে তাহলে বেশ পেয়ে যাবে। চুপ! চুপ! ওটা কি?'

লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরল। তার হাত কাঁপছে, ফলে আলোর পরিধি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। মিস্ মরস্টান আমার কব্জি চেপে ধরল। দুরু দুরু বুকে চুপ করে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম কান খাড়া করে। অন্ধকার বাড়িটা থেকে রাতের স্তব্ধতার মধ্যে এক বিষণ্ণ কাতর আর্তনাদ ভেসে আসতে লাগল,—ভয় পাওয়া নারীর তীক্ষ্ণ, ভাঙা গলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আর্তনাদ।

শোলটো বলল, 'মিসেস বার্ণস্টোন। এ বাড়িতে সেই একমাত্র স্ত্রীলোক। একটু এখানে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসছি।'

দ্রুত দরজার কাছে গিয়ে সে তার বিশেষ ভঙ্গিতে দরজায় টোকা দিতে আমরা দেখতে পেলাম, একটি লম্বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিয়ে তাকে দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'ওঃ, মিঃ থ্যাডডিউস, স্যার, আপনি এসেছেন, বড়ই ভাল হয়েছে। আমি ভারি খুশি হয়েছি যে আপনি এসেছেন মিঃ থ্যাডডিউস, স্যার।'

তাঁর এই পুনঃ-পুনঃ আনন্দ প্রকাশ আমাদের কানে আসতে লাগল যতক্ষণ না দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর তাঁর গলার আওয়াজ কেমন চাপা-চাপা এক-ঘেয়েমিতে পরিণত হল। লণ্ঠনটা আমাদের কাছেই রেখে গিয়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে হোমস্ আস্তে আস্তে দোলাতে লাগল আর উঁকি মেরে খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল, বাড়িটা, আর উঠোনে যে সব আবর্জনার স্তূপ ছিল সেগুলো। মিস্ মরস্টানের হাত আমার হাতে, দু-জনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। কী আশ্চর্য, ভালবাসা! এই যে আমরা দুজনে এখানে, আজই প্রথম দেখা, প্রণয়সূচক কোন ভাষায় বা দৃষ্টির বিনিময় আমাদের মধ্যে হয়নি। অথচ এই বিপদের সময় আমাদের হাত স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই একত্র হয়েছে। এ কথা ভেবে পরে খুব আশ্চর্য হয়েছি, তখন কার মত কিন্তু এটাই আমার মনে জেগেছিল একান্ত স্বাভাবিক, এবং সে পরে অনেকবার বলেছে, তার পক্ষেও তখন আশ্বাসের আশায় আমার হাতে হাত দেওয়াই ছিল একান্ত স্বাভবিক। তাই আমরা দুটি কিশোর কিশোরীর মত হাতে হাত ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম, ফলে পরিপার্শ্বিক অমঙ্গল চিহ্নের মধ্যেও আমাদের হৃদয়ে শান্তির অভাব হলনা।

'মনে হচ্ছে ইংলণ্ডের সব ইঁদুরকে এই বাগানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্বর্ণ-খনির শিকারীরা যেখানে কাজ করছিল সেই বাল্লারাটের নিকটবর্তী একটা পাহাড়ের পাশ এরকমটা আমি দেখেছিলাম।

হোমস বলল, 'কারণটা একই। গুপ্তধন-খোঁজা শিকারীদের চিহ্ন এগুলো। মনে রাখতে হবে যে দীর্ঘ, ছয় বছর ধরে তারা গুপ্তধনের সন্ধান করেছে। ফলে জমিটা যে পাহাড়ের খাদের মত দেখবে সে আর বিচিত্র কি।'

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই থ্যাডডিউস শোলটো সবেগে বেরিয়ে এলেন। তার দু হাত সামনের দিকে প্রসারিত, চোখের দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কার আতঙ্কের প্রকাশ। বলে উঠল 'নিশ্চয় বার্থোলোমিউ-এর কিছু হয়েছে, আমার ভীষণ ভয় করছে! স্নায়ুর চাপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না!' মহা আতঙ্কে প্রায় কেঁদে ফেলল, মুখের ভাবে যে অনুনয় বিনয় ফুটে উঠেছে অত্যন্ত ভীত শিশুর মুখেই একমাত্র তেমনটি দেখা যায়।

প্রকৃতই ভয়ে সে তখন কাঁপছে। অস্ত্রাখান-কলারের ফাঁক দিয়ে তার যে কম্পিত দুর্বল মুখটা দেখা দিচ্ছিল তাতে একটা আতংকগ্রস্ত অসহায় শিশুর মুখের ছবি যেন ফুটে উঠেছে।

দৃঢ় কণ্ঠে হোমস বলল, 'বাড়ির ভিতরে চলুন।'

থ্যাডডিউস শোলটো অনুনয়ের সুরে বলল, 'তাই চলুন। নির্দেশ দেবার ক্ষমতা আর আমার একটুও নেই।

বারান্দার বাঁ দিকে গৃহকর্ত্রীর ঘর, তার পেছন-পেছন আমারা সবাই চললাম। বৃদ্ধা ভয়-পাওয়া মুখে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন, মিস মরস্টানকে দেখে আশ্বস্ত হলেন খানিকটা। বললেন, 'আহা ভাল মিষ্টি মেয়ে, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এমন ভাবে বললেন, যেন হিস্টিরিয়ায় ভুগছেন—'ভারি ভাল লাগছে তোমায় দেখে! সারাটা দিন কী ধকলটাই না গেছে আমার উপর দিয়ে।

আমাদের সঙ্গী ক্ষীণ হাতটা চাপড়ে দিয়ে সদয় কণ্ঠে কয়েকটি মেয়েলি সান্ত্বনার বাণী শোনাল। তার রক্তশূন্য গাল দুটিতে সেকথা শুনে রং ফিরল।

সে বলতে লাগল, 'মালিক ঘর বন্ধ করে সারাদিন রয়েছেন। কোন জবাব দিচ্ছে না। সারাদিন তার ডাকের অপেক্ষায় রয়েছি, কারণ মাঝে মাঝেই তিনি একা থাকতে বেশ ভালবাসেন। কিন্তু ঘণ্টাখানের আগে আমার ভীষণ ভয় হল যে কিছু একটা আজ গোলমাল হয়েছে, তার উপরের ঘরে গিয়ে চাবির গর্তের ভিতর দিয়ে উঁকি দিলাম। মিঃ থ্যাডডিউস, আপনি উপরে যান, নিজের চোখে সেটা দেখতে হবে। সুখে-দুঃখে গত দশ বছর ধরে মিঃ বার্থোলোমিউ শোলটোকে আমি দেখেছি, কিন্তু আজকের মত তার এমন মুখ আমি আর কোনদিন দেখি নি।'

বাতিটা নিয়ে হোমস্ এগিয়ে চলল, কারণ থ্যাডডিউস শোল্টোর তখন দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে, এমন ঘাবড়ে গেছে যে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে সাহয্য করতে হল। তার দু-হাঁটু কাঁপছে থর-থর করে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দু-বার হোমস পকেট থেকে লেন্স বার করে কি-সব চিহ্ন সযত্নে পরীক্ষা করে দেখল, আমার চোখে সেগুলো নারকেল ছোবড়ার কার্পেট বিছানো সিঁড়ির অতি সাধারণ ধুলো ছাড়া আর কিছু মনে হল না। ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেছেন, বাতিটা নিচু করে এদিকে ওদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে। মিস্ মরস্টান রয়ে গেল পেছনে, ভয়-পাওয়া মহিলাটির সঙ্গে।

তিন ধাপ সিঁড়ির শেষে একটা সোজা লম্বা প্যাসেজ। তার ডান দিকে ভারতীয় পর্দার উপরে একটা যেন বড় ছবি, আর বাঁদিকে তিনটে দরজা। সেই একই ধীর স্থিরভাবে হোমস এগিয়ে চলল। আমরাও তার পিছনে পিছনে চললাম। আমাদের দীর্ঘ কালো ছায়াগুলি পিছনের কড়িডরে ছড়িছে। তৃতীয় দরজাটায় গিয়ে হোমস দরজায় টোকা দিল। কোন সাড়া পেল না। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলতে চেষ্টা করল কিন্তু ভিতর থেকে চাবি-বন্ধ। চাবি ঘুরানোর ফলে ছিদ্রটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি। হোমস সেখানটায় নীচু হল এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

'ওয়াটসন, এর মধ্যে একটা শয়তানি ব্যাপার কিছু আছে।' এমন ভাবে সে কথা বলল যে তাকে আমি এর আগে কখনও সেরকম দেখি নি। 'দেখ তো কিছু বুঝতে পার কি না?'

ঝুঁকে পড়ে ফুটোটা দিয়ে তাকিয়েই আমি মহা আতঙ্কে পেছিল পড়লাম। চাঁদের আলো এসে ঘরে মধ্যে পড়েছে, সে আলো উজ্জ্বল হলেও ঈষৎ অস্পষ্টতার ভাব আছে। একটা মুখ সোজা আমার দিকে তাকিয়ে-অবিকল থ্যাডিউস শোল্টোর মত। যেন ঝুলে আছে মুখটা, কারণ নিচের দিকটা ছায়ায় ঢাকা। সেই একই খোঁচা খোঁচা চুল সেই একই ফ্যাকাসে চেহারা ঠিক মিঃ থ্যাডিউসের মত। দু'টি চেহারায় মিল এমনই অদ্ভুত যে, পেছন ফিরে আমায় তাকিয়ে দেখতে হল সত্যিই মিঃ থ্যাডডিউস আমাদের সঙ্গে আছে কি না। তখন মনে পড়ল সে বলেছিল যে তারা দু-ভাই যমজ।

'এ যে সাংঘাতিক ঘটনা।' আমি হোমসকে বললাম। 'এখন কি করব?'

সে জবাব দিল, 'দরজা ভাঙতে হবে।' দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সমস্ত শরীর দিয়ে তালাটার উপর চাপ দিতে লাগল।

দরজাটা আর্ত শব্দ তুলল, কিন্তু খুলল না তবুও। এবার আমরা দু-জনে একসঙ্গে দরজাটায় ধাক্কা দিতে লাগালাম। হঠাৎ একটা জোর শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা।

আমরা বার্থলোমিউ শোলটোর ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

দেখে মনে হয় যেন একটা রায়ানিক গবেষণাগার। দরজার পেছন দিকের দেয়ালে দু'সারি কাঁচের ছিপিওয়ালা বাতল সাজানো। টেবিলের উপর বুনসেন-বার্ণার, টেস্ট-টিউব ও বক-যন্ত্রের বিরাট স্তূপ। ঘরের কোণে ঝুড়িতে এসিডের বড় বড় কাঁচের সব পাত্র। তার মধ্যে একটা ভেঙে গেছে, বা ফুটো হয়েছে, ফলে কালো রঙের তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়েছে। একটা বিশ্রী আলকাতরারার মত গন্ধে বাতাস বেশ ভারী। ঘরের এক পাশে বরগা ও প্ল্যাস্টারের স্তূপের মধ্যে একটা মই দাঁড় করান, আর তার ঠিক উপরেই সিলিং-এ একটা লোক যাওয়ার মত জায়গা ফাঁকা করা। মইয়ের নীচে একটা লম্বা দড়ির কুণ্ডলি পড়ে আছে।'

টেবিলের পাশে একটা কাঠের আরাম চেয়ারে পড়ে রয়েছে গৃহকর্তা, মাথা বাঁ কাঁধের উপর হেলানো, আর মুখে সেই রহস্যময় ভয়ঙ্কর হাসি। তার শরীর বেশ শক্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোঝা যায়, বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। মনে হল শুধু মুখেটাই নয়, তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অত্যন্ত বিকৃত। টেবিলের উপর তার হাতের কাছে পড়ে আছে একটা অদ্ভুত বস্তু—বাদামি রঙের একটা লাঠি, সেটার মাথায় একটা পাথর বসান, কতকটা হাতুড়ির মত দেখাচ্ছে,—ধ্যাবড়া টোয়াইন সুতো দিয়ে সেটা যা-হোক করে বাঁধা। সেটার পাশে একটুকরো কাগজে টানা হাতে কি যেন সব লেখা। সেটার উপর চোখ বুলিয়ে হোমস আমার হাতে দিয়ে অর্থপূর্ণভাবে ভ্রূ তুলে বলল,'এই দেখ।'

লণ্ঠনের আলোয় সেটা পড়েই ভয়ে আমি শিউরে উঠলাম। লেখা আছে, 'চার হাতের সাক্ষর।'

প্রশ্ন করলাম, 'ঈশ্বরের দোহাই, এর মানে কি ?'

মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়ে সে বলল, 'মানে হত্যা। আঃ। এইটেই আশা করেছিলাম। চেয়ে দেখ।'

মৃতের ঠিক কানের উপর একটা কালো-মত লম্বা জিনিস চামড়ায় আটকানো কাঁটার মত দেখতে। বললাম, কাঁটা বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ কাঁটাই বটে।" তুলে নিতে পার, কিন্তু খুব সবধান, ওটা বিষ-মাখানো।'

দু-আঙুলে তুলে নিলাম সেটা খুব সহজে বেরিয়ে এল কোন দাগই দেখা গেল না। কেবল রক্তের সামান্য দাগ দেখে বোঝা যাচেছ কাঁটাটা কোথায় যেন ফুটেছি।

বললাম, 'এ রহস্যের কোন সমাধান আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। ক্রমেই এ মামলা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।'

আমি বললাম, 'আমার কাছে যে এক গোলক ধাঁমার মত হয়ে উঠছে। এ যে ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।'

সে বলে উঠল, 'ঠিক উল্টো। প্রতি মুহূর্তেই ব্যাপারটা সোজা হয়ে উঠছে। সমাধান করতে হলে আমাদের কয়েকটি হারানো যেই খুঁজতে হবে।

ঘরে ঢুকবার পরে আমাদের সঙ্গীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সে তখনও দরজায়ই দাঁড়িয়ে আছে। হাত মোচড়াতে মেচড়াতে সে কাঁদছে। সহসা সে তীক্ষ্ন রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

'চুরি হয়ে গেছে—সমস্ত ধনরত্ন ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে। এই গর্তটা আমরা

দু-জনে নামিয়েছিলাম বাক্সটা। ওকে শেষ দেখা আমিই দেখি, কারণ কাল রাতে যখন এখান থেকে যাই, সিঁড়ি দিয়ে নামতে ওর দরজায় চাবি ঘোরাবার শব্দ আমি শুনতে পেয়েছিলাম।'

'কত রাত হবে তখন?'

'তখন দশটা। এখন সে মৃত। পুলিশ আসবে। আর এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করা হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তাই হবে। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় তা মনে করতে না। নিশ্চয়ই আপনারা মনে করেন না যে আমি একাজ করেছি। তাহলে কি আমি আপনাদের এখানে ডেকে নিয়ে আসতাম? ভাই। আমার একমাত্র ভাই! আমি জানি, আমি এবার পাগল হয়ে যাব।'

সে পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে লাগল কাঁপতে কাঁপতে।

দয়ার্দ্র হোমস্ বলল, 'কোন ভয় নেই মিঃ শোলটো।' তারপর তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমার কথা শুনুন, গাড়ি করে থানায় গিয়ে খবর টা দিয়ে আসুন। বলবেন আপনি সব রকমে সাহায্য করতে রাজি। যতক্ষণ না ফিরছেন আমরা আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করে থাকব।'

প্রায় বুদ্ধিভ্রষ্টের মত ছোটখাটো মানুষটি হোমসের কথা মত অন্ধকারে টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ছয়

শার্লক হোমসের কেরামতি

হাত ঘসতে ঘসতে হোমস বলল, 'দেখ ওয়াটসন', আমাদের হাতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে। এ সময়টা আমাদের ভালভাবে কাজে লাগাতে হবে। ওই কোণে-তুমি বসো। তোমার পায়ের ছাপ যেন কোন গোলমাল না বাঁধায়। এবার কাজ করি। প্রথম ভাবা দরকার ওরা কেমন করে এল, আর কেমন করে গেল? কাল রাত থেকে দরজাটা খোলা হয় নি। জানালা দিয়ে কি?' আলোট সেখানে নিয়ে দ্রষ্টব্য জিনিসগুলির কথা জোর করে ঘোষণা করলেও কথাগুলি সে যেন আমার পরিবর্তে নিজেকেই প্রশ্ন করতে লাগল। 'জানালাটা ভিতর থেকে ছিল বন্ধ। ফ্রেমটা বেশ মজবুত পাশে কোন কব্জা নেই। জানালাটা এখন খোলা যাক। কাছে কোন জলের পাইপও নেই। ছাদও নাগালের বাইরে। তথাপি জানালা বেয়েই উঠেছে। গত রাত্রে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে। গোবরাটের উপরে একটা পায়ের ছাপ রয়েছে। এখানে একটা গোল কাদার দাগ, এখানে মেঝেতেও দেখছি সেই দাগ, আবার দেখছি টেবিলের পাশেও। দেখ, দেখ ওয়াটসন! এটা সত্যি একটা ভাল প্রমাণ।'

গোল কাদামাখা চিহ্নগুলো বেশ স্পষ্ট। বললাম, 'এগুলো পায়ের ছাপ নয়।'

'কিন্তু এগুলোর মূল্য তার থেকেও অনেক বেশি, একটা কাঠের পায়ের ছাপ এগুলো। এই দেখ গোবরাটের উপর একটা বুটের ছাপ। দেখছি বেশ ভারি বুটটা।

গোড়ালিটা বেশ চওড়া, জুতোর সোলে কোন ধাতু লাগানো, আর তার পাশেই এই কাঠের পায়ের ছাপ।'

'এ তাহলে সেই লোক যার কাঠের পা।'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছ। কিন্তু সঙ্গে আর একজনও ছিল—যেমন চটপটে তেমনি কাজের লোক সে। আচ্ছা ঐ দেওয়ালটা বেয়ে তুমি উঠতে পারবে ডাক্তার?'

খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম। বাড়ির কোণটা তখনও চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল। মাটি থেকে ঘরটার উচ্চতা অন্তত ষাট ফুট। কোথাও এমন কোন জায়গা দেখা গেল না যেখানে পা রাখা যেতে পারে, এতটুকু পর্যন্তও নেই।

বললাম, 'না, সে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার আমার পক্ষে।'

'কোন সাহায্য ছাড়া নিশ্চয় অসম্ভব। কিন্তু যদি এখান থেকে কোন লোক ওই কোণের শক্ত দড়িটা তোমার কাছে ফেলে দিয়ে দড়ির অপর দিকটা দেয়ালের ওই বড় হুকটার সঙ্গে বেঁধে দেয় তাহলে তুমি সক্ষম মানুষ হলে কাঠের পা ইত্যাদি সমেত এখানে উঠে আসতে নিশ্চয় পার। এবং ঐ একই পথে তুমি নেমেও যেতে পরো। আর তোমার সহযোগী দড়িটা গুটিয়ে হুক থেকে খুলে, জানালাটা টেনে দিয়ে ভিতর থেকে বন্ধ করে, এবং যেপথ দিয়ে সে এসেছিল সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।' দড়িটার উপর হাত রেখে সে বল 'একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের কাঠের পাওয়ালা বন্ধুটি খুব ভাল আরোহী বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ নাবিক নয়। তার হাতে কোন কড়া পড়ে নি। আমার, লেন্সে রক্তের দাগ ধরা পড়েছে, বিশেষ করে দড়িটার শেষের দিকে। তার থেকেই বুঝতে পারছি যে খুব জোরে তার হাত পিছলে গিয়েছিল, সেজন্য হাতের চামড়া কেটে গেছে।'

আমি বললাম, 'তা না হয় হল। কিন্তু রহস্যটা যে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে, এই রহস্যময় বন্ধুটি কে, এবং কিভাবেই বা সে ঘরে ঢুকল বের হল?

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'হ্যাঁ, সহযোগী! তাকে নিয়েই ভাববার কথা আছে। সেই সহযোগী কেসটাকে সাধারণ থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এই সহযোগী এদেশের অপরধের ইতিহাসে নতুন পথের সৃষ্টি-কর্তা—অবশ্য ভারতবর্ষে এবং—আমার যতদূর মনে পড়ে—সেনেগাম্বিয়াতে এরূপ একটা ঘটনা ঘটে ছিল।

আমি আবর প্রশ্ন করলাম, 'কী করে তাহলে ও ঘরে এল? দরসায় চাবি দেওয়া, এবং জানলা দিয়েও আসা অসম্ভব। তবে কি চিমনি দিয়ে ঢুকেছে?

চিমনির প্রশ্নটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু ঝাঁঝরিটা ছোট, তাই অসম্ভব।

'তাহলে?'

মাথা নেড়ে হোমস বলল, 'আমার উপদেশ তো তুমি কাজে লাগাবে না। বার বার বলেছি, অসম্ভবগুলোক যখন নাকচ করে দিয়েছ তখন যা বাকী থাকবে, যত অস্বাভাবিকই হোক সেটাই ধরতে হবে ঠিক। আমরা জানি সে দরজা দিয়ে, জানলা দিয়ে বা চিমনি দিয়ে আসে নি, এবং এও জানি যে আগে ঘরের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহলে কী করে এল সে?'

'নিশ্চয় ছাদের গর্তটা দিয়ে!' আমি বলে উঠলাম।

হ্যাঁ ঠিক। তাই সে করেছে। তুমি বাতিটা উঁচু কার তোল তাহলে উপরের যে গুপ্ত

ঘরে গুপ্তধন ছিল একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখব।

সে মই বেয়ে উঠে দুই হাতে দুটো বরগা ধরে চিলে কোঠায় উঠে গেল। তারপর উপুর হয়ে পড়ে বাতিটা নিয়ে সেটা ধরে নিল। আমিও তার মতই করে সেখানে উঠে গেলাম।

যে ঘরে আমরা ঢুকলাম সেটা একদিকে দশ ফুট, অন্যদিকে ছ' ফুট। মেঝেটা দুটো বরগার উপর ভর করে আছে। মাঝখানের ফাঁকটা সরু সরু কড়ি ও প্ল্যাস্টার দিয়ে ঢাকা। কাজেই তার উপর দিয়ে কাউকে হাঁটতে হলে বরগা থেকে বরগার উপর পা দিতে হবে। ছাদটা খানিকদূর পর্যন্ত উঠে গেছে। আসলে সেটা বাড়ির মূল ছাদের নীচেকার একটা খোলস মাত্র। সেখানে আসবার পত্র নেই। মেঝেতে অনেক বছরের ধুলো পুরু হয়ে জমে আছে।

নিচু হয়ে আসা দেয়ালে হাত রেখে হোমস্ বলল, 'এই দেখ একটা গুপ্ত দরজা, যেটা দিয়ে ছাদে যাওয়া আশা যায়। এটা খুলে যায়। এই দেখ ছাদটা একটু একটু করে ঢালু এসেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথমজন প্রবেশ করেছিল এই পথে। এখন ভাবা যাক তার সম্বন্ধে আর কোনও তথ্যে হদিস মেলে কি না।'

বাতিটাকে সে মেঝেতে নামিয়ে রাখল, আর সেরাত্রে এই দ্বিতীয়বার তার মুখের উপর একটা বিস্মত দৃষ্টির ছায়া নেমে আসতে দেখতে পেলাম। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমি দেখলাম, দেখেই আমার চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সারা মেঝেতে পায়ের অনেক ছাপ,—স্পষ্ট, ও গভীর, কিন্তু ছাপগুলি একজন সাধারণ মানুষের পায়ের অর্ধেকও হবে না।

ফিস ফিস করে বললাম, 'হোমস, এই ভীষণ কাজটি করেছে একটি ছোট শিশু।'

মুহূর্তের মধ্যেই তার আত্মসংযম যেন ফিরে এল। বলল, পলকের জন্যে অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে নিতান্ত স্বাভাবিক ছাড়া আর কী। আমার একটু স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল তাই, নতুবা এ আমি আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারতাম। আর এখানে দেখবার মত কিছু নেই। চল নিচে যাওয়াই ভাল।

নিচে ফিরে এসে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, এই পায়ের দাগগুলো সম্বন্ধে তোমার কী অভিমত?'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল ভায়া টসন নিজে একটু বিশ্লেষণ করতে শেখ। আমার পদ্ধতি তো তুমি ভালভাবেই জানই সেটা প্রয়োগ কর। তাহলে দুজনের ফলাফল মিলিয়ে দেখলে অনেক কিছু বের হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, রহস্যগুলোর ব্যাখ্যা হতে পারে এমন কিছু আমি ধারণা করতে পারছি না।'

সে বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যের সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনে হয় আর কিছু কাজের জিনিস এখানে পাওয়া যাবে তবু দেখাই যাক খোঁজ করে।'

হুট করে তার লেন্সটা আর মাপবার ফিতে বের করে হাঁটু ভেঙে বসে লম্বা নাকটা মেঝের তক্তার কাছাকাছি নিয়ে সে ঘরময় মাপজোপ করতে লাগল। তার গোল চোখ দুটো তখন জ্বলজ্বল্ করছে। শিকারী কুকুরের মত তার গতি এমন দ্রুত নিঃশব্দ এবং প্রচ্ছন্ন যে আমার মনে হতে লাগল, সে যদি তার শক্তি ও বিচক্ষণতাকে আইনের

সপক্ষে প্রয়োগ না করে তার বিপক্ষে প্রয়োগ করত তাহলে না জানি কত ভয়ংকর অপরাধী বনে যেত। পরীক্ষা চালাতে চালাতে সে আপন মনে বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগল এবং আনন্দের আতিশয্যে হেসে উঠল।

'বলল অত্যন্ত ভাগ্যবান আমরা, সন্দেহ নেই। আর বিশেষ অসুবিধা হবে না। পয়লা নম্বারটি দুর্ভাগ্যবশত ক্রিয়োজোট-এ পা দিয়ে ফেলেছে।

আমি বললাম, 'তাতে কী হল?'

সে বলব, 'কেন তাকে পেয়ে গেলাম, ব্যাস। এমন শিকারী কুকুর আমার জানা আছে যে এই গন্ধ শুঁকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারে। একদল কুকুর যদি এক ঝাঁক হেরিং-এর পিছনে সারা দেশময় ছুটতে পারে, তাহলে বিশেষ ভাবে ট্রেনিং প্রাপ্ত একটা শিকারী কুকুর একরম তীব্র গন্ধকে কতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে? এটা হয়তো ঐকিক নিয়মের অংকের মত মনে হচ্ছে। কিন্তু এর থেকেই আমরা জানতে পারব—কিন্তু, আরে! আইনের দণ্ডমুণ্ডের প্রতিনিধিরাই যে এসে পড়েছে।'

ভারি পায়ের শব্দ আর উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে নিচের দিক থেকে। তারপর গেল হলঘরের দরজার সশব্দে খোলা বন্ধ হওয়ার শব্দ

হোমস্ বলল 'ওরা আসবার আগে বেচারার হাতের এখানে আর পায়ের এখানে হাত দিয়ে দেখ তো! কেমন বোধ করছ?'

'মাংসপেশীগুলো কাঠের মত একেবারে শক্ত হয়ে গেছে।'

হ্যাঁ ঠিক তাই। মাংসপেশীগুলিতে স্বাভাবিক 'রিগর মর্টিস' থেকেও অনেক বেশী টান ধরেছে। তার মুখের এই বিকৃতি, এই মরা মানুষের মত হাসি যাকে পুরনো লেখকরা বলতেন 'রাইসাস সার্ডোনিকাস,' তাললে কোন্ সিদ্ধান্তে তুমি পৌঁছুবে।

আমি বললাম, 'কোন তীব্র উদ্ভিজ্জ খারা তৈরী উপক্ষার জনিত মৃত্যু,—এমন কোন স্ট্রিকনন জাতীয় দ্রব্য যার থেকে ধনুষ্কার হতে পারে।'

'মুখের মাংসপেশী গুলির টান দেখামাত্রই ঐ ধারণাটি আমার মনে আগে এসেছিল। প্রথম ঘরে ঢুকেই আমি খুঁজতে লাগলাম, কিভাবে বিষটা দেহের মধ্যে ঢুকেছে। তুমি তো দেখেছ, একটা কাঁটা দেখতে পেলাম যেটাকে খুলির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। চেয়ে দেখ, লোকটি চেয়ারে দাঁড়ালে যে-দিকটা সিলিং-এর গর্তের দিকে থাকত সেই জায়গাটিতেই কাঁটাটা ফুটিয়ে দিয়েছে। এবার কাঁটাটা পরীক্ষা করে দেখ।'

আস্তে আস্তে তুলে কাঁটাটা ধরলাম লণ্ঠনের সামনে। কাঁটাটা দীর্ঘ তীক্ষ্ণ আর কালো রঙের, ছুঁচলো দিকটা বেশ চকচকে, যেন কোন চটচটে জিনিস শুকিয়ে আছে সেখানে। আর ভোঁতা দিকটা ছুরি দিয়ে গোল করে কেটে দেওয়া। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কাঁটা কি ইংলণ্ডের?'

'না, এটা এখানের নয়।'

'এই সব তথ্য থেকে তুমি নিশ্চয়ই একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পার। কিন্তু আসল লোকেরা এসে পড়েছে। কাজেই আমরা এবার কেটে পড়ি।

তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই পদধ্বনি ক্রমেই কাছাকাছি হচ্ছিল সেটা একবার প্যাসেজটা পার হল এবং ধূসর স্যুট-পার একটি বেশ শক্ত-সমর্থ মোটা-সোটা লালামুখো লোক সশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকল। দেখে মনে হয় রক্তের চাপ খুব বেশী। ফোলা-ফোলা

চোখের পাতার নীচে দুটি ছোট কুৎকুতে চোখে তীক্ষ্ন দৃষ্টি। তার পিছনেই ইউনিফর্ম-ধারী একজন ইন্সপেক্টর ও থ্যাডিউস শোলটো। সে বেচারি বেশ হাঁপাচ্ছে।

চাপা, রুদ্ধ স্বরে পুলিশটা বলে উঠল, 'কী বিশ্রী কাণ্ড! কিন্তু এত লোক ঘরের মধ্যে এরা কারা! বাপ্‌বাঃ খরগোসের গর্তেও যে এত প্রাণী থাকে না!'

আমায় চিনতে পারছেন না, অ্যাথেলনি জোনস্‌?' শান্তভাবে হোমস বলল।

সে ফাঁসিফেঁসে গলায় বলল, 'নিশ্চয়—পারছি বৈকি। আপনি তো চিন্তাবীর মিঃ শার্লক হোমস। আপনাকে চিনতে পারব না? বিশপ-গেট অলংকার-চুরির কেসে আপনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা কোনদিন ভুলব না। একথা ঠিক যে আপনি আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তো আপনি স্বীকার করেবেন যে সঠিক পরিচানার বদলে কপালগুণেই সেটা পেয়েছিলেন, না হলে কোন মতেই পারতেন নি।

'আসলে সেটা খুবই সহজ সরল ব্যাপার ছিল।'

'আরে ছাড়ুন ছাড়ুন, স্বীকার করতে লজ্জা কিসের? কিন্তু এখানে এ আবার কী? বিশ্রী, অতি বিশ্রী কাণ্ড! রূঢ় বাস্তব এ মশাই, কল্পনাবিলাসীর এ কাজ নয়। কী ভাগ্যি আমি আর-একটা মামলা নিয়ে নরউড চলে গিয়েছিলাম! খবরটা যখন এল তখন আমি থানায়। কিসে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয় আপনার?'

হোমস রুক্ষস্বরে বলল, 'ও এটা তো আমার মতামত প্রকাশের কথা নয়।'

'তা নয়, তা নয়। তবু একথা তো অস্বীকার করতে পারি না যে কখনও কখনও আপনি একেবারে ঠিক জায়গাতেই হাত দিতে পারেন। ঠিক আছে বাবা! শুনেছি, দরজা বন্ধ ছিল, পাঁচ লাখ মূল্যের রত্নাদি চুরি গেছে।' জানালাটা কি অবস্থায় ছিল?'

'বন্ধ, তবে গোবরাটের উপর পায়ের ছাপ আছে।'

'তা, বন্ধই যখন ছিল তখন আর পায়ের ছাপ নিয়ে কী হবে, এ তো অতি সাধারণ কথা। মানুষটা হঠাৎও মারা যেতে পারে। কিন্তু ধনরত্ন তাহলে চুরি যাবে কী করে? ওহো, একটা ধারণা দেখছি আমার মাথায় এসেছে,—জানেন, এহেন ধারণা বিদ্যুৎ চমকের মতই মাঝে মাঝে আমার মাথায় এসে যায়। বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তো ইন্সেপক্টর, আর আপনিও জান, মিঃ শোলটো। আপনার বন্ধুটি থাকলে কোন আপত্তি নেই। আপনার কী মনে হয় না মিঃ হোমস? মিঃ শোলটো নিজেই বলছেন তিনি গত রাত্রে ভাইয়ের কাছে ছিলেন। ভাইয়ের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তিনি ধনরত্নের বাক্সটা নিয়ে চম্পট দেন, কী বলেন?'

'তারপরে মৃত লোকটি বুদ্ধি করে ভিতর থেকে দরজাটা চাবি বন্ধ করে দিল।'

'হুম্‌। একটা গলতি আছে দেখছি। তাহলে সাধারণ বুদ্ধিতে বলা যায়। এই থ্যাডিউস শোলটো ভাইয়ের সঙ্গে ছিল, তাদের মধ্যে ঝগড়াও হয়েছিল, এ পর্যন্ত আমরা ভালভাবে জানি। ভাই মারা গেছে। ধনরত্নাদি চুরি ও গেছে। তাও আমরা জানি। থ্যাডিউস চলে যাবার পরে অন্য কেউ ভাইকে আর দেখে নি। তার বিছানায় কেউ শোয় নি। থ্যাডিউসের মানসিক অবস্থা ভাল নয় সে তো দেখাই যাচ্ছে। আর চেহারাও—মানে, আকর্ষণীয় নয় বুঝতেই পারছেন। থ্যাডিউসকে নিয়েই আমি জাল বুনতে শুরু করেছি। জালটা এবার টানলেই হবে।'

হোমস্‌ বলল, 'ঘটনাগুলো এখনও আপনি সব জানেন না। এই যে কাঠের টুকরোটা

দেখছেন, যেটাকে বিষাক্ত মনে করার আমার যথেষ্ট কারণ আছে, এটা ছিল মৃতের মাথায় খুলির এই জায়গায়, যেখানে এখন আর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এই লেখা কার্ডটা ছিল টেবিলের উপরে, আর তার পাশেই পড়ে ছিল এই অদ্ভুত পাথর লাগানো বস্তুটা। এ সব কিভাবে আপনার ধারণার সঙ্গে মিল খাচ্ছে ?

মোটা গোয়েন্দা বেশ গম্ভীরভাবে বলল, 'সবকিছুই আমার বক্তব্যকে সমর্থন করেছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যে ঠাসা বাড়িটা। থ্যাডিউস এটা এনেছিল' এবং এই কাঁটাটা যদি বিষাক্তই হয়, অন্য যে কোন লোকের মতই থ্যাডিউসও খুনের জন্য ওটাকে ব্যবহার করেছে। আর কার্ডটা একটা ভেল্কি দেখানো। একমাত্র প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, সে গেল কেমন করে ? আরে, এই তো ছাদেই একটা গর্ত রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

অত বড় শরীরের পক্ষে প্রচুর চটপটে তিনি, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল চিলেকুঠিতে, এবং পরমুহূর্তেই তার উল্লসিত চিৎকার আমাদের কানে এল—গুপ্ত দরজাটা আবিষ্কার করেছেন সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বলল, 'কোন-কোন জিনিস লক্ষ্য করা অসম্ভব নয় ওর পক্ষে। মাঝে মাঝে ওর মধ্যে যুক্তির ঝলক দেখা যায়।'

মই বেয়ে নীচে নেমে এথেলনি জেন্স আবার বলল, 'দেখলেন তো ! মতবাদ অপেক্ষা ঘটনাই বড় আমার বক্তব্যই তাহলে প্রমাণিত হল। ছাদে যাবার একটা গুপ্ত দরজা আছে আর সেটা খোলা।'

'আমিই ওটা খুলেছি।'

আরে 'তাই নাকি ? দেখেছিলেন দরজাটা তাহলে ?' একটু মুষড়ে পড়ে। বলল, 'যাই হোক, যে-ই ওটা আবিষ্কার করুক, জানা গেল কি ভাবে সে বেরিয়ে গেছে। —ইন্সেপক্টর !'

বাহির থেকে শোনা গেল—'আজ্ঞে !'

'মিঃ শোলটোকে ভিতরে আসতে বল।—মিঃ শোলটো, আপনাকে আমার মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে, যা আপনি বলবেন ইচ্ছে করলে তা আমরা আপনার বিরুদ্ধে বিচারে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারব। মহারানীর নামে আমি আপনাকে আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।

দুই হাতে ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের সকলের প্রতি একের পর এক তাকিয়ে ছোট মানুষটি বলল, 'দেখুন দেখুন ! আমি আমি আপনাদের আগেই বলি নি ?'

হোমস বলল, 'এ নিয়ে আপনি কিছু চিন্তা করবেন না মিঃ শোলটো, আমার বিশ্বাস এ অভিযোগ থেকে আমি আপনাকে মুক্ত করতে পারব শীঘ্রই।

গোয়েন্দাপ্রবর প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'চিন্তাবীরমশাই, লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি আর দেবেন না। আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা তার চাইতেও ঘোরালো।'

'শুধু ও'কে মুক্ত করে আনা নয়, যে দুই ব্যক্তি কাল রাত্রে এই ঘরে প্রবেশ করেছিল তাদের একজনের নামে আর বর্ণনাও আপনাকে বলছি। তার নাম, আমার ধারণা, জোনথান স্মল। লোকটি বিশেষ ট্রেনিং পায় নি, বেঁটেখাটো, চটপটে, তার ডান পা নেই—সেই পা কাঠের, সেই কাঠের পায়ের ভিতরদিকটা ক্ষয়ে গেছে, তার বাঁ পায়ের বুটের সোলটা থ্যাবড়া, সামনের দিকটা চৌকো, আর গোড়ালিতে লোহার পাত।

লোকটি মধ্যবয়সী, খুব রোদে পোড়া, এবং এককালে জেলও খেটেছিল। এই কয়েকটা ইঙ্গিত দিচ্ছি, হয়ত কাজে লাগাতে পারে, আর সেইসঙ্গে জানাই, তার হাতের চেটোর বেশ খানিকটা কেটে গেছে। আর অন্য যে লোকটা—'

হোমসের বিবরণ এতই সুক্ষ্ম এবং সঠিক যে মিঃ এথেলনি জোন্স তার কথা ফেলতে পারল না। তবু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল 'অ্যাঁ। অপর লোকটি ?'

'ঘুরে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, সে একটি অদ্ভুত মানুষ। শীঘ্রই দুজনকেই আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারব বলে আসা করছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে ওয়াটসন।'

ওঁর পিছু পিছু আমি সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত গেলাম। সে বলল', দেখ, এই অভাবিত ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে বেশ দূরে নিয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলান। এই বাড়ির মৃত্যুর আবহাওয়ার মধ্যে মিস্ মরস্টানের থাকা একটুও উচিত নয়, কী বল ?'

ঠিক কথা তুমি তাকে বাড়ি পেঁছে দাও। লোয়ার কাম্বারওয়েলে মিসেস সেসিল ফরেস্টারের কাছে থাকে। জায়গাটা খুব বেশী দূরে নয়। তুমি। যদি এখানে ফিরে আসতে চাও, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। না কি তুমি খুব শ্রান্ত মনে করছ ?

না না মোটেই না। এই অদ্ভুত রহস্যের আরও খবর না জেনে আমি ঘুমুতে পারব না। জীবন অনেক দেখেছি, কিন্তু আজ রাতের মত এই বিস্ময়কর চমক আমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। এতদূর যখন এগিয়েছি তোমার সঙ্গেই এর শেষ পরিণতি দেখতে চাই।'

হোমস্ বলল, 'তুমি থাকলে আমার অনেক সুবিধে হবে বন্ধু একসঙ্গে দু-জনে স্বাধীনভাবে কাজ করব, জোনস্ গ্রেপ্তার করে আনন্দে মশগুল হয়ে থাকবে। মিস্ মরস্টানকে পেঁছে দিয়ে তুমি যেয়ো ল্যামবেথ-এ, ৩নং পিনচিন লেনে। ডানদিকের তৃতীয় বাড়িটা, তার পেশা হল মরা পাখির ছালের ভিতরে কিছু পুরে ভরাট করে রাখা। তার নাম শারম্যান। দেখবে একটা নেউল একটা খরগোসকে ধরে জানলার কাছে আছে। দরজায় কড়া নেড়ে জাগাবে বুড়ো শারম্যানকে। তারপর তাকে আমার নাম করে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলবে যে এক্ষুনি তাঁর "টোবি"কে চাই। টোবিকে নিয়ে গাড়ি করে চলে আসবে তুমি। এখানে যত তাড়াতাড়ি পারে।

'ওটা একটা কুকুর বোধ হয় ?'

'হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত শিক্ষাপ্রাপ্ত দো-আঁসলা কুকুর। তার ঘ্রণের শক্তি অদ্ভুত বিস্ময়কর। লণ্ডনের গোটা গোয়েন্দা-বাহিনীর অপেক্ষাও টবির সাহায্য আমার এখানে সবচেয়ে বেশী দরকার।'

বললাম, টবিকে অবশ্যই নিয়ে আসব। এখন মাত্র একটা বাজে। নতুন ঘোড়া যদি পাই তাহলে তিনিটে নাগাদ ফিরতে পার।' আশা করছি।

হোমস্ বলল, 'ইতিমধ্যে আমি দেখি গৃহকর্ত্রী আর ভারতীয় ভৃত্যটির কাছ থেকে কী খবর পাই—মিঃ থ্যাডডিউস বলেছে সে থাকে উপরের চিলেকোঠায়। তারপর মহাপুরুষ জোনসের জোনসের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করব আর তার এই বিদ্রূপ হজম করব।

সাত

সিপে-কাহিনী

পুলিশ একখানা গাড়ি সঙ্গে করে এনেছিল। সেই গাড়িতে করে মিস মরস্টানকে তার বাড়িতে পেঁছে দিলাম। যতক্ষণ তার পাশে আর একটি দুর্বল স্ত্রীলোক ছিল, ততক্ষণ নারীজাতির স্বাভাবিক সব দুঃখ- দুর্ভোগকে সে শান্ত মুখে সহ্য করতে পেরেছে, ভীতা পরিচারিকার পাশে তাকে এতক্ষণ দেখেছি উজ্জ্বল আর শান্ত। কিন্তু গাড়িতে উঠেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল; তারপরই কেঁদে উঠল। রাত্রির অভিযান তাকে একেবারেই কাহিল করে দিয়েছে। পরে সে আমাকে বলেছি, সেদিন রাতে গাড়িতে যাবার সময় আমি নাকি নিস্পৃহ ভাবে বসেছিলাম। কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন যে সংগ্রাম চলছিল, অথবা আত্ম-সংযমের চেষ্টাই যে আমাকে আটকে রেখেছিল, সেকথা সে বুঝবে বা জানবে কেমন করে! বাগানে আরার হাত যেমন ভাবে সে ধরেছিল আমার সহানুভূতি, আমার ভালবাসা ঠিক তেমনি করেই তার দিকে ছুটে যেতে চেয়েছিল। আমি সে সময় মর্মে মর্মে অনুভব করছিলাম, বছররে পর বছর ধরে জীবনের বাঁধাপথে চলেও তার মধুর চরিত্রের যে পরিচয় আমি জানতে পারতাম না, দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাই আমাকে জানিয়ে দিল। তথাপি দুটি চিন্তা আমার সব ভালবাসাকে চুরমার করে দিয়েছিল। সে তখন দেহ ও মনে দুর্বল ও অসহায়। সেই অবস্থায় তার উপরে ভালবাসার কথা বললে তাতে হয় তো সে-অন্য কিছু মনে করত। তার চেয়েও বড় কথা, সে এখন ধনবতী। হোমসের প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, তাহলে সে প্রচুর সম্পদের মালিক হবে। ঘটনা-চক্রে অন্তরঙ্গতার সম্ভাবনা হয়েছে বলেই তার সুযোগ নেওয়া কি উচিৎ, আধা বেতনের সার্জেনের পক্ষে, না সম্মানজ্ঞ হত? সে কি আমাকে একজন অতি সাধারণ শিকারী বলে মনে ভাবত না? যার ফলে এ চিন্তা তার মনেও উদয় হতে পারে এমন কাজের ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। এই আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডারই আমাদের মধ্যে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াল।

মিসেস সিসিল ফরেস্টারের ওখানে পেঁছতে রাত হল প্রায় দুটো। অনেক্ষণ হল ভৃত্যেরা ঘুমোতে গেছে, কিন্তু মিসেস ফরেস্টার মিস্ মরস্টানের অপেক্ষায় তখনও একা বসে ছিলেন,—সংবাদটার বৈচিত্র্যে এতই কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। নিজেই এসে খুললেন দরজাটা। ভদ্রমহিলা মাঝ বয়সী, তাঁর চেহারায় বেশ লালিত্য আছে। দেখে ভারি খুশি হলাম। তিনি অত্যন্ত নরম ভাবে দু-হাতে মিস্ মরস্টানের কোমর জড়িয়ে ধরে মায়ের মত স্নেহপূর্ণ স্বরে তার সঙ্গে কথা কইলেন। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম সম্পর্কটা ঠিক গভর্নেস আর মনিবের মত নয়, বরং পরম বন্ধুর মত। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে মিসেস ফরেস্টার আমায় বিশেভাবে অনুরোধ করলেন সমস্ত অভিযান কাহিনীটা তাঁকে শোনাতে। আমার কাজের গুরুত্বটা বুঝিয়ে তাঁকে বললাম পরে একসময় এসে মামলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে খবর যা পাই জানিয়ে যাব তাঁকে। গাড়ি করে যেতে যেতে চোরা দৃষ্টিতে তাকালাম পেছন দিকে। এখনও বেশ দেখতে পাচ্ছি সেই দুই কমনীয় মূর্তি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকা, সেই আধ-খোলা দরজাটা, সেই ঘসা কাঁচের ভিতর দিয়ে হলঘরের আলোর ছটা, ব্যারোমিটারটা, আর ঝলমলে সিঁড়ির

হাতলগ্‌লো। যে ভয়ঙ্কর ঘটনার মধ্যে ছিলাম তার থেকে ইংরেজ ঘরের এই শান্ত পরিবেশে একটিমাত্র ঝলকও মনে প্রচুর শান্তি এনে দিল।

ঘটনাগ্‌লো যা ঘটে গেল সে সম্বন্ধে যত ভাবি ততই মন খারাপ হয়ে উঠে। গ্যাসবাতি জ্বলা নিস্তব্ধ পথে সবেগে যেতে যেতে এই ঘটনাবলী প্‌র্বাপর চিন্তা করে চললাম। ম্‌ল সমস্যাটা তো আছেই, যদিও সেটা এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ক্যাপ্টেন মরস্টানের ম্‌ত্যু, রত্নগ্‌লো মিস্‌ মরস্টানের কাছে পাঠানো, কাগজের বিজ্ঞাপন, চিঠিটা, সমস্তই জানা হয়ে গেছে কিন্তু আসলে এ সবই আমাদের নিয়ে গেছে অনেক বেশি গভীর আর অনেক বেশি বিয়োগান্ত রহস্যের মধ্যে। ধনরত্ন, মরস্টানের মালপত্রের মধ্যে পাওয়া কৌতূহলজনক প্ল্যানটা, মেজর শোলটোর ম্‌ত্যুকালীন সেই লোকটা ধনরত্নের আবিষ্কার ও তার পরেই তার আবিষ্কারকের ম্‌ত্যু, এই হত্যাকাণ্ডে সময়কার এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী,' পায়ের দাগগ্‌লো, সেই অত্যন্ত উল্লোখযোগ্য অস্ত্র, কার্ডে লেখা কথাগ্‌লো যেগ্‌লোর সঙ্গে ক্যাপ্টেন মরস্টানের চার্টের প্রচুর মিল,—এ সব মিলে এমন এক গোলকধাঁধার স্‌ষ্টি করেছে যার সঠিক স্‌ত্র আবিষ্কার করা আমার বন্ধ্‌টি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে আসেনা।

পিন্‌চিন্‌ লেন একসারি নোংরা দোতলা বাড়ি,—ল্যামবেথের নীচু অঞ্চলে অবস্থিত। তিন নম্বর বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার পর জানালার ফাঁক দিয়ে মোমবাতির ক্ষীণ আলো দেখা গেল। আর জানালায় দেখা দিল একখানা ম্‌খ।

সেই ম্‌খটি বলল, 'ব্যাটা ভবঘ্‌রে মাতাল, এখনি পালা এখান থেকে। একটু গোলমাল করলে কুকুরের ঘর খ্‌লে তেতাল্লিশটা কুকুর লেলিয়ে দেব তোর উপর।

বললাম, 'একটা কুকুরের জন্যেই আমি এসেছি। দিন না সেটা বার করে।'

সে চেঁচিয়ে উঠল, 'বেরোও বেরোও! নইলে এক্ষ্‌নি হাতুড়ি মাথায় ছ্‌ঁড়ে মারব।'

আবার বলে উঠলাম, 'কিন্তু একটা কুকুর যে আমার সত্যিই চাই।'

'একটুও তর্ক কোর না!' চেঁচিয়ে উঠল শারম্যান, এখান থেকে 'সরে যার বলছি। যেই তিন গ্‌নব সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়িটা তোমার মাথায় গিয়ে পড়ছে!'

'মিঃ শার্লক হোমস—' আমি সবে বলতে শ্‌র্‌ করেছি, তার আগেই কথাগ্‌লি যাদ্‌মন্ত্রের মত যেন কাজ করল। জানালাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল, আর এক মিনিটের মধ্যে হ্‌ড়কো নামিয়ে দরজাটা খ্‌ললেন। মিঃ শারম্যান একটি ঢ্যাঙা, ব্‌দ্ধ লোক; ঘাড় ঝ্‌ঁকে পড়েছে, পাকানো দড়ির মত গলা, নীল কাঁচের চশমা।

তিনি বললেন 'মিঃ শার্লকের বন্ধ্‌ আপনি স্বাগত। ভিতরে আস্থন স্যার। বেঁজিটা থেকে কিন্তু সাবধান, কারণ ওটা মাঝে মাঝে কমিড়ায়। এই দ্‌ষ্টু দ্‌ষ্টু! ভদ্রলোককে কামড়ে দিবি নাকি?' খাঁচার ভিতর দিয়ে ম্‌খ আর লাল চোখ বের করা একটা বেঁজিকে দেখিয়ে সে কথাগ্‌লি বলল। 'ওটাকে ভয়ঙ্কর ভাববেন'না স্যার; ওটা একটা ঢোঁড়া সাপ। ওর এখনও দাঁত ওঠে নি, তাই বাইরে ছেড়ে রেখেছি, গ্‌বরে পোকাগ্‌লোকে খেয়ে ফেলে। প্রথমে আপনার সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করেছি বলে কিছ্‌ মনে করবেন না; কি জানেন, ছেলেগ্‌লো বড় জ্বালাতন করে, যখন-তখন ঢুকে দরজায় ধাক্কা দেয়। মিঃ শার্লক হোমসের কি চাই স্যার?

'আপনার একটা কুকুর তিনি চাই।'

'ও! তাহলে নিশ্চয় টোবিকেই তাঁর প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, টোবির কথাই তো বলছিল।'

'টোবি থাকে সাত নম্বরে, এই যে, বাঁ দিকে।'

মোমবাতি হাতে তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন চারদিকের জীবজন্তুর ভিতর দিয়ে। স্বল্প আলোয় অস্পষ্ট চোখে পড়ছে, যেন চারদিক থেকে উঁকি মারছে অনেকগুলো ঝলমলে চোখ। এমনকি বরগাগুলোর উপরেও গুরুগম্ভীর মোরগ মুরগির প্রচুর, আমাদের কথায় ঘুম ভেঙে তারা পা বদলে নিচ্ছে।

টবি একটি কুৎসিত, লোমস, কান-ঝোলা কুকুর, আধা স্প্যানিয়েল আধা লার্চার বাদামী আর সাদায় মেশানো, দুলতে দুলতে চলে। বুড়ো আমার হাতে কিছু মিশ্রি দিল। সেটা তার দিকে ধরতে প্রথমে একটু ইতস্তত করে তারপর টবি সেটাকে নিল। এইভাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় সে আমার সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত গেল এবং আমার সঙ্গে আসতে কোনরকম গোলমালও করল না। 'প্যালেস ঘড়িতে যখন তিনটে বাজল তখন আমি পণ্ডিচেরি লজে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, সহযোগী হিসাবে প্রাক্তন মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাকমুর্ডোকেও গ্রেপ্তার করে তাকে আর মিঃ শোলটোকে থানায় চালান করে দেওয়া হয়েছে। দুটি কনস্টেবল ছোট গেটটা পাহারা দিচ্ছিল। গোয়েন্দা প্রবরের নাম বলাতে তারা আমাকে কুকুর নিয়ে ভিতরে ঢুকতে দিল।

হোমস দরজায় দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিয়ে পাইপ টানছিল। বলল, 'এই যে, এসে গেছ! কুকুরটাকেও দেখছি পেয়ে গেছে,—বেশ। অ্যাথেলনি জোনস্ চলে গেছে। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে প্রচুর কর্ম-তৎপরতা দেখিয়ে। কেবলমাত্র আমাদের বন্ধু থ্যাডিউসকেই নয়, দারোয়ানকে, গৃহকর্ত্রীকে আর ভারতীয় ভৃত্যটিকেও জোনস্ আসায় ধরে নিয়ে গেছে। আমরা ছাড়া আর এখানে কেউ নেই, একজন সার্জেন্ট শুধু উপরে আছে তাকে বাদ দিলে। কুকুরটাকে এখানে রেখে উপরে যাই চল একবার।

টেবিলের সঙ্গে টবিকে বেঁধে রেখে আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। আমরা যেরকম অবস্থায় দেখেছিলাম ঘরটা সেই ভাবেই আছে; শুধু মৃতদেহের উপর একটা চাদর ঢেকে দেওয়া হয়েছে। একজন পরিশ্রান্ত পুলিশ সার্জেন্ট এককোণে চুপ মেরে বসে আছে।

'তোমার লণ্ঠনটা দাও তো সার্জেন্ট,' হোমস্ বলল। 'আচ্ছা, এবার এই কার্ডটা আমার ঘাড়ে এমন করে বেঁধে দাও দেখি যাতে আমার সামনে ঝুলতে থাকে। অশেষ ধন্যবাদ। এবার আমি জুতো মোজা খুলে ফেলছি। ওগুলো ওখানে রেখে দাও ওয়াটসন। আমি এখন একটু বেয়ে উপরে ওঠবার চেষ্টা করব। আর আমার রুমালটা ক্রিয়োসোটে ডুবিয়ে দাও। বেশ, এবার একটু আমার সঙ্গে চিলেকোঠায় চল দেখি।'

সেই গর্তটার ভিতর দিয়ে আমরা উপরে উঠে গেলাম। হোমস ধুলোর ভিতরকার পায়ের ছাপগুলোর উপর আলোটা ফেলল। বলল, 'আমি চাই, তুমি বিশেষ করে ওই পায়ের ছাপগুলোর দিকে লক্ষ্য কর। উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পাচ্ছ কি না?

আমি বললাম, 'ওগুলো হয় কোন শিশুর, আর না হয় ছোট মেয়ের।'

'আকার ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ছে কি?'

'অন্য পায়ের ছাপের মতই তো দেখতে।'

'না মোটেই না। এই দেখ, এই একটা ডান পায়ের ছাপ! আচ্ছা, এবার আমি এর পাশে আমার খালি পায়ের ছাপ রাখছি। এবার বল তো, পার্থক্যটা কী?'

'তোমার পায়ের ছাপের আঙুলগুলো সব এক জায়গায় জড়ো করা। আর ও ছাপটার প্রত্যেকটি আঙুল স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।'

'এবার ঐ জানলাটার কাছে যাও ফ্রেমের ধারটা শুঁকে দেখ? আমি কিন্তু এখানেই থাকব, কারণ এই রুমালটা আমার হাতে রয়েছে।'

তার কথামত কাজ করতেই যেন একটা আলকাতরার গন্ধ নাকে এল।

"ওইখানে পা রেখেই সে বেরিয়ে গেছে। তুমিই যদি তার পাত্তা করতে পার তাহলে টবির কোন অসুবিধাই আর হবে না। এবার নীচে গিয়ে টবিকে খুলে দাও আর ব্লনডিনের খোঁজ কর।'

আমার নিচে যেতে যেটুকু সময় লেগেছে ততক্ষণে হোমস্ ছাদে উঠে গেছে, ছাদের ধার দিয়ে তার খুব আস্তে আস্তে গুঁড়ি মারাও আমার চোখে পড়েছে, একটা বড় জোনাকি যেন। তারপর কয়েকটা চিমনির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দেখতে পেলাম তাকে, তারপর আবার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। যখন গেলাম সেখানে, দেখলাম একটা আলসের কোণে বসে আছে।

সেখানে থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে, ওয়াটসন ঠিক এই জায়গা। নীচে কালো মত ওটা কি?' 'উল্টো করে বসানো?'

'এ কটা জলের পিপে।'

'কোন মই দেখতে পাচ্ছ?'

'না।'

'নিকুচি করেছে! দেখছি এ যে একেবারে প্রাণ হাতে করা ব্যাপার! তা, যেখানে ও বেয়ে উঠতে পারে সেখানে থেকে তা আমার নেমে আসতে পারা উচিত। তাহলে জলের পাইপটা বেশ মজবুত বলেই মনে হচ্ছে, দেখাই যাক তাহলে পরীক্ষা করে।

ওর পা দুটো ছটফট করতে লাগল, আর লক্ষ করলাম লণ্ঠনটা দেয়ালের পাশ দিয়ে নেমে আসছে একটু একটু করে। তারপর আস্তে করে একটা লাফ মেরে সে পিপেটার উপর পড়ল, তারপর সেখান থেকে মাটিতে।

'জুতো মোজা পরতে পরতে বলল, 'বেশ সহজেই তাকে অনুসরণ করা গেল। যেখান যেখানে পা ফেলেছে টালিগুলো নড়ে গেছে, আর তাড়াতাড়িতে এইটে সে ফেলে গেছে। তোমাদের ডাক্তারী ভাষায় বলি এইটে আমার 'ডায়েগনোসিস' এটা যে নির্ভুল এই জিনিষটাই তার প্রমাণ।

একটা রঙ করা বস্তু তিনি আমার সামনে তুলে ধরল, ঘাসে বোনা একটা থলে সেটা, কতগুলো চটকদার পুঁথির মত বস্তু সেখানে গাঁথা রয়েছে—কতকটা সিগারেট কেসের মত দেখতে। তার ভিতরে গোটাছয়েক কালো কাঠের কাঁটা, একটা দিক ছুঁচলো আর অন্য দিকটা গোল করে কাটা,—যে রকম কাঁটা বার্থলোমিউ শোলটাকে বিঁধেছিল।

সে বলল, 'এগুলি সব বিষাক্ত জিনিস। দেখো, যেন নিজের শরীরে ফুটিয়ে না ফেল। এগুলি হাতে পেয়ে আমি খুব খুশি, কারণ যতদূর মনে হন এ জিনিস আর তার কাছে নেই। তাই হয়তো অনতিবিলম্বে তোমার বা আমার চামড়ায় এর একটা

ঢুকবার ভয় থাকত। আমাকে হয়তো শীঘ্রই একটা মার্টিনি-বুলেটের মুখোমুখি হতে হবে। ওয়াটসন, ছ' মাইল পথ হাঁটতে পারবে কি?

জবাব দিলাম, 'নিশ্চয় পারব।'

'তোমার পা পারবে তো?'

আরে হ্যাঁ খুব পারবে।

'আয় রে টোবি, লক্ষ্মীটি, শোঁক এটা, শোঁক ভাল করে।' এই বলে হোমস ক্রিয়োজোটে (বীজঘ্নারক তৈলাক্ত পদার্থ বিশেষ) ডুবিয়ে রুমালটা ধরল তার নাকের কাছে। রোমশ পা দুটো ফাঁক করে অত্যন্ত হাস্যকর ভঙ্গিতে মাথা খাড়া করে দাঁড়াল কুকুরটা, যেন খুব সমঝদারের মত কোন বিখ্যাত মদের ঘ্রাণ সে পরখ করছে। তারপর হোমস রুমালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, কুকুরটার কলারে একটা মজবুত চেন বাঁধল, তারপর তাকে নিয়ে চলল জলের পিপেটার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সে কাঁপা গলায় পর-পর কয়েকটা ডাক ছাড়ল আর নাক মাটিতে রেখে আর ল্যাজ উপরের দিকে তুলে এমন বেগে এগোতে লাগল যে সে টানে আমাদের অত্যন্ত জোরে চলতে বাধ্য হতে হল।

পুবের আকাশ একটু একটু করে সাদা হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা, ধূসর আলোয় কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চৌকোণা মস্ত বড় দূরে বাড়িটা তার কালো ফাঁকা জানলা আর উঁচু উঁচু দেয়াল নিয়ে আমাদের পিছনে মাথা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—বিষণ্ন ও পরিত্যক্ত ভাবে। সোজাসুজি মাঠের ভিতর দিয়ে খানাখন্দ পেরিয়ে আমরা জোর কদমে এগিয়ে চলেছি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ময়লার স্তূপ আর বেঁটে বেঁটে ঝোপঝাড়ে সমস্ত জায়গাটাকে অশুভ ধ্বংস স্তূপের মত মনে হচ্ছে—যেন এ বাড়ির শোচনীয় দুর্ঘটনার সঙ্গে তার একটা যেন মিল রয়েছে।

সীমানার দেয়ালের কাছে এসে টোবি খুব ব্যগ্রভাবে ঘ্যান-ঘ্যান করতে করতে সেটার পাশ দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে চলেছে, থামল শেষ পর্যন্ত একটা বুনো গাছের কাছে এসে। দুই দেয়ালের সংযোগস্থলে অনেকগুলো ইট খোলা, সেই ফাঁকের নিচের দিকটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গোল হয়ে এসেছে, অর্থাৎ যেন বোঝা যাচ্ছে যে প্রায়ই সেটাকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টোবিকে আমার কাছ থেকে নিয়ে হোমস সেটা বেয়ে উঠল। তারপর তাকে ওপারে নামিয়ে দিল।

আমি দেওয়ালের উপরে উঠতেই সে বলল, 'এই তো কাষ্ঠ-পদের হাতের ছাপ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। সাদা প্লাস্টারের উপর রক্তের দাগ এখানে রয়েছে দেখ। আমাদের ভাগ্য ভাল যে কাল থেকে বড় রকমের বৃষ্টি হয় নি! তারা আটাশ ঘণ্টা আগে কোন পথ দিয়ে গিয়ে থাকলেও রাস্তায় গন্ধটা থাকবেই।

আমার কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল, কারণ লণ্ডনের রাস্তা, ইতিমধ্যেই কত গাড়িই না এর উপর দিয়ে গেছে। যাই হোক আমার সে আশঙ্কার অবিলম্বেই নিরসন হল, দেখলাম টোবি একটুও ইতস্তত না করে নিজস্ব ভঙ্গিতে সে চলেছে। অর্থাৎ বুঝতে হবে, ক্রিয়োজোটের কড়া গন্ধ অন্য সমস্ত গন্ধ ছাপিয়ে ওর কাছে পোঁচেছে।

হোমস বলল, 'তাদের মধ্যে একজন একটা তরল পদার্থে পা দিয়ে ফেলেছে—এই ঘটনার উপরেই আমি সাফল্যের নির্ভর করেছি তা ভেব না। যতদূর ধারণা করতে পেরেছি তাতে এখন নানা দিক থেকেই তাদের খোঁজ পাব। এটা অবশ্য একেবারে হাতের

কাছে মিলে গেছে, এবং যেহেতু ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই এটাকে হাতে পাইয়ে দিয়েছে, একে অবহেলা করলে অমার্জনীয় অপরাধ হবে। অবশ্য এর ফলে একসময়ে যেমনটি মনে হয়েছিল এখানে আর সমস্যাটিকে সেরকম বুদ্ধিদীপ্ত বলে আমার মনে হচ্ছে না। এই সূত্রটা না পাওয়া গেলে হয়তো এ সমস্যার সমাধান করে কিছুটা কৃতিত্ব পাওয়া যেত।

আমি বললাম, 'তা হলেও যা করেছ তাতে অনেক পাওয়ার পরেও বেশ কিছু বাহাদুরি থাকবে। সত্যি বলছি, এই মামলায় যেভাবে তুমি এত তাড়াতাড়ি এগোচ্ছ তাতে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। আমার মতে জেফারসন হোপ-এর হত্যাকাণ্ডের চেয়েও অনেক বিস্ময়কর এক কীর্তি, এটা যেন আরও গভীর, আরও অনেক বেশী রহস্য ঘেরা! যেমন বলছি, এই যে কাঠের পা মানুষটার অমন পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করলে কী করে তা সম্ভব হল?'

আহা, বৎস! এ তো জলের মতো সোজা। আমি নাটক করতে চাই না। এ তো খুব সাধারণ ও সন্দেহাতীত ঘটনা। জনৈক "কয়েদি প্রহরী"র কাছ থেকে দুজন উপর-ওয়ালা অফিসার গুপ্তধন-সংক্রান্ত একটি গোপন খবর জানতে পারে। জোনাথান স্মল নামক একজন ইংরেজ তাদের জন্য একখানি মানচিত্র তৈরি করে দেয়। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মিঃ মরস্টানের কাছে যে নক্সটা ছিল তাতে ঐ নামটা আমরা দেখছি। তার নিজের পক্ষে এবং তার সহযোগীদের পক্ষে সে তাতে স্বাক্ষর করে। এটাকেই সে নাটকীয়ভাবে "চারহাতের স্বাক্ষর" বলে উল্লেখ করেছে। সেই নক্সার সাহায্যে অফিসারদ্বয় —কিংবা তাদের মধ্যে একজন রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে সেটা অনায়াসে ইংলণ্ডে নিয়ে আসে। অনুমান করা যেতে পারে, যে শর্ত ঐ রত্ন-ভাণ্ডার সে হস্তগত করে তা সে শর্ত পূরণ করে নি। এখন একমাত্র প্রশ্ন উঠতে পারে, জোনাথান স্মল স্বয়ং রত্ন ভাণ্ডারটি পেল না কেন? উত্তর খুব স্পষ্ট। নক্সাতে যে তারিখ দেওয়া আছে সেই সময় মরস্টান কয়েদিদের খুব কাছাকাছি ছিল। জোনাথান স্মল রত্ন-ভাণ্ডার নিতে পারে নি, কারণ সে এবং তার সহযোগীরা ছিল কয়েদি এবং তাদের পক্ষে এ খালাস পাওয়া সম্ভব হয় নি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ভায়া এ তো কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।'

"না না ঢের বেশি তার চেয়ে। এটাই হল একমাত্র যুক্তি সঙ্গীত যার সঙ্গে সমস্ত ঘটনাগুলোরই মিল আছে। আচ্ছা এবার দেখা যাক পরবর্তী ঘটনাগুলোর সঙ্গে খাপ খায় কতটা। কয়েকটি বছর মেজর শোলটোর দিব্যি নির্বিবাদেই কাটল, ধনরত্ন পেয়ে ভারি খুশি তিনি। তারপর একদিন ভারত থেকে একটা চিঠি পান, যা পড়ে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কী সে চিঠি?"

'সে চিঠিতে এই কথাই জানানো হয় যে যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তারা খালাস পেয়েছে!' 'অথবা পালিয়েছে। পালাবার সম্ভাবনাই বেশী, কারণ তাদের কয়েদ-কাল কতদিনের সেটা তার জানবার কথা। তখন তিনি কি করেন? একজন কাষ্ঠ-পদ লোকের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন,, খেয়াল রাখবে যে সে ছিল একজন শ্বেতকায় লোক, কারণ একজন শ্বেতকায় ব্যবসায়ীকে তিনি ঐ লোক বলে ভুল করে এবং তাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি চালায়। এখন লক্ষ্য করে

নক্সায় মাত্র একজন শ্বেতকায় লোকের নাম উল্লেখ আছে। বাকিরা হয় হিন্দ্, না হয় ম্সলমান। আর কোন শ্বেতকায় লোক নেই। কাজেই আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ে বলতে পারি যে কাষ্ঠ-পদ লোকেই জোনাথান স্মল। যুক্তিটা কি খুব ভ্রান্ত বলে তোমার মনে হয় ?'

এখন ত বেশ পরিষ্কার বলেই মনে হচ্ছে।

'বেশ। এবার এস আমরা নিজেদের জোনাথান স্মলের জায়গায় বসি—তার তরফ থেকে লক্ষ্য করি ব্যাপারটা। ইংল্যাণ্ডে সে আসে দুটো উদ্দেশ্যে নিয়ে—এক টাকাকড়ি উদ্ধার করা,—এ সম্পত্তিতে তার অধিকার আছে বলেই তার মনের ধারণা, আর দুই,—যে ব্যক্তি তাকে এভাবে প্রতারণা করেছে তার উপর প্রতিশোধ নেওয়া। সে জানতে পারে শোলটো কোথায় থাকে, এবং খুব সম্ভব বাড়ির কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রধান ভৃত্য হল লাল রাও, তাকে এখনও দেখি নি। মিসেস বার্নস্টোন তাকে ভাল চোখে দেখেন না। স্মল কিন্তু জানতে পারল না ধনরত্ন কোথায় আছে, কারণ কেউই তা আজ পর্যন্ত জানত না কেবলমাত্র স্বয়ং মেজর, আর এক ভৃত্য ছাড়া, যে মারা গেছে। হঠাৎ স্মল খবর পায় যে মেজর মৃত্যুশয্যায়। পাছে ধনরত্নের হদিশটা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কোথায় হারিয়ে যায় সেই ভয়ে সে চারিদিক থেকে প্রহরীদের তাড়া খেয়েও পাগলের মত রোগীর জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না তাঁর দুই পুত্রে ঘরের মধ্যে উপস্থিতির জন্যে। ঘৃণায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে সে সেদিন রাত্রে সেই মৃতের ঘরে প্রবেশ করে, ব্যক্তিগত কাগজপত্রগুলো খুঁজে দেখে যদি ধনরত্নের কোনরকম হদিশ পাওয়া যায়, আর শেষ পর্যন্ত, সে যে এসেছিল সেটা জানাবার জন্যে কার্ডে ঐ কথাটা লিখে রেখে চলে যায়। নিশ্চয়ই এই মতলব করেই সে গিয়েছিল যে, যদি সে মেজরকে হত্যা করে তাহলে তাঁর দেহের উপরে এমন কিছু রেখে যাবে যা থেকে বোঝা যায় যে নিতান্ত সাধারণ কোন হত্যাকাণ্ড এটা নয়, চার ব্যক্তির তরফ থেকে এটা সুবিচার বলেই তাদের একমাত্র দাবি। এরকম খামখেয়ালি ব্যাপার অপরাধের ইতিহাসে অতি সাধারণ, এবং এ থেকে অপরাধী সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করা যেতে পারে। এখন বুঝতে পারছ তো যুক্তিটা ?'

'হ্যাঁ, পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

এরপর জোনাথান স্মলের কি করার আছে ? তার একমাত্র কাজ হতে পারে, রত্ন-ভাণ্ডার আবিষ্কারের চেষ্টার উপর গোপনে নজর রাখা। সম্ভবত সে ইংলণ্ড ছেড়ে আর কোথাও চলে যায় এবং মাঝে মাঝে এখানে আসে। তারপরই চিলে কোঠা গুপ্তধন আবিষ্কৃত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সে খবর তার কাছেও পেঁছে যায়। আবার আমরা বাড়ির ভিতরেই একজন সহযোগীর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। কাঠের পা নিয়ে জোনাথানের পক্ষে বার্থোলোমিউ শোলটোর অতটা উঁচু ঘরে পেঁছনো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তখন সে একজন অদ্ভুত সহযোগীকে সঙ্গে নেয় এবং সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে। কিন্তু হায়! তার খালি পা ক্রিয়োজোটের উপর পড়ে যায়, আর আর তারই ফলে আসে টবি এবং গোড়ালি-ভাঙা এক আধা-বেতনের অফিসারকে ছ' মাইল খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে এখন।

'কিন্তু তাহলে তো সহযোগীই খুনটা করে, জোনাথান নয়।'

'তা ঠিক বলেছ। এবং এতে যে জোনাথানের অসীম বিরক্তি জাগে, তা বোঝা যায় ঘরে ঢুকে যেভাবে সে ভারি পায়ে পায়চারি করে তা থেকে। বার্থলোমিউ শোলটোর উপরে তার কোন আক্রোশ ছিল না। মুখ বন্ধ করে আর তার হাত পা বেঁধেই সে কাজটা হাসিল করতে পারত, শুধু-শুধু এত তাড়াতাড়ি ফাঁসির দড়িতে গলা বাড়িয়ে দেওয়ার কোন দরকার তার ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ যা ঘটে গেল তা আর নিবারণ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না, অসভ্যটার বন্য প্রবৃত্তি একেবারে প্রবল হয়ে উঠল, এবং বিষও ঠিকই তার কাজ করল। জোনাথান স্মল তার লেখা বা কার্ডটা রেখে দিল, রত্নের বাক্সটা নামিয়ে মেঝেয় রাখল, তারপর নিজেও নেমে এল। যতদূর বুঝেছি এইই হল ঘটনা। আর তার চেহারা সম্বন্ধে,—সে মধ্যবয়সী, তার চেহারাও নিশ্চয় রোদে পোড়া, এতদিন যখন আন্দামানের মত গরম জায়গায় কয়েদ ছিল। আর তার উচ্চতা তো তার পা ফেলার দূরত্ব থেকেই জেনেছি। আর আমরা জানি তার দাড়ি আছে,—জানলায় তাকে দেখে যা থ্যাডিউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যস এই পর্যন্তই।'

'তার সহযোগী?'

সেব্যাপারে বিশেষ রহস্য কিছু ধরতে পারি নি। তবে শীঘ্রই তার সম্বন্ধে জানতে পারবে। সকালের বাতাস কি মধুর! উপরে চেয়ে দেখ, ঐ মেঘখণ্ডটি ভেসে যাচ্ছে যেন কোন বিরাট চক্রবাক পাখির একটি গোলাপি পাখা। সূর্যের যে লাল রশ্মি, লণ্ডনের এই ভাসমান মেঘরাশির উপর ছড়িয়ে পড়েছে; তা অনেকের উপরেই সে কিরণ বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমার-আমার চাইতেও বিচিত্র উদ্দেশ্যে যারা ছুটছে তাদের উপর এ কিরণ বর্ষিত হচ্ছে না। প্রকৃতির বিরাট এই আদিম শক্তিসমূহের সামনে আমাদের আশা-আকাংখা, উদ্যম-প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা কত তুচ্ছ, কত সামান্য কত ক্ষুদ্র! জঁা পল পড়েছ?

মোটামুটি। কার্লাইলের মাধ্যমে কিছু পড়েছিলাম।'

উজান থেকে যে সব নদী বের হয় যে কোন একটাকে ধরে গেলে হ্রদেই পেঁছান যায়, তোমার ব্যাপারটাও হয়েছে তাই। একটা মন্তব্য তিনি করেছেন যেটা অদ্ভুদ হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হল, মানুষের সত্যকার মহত্ব হল তার নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। তুলনা আর তারিফ করার এমন এক ক্ষমতার পরিচয় এর মধ্যে পাওয়া যায়, যেটাই হল তার মহত্বের প্রমাণ। রাইখটার-এর মধ্যে প্রচুর চিন্তার খোরাক আছে।—তোমার কাছে তো পিস্তল নেই, তাই না?'

'আমার ভারী লাঠিটা আছে।'

'ওদের খপ্পরে পড়লে ওরকম একটা কিছুর প্রয়োজন হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়। জোনাথানকে তোমার হাতেই ছেড়ে দেব; কিন্তু অপরটি গোলমাল বাধালে গুলি করতে বাধ্য হব।'

বলতে বলতে হোমস্ রিভলভারটা বার করে, তারপর দুটো চেম্বারে গুলি ভরে আবার সেটা রেখে দিলে তার জ্যাকেটের বাঁ পকেটে।

এতক্ষণ আমরা টোবিকে অনুসরণ করে করে আধা-গ্রাম্য পথ ধরে মহানগরীর দিকে এগিয়ে চলেছি। ক্রমে এমন জায়গায় এসে পেঁছিলাম যেখানে রাস্তায় রাস্তায় বহু

লোকের যোগাযোগ দেখা যাচ্ছে। মজুররা আর জাহাজের কর্মচারীরা ইতিমধ্যেই যে যার কাজে বেরিয়ে পড়েছে। আর নোংরা নোংরা মেয়ে মানুষেরা খড়খড়ি নামাচ্ছে, সিঁড়ি পরিষ্কার করছে। মোড়ের কোন কোন ভাটিখানায় সবেমাত্র খদ্দের আসতে শুরু হয়েছে, আর রুক্ষদর্শন লোকেরা মুখ ধুয়ে জামার হাতা দিয়ে মুখ মুছছে। নানা ধরনের কুকুর রাস্তায় চলা-ফেরা করছে আর আমাদের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ঘেউ ঘেউ করে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য টবি ডাইনে বাঁয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে মাটিতে নাক গুঁজে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ করে উঠছে, হয় তো তখন কোন তীব্র গন্ধ তার নাকে এসে ঢুকছে।

স্ট্রেথাম, ব্রিক্সটন, কাম্বারওয়েল পেরিয়ে ওভালের পূর্বদিকের ছোট রাস্তাগুলির ভিতর দিয়ে কেনিংটন লেনে গিয়ে পৌছলাম। যে লোকগুলিকে আমরা অনুসরণ করছি তারা মনে হয় আমাদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যই একটা অদ্ভুদ আঁকা-বাঁকা পথ ধরে গেছে। ছোট রাস্তা পেলেই তারা বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট রাস্তায় গেছে। কেনিংটন লেনে পৌছে বণ্ড স্ট্রীট ও মাইলস্ স্ট্রীট ধরে বাঁ দিকে বাঁক নিল। শেষের রাস্তাটা যেখানে নাইটস্ প্লেসের দিকে মোড় নিয়েছে সেখানে পৌছে টোবি থমকে একটু দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কি করবে কোন দিকে যাবে বুঝতে না পারলে কুকুররা সাধারণত যা করে থাকে টোবিও ঠিক সেইভাবে এক কান খাড়া করে আর এক কান নামিয়ে দিয়ে এগোতে আর পিছোতে লাগল বারবার। তারপর এক জায়গাতেই ঘুরতে ঘুরতে গোলমালে পড়ে মাঝে মাঝে সহানুভূতি প্রার্থনা করছে।'

হোমস গর্জন করে উঠল, 'কুকুরটা এ রকম করছে কেন? তারা নিশ্চয়ই গাড়িতেও চাপে নি বা বেলুনেও উড়ে যায় নি কোথাও।

আমি বললাম, 'তারা হয় তো কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিল।'

'ওঃ! তাই হতে পারে। ঐ তো আবার এগিয়ে যাচ্ছে,' স্বস্তির স্বরে আমার সঙ্গী বলল।

সত্যি সে আবার এগিয়ে যাচ্ছে। আর একবার চারদিকটা শুঁকেই সে যেন হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল এবং পুনরায় এমনভাবে ছুটতে আরম্ভ করল যেমনটি এর আগে করে নি। গন্ধটা মনে হয় আগের থেকে তীব্রতর পেয়েছে, কারণ এখন আর মাটিতে নাক না লাগিয়ে, চেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। হোমসের চোখের ঝিলিক দেখে বুঝতে পারলাম, আমাদের যাত্রা যে সমাপ্তির পথে এটা সে যেন বুঝতে পেরেছে।

নাইন এলমস্ পার হয়ে আমরা চললাম। হোয়াইট ঈগল সরাইখানা পার হয়ে ব্রডেরিক আর নেলসনের বিরাট বিরাট সব কাঠের গোলার কাছে গিয়ে পৌছলাম। কুকুরটা উত্তেজনায় পাগলের মত ব্যবহার করছে, পাশের গেট দিয়ে সে ঢুকে পড়ল। করাতিরা কাজ করছে। সেই কাঠের গুঁড়োর ভিতর দিয়ে গিয়ে, একটা গলি পার হয়ে, একটা পথ ঘুরে, কাঠের দুটো বড় বড় গাদার মাঝখান দিয়ে সে সামনে এগিয়ে চলল আর শেষ পর্যন্ত বিজয়সূচক একটা ডাক ছেড়ে একটা মস্ত বড় পিপের উপর লাফিয়ে উঠল,—যে ট্রলি করে পিপেটা আনা হয়েছিল তখনও সেটা নামানো হয় নি ট্রলি থেকে। জিভ বের করে, চোখ পিট-পিট করে টোবি আমাদের দিকে তাকাল, যেন মনে করছে আমরা তাকে খুব বাহবা দিব। পিপেটার গায়ে আর ট্রলিটার চাকায় একটা কালচে

তরল পদার্থ লেগে রয়েছে, আকাশ বাতাস ক্রিয়োজোটের গন্ধে ভরপুর সে স্থানটা।

বোকার মত আমরা তাকালাম পরস্পরের দিকে, আর তারপরেই একসঙ্গে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লাম আমরা।

আট

বেকার স্ট্রীটের বাউণ্ডুলে গুপ্তচর বাহিনী

'বললাম এখন কি করবে?' 'টবি যে অভ্রান্ত নয় তাতো বোঝা গেল।'

টবিকে পিপের উপর থেকে নামিয়ে কাঠের গোলার বাইরে এসে হোমস বলল, 'ওর বুদ্ধিমত ও ঠিক কাজ করেছে। এক দিনে লণ্ডন শহরে কত ক্রিয়োজোট গাড়িতে বোঝাই করা হয়, সেটা ভাবলে কিন্তু আমাদের আসল পথ কোথাও অন্য পথের সঙ্গে গুলিয়ে গিয়ে থাকলে তাতে বিস্ময়ের কি আছে! ক্রিয়োজোট আজকাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়, বিশেষ করে কাঠকে 'সিজন' করার জন্য। বেচারি টবির এতে কোন দোষ, নেই।'

আবার আমাদের আসল গন্ধে ফিরে যেতে হবে তাহলে।

'হ্যাঁ। এবং এটাও ঠিক সেজন্যে খুব বেশী দূরেও যেতে হবে না। আসলে হয়েছিল কি, নাইটস প্লেস-এর মোড়ে দুটো বিভিন্ন গন্ধ দুই দিক থেকে এসে কুকুরটাকে নাজেহাল করে দিয়েছিল, আর সেখান থেকে এসেছে ভুল পথে। এখন গিয়ে আসল গন্ধটা ধরতে হবে।' চল সেখানে দেখা যাক।

তাতেও বিশেষ অসুবিধা হল না। যেখান থেকে তার ভুল শুরু হয়েছিল সেখানে নিয়ে যেতেই টোবি একটা পাক ঘুরে নতুন দিক ধরে ছুটল আবার।

আমি বললাম, 'ক্রিয়োজোটের পিপে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে নিয়ে হাজির না করে।'

'সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু দেখ, ও চলেছে ফুটপাথ দিয়ে, অথচ পিপেটা গিয়েছিল রাস্তা দিয়ে। হুঁ, এবার নিশ্চয় আমরা ঠিক পথেই চলেছি মনে হচ্ছে।'

নদীর দিকেই চলেছে কুকুরটা, বেলমণ্ট প্লেস আর প্রিন্সেস স্ট্রীটের মাধখান দিয়ে। বড় স্ট্রীট পার হয়ে সে সোজা নদীর ধার পর্যন্ত গেল একটা ছোট কাঠের জেটি পর্যন্ত। একেবারে জলের কিনারায় পেঁছে টোবি দাঁড়াল, তারপর কেঁউ কেঁউ শুরু করল কালো জলের দিকে চেয়ে।

হোমস বলল, 'কপাল মন্দ। এখানে এসে তারা একটা নৌকো নিয়েছে।'

নদীতে এবং জাহাজ-ঘাটায় ধারে কয়েকটা ছোট ছোট নৌকো ছিল। আমরা টবিকে নিয়ে একে একে সব গুলোতে চড়লাম, কিন্তু বেশ মন দিয়ে শুঁকলেও কোথাও সে কোনরকম ইঙ্গিত করতে পারল না।

জেটিটার কাছে একটা ছোট ইঁটের বাড়ি, সেই বাড়িটার জানালায় একটা করে সাইন বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা—মরডেকাই স্মিথ। আর তার নিচে লেখা—

'স্টীম-লঞ্চ ভাড়া পাওয়া যায়, ঘণ্টা বা দিন হিসেবে।' দরজার উপরের আর একটা সাইন বোর্ডে জানা গেল যে স্টীম-লঞ্চ এখন মজুত থাকে। আর এটা যে ঠিক, তা বোঝা গেল জেটির উপর কোক কয়লার গাদা লক্ষ্য করে। ধীরে ধীরে হোমস তাকিয়ে দেখল চারদিকে, তাঁর মুখে দুর্ভাবনার ছাপ দেখতে পেলাম।

বলল, 'অবস্থা দেখছি সুবিধার নয়। যা ভেবেছিলাম শয়তানরা তার চাইতেও ধূর্ত। মনে হচ্ছে তারা সব চিহ্ন মুছে দিয়ে গেছে। আমার আশংকা হচ্ছে, আগে থেকেই এখানে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।'

বাড়িটার দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছি, এমন সময় বছর ছয়েক বয়সের এক কোঁকড়ানো-চুল ছেলে বাহিরে এল দরজা খুলে দৌড়তে দৌড়তে। আর তার পেছন পেছন বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা এক স্ত্রীলোক, তার হাতে মস্ত একটা স্পঞ্জ। চেঁচিয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি, 'জ্যাক, শিগ্‌গির আয় বলছি, দুষ্টু ছেলে কোথাকার! তোর বাবা এসে যদি এই নোংরা অবস্থায় দেখে তো আমাদের শেষ করে দেবে!'

এই সুযোগ হোমস্ বলল, 'বাঃ বেশ সাহসী ছেলে! কী সুন্দর গোলাপি গালদুটি! জ্যাক, বল কী চাও তুমি?'

একটু ভাবল বাচ্চাটা। তারপর বলল, 'এক শিলিং।'

'তার বেশী চাও না?'

একটু ভেবে সে সবজান্তার মত জবাব দিল 'তাহলে দুই শিলিং চাই।'

'তাহলে এই নাও। ধরো!—খুব ভাল ছেলে, মিসেস স্মিথ!'

ভগবান আপনার মঙ্গল করুন স্যার। সত্যি ভাল ছেলে। তবে ভারি দুরন্ত। একটুও আমি সামলাতে পারি না, বিশেষ করে ওর বাবা যখন একটানা দিনকয়েকের জন্য বাইরে যায়।'

হতাশার সুরে হোমস বলল, 'ও, বাড়ি নেই বুঝি? মুস্কিল তার সঙ্গে যে আমার দরকার ছিল।'

'সেই যে কাল সকালে স্টীম লঞ্চ নিয়ে বেরিয়েছে সেই থেকে আর ফেরেনি স্যার। কথা বলতে কি, ভারি ভাবনা হচ্ছে আমার। তবে নৌকোর জন্যে যদি এসে থাকেন তো আমার সঙ্গেও কথা কইতে পারেন।'

'স্টীম লঞ্চটা ভাড়া করতেই যে এসেছিলাম।'

'কি বিপদ দেখুন তো স্যার, ঐ স্টীম-লঞ্চেই তো সে গেছে। তাইতো ভাবনায় পড়েছি, কারণ তাতে যে কয়লা আছে তাতে বড়জোর উলউইচ গিয়ে ফিরে আসা যায়। সে যদি বজরাটা নিয়ে যেত তাহলে তো ভাবনার কিছু ছিল না। কতবার তো কাজকর্মে সে গ্রেভসেণ্ড পর্যন্তও গেছে, বেশী কাজ পড়লে সেখানে থেকেও গেছে। কিন্তু স্টীম-লঞ্চে যদি কয়লা ফুরিয়ে গেল সেটা কোন্ কাজে লাগবে?'

'কেন কয়লা কিনেও নিতে পারে কোন জেটিতে নেমে।'

'তা পারে, কিন্তু সেটা ওর স্বভাব নয় আজ্ঞে, মাত্র কয়েক থলে কয়লার জন্যে ওসব জায়গায় যা দাম চায় তা নিয়ে অনেকবার তাকে খুব চেঁচামেচি করতে শুনেছি। তা ছাড়া ধরুন, ঐ কাঠের-পা লোকটাকে আমার একটুও ভাল লাগে না—যেমন বিশ্রী চেহারা তেমনি কথাবার্তারও ধরন! কেন যখন তখন এসে দরজায় ধাক্কা দেয় বলুন তো!'

'কাষ্ঠপদ লোক ?' হোমস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ স্যার। একটা বাঁদর-মুখো লোক প্রায়ই কর্তার কাছে আসে। গত রাতে সেই তো এসে কর্তাকে ডেকে তুলল। তাছাড়া, ও জানত যে সে আসবে, কারণ সে ইতিমধ্যেই লঞ্চে কয়লা দিয়ে সব ঠিক ঠাক করে রেখেছিল। আপনাকে স্পষ্টই বলছি স্যার, এসব আমার কেমন ভাল লাগছে না।'

হোমস্ বলল, 'না মিসেস স্মিথ, মিথ্যেই আপনি অমন ভয় করছেন। কিন্তু কী করে জানলেন যে সেই কাঠের-পা লোকটাই কাল রাত্রে এসেছিল ?'

'তার গলা শুনে স্যার। তার গলা আমি ভালভাবে চিনি,—ভারী আর অস্পষ্ট। সে এসে জানালায় টোকা দিল—তা রাত তখন প্রায় তিনটে হবে। কর্তা বড় ছেলে জিমকে ডেকে তুলে তাকে কিছু না বলেই চলে গেল। পাথরের উপর কাঠের পায়ের ঠকঠক শব্দও আমি শুনতে পেলাম।'

'তা, এই কাঠের-পা লোকটা কি একলা এসেছিল ?'

'আজ্ঞে তা বলতে পারব না, তবে, আর কারও সাড়া পাই নি।'

'ভারি দুঃখের কথা মিসেস স্মিথ। একটা স্টীম-লঞ্চের দরকার ছিল, আর আপনাদের ঐ স্টীম লঞ্চটা শুনেছিলাম ভাল—আচ্ছা, কী যেন নাম লঞ্চটার ?'

'আজ্ঞে "অরোরা"।'

'ওঃ! পুরনো সবুজ রঙের লঞ্চটা হলুদ রেখা টানা পিছনের দিকটা বেশ চওড়া ?'

'না তো! এ নদীতে ওরকম ছিমছাম ছোট লঞ্চ আর নেই। নতুন রং করা হয়েছে—কালোর উপরে দুটো লাল টান।'

ধন্যবাদ। আশা করি শেগগিরই মিঃ স্মিথের খবর পাবে। আমিও নদীপথে যাচ্ছি। যদি "অরোরা'র দেখা পাই যাওয়ার পথ বলে দেব আপনি ভীষণ উদ্বেগে আছেন। চিমনিটা কালো বললেন, তাই না ?'

'আজ্ঞে না, কালোর সঙ্গে একটু সাদা মেশানো।'

'ঠিক আছে। নমস্কার মিসেস স্মিথ। ওয়াটসন, ঐ একজন মাঝি আর তার পানসি রয়েছে। চলো ওতেই আমরা নদী পার-হই।

ডিঙিতে বসে হোমস বলল, 'এ ধরনের লোককে কখনও বুঝতে দিতে নেই যে তাদের দেওয়া খবর আমাদের কোন কাজে আসতে পারে। যদি একবার বুঝতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শামুকের মত মুখ ভিতরে লুকিয়ে ফেলবে। তুমি যদি না শোনার ভান করো তবেই আসল কথাটি বের হয়ে থাকবে।

আমি বললাম, 'আমাদের কাজ তো বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।'

'আচ্ছা বল শুনি, তুমি, হলে কী করতে।'

'একটা লঞ্চ ভাড়া করে "অরোরা"র পিছু নিতাম।'

'ওহে বাপু সে এক অত্যন্ত কঠিন কাজ হত। এখান থেকে গ্রীনউইচের মধ্যে নদীর দু-ধারে তো নৌকোর জেটি রয়েছে, যে-কোন জেটীতে লঞ্চটা থামতে পারে। ব্রিজটার নিচে মাইলের পর মাইল জুড়ে গোলকধাঁধার মত অমন বহু নৌ-ঘাটা আছে। একা হলে সে সব জায়গায় খোঁজ করতে বহু দিন লেগে যাবে, বুঝলে ?'

'না। শেষ মুহূর্তে হয় তো এথেলনি জোন্সকে ডাকতে হবে। লোকটি মন্দ নয়,

আর এমন কিছুই আমি করতে চাই না যাতে তার চাকরির ক্ষতি হয়। তবে আমার একান্ত ইচ্ছা, এতদূর যখন এগিয়েছি এ সমস্যার সমাধান আমি নিজেই করব।'

'আচ্ছা, জেটির মালিকদের খবর চেয়ে বিজ্ঞাপন করলে কেমন হয় ?

'সে হবে আরও বেশী খারাপ। ওরা তখন জানতে পারবে যে ওদের পিছু নেওয়া হয়েছে, ফলে দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও পালাবে। এমনিতেই হয়ত পালাবে, কিন্তু যতদিন জানছে ওদের কোন বিপদের আশঙ্কা নেই, বিশেষ তাড়া থাকবে না। এ ক্ষেত্রে জোন্সের তৎপরতায় বিশেষ কাজ হবে, কারণ তার যা মত তা নিশ্চয়ই কাগজে প্রকাশিত হবে এবং তা থেকে পলাতকদের বদ্ধমূল ধারণা হবে যে পুলিশেরা ভুল পথে চলেছে।'

মিলব্যাংক সংশোধনাগারের কাছ থেকে নেমে আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে এরপর আমাদের কি কাজ ?

'আপাতত গাড়ি ভাড়া করে, বাড়ি ফিরব, প্রাতরাশ খাব এবং এক ঘণ্টা ঘুমোব। এটা প্রায় ঠিক যে আজ রাতেই আবার পা বাড়াতে হবে। গাড়োয়ান, টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে একটু থামাও। টবিকে সঙ্গে রাখতে হবে, কারণ এখনও তাকে দিয়ে আমাদের বড় কাজ আছে।'

গ্রেট পিটার স্ট্রীট পোস্ট অফিসের সামনে আমরা থেমে হোমস্ একটা টেলিগ্রাম পাঠাল। 'বল তো কাকে টেলিগ্রামটা করলাম ?' গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

'আমি বলতে পারবো না।'

'জেফারসন হোপ কেসে গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর যে বেকার স্ট্রীট ডিভিশনকে কাজে লাগিয়েছিলাম তাদের কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয় ?'

তাদের কথা শুনে আমি হাসতে হাসতে বললাম। এ কেসেও তারা অমূল্য কাজ করবে। যদি তারা না পারে, তখন অন্য ব্যবস্থা করব, কিন্তু প্রথমে তাদেরই কাজে লাগাব। তারটা করলাম সেই নোংরা ক্ষুদে লেফটেন্যান্ট উইগিন্সকে। আশা করি, আমাদের প্রাতরাশ শেষ হবার আগেই তারা সদলবলে হাজির হবে আমার কাছে।

তখন বেলা নটা। সারা রাত ধরে পর-পর এত উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া এখন বেশ অনুভব করছি। পা অচল, শরীর ক্লান্ত, মনে কুয়াসার মত অন্ধকার। কাজের যে উৎসাহ হোমস্কে এগিয়ে নিয়ে চলে তা আমার পক্ষে নেই, এবং কেসটাকে কেবল একটা নিছক রহস্য হিশেবে দেখাও সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আর বার্থলোমিউ শোলটোর মৃত্যু সম্বন্ধে বলতে গেলে, তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি মোটেই তা সুখকর নয়, যে জন্যে তাঁর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ বিরূপ মনোভাবও আমার নেই। ধনরত্নটা অন্য ব্যাপার, সেটার অন্তত একটা অংশের মালিক মিস্ মরস্টান। যতদিন সেই ধনরত্ন উদ্ধার না হয় ততদিন আমি প্রাণ দিয়ে সে চেষ্টা করব। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, যদি উদ্ধার হয় তাহলে হয়ত সারা জীবনের মত সে আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে, কিন্তু অমন একটা চিন্তা যদি প্রবল হয়ে ওঠে তাহলে তো এ প্রেম হয়ে দাঁড়াবে অতি সামান্য অত্যন্ত স্বার্থপর। হোমস্ যদি অপরাধীদের সন্ধানে উৎসাহ পেতে পারে তার বিশগুণ উৎসাহ আমি পাব ধনরত্ন উদ্ধারের ব্যাপারে।

বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে স্নানাদি করে বেশ তাজা হয়ে ঘরে ঢুকে দেখি প্রাতরাশ সাজানো

আর হোমস কফি ঢালছে।

হাসতে হাসতে একটা খোলা খবরের কাগজে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেন বলল, 'এই দেখ অত্যুৎসাহী ও অত্যন্ত কর্মকুশল জোন্সের অপূর্ব কীর্তি। যাই হোক এ মামলার অনেকটাই তো জেনেছ, আগে হ্যাম আর ডিমের সদ্ব্যবহার কর তারপর ভেবে দেখা যাবে।'

কাগজটা ও'র কাছ থেকে নিয়ে আমি ছোট বিজ্ঞপ্তিটা পড়লাম। শিরোনাম হল, 'আপার নরউডের রহস্যময় হত্যা কাণ্ড।

গতকাল রাত প্রায় বারোটার সময় ['স্ট্যাণ্ডার্ড', পত্রিকার মতে] আপার নরউডের পণ্ডিচেরি লজের মিঃ বার্থলোমিউ শোলটোকে এমন অবস্থায় তার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় এর পিছনে কোন বিরাট এক ষড়যন্ত্র আছে। আমারা যতদূর জানিতে পেরেছি, মিঃ শোলটোর দেহে কোন প্রকার আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নি, কিন্তু মৃত তাহার পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতীয় মণি-মুক্তার যে মূল্যবান সংগ্রহ লাভ করেছিলেন সে সমস্তই চুরি হয়েছে। মৃতের ভাই মিঃ থ্যাডিডিউস শোলটোর সঙ্গে সেই বাড়িতে উপস্থিত হয়ে মিঃ শার্লক হোমস এবং ডাঃ ওয়াটসনই প্রথম ব্যাপাটা জানতে পারেন। সৌভাগ্যবশত গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর সুপরিচিত মিঃ এথেলনি জোন্স ঐ সময় নরউড থানায় উপস্থিত ছিলেন এবং সংবাদ পাইবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে উপনীত হন। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সুনিয়ন্ত্রিত ও অভিজ্ঞ জ্ঞান দ্বারা অপরাধী আবিষ্কারে তৎপর হন এবং তাহার ফলে পরিচারিকা মিসেস বার্ণস্টোন, লাল রাও নামক ভারতীয় খানসামা এবং ম্যাকমুর্ডো নামক দরোয়ানসহ মৃতের ভ্রাতা থ্যাডিডিউস শোলটোকে গ্রেপ্তার করে। একথা নিশ্চিত যে চোর বা চোরেরা ঐ বাড়ির সঙ্গে খুব ভালভাবেই পরিচিত, কারণ মিঃ জোন্স তাহার বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির সাহায্যে চূড়ান্তভাবে এটা প্রমাণ করেছেন যে দুষ্কৃতকারীরা দরজা বা জানালা পথে ঘরে না ঢুকে, ঢুকেছে বাড়ির ছাদের পথে একটি ঘরের গুপ্ত দরজার ভিতর দিয়ে কারণ যে ঘরে মৃতদেহ পাওয়া যায় তার সঙ্গে ঐ ঘরের যোগাযোগ আছে। সুস্পষ্টভাবে আবিষ্কৃত এই ঘটনা চূড়ান্তভাবে এটা প্রমাণ হয়েছে যে, এটা কোন সাধারণ চুরি নয়। এই সব ক্ষেত্রে একটিমাত্র উদ্যমশীল শক্তিমান মনের উপস্থিতির যে কোন সুবিধা তাহা আইনের রক্ষক এই অফিসারদের তৎপর ও উৎসাহী কর্মধার হতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। একথা না ভেবে আমারা পারি না যে, যাহারা আমাদের গোয়েন্দাদের বিকেন্দ্রীকরণ চান এবং যে সকল অপরাধের তদন্ত করাই তাহাদের কর্তব্য গোয়েন্দায়া যাহাতে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অধিকতর কাজের সংস্পর্শে আসতে পারেন এরূপ ব্যবস্থাও চান, এই ঘটনা তাদের স্বপক্ষে একটি যুক্তিস্বরূপ, এবিওয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'কী জাঁকালো ব্যাপার দেখলে ?' কফির কাপের উপর দিয়ে তাকিয়ে দাঁত বার করে হোমস্ বলল' 'কী বুঝলে বল হে ভায়া।

'এই বুঝলাম যে, আমরা দুজনও যে ধরা পড়িনি এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। খুব বেঁচে গেছি দেখছি।'

'আমিও! এবং এখনও যে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ তার ঠিক তাও বলতে পারি না' কারণ আবার ও'র অমিত শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তবে শেষ পর্যন্ত কী হবে কে

জানে।'

আর ঠিক এই মুহূর্তেই সিঁড়িতে অনেকগুলো খালি পায়ের আওয়াজ কানে এল। আর গোটা বারো নোংরা পোশাক পরা রাস্তার ছেলে ঢুকল ঘরে। এমন হৈহুল্লোরের সঙ্গে ঢোকা সত্ত্বেও খানিকটা শৃঙ্খলার ভাব ছিল, দেখা গেল সঙ্গে তারা সারি হয়ে উৎসুক মুখে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল ওদের একটু থেকে বেশি লম্বা আর বয়সের বড় এমন মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে দাঁড়াল যে ভারি মজা লাগল তাকে দেখে।

সে বলল, 'স্যার, আপনার তার পেয়েই ঝটপট ওদের নিয়ে এসেছি।'

এই যে, এই নাও।' কিছু রুপোর মুদ্রা বের করে সে বলল, 'শোন, ভবিষ্যতে ওরা তোমায় খবর দেবে, আর তুমি খবর দেবে আমাকে। এভাবে বাইয়ের হৈ-হৈ করে ঢুকে পড়া এখানে চলবে না। যাই হোক এসেছ যখন সবাই শোন কী তোমাদের কাজ। একটা স্টীম লঞ্চ তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে। লঞ্চটার নাম "অরোরা"। তার মালিকের নাম মরডেকাই স্মিথ। লঞ্চটার রঙ কালো, তাতে দুটো সাদা ডোরা। নদীর গতিপথেই কোথাও আছে লঞ্চটা। একজন থাকবে মরডেকাই স্মিথের জেটির কাছে মিলব্যাঙ্কের সামনা-সামনি। সেখান থেকে সে খবর দেবে লঞ্চটা ফিরে এলে। এইভাবে নদীর দু-তীরে সবাইকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে দেবে তুমি, যাতে কোন জায়গাই খোঁজ নিতে বাকি না থাকে। খবরটা পেলেই জানিয়ে দেবে আমায়। বুঝেছ এবার?

উইগিন্স বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

'পুরনো হারেই মজুরি পাবে। যে ছেলে লঞ্চের খোঁজ পাবে তার এক গিনি। এই নাও একদিনের মজুরি আগাম। এবার কেটে পড় বাছারা।

সে প্রত্যেককে এক শিলিং করে দিল। পরক্ষণেই তারা হৈ-চৈ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল। একমুহূর্ত পরেই দেখলাম, তারা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে।

টেবিল থেকে উঠে হোমস পাইপটা ধরিয়ে বলল, 'লঞ্চটা যদি জলের উপরে থাকে, ওরা নিশ্চয় খোঁজ পাবে। ওরা সব জায়গায় যেতে সবকিছু দেখতে সকলের কথা শুনতেও পারে। আশা করছি সন্ধ্যার আগেই শুনব ওরা লঞ্চের খবর পেয়ে গেছে। ততক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন কাজ নেই। যে পথের রেখা কেটে গেছে, 'অরোরা' বা মিঃ মরডেকাই স্মিথকে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজ করে লাভ নেই।'

'খাবারের যা পড়ে রইল টোবি খাক এগুলো। তুমি কি এখন একটু শোবে, হোমস?'

'না, আমি ক্লান্ত নই। আমার শরীরের গঠন একটু অদ্ভুত ধরনের। কাজ করে কখনও ক্লান্ত হয়েছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু কুঁড়েমি আমায় খুব কাবু করে ফেলে। এখন আমি বসে বসে ধূমপান করব আর সুন্দরী মক্কেলটির আশ্চর্য মামলাটার বিষয়ে আর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করব। মামলাটা অবশ্য সাধাসিধে। কাঠের-পা মানুষ খুব বেশী চোখে দেখা যায় না, এবং তার সঙ্গীটি যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই।'

'এখনও সেই সঙ্গীটি সম্বন্ধে ভাবা দরকার ?'

'তাকে নিয়ে তোমার কাছে কোন রহস্য তৈরি করতে চাই না। কিন্তু তুমিও নিশ্চয় একটা কিছু ভেবেছ। এবার যা পেয়েছ বিবেচনা করে দেখ। ক্ষুদে পায়ের ছাপ, জুতোর জন্য আঙুলগুলো জুড়ে যায় নি, খালি পা পাথর লাগানো কাঠের দণ্ড, অসীম কর্মক্ষমতা, ছোট ছোট বিষাক্ত তীর। এসব থেকে কি বুঝলে বলত ?

সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলাম, 'নিশ্চয় কোন অসভ্য, জোনাথান স্মল ভারতে যাদের মধ্যে ছিল তাদের একজন।'

'তা মনে হয় না। অদ্ভুত অস্ত্র দেখে আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু পায়ের ছাপগুলো দেখার পর আমার মত পালটাতে হয়। ভারতের কোন কোন জাতের মানুষ বেঁটেখাটো হয়, কিন্তু এহেন পায়ের ছাপ তাদের হতে পারে না। প্রকৃত হিন্দুর পা হয় লম্বা আর সরু, আর খড়মপরা মুসলমানের পায়ের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুলের মধ্যে ফাঁক থাকে খানিকটা। আর এই ছোট-ছোট তীরগুলো কেবলমাত্র একটি উপায়েই ছোড়া সম্ভব,—সে হল ব্লো পাইপ দিয়ে। তাহলে এই অসভ্য কোথা থেকে এসেছে ?'

'দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কি ?'

সে হাত বাড়িয়ে তাক থেকে একটা মোটা বই নামাল।

সদ্য প্রকাশিত ভৌগলিক শব্দ কোষের প্রথম খণ্ড। এবিষয়ে এটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এখানে কি লেখা আছে ? 'আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রায় ৩৪০ মাইল উত্তরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।' আর্দ্র আবহাওয়া, প্রবালের পাহাড়, হাঙর, পোর্টব্লেয়ার, কয়েদিব্যারাক, রাটল্যাণ্ড দ্বীপ, তুলোর গাছ—আঃ! এই তো পেয়েছি। 'কিছু নরবিজ্ঞানী' আফ্রিকার 'বুশম্যান' আমেরিকার 'দিগার ইণ্ডিয়ান' এবং 'টেরা ডেল ফুজিয়ান'-দের দাবীকে বড় বলে মনে করলেও সম্ভবত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরাই পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জাতির গৌরব দাবী করতে পারে। তাহাদের গড় উচ্চতা চার ফুটের নিচে, যদিও এমন অনেক প্রাপ্ত-বয়স্ক লোক আছে যাহারা আরও বেশী ক্ষুদ্রকায়। তাহারা হিংস্র, বিষণ্ণ, অবাধ্য, যদিও তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারা যায় তবে তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে গড়ে উঠে। এ কথাগুলি ভাল করে লক্ষ্য কর ওয়াটসন। আচ্ছা, এবার আরও শোন। তারা দেখতে বীভৎস,—প্রকাণ্ড মাথা, ক্ষুদে হিংস্র চোখ, বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাদের পা এবং হাত বেশ ছোট। তারা এতদূর অবাধ্য আর হিংস্র যে তাদেরকে সামান্য মাত্র দলে আনবার চেষ্টা করেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সবই ব্যর্থ হয়েছেন। জলমগ্ন জাহাজের যাত্রীদের কাছে তারা জীবন্ত বিভীষিকা। প্রস্তর-শীর্ষ দণ্ড দিয়া তাহারা যাত্রীদের মস্তক বিদীর্ণ করে, বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে বিদ্ধ করে। নরমাংস ভোজনের অনুষ্ঠানের জন্য এইসব লাশ ব্যবহার করে থাকে।' ওয়াটসন! কী সুন্দর অমায়িক ভদ্রলোকেরা। এই লোকটি যদি তার নিজের ইচ্ছামত পথে ছেড়ে দেওয়া হত তাহলে এ ব্যাপারের পরিণতি আরও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিত। আমার তো মনে হয় জোনাথান স্মল এরূপ একটি লোককে নিয়োগ করতে পারতো না, যদি এদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে পারত।

'কিন্তু অমন একটা প্রাণীর সংস্পর্শে ও কেমন করে এল ?'

'সেটা আমি বলতে পারছি না। তবে, যেহেতু আমরা জেনেছি স্মল আন্দামানে ছিল, ও প্রাণীটার পক্ষে তার সঙ্গে আসাটা খুব একটা আশ্চর্য বলে কেন মনে হবে। যাই হোক যথাসময়ে সবই এ সম্বন্ধে জানতে পারব। কিন্তু ওয়াটসন, দেখতে পাচ্ছি তুমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ঐ সোফাটায় শুয়ে পড় তো, চেষ্টা করে দেখি তোমায় ঘুম পাড়াতে পারি কিনা।'

বেহালাটা ঘরের কোণ থেকে নিলে। আমি শুয়ে পড়লাম, আর আস্তে আস্তে একটা ঘুমপাড়ানি-গোছের সুন্দর ভাবে মিষ্টি সুর বাজাতে শুরু করল। নিঃসন্দেহে তাঁর নিজের তৈরি সুর, কারণ সুরসৃষ্টির বিশেষ শক্তি ছিল তার। অস্পষ্ট মনে পড়ে তার সরু সরু হাত, উৎসুক মুখ আর বেহালার ছড়ির ওঠা নামা যেন আমার চোখে পড়েছিল। তারপর যেন আমি ধীরে ধীরে, খুব শান্তভাবে শব্দতরঙ্গে ভেসে ভেসে চললাম যতক্ষণ না স্বপ্নের দেশে পেঁছে মনে হল মেরি মরস্টান হাসি মুখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

নয়
রহস্যের এবার মোড় ঘুরল

যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল। শরীরে শক্তি ফিরে এসেছে। বেশ ঝরঝরে লাগছে। হোমস সেই একইভাবে আরাম চেয়ারে বসে আছে, শুধু বেহালা রেখে দিয়ে গভীর মনোযোগসহকারে একখানা বই পড়ছে। আমি উঠতেই সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। তার মুখ দেখতে কালো এবং গম্ভীর সেটা আমার নজর এড়াল না।

'সে বলল, 'তুমি বেশ ভালভাবেই ঘুমিয়েছ। শুধু ভয় হয়েছিল আমাদের কথাবার্তায় তুমি আবার না জেগে ওঠ।'

বললাম, 'কিছুই শুনিনি। তাহলে কি নতুন খবর কিছু পেয়েছ ?'

'দুঃখের বিষয়, না। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আমি যেমন বিস্মিত তেমনি হতাশও হয়েছি। আশা করেছিলাম হয়ত এতক্ষণে সঠিক কোন খবর আমি পাব। এইমাত্র উইগিনস্ এসেছিল বলল লঞ্চের কোন খোঁজই তারা পাচ্ছে না। এভাবে বসে থাকা বিরক্তিকর, কারণ প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।'

'না, এখন কিছু করার নেই কেবল বসে বলা ছাড়া। কারণ, বেরিয়ে যদি যাই আর ইতিমধ্যে খবরটা যদি এসে যায় সেক্ষেত্রে অনেক দেরিই হবে বরং। তাই তুমি এখন যা খুশি করতে পার, আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'তাহলে একবার যাই ক্যাম্বারওয়েল-এ, মিসেস ফরেস্টারের সঙ্গে দেখা করে আসি। কাল আমায় বলেছিলেন দেখা করতে।'

স্মিত হাসি ফুটিয়ে হোমস বলল, 'মিসেস সেসিল ফরেস্টারের সঙ্গে বুঝি ?'

'তা—মানে—মিস মরস্টানের সঙ্গেও। ঘটনার বিবরণ জানতে তারাও বিশেষভাবে

উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।'

হোমস্ বলল, 'আমি হলে কিন্তু তাঁদের কিছু জানাতাম না। স্ত্রীলোককে কখনোই বিশ্বাস করতে নেই—সবচেয়ে যে ভাল তাকে পর্যন্ত না।'

এই বিশ্রী মন্তব্য নিয়ে তর্ক না করে বললাম, 'দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।'

'আচ্ছা বেশ, তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। তা, যাচ্ছই যখন নদী পার হয়ে ঐ সঙ্গে টোবিকে ফিরিয়ে দিয়ে এস, কারণ মনে হয় না আর টোবিকে দরকার হবে।'

কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে পিনচিনের বুড়োর কাছে তাকে ফিরিয়ে দিলাম। সঙ্গে একটা আধা-গিনিও দিলাম। ক্যাম্বারওয়েলে মিস মরস্টানের সঙ্গেও দেখা করলাম। নৈশ অভিযানের ফলে তাকে বেশ শ্রান্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু খবর জানতে সে বিশেষ আগ্রহী। মিসেস ফরেস্টারেরও খুব কৌতূহল। দুঃখজনক ঘটনার ভয়ংকর অংশগুলি কাটছাট দিয়ে সবই তাদের বললাম। যেমন, মিঃ শোলটোর মৃত্যুর কথা বললাম, কিন্তু তার সঠিক বিবরণ আর পদ্ধতির উল্লেখমাত্রও করলাম না। সব বাদ দিয়েও যা বললাম তাদের তাতেই চমৎকৃত ও বিস্মিত করে তুলেছে।

'এ তো দেখছি দারুণ রোমান্স! —মহিলার প্রতি অন্যায় ব্যবহার, পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ধনসম্পদ, কৃষ্ণকায় নরখাদক আর কাঠের-পা শয়তান! মামুলি ড্রাগন বা জমিদারের বদলে এই!'

—'আর দু-জন নাইট বীর, উদ্ধারের কাজে ব্রতী!' চোখে ঝিলিক তুলে যোগ করলেন মিস্ মরস্টান।

'মেরি, তোমার ভাগ্যই এখন এই তদন্তের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, কিন্তু আমার তো মনে হয় না যতটা কৌতূহলী হওয়া দরকার ততটা তুমি হচ্ছ! ভেবে দেখ সম্পত্তিটা পেলেই সমস্ত পৃথিবী তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে খেয়াল আছে?

এত বড় সম্ভাবনার কথা শুনেও তার চোখে-মুখে কোন উল্লাসের চিহ্ন না দেখে আমার বুকের মধ্যে আনন্দের একটা শিহরণ খেলে গেল। বরং তার উন্নত মাথাটাকে সে এমনভাবে নাড়ল যাতে মনে হল যে এসবে তার বিশেষ আগ্রহ নেই এবং ব্যাপারটা তুচ্ছ।

সে বলল, 'মিঃ থ্যাডডিউস শোলটোর জন্যই আমি উদ্বেগ বোধ করছি। আর সবই আমার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। আমি তো মনে করি, তিনি আগাগোড়াই খুব সদয় ও সম্মানজনক ব্যবহার করেছেন। এই ভয়ংকর ভিত্তিহীন মিথ্যে অভিযোগ হতে মুক্ত করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য।'

ক্যাম্বারওয়েল থেকে বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, আর যখন বাড়ী পেঁছিলাম তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। হোমসের বই আর পাইপ চেয়ারের পাশে পড়ে কিন্তু সে বাড়ি নেই। খুঁজে দেখলাম যদি আমার জন্যে কিছু সংবাদ লিখে রেখে থাকে, কিছু পেলাম না। মিসেস হাডসন এসেছিল জানলার খড়খড়িগুলো নামিয়ে দিতে। জিজ্ঞাসা করলাম, বন্ড কি বেরিয়ে গেছে?'

'না স্যার। তিনি তার ঘরে স্যার,' গলার স্বর নামিয়ে ফিসফিস করে সে বলল। কি জানেন স্যার, তার শরীরের জন্য আমার বড় ভয় করছে।'

'কেন?'

'আজ্ঞে, অমন অদ্ভুতই তো উনি। আপনি চলে যাবার পর উনি কেবল ঘরময় পায়চারি আর পায়চারি করছেন, পায়ের শব্দ শুনে শুনে আমার যেন বিরক্তি ধরে গেল। তারপর শুনতে পেলাম তিনি বিড়-বিড় করে নিজের মনে কি বলে চলেছেন। আর যখনই ঘণ্টা বেজেছে সিঁড়ির মাথায় এসে জিজ্ঞাসা করছেন—"কে এল মিসেস হাডসন ?" তারপর তিনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তবুও তাঁর পায়চারির শব্দ তেমনি আমার কানে আসছে। কোন অসুখ বেসুখ করেছে কি না কী জানি। ভরসা করে মাথা ঠাণ্ডা করা একটা ওষুধ খাওয়ার কথা বলতে গেলাম আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, পালাবার পথ পেলাম না।'

বললাম, 'ভাবনার কিছু নেই, মিসেস হাডসন। ওঁর এমন অবস্থা আমি আগেও দেখেছি। একটা বিরাট সমস্যা ওঁর মাথায় রয়েছে, যেজন্যে এমন অস্থির হয়ে উঠেছে।'

ব্যাপারটা হাল্কা করে দেবার জন্যেই আমি এভাবে ওকে বললাম বটে, কিন্তু যখন সারা রাতই মাঝে মাঝেই তাঁর অস্থির পাদচারণার থপ্ থপ্ শব্দ আমার কানে আসতে লাগল তখন আমিও খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এই যে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে, তাঁর তীক্ষ্ণ মননশক্তির উপর এর ফলে কতই না বিরক্তির সঞ্চার হচ্ছে।

প্রাতরাশের সময় তাকে খুব ক্লান্ত ও উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তার দুই গালে কেমন একটা জ্বর-জ্বর ভাব ফুটে উঠেছে।

বললাম, যখের মত সারা রাত জেগে ছিলে মনে হচ্ছে। রাতভোর তোমার অস্থির পাদচারণা শুনতে পেয়েছি।

বলল, 'হ্যাঁ, একটুও ঘুমোতে পারি নি। হতচ্ছাড়া মামলাটা আমায় খেয়ে ফেলেছে। সমস্ত বাধা পার হয়ে এই একটি সামান্য ব্যাপারে আটকে যাওয়া—এ আরও অসহ্য!' লোকগুলোকে জেনেছি, লঞ্চটাও—যা যা জানবার সবই জেনে ফেলেছি। অথচ খবরটা এখনও আসছে না। শুধু ওদের নয়, অন্য দলকেও কাজে লাগিয়েছি —যতভাবে সম্ভব, কিছুই বাদ দিই নি। ভাটিতে আর উজানে সমস্ত নদীটা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু তবুও কোন খবর নেই। মিসেস্ স্মিথ তাঁর স্বামীর কোন খবরই পান নি। হয়ত আমায় এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে ওরা কোথাও ডুবিয়ে দিয়েছে নীচে ফুটো করে লঞ্চটা। কিন্তু অমন মনে করার মধ্যেও আপত্তির কারণ আছে।'

অথবা মিসেস স্মিথ আমাদের ভুল পথে চালিয়েছে ?

'না। সে সম্ভাবনা বাতিল করা যেতে পারে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওই রকম একটা লঞ্চ সত্যি আছে।'

'সেটা নদীর উজনে যায় নি তো ?'

'সে সম্ভাবনার কথাও ভেবেছি। একদল উজানের দিকে রিচমণ্ড পর্যন্ত খোঁজ করবে। আজ যদি কোন খবর না পাই, কাল আমি নিজেই যাব। লঞ্চের খোঁজে না হোক, লোকগুলোর খোঁজে। কিন্তু নিশ্চয়, নিশ্চয় কোন খবর পাবই।'

কিন্তু পেলাম না। উইগিন্সের কাছ থেকে বা অন্য কোন সূত্র থেকে একটা খবরও এল না। নরউড দুর্ঘটনা সম্পর্কে খবরের কাগজে অনেক প্রবন্ধ বের হয়েছে।

সেগুলি সবই থ্যাডিউস শোলটোর প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেছে। পরদিন এবিষয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে, একথা ছাড়া আর কোন নতুন তথ্য সেসব প্রবন্ধে যোগ হয়নি। সন্ধ্যার সময় হাঁটতে হাঁটতে কম্বারওয়েল গিয়ে দুই মহিলাকে আমাদের বিফলতার বিবরণ দিয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখলাম, হোমস খুবই নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ। আমার প্রশ্নের কোন জবাবই দিল না। সারা সন্ধ্যা বকযন্ত্র গরম করে আর বাষ্পের ক্ষরণ করে এমন একটা জটিল রাসায়নিক বিশ্লেষণে মেতে রইল এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা বিশ্রী গন্ধ বের হতে লাগল যে আমি ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলাম। শেষ রাতের দিকেও টেস্ট-টিউবের টুং টাং শব্দ কানে আসতে বুঝতে পারলাম যে তার দুর্গন্ধময় পরীক্ষার কাজ তখনও সমান ভাবে চলছে।

খুব ভোরবেলা আমি চমকে জেগে উঠলাম। অত্যন্ত চিন্তিত হলাম তাকে আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। পরনে নাবিকসুলভ রুক্ষ পোশাক, জ্যাকেট আর ঘাড়ে লাল কাপড়ের স্কার্ভ। বলল, 'নদীর ভাটি ধরে চললাম, ওয়াটসন। অনেক ভেবে দেখলাম এ ছাড়া আর কোন পথ সামনে নেই। যাই হোক, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি ?'

'না ; তুমি এখানে থাকলেই আমার খুব বেশী উপকার হবে। আমার যাবার একটুও ইচ্ছা ছিল না, কারণ কাল রাতে উইগিন্স নিরাশ করলেও আজ সারা দিনের মধ্যে কোন খবর অবশ্য আসতে পারে। সব চিঠি আর টেলিগ্রাম তুমি খুলে পড়বে এবং কোন খবর এলে তোমার বিবেচনা মত কাজ শুরু করে দেবে। তোমার উপর নির্ভর করতে পারি কি ?'

'তা নিশ্চয় পার।'

'কিন্তু তুমি তো আমায় টেলিগ্রাম করে কোন খবর দিতে পারবে না, কারণ। আমি নিজেই জানি না কখন কোথায় থাকব। অবশ্য ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আমি কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসব। ফেরার আগে কিছু না কিছু খবর পাব আশা করছি।

প্রাতরাশের সময় পর্যন্ত তার কোন খবরই পেলাম না। তবে, "স্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকা পড়ে জানলাম আবার নতুন করে মামলা সম্বন্ধে লিখেছে :

'আপার নরউড দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমাদের গোড়ায় যেরকম ভেবেছিলাম ব্যাপারটা তা অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল এবং রহস্যপূর্ণ। নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ হতে বোঝা যাচ্ছে যে মিঃ থ্যাডিউস শোলটোর পক্ষে কোনভাবেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকা অসম্ভব। তাকে এবং পরিচারিকা মিসেস বার্নস্টোনকে গতকাল রাতেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে যে প্রকৃত অপরাধীদের সম্পর্কে পুলিশ একটা নতুন সূত্র পেয়েছে এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ এথেলনি জোন্স তাহার কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ঐ সূত্র অনুসরণ করিতে চেষ্টা করছে। যেকোন মুহূর্তে নূতন কেহ গ্রেপ্তার হইতে পারে।'

ভাবলাম, যাক, খবরটা বেশ সন্তোষজনক, আর কিছু না হোক বন্ধু শোলটো এখন বেশ নিরাপদ। তবে, নতুন সূত্রের কথা কি বলতে চাইছে কী জানি, হয়ত পুলিশের তদন্তে বিফলতার গ্লানি ঢাকবার জন্যে মামুলি বুলি ছাড়া আর কিছু নয়।

কাগজটা পেতে ফেললাম টেবিলের উপরে। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন : হারিয়েছে—নাবিক মরডেকাই স্মিথ ও তাঁর পুত্র জিম গত বুধবার রাত তিনটে নাগাদ স্টীমলঞ্চ 'অরোরা'র স্মিথস্ হোয়ার্ফ থেকে যাত্রা করেন। লঞ্চটার রঙ কালো, তাতে লাল ডোরা কাটা। যিনি স্মিথস্ হোয়্যর্ফ-এ বা ২২১ বি বেকার স্ট্রীটে মিসেস স্মিথের কাছে নিরুদ্দিষ্ট মিঃস্মিথ আর লঞ্চটার খবর দিতে পারবেন তাকে পাঁচ শত পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে।'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটা হোমসের কাজ। বেকার স্ট্রীটের ঠিকানাই তার একমাত্র প্রমাণ। আমার কাছে লেখাটা খুবই সাদাসিদে মনে হল। পলাতকরা যখন এ বিজ্ঞাপনটা পড়বে তখন তারা এর মধ্যে নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রীর স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারবে না।

দিনটা যেন আর কাটতে চায় না। যখনই দরজায় কোন শব্দ হয় বা রাস্তায় কারও দ্রুত পায়ের শব্দ কানে আসে, মনে হয় ঐ বুঝি হোমস ফিরল কিংবা কেউ এল বিজ্ঞাপনের সাড়া দিতে। কিছু পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মন চলে গেল সেই দুই শয়তানের কাছে যাদের আমরা খুঁজছি। তবে কি আমার বন্ধুটির যুক্তির মধ্যে কোন গলদ থেকে গেছে, কোন প্রচণ্ড আত্মপ্রবঞ্চনায় তিনি ভুগছেন না তো? যেসব সূত্রের উপর ভর করে এই অদ্ভুত ধারণা গড়ে তুলেছে। তাতে কি ভুল থাকা সম্ভব? কখনও তাকে ভুল করতে একবারও দেখি নি বটে, কিন্তু তাহলেও মুনিদেরও তো শুনেছি মতিভ্রম হয়? যুক্তির অতিরিক্ত সূক্ষ্মতার ফলে হয়ত ভুল হওয়া অসম্ভব নয়,—কারণ, বেশ, লক্ষ করেছি, হাতের কাছে কোন সহজ সরল বা মামুলি যুক্তি থাকলেও কোন সূক্ষ্ম ও অবাস্তব যুক্তিই তার বেশী পছন্দ। অথচ আমি তো এ ক্ষেত্রে নিজস্ব চোখে তার কার্যকলাপ লক্ষ করেছি, তার সিদ্ধান্তের যুক্তিও শুনেছি, অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর পরম্পরও লক্ষ্য করেছি এবং কয়েকটি ঘটনা তুচ্ছ মনে হলেও দেখেছি সমস্তই শেষ পর্যন্ত সেই একই পরিণতির দিকে যাচ্ছে। যদি কোন কারণে হোমসের এ ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকে, প্রকৃত ঘটনাটাও তাহলে নিশ্চয় দেখা যাবে অত্যন্ত চমকপ্রদও চঞ্চল্যকর।

বিকেল তিনটের সময় ঘণ্টাটা সজোরে বেজে উঠল, হল ঘরে একটা কর্তৃত্বসুলভ গলা শোনা গেল, এবং আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হাজির হলেন মিঃ এথেলনি জোন্স। যে কর্কশ প্রভুত্বপরায়ণ সাধারণ জ্ঞানের তাবিলদার আপার নরউড কেসটাকে প্রভূত আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে হাতে নিয়েছিলেন, এখন তার অনেক পরিবর্তন দেখলাম। চোখে-মুখে নৈরাশ্য হতাশাব্যঞ্জক চাল-চলনে ভীরু ও যেন ক্ষমাপ্রার্থী ভাব।

বললেন, সুপ্রভাত স্যর। মিঃ শার্লক হোমস বেরিয়ে গেছেন বুঝি?'

'হ্যা, এবং কখন যে ফিরবে ঠিক বলতে পারছি না। অপেক্ষা করবেন নাকি? বসুন তাহলে ঐ চেয়ারটায়, এই নিন চুরুট।'

'ধনাবাদ, আপত্তি নেই!' লাল রুমাল দিয়ে কপালটা মুছতে মুছতে বললেন।

'হুইস্কি আর সোডা?'

'বেশ, আধ গ্লাস। অসময়ে বেশ গরম পড়েছে। আর আমার উপর দিয়ে ধকলও যাচ্ছে খুব। নরউড কেসের ব্যাপারে আমার অভিমত তো আপনি জানেন?'

'আপনি বলেছিলেন মনে পড়ে।'

'জানেন, আমায় আবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে হচ্ছে। শোলটোকে খুব জোরে কষে বেঁধেছিলাম, জানেন, হঠাৎ মাঝখানে একটা ফুটো করে সে গলে পালিয়েছে। ভাইয়ের মৃত্যুর সময় সে যে ওখানে ছিল না এ কথা এমনভাবে প্রমাণ করেছে যা একেবারে অকাট্য। ভাইয়ের ওখান থেকে বেরোবার পর কেউ না কেউ সর্বদাই তার দেখা পেয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ছাদে উঠে চোরকুঠরি দিয়ে ওখানে নেমেছিল শোলটো সে ব্যক্তি হতে পারে না। বিশ্রী জটিল এ মামলা মশাই, আমার সুনাম একেবারে নষ্ট হতে বসেছে! একটু সাহায্য পেলে বড় উপকার হত।'

আমি বললাম, 'কখনও না কখনও সকলেরই সাহায্যের প্রয়োজন হয়।'

ফ্যাসফেঁসে গলায় ফিস ফিস করে তিনি বললেন, 'আপনার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমস একটি আশ্চর্য ধরনের মানুষ স্যার। তিনি সবতেই অপরাজেয়। এই যুবকটিকে আমি বহু কেসে দেখেছি, কিন্তু এমন একটা কেসেও দেখি নি যার উপর তিনি অলোকপাত করতে পারেন নি। তার পদ্ধতিগুলি আলগা ধরনের একটু খামখেয়ালি, আর বড় দ্রুত তিনি সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু তিনি পুলিশে যদি যোগ দিতেন আমি মনে করি যে তিনি একজন খুব সফল অফিসার হতে পারতেন। আরে না, একথা কে শুনল আমি তা গ্রাহ্য করি না। আজ সকালেই তার একটা তার পেয়েছি, তার থেকেই মনে হচ্ছে এই শোলটোর ব্যাপারে তিনি একটা রহস্য খুঁজে পেয়েছেন। এই সেই তার।'

টেলিগ্রামটা পকেট থেকে বার করে আমার হাতে দিলেন। বারোটার সময় পপলার থেকে করা হয়েছে টেলিগ্রামটা। তাতে লেখা, 'এক্ষুনি যান বেকার স্ট্রীটে। যদি আমি না ফিরি আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। শোলটোর অপরাধীদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। যদি শেষ পর্যায়ে সঙ্গে থাকতে চান তো আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন।'

আমি বললাম, 'ভালই তো নিশ্চয় তাহলে আবার হারানো খেই ফিরে পেয়েছে।'

জোন্স যেন বেশ খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঃ তাহলে ভুল করেছিলেন! আরে, মুনিজনেরও ভুল হয়ে থাকে। অবশ্য এসবই শেষ পর্যন্ত বাজে হতে পারে। কিন্তু আইনের বিচারক হিসাবে আমার কর্তব্য কোন সুযোগকেই ফস্কে যেতে না দেওয়া। কিন্তু—কে যেন আসছে। সম্ভবত তিনি।'

ভারী পা ফেলে ফেলে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। নিঃশ্বাস টানতে কষ্ট হলে যে রকম হয় সেই রকম একটা ঘড়-ঘড় সাঁই-সাঁই আওয়াজ শুনতে পেলাম। দু' একবার সে থামল, যেন উঠতে বড় কষ্ট হচ্ছে। অবশেষে দরজায় পেঁাছে ঘরে ঢুকল। যে শব্দ শুনেছিলাম ঠিক তার মতই চেহারা। একটি বৃদ্ধ লোক, নাবিকের পোশাক পরা, পুরনো পশমী জ্যাকেটটার গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। পিঠ বেঁকে গেছে, হাঁটু দুটো বেশ কাঁপছে, নিঃশ্বাসে হাঁপানির লক্ষণ। কাঠের একটা মোটা লাঠির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ফুসফুসে বাতাস টানবার ফলে কাঁধ দুটো ওঠা-নামা করছে। থুতনির চারপাশে একটা রঙিন স্কার্ফ জড়ানো, ফলে মোটা সাদা ভুরু আর লম্বা ধূসর জুলফিতে ঢাকা একজোড়া কালো চোখ ছাড়া তার মুখের আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আসল কথা, আমার মনে হল, তিনি একজন দক্ষ নাবিক, এখন বয়স হয়েছে, অভাবে পড়েছে।

আমি বললাম, 'কী চান?'

বুড়োমানুষের মত ধীরে ধীরে তাকালেন চারদিকে। তারপর বললেন 'মিঃ শার্লক হোমস্ কি বাড়ী আছেন?'

'না নাই তবে, আপাতত আমি তার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছি। তাকে যা বলবার আমার কাছে অক্লেশে বলতে পারেন।'

লোকটি বলল, 'যা বলবার আমি তার কাছেই বলব।'

'বললাম তো, আমি তার হয়ে কাজ করছি। মরডেকাই স্মিথের ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?'

'হ্যাঁ। আমি জানি সে কোথায়। আর, যাদের তিনি খুঁজছেন তাদের ঠিকানাও জানি। আর জানি, সমস্ত ধনরত্ন কোথায় আছে। ও ব্যাপারে সব কিছুই আমার নখদর্পণে।

'আমায় বলতে পারেন তাহলে, জানিয়ে দেব তাকে।'

'তাকেই বলব আমি,' খুব বুড়োমানুষের মত একগুঁয়েভাবে বললেন।'

'বেশ, তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করুন।'

'না, না; কাউকে খুশি করবার জন্য আমি এখানে আসিনি বা একটা দিনও নষ্ট করতে পারি না। মিঃ হোমস যখন এখানে নেই; তখন হোমস নিজেই সব খুঁজে বের করুন। আপনাদের দুজনের এক জনকেও ভাল লাগছে না। এজন্য একটা কথাও আমি বলব না আপনাদের।'

সে দরজার দিকে এগোতে যাবে, কিন্তু অ্যাথেলান জোনস্ গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দাঁড়াও বন্ধু, দাঁড়াও একটু। এত জরুরি খবর নিয়ে এসেছ তুমি, ফিরে যাওয়া কি চলে? আটকে রাখব তোমায়, তুমি পছন্দ কর আর না ই কর।'

দরজা লক্ষ্য করে তখন বৃদ্ধ একটু দৌড়ল। কিন্তু অ্যাথেলনি জোনস্ হাত ধরতে আর তার বুঝতে বাকি রইল না যে সে কার পাল্লায় পড়েছে।

লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে চেঁচিয়ে বলল, 'একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি ভদ্রভাবে দেখা করতে এসেছিলাম, আর আপনারা—যাদের আমি জীবনে কখনও দেখি নি—আমাকে জোর করে ধরে এইরকম খারাপ ব্যবহার করছেন?'

আমি বললাম, 'আপনার খারাপ কিছু হবে না। যে সময় আপনার নষ্ট হবে সেটা আমরা ভাল করে পুষিয়ে দেব। সোফার উপরে একটু বসুন। আপনাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। এখুনি এসে পড়ল বলে।

বিষণ্ণ মুখে ফিরে এসে দুই হাতের উপর মুখ রেখে তিনি বসে পড়লেন। জোনস আর আমি পুনরায় চুরুট এবং গল্প আরম্ভ করলাম। হঠাৎ হোমসের গলা কানে এল।

'বাঃ, আমাকেও তো একটা চুরুট দিতে পার!'

চমকে উঠলাম দুজনে আমরা যে যার চেয়ারে। চুপচাপ বসে আছে হোমস্, আর খুব মজা উপভোগ করছে।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'একি, হোমস্, তুমি? বুড়ো মানুষটি গেল

কোথায় ?

'এই তো বুড়ো লোকটি,' একগাদা সাদা চুল সামনে ধরে সে বলল। 'এই তো —পরচুল, জুলফি, ভুরু সব কিছু। ছদ্মবেশটা ভালই হয়েছিল জানতাম, কিন্তু তোমাকেও ঠকাতে পারব এতটা আশা করি নি!'

খুব খুশি হয়ে জোন্স চেঁচিয়ে বললেন 'কী দুষ্টু লোক আপনি। আপনি তো একজন দুর্লভ অভিনেতাও হতে পারতেন। কাসিটা তো একেবারে কারখানার কুলীদের মত। আর ঐ দুর্বল পা দুখানির দাম তো সপ্তাহে দশ পাউণ্ড করে। অবশ্য একবার মনে হয়েছিল যে, চোখের ঐ চাউনিটা যেন চেনা চেনা। আমাদের একেবারে যে ফাঁকি দিতে পারেন নি সেটা মানতেই হবে কিন্তু।

চুরুট ধরিয়ে সে বলল, 'সারাটা দিন এই ছদ্মবেশে আজ কাজ করেছি। দেখ, অপরাধীদের অনেকেই আমাকে চেনে—বিশেষ করে আমার এই বন্ধু যখন তাদের কাউকে কাউকে শাস্তি দিয়েছে। কাজেই এই রকম কোন না কোন ছদ্মবেশ ধারণ করেই আমাকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। মাঝে মাঝে আমার তার পেয়েছিলে ?

'হ্যাঁ। তার পেয়েই এখানে এসেছি।'

'আপনার কেস কতদূর এগোল ?'

'সবই গোলমাল হয়ে গেছে। দু-জন আসামীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। আর বাকি দুই আসামীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ এখন যোগাড় করতে পারি নি।'

'ওজন্যে ভাববেন না, ওদের বদলে আর দু-জনকে আপনাকে দেব। কিন্তু আমার কথামত এখন থেকে চলতে হবে। সরকার থেকে বাহাদুরি যা আপনি পান তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ঠিক আমি যেভাবে বলব সেইভাবে কাজ করতে হবে। রাজি আছেন তো, পাকড়াও যদি করে দিতে পারেন যা বলবেন তাই শুনব।'

'বেশ। তাহলে এখনই আমি চাই একখানা দ্রুতগতি পুলিশের নৌকা—একটা স্টীম-লঞ্চ—সাতটার সময় ওয়েস্টমিনিস্টার স্টেয়ার্সে যেন উপস্থিত থাকে।'

'সে ব্যবস্থা এখনি হয়ে যাবে। একটা তো ও অঞ্চলে সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। তবু রাস্তা পেরিয়ে একটা টেলিফোন করে দিলেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে।'

'আর চাই দুটো বেশ শক্ত-সমর্থ লোক ; বলা যায় না যদি তারা বাধা দেয়।'

'লঞ্চেই দু'তিন জন থাকবে। আর কি কিছু চাই ?'

লোকগুলোকে পাকড়াও করলে, ধনরত্নটা উদ্ধার হলে, সেই ধনরত্নের অর্ধেকটার আইনসঙ্গত মালিক যে তরুণী ভদ্রমহিলা, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই আমার এই বন্ধু বাক্সটা তাঁকে দেখিয়ে আনবে। তিনিই যেন সর্ব প্রথম খোলেন সেই বাক্সটা। —কেমন, রাজি, ওয়াটসন ?'

'এ আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার হবে।'

মাথা নেড়ে জোন্স বললেন 'কাজটা খুবই নিয়মবিরুদ্ধ। অবশ্য সব ব্যাপারটাই তো নিয়মবিরুদ্ধ। তাই ওটুকুও না হয় মেনে নেওয়া যাবে। অবশ্য তারপরে সরকারী তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত রত্ন-ভাণ্ডারটিকে উপযুক্ত হেপাজতে রাখতে হবে।'

'নিশ্চয়, তা তো বটেই। তাতে আর অসুবিধে কী ? আর ও একটা কথা।

এই মামলার কয়েকটা খুঁটিনাটি ঘটনা আমি জোনাথান স্মলের নিজের মুখে শুনতে চাই। আপনি তো জানেন, আমার কেসের খুঁটিনাটি জানা আমার চিরদিনের স্বভাব। এখানে আমার ঘরে বা অন্য কোথাও যথোপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করে আমি যদি তার সঙ্গে একটি বেসরকারী সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করি, তাতে কোনও আপত্তি হবে না তো আপনাদের ?'

'দেখুন, সব ব্যাপারটাই এখন আপনার হাতে। এই জোনানাথ স্মলের অস্তিত্বের কোন প্রমাণও আমার হাতে নেই। যাহোক, তাকে যদি ধরতে পারেন, তাহলে তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকারে আমি কেমন করে আপত্তি করব তা তো বুঝতে পারছি না কিছুই।'

'তাহলে এই সব কথা রইল ?'

'নিশ্চয়। আর কিছু আছে বলতে কি ?'

'হ্যাঁ আছে। আপনাকে আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব প্রস্তুত হয়ে যাবে। ঝিনুক আছে; বনমোরগের কষা মাংসও আছে, আর কয়েকপ্রস্থ সাদা মদ আছে। ওয়াটসন, আজ পর্যন্তও তুমি আমার রাঁধুনিগিরির প্রশংসা কর নি ?'

দশ

আন্দামান দ্বীপবাসির শেষদিন

খাওয়া-দাওয়াটা বেশ হৈ-চৈ করে সমাধা হল। মেজাজ হলে হোমস্ চমৎকার বলতে কইতে পারতেন, এবং সেই মেজাজেই সে ছিলে তখন। তার এ অবস্থাকে হয়ত স্নায়বিক উল্লাস ও বলা যেতে পারে। এতটা আনন্দ তার কথাবার্তায় আর কখনও আমি দেখতে পাইনি। চটপট এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে যাচ্ছেন,—কখনও অলৌকিক বিষয়বস্তু নিয়ে কখনও নাটক, কখনও মধ্যযুগীয় মৃৎপাত্র, কখনও স্টাডিভেরিয়াস বেহালা, কখনও সিংহলের বৌদ্ধধর্ম, সম্পর্কে কখনও বা ভবিষ্যতের যুদ্ধজাহাজ নিয়ে সে এমন সহজ ভাবে আলোচনা করে চলল, যেন প্রতিটি বিষয়েই তার অদ্ভুদ জ্ঞানও পড়াশুনা আছে। রসিকতায় তার ক-দিন আগের মনমরা ভাব কেটে গেল। দেখা গেল এবিষয়ে অ্যাথেলনি জোনসও বেশ মিশুক, আড্ডার আসর মাৎ করে দিলে তিনি। আর আমার তরফ থেকে, এই ভেবে আমি খুব খুশি হয়ে উঠলাম যে, আমাদের মামলা এখন শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। তাই হোমসের সরীফ মেজাজের খানিকটা ছোঁয়াচ আমার প্রাণেও লাগল। ডিনারের সময় আমরা কেউই এই মামলার প্রসঙ্গ তুললাম না।

টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলে হোমস ঘড়ি দেখল। তারপর তিনটে গ্লাসে পোর্ট মদ ঢালল কানায় কানায়।

বলল, 'আমাদের ছোট্ট অভিযানের সাফল্যে এই পূর্ণ গ্লাস। কিন্তু এবার আমাদের বেরুতে হবে। ওয়াটসন, তোমার সঙ্গে পিস্তল আছে ?'

'পুরনো সামরিক রিভলবারটা ডেস্কে আছে।'

'সঙ্গে নাও, তৈরি হয়ে যাওয়াই ভাল। গাড়িটা এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে দেখছি। বলেছিলাম সাড়ে ছ-টায় এখানো আসতে।'

ওয়েস্টমিনস্টারের জেটিতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সাতটা বেজে কয়েক মিনিট। দেখি, লঞ্চ ঠিকমত তৈরি। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল হোমস্।

বলল, 'এমন কিছু কি এতে আছে যাতে পুলিশের লঞ্চ বলে ধারণা হতে পারে?'

'হ্যাঁ, পাশের ঐ সবুজ আলোটা।'

'খুলে ফেল তাহলে আলোটা।'

তাই করা হল। আমরা লঞ্চে উঠে পড়তে নোঙর তোলা হল। জোন্স, হোমস ও আমি বসলাম পিছনের গলুইতে। হালের পাশে একজন, একজন রইল ইঞ্জিন দেখাশুনা করতে, আর দুজন শক্ত-সমর্থ পুলিশ-ইন্সপেক্টর রইল সামনে দিকে।

'কোন্ দিকে যাব?' জোন্স প্রশ্ন করল।

'টাওয়ারের দিকে। জ্যাকবসন্স ইয়ার্ডের উল্টো দিকে থামতে বলুন।'

লঞ্চটা খুবই দ্রুতগামী। মাল-বোঝাই করা বোটের দীর্ঘ সারির পাশ দিয়ে উল্কা বেগে আমরা ছুটে চললাম যেন মনে হল সেগুলি বুঝি এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা স্টীমারকেও টেনে যখন আমরা বেরিয়ে গেলাম হোমস তখন খুশিতে হাসতে লাগল।

বলল, 'নদীতে যে কোন লঞ্চকে আমরা ধরতে পারব?'

আমি বললাম, 'উঁহু, তা হয়ত সম্ভব হবে না। তবে এটা ঠিক যে আমাদের হারাতে পারবে এমন লঞ্চ খুব বেশি নেই এ তল্লাটে।

'আরোরা'কে আমাদের যে কোন প্রকারে ধরতেই হবে, অত্যন্ত দ্রুতগামী বলে তার সুনাম আছে। পরিস্থিতিটা তোমায় বুঝিয়ে বলছি ওয়াটসন। মনে আছে তো, অমন একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম?'

'তাইতো একটা রাসায়নিক বিশ্লেষণের মধ্যে ডুবে গিয়ে মনকে পুরো বিশ্রাম দিয়েছিলাম। আমাদের একজন মস্তবড় কূটনীতিবিশারদ একটা ভাল কথা বলেছেন, কাজের পরিবর্তনই সবচেয়ে বড় বিশ্রাম। ঠিক হলও তাই। জলীয় অঙ্গারকে যখন দ্রব করতে সক্ষম হলাম তখনই শোলটোর রহস্য আবার আমার মাথায় ফিরে এল এবং সব ব্যাপারটাকেই নতুন করে ভাবতে বসলাম। আমার বাউণ্ডুলে ছেলেগুলো নদীর উজান-ভাটি করেও কোন ফল পেলনা। লঞ্চটা কোন ঘাটেও লাগে নি বা ফিরেও আসে নি। তাদের সব চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য লঞ্চটাকে ডুবিয়ে দেওয়া সে সম্ভাবনাও খুবই কম, যদিও অন্য সব চেষ্টা বিফল হলে সেটাও একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। আমি জানতাম যে স্মল লোকটা বেশ ধূর্ত কিন্তু সে যে এরকম ভাবে সূক্ষ্ম চাল চলতে পারে সেটা আমার মাথাতে আসেনি ও ক্ষমতাটা সাধারণত উচ্চ ট্রেনিং প্রাপ্ত হলে তবে জন্মে। তখন ভাবলাম, যেহেতু সে কিছুদিন লণ্ডনে আছে—পণ্ডিচেরি লজের উপর সে যে অনেকদিন ধরে লক্ষ্য নজর রেখেছে সে প্রমাণ আমরা আগেই পেয়েছি—তখন মুহূর্তের মধ্যেই সে লণ্ডন ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না, সবকিছু বিলি-বন্দোবস্ত করতে অন্তত পক্ষে একটা দিনও তার প্রয়োজন। সম্ভাবনার

কাটাটা সেইদিকে ঘোরাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি বললাম, 'যুক্তিটা কিন্তু একটু দুর্বল বলে মনে হচ্ছে। বরং এটাই সম্ভব যে সে অনেক আগে থেকেই সব বিলি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল।'

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না। যেখানে সে বাস করে সে জায়গা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে, যতদিন না সে নিশ্চিত হচ্ছে যে সেটা না হলেও তার চলবে। কিন্তু তখন আবার একটা কথা আমার মনে এল। যতই সে চেষ্টা করুক তার সঙ্গীটির অদ্ভুত চেহারা নিশ্চয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আর তা নিয়ে আলোচনা করবে সকলে। এবং হয়ত নরউডের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে একটা সম্পর্কও থাকতে পারে, এবং এটা ভাববার মত বুদ্ধি তার আছে। অন্ধকারের আড়ালে তারা বেরিয়ে পড়েছে, দিনের আলো বেরোবার আগেই ফিরে আসবে এই মতলব করে। আচ্ছা, মিসেস স্মিথ বলেছে ওরা যখন বেরিয়ে যায় রাত তখন তিনটে বাজে। তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিশ্চয় লোক চলাচল শুরু হবে, ততক্ষণে অন্ধকারও কেটে আলো বেরিয়ে পড়েছে। তাই আমার মনে হল, খুব বেশি দূরে নিশ্চয় তারা যেতে পারে নি। স্মিথকে অবশ্য চুপ করে থাকার জন্যে প্রচুর টাকা দিয়েছে এবং শেষবারের মত পালাবার জন্যে লঞ্চটাও ভাড়া করে রেখেছে। তারপর ধনরত্নের বাক্সটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেছে আবার তাদের আড্ডায়। সে দিন-কয়েক লক্ষ করবে খবর-কাগজগুলো কি মন্তব্য করছে এবং তাদের উপর কোনরকম সন্দেহ পড়েছে কি না। তারপর সব জেনে শুনে সুযোগ বুঝে গ্রেভসেণ্ড-এ না ডাউনস্-এ গিয়ে কোন জাহাজ ধরে আমেরিকা বা ব্রিটেনের উপনিবেশে পালিয়ে যাবে,—আগে থেকেই হয়ত এহেন কোন ব্যবস্থা মনে মনে স্থির করে রেখেছে।

'কিন্তু লঞ্চটা? সেটাকে তো তাদের নিয়ে যেতে পারে না।' কোথায় রাখবে।

'ঠিক তাই। আমার মনে হল, যতই অদৃশ্য হয়ে থাকুক, লঞ্চটা খুব বেশী দূরে যেতে পারেনি। আমি তখন নিজেকে স্মলের জায়গায় বসিয়ে তার মত একজন লোকের মত করে ব্যাপারটাকে ভাবতে চেষ্টা করলাম। সে হয়তো মনে এই ভেবেছে যে, পুলিশ যদি তার পিছু নিয়ে থাকে তাহলে লঞ্চটাকে ফেরৎ পাঠালে বা কোন ঘাটে রাখলে ধরা পড়ারও সম্ভাবনা বেশী। তাহলে কেমন করে সে লঞ্চটাকে লুকিয়ে রাখবে এবং দরকারের সময় হাতের কাছে পাবে? তার মত অবস্থায় পড়লে আমি কি করতাম সেটাই গভীর ভাবে ভাবতে লাগলাম। একটা পথই শুধু আমার মনে এল। লঞ্চটাকে কোন কারিগরি বা মেরামতকারীর হাতে দিয়ে সামান্য কিছু দরকার না হলেও বদলে দিতে বলতাম! সে তখন তার কারখানায় লঞ্চটাকে নিয়ে যাবে এবং কার্যত সেটাকে লুকিয়ে ফেলার মতই হবে, আবার কয়েক ঘণ্টার নোটিশেই সেটাকে পেতেও কোন অসুবিধা হবেনা।

'হ্যাঁ, এ তো বেশ সহজ বলেই মনে হচ্ছে।'

'কি এইসব সহজ জিনিসগুলোই তো সাধারণত বুদ্ধির অগম্য হয়ে থাকে। যাই হোক, সেই মতলব নিয়েই আমি কাজ আরম্ভ করব ঠিক করলাম মনে মনে। নাবিকের এই সাধারণ পোশাকে আমি বেরিয়ে পড়লাম তক্ষুনি, আর নদীর উজানে যেখানে যেখানে জাহাজ মেরামতির কারখানা আছে সব জায়গায় ঢুঁ মারলাম। কমসে কম

পনেরটা জায়গায় বিফল হওয়ার পর তার পরেরটায় অর্থাৎ জেকবসনের ওখানে গিয়ে খোঁজ পেলাম, দু-দিন আগে একজন কাঠের-পা মানুষ "অরোরা" লঞ্চটা তাদের কাছে নিয়ে এসেছিল হালটা একটু পালটে নেবার জন্যে। আমাদের প্রধান মিস্ত্রি বলল, "কিন্তু জানেন, হালটার কিছুই যে হয় নি। ঐ তো লঞ্চটা, ঐ যে লাল ডোরা।" আর ঠিক তক্ষুনি এল লঞ্চের মালিক স্বয়ং মরডেকাই স্মিথ, কাগজে বেরিয়ে ছিল যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। নেশা করে তার অবস্থা তখন সঙ্গীন। তাকে আমার কোন মতেই চেনবার কথা ছিল না কিন্তু সে চিৎকার করে নিজের নাম আর লঞ্চটার নাম ধরে বলল, "আজ রাত আটটার সময় লঞ্চটা চাই,—ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময়ে মনে থাকে যেন। দুজন ভদ্রলোক ওটা ভাড়া নেবে, একটুও দেরি তারা কোনমতে সইবে না!" নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে সে ওদের বেশ ভালই টাকা দিয়েছিল, কারণ তার হাবভাবে টাকার গরম ছিল, একটা শিলিং বার করে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে বাজাতে লাগল। খানিকটা পেছনে থেকে আমি চললাম তার পিছু-পিছু। কিন্তু সে একটা ভাটিখানা দেখেই ঢুকে পড়ে। তখন আমি আবার কারখানায় ফিরে গেলাম। যেতে যেতে আমরাই একটা ছোকরার দেখা পেয়ে তাকে লঞ্চটার উপর লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলাম। কথা হল, যেই ওরা লঞ্চটা ছাড়বে সঙ্গে সঙ্গে সে সাদা রুমাল ওড়াতে থাকবে। একটু দূরেই আমরা জলের উপর অপেক্ষা করব, সুতরাং এর পরেও যদি শয়তান গুলোকে ধরতে বা ধনরত্ন উদ্ধার করতে না পারি তো সেটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার হবে।' ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয় বলেই ধরতে হবে।

জোন্স বলল, 'তারা ঠিক সেই লোক কি না জানি না, তবে পরিকল্পনাটা যে নিখুঁত সেটা ঠিক। কিন্তু আমার হাতে যদি ব্যাপারটা থাকত আমি একদল পুলিশ নিয়ে জেকবসনের ইয়ার্ডে যেতাম এবং আসামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতকড়া পরাতাম।'

'সেটা কোনকালেও হত না। এই স্মল লোকটি ভীষণ ধূর্ত। সে নিশ্চয় একজন লোক আগে পাঠাত এবং সন্দেহের একটু আঁচ পেলেই আবার সে এক সপ্তাহের মত বা চিরদিনের মত গা-ঢাকা দিত।'

আমি বললাম, কিন্তু যদি মরডেকাই স্মিথের সঙ্গে লেগে থাকত তাহলেই সে ওদের গোপন আস্তানার কথা জানতে পারতো।

'সেক্ষেত্রে সারাটা দিনই নষ্ট হত। আমার ধারণা স্মিথের পক্ষে ওদের ঠিকানা জানার সম্ভাবনা একশোয় এক ভাগ মাত্র। কেন শুধু-শুধু সে এ সব বিষয় জানতে চাইবে তার সঙ্গে পয়সার সঙ্গে সম্বন্ধ? ওরা শুধু ওকে নির্দেশ পাঠায় কী কী করতে হবে। উঁহু, সব দিক ভাল করে চিন্তা করেই দেখেছি, এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়।'

কথা বলতে বলতে আমরা টেমস নদীর উপরকার সব সেতুগুলো একের পর এক পার হয়ে গেলাম। মহানগরীর পার হবার সময় সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় সেণ্ট পলস গীর্জার চূড়ার ক্রুশ-চিহ্নটা রক্তিমাভা ধারণা করেছে। আমরা টাওয়ারে পেঁছে গেলাম গোধূলি লগ্নে।

নদীর ধারের দিকে এক জায়গায় প্রচুর জাহাজের দড়িদড়া পড়ে ছিল, সেগুলো দেখিয়ে হোমস্ বলল, 'ঐ হল জেকবসনের কারখানা। এখানেই লঞ্চটা আড়ালে আড়ালে উজানে আর ভাটিতে আস্তে আস্তে চলাফেরা করতে থাকে। পকেট থেকে দূরবীন বার

করে সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তীরের দিকে। বলল, 'আমার প্রহরীটিকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রুমালটা তো দেখতে পাচ্ছি না!

জোন্স বলল, 'আমরা যদি আর একটু কাছে গিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করি তো কেমন হয়?'

ততক্ষণে আমরা একাই অধীর হয়ে উঠেছি। পুলিশ এবং লঞ্চের লোকেরাও। আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে তাদের মনেও একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল।

হোমস বলল, 'কোন কিছুই নির্ভুল বলে ধরে নেবার অধিকার আমার নেই। অবশ্য ওরা যে নদীর ভাটি ধরে যাবে তার সম্ভাবনা দশের মধ্যে ন-ভাগই, কিন্তু তাহলেও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে এখনও পারি নি। এই জায়গাটা থেকে আমরা কারখানার প্রবেশ-পথটা ভালভাবে দেখতে পাচ্ছি, অথচ সেখান থেকে দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। রাতটা পরিষ্কার, আলোও এখন প্রচুর। এই যেখানে আছি এখানে থাকাই সবচেয়ে ভাল। দেখ ঐ গ্যাসলাইটের কাছে কেমন লোকজনের ভীড় হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কারখানার কাজ সেরে ওরা বাড়ী ফিরছে।'

যতসব নোংরা চেহারার হতভাগারা কিন্তু ওদের প্রত্যেকের ভিতর লুকিয়ে আছে মৃত্যুহীন অগ্নি-কণা। ওদের ওপরে দেখে সেটা একটু বোঝা যায় না। মানুষ এক বিচিত্র ধরনের গোলকধাঁধা!

'অনেকে তাকে বলে পশুর ভিতরে লুকনো এক আত্মা।' আমি যোগ করলাম।

'এ বিষয়ে উইনউড রীড ভাল বলেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এমন এক ধাঁধা যার সমাধান করা অসম্ভব, কিন্তু যদি সমষ্টিভাবে ধরতে হয় তখন সেটা হয় একেবারে অঙ্কের মত নিখুঁত। কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন বিশেষ ব্যাপারে ঠিক কী করবেন এ তুমি নিশ্চয় করে কিছু বলতে পার না, কিন্তু কয়েকজন সাধারণ মানুষ সে ক্ষেত্রে কী করবে তা সহজ ভাবেই বলতে পারবে। মানুষে মানুষের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুকই গড়পড়তা হিসেবটা ঠিক একই থাকে। অন্তত সংখ্যা-বিজ্ঞানীরাও তাই বলেন।—আচ্ছা, ঐ একটা রুমাল দেখা যাচ্ছে না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তোমার ছেলেটা। আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'আর ঐ তো 'অরোরা,' উল্কার মত ছুটছে। ড্রাইভার, পুরো দমে চালাও। হলুদ বাতিওয়ালা লঞ্চটাকে লক্ষ করে, ঈশ্বরের দোহাই, ওটা যদি আমাদের আগে চলে যায় তাহলে আমি কোনদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না!'

কারখানার প্রবেশ-পথের ভিতর দিয়ে লঞ্চটা কখন বেরিয়ে গেছে আর দু-তিনটে নৌকার পাশ দিয়ে গলে গেছে আমরা তা একটুও দেখতে পাইনি। ফলে আমরা যাত্রা শুরু করার আগেই ও পূর্ণ বেগে চলে যাচ্ছে। এখন চলেছে ভাটির পথে তীরের কাছ বরাবর। প্রচণ্ড বেগে। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে লঞ্চটার দিকে তাকিয়ে জোনস্ মাথা নেড়ে বলল, 'যা সাংঘাতিক এর গতিবেগ, ধরতে পারব কি না সন্দেহ হচ্ছে।

যে কোন প্রকারে 'ধরতে হবেই!' দাঁতে দাঁত চেপে হোমস চেঁচিয়ে বলল। 'বেশী করে কয়লা দাও। যথাসাধ্য জোরে চালাও। লঞ্চ যদি পুড়েও যায় যাক, তবু ওদের পাকড়াও করতেই হবে।'

এতক্ষণে আমরা নিঃসন্দেহে লঞ্চটার দিকে এগোচ্ছে। আগুন জ্বলছে শোঁ শোঁ করে। ইঞ্জিনগুলো থেকে এমন প্রচণ্ডভাবে শব্দ উঠেছে, যেন লঞ্চটার একটা ধাতব আত্মা সেটা। নদীর স্থির জলে লঞ্চের আগাটা চলেছে দু-দিকে জলের রেখা সৃষ্টি করতে করতে। ইঞ্জিনটা কাঁপছে যেন একটা জীবন্ত প্রাণীর মত। সেইসঙ্গে আমরাও সকলেও কাঁপছি। একটা বড় হলদে লণ্ঠন জ্বেলে লম্বা কাঁপা আলোর সৃষ্টি করে। সামনের দিকে জলে একটা অস্পষ্ট চিহ্ন থেকে অরোরার অবস্থিতি আন্দাজ করা যাচ্ছে। যে ফেনিল জলরাশি তার পেছনে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে তা থেকে তার গতিবেগ আন্দাজ করতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। কত বজরা, কত স্টীমার, কত বাণিজ্যিক জলযান তীর বেগে পার হয়ে যেতে লাগলাম,—কখনও পাশ কাটিয়ে কখনও বা খানিকটা ঘুরে। অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে এল উচ্চকণ্ঠে বিস্মিত নিনাম, কিন্তু তবুও অরোরা বাজের মত আওয়াজ করতে করতে চলেছে সামনের দিকে তার পেছনে লেগে রয়েছি আমরা। শব্দ কানে আসছে। 'অরোরা' সশব্দে ছুটছে। আমরাও ছুটছি পিছনে পিছনে।

'কয়লা দাও বাবারা, আরও বেশী করে কয়লা দাও!' ইঞ্জিন ঘরের দিকে তাকিয়ে হোমস চীৎকার করে বলছে। নীচ থেকে তীব্র আলোকছটা তার উদ্বিগ্ন শোন-পক্ষীর মত মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে যেন। 'যতটা পার বাষ্প সংগ্রহ কর।

'অরোরা'-র উপর চোখ রেখে জোন্স বলল, 'মনে হচ্ছে নাগাল পেয়ে গেছি আমরা।

কিন্তু এমনই আমাদের পোড়াকপাল, ঠিক সেই সময়ে একটা বাষ্পীয় পোত তিনটে বজরাকে টানতে টানতে আমাদের পথ দিল সামনে আটকে। হাল শক্ত করে ধরে কোন রকমে সংঘর্ষ এড়ানো গেল বটে, কিন্তু ওদের পার হয়ে আবার অরোরার পিছু নিতে নিতে তার মধ্যে অরোরা প্রায় দুশো গজ এগিয়ে গেছে। যাই হোক এখনও বেশ দেখা যাচ্ছে, আর গোধূলির অস্পষ্টতা গিয়ে নক্ষত্র খচিত আকাশ দৃশ্যমান হচ্ছে। বয়লারগুলোকে খুব বেশী চাপ দেওয়ার ফলে গতিবেগের আতিশয্যে সমস্ত লঞ্চটা থর-থর করে কাঁপছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া ডক পার হয়ে দীর্ঘ ডেপ্টফোড বীচ পার হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত আইল অব্ ডগস্ ঘুরে এগিয়ে চলতে লাগলাম আমরা। সামনের ধূসরতা কেটে গিয়ে সুন্দর অরোরা এখন বেশ স্পষ্ট। জোনস্ সার্চলাইটটা অরোরায় ফেললে ডেক-এর মানুষদেরও দেখা গেল এখন। একজন বসে আছে পেছনে— তার দু-হাঁটুর উপর কালো মত কি একটা বস্তু—সেটার উপর ঝুঁকে পড়েছে সে। তার পাশে রয়েছে বেশ কালো মত কি যেন একটা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর বলে যেন মনে হচ্ছে। ছেলেটি হালের চাকা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর আগুনের গণগনে আভায় দেখতে পাচ্ছি স্মিথকে, কোমর পর্যন্ত শরীরের উপরটা খালি, জীবন-মরণ পণ করে সমানে কয়লা যুগিয়ে যাচ্ছে। প্রথমটা হয়ত তাদের সন্দেহ ছিল আমরা পিছু নিচ্ছি কি না, কিন্তু যখন দেখল যে যেদিকে যেভাবে ওরা বাঁক নিচ্ছে আমরাও ঠিক সেইভাবেই করছি, তখন আর তাদের সন্দেহ রইল না। গ্রীনউইচে যখন পেঁছলাম ওরা তখন আমাদের থেকে তিনশো গজের মত এগিয়ে। আর ব্ল্যাকওয়াল-এ পেঁছে দেখা গেল ব্যবধান আড়াইশো গজের মত হবে। বিচিত্র কর্ম জীবনে অনেক প্রাণীরই দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন

আমি করেছি, কিন্তু টেমসের বুকে এই উন্মত্ত মানুষ শিকারের মত এত উন্মাদনা আর কখনও এমন নাচন জাগায়নি। ক্রমেই আমরা ওদের আরো নিকটবর্তী হচ্ছি,—ব্যবধান কমে কমে আসছে এক গজ এক গজ করে। রাতের স্তব্ধতার মধ্যে ওদের লঞ্চের যন্ত্রের তীব্র গতির আওয়াজ আমার কানে আসছে। পেছনের লোকটা ডেকের উপর তেমনি-ভাবে ঝুঁকে রয়েছে, তার হাতদুটো যেভাবে নড়ছে দেখছি তাতে মনে হচ্ছে কি একটা কাজে তারা ব্যস্ত, আর মাঝে মাঝে তাকিয়ে মনে হয় আন্দাজ করছে দূরত্বটা কতটা কমে গেছে। ক্রমেই আমরা ওদের আরো কাছে। জোন্স চীৎকার করে তাদেরকে থামতে বলল। দুটো লঞ্চই তখন তীব্র বেগে ছুটছে। আমরা তাদের চাইতে খুব বেশী হলে মাত্র চার নৌকো পিছনে। আমাদের ডাকে গলুরে লোকটা ডেক থেকে লাফিয়ে উঠে দুটো মুষ্টিবদ্ধ হাত আমাদের দিকে উঁচিয়ে তীক্ষ্ন গলায় শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। সে বেশ শক্তিশালী লোক। দুই পা ছড়িয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, তার ডান দিকে উরু থেকে নীচু পর্যন্ত কাঠের পা। তার ক্রুদ্ধ গালি-গালাজের আওয়াজে ডেকের উপরে একটা বড়সর পুটুলি যেন নড়ে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে সেটা হয়ে উঠল একটা ক্ষুদে কালো মানুষ। মস্ত বড় একটা বড় মাথা আর একগাদা জটপাকানো এলোমেলো চুল। ঐ অসভ্য বিকৃতদেহ প্রাণীটিকে দেখেই তাড়াতাড়ি আমার রিভলবারটা বের করলাম। হোমস তার রিভলবার আগেই বের করে ফেলেছে। তার সারা শরীর একটা কালো কম্বলে এমনভাবে ঢাকা যে শুধু তার মুখটাই দেখা যায়। কিন্তু সেই মুখটাই এত ভয়ঙ্কর যে মানুষের রাত্রির ঘুম হরণ করবার পক্ষে যথেষ্ট। সব রকমের পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতার ছাপ এমন অদ্ভুত চেহারা যে হয় আমি কখনও দেখি নি। দুটো কুৎকুতে চোখ আলোর মত জ্বলছে। পুরু ঠোঁট দুটো দাঁতের পাটি পর্যন্ত ওল্টানো। সেই দুপাটি দাঁত খটাখট বাজিয়ে জান্তব রোষে সে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁত খিঁচুচ্ছে।

ধীরভাবে হোমস বলল, 'মাথা তুললেই গুলি করব।'

ইতিমধ্যে আমাদের ব্যবধান কমে মাত্র এক লঞ্চের মত। এক রকম ছোঁয়াই যায় বলতে গেলে। দাঁড়িয়ে থাকা দুজনকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। সাদা মানুষটা দু-পা করে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গালাগাল করছে, আর লণ্ঠনের আলোয় দেখছি, কদাকার ক্ষুদে মানুষটা বিকট মুখে বড় বড় হলদে দাঁত বার করে আমাদের দাঁত খিঁচোচ্ছে।

তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম বলে সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলাম। আমাদের চোখের সামনেই সে তার ঢাকনার নীচ থেকে ছোট গোল একখণ্ড কঠে বের করে খণ্ডটা অনেকটা রুল করবার কাঠের মত। সেটাকে সশব্দে ঠোঁটে ঠেকাতেই আমাদের হাতের দুটো রিভালবার একসঙ্গে গর্জে উঠল। সে পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে দুই হাত উর্ধ্বে তুলে একটা ঢোক গিলেই কাৎ হয়ে নদীতে পড়ে গেল। জলের মধ্যে আমি মুহূর্তের জন্য তার ক্রুদ্ধ চোখ দুটো দেখতে পেলাম। আর ঠিক সেই সময় কাষ্ঠপদ লোকটি ঝাঁপিয়ে হালের উপর পড়ে সেটাকে চেপে নীচে নামিয়ে দিতেই লঞ্চটা সোজা দক্ষিণ তীরের দিকে ছুটে চলল। আমরাও তার গলুয়ের পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগলাম। মুহূর্তমধ্যে আমরা আবার সেটাকে ধরে ফেললাম। ততক্ষণে লঞ্চটা প্রায় তীরের কাছে পৌঁছে গেছে।

একটা পরিত্যক্ত নির্জন স্থান, জলাভূমির উপর চাঁদের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে, মাঝে মাঝে বদ্ধ জলের ডোবা আর ঝোপ জঙ্গল। ঝক ঝক শব্দ করতে করতে কর্দমাক্ত ধারে আটকে গেল। তার সামনের দিকটা উপরের দিকে উঠে গেছে, আর গলুইটা জলের মধ্যে। পলাতকটি লাফিয়ে তীরে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কাঠের পা-টা ঢুকে গেল কাদা মাটিতে। অনেক চেষ্টা করল, ছটফট করল, কিন্তু কিছুতেই সামনে বা পেছনে কোনদিকে একটুও নড়তে চড়তে পারল না। ব্যর্থ আক্রোশে চিৎকার শুরু করল, গালাগালি করতে লাগল আর আস্ত পা-টা পালনের মত মাটিতে ঠুকতে লাগল। কিন্তু ফলে কাজের চেয়ে অকাজ হল বেশী, উল্টে কাঠের পা-টা আরও বেশী করে কাদায় ঢুকে গেল। আমাদের লঞ্চটা যখন পাশাপাশি গিয়ে পেঁছিল তৎক্ষণে তার কাঠের পা-টা এমন পুঁতে গেছে কাধেঁর উপর দিয়ে দড়ি ফেলে তবে তাকে টেনে তোলা সম্ভব হল। আমাদের নৌকোয় টেনে আনা হল তাকে একটা বিরাট মাছের মত করে। অরোরায় বাবা আর ছেলে গোমড়া মুখে বসে ছিল লঞ্চটার মধ্যে, আমাদের হুকুমে তারা নেমে এল। অরোরাকে বেঁধে নেওয়া হল আমাদের লঞ্চের পেছনে। ডেকের উপর ছিল ভারতীয় শিল্পের কারুকাজ করা একটা সুন্দর নিরেট লোহার বাক্স। এই বাক্সের মধ্যে নিশ্চয় শোলটোদের সেই অভিশপ্ত ধনরত্ন রয়েছে। চাবিটা ছিল না। ভীষণ বাক্সটার ওজন, তাই খুব সাবধানে সেটাকে ধরাধরি করে আমাদের লঞ্চের ছোট কেবিনটায় নিয়ে আসা হল। এবার আমরা উজান বেয়ে চলতে লাগলাম। আস্তে আস্তে, চারদিকে সার্চলাইটের আলো ফেলতে ফেলতে। কিন্তু দ্বীপবাসীটার কোন সন্ধানই আর মিলল না। টেমসের অন্ধকার অতলে কাদার মধ্যেই কোথাও সলিল সমাধি হয়েছে তখন টেমস নদীর তলদেশে কালো কাদার মধ্যে শুয়ে আছে।

'এখানে দেখ', কাঠের দরজাটা দেখিয়ে হোমস বলল, 'ঠিক গুলি ছুঁড়েছিলাম। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক তার পিছনে আমাদের অতি পরিচিত একটা বিষাক্ত মৃত্যু-তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। গুলি ছুঁড়বার মুহূর্তে সেটা আমাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছিল। হোমস তার ভঙ্গীতে হেসে কাঁধটা একটু ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু আমার হাত-পা ঠাণ্ডা মেরে গেল মৃত্যু আমাদের কত কাছে এগিয়ে এসেছিল সেকথা ভাবতেও আমি যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম তা অকপটেই স্বীকার করতে বাধ্য।

এগারো

আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডার

যে লোহার বাক্সটার জন্য সে এত কুকাণ্ড করল, এতদিন ধরে অপেক্ষা করে বসে রইল, আমাদের বন্দী কেবিনের মধ্যে তার ঠিক বিপরীত দিকেই বসে ছিল। রোদে-পোড়া দুর্দান্ত বেপরোয়া চোখ মানুষ, মুখখানা মেহগিনি কাঠ দিয়ে খোদাই। তার সুদৃঢ় শশ্রুসমন্বিত থুঁতনি দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, তাকে সহজে সংকল্প থেকে টলানো যায় না। বয়স পঞ্চাশ বা তার কাছাকাছি, কারণ তার কালো কোঁকড়া চুলে

সাদার ছোপ ধরেছে। শান্ত অবস্থায় তার মুখটা দেখতে খুব খারাপ নয়, কিন্তু একটু আগেই তাকে দেখেছি, রাগলে ভারী ভুরু আর থুঁতনি তার মুখকে ভয়ংকর করে তোলে। এখন সে হাত-কড়া পরা হাত দুটো কোলের উপর রেখে চুপচাপ বসে আছে। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। যে বাক্সটা তার যত কিছু দুষ্কর্মের একমাত্র কারণ সেটার দিকে তীক্ষ্ম মিটিমিটি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমার মনে হল, তার কঠিন মুখে রাগ অপেক্ষা দুঃখই ফুটে উঠেছে যেন বেশী। একবার সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার চোখে মুখে যেন বিদ্রুপের ঝলকানি।

একটা চুরুট ধরিয়ে হোমস বলল, 'জোনাথান স্মল, অবশেষে পরিণতি এই হল বলে আমি দুঃখিত।'

'আজ্ঞে আমিও।' স্পষ্টভাবে বলল স্মল। 'তবে, এজন্যে আশা করি ফাঁসি হবে না। বাইবেল ছুঁয়ে আমি শপথ করতে পারি যে মিঃ শোলটোর মৃত্যুর ব্যাপারে আমি শোলেটার গায়ে হাত পর্যন্ত তুলি নি। এ হল ঐ মর্কট নরকের কুত্তা শয়তান টেঙ্গোরেই কাজ, সে তার একটা বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে হত্যা করে তাকে। এ ব্যাপারে স্যার আমার কোন হাত ছিল না। বরং এর ফলে আমার এমন মন খারাপ হয়েছিল, যেন ওর সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ ছিল। এজন্যে আমি শয়তানটাকে দড়ি দিয়ে খুব পিটিয়েছি, কিন্তু তখন তো যা হবার হয়ে গেছে, আর কিছু করবার মত ছিল না।'

হোমস বলল, 'একটা চুরুট নাও। তুমি খুব ভিজে গেছ। আমার ফ্লাস্ক থেকে এক ঢোক ব্রাণ্ডি নাও। আচ্ছা তুমি যখন দড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলে, তখন ওই বেঁটে কৃষ্ণকায় লোকটি মিঃ শোলটোকে কাবু করে ধরে রাখতে পারবে এটা তুমি আশা করলে কেমন করে বলত ?

আপনি যেভাবে বলছেন স্যার তাতে মনে যয় যেন আপনি নিজের চোখে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। ব্যাপারটা কী জানেন, আমি ভেবেছিলাম ঘরে কেউ থাকবে না। ও বাড়ির লোকজনদের অভ্যাস আমার ভাল করেই জানা হয়ে গেছিল, জানতাম ঐ সময়েই মিঃ শোলটো ডিনার খেতে যাবেন। কোন কথাই আপনার কাছে গোপন করব না, কারণ আমি মনে করি, যদি সত্যি যা ঘটেছিল তাই বলি তাহলে মনটা হাল্কা হয়ে যাবে। মেজর শোলটো যদি হত তাহলে আমি ধীর মস্তিষ্কে তাকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলতাম,—তার বুকে ছুরি মারাটা এই চুরুট টানার মতই সহজ-সরলভাবে নিতে পারতাম আমি। কিন্তু তার এই ছেলের উপর আমার কোন আক্রোশ বা ঝগড়া নেই। তার জন্যে যদি আমাকে শাস্তি পেতে হয়, ভারি বিশ্রী ব্যাপার হবে।'

'তুমি এখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ এথেলনি জোন্সের হেপাজতে। সে তোমাকে আমার ঘরে হাজির করবে। সেখানে তুমি তোমার সমস্ত ব্যাপারটার একটা প্রকৃত ঘটনা আমাকে বলবে। তুমি যদি আশা কর যে আমি তোমার কোন কাজে লাগব, তাহলে সব কথা অকপটে খুলে বললে আমার বিশ্বাস আমি শীঘ্রই প্রমাণ করতে পারব যে ঐ বিষ এত দ্রুত কাজ করে যে তুমি ঘরে ঢুকবার বা বলবার অনেক আগেই লোকটির মৃত্যু হয়েছে।'

'ব্যাপারটা ঠিক তাই, স্যার! জানলা দিয়ে উঠে তাকিয়ে যখন দেখলাম শোলটোর মাথা কাঁধে ঝুলে পড়েছে আর অদ্ভুত একটা হাসি তার মুখে লেগে রয়েছে, আমার

মনে তখন এমন আঘাত ও শোক লেগেছিল যেমনটি আর কখনও হয়নি। পালিয়ে না গেলে হতচ্ছাড়াটাকে নিশ্চয় আধমরাই করে ফেলতাম তখন। আর তার এমন অবস্থা বুঝেই তাড়াতাড়ি ওকে ওর লাঠি আর কয়েকটা তীর ফেলেই পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সেগুলো থেকেই নিশ্চয় আমাদের পিছু নেবার ব্যাপারে আপনাদের অনেক সুবিধে হয়েছিল।—তবে, কী করে যে সেই সূত্র ধরে এ পর্যন্ত এসেছেন তা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু আপনার উপর আমার কোন আক্রোশ নেই জানবেন।' তারপর একটু তিক্ত হেসে বলল, 'এখনও অদ্ভুত লাগে যখন ভাবি যে, আমি এমন এক লোক যার পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, অথচ সেই আমরাই জীবনের অর্দ্ধেকটা কেটেছে আন্দামানের কয়েদখানায় বাঁধ তৈরি করে, আর এখন দেখা যাচ্ছে বাকী অর্ধেকটা কাটবে ডার্টমুরে ড্রেন খোঁড়ার কাজে। কী অলক্ষুনে দিনেই না আমার বণিক আজমতের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ; আর আগ্রার ধনরত্নের ব্যাপারে নাক গলিয়েছিলাম ! ঐ ধন সম্পদ এ পর্যন্ত কারুর ভাগ্যেই অভিশাপ ছাড়া আর কিছু এনে দেয় নি। ওকে এনে দিয়েছে মৃত্যু ; মেজর শোলটোকে আতঙ্ক ও অপরাধ-প্রবণতা ও মৃত্যু আর আমাকে সারা জীবন ক্রীতদাসত্ব।'

এই সময় এথেলনি জোন্সের মুখ ও গর্দান কেবিনটায় প্রবেশ করল।

সে বলল, 'বেশ ঘরোয়া আসর জমেছে মনে হচ্ছে। হোমস, আপনরে ফ্লাস্ক থেকে এক চুমুক আমিও নিশ্চয় পেতে পারি। আরে, আমার তো এখন মনে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাতে পারি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে শয়তান বাসমটাকে জ্যান্ত পাওয়া গেল না। কিন্তু এছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমি বলছি হোমস, এক হাত দেখালেন বটে। ওকে পর্যুদস্ত করবার ক্ষমতা আর কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলনা।

হোমস্ বলল, 'যার শেষ ভাল তার সব ভাল। কিন্তু বলতে কি, অরোরা যে এমন দ্রুতগামী যেতে পারে এ আমি ভাবতেই পারি নি।'

স্মিথ বলেছে, ওটা এই নদীর সব চেয়ে দ্রুতগামী লঞ্চ ; ইঞ্জিনের কাজে তাকে সাহায্য করবার মত আর একটা লোক থাকলে আমরা কিছুতেই তাকে ধরতে পারতাম না। সে তো শপথ করে বলেছে, নরউড ব্যাপারের সে কিছুই জানে না।

'সত্যিই সে কিছু জানে না।' কয়েদিটি বলে উঠল, 'একেবারেই না। খুব দ্রুতগামী লঞ্চ শুনেছিলাম বলেই ওর লঞ্চ ভাড়া করেছিলাম। কিছুই ওকে এ বিষয়ে জানাই নি। খুব ভাল টাকা দিয়েছি আর বলেছি, যদি গ্রেভসণ্ড থেকে ব্রেজিল যাওয়ার স্টীমার এসমেরালডায় পৌঁছে দিতে পারে প্রচুর পুরস্কার পাবে তাহলে।'

'দেখ, সে যদি কোন অপরাধ না করে থাকে তাহলে আমরাও দেখব যাতে তার প্রতি কোন অন্যায় অবিচার না হয়। আমি অপরাধীদের ধরতে যতটা ব্যস্ত, তাদের শাস্তির ব্যাপারে ততটা ব্যস্ত নই।' অপরাধীরা ধরা পড়ায় গর্বিত জোন্স এখনই যেরকম ভাবে কথা বলতে আরম্ভ করেছে তা শুনে আমার বেশ হাসি পেল। হোমসের মুখে যে ক্ষীণ হাসি খেলে গেল তা থেকে বেশ বুঝলাম বক্তৃতাটা তারও কর্ণকুহরে ঢুকেছে।

জোনস বলল, 'এখুনি আমরা যাচ্ছি ভক্সল ব্রিজে। আর, ডক্টর ওয়াটসন,

ধনরত্নের বাক্সটা সমেত আপনাকে পথে নামিয়ে দিয়ে যাব। বলা বাহুল্য এতে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছি, এ কাজ একেবারেই নিয়ম বহির্ভূত। কিন্তু তাহলেও কথা যখন দিয়েছি তখন আর তার নড়চড় হবার উপায় নেই। তবে, কর্তব্যের খাতিরেই একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে আমি আপনার সঙ্গে পাঠাব, 'মহামূল্যের বাক্সটা যখন প্রচুর দামী।

'দুঃখের বিষয় যে চাবিটা নেই। তাই প্রাথমিক পরীক্ষাটাও করা সম্ভব হল না। ওহে, চাবিটা কোথায় দাও ?'

স্মল সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'জলের নীচে।'

'হুম! দয়া করে এটুকু না বললেও পারতে। অনেক ধকল তো এর মধ্যেই দিয়েছ। যা হোক, ডাক্তার, আপনাকে নিশ্চয়ই সাবধান করে দিতে প্রয়োজন মনে করিনা। সিন্দুকটাকে সঙ্গে করে বেকার স্ট্রীটের বাসায় নিয়ে আসবেন। থানার পথে আমরা সেখানেই উপস্থিত থাকব।

ভারি বাক্সটা নিয়ে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আমি নেমে গেলাম ডাঙ্গায়। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমাদের গাড়ি পৌঁছে গেল মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়ীতে। এত রাত্রে আমাদের দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হল ভৃত্যটি। বলল মিসেস ফরেস্টার সন্ধ্যাবেলা কোথায় বেরিয়েছেন, রাত হবে ফিরতে। তবে, মিস্ মরস্টান বসবার ঘরে আছেন। গেলাম আমি বসবার ঘরে, ইন্সপেক্টরটিকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে।

জানলার ধারে সে চুপচাপ বসে ছিল। পরনে সাদা পাতলা পোশাক, গলায় ও কোমরে লালের ছোপ। সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। মিষ্টি ও গম্ভীর মুখের উপর মৃদু আলো পড়েছে; মাথা ভর্তি চুলের উপরও আলো পড়ে চকচক করছে। একখানি হাত চেয়ারের পাশে ঝুলে রয়েছে; সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে একটা গভীর বিষণ্ণতা দেখেই মনে হল গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমার পায়ের শব্দে সে উঠে দাঁড়াল। আমাকে দেখেই বিস্ময়ে ও আনন্দে ম্লান গাল দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সে বলল, 'একটা গাড়ি আসার শব্দ শুনে ভেবেছিলাম, মিসেস ফরেস্টার বোধ হয় সকাল সকাল ফিরলেন, কিন্তু আপনি আসবেন স্বপ্নেও ভাবি নি! কিছু খবর এনেছেন ?'

'যা এনেছি খবরের চেয়েও অনেক ভাল তা!' বাক্সটা টেবিলের উপর রেখে খুব আনন্দের সঙ্গে হৈ-হৈ করে বললাম, যদিও আমার মন খুব ভারি হয়ে উঠেছে,—'খবর যা এনেছি পৃথিবীর সব খবরের সমান তার মূল্য। এক রীতিমত কুবেরের ঐশ্বর্য আমি আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি।'

সে লোহার বাক্সটার দিকে তাকাল।

শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'তাহলে এটাই হল রত্ন-ভাণ্ডার মানে কুবেরের ঐশ্বর্য।'

'হ্যাঁ, এই হল আগ্রার বিরাট রত্ন-ভাণ্ডার। এর অর্ধেক আপনার, আর বাকি অর্ধেক থ্যাডিউস শোলটোর। প্রত্যেকেই বেশ কিছু পাবেন। ভেবে দেখুন। বার্ষিক দশ হাজার পাউণ্ড। সারা ইংলণ্ডে আপনার চাইতে ধনবতী মহিলা এখন আর অল্পই থাকবে। খুব গৌরবের কথা নয় কি ?'

মনে হল যেন আমার উল্লাসের অভিনয়টা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং আমার অভিনন্দনের মধ্যে যেন একটা বড় ফাঁকা সুর বেজে উঠেছে, কারণ দুই ভ্রূ একটু তুলে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে পলকের জন্যে তাকাল আমার দিকে। বলল, 'এটা যে পেলাম, সে জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী বহু দিক থেকে।'

'না, না,' আমি বাধা দিলাম, 'আমার কাছে একটুও নয়, বরং আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে। যতই বলি না কেন, যে সূত্র তার বিশ্লেষণী প্রতিভার উপরেও চেপে বসেছিল তাকে অনুসরণ করা আমার বা কোন পুলিশের কর্ম নয়। যা অবস্থা, শেষ মুহূর্তে সব তো হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছিল।'

সে বলল, 'ডাঃ ওয়াসটন, দয়া করে বসুন, আমাকে সব কথা খুলে বলুন।'

শেষ যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তার পর থেকে যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে সমস্ত কথা বললাম তাঁকে। বললাম হোমসের নতুন নতুন পদ্ধতির কথা, অরোরার আবিষ্কারের কথা, অ্যাথেলনি জোন্সের কথা, সন্ধ্যার অভিযানের কথা, টেমসের উপর সেই উন্মত্ত অরোরার পশ্চাদ্ধাবনের কথা। হাঁ করে, ঝলমলে চোখে সে শুনে গেল আমার কাহিনী। আর যখন সেই বিষাক্ত তীরটার কথা বললাম আর-একটু হলেই যেটা আমাদের গায়ে লাগত এবং আমরাও পরলোকে চলে যেতাম শুনেই তাঁর মুখ এমন রক্তহীন হয়ে উঠল যে আমার ভয় হল মূর্ছিত হয়ে যাবে বুঝি।

তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল ঢেলে তাকে দিতেই সে বলে উঠল, 'ও কিছু নয়। আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি। আমার বন্ধুদের এমন ভয়ংকর বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম শুনে খুবই মনে ব্যাথা পেয়েছিলাম।'

আমি বললাম, 'যাক, ওটা মিটে গেছে। আর কোন ভয়ঙ্কর ঘটনার খুঁটিনাটি কাহিনী আপনাকে শোনাব না। এবার একটু খুশির কথা বলা যাক। সে হল ঐ ঐশ্বর্যটা—এর চেয়ে খুশির ব্যাপার আর কী হতে পারে? এটা এখানে নিয়ে এসেছি যাতে সবার আগে এটা দেখার সৌভাগ্য আপনার প্রথমে হয়।

সে বলল, 'হ্যাঁ তা তো বটেই। সৌজন্যের খাতিরে খুবই আগ্রহী।' তার কণ্ঠস্বরে কিন্তু কোনরকম ব্যগ্রতা নেই। নিশ্চয়ই তার মনে হয়েছে, যে পুরস্কার লাভের জন্য আমাদের কষ্ট করে এত মূল্য দিতে হয়েছে তার প্রতি উদাসীনতা দেখলে সেটা তার পক্ষে ভীষণ অভদ্রতা বলে বিবেচিত হতে পারে। এ বিষয়ে ভদ্রত দেখানোই উচিত।

ঝুঁকে পড়ে সে বলল, 'কি, সুন্দর বাক্সটা। এটা ভারতীয় কারুকার্য, তাই না?'

'হ্যাঁ; এটা বেনারসের পিতলের কাজ।'

'আর, কী ভারি!' তোলবার চেষ্টা করে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল। 'বাক্সটারই অনেক দাম হবে! চাবিটা কোথায়?

'চাবিটা স্মল টেমসের জলে ফেলে দিয়েছে। যাই, মিসেস ফরেস্টারের ওখান থেকে এক শিক নিয়ে আসি।'

বাক্সটার সামনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির ধরনের গড়া একটা ভারী আঁকড়া ছিল। তার নীচে লোহাটা ঢুকিয়ে দিয়ে চাড় দিতেই আঁকাড়াটা সশব্দে ছিটকে খুলে গেল। কম্পিত হাতে ডালাটা খুলে ফেলেই। দুজনেই সবিস্ময়ে হাঁ করে বাক্সটার দিকে

তাকিয়ে রইলাম। বাক্সটা শূন্য একেবারেই।

বাক্সটা যে খুব ভারি তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বাক্সটার চারদিকে খুব পুরু লোহা দিয়ে মোড়া। যেমন ভারি, তেমনি দেখতে সুন্দর করে তৈরি,—বহুমূল্য বস্তু রাখার সিন্ধুকের যেমনটি হওয়া উচিত। কিন্তু ধনরত্নের কণামাত্রও নেই কোথাও। একেবারে পুরোপুরি খালি।

মিস মরস্টান বেশ শান্ত গলায় বলল, 'রত্ন-ভাণ্ডার চুরি হয়েছে।'

তার কথা ক'টি শুনলান। তার অর্থও বুঝলাম। আমার মনের উপর থেকে একটা প্রকাণ্ড ছায়া যেন সরে গেল। বোঝাটা চূড়ান্তভাবে সরে যাবার আগে আমি জানতাম না, এই আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডার আমার উপর কী রকম বিশাল বোঝা হয়ে চেপে বসে ছিল। এ মনোভাব স্বার্থপর, আনুগত্যহীন, অন্যায়, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই, কিন্তু আমার কেবলই মনে হল যে, আমাদের দুজনের মাঝখান থেকে সোনার প্রাচীরটা বহু দূরে সরে গেল।

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি বলে উঠলাম, 'ঈশ্বরকে অশেষ অধ্যবাদ।'

সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ও কথা বললেন কেন?'

এইজন্যে যে, আবার আপনাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে পেলাম।' এই বলে আমি তার হাত ধরলাম। হাতটা সরিয়ে নিল না সে। আমি বললাম, 'তোমায় আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি মেরি, কোন পুরুষ কখনও কোন নারীকে এর চেয়ে বেশি ভালবাসেনি, —আর এইজন্যে যে, এই বিশাল ধনরত্ন আমার মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। আর তো ওটা নেই, তাই বাধাও নেই সে কথা প্রকাশ করতে। আর সেইজন্যেই বলে উঠলাম— 'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।'

তাকে কাছে টেনে নিলাম আমি। ফিস-ফিস করে সে বলল, 'তাহলে আমিও বলি—"ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ!"

বিশ্বের কেউ হয়ত খইয়েছে ধনরত্ন ঐশ্বর্য; আমি কিন্তু পেয়েছি আর এক বিশাল ঐশ্বর্য।

বারো
জোনাথান স্মলের বিচিত্র কাহিনী

অনেকক্ষণ সেখানে কাটিয় বাইরে এলাম। ধৈর্যের সহিত সরল ইন্সপেক্টরটি তখনও গাড়িতে চুপচাপ বসে আছে। খালি বাক্সটা দেখাতেই তার মুখ যেন কালো হয়ে গেল।

বিষণ্ণ সুরে সে বলে উঠল, 'হয়ে গেল তাহলে পুরস্কার! ধন্যবাদ যেখানে নেই, সেখানে পাওনাও নেই। সোনাদানাটা থাকলে আজকের রাতের দরুণ স্যাম, ব্রাউন আর আমি অন্তত দশ করে পেতাম।'

আমি বললাম, 'মিঃ থ্যাডিউস শোলটো বিশেষ ধনী, নিশ্চয় তিনি দেখাবেন যাতে

আপনারা পুরস্কৃত হন, ধনরত্ন মিলুক আর ছাই না-ই মিলুক।'

ইন্সপেক্টর কিন্তু হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল 'উঁহু, ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়, অন্তত মিঃ অ্যাথেলনি জোনস্ তাই মনে করবেন।'

তার ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিকই হল। বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে তাকে যখন খালি বাক্সটা দেখালাম, গোয়েন্দাপ্রবর তখন হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। হোমস, বন্দী আর সে সবেমাত্র সেখানে পেঁাচেছে। মনে হল, পথে থানায় যাওয়ার ব্যবস্থাটা বোধ হয় কিছু পাল্টানো হয়েছে। হোমস আরাম-কেদারায় শুয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ উদার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আর স্মল তার সামনের দিকে ভাল পায়ের উপর কাঠের পাটা তুলে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। খালি বাক্সটা দেখাতে সে চেয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সশব্দে হেসে উঠল।

এথেলনি জোন্স সক্রোধে বলল, 'এসবই তোমার কাজ শয়তান স্মল।'

'হ্যাঁ। এবং ওগুলো যেখানে রেখেছি সেখান থেকে কোনদিনই আপনি উদ্ধার করতে পারবেন না,' বিজয়গর্বে স্মল বলল —'এ লুটের মাল আমার, কিন্তু যখন আমি ভোগ করতে পাচ্ছি না তখন যাতে অন্য কেউও ভোগ করতে না পায় তা তো আমি দেখবই। আমি বলছি, এ ধনরত্নে কারুর কোন দাবি নেই কেবল আন্দামানের কয়েদি ব্যারাকের তিনজনের, আর আমার ছাড়া। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমি বা তারা পোচ্ছ না কেউই। এ পর্যন্ত সর্বদাই আমি যেমন আমার নিজের স্বার্থে, তেমনি তাদেরও স্বার্থে কাজ করে চালিয়ে এসেছি,—আমাদের তরফ থেকে ব্যাপারটা খাঁটি চার হাতের স্বাক্ষর হয়েই চলেছে। আমি দা করেছি তিনজন অবশ্যই তার সমর্থন করত, শোলটো বা মরস্টানের সন্তান সন্ততিদের হতে তুলে দেওয়ার চেয়ে টেমসের জলে বিসর্জন দেওয়া তারাও যুক্তিযুক্ত মনে করত। আমরা যে আজমতের হয়ে কাজ করেছি তা এদের ধনী করার জন্যে নয়। ধনরত্ন আপনারা পেতে পারেন যেখানে চাবিটা আছে, যেখানে শয়তান বামন টোঙ্গাও আছে। যখন দেখলাম আর কোনমতে রক্ষা নেই, আপনাদের লঞ্চের কাছে ধরা পড়বই, লুটের মালটা তখন আমি এক নিরাপদ জায়গায় রেখে দিলাম। এ অভিযানে আপনারা পয়সা কড়ি কিছুই পেলেন না।' বৃথাই এত পরিশ্রম করলেন।

এথেলনি জোন্স কড়া গলায় বলল, 'তুমি বোকা বানিয়ে আমাদের ঠকাবার চেষ্টা করছ স্মল। রত্ন-ভাণ্ডার টেমসের জলে ফেলে দিতেই যদি তুমি চাইতে তাহলে তো বাক্সশুদ্ধই ফেলে দেওয়াই তোমার পক্ষে খুব সোজা ছিল।'

বাঁকা চোখে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, 'আমার পক্ষে ফেলে দেওয়া যতটা সোজা, আর আপনার পক্ষে উদ্ধার করাও ততটা সোজা। যে লোকটা আমাকে তাড়া করে ধরবার মত এত বুদ্ধি যে রাখে, নদীর তলা থেকে একটা লোহার বাক্স তুলে আনার মত বুদ্ধি তার নিশ্চয় আছে। সেগুলিকে পাঁচমাইল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছি, কাজেই এখন তাকে উদ্ধার করা ভীষণ কঠিন কাজ হবে। একাজ করতে আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আপনারা যখন ধরে ফেললেন তখন আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। অবশ্য সেজন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই। জীবনে কখনও উঠেছি,

কখনও বা নেমেছি, কিন্তু এটা শিখেছি যে যা গেছে তার জন্য কাঁদতে নেই দুঃখ করতে নেই।'

ডিটেকটিভটি বললে, 'ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুতর মিঃ স্মল। আপনি যদি এভাবে বাধা না দিয়ে তদন্তের কাজে সাহায্য করতেন, হয়ত বিচারের বেশ কিছুটা সময় পেতেন।

প্রাক্তন কয়েদীটি খেঁকিয়ে উঠল, 'বিচার! কিসের বিচার! এ লুটের সম্পদ যদি আমাদের না হয় তো কার? যারা কোন দিন এটার জন্য এতটুকু কষ্ট করে নি তাদেরই হতে তুলে দেওয়া কি ন্যায় বিচার? শুনুন তাহলে কেমন কষ্ট করে এটা আমি উপায় করেছিলাম। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত জলাভূমিতে থেকেছি সারাদিন কাজ করেছি গরান-গাছের জঙ্গলে, সারা রাত শেকল-বাঁধা অবস্থায় দিন কাটিয়েছি নোংরা কয়েদি-বস্তিতে; মশার কামড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করেছি, প্রতি কৃষ্ণকায় পুলিশ খবরদারি করেছে। এইভাবে উপায় করেছি আগ্রার এই রত্ন-ভাণ্ডার। আর আজ আমার এই কষ্টের উপার্জিত ধন অন্য লোকে ভোগ করবে এটা একটুও সহ্য করতে পারিনি বলে আপনারা আমাকে বিচারের কথা শোনাচ্ছেন! আমি বরং বিশবার ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি অথবা টোঙ্গার তীরগুলো আমার চামড়ায় ঢুকবে সেও রাজি, তবু কয়েদির সেলে বসে একথা ভাবতে পারব না যে যে-অর্থ আমারই প্রাপ্য ছিল আর একটা লোক রাজ প্রাসাদে বসে অনায়াসে সেটা ভোগ করবে। না কোন মতে সহ্য করা যায় না।

নির্বিকারত্বের মুখোস কখন স্মলের খসে গেছে, সবই যেন ঘূর্নিপাকের তোড়ে।

তার মুখ থেকে বেড়িয়ে আসছে। চোখ জ্বলছে, উত্তেজনায় হাত নাড়াতে গিয়ে হাতকড়ায় ঝনঝন শব্দ উঠছে। মেজর শোহটো যখন জানতে পারলেন যে এই কয়েদীটি তার পিছু নিয়েছে, তখনকার তাঁর ভয় যে অমূলক নয়, লোকটির উত্তেজনা আর আক্রোশ দেখেছি বুঝতে আমার অসুবিধে হল না।

ধীরভাবে হোমস বলল, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে এ সবের কিছুই এখনও পর্যন্ত জানি না। আপনার কাহিনী না শুনে তো আমরা কথা দিতে পারব না সুবিচার মূলত কতটা তোমার পক্ষে পাওনা থাকার কথা।

'দেখুন স্যার, যদিও আমার হাতে যে এই চুড়ি পরেছি সেজন্য আপনাকেই একমাত্র ধন্যবাদ দেওয়া দরকার, তবু আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তথাপি, এজন্য আমার মতে কোন দুঃখ নেই। হওয়ার যা ঠিকই হয়েছে। আমার কাহিনী যদি আপনি শুনতে চান, কিছুই লুকোব না। যা বলছি, সত্যিই বলছি। এর প্রতিটি কথাই ধ্রুব সত্য। ধন্যবাদ, গ্লাসটা আমার পাশে রাখুন। গলা শুকিয়ে এলে এক চুমুক করে গিলে নেব।

আমি উরস্টারের মানুষ, পরশোরের কাছে আমার জন্ম। খোঁজ কর জানতে পারবেন, অসংখ্য স্মলের বাস ওখানে। মনে বার বার ইচ্ছে হয়েছে গিয়ে দেখে আসি একবার, কিন্তু আত্মীয়দের সঙ্গে খুব একটা ভাল ব্যবহার পাব কিনা। তারা হল ধীর স্থির, ধার্মিক ছোটখাটো চাষী, এবং ও অঞ্চলে বিশেষ সুপরিচিত ও সম্মানিত। আর আমি ছিলাম বাউণ্ডুলে। আমার বয়স যখন আঠারো বছর তখন থেকে আর আমি তাদের ছেড়ে চলে আসি। একটি মেয়েকে নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়েছিলাম, তা থেকে

রেহাই পাওয়ার জন্য একমাত্র ভারতগামী যুদ্ধজাহাজ 'থার্ড বাফস'-এ সামান্য চাকরি নিয়ে ছেড়ে পালিয়ে যাই।

সেনাবিভাগের চাকরি করা আমার ভাগ্যে ছিল না। সবে শুরু করেছি সামরিক কায়দায় পা ফেলতে, সামান্য শিখেছি গাদা বন্দুক চালাতে, এমন সময় একদিন গেলাম গঙ্গায় সাঁতার কাটতে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আমার কোম্পানির সার্জেন্ট জন হোল্ডার সে সময়, সাঁতার কাটছিলেন, আর তিনি খুব ভাল সাঁতারও জানতেন। মাঝ গঙ্গায় যেতে না যেতেই আমাকে কুমীরে তাড়া করল এবং দক্ষ সার্জেনের মত আমার ডান পাটা হাঁটুর নিচ থেকে কেটে নিল। ভয়ে এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে আমি মূর্চ্ছা গেলাম। হোল্ডার আমাকে ধরে তীরে না নিয়ে গেলে জলে ডুবেই মরতাম। পাঁচ মাস হাসপাতালে থাকবার পর যখন কাটা হাঁটুর সঙ্গে বাঁধা কাঠের পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন আমাকে অক্ষম বলে সেনাবিভাগ থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অন্য যে কোন কাজকর্মের পক্ষেও তখন আমি অক্ষম।

এখন বুঝতেই পারছেন, আমার ভাগ্য তখন কোথায় কতদূরে নেমে গেছে। অপদার্থ খোঁড়া আমি, অথচ বয়স তখন কুড়ি। তবে, শীঘ্রই আমার এই দুর্ভাগ্য আমার কাছে পরম সৌভাগ্য হয়ে দেখা দিল। অ্যাবেল হোয়াইট নামে এক ব্যক্তি নীল চাষের জন্যে ওখানে গিয়েছিলেন, তাঁর একজন ওভারসীয়ারের দরকার, কুলিদের কাজের তদারকি করার জন্যে। দুর্ঘটনার পর থেকেই আমাদের কর্নেলের আমার উপর নজর ছিল, হোয়াইট ছিলেন তাঁর বন্ধু অভিন্ন হৃদয় কর্নেল আমার হয়ে সুপারিশ করলেন, এবং কাজটা করতে হত ঘোড়ায় চড়ে পায়ের অভাবটা বিশেষ অসুবিধের কথা নয়, হাঁটুর জোরেই ঘোড়ার উপর বসে থাকতে পারতাম। কাজ ছিল নীল ক্ষেতে গিয়ে মজুরদের কাজের উপর নজর রাখা আর যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের সাজা দেওয়া। বেতন ছিল বেশ ভাল, আরামের কোয়ার্টারও পেয়েছিলাম থাকতে। এক কথায়, বাকি জীবনটা ঐ নীল চাষের চাকরিতে কাটাতে পারলেই ভাল হত। অ্যাবেল হোয়াইট লোকটির মধ্যে যথেষ্ট দয়া মায়া ছিল, প্রায়ই আমার কোয়ার্টারে আসতেন, একসঙ্গে বসে ধূমপান করতাম দু-জনে। ও অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যে এমন একটা হৃদ্যতা ছিল দেশে যা ছিল সুদুর্লভ।

'কিন্তু সে সুখ ও বেশী দিন আমার ভাগ্যে সইল না। হঠাৎ কোন কিছু না বলে বিদ্রোহ বেধে গেল। একমাস ভারতবর্ষ এখানকার সারে বা কেন্টের মতই শান্ত ও শান্তিপূর্ণ ছিল, পরের মাসে দু লক্ষ কালো সিপাই ঝাঁপিয়ে পড়ে সারা দেশটাকে নরকে পরিণত করল। অবশ্য এসব কথা তো আপনারা আমার চাইতে অনেক অনেক বেশী জানেন, জানাই স্বাভাবিক, কারণ পড়াশুনা তো আমার লাইন নয়। আমি যা নিজের চোখে দেখেছি তাই শুধু বলছি। আমাদের আবাসটা ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সীমান্তবর্তী মথুরা নামক স্থানে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত জ্বলন্ত বাংলোর আলোয় সারা আকাশ লাল হয়ে যেত। দিনের পর দিন দেখতাম, ইওরোপীয়দের দল স্ত্রী পুত্র নিয়ে আমাদের জমির উপর দিয়ে আগ্রার দিকে চলে যাচ্ছে, কারণ সেটাই নিকটবর্তী সৈন্য-ব্যারাক। মিঃ আবেল হোয়াইট একগুঁয়ে লোক ছিলেন। তার মাথায় যেন ঢুকেছিল যে সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব বেশী ফেনিয়ে তোলা হয়েছে; যেমন তাড়াতাড়ি উঠেছে তেমনি আবার তাড়াতাড়ি নেমেও যাবে। সারা ভারতবর্ষের চতুর্দিকে

যখন আগুনের লেলিহান শিখা, সে তখন বারান্দায় বসে পেগের পর পেগ হুইস্কি খাচ্ছে আর চুরুট টানছে। অবশ্য আমারা তখন সঙ্গেই ছিলাম—আমি আর ডসন। লেখাপড়ার কাজ আর বিলি ব্যবস্থার কাজ ডসন আর তারস্ত্রীই করত। তারপর হঠাৎ একদিন আঘাত এল। আমি গিয়েছিলাম অনেক দূরের চাষ দেখতে। সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরছি, একটা খাড়া নালার নীচে কি যেন একটা পড়ে থাকতে দেখলাম। ঘোড়া ছুটিয়ে নীচে নামলাম ব্যাপারটা কি দেখতে। দেখলাম গভীর নালার মধ্যে কি একটা বস্তু জড়িয়ে মড়িয়ে পড়ে আছে। দেখেই আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত যেন জমে গেল যখন দেখলাম সেটা আর কিছু নয়, ডসনেরই স্ত্রী, টুকটো হয়ে পড়ে,—তাঁর শরীরের অর্ধেকটাই শেয়ালের আর কুকুরের পেটে গেছে। আর একটু এগোতেই দেখলাম ডসনেরও মৃতদেহ, পড়ে আছে মুখ থুবড়ে, একটা খালি রিভলভার ধরা তার হাতে। আর তার সামনে পড়ে আছে আরও চারটে মৃতদেহ। ঘোড়ার রাশ টানলাম আমি। ভাবছি কোন্ দিকে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার চোখে পড়ল, অ্যাবেল হোয়াইটের বাঙলোটাও জ্বলছে, আগুন তার ছাদ ফুঁড়ে উঠছে। বুঝতে বাকি রইল না আমি মনিবের কোনা উপকার করতে পার না, এবং এ ব্যাপারে নাক গলাতে গেলেই প্রাণ হারাব। শত শত কালো কালো বিদ্রোহীদের আমি ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তাদের পরনে লাল কোট, জ্বলন্ত বাড়িগুলো ঘিরে নাচছে আর জোরা চেঁচাচ্ছে। হঠাৎ আমাকে দেখে কজন আমার দিকে নির্দেশ করতেই গোটা-দুই গুলি আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন আমি ধানখেত পার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক রাত্রে গিয়ে আগ্রা দুর্গের নিরাপত্তার মধ্যে পেঁছিলাম।

'পরে অবশ্য বুঝলাম সে জায়গাও খুব নিরাপদ নয়। সারা দেশ এক ঝাঁক মৌমাছির মত মেতে উঠেছে। যেখানে ইংরেজরা ছোট ছোট দলে একত্র হতে পারছে সেখানে কেবলমাত্র বন্দুকের সীমানাটুকু পর্যন্ত তাদের দখলে থাকছে। আর সর্বত্র তারা অসহায় পলাতক। সে একশতের বিরুদ্ধে লক্ষের সংগ্রম। এ সংগ্রামের নিষ্ঠুরতম দিক হল, পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ—যাদের সঙ্গে লড়াই করছি তারা সকলেই আমাদের ভাল শিক্ষিত সৈন্য; তাদের আমরা সব কিছু শিখিয়েছি, আমাদেরই সব অস্ত্র তাদের হাতে, আমাদেরই বিউগলও বাজছে তাদের মুখে। অগ্রায় ছিল থার্ড বেঙ্গল ফুসিলিয়ার্স কিছু শিখ, দুটো অশ্বারোহী বাহিনী আর কিছু গোলন্দাজ সৈন্য। কেরাণী ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করা হল কাঠের পা নিয়ে আমি তাদের দলে যোগ দিলাম। জুলাইয়ের দিকে শাহ্‌গঞ্জের কাছে আমরা বিদ্রোহীদের প্রথম বাধা দিলাম। কিছুক্ষণ তাদের বাধা দিতে পারলেও শীঘ্রই আমাদের বারুদ গেল ফুরিয়ে। ফলে আমরাও শহরে ফিরতে বাধ্য হলাম।

'চারদিক থেকে সবচেয়ে খারাপ যা হওয়া সম্ভব তেমনি সব খবর পরপর আসতে লাগল।'

সেটাই স্বাভাবিক, কারণ মানচিত্র দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমরা পড়ে গিয়েছিলাম একেবারে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলে। লখনউ ওখান থেকে একশো মাইলেরও বেশি দূরে। আর কানপুরও দক্ষিণে তার থেকে ও বেশী দূরে। চারদিক থেকেই পরপর খবর আসতে শুরু করেছে কেবল অত্যাচারের আর হত্যাকাণ্ডের আর নিদারুণ

অপমানের।

আগ্রা শহর একটা বিরাট জায়গা ছত্রিশ জাতের নিবাস ধর্মান্ধ লোক আর হিংস্র শয়তান-পূজারীতে যেন ঠাসা। আমাদের এই মুষ্টিমেয় লোক সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা গলির মধ্যেই হারিয়ে গেল যেন। কাজেই আমাদের নেতা নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে আগ্রার পুরনো কিল্লার কাছে সৈন্য সমাবেশ করল। আমি জানি না আপনারা ঐ পুরনো কিল্লার কথা বইতে পড়েছেন কি না। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা—আমি যত জায়গায় দেখেছি তার মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত। প্রথমত, এটা আকৃতিতে বিশাল, ঘেরা জায়গাটা একরের পর একর বিস্তৃত। যেটা নতুন অংশ তাতে আমাদের সৈন্যদল, স্ত্রীলোক, শিশু, জিনিসপত্র সব ধরেও অনেকগুলি ঘর পড়ে রইল। কিন্তু পুরনো অংশের তুলনায় নতুন অংশটা যেন কিছুই নয়। সেখানে কোন মানুষ বাস করে না। সবটাই বিছে আর যত রকম কীটের আবাসস্থল। বড় বড় সব পরিত্যক্ত হল, ঘোরানো পথ, এদিক ওদিক আকাবাঁকা দীর্ঘ করিডরের সারি। যে-কোন লোক সহজেই তার মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে। সেইজন্যই ওদিকটায় বড় বেশী কেউ যায় না, যদিও কখনও কোনও দল টর্চ নিয়ে কোন কিছু আবিষ্কারের নেশায় তার মধ্যে যায়।

দুর্গের সমুখ দিকে নদী তাকে রক্ষা করছে। কিন্তু পেছনে আর দু ধারে যে অসংখ্য তোরণ, সেগুলোই পাহারা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন, যেমন পুরোনো অঞ্চলে তেমনি নতুন অঞ্চলেও যেখানে আমাদের সৈন্য বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। আমাদের মধ্যে লোকবল ছিল সামান্য প্রাসাদের আনাচে কানাচে পাহারা দেবার বন্দুক-টন্দুকগুলোর তদারক করার পক্ষেও যথেষ্টসংখ্যক। ফলে অসংখ্য দরজার প্রত্যেকটায় খুব মজবুত পাহারার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তাই এই ব্যবস্থা হল যে দুর্গের কেন্দ্রস্থলে একটা প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়া হবে যেটা থাকবে দু-এক জন স্থানীয় বাসিন্দা-সহ একজন করে শ্বেতাঙ্গের তত্ত্বাবধানে। আমার উপর ভার পড়ল প্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিম আংশের একটি নির্জন ছোট তোরণের, রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্যে। নির্দেশ ছিল প্রয়োজন হলেই বন্দুকের আওয়াজ করি, সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে সাহায্য পাঠনো হবে। কিন্তু যেহেতু কেন্দ্রীয় বাহিনী অবস্থিত ছিল প্রায় দুশো গজ তফাতে এবং সেখান থেকে আসতে হলে অসংখ্য আঁকাবাঁকা বারান্দা আর রাস্তার গোলকধাঁধা পার হয়ে আসতে হয়। আমার প্রচুর সন্দেহ হল, আক্রান্ত হলে সাহায্য এসে যথাসময়ে পৌঁছবে কি করে। যাই হোক এই কাজের দায়িত্ব পেয়ে আমার বেশ গর্ববোধ হল, কারণ, প্রথমত, আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, দ্বিতীয়ত আমার একটা পা কাঠের। দু-রাত আমি আমার অধীন পাঞ্জাবিদের সঙ্গে কাটালাম। তাদের নাম হল মোহম্মদ সিং আর আবদুল্লা খান। তারা দীর্ঘকায়, দুর্দান্ত চেহারার পুরনো শিক্ষিত সৈনিক। জালিয়ানওয়ালাবাগে তারা নাকি লড়াই করেছিল আমাদের বিরুদ্ধে। তারা ভাল ইংরেজি বলতে পারত কিন্তু আমি বিশেষ কোন খবরই তাদের থেকে বার করতে পারতাম না। এক ঘরেই থাকত তারা, সারা রাত বক-বক করত নিজেদের ভাষায়। আমি তোরণের বাহিরে তাকিয়ে থাকতাম কেবল নদীর দিকে, আলোকিত বিশাল শহরটির দিকে। রাত ভোর ঢাকের আওয়াজ টমটমের আওয়াজ, অহিফেনের নেশায় বিদ্রোহীদের চিৎকার শুনে আমাদের সব সময়ে নদীর ওপারের

মারাত্মক বিদ্রোহীদের কথা মনে করিয়ে দিত। দু-ঘণ্টা অন্তর এসে রাতের অফিসার টহল দিয়ে যেন, লক্ষ করত সব কিছু ঠিকভাবে আছে কি না।

পাহারার তৃতীয় রাতটা ছিল খুব অন্ধকার ও অসহনীয়। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। এর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফটকে দাঁড়িয়ে থাকতে বড়ই বিরক্ত লাগছিল। শিখ দুজনকে কথা বলাতে বার বার চেষ্টা করেও কোন কাজ হলনা। দুটোর সময় রোঁদের পালা আসাটা শেষ হল। মুহূর্তের জন্য রাত্রির শ্রান্তিতে ছেদ পড়ল। যখন দেখলাম যে সঙ্গীরা কিছুতেই কথা বলবে না, তখন আমি পাইপটা বের করে দেশলাই জ্বালার জন্য বন্দুকটা মাটিতে রাখলাম। মুহূর্তের মধ্যে শিখ দুজন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে আমার মাথা লক্ষ্য করে রইল, অপরজন একখানা লম্বা ছুরি আমার গলায় ছুঁইয়ে দাঁত চেপে বলল, এক পা নড়লেই ছুরিটা দেবো গলায়।

'প্রথম যে চিন্তা আমার মনে এল তা এই যে, এই লোকগুলোর সঙ্গে বিদ্রোহীদের যোগসাজস আছে এবং এটাই হল ওদের আক্রমণের সূত্রপাত। তোরণের রক্ষার ভার যদি এই শিখদের হাতে থাকত তবে আর রক্ষা নেই। স্ত্রীলোক ও শিশুদের সঙ্গেও কানপুরের মতই ব্যবস্থা করবে! হয়ত আপনারা ভাবছেন আমি নিজের সাফাই গাইছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ-কথা যখন আমার মনে হল, গলায় ছোরার ছোঁয়া টের পাওয়া সত্ত্বেও আমি তক্ষুনি হাঁ করে উঠলাম একটা জোর চিৎকার ছাড়ব বলে, যদি সেই চিৎকারই আমার শেষ চিৎকার হয় তবুও, কারণ হয়ত তাহলে কেন্দ্রীয় প্রহরীরা সতর্ক হয়ে উঠতে পারে। যে আমায় ধরে রেখেছিল হয়ত আমার এই উদ্দেশ্য সে ভালভাবে পেয়েছিল, কারণ যে মুহূর্তে আমি চিৎকার শুরু করতে যাচ্ছি সে ফিস-ফিস করে বলল, "শব্দ করবেন না সাহেব দুর্গের কোন বিপদ আসে নি, কোন বিদ্রোহী কুত্তাইও এবারে পারে আসে নি।" ওর কথায় মনে হল সত্যের আমেজ আছে এবং এও, আমি ভাল করেই জানতাম যে চিৎকার করলেই আমার মৃত্যু অবধারিত, এবং ওর চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে আর তা বুঝতে কোন অসুবিধে হল না। চুপ করে গেলাম শুনব বলে কী বলতে চায় আমার কাছে।

'দুজনের মধ্যে যে বেশী লম্বা ও হিংস্র তার নাম আব্দুল্লা খান। সে বলল, 'শোন সাহেব, হয় আমাদের দলে ভীড়ে যাও অন্যথায় তোমার দফা রফা, এত বড় ব্যাপার নিয়ে আমরা এদিক-ওদিক করতে পারব কখনও না। হয় তুমি যীশুর ক্রুশ চিহ্নের নামে শপথ করে বল মনে প্রাণে আমাদের দলে ভিড়বে, আর না হয় আজ রাতের দেহটা নালায় ফেলে দিয়ে আমার বিদ্রোহী ভাইদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেব। মাঝামাঝি আর কোন পথ খোলা নেই। কি চাও—মৃত্যু না জীবন? মনস্থির করতে তোমাকে মাত্র তিন মিনিট সময় দিচ্ছি. কারণ তার বেশী সময় আমাদের হাতে নেই, যা কিছু করবার আর একটা রোঁদ আসবার আগেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমি বললাম. কী করে মনস্থির করব, যতক্ষণ না শুনছি কী করতে হবে? তবে এটুকু বলে দিচ্ছি যে, এমন কিছু যদি ঘটনা হয় যাতে দুর্গের নিরাপত্তায় বাধা পড়তে পারে, তাহলে আমি আদৌ ওর মধ্যে নেই, তোমরা স্বচ্ছন্দে আমার গলায় একটি ছোরা মারতে পার।" যা খুশি তোমাদের তা করতে পার।'

সে বলল, 'কিল্লার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র নয়। তোমার জাত ভাইরা যে জন্যে এদেশে

এসেছে আমারা তোমাকে তাই করতে বলছি। আমরা তোমাকে বড়লোক করতে চাইছি। আজ রাতে তুমি যদি আমাদের একজন সঙ্গী হও, তাহলে এই নাঙ্গা ছুরির নামে শপথ করছি যে তিন শপথ কোন শিখ কোন দিন লংঘন করে না তার নামে শপথ করে বলছি, লুটের মালের ন্যায্য অংশ তুমি সমান পাবে। রত্ন-ভান্ডারের চার ভাগের এক ভাগ তোমার। এর চাইতে ন্যায্য ভাগ আর কিছু কি হতে পারে না।

প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু কী সে ধনরত্ন? ধনী হবার ইচ্ছে আমার তোমাদের চাইতেও কম নয়, কেবল জানিয়ে দিলেই হবে কিভাবে তা সম্ভব হয়ে উঠবে।'

'সে বলল, 'তাহলে তোমাকে শপথ করতে হবে,—তোমার বাবার নামে, তোমার মায়ের নামে, তোমার ধর্মের ক্রুশের নামে শপথ করতে হবে যে, এখন বা ভবিষ্যৎকালে আমাদের বিরুদ্ধে হাত তুলবে না বা কোন কথা বলবে না।'

'তারপর আমরা দু-জনে শপথ করব যে ধনরত্নের চার ভাগের এক ভাগ তুমি পাবে, অর্থাৎ সেটা সমান চার ভাগে ভাগ করা হবে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা তো তিনজন।'

'উঁহু, দোস্ত আকবরকেও ভাগ দিতে হবে। ওরা এদিকে আসছে, ততক্ষণে আপনাকে ব্যাপারটা খুলে বলছি। তুমি গিয়ে তোরণের কাছে দাঁড়াও মোহম্মদ সিং, ওদের আসতে দেখলে খবর দেবে।—ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম, সাহেব। এ কথা আপনাকে এই কারণে বলছি যে আমি জানি, কোন ফিরিঙ্গি শপথ করলে তারা তার সম্মান রাখে। কিন্তু যদি আপনি মিথ্যাবাদী হিন্দু হতেন তাহলে হাজারটা দেবতার নামে শপথ করলেও এই ছোরা আপনার রক্তে লাল হয়ে যেত, আপনার মৃতদেহ পরিখার জলে পড়ে থাকত। কিন্তু শিখরা চেনে ইংরেজদের, আর ইংরাজরাও চেনে শিখদের। শুনুন আমার কথা—

উত্তর প্রদেশে একজন রাজা আছে যাঁর জমি সামান্য হলেও ধনরত্ন প্রচুর। বাবার কাছ থেকে সে অনেক ধনরত্ন পেয়েছে, তার উপর নিজেও অনেক পাথেয় ধন জমিয়েছে, কারণ সে অতি নীচ ও ক্রমশ সোনা খরচ করার চাইতে সঞ্চয় করতেই সে বেশী ভালবাসে। যখন গোলমাল দানা বেঁধে উঠল, তখন সে সিংহ আর বাঘ—সিপাই আর কোম্পানি-রাজ দুইয়ের সঙ্গেই হাত মেলাল। কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারল, সাদাদের দিন হয়ে এসেছে, কারণ সারা ভারত ব্যাপী কেবলই শোনা যেতে লাগল তাদের মৃত্যু আর পরাজয়ের কথা। সে খুব হিসেবী ধরণের লোক। তাই এমন একটা পরিকল্পনা করল যাতে যাই ঘটুক না কেন, অর্ধেক সম্পত্তি তার হাতে থাকবেই। সোনা-রুপা যা কিছু ছিল সব সে প্রাসাদের গুপ্ত-কক্ষে নিজের কাছে রেখে দিল। আর খুব দামী দামী হীরে-জহরৎ মণি-মুক্তো একটা সুন্দর লোহার বাক্সে ভরে একজন খুব বিশ্বাসী চাকরকে বণিকের ছদ্মবেশে তার সঙ্গে আগ্রায় পাঠিয়ে দিল। যতদিন না দেশে শান্তি ফিরে আসে ততদিন বাক্সটা আগ্রায় থাকবে। এই ব্যবস্থায় যদি বিদ্রোহীরাও জয়ী হয় তার টাকা-পয়সাগুলো রক্ষা পাবে; আবার যদি কোম্পানি জয়লাভ করে, তার মণি-মুক্তাগুলো রক্ষা পাবে। এইভাবে সঞ্চিত ধন-রত্নের ব্যবস্থা করে সে সিপাইদের সঙ্গে যোগ দিল, কারণ তার রাজ্য-সীমান্তে সিপাইরাই ছিল খুব শক্তিশালী পক্ষ! বিবেচনা কর সাহেব, এর ফলে তার সমস্ত সম্পত্তি দেশের মানুষের উপরেই অধিকার

জন্মাল।

'এই ছদ্মবেশী বণিক আসমত নাম নিয়ে এসে এখন আগ্রায় এসেছে, দুর্গে সে এখন প্রবেশ করতে চায়। তার পথের একমাত্র সাথী হল আমার বাবা মা-র পালিত পুত্র, নাম দোস্ত আকবর; রহস্যটা সমস্তই তার জানা। দোস্ত আকবর আমাদের বলেছে সে আজ রাত্রে তাকে নিয়ে যাবে দুর্গের একপাশের একটা খিড়কির দরজার কাছে, এবং ঠিক হয়েছে এই দরজা দিয়েই নিয়ে আসবে তাকে। এখনই এখানে আসবে সে, এবং মোহম সিং আর আমি তৈরি হয়ে থাকব তাদের জন্য। জায়গাটা বেশ নির্জন, কেউ তার আসাটা দেখতে বা ধরতে পাবে না। বণিক আসমতের খবর পৃথিবীতে কেউ আর জানতে পারবে না, আর রাজার সমস্ত মণিমুক্তো আমাদের মধ্যে সমান ভাগ হয়ে যাবে। কী বল সাহেব রাজী?'

'ওরচেস্টারশায়ারে মানুষের জীবন মূল্যবান ও অত্যন্ত পবিত্র। কিন্তু চারদিকে যেখানে শুধু আগুন আর রক্ত, মুখ ফেরাতেই যেখানে দেখা যায় মৃত্যুর সঙ্গে, সেখানকার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। বণিক আসমত বাঁচল কি মরল আমার কাছে সেটা কিছুই নয়। রত্ন-ভাণ্ডারের কথায় আমার মন তখন নেচে উঠল। ভাবলাম, দেশে ফিরে ও দিয়ে আমি কি না কি করতে পারি। যখন আমার আত্মীয় স্বজনরা দেখবে যে তাদের বখে যাওয়া ছেলেটা পকেট-ভর্তি মোহর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে, তখনকার অবস্থা আমার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল। কাজেই আমি মনস্থির করেই ফেলেছি। আবদুল্লা খান মনে করল আমি বোধ হয় ইতস্তত করছি। তাই সে আরও জোর দিয়ে আমাকে চেপে ধরে বললে, 'ভেবে দেখ সাহেব, এই লোকটা যদি আমাদের সৈনিকদের হাতে ধরা পড়ে, সে হয় ফাঁসিতে না হয় গুলিতে মরবে, আর গভর্ণমেণ্ট সব মণি মুক্তো কেড়ে নেবে। তাতে তো আমাদের কোন লাভ হবে না। আমাদের সৈন্যরা যদি তাকেই মেরে ফেলে তাহলে তার আগে আমরাই ক্ষমা করব না কেন? মণি-মুক্তোগুলো কোম্পানির কোষাগারে থাকাও যা আমাদের কাছে থাকাও একই কথা। যা পাওয়া যাবে তাতে আমরা প্রত্যেকেই বেশ ধনী আর আমীর-ওমরাহ বনে যেতে পারব। এ কথা কেউ কিছু একবর্ণ জানতে পারবে না, কারণ এখানে আমরা অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর চাইতে ভাল সুযোগ আর কোনদিন কোথায় পাওয়া যাবে? এইবার বল সাহেব, তুমি আমাদের দলে থাকবে, না কি তোমাকে আমরা শত্রু বলেই মনে করব।'

'আমি মনে-প্রাণে তোমাদের দলে থাকব আমি বললাম।

'বেশ।' এই বলে আমার বন্দুকটা ফিরিয়ে দিল সে। 'দেখছেনই, আমরা বিশ্বাস করছি আপনাকে, কারণ আমরা জানি, 'আমাদের মত আপনার প্রতিজ্ঞাও কখনও ভঙ্গ হবে না। এখন কেবল আমার ভাই আর বণিকটির জন্যে অপেক্ষা করা।'

'তোমার ভাই কি জানে তাহলে, কী ব্যবস্থা হয়েছে?'

'মতলবটা তারই। সে এটা ছকেছে। ফটকে গিয়ে মেহম্মদ সিংহের সঙ্গে আমাদেরও চারদিকে নজর রাখতে হবে।'

'তখনও সমানে বৃষ্টি পড়ছে। সবে বর্ষা শুরু হয়েছে। কালো কালো মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে বেশীদূর দৃষ্টি চলে না। আমাদের ফটকের

সামনেই একটা গভীর খাদ। অনেক জায়গাই জল খুব কম, সহজেই পার হওয়া যায়। যে মানুষ পরোয়ানা নিয়ে আসছে তারই প্রতীক্ষায় দুই বেপরোয়া পাঞ্জাবীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। ভাবতেও অবাক লাগছিল।'

'হঠাৎ পরিখার ওপারে একটা ঢাকা-দেওয়া লণ্ঠনের আলোর রেখা আমার চোখে পড়ল। তারপর একটা ঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, আবার একটু দেখা দিল। আস্তে আস্তে সেটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।'

সোল্লাসে বলে উঠলাম, "ঐ, ঐ আসছে মনে হয় ওরা।"

'আবদুল্লা চুপি চুপি বলল, 'তুমি সাহেব যথারীতি প্রথমে চেপে ধরবে। কিন্তু তাকে ভয় পাইয়ে পাঠিয়ে দিও না। পরে ভিতরে পাঠিয়ে দিও। তুমি এখানেই পাহারায় থেকো। তারপর যা করবার আমরাই করব। লণ্ঠনটা হাতের কাছেই ভাল করে রেখ; যাতে ঢাকনা তুললেই লোকটাকে চিনতে পার।

'চঞ্চল আলোটা এগিয়ে আসতে আসতে কখনও বা থামছে, আবার এগোচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পরিখার ওপারে দুটি কালো মূর্তি আমাদের চোখে পড়ল। ঢাল বেয়ে নেমে কাদা জল ভেঙে ওরা এগিয়ে আসতে লাগল, কোন বাধা দিলাম না। তারপর এপারে সে গেটের অর্ধেকটা পর্যন্ত এলে পর আমি চ্যালেঞ্জ করলাম: 'হুকুমদার!' বললাম চাপা গলায়।'

'বন্ধু,' জবাব এল। লণ্ঠনের ঢাকনা সরাতেই এক-ঝলক আলো তাদের উপর পড়ল। প্রথমজন একটু লম্বা চওড়া শিখ, তার কালো দাড়ি কোমরবন্ধ পর্যন্ত লম্বা। এত বেশী লম্বা লোক আমি আর কখনও চোখে দেখি নি। অপরজন ছোটখাটো, মোটা, গোলগাল মানুষ, মাথায় মস্ত বড় হলুদ পাগড়ি, হাতে শালে জড়ানো একটা বাণ্ডিল। সে ভয়ে খুব কাঁপছে, হাত দুটো খিঁচুচ্ছে যেন কম্পজ্বর হয়েছে, মাথাটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে এইভাবে দুলছে। আর ইঁদুর গর্ত থেকে বেরুলে যেমন মনে হয় তেমনি তার চোখ দুটো চিক্ চিক্ করছে। একে মারবার কথা ভাবতেই আমার বুকটা কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে রত্ন ভাণ্ডারের কথা মনে আসতেই মনটা পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল। আমার সাদা মুখ দেখেই সে আনন্দে অস্ফুট শব্দ করে আমার দিকে দৌড়ে ছুটে এল।

'হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আশ্রয় দাও আমাকে সাহেব, অভাগা বণিক আসমতকে একটু আশ্রয় দাও। আগ্রার কিল্লায় আশ্রয় পাবার জন্য বহু আশায় আমি রাজপুতানা পাড়ি দিয়ে আগ্রায় এসেছি। কোম্পানির বন্ধু বলে আমার সব নিয়েছে, আমাকে মেরেছে, গালাগালি করেছে। আজকের রাতটা বড় ভাল, তাই আমি আর আমার এই সামান্য সম্পত্তি নিরাপদ স্থান পেল।'

'তোমার বাণ্ডিলে কি আছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'একটা লোহার বাক্স। কিছু তুচ্ছ সাংসারিক কাজের জিনিস, যা কারুর কোন কাজে আসবে না অথচ আমার কাছে যার কিছু মূল্য আছে। তবে আমি যে একেবারে ভিখারী তা নয়; আপনাকে আর আপনার সরকারকে আমি পুরস্কার দেব সাহেব, যদি আশ্রয় পাই আপনার এখানে।'

'লোকটার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে আমার সাহস হল না। তার ফোলা-ফোলা ভয়ার্ত মুখখানা দেখেই তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবার কথা ভাবাও আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করাই ভাল।

'দুই শিখ চলল ওর দু-পাশে, আর দৈত্যাকার শিখটি চলল পেছনে পেছনে। এই-ভাবে ওরা অন্ধকার তোরণটা পার হয়ে চলে গেল। আর কোন মানুষ কখনও এমন বিপদে পড়েছে বলে মনে হয় না। লণ্ঠন নিয়ে আমি রয়ে গেলাম গেটের কাছে।

'আমি শুনতে পেলাম, নির্জন করিডর দিয়ে তারা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ থেমে গেল। অনেক গলার স্বর, ধস্তাধস্তি ও আঘাতের শব্দ কানে এল। মুহূর্তমাত্র পরে একটা দ্রুত পায়ের শব্দ আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে একটা লোক দৌড়ে আসছে। আমি একটু ভয় পেলাম। দীর্ঘ সোজা পথটার দিকে লণ্ঠনটা ঘোরাতেই দেখি, সেই মোটা লোকটা যেন বাতাসের বেগে ছুটে আসছে কালো দাড়িওয়ালা সেই প্রথম বিশাল শিখটা। তার হাতে একখানা খোলা ছুরি। আমি কখনও কোন মানুষকে এই বণিকটির মত দ্রুত ছুটতে আজও দেখি নি। সে ক্রমাগতই শিখটাকে পিছনে ফেলে দ্রুত ছুটছে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, একবার যদি আমাকে পার হয়ে খোলা মাঠে চলে যেতে পারে, তাহলেই সে বেঁচে যাবে এ যাত্রা। আমার মনটা বেশ নরম হল। কিন্তু আবার সেই রত্ন ভাণ্ডারের চিন্তা আমাকে ভীষণ কঠিন ও কঠোর করে তুলল। যেমনি সে আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেল অমনি আমার বন্দুকটা তার দুই পায়ের ফাঁকে ছুঁড়ে দিলাম। গুলি-খাওয়া খরগোসের মত সে দুটো পাক খেয়ে সেখানে পড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে পুনরায় উঠে দাঁড়াবার আগেই শিখটা ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের ছুরিটা তার বুকে বসিয়ে দিল। লোকটা যেখানে পড়েছিল সেখানেই পড়ে রইল। আমার মনে হল, পড়ে গিয়েই তার ঘাড়টা ভেঙে গিয়েছিল। দেখুন আপনারা, আমার কথা আমি ঠিক রেখেছি। আমার স্বপক্ষে যাক আর নাই যাক, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল অক্ষরে অক্ষরে ঠিক তাই বলেছি।'

হাত-কড়া-বাঁধা হাতে সে হোমসের তৈরি হুইস্কি আর জল খেল। বলতে বাধা নেই, লোকটার সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আমার মনে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে—কেবলমাত্র এই গর্হিত কাজ করার জন্যেই নয়, তার চেয়েও বেশি এই কারণে যে, অমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ও এমন সাধারণভাবেই বলে চলেছে। যে শাস্তিই ওর পাওনা হোক, আমার কাছ থেকে ও কোন সহানুভূতি পাবার আশা করে না। হোমস্ আর জোনস্ হাঁটুতে হাত রেখে বসে প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গে ওর কথা সব শুনেছে বটে, কিন্তু ওদের মুখেও স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। এটা হয়ত স্মলও লক্ষ্য করে থাকবে, কারণ আবার যখন সে তার কাহিনী আরম্ভ করল, তার গলার আওয়াজে আর ভাবভঙ্গিতে খানিকটা বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠেছে।

সে বলতে লাগল, 'কাজটা যে খুবই খারাপ সন্দেহ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, আমার অবস্থায় পড়লে নিজের গলাটা কাটা যাবে জেনেও লুঠের অংশ নিতে অস্বীকার করবে এমন মানুষ ক'জন এই পৃথিবীতে আছে। তাছাড়া, একবার যখন সে কিল্লায় গিয়ে ঢুকেছিল, তখন হয় আমার জীবন আর না হয় তার জীবন যেতই। সে

যদি পালিয়ে যেত কোন ক্রমে, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেত এবং সামরিক বিচারে আমাকেই গুলি করা হত, কারণ সে সময় মানুষের মধ্যে কোন উদারতা ছিল না।'

হোমস বলল, 'তোমার গল্পটা এবার বলে যাও।'

'তখন আবদুল্লা, আকবর আর আমি তাকে তুলে ভিতরে নিয়ে গেলাম। অমন বেঁটে হলে কী হয়, ভীষণ ভারি। মোহাম্মদ সিং-এর উপর রইল তোরণ পাহারার ভার। লোকটার জন্যে আগে থেকেই একটা জায়গা ঠিক ঠাক করা ছিল, ওখান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। আঁকাবাঁকা পথে যেতে হয় সেখানে। একটা খালি হলঘর, তার ইঁটের দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়ছে। ঘরের মাটির মেঝেয় একটা জায়গা নিচু হয়ে একটা স্বাভাবিক কবরের মত দেখতে, বণিক আসমতকে সেখানে রেখে আলগা ইঁট দিয়ে ঢেকে দিলাম আমরা। তারপর গেলাম মণিমুক্তোর বাক্সটার কাছে।

'প্রথম আঘাতের পর যেখানে রত্ন-ভাণ্ডার পড়ে গিয়েছিল সেখানেই পড়ে আছে। আপনার টেবিলের উপর যেটা খোলা পড়ে আছে ওই বাক্সটাই। উপরে যে কাজ-করা হাতলটা রয়েছে তার সঙ্গে সিল্কের দড়ি বাঁধা একটা চাবিও ঝুলছিল। বাক্সটা খোলা হলে লণ্ঠনের আলোয় যেসব মণি-মুক্তো ঝলমল করে উঠল তার কথা ছোটবেলায় বইতে পড়েছি আর শুধুমাত্র ভেবেছি। সেগুলির দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। চোখে দেখার সাধ মিটে গেলে সব কিছু বের করে একটা তালিকা তৈরি করা হল। প্রথম শ্রেণীর হীরে ছিল একশ তেতাল্লিশটা, তার মধ্যে—যতদূর মনে পড়ে—একটার নাম ছিল 'শ্রেষ্ঠ মোগল', পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হীরে সেটা। আর ছিল সাতানব্বইটা খুব ভাল মরকত মণি এবং ছোট-বড় মিলিয়ে একশ সত্তরটা চুণি। তাছাড়া চল্লিশটা পদ্মরাগ, দু'শ দশটা নীলকান্ত মণি, একষট্টিটা সোলেমানি পাথর এবং অনেকগুলি করে স্ফটিক, বৈদূর্যমণি, পীরোজা ও আরও নানা রকমের পাথর যার নাম আমি জানতাম না, যদিও তারপরে অনেক কিছুই জেনেছি। আরও ছিল, প্রায় তিনশ খুব ভালো মুক্তো, তার মধ্যে বারোটা বসানো ছিল একটা স্বর্ণ-মুকুটে। ভাল কথা, এই শেষেরগুলি বাক্স থেকে বের করে নেওয়া হয়েছিল, আমি যখন বাক্সটা খুলি তখন তাতে ছিল না।'

'লেখা ও গোনা হয়ে গেলে আবার ওগুলো বাক্সের মধ্যে পুরে নিয়ে গেলাম গেটের কাছে মহম্মদকে দেখাব বলে। তখন আবার আমরা ঈশ্বরের নামে শপথ নিলাম সবাই সবাইকে সাহায্য করব আর এই ব্যাপার নিয়ে কেউ কাউকে কোনদিন প্রতারণা করব না। ঠিক করা হল যতদিন না দেশে শান্তি ফিরে আসছে ততদিন এই বাক্সটা কোনও নিরাপদ জায়গায় আমরা লুকিয়ে রাখব, তারপর সময় এলে সমানভাবে ভাগ করে নেব। তক্ষুনি ভাগ করে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হত না, কারণ যদি কোন ক্রমে প্রকাশ পায় এরকম বহুমূল্য বস্তু আমাদের কাছে আছে তাহলে সকলের মনে সন্দেহ জাগবে, এবং দুর্গে এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে ওগুলো নিরাপদে লুকিয়ে রাখাও যেতে পারে। তাই বাক্সটা সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হল যেখানে মৃতদেহটা পুঁতে রাখা হয়েছিল। যেখানকার দেওয়াল অপেক্ষাকৃত মজবুত সেখানে একটা গর্ত করে রেখে দেওয়া হল সেই বাক্সটা। জায়গাটা সকলে চিনে রাখলাম ভাল করে। পরদিন আমি চারজনের জন্যে চারটে নক্সা তৈরি করলাম আর তার নিচে সই করলাম চারজনে

কারণ আমরা শপথ করেছিলাম যে প্রত্যেকে আমরা সর্বদাই পরস্পরের সাহায্য করব, কেউ কোনরকম সুবিধা নেব না। বুকে হাত দিয়ে আমি বলতে পারি যে শপথ আমি আজ পর্যন্ত এখনও ভাঙি নি।'

'ভারতীয় বিদ্রোহের কি হল সে কথা আপনাদের শোনার প্রয়োজন নেই। উইলসন দিল্লী দখল করলেন, আর স্যার কলিন লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করলেন। তারপরেই বিদ্রোহের শিরদাঁড়া বেশ ভেঙে গেল। নতুন করে সৈন্য আবার আসতে লাগল। নানাসাহেব সীমান্ত পেরিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল। কর্ণেল গ্রেটহেডের নেতৃত্বে একদল সৈন্য আগ্রায় এসে পাণ্ডিদেরও হটিয়ে দিল। ধীরে ধীরে দেশে আবার শান্তি ফিরে আসল। আমাদের চারজনেরও মনে আশা হল, লুটের অংশ নিয়ে নিরাপদে কোথাও চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু হায়! মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সব আশা চূর্ণ হয়ে গেল। আসমতের হত্যাকারী সন্দেহে আমাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হল।

'ব্যাপারটা ঘটেছিল এইরকম। রাজা বিশ্বাসী লোক ভেবেই আসমতের মারফত ধনরত্নগুলো পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য দেশের মানুষ সাধারণত একটু সন্দেহপ্রবণ হয়ে থাকে। তাই রাজা আসমতের চেয়েও বিশ্বাসভাজন এক ব্যাক্তিকে পাঠান আসমতের উপর গোয়েন্দাগিরি করতে। একে সাবধান করে বলে দিয়েছিল যেন কোন মতেই আসমতকে চোখের আড়াল হতে না দেয় এবং এর ফলে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে আসমতকে। সে রাত্রেও সে ছিল আসমতের পেছনে পেছনে এবং লক্ষ্য করেছিল আসমতকে তোরণ দিয়ে প্রবেশ করতে। স্বভাবতই সে ধরে নিয়েছিল আসমত দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। পরদিন সে এসে দুর্গে প্রবেশের অনুমতি পায়, কিন্তু আসমতের কোন চিহ্নই সে সেখানে পায় না। ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, একজন সার্জেণ্টও ব্যাপারটা দুর্গপতির কানে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজা শুরু হল এবং শেষ পর্যন্ত আসমতের মৃতদেহের পাত্তাও মেলে। ফলে এই দাঁড়ায় যে, ঠিক যে সময়ে আমরা ভেবেছিলাম আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ তখন আমাদের চারজনকে খুনে অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল,—তিনজনকে এই কারণে যে, আমরাই সে রাতে গেটের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম, আর চতুর্থ জনকে, নিহতের সঙ্গে ছিল এই অপরাধে। ধনরত্নের কোন উল্লেখই বিচারের সময় করা হল না, কারণ ইতিমধ্যে রাজাচ্যুত হয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ায় আর কারও এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। হত্যাকাণ্ডটা অবশ্য খুব পরিষ্কারভাবেই বিচারে প্রমাণিত হল এবং আমাদের সকলেরই যে তাতে হাত ছিল এটাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল। শিখ তিনজনের হল আজীবন কারাদণ্ড, আর আমার একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যু, যদিও অবশ্য পরবর্তীকালে সেই দণ্ড লাঘব হয়ে আমারও শাস্তি সঙ্গীদের সমানই করা হল।'

'শেষে কী অদ্ভুত অবস্থায়ই না আমরা পড়লাম। চারজনকে পা বেঁধে রাখা হল। বাইরে বের হবার কোন আশাও নেই। আমরা প্রত্যেকেই এমন একটা টাকার মালিক যার সদ্ব্যবহার করতে পারলে আমরা রাজপ্রাসাদেও বসবাস করতে পারি। প্রতিটি ক্ষুদে অফিসারের লাথি-ঝাঁটা সহ্য করতে হবে, খেতে হবে ডাল ভাত; অথচ আমাদের রয়েছে প্রচুর ধনসম্পদ, শুধু কুড়িয়ে নিলেই হল। আমাদের বুক ফেটে যাবার উপক্রম। হয় তো পাগলই বনে যেতাম। কিন্তু আমি চিরদিনই একরোখা; তাই সব কিছু

সহ্য করে দিন গুণতে লাগলাম।

'শেষ পর্যন্ত মনে হল এই সেই সুযোগ। আগ্রা থেকে মাদ্রাজে, এবং মাদ্রাজ থেকে আমায় আন্দামানে পোর্ট ব্লেয়ারে বদলি করা হল। এই উপনিবেশে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর সংখ্যা ছিল কম। আর গোড়া থেকেই বেশ ভাল ব্যবহারের জন্যে দেখলাম কিছু সুযোগ সুবিধে আমায় দেওয়া হচ্ছে। কেপ টাউনে আমায় একটা ঘর দেওয়া হল। জায়গাটা বেশ ছোট, মাউণ্ট হ্যারিয়েটের ঢালের উপর বাড়ীটা। ভাল লাগল নিজেকে, মালিক-মালিক যেন মনে হল। জায়গাটা খুব খারাপ জ্বরের উপদ্রব ওখানে। আর আমাদের চারিদিকেই বন্য নরখাদকের বাসস্থান। সুযোগ পেলেই তারা বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করবার জন্যে প্রস্তুত। কাজ ছিল খোঁড়াখুঁড়ি করা, গর্ত করা আর চুবড়ি আলুর চাষ আর এমনি দু-একটা সাধারণ কাজ। এ কাজেই আমাদের কাটত সারাদিন। শুধু সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা সময় মিলত। আর অন্য যা কাজ তার মধ্যে একটা হল সার্জেনের কম্পাউন্ডারির, আর তার কাজও শিখেছিলাম একটু-আধটু। আর সব সময়েই আমি পালাবার সুযোগ খুঁজতাম। কিন্তু এখান থেকে শত শত মাইল দূরে সব দেশ। এবং বাতাসও যে তেমন জোরালো তাও নয়। সুতরাং পালানো সম্ভব নয়। সার্জন ডঃ সোমারটন লোকটি ছিলেন যুবক এবং বেশ খোসমেজাজি লোক। এবং অন্যান্য অফিসাররা মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় এসে তাঁর ওখানে তাস খেলতেন। ডাক্তারখানাটা ছিল তাঁর বসবাস ঘরের পাশেই। মাঝখানে একটা ছোট জানালা ছিল। যখন বড় একা-একা বোধ হত, ডাক্তারখানার আলো নিবিয়ে দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঁদের কথা সব শুনতাম, আর খেলাও দেখতাম। তাস খেলতে আমারও খুব ভাল লাগত, এবং অন্যের খেলা দেখতেও আমার খারাপ লাগত না। খেলার সঙ্গী ছিলেন মেজর শোলটো, ক্যাপ্টেন মরস্টান আর লেফটেন্যাণ্ট ব্রমলি ব্রাউন,—এঁরা ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। আর ছিলেন সার্জন স্বয়ং এবং জন দু-তিন অসামরিক কর্মচারী; ভারি চালক চতুর, এবং বুদ্ধি খাটিয়ে খেলতো এরা। খাসা জমত খেলা। সকলেরই খেলার হাত বেশ পাকা।'

'শীঘ্রই একটা জিনিস আমার নজরে এল। খেলায় সৈনিকরা হারত আর অসামরিক লোকরা জিতত: আমি বলছি না যে কোনরকম জোচ্চুরি হত, তবে ঐ রকমটাই ঘটত। কারা-বিভাগের লোকগুলো আন্দামানে আসার পর থেকে তাসখেলা ছাড়া আর বিশেষ কিছু কাজ করে না; পরস্পরের খেলা তারা ঠিক ঠিক ভাবেই বুঝত। কিন্তু অন্যরা খেলত শুধু সময় কাটাবার জন্য, কোনরকমে তাস খেলাই যেন তাদের কাজ। ফলে সৈনিকরা দরিদ্রতর হয়ে উঠল। তারা যত বেশী হারে ততই বেশী করে খেলায় ঝোঁকে। মেজর শোলটোর অবস্থা হল সবচাইতে বেশী শোচনীয়। প্রথম প্রথম সে খেলত নোটে আর স্বর্ণমুদ্রায়। ক্রমে সেটা এসে দাঁড়াল মোটা টাকার হ্যাণ্ডনোটে। কখনও হয় তো কয়েক দান জিতত। হয়তো তার উৎসাহ বাড়াবার জন্যই এরকম করত। তারপরই ভাগ্য তার প্রতি আগের চাইতেও আবার বিরূপ হত। সারাদিন কালো ঝড়ো মেঘের মত থমথমে মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ক্রমে সে প্রচুর মদ খেতেও শুরু করল।

'একদিন রাত্রে তিনি প্রচুর লোকসান খেলেন, এতটা হার এর আগে কখনও হারেন

নি। আমি আমার কুটিরে বসে আছি, নিজেদের কোয়ার্টারে যাবার পথে তিনি আর ক্যাপ্টেন মরস্টান টলতে টলতে ফিরছিলেন আমার কুটিরের পাশ দিয়ে। ভারি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাঁরা, প্রায় সর্বদাই থাকতেন একসঙ্গে। লোকসানের কথা নিয়ে মেজর খুব চেঁচামেচি করছেন।

'আমার কুটিরের পাশ ফিরে যেতে যেতে মেজর বললেন শুনতে পেলাম, "সব গেছে, মরস্টান, আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।' চাকরী ছেড়ে দিতে হবে।

'তার কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে অপরজন বলল, 'কি বাজে বকছ! আমার অবস্থাও তো কাহিল, কিন্তু—।' ঐইটুকু শুনতে পেলাম। কিন্তু তাতেই আমার মনে একটা ভাবনা এসে গেল।

'দিন দুই পরে মেজর শোলটো সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলেন সেই সুযোগে তার সঙ্গে কথা বললাম।'

'মেজর, আমি আপনার একটু পরামর্শ চাই', আমি বললাম।

'ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে তিনি বললেন আরে স্মল, ব্যাপার কি?'

"স্যার, গুপ্তধন পেলে তা কার হাতে দেওয়া উচিত? পাঁচ লক্ষ্য পাউন্ড দামের ধনরত্ন কোথায় আছে আমি জানি, এবং নিজে যখন সেটা নিতে পারছি না তখন তো আমার মনে হয় ঠিক যার প্রাপ্য তার হাতেই তুলে দেওয়া উচিত, হয়ত সেক্ষেত্রে আমার জেল খাটার মেয়াদ খানিকটা কমতে পারে।"

"অ্যাঁ, কী বললে স্মল, পাঁচ লক্ষ্য!" খাবি খেয়ে, কঠিন দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন, আমি সত্যি বলছি কি না তাই পরখ করতে।

'ঠিক তাই স্যার—হীরে জহরৎ আর মণি-মুক্তোয়। যে কেউ সেটা পেতে পারে। মজা কি জানেন, প্রকৃত মালিক দেশ থেকে এখন বিতাড়িত, কাজেই সে সম্পত্তি সে পেতেই পারে না। ফলে যে প্রথম পাবে সম্পত্তি তারই হবে।'

'তোতলাতে তোতলাতে তিনি বললেন, 'না স্মল, তা নয়,—সরকারে বর্তাবে ওটা।' থেমে থেমে, এমনভাবে কথাটা বললেন যে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে আমি ওঁকে হাত করতে পেরেছি। ধীরভাবে আমি বললাম, 'তাহলে কি স্যার খবরটা বড়লাটকে জানিয়ে দেব নাকি?'

'দেখ—দেখ, তাড়াহুড়ো কিছু করতে যেও না, তাতে পরে পস্তাতে হবে। সব কথা আমি শুনতে চাই স্মল। ঘটনাটা খুলে বল দেখি।'

'সামান্য অদল-বদল করে সব কথা তাঁকে বললাম, যাতে জায়গাটা তিনি চিনতে না পারেন। কথা শেষ হলে সে বিস্মিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন তার কুঞ্চিত ঠোঁট দেখেই বুঝলাম, তার মনে তখন ঝড় বইছে।'

'শেষ পর্যন্ত বললেন, 'দেখ স্মল, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর, এ নিয়ে ভুলেও কারুর সঙ্গে কোনও আলোচনা করবে না। আবার পরে তোমার সঙ্গে দেখা করে সব বলব।'

'দুই দিন পরে সে আর তার বন্ধু ক্যাপ্টেন মরস্টান গভীর রাতে একটা লণ্ঠন হাতে আমার কুঁড়েঘরে এল।'

'আমি চাই, ক্যাপ্টেন মরস্টান তোমার মুখ থেকেই সব কথা শুনুক।'

'আগের মত করেই সব শোনালাম তাঁকেও। শুনে মেজর বললেন, 'হু, সত্যি বলেই তো মনে হচ্ছে, তাই না? নিশ্চয়, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, কী বল?'

'ক্যাপ্টেন মরস্টান সায় দিলেন ঘাড় নেড়ে।'

মেজর বললেন, 'দেখ স্মল, এ নিয়ে আমি আমার এই বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এ ব্যাপারটার সঙ্গে গভর্মেণ্টের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, তোমার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার এ, এ তুমি ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পার। এখন কথা হচ্ছে এ জন্যে কী চাও তুমি? এ ব্যাপারে আমরা হাত দেব তখনই, যখন কথাবার্তা একেবারে পাকা হবে।' খুব ঠাণ্ডাভাবে, যেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার নয় এইভাবে কথাটা বলবার চেষ্টা করলেও দেখলাম, লোভ আর উত্তেজনার আতিশয্যে তাঁর দু-চোখ যেন জ্বলছে।'

'তাঁর মতই উত্তেজনা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'দর-দামের কথা যদি বলেন, তাহলে তো আমার মত পরিস্থিতিতে একটি মাত্র কথাই হতে পারে। আমি চাই, আমাকে এবং আমার তিন সঙ্গীকে আপনারা খালাস করতে সাহায্য করুন। তখন আপনাদেরও আমরা অংশীদার করে নেব এবং আপনাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেবার জন্য সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ দেব।'

'হুম!' সে বললে, 'পঞ্চম অংশ! খুব লোভনীয় নয়।'

'কেন, আপনাদের এক একজনের ভাগে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড করে পড়বে।'

'তা যেন হল, কিন্তু কী করে তোমাদের পালানোর ব্যবস্থা করব? জানই তো, তুমি যা দাবি করছ তা একেবারেই অসম্ভব।'

'আমি বললাম, 'উঁহু, মোটেই তা নয়। সমস্ত ব্যাপারটা আমি আগাগোড়াই ভেবে রেখেছি। এখান থেকে আমাদের পালিয়ে যাওয়ার পথে একমাত্র বাধা এই দীর্ঘ যাত্রার উপযোগী নৌকো আমাদের নেই, আর যতদিন সময় লাগবে ততদিনের উপযুক্ত খাদ্যও আমাদের নেই। কলকাতায় আর মাদ্রাজে প্রচুর ইয়ট নৌকো পাওয়া যায় যাতে দিব্যি আমাদের নিয়ে যেতে পারবে। ঐ একটা যদি আনিয়ে দেন তো আমরা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ব। যদি ভারত উপকূলের কোনস্থানে আমাদের নামিয়ে দেন তাহলেই আপনাদের তরফ থেকে আর কিছু করবার থাকবে না।'

'একজন হলে না হয় হতে পারত', তিনি বললেন।'

'আমি বললাম, 'হয় সকলে, নতুবা কেউ যাবনা। আমরা শপথ করেছি। চারজন সব সময় একসঙ্গে কাজ করব।'

'উনি বললেন, 'দেখ মরস্টান, স্মল যা বলে তার কথার খেলাপ করে না। বন্ধুদের ছেড়ে সে কোনমতেই সরে যাবে না। আমার মনে হয় আমরা ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি।'

'ক্যাপ্টেন মরস্টান বললেন, 'ভীষণ নোংরা ব্যাপার! তবে, তুমি যা বলছ, পয়সা পেলে দিব্যি পুষিয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।' চেষ্টা চরিত্র করে পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু সকলের আগে তোমার কথা সত্য কিনা যাচাই করে দেখা দরকার। আমাকে বল বাক্সটা কোথায় আছে। আমি ছুটি নিয়ে মাসান্তিক রসদ-সরবরাহকারী জাহাজে করে ভারতবর্ষে গিয়ে সবকিছু দেখে আসব।'

আমি বললাম, 'উঁহু, অমন তাড়াহুড়ো করলে কিন্তু চলবে না।' উনি যতটা উত্তেজনার সঙ্গে বললেন ততটা ঠাণ্ডা মাথায় বললাম আমি, 'তার আগে আমাকে সহকর্মীদের মত নিতে হবে। প্রথমেই বলেছি হয় আমরা চারজনই এর মধ্যে থাকব, নয় তো কেউ থাকব না।'

'ধেৎ, কী যে সব আজে বাজে বকো! আমাদের এই চুক্তির মধ্যে আবার তিনটে কালা আদমি আসবে কেন?'

আমি বললাম, 'কালোই হোক আর নীলই হোক, আমরা চারজন ঠিক এক সঙ্গেই চলি।'

'যাহোক, দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারেই সবকিছু ঠিক হয়ে গেল। সেখানে মেহম্মত সিং, আব্দুল্লা খান ও দোস্ত আকবর সকলেই উপস্থিত হয়ে সব ব্যাপারটা পুনরায় আলোচনা করে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত কর হল। আমরা আগ্রা কিল্লার নক্সা তৈরি করে তাতে লুকানো রত্ন-ভাণ্ডারের স্থানটা চিহ্নিত করে দুজন অফিসারকেই দিয়ে দেব। মেজর শোলটো আমাদের কথা যাচাই করতে ভারতবর্ষে যাবে। বাক্সটা পেলে সেটাকে সেখানেই রেখে দিয়ে সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রসদসহ একটা ছোট পালতোলা নৌকো কিনে পাঠিয়ে দেবে। নৌকোটা রাটল্যাণ্ড দ্বীপে নোঙর করবে আর সেখান থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করব। ইতিমধ্যে মেজর শোলটো ফিরে এসে কাজে আবার যোগদান করবেন। ক্যাপ্টেন মরস্টান তখন ছুটিরজন্য দরখাস্ত করবে ও আগ্রায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। তখন সেখানেই রত্ন ভাণ্ডারের কথামত ভাগ-বাঁটোয় হবে এবং ক্যাপ্টেনই তার নিজের ও মেজরে অংশটা নেবে। কায়-মন-বাক্যে বারবার আমরা শপথ করে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিলাম। সারারাত কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। সকালে দুখানা নক্সাই তৈরি হয়ে গেল। চার-জনের—অর্থাৎ আব্দুল্লা, আকবর, মেহম্মত ও আমার—চিহ্ন দিয়ে তাতে সই করা হল।

'এই দীর্ঘ কাহিনী শুনতে নিশ্চয় আপনাদের কাছে ক্লান্তিকর মনে হচ্ছে, এবং আমি ভালভাবে জানি যে বন্ধুবর মিঃ জোনস্ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আমাকে নিরাপদে হাজতে পোরবার জন্যে। তাই আমি চেষ্টা করছি যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারতে। শয়তান শোলটো তো ভারতে গেল আর ফিরল না। কিছুদিন পরেই ক্যাপ্টেন মরস্টান এক ডাক-লণ্ডের যাত্রীদের তালিকায় আমাকে শোলটোর নাম দেখালেন। তাঁর কাকার মৃত্যুতে এক বিশাল সম্পত্তি তাঁর ভাগে বর্তায় এবং তিনি সৈন্যবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন। অথচ তা সত্ত্বেও তিনি কী নিচুতেই না নামলেন, পাঁচ-পাঁচ জনের সঙ্গে কী জঘন্য ব্যবহারই না করলেন! কিছুদিন পরেই মারস্টান আগ্রায় যান এবং দেখেন, মণিমুক্তো সব সত্যিই সেখান থেকে উধাও। চুরি করেছে শয়তান শোলটো—যে যে শর্তে আমরা শপথ করেছিলাম তার একটাও তিনি পালন করে নি। সেইদিন থেকেই আমি বেঁচে আছি কেবল প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যে। এইটিই ছিল আমার সারা দিনের চিন্তা, আর সেই চিন্তাকে আমি মনে মনে পরিকল্পনা করতাম সারা রাত ধরে। শেষ পর্যন্ত এ যেন এক নেশায় পরিণত হল। এ ছাড়া আর সব কিছুই আমার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে উঠল। আইনের ভয়, বা ফাঁসি হবার ভয় পর্যন্ত আমার মনে আর রইল না। মুক্তিলাভ করে শোলটোকে খুঁজে বার করে তার গলা টিপে হত্যাকরা—আমার একমাত্র

চিন্তা তখন তাই। এমনকি শোলটোকে হত্যা করার এই বাসনার তুলনায় আগ্রার ধনরত্ন পর্যন্ত যেন গৌণ হয়ে গেল।

'জীবনে অনেক কিছুই ধরেছি, আর যা ধরেছি তাই শেষ করেছি। কিন্তু অনেক বছর পার করে তবে এবার এই সুযোগ এল। ওষুধ-পত্রের গুণাগুণ কিছুটা শিখে ছিলাম। একদিন একদল কয়েদি জঙ্গলের মধ্যে একটা ক্ষুদে আন্দামানীকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে এল। অসুখে সে মৃতপ্রায়। ডাঃ সমার্টন তখন জ্বরে শয্যাশায়ী। বাচ্চা সাপের মত বিষাক্ত হলেও তাকে আমি ভাল করার জন্য হাতে তুলে নিলাম। দু' মাস ধরে চিকিৎসায় তাকে ভাল করলাম। সে হাঁটিতে-চলতে সক্ষম হল। আমার প্রতি তার বেশ টান দেখা গেল। সে আর জঙ্গলে ফিরে গেল না। আমার ঘরের চারধারেই ঘুর ঘুর করতে লাগল। তার কাছ থেকে তার ভাষাও একটু-আধটু শিখে নিলাম। ফলে আমার প্রতি তার টান আরও বেশী বেড়ে গেল।

টোঙ্গা—তার নাম, নৌকো বাইতে খুব ওস্তাদ। তার একটা বেশ বড়-সড় ক্যানো নৌকোও ছিল। যখন দেখলাম সে আমার বেশ অনুগত এবং আমার জন্যে যে কোন কাজ করতে পিছপা নয়, আমি দেখলাম পালাবার এই মস্ত সুযোগ। এ নিয়ে কথা কইলাম দুজনে। একটা পুরোনো জেটি যেটার উপর কোন পাহারা ছিল না, ঠিক হল এক নির্দিষ্ট সন্ধ্যায়, সে সেখানে ক্যানো নিয়ে এসে আমায় তুলে নেবে। বলেছিলাম বেশ কয়েকটা লাউয়ের পাত্রে জল, অনেক চুবড়ি আলু আর নারকেল আর মিষ্টি আলু নৌকোয় রাখতে।

'বেঁটে টোঙ্গা সত্যি খুব বিশ্বস্ত। ওরকম বিশ্বস্ত সঙ্গী কারও ভাগ্যে জোটে না। নির্দিষ্ট রাতে ডোঙা নিয়ে সে জাহাজঘাটায় এল। ঘটনাক্রমে একটা কয়েদি, রক্ষী সেখানে উপস্থিত ছিল—সে শয়তান পাঠানটা আমাকে বারবার অপমান ও নির্যাতন করত। প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা আগেই করেছিলাম, এবার সে সুযোগ পেলাম। মনে হল, দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার আগে ঋণ শোধ করবার জন্যই নিয়তি তাকে আমার সামনে এসে হাজির করল। পিছন ফিরে সে সাগর-তীরে দাঁড়িয়েছিল। একটা হাল্কা বন্দুক ছিল তার কাঁধে। এক ঘায়ে তার মাথার ঘিলু বের করে দেবার মত একটা কিছু খুঁজলাম, কিছু পেলম না।'

একটা অদ্ভুত মতলব তখন আমার মাথায় এল, অস্ত্রের নির্দেশ পেলাম সেই থেকে। অন্ধকারে বসে পড়ে আমি তুলে নিলাম আমার কাঠের পা-টা। লম্বা লম্বা তিন লাফে আমি পৌঁছে গেলাম তার একেবারে কাছে। তার কাঁধে বন্দুক, কিন্তু আমি সেই কাঠ দিয়ে সজোরে মারলাম তাকে, মাথার খুলির সামনেই দিকটা একেবারে বসে গেল। কাঠের পা-টা ফেটে গিয়েছিল। দু-জনের পড়ে গেলাম কারণ আমি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। যখন উঠলাম, দেখলাম ওর দেহ নিস্পন্দ। উঠলাম নৌকোয়, আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই খানিকটা চলে গেলাম। টোঙ্গা তার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি সঙ্গে করে নিয়েছিল, এমনকি তার অস্ত্রশস্ত্র আর তার দেবতাদের পর্যন্ত। আর ছিল একটা লম্বা বাঁশের বল্লম আর খানিকটা আন্দামানী নারকেল ছোবড়ার মাদুর। এটা দিয়ে আমি একটা কাজ-চালানো গোছের পাল তৈরি করে ফেললাম। দশ দিন ধরে আমরা চললাম এলোমেলোভাবে, ভাগ্যের উপর হাল ছেড়ে। এগারো দিনের দিন এক ব্যাবসায়ী

আমাদের তার জাহাজে তুলে নেন। প্রচুর মালয়ী তীর্থযাত্রী নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন সিঙ্গাপুর থেকে জিড্ডায়। যাত্রীরা সব অদ্ভুত ; যাই হোক টোঙ্গা আর মানিয়ে নিলাম ওদের মধ্যে। একটা ভারি গুণ ওদের মধ্যে ছিল, কোন প্রশ্ন করত না বা কোন ব্যাপারে থাকত না।

'দেখুন, আমার বেঁটে সঙ্গী আর আমি যত রকম বিপদ-আপদে পড়েছিলাম সেসব বলতে গেলে আপনারা নিশ্চয় আমার উপর রাগ করবেন, কারণ তাহলে সূর্য ওঠা পর্যন্ত আপনাদের এখানে অপেক্ষা করে শুনতে হবে। পৃথিবীর এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সবসময়ই একটা না একটা বাধা এল লণ্ডনে যাওয়ার পথে প্রচুর অসুবিধা ঘটাতে লাগল। তবু আমার লক্ষ্য থেকে আমি কখনও একটুও বিচ্যুত হই নি। রাতে শোলটোকেই সব সময় স্বপ্ন দেখতাম। একশবার আমি ঘুমের মধ্যে তাকে খুন করেছি। অবশেষে তিন চার বছর আগে ইংলণ্ডের এসে পেঁছিলাম। শোলটো কোথায় বাস করে সেটা বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। তখন খোঁজ করলাম, সে রত্ন ভাণ্ডার পেয়েছিল কি না, বা তখনও সেটা তার কাছে আছে কি নেই। আমাকে সাহায্য করতে পারে এরকম একজনের সঙ্গে ভাব জমালাম—কারও নাম করব না, কারণ আর কাউকে আমি বিপদে ফেলতেচাই না—এবং শীঘ্রই জানতে পারলাম যে মণি-মুক্তোগুলো তখনও তার কাছেই আছে। তখন নানাভাবে তার কাছে যাবার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেও খুব ধূর্ত ; ছেলেরা এবং খিৎমৎগার ছাড়াও দুজন বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা সবসময় তাকে পাহারা দিত।'

একদিন খবর পেলাম সে মরতে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি গেলাম তার বাগানে,—এভাবে সব কিছু হাতছাড়া হয়ে যাবে এ কথা ভেবে আমি প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছি জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম সে বিছানায় শুয়ে, তার দুই ছেলে বিছানার দু-দিকে বসে। নির্ঘাত গিয়ে বোঝাপড়া করতাম তিনজনের সঙ্গে, কিন্তু তক্ষুনি দেখলাম তার চোয়াল ঝুলে পড়ল বুঝতে বাকি রইল না তার দিন শেষে মৃত্যু হয়েছে। সে রাত্রে আমি গেলাম তার ঘরে, কাগজপত্র খুঁজে দেখলাম যদি কোথাও কিছু উল্লেখ পাই ধনরত্ন কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কিছুই না পেয়ে আমি হতাশায় ফিরে এলাম—মন বিষিয়ে গেছে, অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠেছি। ফেরার আগে মনে যদি কখনও শিখ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়, হয়ত তারা তৃপ্তি পাবে শুনে যে আমি আমার ঘৃণার কিছুটা নিদর্শন ওখানে রেখে এসেছি। এই ভেবে চারজনের নাম দলিলটায় যেভাবে এক টুকরো কাগজে লিখে পিন দিয়ে এঁটে দিলাম তাঁর বুকে। যাদের উপর সে ডাকাতি করেছে, যাদের বোকা বনিয়েছে, তাদের কোন নিদর্শন না নিয়ে কবরে যাবে না, এটা আমার কিছুতেই আর সহ্য হচ্ছিল না।

'ঐ সময় নানা মেলায় এবং নানান জায়গায় টোঙ্গাকে কৃষ্ণকায় নরখাদকরূপে দেখিয়ে আমরা জীবিকা অর্জন করতাম। সে কাঁচা মাংস খেত আর রণ-নৃত্য দেখাত ; কাজেই প্রতিদিনই আমাদের টুপি পেনিতে ভরে উঠত। পণ্ডিচেরি লজের সব খবরই আমি রাখতাম। কিন্তু কয়েক বছর ধরে শুধু একটা খবরই শুনতে পেতাম—তারা তখনও রত্ন-ভাণ্ডারের খোঁজ করেই চলেছে। অবশেষে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত খবরটা এল। রত্ন-ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। বাড়ির একেবারে মাথায়, মিঃ বার্থোলোমিউ শোলটোর

রাসায়নিক গবেষণাগারে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে জায়গাটাও দেখলাম। কিন্তু আমার কাঠের পা নিয়ে অতদূর উঠব কেমন করে বুঝতে পারলাম না। ইতিমধ্যে ছাদের গুপ্তদরজার খবর এবং মিঃ শোলটোর রাতের খাবারের সময়টাও আমি ভাল করে জেনে নিয়েছি। মনে করলাম, টোঙ্গার সাহায্যে অনায়াসেই সব ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। তার কোমরের সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি বেঁধে তাকে সেখানে নিয়ে গেলাম। সে বেড়ালের মত সব কিছু বেয়ে উঠতে পারে। দেখতে দেখতে সে ছাদের পথ ধরে উঠে গেল। দুর্ভাগ্যবশত বার্থোলোমিউ শোলটো তখনও ঘরেই বসে ছিল। আর তাই তার প্রাণটা গেল। টোঙ্গা ভেবেছিল তাকে খুন করে সে জব্বর কাজ করে ফেলেছে, কারণ আমি দড়ি বেয়ে ঘরের মধ্যে পৌঁছে দেখি সে গর্বভরে ময়ূরের মত হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। যখন আমি দড়িটা দিয়েই তাকে পেটাতে শুরু করলাম, আর বেঁটে রক্ত চোষা শয়তান বলে গালাগাল করলাম, তখন সে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। রত্ন-ভাণ্ডারের বাক্সটা নিয়ে নিজেও নেমে গেলাম। মণি-মুক্তোগুলো যে অবশেষে ন্যায্য মালিকদের কাছেই ফিরে এসেছে সেটা জানাবার জন্য নেমে যাবার আগে চারজনের চিহ্নটা টেবিলের উপর রেখে এলাম। তখন টোঙ্গা দড়িটা টেনে নিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে যেপথ দিয়ে সে উঠেছিল সেই পথেই নেমে গেল।

'আর মনে হয় না বিশেষ কিছু শুনবার আছে। 'অরোরা' খুব দ্রুতগামী স্টীমলঞ্চ, খবর পেয়ে ভেবে দেখলাম পালাতে হলে অরোরাই লঞ্চই ভাল তাহলে। স্মিথের সঙ্গে, ঠিক হল যদি আমাদের নিরাপদে জাহাজে পৌঁছিয়ে দিতে পারে সে প্রচুর টাকা পাবে। সে বুঝতে পেরেছিল আমাদের কোন অসুবিধা কাছে যদিও সঠিক কোন ধারণা তার ছিল না? যা বললাম নিছক সত্য—এবং মোটেই আপনাদের খুশি করার জন্যে নয়, কারণ আপনারা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন নি বলছি এই কারণে যে, সব কথা স্পষ্ট করে খুলে বলাই হবে আমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল, যাতে সারা পৃথিবী জানতে পারে যে কী জঘন্য ব্যবহার আমি শয়তান শোলটোর কাছে পেয়েছি, এবং এও জানতে পারে যে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ আমি।'

হোমস বলল, এ খুবই আশ্চর্য কাহিনী। একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার উপযুক্ত কাহিনী। তোমার বিবরণের শেষের দিকটায় আমার কাছে নতুন কিছু নেই, শুধু যে দড়িটা দিয়ে তুমি নেমে এসেছিলে সেটুকু ছাড়া। ওটা ঠিক আমি জানতাম না। ভাল কথা, আমরা আশা করেছিলাম টোঙ্গার সবগুলি তীরই ফেলে গিয়েছিল; অথচ সে লঞ্চ থেকে আমাদের লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়েছিল।'

'আজ্ঞে, সব হারালেও একটা তো তার ব্লো-পাইপে সব সময়ে লাগানোই ছিল।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা আমি কিন্তু ভেবে দেখি নি।'

কয়েদি বলল, 'আর কিছু আপনাদের জিজ্ঞাস্য আছে?'

হোমস্ বলল, 'না, ধন্যবাদ।'

অ্যাথেলনি জোনস বলল, 'মিঃ হোমস্ অপরাধ তবে আপনি যে একজন বিশেষজ্ঞ তাতে সন্দেহ নেই; আপনাকে বিশেষভাবে খাতির করতে হবে বৈকি। কিন্তু তাহলেও কর্তব্য কর্তব্যই, এবং আপনার ও আপনার বন্ধুর খাতিরে আমি তা থেকে বেশ খানিকটা সরেই গেছি বলতে কি। স্বস্তি পাব এই কথককে গারদে ঠিকমত চাবিবন্ধ

করতে পারলে। গাড়িটা অপেক্ষা করছে, আর দু-জন ইন্সপেক্টরও নিচে রয়েছে। সাহায্যের জন্যে আপনাদের দুজনকে অশেষ ধন্যবাদ। অবশ্যই বিচারের সময় দুজনকে উপস্থিত হতে হবে তখন।'

জোনানাথ স্মল বলল, 'বিদায়, ভদ্রমহোদয়গণ।'

যেতে যেতে অতি-সতর্ক জোন্স বলল, 'তুমি আগে যাও স্মল। আন্দামান দ্বীপে যাই করে থাক, তোমার ওই কাঠের পা দিয়ে আমার মাথায় আবার যাতে আঘাত করতে না পার সেবিষয়ে আমি আগে নিশ্চিত হতে চাই।'

কিছুক্ষণ নীরবে বসে পাইপ টানতে টানতে আমি বললাম, 'তাহলে আমাদের এই নাটকের এখানেই যবনিকা পতন। আমার মনে হচ্ছে এই বোধহয় শেষ তদন্ত যাতে তোমার কর্ম-পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ আমি পেলুম। মিস মরস্টান তার ভাবী স্বামীরূপে গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করেছে।'

এ কথায় হোমস্ এক অত্যন্ত যন্ত্রণাসূচক কাতোরোক্তি করে। বলল 'হুঁ, এইরকমই আন্দাজ করছিলাম বটে। এজন্যে আমি তোমায় অভিনন্দন জানাতে পারছি না কিন্তু।'

দুঃখিত হলাম তার এ-কথা শুনে। বললাম, 'কেন হোমস্, পছন্দের ব্যাপারে কি তোমার অসন্তুষ্টির কোন কারণ আছে?'

আরে না মোটেই না। আমি তো মনে করি, আজ পর্যন্ত যত যুবতীকে আমি দেখছি সে তাদের মধ্যে সব চাইতে সুন্দরী; আর আমরা যে ধরনের কাজ করি তার পক্ষেও সে বিশেষ উপযোগী। সে ব্যাপারে তার প্রতিভা সন্দেহাতীত; ভেবে দেখ, তার বাবার অন্য সব কাগজপত্রের ভিতর থেকে সে আগ্রার নক্সাটা কেমন সুন্দরভাবে গুছিয়ে সযত্নে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু ভালোবাসা জিনিষটা আবেগ প্রসূত ব্যাপার, আর যা কিছু আবেগ-সম্পর্কিত তাই প্রকৃত নিস্পৃহ যুক্তির বিরোধী। সেই যুক্তিকেই আমি সব কিছুর উপরে জায়গা দিই। তাই পাছে আমার বিচার-শক্তি প্রভাবিত হয়, তাই আমি কোনদিনই বিয়ে করব না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আমি বিশ্বাস করি, আমার বিচার-শক্তি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু তোমাকে খুব বেশী ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন আমি সপ্তাহখানেকের জন্য একেবারে খোঁড়া হয়ে যাব।'

আমি বললাম, অপূর্ব শক্তিমত্তা ও কর্মোৎসাহের পরেই তোমার মধ্যে নেমে আসে এমন এক মানসিকতা যাকে অন্য লোকের বেলায় আমি আলস্য বলেই ধরে থাকি।' তোমার বেলায় কুড়েমী।'

সে বলল, 'ঠিক বলেছ। আমার মধ্যে একটি আলস্যপরায়ণ এবং একটি কর্মচঞ্চল মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে। বৃদ্ধ গ্যেটের কাছে সেই লাইনগুলি আমার প্রায়ই মনে পড়ে, 'এই যে তোমার নির্জীবতার অন্য লোকের বেলায় যাকে বলা হয় আলস্য, ভারি আশ্চর্য লাগে তার সঙ্গে তোমার সেই সময়ের কথা চিন্তা করে যখন তোমার কর্মোদ্যমের জোয়ার আসে।'

'তা ঠিক বটে। বলতে কি, বাউণ্ডুলে বনে যাওয়ার সম্ভাবনা আমার মধ্যে যেমন

আছে ; তেমনি আছে খুব চটপটে কাজের লোক হওয়ার সম্ভাবনাও। ভাল কথা, এই নরউডের মামলার ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে বাড়িটায় একজন কেউ ছিল যে চোরকে সাহায্য করেছিল। প্রধান ভৃত্য লাল সিং ছাড়া সে আর কেউ হতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অদ্ভুত একটা মাছ জালে আটকাবার জন্যে জোন্সকে বাহাদুরি দিতেই হবে।'

আমি বললাম, 'কৃতিত্বের এই ভাগ বাঁটোয়ারা কিন্তু ঠিক হল না। যা করবার সবকিছুই করলে তুমি, আর এ থেকে আমি পেলাম স্ত্রী, আর জোন্স পেল বাহাদুরি। কিন্তু তোমার জন্যে কী রইল তাহলে ?'

হোমস বলল, 'আমার জন্যে তো আছেই কোকেনের বোতল।' এই বলে তাঁর লম্বা সাদা হাতটা সেটার দিকে বাড়িয়ে দিল।

অ্যাডভেঞ্চার্স অব্ শার্লক হোমস্

এক

বোহেমিয়ার কেলেংকারি

শার্লক হোমসের কাছে 'মহিলা' বলতে ছিল একমাত্র সে। তার সম্বন্ধে কদাচিৎ হোমস্ অন্য কোন বিশেষণ প্রয়োগ করত। শার্লক হোমসের দৃষ্টিতে এই মহিলাটি স্ত্রী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য তার মানে এই নয় যে হোমস্ তার প্রতি প্রণয়ের অনুরূপ হৃদয়ের পোষণ করত। যে কোন ধরনের আকর্ষণ, বিশেষত ভালবাসা, তার নিস্পৃহ সংযত স্বভাবের বিপক্ষে। আমার মনে হল বিচার-শক্তি ও পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে সে সকলের ঊর্ধ্বে এবং যন্ত্রবিশেষ; কিন্তু প্রেমিকের ভূমিকায় নামলে তাকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হত। হোমস্ মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে বিদ্রূপের সঙ্গে উল্লেখ করত। তার ধারণা এইসব বৃত্তি দার্শনিকের চোখে প্রশংসাযোগ্য, মানুষের উদ্দেশ্য ও কাজ কর্মের খোলস উন্মোচন করবার পক্ষে, যুক্তি, কিন্তু শিক্ষিত যুক্তিবাদীর সুনিয়ন্ত্রিত মনোজগতে এইসব আবেগের অনধিকার প্রবেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে যা তার মানসিক ক্রিয়া কলাপে সংশয়ের উদ্রেক করতে পারে। খুব দামী যন্ত্র ময়লা হলে অথবা চশমার কাঁচ ফেটে গেলে যে অসুবিধা হয়, তার সংযত স্বভাবে প্রবল আবেগের দোলা তার চেয়েও বেশি অশান্তি ঘটাবে; তবুও তার চোখে পরলোকগতা আইরিন অ্যাডলার ছিলেন শ্রেষ্ঠ মহিলা।'—তার স্মৃতির সঙ্গে নিন্দা ও সন্দেহ জড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুদিন হল হোমসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। আমার বিয়ে আমাদের দুজনকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। নিজের সুখে আমি ভরপুর। নিজের ঘর-গৃহস্থালি গুছাবার কাজে আমি মসগুল। আর হোমস তার বেপোরোয়া স্বভাবের জন্য এমনিতেই লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে চায় না। সেও তাই বাসায় পুরনো বইয়ের স্তূপের মধ্যে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। মাসের পর মাস কাটাচ্ছে কখনও কোকেন, কখনও বা উচ্চাকাংখা নিয়ে—আগেকার মতই অপরাধ-তত্ত্বের বিশ্লেষণ এখনও ওর মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে,—দুঃর্বোধ্য ভেবে সরকারী পুলিশ যেসব মামলা একেবারে হাল ছেড়ে দেয় সেইসব মামলার রহস্যের সমাধান করতেই সে তাঁর শক্তি আর অনন্য সাধারণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা নিয়ে মেতে আছে। মাঝে মধ্যে ওর কিছু কিছু বিবরণ আমার কানেও এসেছে: যেমন—ট্রেপফ্ হত্যার ব্যাপারে অডেসা থেকে তার ডাক আসা, ট্রিংকোমালিতে অ্যাটকিনসন্ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু-রহস্যের সমাধান, এবং সর্বশেষ হল্যান্ডের রাজ-পরিবারের ব্যাপারে তার সাফল্য। দৈনিক সংবাদপত্রের অন্য সব পাঠকদের মত ওর এই সব ক্রিয়া-কলাপের সংবাদ ছাড়া আমার একদা বন্ধু ও সঙ্গীর আর কোন খবরা-খবরই আমি রাখি না।

১৮৮৮ সালের বিশে মার্চ রাত্রে আমি রোগী দেখা শেষ করে ফিরছিলাম (তখন আমি আবার ডাক্তারি শুরু করেছি)। বেকার স্ট্রীট দিয়ে আমি ফিরছিলাম। বাড়ির সেই দরজাটি পড়ল যার কথা আমার বিবাহের ব্যাপারে ও 'স্টাডি ইন স্কার্লেট' গ্রন্থে বর্ণিত

ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলির ব্যাপারে চিরদিনই আমার স্মরণে থাকবে। হঠাৎ হোমস্‌কে একটু চোখের দেখা দেখবার ইচ্ছে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল। সেইসঙ্গে আরো জানতে ইচ্ছে করল বর্তমানে তার অসাধারণ প্রতিভাকে সে কোন কাজে লাগিয়েছে। তার কক্ষে আলো জ্বলছে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার দীর্ঘ দেহের কালো ছায়া দু-দু-বার পর্দার গায়ে ব্যগ্র ভাবে দ্রুত পায়চারী করছে। তার মাথা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে, পরস্পর-সংবদ্ধ। তার সমস্ত অভ্যাসের সঙ্গেই আমি বিশেষ পরিচিত। ভাব-ভঙ্গি দেখে বুঝতে দেরি হল না যে সে বিশেষ কাজে ব্যস্ত, নেশা কেটেছে এবং সে কোন ভয়ঙ্কর সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত। আমি ঘণ্টা বাজালাম। তারপরই সেই ঘরে এসে ঢুকলাম।

ওর আচরণে কোন উচ্ছ্বাস দেখা দিল না। আগেও কখনও দিত ও না। তবু আমার মনে হল, আমাকে দেখে সে বেশ খুশি হয়েছে। মুখে একটি কথাও না বলে আমার দিকে তাকিয়ে একটা আরাম-কেদারা দেখিয়ে দিল। সিগার কেসটা ছুঁড়ে দিল, এবং কোণে রাখা স্পিরিট-কেস ও গ্যাসোজিনটা দেখিয়ে দিল। তারপর অগ্নি-কুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে তবে সন্ধানী চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

'বিয়েটা তোমার পক্ষে সুখী হয়েছে দেখছি।' হোমস্ মন্তব্য করল, 'তোমায় এর আগে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে সাড়ে সাত পাউণ্ড ওজনে বেড়েছে।'

'সাত পাউণ্ড', আমি উত্তর দিলাম। তুমি দেখছি আবার ডাক্তারী শুরু করেছ। তোমার ডাক্তারী করার কথা তো আগে আমাকে বল নি।'

'তাহলে তুমি জানলে কেমন করে?'

'দেখতে পেলাম। অনুমান করলাম। তুমি যে এর মধ্যে খুব ভিজেছ তাই বা জানলাম কেমন করে? তোমার যে একটি বেঢপ বে-খেয়ালী পরিচারিকা আছে তাই বা আমি জানলাম কেমন করে? ওকে তাড়িয়েও দিয়েছ?'

আমি বলে উঠলাম, 'ভায়া, খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে? সেকাল হলে তোমায় ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হত। গত বৃহস্পতিবার আমি হেঁটে গ্রামে গিয়েছিলাম এবং খুব কষ্টে বাড়ি ফিরেছিলাম। কিন্তু আমি তো পোশাক বদলেছি, তাই ভাবছি তুমি জানলে কী করে। আমার ঝি মেরি জেন শোধরাবার নয় বলে গিন্নি তাকে সত্যি জবাব দিয়েছে। কিন্তু তুমি এসব খবর জানলে কি করে সে কথা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সে মুচকি হেসে হাত ঘসতে লাগল। 'ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ, সরল', 'তোমার বাঁ পায়ের জুতোর মাথায় অগ্নি-কুণ্ডের আলো পড়েছে দেখতে পাচ্ছি চামড়ায় ছ'টা প্রায় সমান্তরাল রেখা দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় কেউ অসাবধানে জুতোর ফাঁক থেকে কাদা ঘসে তুলতে গিয়ে এই কাণ্ডটি করেছে। তা থেকেই ধরলাম তুমি দুর্যোগের মধ্যে বাইরে গিয়েছিলে, আর তোমার জুতো-পরিষ্কারিণী বেশ অসাবধানী। আর তোমার ডাক্তারী? যদি আইডোফর্মের গন্ধ পাওয়া যায়, তার দক্ষিণ তর্জনীতে যদি থাকে সিলভার-নাইট্রেটের কালো দাগ, আর কোথায় লুকিয়ে আছে তার স্টেথোস্কোপ, যদি এসব দেখেও আমি চিকিৎসা-ব্যবসায়ের একজন সক্রিয় সদস্য বলে জানতে না পারি; তাহলে তো আমাকে একেবারেই গবেট মনে হবে।'

হোমস্ যেভাবে তাঁর বিশ্লেষণ-পদ্ধতির ব্যাখ্যা করল তাতে আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, 'যখন তুমি কারণগুলো বিশ্লেষণ কর তখন ব্যাপারটা আশ্চর্য রকমের সহজ মনে হয়, আমারও তা ধরা উচিত ছিল বলে মনে হয়।

সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সে বলল 'ঠিক তাই। তবে কি জান, তুমি সবকিছু দেখ, কিন্তু পর্যবেক্ষণ করো না। দুটোর মধ্যে তফাৎটা এই। ধরো, নীচের হল থেকে এই ঘরে আসবার সিঁড়িগুলো বহুবার দেখছ।'

'তা, কয়েক শো বার।'

'বল তো কতগুলো সিঁড়ি?'

ঠিক 'কতগুলো? জানি না।'

কেন। তুমি পর্যবেক্ষণ করনি। শুধু দেখেছ। আমি বলতে পারি যে সিঁড়িতে সতেরোটা ধাপ আছে, কারণ আমার দেখা ও পর্যবেক্ষণ করা দুই-ই হয়েছে। তুমি যখন এইসব ছোটখাট জিনিস সম্বন্ধে আমার কয়েকটা অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধও করেছ, তখন এ বিষয়টাও তোমার মনে কৌতুহল আনতে পারে। হোমস পুরু গোলাপি কাগজের একখানা চিঠি আমাকে দিল। চিঠিটা টেবিলে পড়ে ছিল। বলল, 'এটা এখনি এসেছে। জোরে পড়।

চিঠিতে কোন তারিখ, স্বাক্ষর অথবা ঠিকানাও ছিল না।

'আজ রাত্রি আটটা বাজতে পনের মিনিটের সময়ে একজন ভদ্রলোক আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। অত্যন্ত জটিল বিষয়ে পরামর্শ করতে ইচ্ছুক। সম্প্রতি আপনি ইউরোপের একটি রাজপরিবারের যে বিষয়ের মীমাংসা করেছেন এর গুরুত্ব তার চেয়েও বেশী; যে কোন গোপনীয় বিষয় আপনার উপর নিশ্চিন্তে বিশ্বাস রাখা যায়। ঐ সময়ে গৃহে থাকবেন এবং সাক্ষাৎপ্রার্থী যদি মুখোস পরে যান, তবে কিছু মনে করবেন না।

বললাম, 'বেশ রহস্যজনক। তোমার কি বলে মনে হয়?'

কোন তথ্য ছাড়াই একটা মত প্রকাশ করা যায় না। এখন বলো দেখি, চিঠি থেকে তুমি কি অনুমান করতে পার?'

হোমসের পদ্ধতি অনুকরণের চেষ্টা করে বললাম, 'পত্রলেখক বড়লোক। আধ ক্রাউন কাগজটার দাম। কাগজটা অসাধারণ শক্ত, মজবুত ও দামী।'

'তা ঠিক। এরকম কাগজ ইংল্যাণ্ডে পাওয়া যায় না। আলোর সামনে ধর।'

তাই করলাম। জল ছাপ নেই দেখলাম বড় হাতের E একটা ছোট হাতের g-র সঙ্গে রয়েছে। একটা p-আছে। তাছাড়া ছোট একটা t-র সঙ্গে বড় হাতের G-ও রয়েছে। সবটাই কাগজে নক্সা করা।'

'কিন্তু 'কি বুঝলে?' হোমস জিজ্ঞেস করল আমাকে?

'নিশ্চয়ই কাগজ প্রস্তুতকারীর নাম, বা তার মনোগ্রাম।'

'হলো না। 'Gt' হলো 'Gesellschaft' এই জার্মান শব্দটির অর্থ হলো 'কোম্পানি'। আমার যেমন কোম্পানী-কে সংক্ষেপে লিখি কোং তেমনি জার্মান ভাষায় 'Gt.' P বলতে নিশ্চয়ই পেপার বোঝায়। এইবার Eg. 'কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ার'-এ একবার চোখ বুলান যাক।'

তাকের উপর থেকে একটা বড় বাদামী রঙের বই নামিয়ে দেখতে লাগল।

'Eglow, Eglonitz—এই পেয়েছি Egria. বোহেমিয়ার একটি জার্মান-ভাষী অঞ্চল, কার্লসবাড-এর কাছে। লেখা আছে, 'ওয়ালেনস্টিনের মৃত্যু-স্থান হিসাবে বিখ্যাত। অসংখ্য কাঁচের ও কাগজের কারখানা আছে। হা-হা-হা, এবার কি বুঝলে?'

কৌতুকদীপ্ত চোখে হোমস একঝলক ধোঁয়া ছাড়ল।

আমি বললাম, 'কাগজটা বোহেমিয়ার তৈরি হবে।

হ্যাঁ তাই। পত্রলেখক একজন জার্মান। চিঠি লেখার কায়দাটা কেমন? কোন ফরাসী বা রাশিয়ান এমন করে লিখত না। জার্মানরাই বাক্যের শেষে ক্রিয়া বসায়। তাহলে এখন বাকি রইল, এই বোহেমিয়ান কাগজে যে চিঠি লিখেছে মুখোস-পরা এক জার্মান, তাঁর উদ্দেশ্য কী। এবং আমার মনে হচ্ছে, সব সন্দেহ দূর করবার জন্যে ঐ তিনি স্বয়ং আসছেন।' হোমসের কথা শেষ হবার সাথে সাথে ঘোড়ার খুরের শব্দ এবং সেইসঙ্গে গাড়ির চাকার শব্দ কানে এল। তারপরেই ঘণ্টার শব্দ হোমস শিস্ দিয়ে উঠল। বলল, 'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ঘোড়া দুটো।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, ছোট সুন্দর ব্রুহাম গাড়ি আর দুটি ঘোড়া। প্রত্যেকটির দাম দেড়শ গিনি। দেখ ওয়াটসন, এ কেসে আর কিছু হোক না হোক পয়সা আছে।'

'হোমস, আমি তাহলে চলি।'

'না ডাক্তার। যেমন বসে আছ তেমনি থাক। তোমায় ছাড়া আমি আপনহারা। কেসটা বেশ ইণ্টারেষ্টিং মনে হচ্ছে। না থাকলে আপশোস করতে হবে।

'কিন্তু তোমার মক্কেল—'

'সেজন্যে চিন্তা নেই। আমার পক্ষে তোমার সহায়তা একান্ত দরকার। তাঁরও হয়ত দরকার হতে পারে। ঐ তিনি এসে গেছেন। খুব মন দিয়ে শোন।'

সিঁড়িতে ধীর ও গম্ভীর পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছিল, দরজার কাছে এসে তা থেমে গেল। তারপরেই দরজায় সজোরে প্রভুত্বব্যঞ্জক টোকার শব্দ।'

হোমস্ বলল, 'ভিতরে আসুন।'

যিনি ভিতরে ঢুকলেন উচ্চতায় সাড়ে ছ-ফুটের মত। তাঁর হাত পা বুক হারকিউলিসের মত তাঁর পোশাক প্রচুর দামি হলেও খুব বেশি চটকদার, ইংল্যাণ্ডে এটা কুরুচিকর বলেই গণ্য হবে। তাঁর ডবল-ব্রেস্ট কোটের হাতায় এবং কলারে পুরু চওড়া অস্ট্রাখানের পটি দেওয়া, কাঁধের উপরে নীল রঙের ক্লোক, লাইনিংগুলি সিল্কের। কাঁধে একটি ব্রোচ সেগুলিকে আটকে রেখেছে। ব্রোচটিতে একটি বেশ দামি ফিরোজা পাথর লাগানো।' পায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত বুট, তার ডগা বাদামি রঙের। সব মিলিয়ে গায়ে কুবেরের সম্পদ। তাঁর হাতে চওড়া পাড়ওয়ালা একটা টুপী এবং আধখানা মুখ ঢেকে আছে একটা কালো মুখোস। মনে হল এখানে প্রবেশের সময় তিনি মুখোসটি লাগিয়েছেন, একটা হাত মুখোস ছুঁয়ে রয়েছে। মুখের অনাবৃত নিম্নভাগ প্রখর ব্যক্তিত্ব যেন ছিটকে বেরুচ্ছে। পুরু দুই ঠোঁট, লম্বা সোজা চিবুকে দৃঢ়তা ও একগুঁয়েমির ছাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

'আমার চিঠি পেয়েছেন?' বেশ ভারী গলায় তিনি বললেন, জার্মান টানে। 'আমার আসবার কথা আমি লিখেছিলাম।' কার সঙ্গে কথা বলবেন ঠিক বুঝতে না পেরে আমাদের দুজনের দিকেই তাকাতে লাগলেন।

হোমস বলল, 'দয়া করে বসুন। ইনি ডাক্তার ওয়াটসন, আমার প্রিয় বন্ধু এবং সহকর্মী, আমার কাজে সহায়তা করে থাকেন। আমি কার সঙ্গে কথা বলার সম্মান লাভ করেছি শুনতে পাই কি ?'

'আমায় কাউণ্ট ফন ক্র্যাম বলে সম্বোধন করতে পারেন। আমি বোহেমিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আশা করি আপনার এই বন্ধুটিকে যে কোন গুরুতর বিষয়েও বিশ্বাস করা চলে ? ইনি নিশ্চয় একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ?'

আমি চলে যাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে উঠলাম, কিন্তু হোমস্ আমার কব্জি ধরে টেনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল—'যা আমাকে বলা চলে তা এঁর সামনেও বলা চলে। হয় দু-জনেই শুনব, নয় তো কেউ শুনব না।'

চওড়া কাঁধটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে কাউণ্ট বললেন, দু' বছরের জন্য আপনারা এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করবেন কথা দিন। তারপর অবশ্য এর কোন গুরুত্ব নাই। আপাতত এটুকু বললে যথেষ্ট যে বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ইউরোপের ইতিহাস ও অন্য রকম হয়ে দাঁড়াতে পারে।

'আমি কথা দিলাম', বলল হোমস।

'আমিও।' আমি বললাম।

রহস্যময় মক্কেলটি শুরু করলেন, 'এই মুখোসের জন্যে কিছু মনে ভুল বুঝবেন না। যে সম্মানিত ব্যক্তিটি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি চান না যে আমার পরিচয় প্রকাশ পায়। এও বলছি যে আপনাদের কাছে আমার ঠিক নাম বলি নি।'

হোমস নীরস স্বরে বললেন, 'আমি তা ভালভাবেই জানি।

'ব্যাপারটা বিশেষ গোপনীয়। একটি রাজ-পরিবার যাতে শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে না পড়ে তার জন্যই সতর্কতার প্রয়োজন। বোহেমিয়ার রাজ-পরিবার মহান 'ওর্মস্টিন বংশ' এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত।'

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে দুই চোখ বাজে হোমস বলল, 'সেটাও আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।'

আমাদের মক্কেল এ কথা শুনে একবার সবিস্ময়ে হোমসের অনড়, শায়িত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কেন যে তাঁকে এতবড় একজন বিচক্ষণ বিশ্লেষক ও নামী ডিটেকটিভ বলা হয়, তা তিনি বুঝতে পারলেন। হোমস্ ধীরে ধীরে চোখ খুলে আগন্তুকের দিকে চেয়ে বলল, 'যদি মহারাজ দয়া করে বিবরণ সব খুলে বলেন তাহলে পরামর্শ দিতে পারবই।

তড়াৎ করে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে তিনি আবেগে ঘরময় দুমদাম করে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর বেপোরোয়া ভঙ্গীতে মুখ থেকে মুখোসটা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে বললেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমিই রাজা। সেকথা আর লুকিয়ে রেখে লাভ নেই।'

হোমস্ মৃদুস্বরে বলল, সত্যিই কেন করবেন ? মহারাজ আপনি কথা বলবার আগেই আমি ধরতে পেরেছিলাম যে আমি ভিলএলম্ গট্স্রাইখ সিজিসমণ্ড ফন অর্মস্টাইন, ক্যাসল্-ফলস্টাইনের গ্র্যাণ্ড ডিউক এবং বোহেমিয়ার মহা রাজার সঙ্গেই কথা বলছি। তিনি আজ আমার এই সামান্য কুটীরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।'

পুনরায় চেয়ারে বসে ধবধবে সাদা উঁচু কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এসব কাজ নিজে করতে আমি অভ্যস্ত নই। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। বিশ্বাস করে অন্য কাউকেও একথা বলতেও পারি না। যদি তার খপ্পরে পড়ে যেতে বাধ্য হই। তাই আপনার সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে প্রাগ থেকে ছদ্মবেশ ধরে এখানে এসেছি।'

হোমস চোখ বুজে বলল, 'তাহলে দয়া করে বলুন।'

'সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রায় পাঁচ বছর আগে আমি ভার্সো নগরে ছিলাম, সেখানে বিখ্যাত অভিনেত্রী আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়। নামটা নিশ্চয়ই আপনার জানা ?

হোমস্ মুদিত চক্ষে বলল, ডাক্তার, নামের তালিকাটা বার করে দেখ তো।'

বহু বছর ধরে যখনই কোন মানুষ বা ঘটনা সম্পর্কে কোন কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তখনই হোমস তাকে এই তালিকাতে টুকে রাখে। ফলে কোন বিষয় বা ব্যক্তির উল্লেখ করা মাত্রই সে তার সম্পর্কে মোটামুটি বলে দিতে পারে। এক্ষেত্রে এই নারীর জীবন-কথা দেখলাম, লেখা রয়েছে এক হিব্রু রাব্বির জীবনী এবং গভীর সমুদ্রের মৎস বিষয়ক রচনাকার স্টাফ-কমাণ্ডারের জীবনীর ঠিক মাঝখানে।

হোমস্ বলল, 'দেখি ? হুম্। ১৮৫৮ সালে নিউ জার্সিতে জন্ম। কণ্ট্রেলটো —হুম্। লা স্কালা। ইম্পিরিয়াল ভার্সো রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেত্রী। থিয়েটার থেকে অবসর নিয়েছেন, লণ্ডনে বাস করছেন। মহারাজ, আমার মনে হয় আপনি এই তরুণীটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁকে বোধহয় এমন সব চিঠি পত্র লিখেছিলেন যা এখন ফেরত চান। নাহলে সম্মান নিয়ে টানাটানি।'

'মোটামুটি তাই। কিন্তু কেমনভাবে—'

'গোপনে বিয়ে হয়েছিল ?'

'আইনসঙ্গত কোন দলিল বা সার্টিফিকেট—'

'এসব কিছু না।'

'তাহলে ঠিক বুঝতে পারছি না। যদি এই মহিলাটি কোন বদমতলবে বা অর্থলোভে চিঠিগুলি উপস্থিত করেন, তবে সেগুলো যে খাঁটি তা কী করে প্রমাণ হবে ?'

'আমার হাতের লেখা আছে।'

'বাজে। জাল করেছে।'

'আমার প্যাডের কাগজ আছে।'

'চুরি করেছে।'

'আমার সীলমোহর ?'

'নকল করেছে।'

'আমার ফটোগ্রাফ।'

'কিনতে পাওয়া যায়।'

'ফটোতে আমরা দু'জনই রয়েছি।'

'ওঃ, এটা খুব খারাপ কাজ হয়েছে। বড়ই অবিবেচনার কাজ করেছেন।'

'আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম তার প্রেমে পড়ে।' 'আমি তখন ছিলাম যুবরাজ।

তর্‌ুণ। এখন আমার বয়স মাত্র ত্রিশ।'

'ফটোটা ও চিঠিগ্‌ুলো উম্ধার করতে হবে।'

'আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্ত্‌ু পারি না।'

'আপনাকে অর্থব্যয় করতে হবে। সেগ্‌ুলো কিনতে হবে।'

'সে বেচবে না।'

'তাহলে চ্‌ুরি করতে হবে।'

'পাঁচবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার টাকা খেয়ে দ্‌ুবার চোরেরা তার বাড়ি ভাঙচ্‌ুর করেছে। একবার তার ভ্রমণের সময় মালপত্র কেড়ে নিয়েছিল। দ্‌ুবার পথে অতর্কিতে আক্রমণও করা হয়েছিল। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।'

'কোন হদিস পাওয়া যায় নি?'

'একেবারেই না।'

হোমস হেসে বলল, 'বেশ মজার ঘটনা দেখছি।'

তিরস্কারের সুরে রাজা বললেন, 'কিন্ত্‌ু আমার পক্ষে এখন গ্‌ুর্‌ুতর হয়ে উঠেছে।

'তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, ফটোগ্রাফটি দিয়ে সে কি করতে চায়?'

'আমাকে শেষ করে দিতে চায়।'

'কেমন করে?'

'শীঘ্রই আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

'আমিও শ্‌ুনেছি।'

'স্ক্যানডিনেভিয়ার রাজার মেজ মেয়ে ক্লটিলডি লথ্‌ম্যান ফন্‌ সাক্স-মেনিঞ্জেনের সঙ্গে আমি বাক্‌দত্ত। বোধহয় তাঁদের বংশের গোঁড়ামির কথা জানেন। মেয়েটি অত্যন্ত ভাল। আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ হলেই বিয়ে ভেঙে যাবে।'

'আইরিন অ্যাডলার কী চান জানতে পেরেছেন?'

'ফটোগ্রাফটি তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছে। আমি জানি তাই সে করবে। তাকে চিনি। তার হৃদয় ইস্পাতের মত কঠিন।'

'আপনি ঠিক জানেন, ফটো সে এখনো পাঠায় নি?'

'হ্যাঁ ঠিক জানি।' 'এও সে বলেছে বাক্‌দান প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হবার দিন সে ছবি পাঠাবে। এবং সে দিনটি হল আগামী সোমবার।'

'আচ্ছা। তাহলে আমাদের হাতে আরও তিন দিন সময় আছে।' হোমস্‌ হাই তুলে বলল, 'যাক, ভালই হল। আমার হাতে দরকারি দ্‌ু-একটা মামলা আছে। মহারাজ নিশ্চয় লণ্ডনেই থাকবেন?'

হ্যাঁ। আমাকে ল্যাংহামে কাউণ্ট ফন ক্র্যাম নামে পাবেন।'

'তাহলে আমাদের কাজকর্ম আপনাকে গিয়ে জানাব।'

'দয়া করে তাই করবেন। আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে, নির্ভর করে রইলাম।'

'তারপর আর্থিক লেন-দেন?'

আপনি যেমন বা বলবেন তাই হবে। 'আপনাকে বলছি, ওই ফটোগ্রাফের জন্য আমার রাজ্যের একটা অংশও আপনাকে দিতে আমি রাজী।'

'আর—আপাততঃ খরচ-খরচার জন্য?'

ক্লোকের নীচ থেকে শ্যাময় চামড়ার একটা ভারি থলে বের করে তিনি টেবিলের উপর রেখে বললেন, 'এতে তিনশ' পাউণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা এবং 'সাতশ' পাউণ্ডের নোট গচ্ছিত আছে।'

হোমস নোট-বুকের পাতায় লিখে একটা রসিদ তাঁর হাতে দিল। প্রশ্ন করল, 'মাদময়জেলের ঠিকানাটা বলে যান ?

'ব্রায়োনি লজ, সার্পেণ্টাইন অ্যাভেনিউ, সেণ্ট জন্স উড।'

সেটা নোট বুকে টুকে নিয়ে হোমস বলল, 'আর একটি মাত্র প্রশ্ন। ফটোগ্রাফটা কি কেবিনেট সাইজের ?'

'হ্যাঁ।'

শুভরাত্রি, মহারাজ। শীঘ্রই আপনাকে কোন সুসংবাদ জানাতে পারব।'

রাজার ব্রুহাম গাড়ি চলে যাওয়ার পর হোমস্ বলল, আপাতত বিদায়, ওয়াটসন। আগামী কাল তিনটের সময় যদি আসতে পার তাহলে এই বিষয়টা আলোচনা করা যাবে।'

দুই

বিকেল তিনটেয় আমি বেকার স্টীটে হাজির হলাম। কিন্তু হোমস বাড়ীতে নেই। গৃহকর্ত্রী বলল, সকাল আটটায় সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ওর ফিরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি আগুনের পাশে গিয়ে বসলাম। মামলাটার জন্য আমার বেশ কৌতূহল হয়েছে। যে দুটি অপরাধের বিষয় আমি লিপিবদ্ধ করেছি তার ভয়াবহতা ও বিস্ময়ের কোনটাই এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি না। এই কেসের প্রকৃতি এবং মক্কেলের পদমর্যাদা একে একটা বিশেষ চরিত্র দান করেছে। যে অনুসন্ধানকার্য সে হাতে নিয়েছে তার কথা বাদ দিলেও, যে কোন পরিস্থিতিকে এসব সমস্যা আয়ত্তে আনবার এমন একটা দক্ষতা ও তীক্ষ্ন সন্ধানী বিশ্লেষণ শক্তি ওর মধ্যে আছে যার ফলে ওর কর্মপদ্ধতির সুক্ষ্ম আলোচনা করতে এবং সমস্ত দ্রুত সুক্ষ্ম পথে সে অত্যন্ত জটিল রহস্যেরও সমাধান করে থাকে সে সব লিপিবদ্ধ করে আমি খুব আনন্দ বোধ করি। ফলে ওর সাফল্য সম্পর্কে আমি এতই ওয়াকিবহাল যে পরাজয়ের কোন ভাবনা আমার মাথায় ঢুকতে পারে না।

যখন চারটে বাজে, হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে একজন ময়লা-পোশাক-পরা কুৎসিত চেহারার সহিস ঘরের ভিতর প্রবেশ করল। তার মুখ দাড়ি গোঁফে ভরা, টকটকে রাঙা, অনেকটা মাতালের মত। আমার বন্ধুর ছদ্মবেশ ধারণের আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় থাকলেও প্রায় কয়েকবার তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে সে নিজে মাথা নত করে আমায় অভিবাদন জানিয়ে সে শয়নকক্ষে চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরে বার হতে দেখি আগেকার মত টুইড স্যুট পরা এক ভদ্রলোক। পকেটে হাত ঢুকিয়ে আগুনের দিকে পা বাড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

আবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, সত্যি!' বলেই চুপ করল। আবার হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে চেয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

'ব্যাপার কি তোমার?'

এ ভারী মজার ব্যাপাব। সারা সকাল কোথায় কাটিয়েছি কি করেছি তুমি ধারণাই করতে পারবে না।

শুধু এইটুকু বলতে পারছি, মনে হয়, তুমি মিস আইরিন অ্যাডলারের গতিবিধির উপর, এবং হয় তো তার বাড়ির উপর নজর রেখে বসে ছিলে?

হ্যাঁ ঠিক বলেছ। কিন্তু উপসংহারটা একটু অসাধারণ বলতে হবে। আজ সকাল আটটায় সহিসের সাজ পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। সহিস আর গাড়োয়ানদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আশ্চর্য টান ও প্রচুর সহানুভূতি। তাদের দলে না মিশলে যা জানবার তা তুমি জানতে পারবে না। ব্রায়োনি লজ খুঁজে নিতে দেরি হল না। বেশ ছোট বাড়ি, পেছনে বাগান। কিন্তু একেবারে রাস্তার উপর পর্যন্ত দোতলা। দরজায় চাব্-এর তালা। ডানদিকে প্রশস্ত সুসজ্জিত বৈঠকখানা। মেঝে থেকে লম্বা লম্বা জানলা, সহজেই খোলা যায়। বাড়িটার পেছনে কিছু নেই, শুধু দালানের জানলাটায় আস্তাবলের উপর থেকে যাওয়া যায়। আমি চারদিক থেকে বাড়িটা দেখলাম মনোযোগের সঙ্গে কিছু পরীক্ষা করলাম, কিন্তু চিত্তাকর্ষক কিছু পেলাম না।

'রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম যেমনটি ঠিক মনে করেছিলাম বাগানের পিছনের গলিতে একটা আস্তাবলও ঠিক পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে পেলাম দুটো পেনি, এক গ্লাস কড়া চা, তামাক এবং মিস অ্যাডলার সম্পর্কে যত চাই তত সব খবর। এছাড়া আশেপাশের আরও কত লোকের জীবনীও আমাকে বাধ্য হয়ে শুনতে হল।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'আইরিন অ্যাডলারের সম্বন্ধে কি জেনেছ?'

তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছেন! তাঁর মত চিত্তহারিণী মেয়ে মানুষ পৃথিবীতে নেই, সার্পেন্টাইন মিউজের সবাই এবিষয়ে একমত। নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা কনসার্টে গান করেন, ঠিক পাঁচটায় বেরিয়ে যান আর ঠিক সাতটায় ডিনারের সময় বাড়ী ফেরেন। গান গাওয়া ছাড়া আর বের হন না। তাঁর একটিমাত্র পুরুষ বন্ধু আছেন, তিনি নিয়মিত যাতায়াত করেন। সে ভদ্রলোক ঈষৎ কাল, রূপবান ও খুব তেজীয়ান। প্রত্যহ একবার কখনো কখনো একাধিক বারও আসেন। তিনি ব্যবহারজীবী, নাম গড্ফ্রে নর্টন। তাহলেই বোঝ সহিসের বন্ধুত্বের দাম কত! তারা বহু বহু সার্পেন্টাইন মিউজ থেকে তাঁকে বাড়ি পেঁাছে দিয়েছে, তাঁর সব কথাই তারা ভাল করে জানে। সহিসভায়াদের কাছ থেকে যা যা জানবার সব কথা জেনে আমি ব্রায়োনি লজের আশে-পাশেই রইলাম, এবং মনে মনে ফন্দি আঁটতে লাগলাম।

এই গর্ডফ্রে নর্টন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আইন ব্যবসায়ী। সেখানেই যত বিপদ। তাদের মধ্যে যে কি সম্পর্ক? এত ঘন ঘন যাতায়াত থাকবে কেন? এই নারী কি তার মক্কেল, না বান্ধবী, না, ঘরণী কিছু বুঝতে পারছি না? মক্কেল হলে নিশ্চয় ফটোগ্রাফখানা উকিলের কাছেই আছে। বান্ধবী হলে সে সম্ভাবনা একটু কম। এই দুটি প্রশ্নের উপরেই নির্ভর করছে সব কিছু—আমি ব্রায়োনি লজ-এই কাজ চালিয়ে যাব, না 'টেম্পল'-এ ভদ্রলোকের চেম্বারের প্রতি নজর দেব। আমার মনে হচ্ছে এই সব

বিবরণ তোমার কাছে একঘেয়ে লাগছে, কিন্তু আসল পরিস্থিতিটা সমঝাতে হলে আমার অসুবিধার কথা তোমাকে সামান্য হলেও জানতে হবে।'

জবাব দিলাম, 'আমি মন দিয়েই তোমার সমস্ত কথা বুঝেছি।'

'আমি যখন, সমস্যাটার কথা ভাবছি এমন সময় ব্রায়োনি লজের সামনে একখানা গাড়ি দাঁড়াল, একজন ভদ্রলোক লাফ দিয়ে নামলেন, তাঁর চেহারা দেখলে অসাধারণ দেখতে। গায়ের রঙ ঈষৎ কাল, নাক বাঁকা, এবং সরু গোঁফ বুঝতে পারলাম, যাঁর কথা শুনেছি ইনিই সেই। তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে চিৎকার করে গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর যে পরিচারিকা দরজা খুলে দিল তার গা ঘেঁসে ভিতরে ঢুকলেন, মনে হল এখানে অবারিত দ্বার।

'প্রায় আধ ঘণ্টা সময় তিনি বাড়ির ভিতরে ছিলেন। বসবার ঘরের জানালা দিয়ে আমি মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম—ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন, উত্তেজিত হয়ে হাত নাড়ছে। কিন্তু আইরিনকে একবারও দেখতে পেলাম না। লোকটি বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন আরও বেশী উত্তেজিত। গাড়িতে উঠেই পকেট থেকে একটা সোনার ঘড়ি বের করে ভাল করে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'জোরে চালাও। প্রথমে রিজেণ্ট স্ট্রীটে 'গ্রস এ্যাণ্ড হ্যাংকি'-র দোকানে, তারপর সেণ্ট মোনিকো গীর্জায়। যদি বিশ মিনিটে পৌঁছে দিতে পার তবে বকসিস পাবে আধাগিনি।'

'গাড়িটা চলে যেতে আমি চিন্তা করছিলাম অনুসরণ করব কিনা।'

এমন সময়ে ঝকঝকে একটি ল্যাণ্ডো সেখানে থামল। কোচম্যানের কোর্তার বোতাম আধখানা লাগানো, গলাবন্ধনী কানের নিচে ঝুলছে, ঘোড়ার সাজের ডগাগুলো বক্‌লস থেকে বেরিয়ে এসেছে। গাড়িটা পুরো থামবার আগেই ভদ্রমহিলা হল ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। তাঁর মুখের খানিকটা দেখতে পেলাম, এমন একখানা সুন্দর মুখের জন্যে কি লোকে প্রাণ পর্যন্তও দিতে পারে?

'তিনি চিৎকার করে বললেন, "সেণ্ট মোনিকো গির্জায় চল, জন! যদি বিশ মিনিটে যেতে পার তাহলে আধ পাউণ্ড বকশিস পাবে।'

এ সুযোগ হাত ছাড়া যায় না। শুধু ভাবছি ওর পিছন পিছন দৌড়ে দৌড়ে, যাব না ঐ ল্যাণ্ডোর পিছনে লুকিয়ে চেপে বসব, এমন সময় রাস্তা ধরে একখানা ভাড়াটে গাড়ি এল। আমার নোংরা চেহারা দেখে 'গাড়োয়ান তাচ্ছিল্য করে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু সে কোনরকম আপত্তি করবার আগেই আমি একলাফে গাড়িতে উঠে পড়লাম। বললাম, "সেন্ট মোনিকো গীর্জা। বিশ মিনিটে পৌঁছতে পারলে আধ 'সভারিন' বকশিস পাবে।" তখন পৌনে বারোটা। হাওয়া যে কোন্ দিকে বইছে তা বুঝতে বাকী রইল না।

'কোচম্যান এত জোরে গাড়ি চালাতে লাগল যে আমি এর চেয়ে তাড়াতাড়ি কোথাও চলেছি বলে মনে হয় না, কিন্তু ও'রা আরও আগে পৌঁচেছিল। আমি দেখলাম ল্যাণ্ডো কার ক্যাবটা দুটো গাড়ীই দাঁড়িয়ে, ঘোড়াগুলোর গা দিয়ে যেন আগুন জ্বলছে। কোচাম্যানের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত গির্জার ভিতর ঢুকলাম। যাঁদের অনুসরণ করে এসেছি তাঁরা, আর পাদ্রি ছাড়া সেখানে তখন জনপ্রাণী নেই, পাদ্রির

কথায় বুঝলাম অভিযোগের ভাব। বেদীর সামনে ত্রিভুজের মত তিনজন দাঁড়িয়ে, আমি এমনভাবে পায়চারি শুরু করলাম, যেন কৌতুহল নিয়ে প্রবেশ করেছে। হঠাৎ তিনজনে একসঙ্গে আমার দিকে মুখ ফেরালেন এবং গড্‌ফ্রে নর্টন উর্ধ্বশ্বাসে আমার দিকে দৌড়ে এসে চেঁচিয়ে বললেন, হে ঈশ্বর! তোমাকেই প্রয়োজন । এস এস!'

'আমি প্রশ্ন করলাম, "ব্যাপার কী?"

"এস বাবা, এস! হাতে মাত্র তিন মিনিট সময়, নইলে নিয়মমাফিক হবে।"

'আমাকে টানতে টানতে বেদীর কাছে নিয়ে গেলেন এবং আমি জানবার আগেই বুঝতে পারলাম, আমার কানে কানে যে বাক্য গুলি বলা হচ্ছে সেইগুলিই আমি বলে যাচ্ছি এবং যে বিষয়ে কিছুই জানি না বা শুনিনি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছি। কনে আইরিন অ্যাডলার এবং বর গডফ্রে নর্টনের বিবাহবন্ধনকে সাফল্য করবার কাজে সহায়তা করছি। দেখতে দেখতে সব হয়ে গেল। একদিকে ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে, অন্য দিকে ভদ্রমহিলা, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন ধর্মযাজক। এমন পরিস্থিতিতে আমি জীবনে আর কখনও পড়ি নি, আর সেই কথা ভেবেই আমি এতক্ষণ জোরে জোরে হাসছিলাম। মনে হয়, ওদের বিয়ের লাইসেন্সের কোন কিছুর অভাব ছিল; তাই একজন সাক্ষী ছাড়া ধর্মযাজক ওদের বিয়ে দিতে রাজী হচ্ছিলেন না। সেই সময়ে আমাকে দেখেই বরকে আর সাক্ষী জোগাড় করতে কোথাও যেতে হল না। কনে আমাকে একটা 'সভারিন' বকশিস দিয়েছে। ভাবছি, এই ঘটনাকে স্মৃতি হিসাবে এটিকে আমার ঘড়ির চেনের সঙ্গে পরে থাকব। কিন্তু তারপর কি? আমি বললাম।'

'আমার ফন্দি ফিকির সব বানচাল হয়ে যেতে বসেছিল। বুঝতে পারলাম যে নবদম্পতি অবিলম্বে কেটে পড়বে; সুতরাং আমাকে অত্যন্ত চটপট কাজ শেষ করতে হবে। 'সে যাহোক, গির্জার দরজায় তাঁরা যেযার আলাদা হয়ে গেলেন। বর অফিসের দিকে গেলেন, আর কনে বাড়ির দিকে চললেন। যাবার আগে বললেন, "রোজকার মত আজ বিকেলে গাড়ি করে পার্কে যাব।" আমি আর কিছু শুনতে পেলাম না। বাড়িতে ফিরে এলাম বন্দোবস্ত করতে।'

কি বন্দোবস্ত করছ শুনি?

উত্তরে কলিং বেল টিপে হোমস্ বলল, 'একগ্লাস মদ আর বাসি মাংস।—'কাজের ধান্দায় ছিলাম বলে খাবারের কথা মনে ছিল না। বিকেলে আরও ব্যস্ত থাকতে হবে। ওহে বন্ধু এবার তোমার সাহায্য প্রয়োজন।

কাজটা কিন্তু বেআইনি, ধরা পড়ার সম্ভাবনাও আছে এতে কী রাজী।

একশতবার, উদ্দেশ্য মহৎ হলে সব কিছুতেই রাজী কিন্তু মতলব কি তোমার?

'আমি জানতাম তোমার উপর নির্ভর করা চলবে।'

'কিন্তু তোমার ইচ্ছাটা কি শুনি?

'মিসেস টার্নার যখন খাবার ট্রে নিয়ে এসেছে, তখন সব কিছুই বলব। গৃহকর্ত্রী খাবার দিয়ে গেলে খেতে খেতে বলতে লাগল, 'হাতে বেশী সময় নেই, তাই খেতে খেতেই বলছি। এখন প্রায় পাঁচটা বাজে। আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের কাজের জায়গায় হাজির হতে হবে। মিস আইরিন, মানে ম্যাডাম বেড়িয়ে ফিরবে ঠিক সাতটায়। তার সঙ্গে 'ব্রায়নি লজ'-এ আমাদের দেখা করতে হবে।'

'তারপর ?'

'সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও। যা ঘটবে তার ব্যবস্থা আগেই করা হয়ে আছে। শুধু একটা বিষয়ে আমি জোর খাটাব। তুমি বুঝতে পারছ কি ?'

'আমি কি নির্লিপ্ত থাকব ?'

'তোমায় কিছু বলতে হবে না। সম্ভবত ওখানে আপত্তিকর কিছু ঘটবে। তার মধ্যে যোগ দিয়ো না। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেই তোমার কাজ শেষ। চার-পাঁচ মিনিট পরে বৈঠকখানার জানলা খুললে। সেই খোলা জানলার ধারে তুমি অপেক্ষা করবে।'

'বেশ বেশ।'

'আমার দিকে ভালভাবে লক্ষ্য রাখবে, আমি তোমার নজরের মধ্যেই থাকব কিন্তু।'

'আচ্ছা তাই হবে।'

'তারপর যখন আমি হাত তুলব—তখন আমি তোমাকে যে জিনিসটা ছুঁড়তে দেব সেইটে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুন আগুন বলে চিৎকার করবে।'

'বেশ।'

পকেট থেকে লম্বা সিগারের মত সাদা দেখতে একটা গোলাকার বস্তু বের করে বলল, 'এ জিনিসটা ভয়ানক কিছু নয়। এটা একটা সামান্য স্মোক-রকেট, দু দিকেই একটা করে ক্যাপ লাগানো নিজে থেকেই জ্বলে উঠে। তোমার কাজ এটুকু। তুমি যখন আগুন—আগুন বলে চীৎকার করবে তখন আরও অনেক চীৎকার করবে। তুমি তখন রাস্তাটার শেষের দিকে চলে যাবে, আর দশ মিনিটের মধ্যে আমি তোমার কাছে যাব। আশা করি আমার কথাগুলো তুমি ঠিক মত মনে রেখেছ।'

আমাকে নির্লিপ্ত থাকতে হবে, জানালার কাছে দাঁড়াতে হবে, তোমার উপর নজর রাখতে হবে, এই জিনিসটা ছুঁড়তে হবে। তারপর "আগুন" আগুন, বলে চেঁচিয়ে রাস্তার ধারে গিয়ে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, 'তাহলে তুমি আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'খুব ভাল কথা। এখন বোধহয় এই নতুন অভিনয়ে পাঠ করবার সময় এল।'

সে শোবার ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল একজন ভদ্র সরল-প্রাণ ধর্মযাজকের ছদ্মবেশে। তার কালো হ্যাট, ঢোলা ট্রাউজার, সাদা টাই, সহানুভূতি-ভরা-হাসি, চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ উদার কৌতূহল—সব মিলিয়ে এমন ছদ্মবেশ একমাত্র মিঃ জন হেয়ার ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়, হোমস যে শুধু তার পোশাক-পরিচ্ছদ বদলিয়ে খালাশ তা নয় প্রতিটি ভূমিকার জন্য তার আচার ব্যবহার, এমন কি তার আত্মাকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ পোশাকের মত পালটে ফেলে। সে যখন অপরাধ-বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়াল তখন বিজ্ঞান যেমন হারাল মহান তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান লোককে, তেমনি রঙ্গমঞ্চ ও হারালো একজন শ্রেষ্ঠ সফল অভিনেতাকে।

বেকার স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বেরুলাম সন্ধ্যা সওয়া ছ-টা নাগাদ। সার্পেন্টাইন অ্যাভেনিউতে পেঁছিলাম। ব্রায়োনি লজের সামনে যখন গৃহস্বামিনীর প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রতীক্ষায় আমরা পায়চারি করছিলাম তার পূর্বেই সন্ধ্যা একটু ঘনিয়ে এসেছে এবং ল্যাম্প-পোস্টের আলো জ্বলে উঠেছে। হোমস্ বাড়িটার সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছিল,

তাকিয়ে দেখলাম হুবহু ঠিক। কিন্তু জায়গাটা নির্জন হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তার বদলে এই নির্জন এলাকার মধ্যে এমন একটা ছোট রাস্তা আশ্চর্যভাবে প্রচুর লোক চলাচল চোখে পড়ল। এক কোণে ময়লা পোশাক পরা একদল লোক ধূমপানও হাসি তামাসা করছিল, একজন কাঁচি-শানওয়ালা বসে ছিল, দু-জন প্রহরী এক নার্সের সঙ্গে রঙ্গালাপে ব্যস্ত। কয়েকজন শৌখীন-লোক চুরুট মুখে-করছি।

হাঁটতে হাঁটতেই হোমস মন্তব্য করল, দেখ, এই বিয়ে রহস্যটকে বেশ খানিকটা সহজ সরল করে দিয়েছে। ফটোগ্রাফখানা শাঁখের করাতের মত করবে। আমদের মক্কেল যেমন চান না যে ওখানে তাঁর রাজকুমারীর চোখে পড়ুক, তেমনি ঐ নারীও এখন আর চাইবে না যে মিঃ গডের্ক্ক নটনের হাতে পড়ুক। এখন প্রশ্ন হল—ফেটোগ্রাফখানা আছে কোথায় ?'

'ওটা নিশ্চয়ই তিনি নিয়ে সঙ্গে বেড়াচ্ছেন না। মেয়েদের পোশাকের ভিতরে ক্যাবিনেট সাইজের ফটো আড়াল করা বেশ শক্ত। তাছাড়া তিনি জানেন যে রাজা তাঁকে বন্দী করেও দেহতল্লাস করতে পারেন। এরকম চেষ্টা আগে বার দুই হয়েছে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি তিনি ওটা বয়ে বেড়াচ্ছে না।'

'তাহলে ওটা কোথায় থাকতে পারে ?'

'তার ব্যাংকার বা উকিলের কাছে। দুটোই সম্ভব। কিন্তু আমি মনে করি, এর কোনটাই ঠিক নয়। মেয়েরা ঢাকাঢাকি এবং সেকাজটা নিজেরাই করতে ভালবাসে। অন্য করাও হাতে তুলে দেবে কেন ? তাছাড়া, মনে করা দরকার যে দু'চারদিনের মধ্যে ফটোখানাকে কাজে লাগাবার ইচ্ছা তার মনে রয়েছে। কাজেই ওখানাকে সে নিশ্চয়ই হাতের কাছেই কোথাও রেখেছে। ওটা তার নিজের ঘরেই নিশ্চয় আছে।'

'কিন্তু বাড়িতে দু'বার চোর ঢুকেছে বলে শুনেছি।

'ওরা। খুঁজতেই শেখে নি।'

'তুমি কেমন করে খুঁজবে মনে কর ?'

'আমি খুঁজবই না ফটোখানা। সেই আমাকে দেখিয়ে দেবে।'

'সে রাজি হবে কেন ?'

'তাকে রাজী হতেই হবে। কিন্তু—চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এটা তাঁরই গাড়ি। আমার নির্দেশগুলো ঠিক মত মনে করে রেখো।

হোমসের কথা শেষ হতে না হতেই রাস্তার বাঁকে এক ঝলক আলো দেখা গেল। ব্রায়োনি লজের সামনে ছোট দেখতে সুন্দর একটি ল্যান্ডো এসে দাঁড়ালো। গাড়িটা থামবার সঙ্গে সঙ্গে জটলা থেকে নিম্নশ্রেণীর একজন লোক দৌড়ে এল গাড়ীর দরজা খুলে কিছু রোজগারের ধান্দায়। কিন্তু সেই এক্ই অভিপ্রায়ের ধান্দায় আরেকজন লোক তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। দু'জনের মধ্যে বেঁধে গেল ভীষণ ঝগড়া। প্রহরী দু-জন এক পক্ষে এবং শানওয়ালা আর এক পক্ষে যোগ দিয়ে খুব গরম হয়ে উঠল। একবার ঘুসিও চলল। ভদ্রমহিলা গাড়ি থেকে নামতেই উত্তেজিত কুদ্ধ দু দল লোক তাকে ঘিরে ধরল, তারপর চলল লাঠা লাঠি আর ঘুসা ঘুসির যুদ্ধ। তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হল। ভদ্রমহিলাকে রক্ষা করার বাসনায় হোমস বিদ্যুৎবেগে গোলমালের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু কাছাকাছি এসেই সে কাতর আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল, তার মুখ

বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। তার পতনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রহরী যে যে দিকে পারল সরে পড়ল। অন্যদিকে ভদ্রপোশাকধারী কয়েকজন লোক মারামারিটা দেখছিল, কিন্তু যোগ দেয়নি। এবার মহিলাটিকে সাহায্য করতে এবং আহত ব্যক্তির শুশ্রূষা করবার জন্যে এগিয়ে এল। আইরিন অ্যাডলার—ক্ষিপ্রবেগে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছিলেন। তিনি উপরে উঠে আবার পথের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। হল-ঘরের আলোতে তাঁর অপরূপ দেহশ্রী দেখতে পেলাম।

'বেচারি পাদরী কি খুব বেশী আঘাত পেয়েছেন?' সে প্রশ্ন করল।

'ও শেষ হয়ে গেছে,' কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল।

'না, না, এখনও বেঁচে আছে, মনে হচ্ছে আর একজন চীৎকার করে বলল। 'কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই ও মরে যাবেই।'

একজন স্ত্রীলোক বলল, 'মানুষটার দেখছি খুব সাহস। উনি না থাকলে ওরা ভদ্রমহিলার টাকার থলি আর ঘড়িটা ঠিক ছিনিয়ে নিত। দেখ না দল বেঁধে ওরা কেমন এসেছিল। ওরা বদমাশ গুণ্ডা। আঃ! এই তো নিঃশ্বাস পড়ছে।'

'লোকটা তো আর রাস্তায় পড়ে থাকতে পারে না। ওকে কি ভিতরে নিয়ে যাব ম্যা'ম?

'হ্যাঁ নিশ্চয়। ওকে বসবার ঘরে নিয়ে বসান। সেখানে একটা আরামদায়ক সোফা আছে। এইদিক দিয়ে আসুন।'

ধীরে ধীরে হোমস্‌কে ব্রায়োনি লজের বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। বড় জানলার বাইরে থেকে আমি সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘরে আলো জ্বলল বটে, কিন্তু জানলার পর্দা টেনে দিতে শায়িত হোমস্‌কে দেখতে কোন অসুবিধে হল না। নিজের অভিনয়ের জন্যে হোমস্ অনুতপ্ত হচ্ছিল কি না বলতে পারব না, কিন্তু যখন দেখলাম সেই রূপবতী তরুণী অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির সহিত আহত পাদরীর সেবায় ব্যস্ত, তখন তাঁর বিরুদ্ধে এইরূপ ষড়যন্ত্র করতে চলেছি বলে বেশ লজ্জা করছিল। তবুও হোমসের কথা মানতেই হবে মনে করে মনকে দৃঢ় করলাম। অলেস্টারের পকেট থেকে ধোঁয়ার স্মোক রকেটটা বার করতে করতে ভাবলাম, আমরা তো আর মহিলাটির কোন ক্ষতি সাধন করতে চাইছি না,—তাঁকে শুধু অপরের অনিষ্ট-চেষ্টা থেকে দূরে রাখতে চাইছি।'

হোমস কোচের উপর উঠে বসেছে। আমি দেখলাম, সে এমন ভাব করছে যেন তার আরও বেশ বাতাস চাই। একটি দাসী ছুটে এসে জানলাটা খুলে দিল। আরও দেখলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে সে হাত তুলল। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র আমি হাতের রকেটটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েই জোরে চীৎকার করে উঠলাম, 'আগুন আগুন'। আমার মুখ থেকে শব্দটা খসতে না খসতেই সমবেত সকলে ভদ্র, অভদ্র, সহিস, দাসী, সকলেই চেঁচাতে শুরু করল—আগুন! আগুন! পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া পাকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে, আর খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। দেখলাম, ভিতরে সকলেই তখন ছোটাছুটি করছে। মুহূর্ত পরে হোমসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে বলছে, এটা কিছু নয়, একটা ফালতু ভয় দেখান। জটলার ভিতর দিয়ে গলে আমি রাস্তার শেষ প্রান্তে গিয়ে হাজির হলাম এবং দশ মিনিটের মধ্যে বন্ধুবর এসে আমার হাতে

হাত মেলাল। কয়েক মিনিট নীরবে দ্রুত পায়ে হেঁটে আমরা হৈ-হট্টগোল থেকে দূরে একটা নির্জন রাস্তায় চলে এলাম। রাস্তাটা এজোয়ার রোডের দিকে গেছে।

'ডাক্তার, তুমি একেবারে কামাল করে দিয়েছে।' 'এর চেয়ে ভাল আর কিছু সম্ভবপর নয়। সব কাজ ঠিক ঠিক মতই করতে পেরেছ।'

'ফটোগ্রাফ পেয়েছ কি?'

কোথায় আছে সেটা জানতে পেরেছি।'

'কেমন বরে খোঁজ পেলে?'

'সেই দেখিয়ে দিয়েছে। তোমাকে আগেই বলেছিলাম, সে নিজেই দেখি দেবে।'

'আমি কিন্তু যে আঁধারে সেই আঁধারেই রয়ে গেলাম। কিছুই বুঝলাম না।'

হোমস্ সহাস্যে বলল, 'আর রহস্য বাড়িয়ে লাভ নেই। খুব সোজা ব্যাপার। এটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে রাস্তার সব লোকগুলোই এ ব্যাপারে অনেক সহায়তা করেছে। আজকের সান্ধ্য অভিনয়ের জন্যে আমিই ওদের নিযুক্ত করেছিলাম যাতে কাজটা সুষ্ঠু ভাবে হয়।'

'গণ্ডগোল আরম্ভ হবার আগেই আমার হাতের তালুতে খানিকটা লাল রঙ মাখানো ছিল। আমি ছুটে গিয়েই দু-হাতে মুখ চেপে ধরে পড়ে গেলাম। এর ফলে বেশ একটা করুণ দৃশ্যের অবতারণা হল।'

'এটাও আমি অনুমান করেছিলাম।'

'সবাই আমাকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। আমাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? নিয়ে গেল বসবার ঘরে। আগাগোড়াই ঐ ঘরটার প্রতি সন্দেহ ছিল। ঐ ঘর অথবা শোবার ঘর—এই দুটোর যেকোন একটা ঘরে নিশ্চয় ফটোটি আছে। কিন্তু কোন্ ঘরে? যাহোক, ওরা আমাকে কোচে শুইয়ে দিল, আমি আরও একটু বাতাস চাইলাম, ওরা জানালা খুলতে বাধ্য হল, আর তুমিও একটা মওকা পেয়ে গেলে।'

'তাতে তোমার কি আর সুবিধা হল?'

'ভায়া এটাই তো আসল চাল। কোন মহিলা যদি দেখে বাড়িতে আগুন লেগেছে, তখন তার কাজ হবে প্রথমেই সবচেয়ে বেশী মূল্যবান জিনিসটার কাছে ছুটে যাওয়া। মানুষের এ প্রবৃত্তিটা খুব প্রবল বলে একাধিকবার আমি এর সুযোগ সুবিধা নিয়েছি। ডার্লিংটনের কেলেঙ্কারির ব্যাপারে এটা আমার বেশ কাজে লেগেছিল, আর্নস্‌ওয়ার্থ কাস্‌লের ব্যাপারেও ঠিক তাই। এসব ক্ষেত্রে বিবাহিতা নারী তার সন্তানকে প্রথমে আঁকড়ে ধরবে, কুমারী মেয়েরা গয়নার বাক্স সামলাবে। আজকের এই মহিলাটির কাছে যে আমাদের প্রার্থিত বস্তুটির চেয়ে মূল্যবান আর কোন কিছু থাকতে পারে না, সে কথা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। তিনি নিশ্চয় সেই বস্তুটি বাঁচাইতে আগে ছুটে যাবেন। আগুনের চিৎকারটা খুব চমৎকার হয়েছিল। ওইরকম আওয়াজ আর ধোঁয়ার পুঞ্জ পুঞ্জ কুণ্ডলী লোহকঠিন স্নায়ুকেও কাঁপিয়ে দেবেই। ভদ্রমহিলার উপরে এর প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে ভাল হল। ঘণ্টার দড়ির ঠিক উপরে একটা আলগা তক্তার পেছনের একটা ছোট খাঁজে ছিল ফোটোগ্রাফটা, তিনি গিয়ে আধখানা ফ্রেম টেনে সেটা বার করতেই আমি সেটা দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম যে ওটা মিথ্যা চিৎকার, উনি সেটা আবার সেখানেই রেখে দিলেন; তারপর হাউইটার দিকে চেয়ে দ্রুতপক্ষে

সেই যে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন, আর আমি তাঁকে দেখিনি। এর পর আমি নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম। একটু দ্বিধার মধ্যে পড়েছিলাম যে ছবিটা তখনও সরাব কি না। কিন্তু সেই সময় কোচম্যানটা ভিতরে ঢুকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমায় দেখতে লাগল যে অপেক্ষা করাটাই বেশী নিরাপদ মনে করলাম, বেশি ব্যস্ততা দেখালে সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তারপর।'

'আমাদের অনুসন্ধান শেষ। কাল মহারাজকে সঙ্গে করে ওখানে যাব। ইচ্ছা করলে তুমিও আমাদের সঙ্গে যেতে পার। আমাদের নিশ্চয়ই বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হবে এবং মহিলার আগমণের প্রতীক্ষায় কিছু সময় সেখানে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সম্ভবত সে যখন এসে ঘরে ঢুকবে তখন আমাদের এবং ফটোগ্রাফখানাও দেখতে পাবে না। হিজ ম্যাজেস্টি নিজের হাতে ফটোখানা উদ্ধার করতে পেরে নিশ্চয় খুশি হবেন।'

'তোমরা কখন যাবে মনে করছ।'

'সকাল আটটার সময়। শ্রীমতী অত ভোরে নিশ্চয়ই শয্যার মায়া ত্যাগ করবেন না, বিনা বাধায় কাজ শেষ করা যাবে।' অবশ্য চটপট কাজ সারতে হবে। বিবাহের পর শ্রীমতীর অভ্যাসের পরিবর্তনও ঘটতে পারে। আমি আর দেরি না করে রাজাকে এখুনি লিখে জানাচ্ছি।'

আমরা বেকার স্ট্রীটের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ালাম। হোমস্ চাবি বার করবার জন্যে পকেটে হাত দিল। শোনা গেল—শুভরাত্রি মিস্টার শার্লক হোমস্!'

সে সময়ে ফুটপথে লোকজন ভর্তি। কিন্তু মনে হল অলেস্টারধারী একজন রোগা পাতলা ছোকরার কাছ থেকে এই অভিবাদন এল। অতি দ্রুত সে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

স্বল্পালোকিত রাজপথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হোমস্ মন্তব্য করল, বেশ 'পরিচিত কণ্ঠস্বর! কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি যে লোকটা কে হতে পারে!' মনে করতে পারছি না।

তিন

সে রাতটা বাড়ি না গিয়ে বেকার স্ট্রীটেই থেকে গেলাম। সকালে দুজনে কফি আর টোস্টে মনোনিবেশ করেছি এমন সময় বোহেমিয়া-রাজ দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকলেন।

শার্লক হোমসের দুই কাঁধ চেপে ধরে উৎসুকভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আনন্দে চীৎকার করে বললেন, আপনি সেটা পেয়ে গেছেন?'

'এখনও পাই নি।' 'তবে আশা তো করছি।'

'দেরী না, তাহলে চলুন, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না মিঃ হোমস্।'

'একটা গাড়ি ডাকতে হবে।'

না তার কোন দরকার নেই। আমার ব্রুহাম দাঁড়িয়ে আছে।'

'তাহলে তো সুবিধাই হল দেখতে পাচ্ছি।' চলতে লাগলাম।

আমরা নীচে পুনরায় 'ব্রায়োনি লজ'-এর দিকে।

হোমস্ বলল, 'আইরিন অ্যাডলারের বিয়ে হয়ে গেছে।'

'বিয়ে! কবে?'

'গতকাল।'

'কার সঙ্গে?'

'একজন ইংরেজ উকিল সঙ্গে, নাম নর্টন।'

'কিন্তু তাকে তো সে ভালবাসে না একটুও।'

'ভাল বাসুক, সেই আশাই আমি করি।'

'কেন? সে আশা কর কেন?'

'কারণ এই যে, মহারাজ এর ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক আশঙ্কার হাত থেকে রেহাই পাবেন। আইরিনের পক্ষে স্বামীকে ভালবাসা মানে মহারাজকে আর ভাল না বাসা। আর যাঁকে তিনি ভালবাসেন না তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবার আগ্রহও নিশ্চয়ই তাঁর আর থাকবে না।'

'হ্যাঁ সত্যি কথা। কিন্তু তবু, আহা! যদি ভদ্র মহিলার আমার সমান বংশমর্যাদা থাকত তাহলে রানী হিসাবে কী সুন্দর না তাকে মানাত। আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

সার্পেণ্টাইন অ্যাভেনিউতে গাড়ি থামার আগে পর্যন্ত মহারাজ আর একটিও না। মনে হল এই বিয়ে তাকে বেষ্টন করে রয়েছে।

'ব্রায়োনি লজ'-এর দরজা খোলা ছিল। একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক সিঁড়ির উপরে বসে। আমরা ব্রুহাম থেকে নামলে স্ত্রীলোকটি বিদ্রূপের দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগল।

'মিঃ শার্লক হোমস কি?' প্রশ্ন করল স্ত্রীলোকটি?'

জিজ্ঞাসু অথচ সচকিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গী জবাব দিল, হ্যাঁ, 'আমি মিঃ হোমস।'

'গিন্নিমা বলেছিলেন যে আপনি আসবেন। আজ ভোর সওয়া পাঁচটায় চেয়ারিং ক্রস স্টেশন থেকে তিনি ও তার স্বামী ইউরোপের দিকে রওনা হয়েছেন।'

'কী!' বিস্ময় ও নিরাশার ধাক্কায় হোমস্ ফ্যাকাসে হয়ে পেছনে টলে পড়ল।

'তুমি বলতে চাও যে তিনি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে গেছেন?'

'এবং আর কোনদিন ফিরে আসবেন না বলে গেছেন।'

রাজামশায় কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'আর কাগজপত্র? সব গেল? সব গেল?'

'হ্যাঁ দেখতে হচ্ছে।' ভৃত্যকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সে দ্রুত ড্রয়িং-রুমে ঢুকে গেল। পিছন পিছন আমরাও গিয়ে ঢুকলাম। সব আসবাবপত্র ইতস্তত ছড়ানো, তাকগুলো সব খালি, ড্রয়ারও খোলা। মনে হয়, যাবার আগে মহিলা সবকিছু তচনচ করে খুঁজেছে। হোমস কলিং-বেলের কাছে ছুটে গেল, ঠেলাঢাকনিটাকে একটানে ভেঙ্গে

ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করল একখানা ফটোগ্রাফ আর একখানা চিঠি। ফটোখানা সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিতা আইরিন অ্যাডলারের, আর চিঠিখানার উপরে 'শার্লক হোমস, বন্ধুবর খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা খুলল। আমরা তিনজনেই একসঙ্গে চিঠিটা পড়তে লাগলাম। চিঠিতে সময় দেওয়া গতরাত্রি বারোটা, আর তাতে লেখা :

'প্রিয় মিস্টার শার্লক হোমস্, আপনার কার্যপদ্ধতি সত্যই অদ্ভুত ও চমৎকার। আমাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত করেছিলেন। কথাটা সত্য যে আগুনের চিৎকার শোনার আগে পর্যন্ত আমি কিছুই সন্দেহ করতে পারিনি। কিন্তু যখন একটু খেয়াল হল যে বুদ্ধির দোষে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছি, তখন মনে মনে ভাবতে লাগলাম। কিছুদিন পূর্বে শুনেছিলাম যে মহারাজা আপনাকেই নিযুক্ত করবেন। আপনার ঠিকানাও আমার জানা ছিল। কিন্তু সব জানা সত্ত্বেও আপনার এই অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশলে গোপন তথ্য আমি ব্যক্ত করতে বাধ্য হলাম। আমার সন্দেহ জাগবার পরেও একজন সহৃদয় বৃদ্ধ ধর্মযাজক সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। আপনি জানেন, আমি আপনার মত একজন নিপুণ অভিনেত্রী। পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ আমার পক্ষে কিছুই নতুন ঘটনা নয়। এই পোশাকে যে স্বাধীনভাবে চলা যায় তার সুবিধে আমি মাঝে মধ্যে ব্যবহার করে থাকি। কোচম্যান জনকে আপনার উপরে পাহারা দিতে পাঠিয়ে আমি উপরে চলে গেলাম। আপনি চলে যাবার পর আমি পুরুষের সাজ করে আপনার পিছনে পিছনে অনুসরণ করলাম।'

হ্যাঁ, আপনার দরজা পর্যন্ত আপনাকে অনুসরণ করে নিশ্চিত হলাম যে এখন বিখ্যাত মিঃ শার্লক হোমসের নজর সত্যি আমার উপর পড়েছে। তারপর—কিছুটা হঠকারিতাই বলতে পারেন—আপনাকে শুভ রাত্রি জানিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে 'টেম্পল' অভিমুখে যাত্রা করলাম।

স্বামী স্ত্রীর আমরা একত্র পরামর্শ করে স্থির করলাম যে এমন ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত এড়াতে হলে পলায়নই একমাত্র উপায়। সুতরাং আগামী কাল আপনি দেখবেন আমি চলে গেছি।

ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধে মহারাজকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলবেন। আমাকে যিনি ভাল-বাসেন এবং যিনি আমার প্রেমাস্পদ তিনি মহারাজের চাইতে অনেক অনেক উন্নত ধরনের মানুষ। মহারাজ যার প্রতি এমন নিষ্ঠুর অবিচার করেছেন, সে ভুলেও মহারাজার অনিষ্ট করতে কখনই যাবে না। ভবিষ্যতে তার তরফ থেকে আর আঘাতও আসবে না; তিনি ইচ্ছামত যেমন ভাবে হোক চলতে পারেন; আমার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে শুধুমাত্র ছবিটা রেখে দিলাম। রাজা নিশ্চয়ই আমার অনিষ্ট করতে সাহস করবেন না। তবে, অন্য একখানা ছবি রেখে যাচ্ছি, উনি ইচ্ছা করলে সেটা রাখতে পারেন।

—চিরদিনের অনুগতা আইরিন নর্টন, ভূতপূর্ব অ্যাডলার।

আমরা তিনজন চিঠিখানা পড়া শেষ করতেই বোহেমিয়া-রাজ চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, ও কী অদ্ভুত স্ত্রীলোক—।' আপনাকে বলি নি, কী দ্রুতবুদ্ধি আর স্থিরসংকল্প তার? কত বড় গুণবতী রূপবতী রাণী সে হতে পারত! এটা কি দুঃখের বিষয় নয় যে যার এত বুদ্ধি সে আমার সমমর্যাদাসম্পন্ন নয়?'

হোমস ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, 'আমি মহিলাকে যতটা দেখেছি তাতে তো তাকে ইওর ম্যাজেস্টি থেকে ভিন্ন স্তরের মানুষ বলেই মনে হয়। আমি দুঃখিত যে ইওর ম্যাজেস্টির কাজটাকে সফল করতে পারলাম না।'

মহারাজ সোৎসাহে বললেন, 'এর চেয়ে ভাল পরিণতি আর কিছুই হাতে পারত না মিঃ হোমস। আমি জানি যে তার কথায় একটুও নড়চড় নেই। ফোটোগ্রাফটা আগুনে পুড়ে গেলে আমি যেমন নিরাপদ মনে করতাম, এখনও ঠিক তাই করছি।'

'আনন্দিত হলাম মহারাজের এ কথা শুনে।'

'আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নেই। বলুন আপনি কী পুরস্কার এখন চান ? যদি এই আংটি বা যে কোন কিছু মহারাজ তাঁর আঙুলের মরকত অঙ্গুরীয়টি খুলে হাতে রাখলেন।'

হোমস বলল 'মহারাজের হাতে এমন কিছু রয়েছে যার দাম আমার কাছে অনেক বেশি।'

'তা কী বলুন।'

'এই ছবিটা আমি রাখতে চাই কাছে।'

রাজামশায় সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালেন। চীৎকার করে বললেন, 'আইরিনের ফটোগ্রাফ! আপনি চাইলেই পাবেন।' এই নিন্।

'ইওর ম্যাজেস্ট্রিকে ধন্যবাদ। এব্যাপারে তাহলে আর কিছু করণীয় আমার নেই। সসম্মানে আপনাকে জানাই শুভ সকাল। নীচু হয়ে সে অভিবাদান জানাল। তারপর রাজার প্রসারিত হাতের দিকে না তাকিয়েই আমাকে নিয়ে চলে গেল।'

বোহেমিয়ার রাজ্য কেমনভাবে নিদারুণ কলঙ্কের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং শার্লক হোমসের চমকপ্রদ ফন্দি কিভাবে একজন রমণীর চাতুর্যে ব্যর্থ হয়েছিল, এই হল তার নিখুঁত বিবরণ। হোমস্ বরাবর মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে পরিহাস করত, অতঃপর তার সে অভ্যাস দূর হল। যখনই তিনি আইরিন অ্যাডলার অথবা তাঁর আলোক-চিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করত, তখনই সম্মানসূচক 'মহিলা' বিশেষণটি তার মুখে শোনা যেত।

এই ঘটনার পর থেকেই মেয়েদের বুদ্ধির দৌড় নিয়ে ব্যঙ্গ করা ছেড়ে দেয় হোমস।

ছদ্ম বেশীর ছলনা

A Case of Identify

বেকার স্ট্রীটের বাসায় আগুনের চুল্লির ধারে আমরা বসে ছিলাম। হোমস বলল, ভায়া, কল্পনা যতই বিচিত্র হোক না কেন, সত্য তার চেয়ে আরো বেশি আশ্চর্য। যেসব ব্যাপার ধারণা করতেও আমরা ভয় পাই, জীবনে সেগুলো ঘটেই চলেছে। ধর যদি হাত ধরাধরি করে জানলা দিয়ে উড়ে যেতে পারতাম আর সাবধানে সমস্ত বাড়ির ছাদগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে দেখতে পেতাম অসম্ভব অদ্ভুত কত ঘটনা কত অদ্ভুত যোগাযোগ, কত মন্ত্রণা, উদ্দেশ্য-বিরোধ আর ধারাবাহিক কত বিচিত্র ঘটনা,

যা বংশানুক্রমিকভাবে চলে এসে কেমনভাবে তার অপ্রত্যাশিত পরিণামে পৌঁছচ্ছে। তা যদি করা যেত তাহলে একঘেয়ে চিরাচরিত ধারার উপন্যাসের আর কদর থাকতই না।'

আমি বললাম, 'আমি কিন্তু তোমার এসব কথা মানতে পারছি না। খবরের কাগজের মারফত যেসব ঘটনা প্রকাশ করে সেগুলি যথারীতি খুবই সাধারণ ঘটনা এবং ভাসা ভাসা। পুলিশ রিপোর্টগুলোতে তো বাস্তবতাই থাকে না। তথাপি মানতে হবে যে সেগুলো আকর্ষণীয়ও নয়, শিল্পসম্মতও নয়।'

হোমস্ মন্তব্য করল এগুলোকে চিত্তাকর্ষক করতে গেলে বুদ্ধি খাটিয়ে বেছে নেওয়া দরকার; পুলিশ কোর্টে তার একান্ত অভাব আছে। ওরা ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারটাকে ফুলিয়ে লিখতে গিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে এড়িয়ে অনেক দূরে চলে যায়। অথচ একজন পর্যবেক্ষকের কাছে সে রকম হয় না। বিশ্বাস কর, সাধারণ জিনিসই আসলে অস্বাভাবিক।'

আমি সহাস্যে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'তোমার এসব ভাবনার কারণ আমি বুঝি। তিন মহাদেশের যখনই কেউ একেবারে নাজেহাল হয়ে যায় তখন তুমিই তাদের একমাত্র বেসরকারী পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী। এতে যা কিছু বিস্ময়কর এবং অসাধারণ তার সঙ্গেই তোমার পরিচয় ঘটে। মেঝে থেকে প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রখানা হাতে নিয়ে—'বেশ তো, একটা পরীক্ষাই করা যাক। প্রথম হেডিংটা পড়ছি শোন। 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিষ্ঠুরতা।' তার নীচে আধ কলম খবর লেখা। কিন্তু খবর না পড়েই বলতে পারি। সেই—অন্য একটি স্ত্রীলোক, মদ্যপান, ধাক্কা, আঘাত, ছড়ে যাওয়া, কোন সহৃদয় বোন বা গৃহকর্ত্রী। অত্যন্ত বাজে এর চাইতে খারাপ কিছু লিখতে পারে না।'

খবরের কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে হোমস্ বলল, 'তোমার কথার সমর্থনে দৃষ্টান্তটা খুবই খারাপ। এটা হচ্ছে ডাণ্ডাস বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার খবর। ঘটনাচক্রে এর তদন্ত আমিই করেছিলাম। স্বামী ছিলেন মদ্যপান-বিরোধী, অন্য কোন মেয়েকেও তিনি ভালবাসতেন না। তাঁর বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ, প্রত্যেকবার খাবার শেষে বাঁধানো দাঁতের পাটি খুলে তিনি স্ত্রীকে ছুঁড়ে মারতেন। এমন ঘটনা সাহিত্যিক-দের লেখায় থাকে না। ডাক্তার বাবু, এক টিপ নস্য নাও। তাহলে স্বীকার করছ তো যে তোমার নিজের দৃষ্টান্তেই তুমি কাত হয়ে গিয়েছ?' এবার মাথা সাফা করো।

সোনার নস্য-দানীটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে দেখলাম তার ঢাকনার মাঝখানে একটা বড় পদ্মরাগমণি বসানো। ওর সাধারণ সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে মণিটির উজ্জ্বলতা খুবই বেমানান। আমি মন্তব্য না করে থাকতে পারলাম না।

হোমস্ বলল, 'ওহে ভুলে গিয়েছিলাম যে অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। সেই যে আইরিন অ্যাডলারের মামলায় বোহেমিয়ার রাজাকে বিশেষ সাহায্য করে ছিলাম, এটা সেই কৃতজ্ঞতার স্মৃতিচিহ্ন। তোমকে বলতে ভুলে গেছি।'

হোমসের অনামিকায় একটি হীরের আংটি অসাধারণভাবে জ্বলজ্বল করছিল। সেদিকে তাকিয়ে বললাম, 'এই আংটিটা কে দিল?'

'হল্যাণ্ডের রাজপরিবার থেকে। তাঁদের সাহায্য করেছিলাম একটা গোপন ব্যাপারে তুমি তো দয়া করে আমার কয়েকটা সমস্যার বিবরণ লিখেছ, কিন্তু এটা তোমাকেও

বলতে পারিনি এখনও।'

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাতে কোন মামলা-টামলা বর্তমান আছে নাকি?'

'দশ বারোটা, তবে তার কোনটাই মনকে দোলা দেয় না। সেগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু মনে লাগার মত নয়। আসলে আমি দেখেছি যে সাধারণ ঘটনার মধ্যেই পর্যবেক্ষণ এবং কার্য-কারণের দ্রুত বিশ্লেষণের সাক্ষ্য থাকে। এর অনুসন্ধানকে আকর্ষণীয় করেও তোলে। অপরাধ যত বড় হয় সেটা ততই সোজা হয়, কারণ তার উদ্দেশ্য মানে মোটিভটা বেশ স্পষ্ট হয়। মার্সেলেস থেকে যে জটিল মামলাটা আমার হাতে এসেছে একমাত্র সেটা ছাড়া আর কোনটাকে মন টানছে না। অবশ্য হয়ত কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা ভাল কেস হাতে এসে যাবে, কারণ ঐ আমার জনৈক মক্কেল আসছেন দেখতে পাচ্ছি।'

হোমস্ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পর্দার ফাঁক দিয়ে নির্জন পথের দিকে তাকাল। তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমিও দেখলাম, ফুটপাথে এক জন বিপুলদেহী মহিলা দাঁড়িয়ে। তার গলায় অজগর সাপের চামড়ার মোটা গলবন্ধনী, চওড়া টুপিতে লাল পালক গোঁজা, ডেভনশায়ারের রানীর মত সেটা কানের উপরে দেওয়া। এই জমকালো পোশাকের ভিতর থেকে আমাদের জানলার দিকে তিনি চেয়ে আছেন। মাঝে মাঝে গভীর উত্তেজনায় এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, দস্তানার ভিতর তাঁর আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে। হঠাৎ সাঁৎ করে সবেগে রাস্তা পার হলেন, আর পরমুহূর্তেই আমাদের কলিং বেলটা সশব্দে বেজে উঠল।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে হোমস বলল, 'এসব লক্ষণ আমি আগেও দেখেছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এগোনো-পেছনো মানেই প্রেমের ব্যাপার। পরামর্শ চাই, অথচ বুঝতে পারছে না অন্যকে জানানো যাবে কি না। অবশ্য তার মধ্যেও আবার রকম-ফের আছে। যখন কোন মহিলা কোন লোক দ্বারা নির্যাতিত হয় তখন সে কোন রকম দ্বিধা করে না। সেক্ষেত্রে তার লক্ষণই হল কর্কশ ঘণ্টাধ্বনি। মনে হচ্ছে একটা প্রেমের ব্যাপারে, মেয়েটা যতটা বিচলিত বা ক্ষুব্ধ, ততটা ক্রুদ্ধ নয়। সে তো হাজির হয়েছে, শোনা যাক।'

দরজায় ঘণ্টা বাজার পর আমাদের ছোকরা চাকর খবর দিল যে মিস সাদারল্যান্ড সাক্ষাৎপ্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে ভদ্রমহিলাকে দেখা গেল—ছোট নৌকোর পেছনে যেন একটি বৃহৎ জাহাজ। হোমস্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচারের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। মহিলাটি একটি চেয়ারে বসবার পর তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে কুশলী ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভদ্রমহিলার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল।

বলল, 'আপনার চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে এত বেশী টাইপ করা আপনার পক্ষে উচিত নয়?

সে জবাব দিল, 'প্রথমে বেশ অসুবিধা হত, কিন্তু এখন আমি না তাকিয়েই বুঝতে পারি কোন্ অক্ষরটা কোথায় আছে।' তারপরই হঠাৎ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সে খুব চমকে উঠল। তার চওড়া মুখের উপর ভয় ও বিস্ময়ের ছায়া দেখা গেল। বলল, 'মিঃ হোমস, আপনি আমার সব কথা শুনেছেন, নইলে এসব জানলেন কি করে?'

হোমস্ সহাস্যে বলল, 'ব্যস্ত হবেন না। আমার পেশা হচ্ছে অন্যের খবর দেখেই

জানা। সাধারণ লোকের চোখে যেসব সাধারণ বস্তু এড়িয়ে যায়, সেসব লক্ষ্য করাই আমার অভ্যাস। নইলে আপনি আমার পরামর্শ নিতে আসবেন কেন?'

'দেখুন, মিসেস ইথারেজের কাছে আপনার বহু কথা শুনেই আমি এসেছি। যখন পুলিশ এবং অন্য সবাই ধরে নিয়েছিল মিসেস ইথারেজের স্বামী মারাই গেছেন তখন আপনি সহজ উপায়ে তাঁকে খুঁজে বের করেছিলেন। আমার অনুরোধ মিঃ হোমস, আমার বড় আশা আপনি আমার জন্যেও তাই করবেন। আমি গরীব, কিন্তু বছরে একশ' পাউণ্ড আমার বরাদ্দ, তাছাড়া টাইপ করে যা পাই। মিঃ হোসমার এঞ্জেলের কি হয়েছে জানবার জন্য দরকার হলে আমি সব কিছু দিতে রাজী।'

হোমস্ আঙুলের ডগাগুলো একত্র করে ছাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'পরামর্শ করবার জন্যে এরূপভাবে ছুটে এসেছেন কেন?'

আবার মিস্ সাদারল্যাণ্ডের মুখে বিস্ময় দেখা দিল। সে বলল, 'ঠিক বলেছেন। সত্যি খুব ব্যস্ত হয়েই আমি ছুটে আসছি। আমার বাবা মিস্টার উইণ্ডিব্যাঙ্ক ব্যাপারটায় কোন গুরুত্ব দিতে চান না বলে, আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল। তিনি পুলিশের কাছেও যাবেন না, আপনার কাছেও আসবেন না; তাঁর মতে আমার কিছু ক্ষতি হয়নি। যখন তিনি কোন মতেই রাজি হলেন না, তখন আমি পাগলের মত ছুটে কোনমতে চলে এলাম আপনার কাছে।'

'আপনার বাবা?' 'নিশ্চয় সৎ বাবা, পদবী যখন আলাদা?

'হ্যাঁ, আমার সৎ বাবা। আমি তাঁকে বাবাই বলি, যদিও শুনলে হাসি পায়, কারণ তিনি আমার চাইতে মাত্র পাঁচ বছর দু' মাসের বড়।'

'হ্যাঁ, মা বেঁচে আছেন এবং বেশ ভালই আছেন। আমার বাবার মৃত্যুর পর মা বয়সে পনেরো বছরের ছোট একজনকে বিয়ে করেন, আমি এতে খুশি হতে পারিনি। টটেনহ্যাম কোর্ট রোডে বাবার প্লাম্বিং-এর দোকান ছিল। মৃত্যুর পূর্বে বেশ গুছানো এই ব্যবসা তিনি রেখে গিয়েছিলেন। আমার মা ফোরম্যান মিস্টার হার্ডির সঙ্গে দোকান দেখাশুনা করতেন, এমন সময়ে মিস্টার উইণ্ডিব্যাঙ্কের আবির্ভাব হল। তিনি ঘুরে মদের ব্যবসা করতেন, কাজেই অনেক উঁচুদরের মানুষ। তিনি মাকে বাধ্য করলেন দোকানটা বেচে দিতে। এখন সুদে আর আসলে চার হাজার সাতশো পাউণ্ড পান, বাবার জীবদ্দশায় এর চেয়ে বেশী আসত।

এই সব আবোল-তাবোল অর্থহীন বিবরণ শুনে হোমস অধৈর্য হয়ে উঠবে আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, গভীর মনোযোগের সহিত সে এ সব কথা শুনছে।

সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনার আয় কি এই ব্যবসা থেকে আসে?'

'না, না, স্যার, শেটা অন্যভাবে আসে। ওটা আমাকে দিয়ে গেছেন অকল্যাণ্ডের কাকা নেড। টাকাটা লগ্নী করা আছে 'নিউজিল্যাণ্ড স্টক'-এ সাড়ে চার পার্সেণ্ট সুদে। মোট পরিমাণ দু হাজার পাঁচশ' পাউণ্ড। তা থেকে বছরে সুদ পাই একশ পাউণ্ড।

হোমস্ বলল, 'তুমি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে তুলছ। বছরে একশো পাউণ্ড বেশ মোটা অঙ্ক, তাছাড়া নিজস্ব আয় আছে। এ টাকা দিয়ে তুমি নিশ্চয়ই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াও আর জীবনটা বেশ উপভোগ কর। আমার মনে হয় কোন মহিলা

বার্ষিক ষাট পাউণ্ড রোজগারেই আরামে জীবন কাটাতে পারেন।'

'ওর চাইতে আরও কমে আমি চালাতে পারি। এখন মায়ের কাছে আছি তাই মা-ই টাকাটা খরচ করেন। অবশ্য এ ব্যবস্থাটা এখনকার মত। মিঃ উইণ্ডিব্যাঙ্ক প্রতি তিনমাস অন্তর আমার সুদটা তুলে মাকে দেন। টাইপরাইটিং-এ আমার যা উপার্জন হয় তাতেই আমার বেশ ভালভাবে চলে যায়। সীট প্রতি দু' পেনি, আর দিনে আমি পনেরো থেকে বিশ সীট টাইপ অক্লেশে করতে পারি।'

হোমস্ বলল, 'তোমার অবস্থা খুব স্পষ্ট করেই বলেছ। ইনি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন। তুমি নিঃসঙ্কোচে এঁর সামনে সব কথা বলতে পারেন। এখন অনুগ্রহ করে হোসমার এঞ্জেলের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথাটা বল।'

মিস সাদারল্যাণ্ডের মুখে একটা লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল। জ্যাকেটের কোণা ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'গ্যাস-ফিটারদের বল-নাচে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। বাবা বেঁচে থাকতেই তারা টিকিট পাঠাত। বাবা মরে যাবার পরও তারা আমাদের কথা ভুলে যায় নি। মাকে টিকিট পাঠাত। কিন্তু আমরা সেখানে যাই এটা মিঃ উইণ্ডিব্যাঙ্ক পছন্দ করত না। আমাদের কোনখানে যাওয়াই তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু একবার আমি স্থির করলাম যাবই। তিনি বাধা দেবার কে? তিনি বললেন, ওরা আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার উপযুক্ত লোক নয়। অথচ আমার বাবার বন্ধুরা সবাই সেখানে যেতেন। তখন তিনি বললেন, যাবার মত আমার ভাল পোষাক নেই। অথচ আমার বেশ ভালো নতুন লাল মখমলের জামাটা ড্রয়ারে আছে। শেষটায় যখন কিছুতেই শুনলাম না তখন ব্যবসার কাজ দেখিয়ে রেগে ফ্রান্সে চলে গেলেন। কিন্তু মা আর আমি আমাদের ফোরম্যান মিঃ হার্ডির সঙ্গে সেখানে গেলাম, আর সেখানেই মিঃ হোসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল।'

হোমস্ প্রশ্ন করল, 'মিস্টার উইণ্ডিব্যাঙ্ক ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে যখন তোমার নাচের আসরে যাবার খবর শুনলেন, তখন বোধহয় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন?'

মেটেোই না। ব্যাপারটা তিনি খুব সহজভাবেই নিলেন। বেশ মনে আছে যাওয়ার খবর শুনে তিনি হেসে বললেন, 'মেয়েদের ইচ্ছেয় বাধা দিয়ে লাভ নেই, মেয়েরা খুব জেদী। তারা তার কথা বজায় রাখবেই যা করবে বলবে করবেই।

'বুঝলাম। তাহলে গ্যাস-ফিটারদের নাচের আসরে হোসমার এঞ্জেল নামে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়।'

'হ্যাঁ স্যার। সেই রাতেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা। পরদিন তিনি নিজে খোঁজ নিয়ে গেলেন আমরা নিরাপদে বাড়িতে ফিরেছি কি না। তারপরেও আমাদের বহুবার দেখা হয়েছে—মানে মিঃ হোমস, দুবার আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গেছি। কিন্তু তারপরই বাবা বাড়ি ফিরে এলেন, আর মিঃ হোসমার এঞ্জেলও আর আমাদের বাড়ি আসেনি।'

'আমার বাবা এসব অপছন্দ করেন। কোন অতিথিকে তিনি বাড়ীতে আসতে দিতে চান না। তিনি বলেন যে সংসারের কাজেই মেয়েদের সুখী হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমি মার কাছে বহুবার এ বিষয়ে অনুযোগ করেছি যে প্রত্যেক মেয়ের নিজস্ব বন্ধু-বান্ধব আছে আমার কপালে তা নেই।

'কিন্তু হোসমার এঞ্জেল কী করলেন ? তিনি কি আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছিলেন ?'

'মানে, এক সপ্তাহের মধ্যেই বাবার ফ্রান্সে যাবার কথা ছিল, তাই হোসমার চিঠি লিখে জানিয়েছিল তিনি চলে যাবার পর দেখা করব। ইতিমধ্যে আমরা চিঠি লিখতাম। সে প্রত্যেক দিন লিখত। আগেই আমি চিঠিগুলি নিয়ে নিতাম, কাজেই বাবা কিছু জানতেই পারতেন না।'

'আপনাদের বিয়ের কথাবার্তা কি কিছু হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ। প্রথম বেড়াতে বেরিয়েই সে কথা হয়েছিল। হোসমার—মিঃ এঞ্জেল—লেডেনহল স্ট্রীটের অফিসের ক্যাসিয়ার—আর—,

'তিনি কোন্ অফিসে কাজ করেন ?'

আমি জানি না।'

'তিনি কোন কোথায় থাকেন।'

'অফিসেরই একটা ঘরে তাঁর রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত ছিল।'

'তাহলে তার ঠিকানাও জান না ?'

'সেটা লেডেনহল স্ট্রীট। এছাড়া আর কিছু আমার জানা নেই।'

'তাঁকে চিঠি দেবার দরকার হলে কোন্ ঠিকানায় দিতে ?'

'লেডেনহল স্ট্রীট ডাকঘরে। সেখান থেকেই সে চিঠি নিয়ে যেত। সে এও বলত, অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিলে সেখানকার কর্মীরা জানতে পারলে তাকে ক্ষেপাবে। তাই সে আমাকে টাইপ করে চিঠি লিখত। আমিও টাইপ করে চিঠি লিখতাম। কিন্তু সে তাতে আপত্তি করত,—আমি নিজ হাতে চিঠিটা লিখলে সেটা আমারই চিঠি, আর টাইপ করলে মনে হবে ঐ যন্ত্রটা দুজনের মাঝখানে বাধার সৃষ্টি করছে। এ থেকেই বুঝতে পারবেন মিঃ হোমস, সে আমাকে কত ভালবাসত।

হোমস্ মন্তব্য করল, 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে ছোটখাটো ব্যাপারগুলোই খুব বেশি কাজে লাগে। মিস্টার এঞ্জেল সম্বন্ধে এমন আর কোন ছোটখাটো কথা মনে আছে।'

'হ্যাঁ, সে খুব লাজুক প্রকৃতির। দিনের বেলার চেয়ে সন্ধ্যার পরেই সে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া পছন্দ করত। সে খুব নির্জনতাপ্রিয়, ও ভদ্র। তার কণ্ঠস্বরও খুব মৃদু। আমার বলেছিল ঠাণ্ডা লেগে তার গ্ল্যাণ্ড ফুলেছিল। তার পর থেকেই সে ফিস-ফিস করে কথা বলে। সাজ-পোষাকের ব্যাপারে সে খুব সৌখীন। সব সময়ে ধোপ-দুরস্ত, ফিট-ফাট। তবে, আমার মত তারও চোখ খারাপ বলে সে রঙিন চশমা ব্যবহার করে।'

'আপনার পিতা মিস্টার উইণ্ডিব্যাঙ্ক ফ্রান্সে যাবার পর কী হল ?'

'মিঃ হোসমার এঞ্জেল বাবা ফ্রান্সে যাওয়ার পর আবার আমাদের বাড়িতে এল এবং প্রস্তাব করল যে বাবা ফিরে আসবার আগেই আমরা বিয়ে করব। সে বিয়ের ব্যাপার ভীষণ ব্যগ্র হয়ে উঠল। বাইবেলে হাত রেখে আমাকে শপথ করালো যে কিছু ঘটুক আমি সব সময়েই তাকে ভুলব না। প্রথমে থেকেই মা তাকে পছন্দ করত এবং আমার চাইতেও তাকে বেশী ভালবাসত। তারপর যখন তারা এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ের কথা

তুলল তখন আমি বাবার কথা বললাম। কিন্তু তারা দুজনই বলল, বাবার কথা ভাববার দরকার নেই—তাকে পরে বললেও হবে—মাই তাঁকে বলে সব ঠিক করে দেবে। কিন্তু আমার এতে পছন্দ হল না। যদিও এব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তিনি আমার থেকে সামান্য বড়। তবু এভাবে লুকিয়ে বিয়ে করতে আমি রাজী না। তাই কোম্পানীর ফরাসী অফিস-বর্দু-তে বাবাকে চিঠিও লিখলাম। কিন্তু সে চিঠি কাছে ফেরৎ এল বিয়ের দিন সকালে।'

'তাহলে তাঁর কাছে সে চিঠি পৌঁছয়নি?'

'না, চিঠি যাবার আগেই তিনি নাকি ইংল্যাণ্ডের দিকে চলে গেছেন।'

'আহা, বড় দুঃখের কথা। তাহলে শুক্রবার তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। গির্জায় হবার কথা ছিল কি?'

'হ্যাঁ, খুব অনাড়ম্বরভাবে। কিংস ক্রসের কাছে সেণ্ট জেভিয়ার চার্চে আমার বিয়ের আয়োজন করেছিলাম, ঠিক ছিল যে সেখান থেকে বেরিয়ে সেণ্ট প্যানক্রাস হোটেলে আমরা জলযোগ করব। হোসমার ছোট একটা গাড়ি ভাড়া করেছিল। আমাদের দু-জনকে তার ভিতরে বসিয়ে একটা চার চাকার গাড়িতে চড়ে সে আমাদের পেছনে পেছনে চলে আসছিল সারা পথটায় ওটা ছাড়া আর কোন গাড়ি ছিল না। গির্জায় প্রথমে আমাদের গাড়িটা ঢুকল; তারপর পরের গাড়িটা যখন এসে পৌঁছল তখন আমরা তার গাড়ী থেকে বেরিয়ে আসর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সে আর গাড়ী থেকে বের হল না। কোচম্যান নেমে দেখল ভিতটা খালি, কেউ নেই। কোচম্যান বলল সে স্বচক্ষে তাকে ভিতরে বসতে দেখেছে, কিন্তু তারপর কী হয়েছে তা সে বলতে পারল না।

'মিস্টার হোমস্, গত শুক্রবার তাকে সেই শেষ দেখা দেখেছি। তার পর তার এমন কিছুই জানতে পারিনি যা কোন কাজে লাগবে।'

হোমস্ বলল, 'মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে অত্যন্ত নির্লজ্জের মত ব্যবহার করা হয়েছে।'

'না, না স্যার! সে এ মানুষ যে, এমনভাবে সে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে না। সারাটা সকাল সে আমাকে বার বার বলেছে, যা কিছু ঘটুক না কেন আমি যেন তার প্রতি অনুরক্ত থাকি। এমন কি যদি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যদি আমাদিগকে দূরে সরিয়ে দেয় তথাপি যেন মনে রাখি যে আমি তাকে কথা দিয়েছি, আর আজ হোক দুদিন পরে হোক সে প্রতিশ্রুতি দাবী করতে সে আসবেই। বিয়ের দিন সকালে এ ধরনের অদ্ভুত কথাবার্তা তখন খুবই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল, কিন্তু তারপর যা ঘটল তাতো বললাম।

'নিশ্চয় মনে হয়। তাহলে তোমার অভিমত অনুযায়ী একটা কোন অপ্রত্যাশিত বিপদ তার ঘটেছে?'

'হ্যাঁ স্যার, আমার বিশ্বাস কোন বিপদের আভাষ সে অনুভব করেছিল, ওরকম ভাবে কথা বলত না। আর শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল।'

'সেটা কি ধরনের বিপদ সেবিষয়ে কোন ধারণা আছে কি?

'না।'

'আর একটি কথা। আপনার মা এ ব্যাপাটা কিভাবে নিলেন?'

'মা খুব রেগে গিয়ে বলল, আমি যেন আর কখনও এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলি।'

'আর আপনার বাবা? তাকে বলেছিলেন কি?'

'বলেছিলাম। তিনিও আমার মতই মনে করলেন যে একটা কিছু ঘটেছে, এবং আমি আবার হোসমারের দেখা পাব। তিনি বললেন, আমাকে গির্জা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে তার কী লাভ হতে পারে? হোসমার আমার কাছ থেকে টাকা ধারও করে নি অথবা আমাকে বিয়ে করে সম্পত্তি লাভেরও আশা ছিল না। তাহলেও না হয় ব্যাপারটা বোঝা আমার একটি শিলিংয়ের উপরেও তার লোভ ছিল না। তবে আর কী কারণ হতে পারে? ওঃ, আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি! রাত্রে একটুও ঘুম হয় না!'

মহিলাটি রুমাল বার করে মুখ ঢাকলেন। তাঁর কান্নার শব্দ শোনা গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, 'কেসটা আমি হাতে নিলাম এর ফয়সালাও যে শীঘ্র করতে পারব তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন থেকে ব্যাপারটা আমার হাতেই ছেড়ে দিও, আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, মিঃ হোসমার এঞ্জেল যেমন আপনার জীবন থেকে দূরে সরে গেছে, তেমনি আপনার স্মৃতি থেকেও তাকে দূরে সরিয়ে ফেল।'

'তাহলে কি আর কখনো তার দেখা পাব না বলছেন?'

'আমার সেইরকম মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু তার কী হয়েছে বলতে পারেন?'

'এ প্রশ্নের জবাব পরে দেব তোমাকে, তাঁর নিখুঁত বর্ণনা আমার দরকার। আর, যদি কোন চিঠি পত্র থাকে আমায় দিতে পার।'

'গত শনিবারের 'ক্রনিক্‌ল্‌'-এ তার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। এই তার কাটিং। আর এই নিন তার চারখানা চিঠি।'

'ধন্যবাদ। তোমার ঠিকানা?'

'৩১ লায়ন প্লেস, কাম্বারওয়েল।'

'মিঃ এঞ্জেলের ঠিকানা তো কখনও পাও নি। আচ্ছা, তোমার বাবার ব্যবসাটা কোথায় বলতে পার?

'ফেনচার্চ স্ট্রীটের বিখ্যাত ক্লারেট কোম্পানি ওয়েস্টহাউস অ্যান্ড মারব্যাঙ্কের মাধ্যমে তিনি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করেন।'

'ধন্যবাদ তুমি খুব নিখুঁতভাবেই সবকিছুর বর্ণনা দিয়েছ। তোমার কাগজপত্রগুলো আপাতত আমার কাছে রইল। দয়া করে আমার পরামর্শ সব সময় মনে রাখবে। এই-খানেই ঘটনাটাকে ধামাচাপা দিয়ো তোমার ভবিষ্যৎ সবন্ধে চিন্তা করা উচিৎ।'

'আপনার সহৃদয়তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমি কোনমতেই পারব না। আমি হোসমারের কাছে যে শপত করেছি তা ভঙ্গ করতে পারব না। সে যখনই ফিরে আসবে তখনই তার সঙ্গে চলে যাব।'

একটা ঢাউস টুপি আর তার বোকা-বোকা ভাব সত্ত্বেও মেয়েটির সরল বিশ্বাসের মধ্যে এমন একটা সরলতা ছিল যা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। টেবিলের উপর এক-বাণ্ডিল কাগজ রেখে সে ঘর থেকে চলে গেল। বলে গেল, দরকার হলেই সে আবার

আসবে।

হোমস্ কয়েক মিনিট নীরবে চুপচাপ বসে রইল। তখনও তাঁর আঙুলগুলো পরস্পর সংবদ্ধ, পা দুটি সামনে প্রসারিত এবং স্থির দৃষ্টি ছাদের দিকে, তারপর সে হাত বাড়িয়ে পুরোনো মাটির পাইপটা তুলে নিল, এই পাইপটা ধরিয়ে দিয়ে সে বুদ্ধি মাথায় আনে। পাইপটা জ্বালিয়ে হোমস্ আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিল, ঝলকে ঝলকে নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী মেঘের মত চক্রাকারে উপরে উঠে যেতে লাগল। অপরিসীম শ্রান্তির ছাপ তাঁর চোখে মুখে।'

সে বলতে লাগল, 'মেয়েটির চরিত্র খুবই ইন্টারেস্টিং। তার সমস্যাটা অতি তুচ্ছ। আমার সূচীনিবন্ধের পাতা ওল্টালে এরকম আরও অনেক কেস দেখতে পাবে। যেমন, ৭৭-এ অ্যান্ডোভার-এ, বা গত বছর হেগ-এ। চালটা খুবই পুরনো, তবে দু'একটা নতুন কথাও এর মধ্যে আছে। কিন্তু এই থেকে নতুন কিছু শেখার আছে ঐ মেয়েটির কাছ থেকে—'

'মনে হচ্ছে তুমি মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছ যা আমার চোখে পড়েনি।'

'না ভায়া, তুমি লক্ষ্য করনি। কোথায় কি দেখতে হবে তোমার সে সবন্ধে জানা নেই, সেজন্যে দরকারি সবকিছুই তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। তোমাকে বোঝানো শক্ত যে জামার আস্তিন, বুড়ো আঙুলের নখের ইঙ্গিতে আর জুতোর ফিতে দেখেও অনেক আবিষ্কার করা যায়। ভদ্রমহিলাকে দেখে তোমার কি মনে হয়েছিল বল তো?'

'ঠিক আছে। স্লেট-রঙ চওড়া একটা খড়ের টুপি, তাতে ইঁট-রঙের পালক লাগনো। কালো পুঁতি বসানো কালো জ্যাকেট, তার পাড়গুলোতেও কালো পুঁতির কাজ করা। পোশাকটা বাদামী, বরং বলা যায় কফি-রঙের চাইতেও বেশ গাঢ়, ঘাড়ে ও হাতায় লাল মখমলের পাড় বসানো। দস্তানাজোড়া ধূসর রঙের। ডান হাতের তর্জনীটা দস্তানার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আর জুতোজোড়া আমি তেমন লক্ষ্য করে দেখি নি। কানে ছিল ছোট গোল সোনার কান পাশা। দেখে মনে হল অবস্থা বেশ ভাল, বিলাস-বহুল ও স্বচ্ছল।'

হোমস মুচকি হেসে হাততালি দিয়ে বলল, 'সত্যি তোমার বর্ণনা বেশ চমৎকার হয়েছে খুব নিখুঁত বিবরণ দিয়েছ। দরকারগুলি তোমার নজর এড়িয়ে গেলেও কিন্তু লক্ষ করবার জন্যে ঠিক পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছ। বিশেষত রঙের তারতম্য সম্বন্ধে তোমার নজর খুব তীক্ষ্ন। খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়াই হচ্ছে আসল কাজ। আমি প্রথমেই মেয়েদের জামার হাতার দিকটা লক্ষ্য করি। পুরুষদের ক্ষেত্রে ট্রাউজারের হাঁটুর দিকে নজর দেওয়াই উচিৎ। তুমি ভদ্রমহিলার হাতায় লাগানো যে ছোপের কথা বললে, রাগ লক্ষ্য করবার পক্ষে ওটা খুবই দরকারি। তাঁর কব্জির একটু উপরে যেখানটা টাইপিস্ট টেবিলে চাপ দেয়, দুটি রেখা সেখানে পাশাপাশি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছিল। অবশ্য সেলাই কলের হাতল থেকেও অমন দাগ পড়ে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এতটা চওড়া দাগ হয় না, শুধু বাঁ হাতের আর বুড়ো আঙুলের বেশ একটু দূরে দাগ পড়ে। তারপর মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, নাকের দু-পাশে প্যাঁশইনের ছাপ। আমি সেজন্য বললাম যে তাঁর চোখ খারাপ আর সে টাইপের

কাজ করে। আমার মন্তব্যে বোধহয় সে বিস্মিত হয়েছিল।'

'আমিও কম বিস্মিত হইনি।'

'কিন্তু ব্যাপারটা সোজা। যাহোক, এবার আমার বিস্মিত হবার পালা। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যে জুতো সে পরে এসেছে তার দু'পাটি আলাদা না হলেও কিছুটা যেন পার্থক্য—এক পাটি জুতোর ডগায় কিছুটা কাজকরা, অপরটি সাদাসিদে। এক পাটির পাঁচটা বোতাম-ঘরের শুধু নীচের দুটো বোতাম লাগানো, অন্য পাটির তিনটে লাগানো। কাজেই তুমি যদি দেখ যে একটি সুসজ্জিতা যুবতী বাড়ি থেকে বেরিয়েছে আলাদা ধরনের দু'পাটি জুতো পরে, তাও অর্ধেক বোতাম লাগানো, তাহলে এটা অনুমান করা শক্ত নয় যে সে খুব তাড়াহুড়ো করে এসেছে।'

'এছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেছ ?' হোমসের এইসব অভ্রান্ত যুক্তি দেখে আমি বরাবরই যেমন কৌতূহলী হয়ে উঠতাম আজও তেমনি একটা আগ্রহ বোধ করলাম।

'ভদ্রমহিলা এখানে আসবার আগে নিশ্চয়ই একটা চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর ডান হাতের দস্তানার আঙুলের কাছটা ছেঁড়া, সেটা তুমি দেখেছিলে। কিন্তু দস্তানা আর আঙুল, এই দু-জায়গায় যে কালির দাগ ছিল তা তুমি দেখনি। খুব ব্যস্ততার মধ্যেই সে চিঠি লিখেছিল আর কলমটা বোধহয় কালিতে বেশি দূর পর্যন্ত ডুবিয়েছিল। চিঠিটা আজ সকালেই লেখা, নইলে কালির দাগ অত স্পষ্ট দেখা যেত না। অবশ্য এ সমস্ত প্রাথমিক ব্যাপার। এবারে কাজের কথা ধরা যাক। ওয়াটসন, বিজ্ঞাপন থেকে হোসমার এঞ্জেলের বর্ণনাটা পড়।

ছাপানো কাগজে তা লেখা : '১৪ই সকালে হোসমার এঞ্জেল নামে এক ভদ্রলোক নিখোঁজ হয়েছেন। উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, বেশ মজবুত ভাল গড়ন, পিত্ত বর্ণ, কালো চুল, সামান্য টাক, মোটা কালো জুলফি ও গোঁফ, রঙিন চশমা, ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে। সর্বশেষ যখন দেখা গেছে তখন পরনে ছিল সিল্কের পটি লাগানো কালো ফ্রক-কোট, কালো ওয়েস্ট-কোট, সোনার অ্যালবার্ট চেন, ধূসর হ্যারিস-টুইডের ট্রাউজার, ইলাস্টিক-বসানো জুতো। লেডেনহল স্ট্রীটের কোন অফিসে চাকরি করতেন। যদি কেউ সংবাদ দিতে পারেন'।

হোমস্ বলল, 'আপাতত এতেই হবে।' চিঠিগুলো এক নজর দেখে সে বলল, 'এগুলো মামুলি চিঠি, এর মধ্যে হোসমার এঞ্জেল সম্বন্ধে কোন কথাই জানা যাবে না। একবারমাত্র তিনি বালজাকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যে একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা লক্ষ্য করেছ ?'

আমি বললাম, 'চিঠিগুলো টাইপ করা।'

'শুধু তাই নয়, স্বাক্ষরটাও টাইপ-করা। নীচের দিকে সুন্দর ভাবে টাইপ-করা 'হোসমার এঞ্জেল।' একটা তারিখ আছে, কিন্তু লেডেনহল স্ট্রীট ছাড়া আর কিছু লেখা নেই। এই সাক্ষরের ব্যাপারটাই খুব রহস্য এমন কি এটাকে আমরা চূড়ান্তও ধরে নিতে পারি।

'কিসের চূড়ান্ত।'

'আরে ভাই, পুরো ব্যাপারটার উপর এর প্রভাব যে কতখানি সত্য তা কি তুমি

বুঝতে পারছ না ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি এ কথা বলতে পারি না। তবে এ হতে পারে যে, চুক্তিভঙ্গের কোন মামলা হলে যাতে স্বাক্ষরটা করা যায় এটা তিনি চেয়েছিলেন।'

'না মোটেই তা নয়। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করবার জন্যে দুটো চিঠি লিখতে হবে। লণ্ডনের একটা কোম্পানিকে, আর ভদ্রমহিলাটির সৎ পিতা উইণ্ডিব্যাঙ্ককে আগামী কাল সন্ধ্যা ছ-টার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখব। পুরুষ আত্মীয়দের সঙ্গেই কাজ কারবার করা ভাল। তাহলে ডাক্তার, ঐ চিঠিদুটোর উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কিছু করণীয় নেই, সমস্যাটার আলোচনা এখন না করাই ভাল।

হোমসের সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি এবং অপূর্ব কর্মদক্ষতায় বিশ্বাস করার মত এত যুক্তি আমার মনে আছে যে, সে এখন যেরকম নিশ্চয়তার সঙ্গে এই সমস্যার ব্যাপারে মত প্রকাশ করল তার স্বপক্ষে নিশ্চয় কোন অতি জোরালো কারণ আছে বলেই আমার ধারণা হল। মাত্র একবার তাকে আমি সামান্য পরাস্ত হতে দেখেছি, সেটা হল বোহেমিয়া-রাজ ও আইরিন অ্যাডলারের ফটোগ্রাফের ব্যাপার! কিন্তু যখনই চার হাতের সাক্ষর (দি সাইন অব ফোর) অলৌকিক ঘটনাবলী বা 'রক্ত সমীক্ষা'-র (স্টাডি ইন স্কার্লেট) অসাধারণ ঘটনার কথা ভাবি, তখনই আমার মনে হয় যে, ওটা এতই অদ্ভুত এক রহস্য যেটা সে সমাধান করে দিল।

আমি যখন হোমসের কাছে বিদায় নিলাম, তখনও কালো পাইপটা টেনে চলেছে। আমার বদ্ধমূল ধারণা হল যে আগামীকাল সন্ধ্যায় এলে এর মধ্যে মেরি সাদারল্যাণ্ডের বাগ্‌দত্তকে খুঁজে বার করতে গেলে যে যে সূত্রের দরকার তার সবগুলিই হোমস আবিষ্কার করে ফেলবে।

সেদিন একটা গুরুতর রোগীকে নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। সারাটা দিন রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসেই দিন কেটে গেল। ঠিক ছ'টার আগে সেখান থেকে উঠে একটা ভাড়াটে গাড়িতে চেপে বেকার স্ট্রীটে গেলাম, মনে ভয় ছিল, রহস্য-সমাধানের চূড়ান্ত মুহূর্তে হয় তো উপস্থিত হতে পারব না। যা হোক, ঘরে হোমসকে পেলাম একা অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়—তার দীর্ঘ বিশাল শরীরটা আরাম-কেদারায় কুঁকড়ে পড়ে আছে। ঘরে সাজানো অনেকগুলি বোতল ও টেস্ট-টিউব দেখে এবং হাড্রোক্লোরিক এসিডের ঝাঁঝালো গন্ধে বুঝতে পারলাম সারাটা দিন সে তার প্রিয় রাসায়নিক পরীক্ষা নীরিক্ষা নিয়েই কাটিয়েছে।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হে, কোন মীমাংসা হল নাকি ?'

'হয়েছে। জিনিসটা হচ্ছে বাইসালফেট অব্ ব্যারইটা।'

আমি উচ্চকণ্ঠে বললাম, 'সেকথা নয়, মেয়েটার কথা বলছি।'

'ও, সেই ব্যাপারটার কথা বলছ ? আমি ভেবেছিলাম যে লবণ সংক্রান্ত গবেষণাটার কথা বলছ। শোন, ব্যাপারটার মধ্যে আদৌ কোন রহস্য নেই। তবে, গতকাল যা বলেছিলাম, এর মধ্যেই কতকগুলো ছোটখাটো ব্যাপার আছে যা কৌতূহল জাগায়। তবে অসুবিধে এই যে, এমন কোন আইন নেই যা শয়তানটাকে ধরা যায়।'

তাহলে লোকটা কে ? মিস্ সাদারল্যাণ্ডকে ফেলে পালিয়ে যাওয়া তার কি

উদ্দেশ্য ?

আমি সবেমাত্র প্রশ্নটি করেছি, হোমস্ জবাব দেবার জন্যে মুখ খোলে নি, এমন সময় বারান্দায় ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর দরজায় করাঘাতের শব্দ।

ঘরে ঢুকলেন একজন শক্ত চেহারার মাঝারি জাতের ভদ্রলোক। বছর ত্রিশেক বয়স, দাড়ি-কামানো, পীতবর্ণ, শান্ত স্বভাব, ধূসর চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী। আমাদের দুজনের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার টপ-হ্যাটটা রেখে একটু মাথা নুইয়ে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লেন।

হোমস বলল, 'শুভ সন্ধ্যা, মিস্টার জেমস্ উইন্ডিব্যাঙ্ক। আপনি টাইপ করা যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে ঠিক ছ-টার সময় দেখা করবার কথা ছিল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, আমি মালিক নই। খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি যে মিস্ সাদারল্যান্ড আপনাকে তুচ্ছ একটা ব্যাপারে বিব্রত করেছে। আমি ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ করার একটুও পক্ষপাতী নই। আমাকে না জানিয়ে সে আপনার কাছে এসেছিল। বোধহয় লক্ষ্য করেছেন যে, মেয়েটি বেশ আবেগপ্রবণ ; যদি কোন বিষয়ে জেদ ধরেন তাহলে ওকে নিবৃত্ত করা সহজ নয়। কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমার সে আশঙ্কা নেই, আপনি পুলিশের মত নন। কিন্তু অমনভাবে পারিবারিক কথা বাইরে প্রকাশ করা আমার ভাল লাগছে না। তাছাড়া খরচ ও আছে,—হোসমার এঞ্জেলকে খুঁজে বের করা অসম্ভব।'

হোমস শান্তস্বরে বলল, 'ঠিক তার উল্টো। আমার বিশ্বাস, মিঃ হোসমার এঞ্জেলকে আবিষ্কার করতে আমি সক্ষম হব।'

একথায় মিঃ উইন্ডিব্যাংক চমকে উঠলেন তার হাতের দস্তানা পড়ে গেল। বলল, 'আপনার কথা শুনে খুব খুশি হলাম।'

হোমস মন্তব্য করল, 'হাতের লেখার মত টাইপরাইটারেরও যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এটা আশ্চর্য মনে হলেও কিন্তু সত্য। একেবারে নতুন না হলে দুটো মেশিনের টাইপ অবিকল একরকম হতে পারে না। কোন-কোন হরফ অন্যগুলোর চেয়ে একটু বেশি ক্ষয়ে যায়, কোন-কোনটার আবার এক পাশে একটু যায়। আপনার এই চিঠিটা দেখুন। এর E-র ছাপ ভাল করে পড়েনি, R-টারও তলার দিকে বেশ গলদ রয়েছে। এছাড়া আর চোদ্দটা বিশেষত্ব আছে, সেগুলোও খুব স্পষ্ট নয়।'

উজ্জ্বল দুটি চোখে হোমসের দিকে তাকিয়ে আগন্তুক বললেন মেসিনটা পুরনো, অফিসে এতেই আমরা সব চিঠিপত্র লিখি।'

হোমস বলল, 'মিঃ উইন্ডিব্যাংক, এবারে আপনাকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিষ দেখাব। শীঘ্রই টাইপরাইটার এবং অপরাধের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নিয়ে আমি একটা প্রবন্ধ লিখব মনে করেছি। এ বিষয়ে কিছুটা ঠিক করে ফেলেছি। আমার কাছে নিখোঁজ লোকটির লেখা চারখানা চিঠি আছে। কিন্তু সবগুলোই টাইপ করা প্রত্যেক চিঠি 'e'-গুলো অস্পষ্ট এবং 'r'-গুলো ভাঙা এমন কি, আমার এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ধরে দেখুন, যে অন্য যে চোদ্দটা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি সেগুলোও এতে আছে।'

উইন্ডিব্যাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে টুপিটা তুলে নিয়ে তিনি বললেন,

'এসব আবোল তাবোল যাতা কথা শুনবার সময় আমার নেই। যদি লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারেন আমাকে জানাবেন।'

হোমস্ কয়েক পা অগ্রসর হয়ে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল। তারপর বলল অবশ্যই জানাব। তাহলে জানাচ্ছি যে লোকটাকে ধরেছি।

'সেকি! কোথায়?' বলে চিৎকার করে উঠলেন।' সে কলে পড়া ইঁদুরের মত বাঁকা চোখে তাকাল।

হোমস শান্তভাবে বলল, আর আপনার পালাবার পথ নেই মিঃ উইণ্ডিব্যাংক। ব্যাপারটা জলের মতই পরিষ্কার। আপনি চেয়ারে বসুন। সব কথা খুলে বলছি।'

আগন্তুক ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। তার মুখ বিবর্ণ পান্ডুর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। কোনক্রমে বলল, 'এ ঘটনায় মামলা হয় না।'

'আমারও তো সেইরকম ধারণা। কিন্তু এমন জঘন্য দৃষ্টান্ত আমার কাছে আর কখনও আসেনি। এই কৌশল যেমনি নোংরা, নিষ্ঠুর, তেমনি খেলো। মিস্টার উইণ্ডিব্যাঙ্ক আমি এখন পরপর ঘটনাগুলো বলে যাচ্ছি, ভুল হলে ঠিক করে বলবেন।

লোকটি জুবুথুবু হয়ে বিষন্নভাবে চেয়ারে বসে রইলেন। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। একেবারেই ভেঙে পড়েছেন, হাতদুটি পকেটে ঢুকিয়ে হেলান দিয়ে বসে কথা বলতে শুরু করল হোমস। মনে হল যেন সে নিজেকেই বলছে, আমাদেরকে নয়।

'একটি লোক শুধু টাকার লোভে বয়সে তার চাইতে অনেক বড় একটি মহিলাকে বিয়ে করল এবং তাদের মেয়েটি যতদিন তাদের সঙ্গে বাস করল ততদিন তার টাকাও আত্মসাৎ করতে লাগল। তাদের মত সামান্য অবস্থার লোকের পক্ষে টাকাটা খুব বেশী তাই টাকাটা হাত করা একান্ত প্রয়োজন। মেয়েটি সৎ, অমায়িক, স্নেহশীল এবং দয়াবতী। একদিকে এইসব মহৎ গুণ, অন্যদিকে তার বাঁধা মোটা আয়,—স্বভাবতই দীর্ঘকাল সে অবিবাহিত থাকবে না। আর তার বিয়ে হলেই পরিবারের পক্ষে বছরে একশ' পাউণ্ড আয় কমে যাওয়া। এ লোকসান ঠেকাতে তার সৎ বাবা এক ফন্দী করল? সে সোজা পথটাই বেছে নিল। মেয়েটিকে বাড়িতে রেখে যাতে সে তার বয়সী কোন পুরুষের সঙ্গে মিশতে না পারে তার ব্যবস্থা পাকা পোক্ত করল। কিছুদিন পরে বুঝতে পারল, এ ব্যবস্থা চিরকাল চালান যাবে না। মেয়েটি নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হল এবং শেষ পর্যন্ত একটা 'বল নাচের আসরে যাবার দৃঢ় বাসনা ঘোষণা করল। কোন বাধা করল না তার ধূর্ত সৎবাবা তখন অভিনব মতলব করল তার অন্তরের পক্ষে না হলেও মগজের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসনীয় বলতে হবে। স্ত্রীর উৎসাহে ও সহায়তায় নিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করল। রঙিন কাঁচের চশমায় চোখের দৃষ্টিকে আড়াল করে নকল গোঁফ আর একজোড়া পুরু জুলপি লাগিয়ে মুখের চেহারা একেবারে বদলে ফেললে। তাঁর স্পষ্ট গলার স্বরও মৃদু ফিসফিসানিতে পরিণত করল। তাছাড়া মেয়েটির চোখ বেশ খারাপ সেজন্য আরও নিরাপদ ছিল। এইভাবে হোসমার এঞ্জেল নাম ধারণ করল। তিনি নিজে প্রেম নিবেদন করার ফলে অন্য প্রেমিকের পথ একেবারে বন্ধ হল।

আগন্তুক অসহায় ভাবে বলল, 'ব্যাপারটা প্রথমে ঠাট্টা করবার উদ্দেশ্য করেছিলাম। ও যে অতটা অভিভূত হয়ে পড়বে তা কোনদিন ভাবিনি।'

না ভাবাই সম্ভব। সে যাই হোক, তরুণী মেয়েটি কিন্তু সত্যি সত্যি ভালবেসে ফেলে। তার সৎবাবার-ফ্রান্সে যাওয়া নিয়ে সে নিঃসন্দেহ ছিল বলেই এরকম একটা ষড়যন্ত্রের কথা মুহূর্তের জন্যও তার মনে আসে নি। ভদ্রলোকের একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরে সে খুবই গর্ব বোধ করছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হল মায়ের উচ্চ প্রশংসা। ফলে মেয়েটি একেবারে বন্যার স্রোতে যেন সে সময় ভেসে গেল। আর মিঃ এঞ্জেলের যাতায়াত শুরু হল দেখা সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে চলতে থাকল। বিয়ের প্রস্তাবও হল, যাতে মেয়েটির মন অন্য কারও দিকে চলে না যায়। কিন্তু এ ধোঁকাবাজি বরাবর চলতে পারে না। মিথ্যে মিথ্যে ফ্রান্সে তো বারবার যাওয়া যায় না। কাজেই এই ব্যাপারটিকে এমন একটা করা দরকার যাতে মেয়েটির মনে একটা স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করা দরকার এবং আরও কিছুদিন অপর কোন প্রেমিক পুরুষ সংগ্রহ করা থেকে তাকে বিরত রাখা যায়। সেই প্রচেষ্টারই এই ফল বাইবেলে 'এরপর মেয়েটিকে বাইবেল স্পর্শ করিয়ে চিরকাল অনুগত থাকবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, সেইসঙ্গে বিয়ের দিন কোন অঘটন ঘটলেও ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা বলল।

'তাঁর কী ঘটেছে কি হয়েছে সে সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে মিস্ সাদারল্যাণ্ড যে কম-পক্ষে দশেক কারোর কথা শুনবে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাকে গির্জার কাছ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পর উইণ্ডিব্যাঙ্ক চালাকি করে সরে পড়ল কারণ, এর বেশি অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কেমন মিস্টার উইণ্ডিব্যাঙ্ক, আমি বোধহয় ঠিকভাবে বিবৃত করতে পেরেছি ?'

হোমসের এসব কথা শুনে এতক্ষণে কিছুটা সাহস ফিরে এসেছে বিবর্ণ মুখে অবজ্ঞা-ভাবে সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'তা ঠিক হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু মিঃ হোমস, আপনার ঘটে তীক্ষ্ন বুদ্ধি তখন তাতে এটুকু তীক্ষ্নতাও থাকা দরকার যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে আপনিই আইন ভঙ্গ করছেন, আমি করিনি। আমি আইনের চোখে কোন অপরাধ করি নি, কিন্তু দরজা বন্ধ করে আপনিই আইন ভঙ্গ করেছেন।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলতে খুলতে হোমস-বলল ঠিক। আইন আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না ঠিক। কিন্তু আপনার মত অসভ্য লোকের শাস্তি পাবার উপযুক্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে অতিঅল্প। যদি মেয়েটির কোন সত্যি বন্ধু থাকে, তবে তার কাজ হল আপনাকে ভাল করে চাবুক পেটানো।' এ কথা শুনে তার মুখে একটা টিটকিরির ভাব দেখা গেল হোমস উদ্দীপ্ত হয়ে বলল 'বটে। যদিও আমার মক্কেল সে ভার দেননি, তবু ঘোড়ার চাবুকটা যখন আমার হাতের কাছে আছে দেখছি তখন আমিই এটা ব্যবহার করে শোধ নি—

হোমস ক্ষিপ্রভাবে ঘোড়ার চাবুকের দিকে দুই পা অগ্রসর হল কিন্তু সেটা হাতে করবার আগেই সিঁড়িতে ভীষণ পদশব্দে শোনা গেল, তারপর দড়াম করে হল-ঘরের দরজা খুলে গেল। জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম, মিস্টার-জেমস্ উইণ্ডিব্যাঙ্ক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে।

'ব্যাটা নচ্ছার পাঁজির পা-ঝাড়া! তারপর হেসে উঠে আবার চেয়ারে বসতে বসতে হোমস বলল, 'এক অপরাধ থেকে আরেক অপরাধ—এমনি করে এমন জঘন্য অপরাধে

লিপ্ত হয়ে পড়বে যে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে। কেসটা কিন্তু কোন মতেই সাধারণ বলা যায় না।

আমি বললাম 'তোমার যুক্তি গুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।'

'প্রথম থেকেই আমি ভালভাবে ধরে নিয়েছিলাম যে হোসমার এঞ্জেলের রহস্যময় আচরণে গভীর উদ্দেশ্য আছে। এই ব্যাপারে সত্যিকারের লাভবান হচ্ছে মেয়েটির সৎ পিতা। তাছাড়া মঞ্চে দু-জনকে কখনই একসঙ্গে দেখা যায়নি। একজনের অনুপস্থিতির সময়ে আরেকজন হাজির হয়েছেন। এটা খুবই লক্ষ করার মত বিষয়। রঙিন চশমা আর অদ্ভুত কণ্ঠস্বর—দুটোই ছদ্মবেশের ইঙ্গিত পুরু ঝুলপিও ঠিক তাই। আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হল যখন দেখলাম সে নাম সই করবার জন্যেও টাইপরা ইটার চিঠি লিখছে। এর থেকে একমাত্র সিদ্ধান্ত এই হয় যে তার হাতের লেখা মেয়েটির কাছে বেশ পরিচিত, সামান্য নাম-স্বাক্ষর দেখলেই সে চিনতে পারবে। তাহলেই বোঝা যায় যে অন্যগুলো আলাদা হলেও অন্যান্য ছোটখাটো প্রমাণের সঙ্গে মিলে একটা সম্ভাবনারই নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে।

'সেগুলো সত্যি কি না তা মিলালে কেমন করে ?'

'একবার লোকটাকে ধরতে পারলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা খুব সোজা। যে ফার্মের হয়ে সে কাজ করত সেটা আমার বিশেষ পরিচিত। সেই অফিসের কোন লোকের সঙ্গে ঐ চেহারা মেলে কি না। ইতিমধ্যে টাইপরাইটারের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে ঐ লোকটি-কেই চিঠি লিখলাম এখানে দেখবার জন্যে। যেমনটি আশা করেছিলাম, টাইপ-করা জবাব এল এবং ঐ ধরনের ত্রুটিগুলি পাওয়া গেল। ঐ একই ডাকে ফেনচার্চ স্ট্রীটের ওয়েস্টহাউস এণ্ড মারব্যাংক থেকেও চিঠি পেলাম এই ধরনের তারা জানাল, তাদের কর্মচারী জেমস উইণ্ডিব্যাংকের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। চিঠি পেয়েই কাজ শেষ।

'তাহলে মিস্ সাদারল্যাণ্ডে কী বলবে ?'

'আমার কথা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। সেই পুরোনো ফার্সি প্রবাদটা মনে কর—বাঘিনীর বাচ্চা ছিনিয়ে আনা আর মেয়েদের ভুল ভাঙানো সমান বিপদজনক। হাফেজ থেকে হোরেস পর্যন্ত পৃথিবী এ বিষয়ে একমত পোষন করেন। হাফেজ ও হোরেসের বাণী খুবই অর্থপূর্ণ।

রক্তকেশ সংঘ

The Red-Headed League

গত বছর শরৎকালে একদিন হোমসের সঙ্গে দেখা করতে দেখতে পেলাম একজন মোটাসোটা বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে সে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। ভদ্রলোকের চুলগুলি আগুনের মত উজ্জ্বল, মুখখানিও বেশ চকচকে। অনধিকার প্রবেশের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা

বরে ফিরে আসছি, হোমস আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। আন্তরিকতার সুরে বলল, 'ওঃ—একেবারে যথা সময়ে তুমি এসে পড়েছ ডাঃ।

'তুমি আলোচনায় খুব ব্যস্ত।'

'হ্যাঁ খুবই ব্যস্ত।'

'তাহলে আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি।'

'না না মোটেই না। মিঃ উইলসন, এই ভদ্রলোক আমার একমাত্র অংশীদার ও সাহায্যকারী। অনেক কেসেই ইনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন এবং আপনার বেলায়ও ইনি আমাদের খুব কাজে লাগবেন।'

দুঢ়কায় ভদ্রলোক চেয়ার থেকে অর্ধেকটা উঠে তার কুৎকুতে চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে অভিবাদন জানালেন।

আমাকে বসতে বলে হোমস্ নিজের চেয়ারে বসে দু-হাতের আঙুলের ডগাগুলি একত্র করল—কোন কিছু বিচার বিবেচনা বিশ্লেষণ করতে হলে এইভাবে তার অভ্যাস। বলল, 'যা কিছু অদ্ভুত, যা কিছু দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ব্যতিক্রম, আমার মত তোমারও সে বিষয়ে প্রচুর কৌতূহল। যেরকম উৎসাহের সঙ্গে আমার অভিযানের ইতিহাস অনেকগুলি লিপিবন্ধ করেছ। তবে অনেক ছোটখাট ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছ।'

আমি বললাম, 'তোমার কর্ম্মের প্রতি আমার আগ্রহ সত্যিই সীমাহীন।'

মিস মেরী সাদারল্যাণ্ডের ছোট সমস্যাটায় হাত দেবার আগে তোমাকে বলেছিলাম যে বিস্ময়কর ফল এবং অসাধারণ ঘটনার সন্ধান পেতে হলে বাস্তব জীবন সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে হবে; যে কোন কষ্ট-কল্পনার চাইতেও জীবন অধিকতর দুঃসাসসিক।'

'আমি কিন্তু তোমার সে কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম।'

'হ্যাঁ তা ঠিক। কিন্তু যতক্ষণ না তুমি আমার মতে আসছ ততক্ষণ দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমার সমস্ত যুক্তি ভাঙতে থাকব। মিঃ জাবেজ উইলসন আমাকে একটা কাহিনী শোনাতে উপস্থিত করেছেন। তার যেটুকু আমি শুনেছি তাতে মনে হয় গত যেসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য মামলা শুনেছি এ কাহিনী তাদের চেয়েও অন্যতম। সবচেয়ে আশ্চর্য আর অসাধারণ ঘটনার সঙ্গে অনেক সময়েই কোন বড় অপরাধের কোন যোগসূত্র থাকে না, যা থাকে তা কোন ছোটখাটো অপরাধের। এবং এমন কি সেখানে আদৌ কোন অপরাধ হয়েছে কি না এ বিষয়েও সন্দেহ থাকে। যেটুকু শুনেছি তা থেকে বলা অসম্ভব বর্তমান কেসের কোন অপরাধ হয়েছে কি না; তবে, যত মামলা আজ পর্যন্ত আমার কাছে এসেছে এটা যে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিং উইলসন, অনুরোধ করছি আপনার কাহিনী আবার গোড়া থেকে বলুন। আমার বন্ধু ডঃ ওয়াটসন গোড়ার দিকটা শোনেন নি। আর একটা কথা কাহিনীটা এতই আশ্চর্য যে আপনার কাছ থেকে আর একবার এর প্রতিটি খুঁটিনাটি শোনার জন্যে আমি খুব উৎসুক। সাধারণত কোন কাহিনীর গতি ও প্রকৃতির সামান্য কিছু আভাস পেলেই ঐ ধরণের যে সব কাহিনী আমার মনে আছে তার থেকে মামলাটার খানিকটা আভাস পেয়ে থাকি। কিন্তু এর বেলায় আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এ কাহিনীর

ঘটনাবলী সম্পূর্ণ নতুন ধরণের।

মক্কেল তখন নিশ্বাস ছেড়ে কোটের পকেট থেকে একটা নোংরা দুমড়ানো খবরের কাগজ বার করলেন। কাগজটা হাঁটুর উপর সমান করে ফেলে মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি বিজ্ঞাপন দেখতে লাগলেন, আর এই সুযোগে আমি ভদ্রলোককে লক্ষ করলাম এবং আমার বন্ধুর দৃষ্টিতে তার পোশাক ও আকৃতি সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম।

অবশ্য তাতে আমাদের কিছু লাভ হল না। আমাদের আগন্তুক বেশ মোটাসোটা, জাঁকজমকপূর্ণ, ধীর গতি একজন অতি সাধারণ বৃটিশ ব্যবসায়ীর লক্ষণগুলিই লক্ষ্য করলাম। পরনে ধূসর রঙের মেষপালকদের মত ডোরা-কাটা ট্রাউজার, ময়লা বোতাম-খোলা কালো ফ্রক-কোট, আর পেতলের ভারী অ্যালবার্ট চেন লাগানো ওয়েস্ট-কোট, তার থেকে ঝুলছে একটা ছিদ্র-করা চৌকো ধাতুর মুদ্রা। পাশের চেয়ারের উপর একটা টপ হ্যাট আর ভেলভেটের কুঁচকানো কলার দেওয়া রং-চটা বাদামী ওভারকোট। একমাত্র তার চকচকে লাল মাথা আর মুখের বিরক্তি ও অসন্তোষের ছায়া ছাড়া আর কোন লক্ষণই দেখতে পেলাম না।

শার্লক হোমসের চঞ্চল দৃষ্টিও আমার মত বিশ্লেষণের ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠল। আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ করে একটু হেসে সে মাথা নেড়ে বলল, 'ভদ্রলোক কিছুকাল জনমজুরের কাজ করতেন; নস্যি নেন; রাজমিস্ত্রির কাজ করেছেন; চীনে ছিলেন; এবং এখন প্রচুর লেখার কাজ করেছেন। এ ছাড়া আর কিছুই আমি ও'র সম্বন্ধে বলতে পারবো না।

একথা শুনে মিঃ জাবেজ উইলসন চমকে উঠলেন। তার আঙুলটা খবরের কাগজের উপরে, কিন্তু তার দৃষ্টি আমার বন্ধুর দিকে নিবদ্ধ।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এসব কথা জানলেন কেমন করে মিঃ হোমস? আমি যে একসময় হাতের কাজ করতাম, জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করি। কিন্তু এ সব আপনি জানলেন কেমন করে?'

'আপনার হাত দেখে। আপনার ডান হাতটা বাঁ হাতের চেয়ে এক সাইজ বড়। যে হাতে আপনি কাজ করেছেন সে হাতের মাংসপেশীগুলো বেশি পুষ্ট।'

'বেশ। কিন্তু নস্যি নেওয়া বা রাজমিস্ত্রির কাজ কি করে ধরলেন?'

'তা বলে আপনাকে খাটো করব না। বিশেষ এই কারণে যে, আপনার সমিতির কড়া নিষেধ সত্ত্বেও আপনি ঐ ধরনের চাপ ও ব্রেস্ট-পিন ব্যবহার করে থাকেন।' 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে গিয়াছিলাম বটে। আচ্ছা, আর লেখাটা?'

'আপনার ডান হাতের আস্তিনের কফটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, আর বাঁ হাতের কনুইয়ের যে জায়গাটা লিখতে হলে টেবিলের উপর রাখতে হয় সেখানটায় মসৃণ দাগ পড়েছে, এর থেকে লেখা ছাড়া আর কি বলা যায়?

'তা তো হল। কিন্তু চীন?'

'আপনার ডান কব্জির ঠিক উপরে যে মাছের ছবিটার উল্কি দেখতে পাচ্ছি ওটা চীনেই করা হয়। উল্কির চিহ্ন নিয়ে আমি বেশ কিছু পড়াশুনাও করেছি, আর এ বিষয়ে আমার কিছু অবদানও আছে। মাছের আঁশগুলোতে একটা বিশেষ লাল রং

করার কৌশল একমাত্র চীনেরই। তাছাড়া, আপনার ঘড়ির চেনে একটা চৈনিক মুদ্রা ঝুলছে। ওটা দেখেই ব্যাপারটা আরও সহজে ধরতে পারলাম।'

মিঃ জাবেজ উইলসন হো-হো করে আনন্দে হেসে উঠে বললেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি হাত দেখতে জানেন, কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপারটা তেমন কিছু কঠিন নয়।

হোমস বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, ওয়াটসন, ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে কোথাও আমার একটা ভুল চুক হয়েছে। ভুলগুলোই বেশ বড় হয়ে দেখা দেয়, জান তো! তাই অত সোজা করে যদি কথা বলি তাহলে আমার যেটুকু সুনাম তা বানচাল হয়ে যাবার উপক্রম—বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পেয়েছেন কি?'

কলামের মাঝখানে মোটা লাল আঙুলটা চেপে ধরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। এখান থেকেই শুরু। আপনি নিজেই পড়ুন।'

তাঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে একটু জোরে জোরে পড়তে লাগলাম :

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার লেবানন নিবাসী ঈশ্বর এজেকিয়া হপকিন্সের উইল অনুযায়ী বর্তমান আর একটা পদ খালি হইল। ইহার ফলে উক্ত সঙ্ঘের এক সদস্যকে সামান্য কাজের জন্য সপ্তাহে চার পাউন্ড বেতনে বহাল করা হইবে। একুশ বৎসরের অধিক সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী যে কোন রক্তকেশ ব্যক্তি এজন্য দরখাস্ত করতে পারেন। ৭নং পোপ্স কোর্ট, ফ্লীট স্ট্রীট—এই ঠিকানায় লীগের অফিসে সোমবার বেলা এগারোটার সময় ডানকান রসের সঙ্গে নিজেই সাক্ষাৎ করুন।'

'এ আবার কী!' অদ্ভুত ঘোষণাটা দু-দুবার পড়ে আমি বললাম।'

হোমস মৃদু হাসতে লাগল। খোস মেজাজ থাকলেই সে ওরকম হাসে। সে বলল, 'ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া ধরণের?

মিঃ উইলসন, এবার সব খুলে বলুন আপনার কথা, আপনার ঘরকন্নার কথা, আপনার উপর এই বিজ্ঞাপনের প্রভাবের কথা। ডাক্তার, তুমি আগে পত্রিকাটির নাম আর তারিখটা নোট কর।'

'দি মর্ণিং ক্রনিকল, ২৭ এপ্রিল, ১৭৯০। ঠিক দু' মাস আগেকার ঘটনা।'

'ঠিক আছে। মিঃ উইলসন?'

'ঐ তো যা বলছিলাম মিঃ শার্লক হোমস', কপালটা মুছে নিয়ে মিঃ উইলসন বললেন, 'শহরের কাছাকাছি আমার নিজের একটা বন্ধকী তেজারতির ছোট দোকান আছে। এবং আজকাল এ থেকে কিছুই বাঁচাতে পারি না। আগে দু-জন কর্মচারী ছিল, কিন্তু এখন একজনের বেশি রাখা যায় না, আর তাকে রাখাও আমার পক্ষে অসম্ভব হত। লোকটি কাজ শেখার জন্য অর্ধেক বেতনে কাজ করে।'

'তার নাম ভিনসেন্ট স্পল্ডিং। তার বয়স বলা শক্ত। ওরকম আর একটা চটপটে সহকারী পাওয়া সত্যিই কঠিন। ভাল কাজ করে সহজেই সে আরও উন্নতি করতে পারবে। আমি যা দিই চেষ্টা করলে তার দ্বিগুণ আয় করতে পারে। কিন্তু সে যখন ওতেই সন্তুষ্ট, আমি কেন সে কথা বলতে যাব।'

'ঠিকই তো! আপনার খুব ভাগ্য ভাল যে কম দামে লোক পেয়ে গেছেন—আজকের দিনে এমনটি দেখা যায় না। আপনার এই বিজ্ঞাপনটার মত কর্মচারীটিও

বোধহয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে ?

মিঃ উইলসন বললেন, 'অবশ্য তার দোষ ত্রুটিও কিছু আছে। ফটোগ্রাফির নামে সে একেবারে পাগল। যখন তখন কাজ শেখা শিকেয় তুলে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে যায় ফিরে এসে মাটির নীচের ঘরে ফটোগুলোকে 'ডেভেলপ' করতে ঢোকে। ঐটেই তার মস্ত দোষ, নইলে কাজকর্ম খুব ভাল। অন্য কোন দোষও কোনদিন চোখে পড়ে নি।'

'সে এখনও আপনার কাছেই আছে তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সে, আর তার চোদ্দ বছর বয়সের একটি মেয়ে—মেয়েটি রান্নাবান্নার আর ঝাড়পোঁছার কাজ করে—এই নিয়ে আমাদের সংসার, কারণ আমি বিপত্নীক, ছেলেপুলেও কিছু নেই। তিনজনে আমরা সুখে শান্তিতে দিন কাটাই—

'ঐ বিজ্ঞাপনটাই আমাকে প্রথম ঘরছাড়া করল। আজ থেকে সপ্তাহ আষ্টেক আগে একদিন এই কাগজখানা হাতে নিয়েই আমার ঘরে ঢুকে বলল, 'মিঃ উইলসন! প্রভুর দয়ায় আমি যদি লাল-মাথার মানুষ হতে পারতাম।' 'এই যে দেখুন না, রক্তকেশ-সংঘের আর একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন। খুব লাভের চাকরি, আর আমার মনে হয় যত লোক ওদের প্রয়োজন তত দরখাস্ত ওরা পায়নি। চুলের রঙ যদি পালটাতে পারতাম তো বেশ হত, চাকরিটা পেয়ে যেতাম।'

'ব্যাপার কি বল তো ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। দেখুন আমি কুঁড়ে ঘর-কুণো মানুষ। আমার ব্যবসা আমি বাড়িতে বসেই করি, বাইতে কোথাও যেতে হয় না। কাজেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায় বাড়ির বাইরে পা দিতে হয় না। এর ফলে বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কোন খবর রাখি না। কাজের কোন নতুন সংবাদ শুনতে বেশ ভাল লাগে।'

'সে চোখ বড় বড় করে বলল, 'আপনি কি 'লাল মাথা লীগ'-এর কথা জানেন না ?'

'কী আশ্চর্য, আপনি নিজেই যে এ কাজের একজন উপযুক্ত লোক।'

'কেন টাকাকড়ি দেবে নাকি ?'

'বছরে দুশো পাউণ্ডের মত। কিন্তু কাজ খুব সামান্য, আর এতে করে অন্য কাজেরও কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।'

'বুঝতেই পারছেন, এ কথায় আমার প্রচুর উৎসাহ জাগল। ক-বছর ধরে ব্যবসা-পত্র খুব খারাপ। এই অবস্থায় বছরে দুশো পাউণ্ড খুব কাজে আসবে।

'বললাম, 'খুলে বল তো শুনি এদের কি কাজ ?'

'আমাকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে সে বলল, 'নিজেই পড়ে দেখুন, লীগে একটা চাকরি খালি আছে, আর কোথায় দরখাস্ত করতে হবে সে ঠিকানাও আছে, এজেকিয়া হপকিন্স নামে একজন কোটিপতি মার্কিন ভদ্রলোক এই লীগের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ধরণ-ধারণ একটু অদ্ভুত ধরনের। তাঁর নিজের মাথা ছিল লাল-চুলে ভরা, আর সেজন্য সব লাল-চুলো মানুষের প্রতিই অগাধ সহানুভূতি। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে, ট্রাস্টিদের হাতে প্রচুর সম্পত্তি দিয়ে গেছেন এবং উইলে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, সুদের টাকা লাল-চুলো মানুষদের সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে শুনেছি। মাইনে প্রচুর, কিন্তু কাজ কর্ম খুব।

'আমি বললাম, 'কিন্তু লক্ষ লক্ষ লাল-মাথা লোক তো আবেদন করবে।'

'আপনি যা ভাবছেন আসলে কিন্তু সেরূপ দরখাস্ত আসছে না। কারণ দরখাস্ত যে করবে তাকে হতে হবে বয়স্ক, আর লণ্ডনবাসী। লণ্ডনেই তিনি প্রথম ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন বলেই তাঁর এই ব্যবস্থা। আরও শুনেছি—চুল হালকা লাল, ঘোর লাল বা অন্য কোন রঙের হলে চলবে না, একেবারে জ্বলজ্বলে আগুনের মত রঙের হতে হবে। আপনি যদি দরখাস্ত করেন, মিঃ উইলসন, নির্ঘাত পেয়ে যাবেন চাকরিটা। তবে যদি মনে করেন মাত্র সামান্য টাকার জন্যে অন্য লাইনের কাজে নামা পোষাবে না, তাহলে অবশ্য ভাববার কথা।'

'দেখুন, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই যে আমার মাথার চুলগুলো আগুনের মতই লাল। আমার মনে হল, এ ব্যাপারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে অন্য লোকের তুলনায় আমার চাকরীর সম্ভাবনা বেশী। তাই আমি তখনই আদেশ করলাম, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে এখনই চল আমার সঙ্গে। একদিন ছুটি পেয়ে সেও বেশ খুশি হল। আমরাও দোকান-পাট বন্ধ করে বিজ্ঞাপনের ঠিকানায় রওনা হলাম।

'উঃ, এমন দৃশ্য আর জীবনে কখনো দেখব কি না সন্দেহ, মিঃ হোমস্। উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম, শহরের সব অঞ্চল থেকে যত মানুষের মাথার চুলে একটু যাদের লালের আভাস আছে সবাই বিজ্ঞাপন দেখে জড় হয়েছে। সমস্ত ফ্লীট স্ট্রীট লাল-চুলো মানুষে ভর্তি। সারা পোপস্ কোর্ট মনে হচ্ছে যেন কমলালেবুর বিরাট দোকান একটা! এই একটা বিজ্ঞাপনে প্রচুর লোক এসেছে। সারা শহরে যে এত লোক বাস করে তা আমার ধারণাই ছিল না। লালের যে রকমফের হতে পারে সেখানে সেই ভিড়ে দেখতে পেলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে অত মানুষ দেখে আমি হতাশ হয়ে চলে আসব ভাবছিলাম, কিন্তু স্পলডিং সে কথা শুনল না। কেমন করে জানি না সে ঠেলে-টুলে ঐ ভিড়ের ভিতর দিয়ে আমাকে নিয়ে চলল। অফিস ঘরের সিঁড়ির নিচে পেঁছিলাম। সিঁড়ির দু-সারি মানুষ—এক সারি উপর দিকে যাচ্ছে অনেক আশা নিয়ে আর অপর সারিটা হতাশভাবে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। সেই ভিড় ঠেলে শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে অফিস-ঘরে গিয়ে পেঁছিলাম।'

মক্কেলটি থামলেন। বড় এক টিপ নস্য নিয়ে স্মৃতিকে মনে করিয়ে নিলেন। হোমস মন্তব্য করল, 'আপনার বক্তব্য খুবই হৃদয়গ্রাহী। দয়া করে বলুন।

'গোটা দুই কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিল ছাড়া আর কিছুই অফিসে নেই। সেই টেবিলের পেছনে বসে ছোটখাটো একটি লোক, তার মাথার চুল আমার চুলের চেয়েও লাল। প্রত্যেক প্রার্থীর সঙ্গে সে কয়েকটি কথা বলে সকলের মতই তাকে বাতিল করার মত কিছু না কিছু খুঁত দেখতে লাগল। তাই মনে হল এ চাকরি পাওয়া সহজ হবে না। এরপর, আমার পালা যখন এল, মনে হল আমাকে একটু বেশি পছন্দ হয়েছে। আমরা যেতে দরজা বন্ধ করে দিলেন, যাতে নিভৃতে কথা কইতে পারেন।

'আমার কর্মচারী বলল, 'ইনি হচ্ছেন মিঃ জাবেজ উইলসন। ইনি লীগের চাকরী করতে রাজি আছেন।'

'দেখছি ইনি এ পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত,' অপরজন বললেন, 'প্রয়োজনীয় সব গুণই

এর আছে দেখতে পাচ্ছি। এমন ভাল প্রার্থী এ পর্যন্ত দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।' কয়েক পা পিছিয়ে মাথাটা হেলিয়ে তিনি একদৃষ্টিতে আমার চুলের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার বেশ লজ্জা করতে লাগল। হঠাৎ একলাফে এগিয়ে এসে আমার হাত মুচড়ে ধরে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে, 'বললেন, 'আর ইতস্তত করা অন্যায় হবে। তবে, কিছুটা সাবধানতা আমাদের নিতে হবে, সেজন্যে নিশ্চয় আপনি কিছু মনে করবেন না।' এই বলে তিনি দু-হাতে আমার চুল ধরে এমন জোরে টান দিলেন যে আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। ভদ্রলোক তখন চুল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার চোখে জল এসে গেছে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। নকল বল কিনা দেখলাম? দু-দু-বার আমরা পরচুলো দেখে অনেক ঠকেছি, আর একবার ঠকেছি রঙ-করা চুল দেখে। মুচির মোম দিয়ে এমন চুলের কথা আপনাকে বলতে পারি যা শুনলে আপনার মানুষের উপর ঘৃণা জন্মে যাবে!' ভদ্রলোক তখন জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন, তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন যে চাকরির লোক পাওয়া গেছে। হতাশার একটা আর্ত শব্দ নিচে থেকে কানে ভেসে এল, সবাই চলে গেল—শেষ পর্যন্ত আর একটাও লাল মাথা রইল না কেবল আমার আর ম্যানেজারের ছাড়া।

'আমার নাম মিঃ ডানকান রস,' তিনি বললেন, 'আমাদের মহান বন্ধু যে বিষয় অর্থ-ভাণ্ডার রেখে গেছেন আমিও তার একজন পেন্সনভোগী। আচ্ছা মিঃ উইলসন, আপনি কি বিবাহিতা? আপনার কি পরিবার আছে?'

'জবাবে জানালাম—নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা বেশ ম্লান হয়ে গেল।

'কথাটা বলতে সঙ্গে সঙ্গে দমে গেলেন ভদ্রলোক। গম্ভীরভাবে বললেন, 'তাহলে মুশকিল হল! আপনার কথা শুনে দুঃখিত হলাম মিঃ উইলসন। গচ্ছিত টাকাটা শুধু যে লালচুলোদের সাহায্য ও উন্নতির জন্যে নয়, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যেও। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আপনি অবিবাহিতা।'

'মিঃ হোমস, একথা শুনে আমার জানা হয়ে গেল। বুঝলাম, এ চাকরি আমার আর হল না। কিন্তু কয়েক মিনিট চিন্তা করে তিনি জানালেন, যে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বললেন তিনি, 'অন্য কারুর বেলায় এ এক মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়াত, কিন্তু আপনার মাথার চুলের যা রঙ তাতে এ ব্যাপারটা নিয়ে কড়াকড়ি একটু কম করতে হবে। কবে থেকে আপনি কাজে যোগ দিতে পারবেন?'

'আমি বললাম, 'কি জানেন, আমি একটা ব্যবসায় লিপ্ত আছি।'

"ওঃ তাতে কিছু যাবে আসবে না, মিঃ উইলসন। সে কাজ, নিশ্চয় আমি আপনার হয়ে করে দিতে পারব।' বলল স্পলডিং।

'কখন থেকে কখন?'

'আমি প্রশ্ন করলাম, 'কতক্ষণ কাজ করতে হবে?'

'দশটা থেকে দুটো।'

আমাদের বন্ধকী কারবার চলে সন্ধ্যাবেলা, বিশেষ করে বৃহস্পতি ও শুক্রবার

সন্ধ্যায়, ঠিক হপ্তা পাবার আগের দিন। কাজেই এ সময়টায় কিছু বাড়তি উপার্জনের সুযোগ এলে তো আমার পক্ষে ভালই হয়। তাছাড়া, আমার সহকারীটিও বেশ ভাল, সে যেমন করে হোক চালিয়ে নিতে পারবে।'

'তাহলে তো ভালই হয়,' আমি বললাম, 'কিন্তু মাইনি কত? কাজটা কি?'

'সপ্তাহে চার পাউণ্ড। কাজ নামমাত্র।' "কাজটা হল, অফিসে বা অফিস-বাড়িতে থাকা,—সমস্ত সময়টাই। না যদি থাকতে পারেন, সব সময় আপনার চাকরি থাকবে —এ নিয়ে উইলে খুব পরিষ্কার করে লেখা আছে। ঐ সময়ের মধ্যে যদি আপনি অফিস ছেড়ে বাইরে যান তাহলে চাকরির শর্ত অমান্য করা হবে।'

'মোটে তো চারটে ঘণ্টা। মনে হয় না ওর মধ্যে বাইরে যাবার আমার দরকার হবে না।'

'কোন অছিলাও চলবে না। অসুখে পড়ে বা কাজের গতিকেও কামাই করা চলবে না। 'তার—কাজটা হল, 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে কপি করতে হবে। কালি, কলম, ব্লটিং-পেপার আপনি নিয়ে আসবেন, অমরা টেবিল চেয়ার দেব। কাল থেকেই শুরু করতে পারবেন?'

'হ্যাঁ পারব, আমি জবাব দিলাম।'

"বিদায়, মিঃ জাবেন উইলসন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা পাওয়ার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' এই বলে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর আমি আমার কর্মচারীর সঙ্গে বাড়ি ফিরলাম। নিজের সৌভাগ্যে খুবই খুশি হলাম।

'দেখুন, সারাদিন ব্যাপারটা নিয়ে আমি বেশ ভাবলাম। সন্ধ্যার দিকে বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মস্ত বড় ধাপ্পাবাজী। এরকম একটা উইল কেউ করতে পারে, বা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানি'া থেকে কপি করার মত সোজা কাজের জন্য যে এত টাকা কেউ দিতে পারে—এ যে একেবারে বিশ্বাস করা যায় না। ভিনসেন্ট স্পল্ডিং তার সাধ্যমত আমাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল। যা হোক, সকালে উঠে স্থির করলাম, একবার গিয়ে দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি। এক পেনি দিয়ে একটা কালির বোতল একটা কলম আর সাত সিট ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে পোপ্‌স কোর্টের দিকে চললাম।

"বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে দেখলাম, সবই ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই। টেবিল তৈরি ছিল, আর মিঃ ডানকান রস্‌ দেখতে লাগলেন যাতে আমি ঠিকভাবে কাজ করি। A অক্ষর থেকে কাজে লাগিয়ে চলে গেলেন, আর কিছুক্ষণ পরে পরেই ফিরে ফিরে এসে লক্ষ্য করতে লাগলেন কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি না। দুটো বাজতে তিনি আমায় বিদায় দিলেন, যেটুকু কাজ করেছি তার প্রশংসা করলেন। আমি বেরিয়ে যেতে অফিস-ঘরটা ভিতর থেকে চাবি বন্ধ করে দিলেন।

"মিঃ হোমস, দিনের পর দিন এইরকম বেশ চলতে লাগল। শনিবার দিন ম্যানেজার এক সপ্তাহের কাজের জন্য চারটি স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন। পরের সপ্তাহেও তাই, তার পরের সপ্তাহেও প্রতিদিন সকাল দশটায় আমি সেখানে হাজির হই, আর বেলা দুটোয় বাড়ী চলে আসি। ক্রমে ক্রমে মিঃ ডানকান রস সকালের দিকে একবার মাত্র আসতেন;

কিছুদিন পরে আসাই বন্ধ করে দিলেন। আমি কিন্তু কখনও মুহূর্তের জন্যও ঘর থেকে বেরোতাম না। কি জানি কখন হয়ত তিনি এসে পড়বেন। চাকরিটা এত ভাল আমার পক্ষে খুবই উপযোগী। এতে ফাঁকি দেওয়া উচিৎ নয়।

'এভাবে কেটে গেল আট সপ্তাহ, ইতিমধ্যে আমার লেখা এগিয়েছে Archery, Armour আর Attica পর্যন্ত এবং আমার মনে হয়েছে খেটে গেলে অচিরেই A শেষ করে B-তে পড়তে পারব। খরচ যা আমার হয়েছে তা শুধু কাগজ কিনতে,—প্রায় একটা পুরো শেলফ্ ভর্তি হয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটার শেষ হল।'

'এ হল আজ সকালের কথা। দশটার সময় কাজ করতে গিয়ে দেখি সামনের দরজাটা বন্ধ আর তালা ঝুলানো, আর দরজার মাঝখানে এই চৌকো পীসবোর্ডটা লাগানো। এই যে সেটা, নিজেই পড়ে দেখুন।

নোটবই সাইজের একটা সাদা চৌকো পীসবোর্ড তিনি দেখলেন তাতে লেখা—

রক্তকেশ-সংঘ উঠিয়ে দেওয়া হল

(৯ই অক্টোবর, ১৮৯০)

হোমস ও আমি ওই সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটি পড়তে লাগলাম। আমাদের পিছনে মক্কেল একখানি বিষণ্ন মুখ। তাকে দেখে আমরা দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

এই হাসি শুনে মক্কেলের রক্তিম কেশের গোড়াগুলো লাল হয়ে উঠল। করুণ কণ্ঠে বললেন, 'ব্যাপারটার মধ্যে অতটা মজার কী আছে বুঝতে পারছিনা। আমাকে নিয়ে মজা করা ছাড়া আর যদি কিছু আপনাদের করার না থাকে তো চললাম অন্য কোথাও।'

লোকটি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে হোমস বলল, 'না, সত্যি কোন মতেই আপনার কেস আমি হাতছাড়া করতে রাজী নয়। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এ কেস। তবে, আমাকে ক্ষমা করবেন, ব্যাপারটা কিছুটা হাস্যকরও বটে। তারপর বলুন তো, দরজায় কার্ডবোর্ডটা দেখে আপনি কি করলেন।'

'আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম; ভেবেই পেলাম না কী করব। তখন ঘুরে ঘুরে আশে-পাশের অফিসগুলোতে খোঁজ করলাম। কিন্তু কেউ কিছু এ সম্বন্ধে বলতে পারল না। গেলাম বাড়িওয়ালার কাছে,—ভদ্রলোক অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, নিচের তলাতেই থাকেন। রক্তকেশ সংঘ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—অমন কোন নামই তিনি আজ পর্যন্ত কখনো শোনে নি। তারপর ডানকান রস্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে, ও নামও তিনি এই প্রথম শুনছেন বললেন।'

'তখন জিজ্ঞাসা করলাম 'আচ্ছা, ঐ চার নম্বরের ভদ্রলোক ?'

'কে ? ঐ লালচুলো লোকটির কথা বলছেন। 'ও' তিনি বললেন, 'তার নাম উইলিয়ম মরিস। তিনি একজন সলিসিটর। বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী-

ভাবে আমার ঘরে ছিলেন। গতকাল তিনি চলে গেছেন।'

'তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে বলতে পারেন ?'

'তাঁর নতুন অফিসে। ১৭ কিং এডওয়ার্ড স্ট্রীট, সেণ্টপলসের কাছে।'

গেলাম সেখানে, মিঃ হোমস্, কিন্তু কিন্তু গিয়ে দেখলাম সেটা একটা কৃত্রিম নী-ক্যাপের কারখানা। উইলিয়ম মরিন বা ডাতকান রস্-এই নাম সেখানে কেউ জানেনা ?

হোমস প্রশ্ন করল, 'তারপর আপনি কি করলেন ?'

'স্যাক্স-কোবর্গ স্কোয়ারে আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম। আমার সহকারীর পরামর্শ চাইলাম। সে বিশেষ কিছু বলতে পারল না। সে বলল, অপেক্ষা করলে হয়ত চিঠি আসবে। কথাটা শুনে আমার ভাল লাগল না। কিন্তু না করে এমন একটা চাকরি হারাতে আমি রাজি নই। তাই আমি আগেই অনেকের মুখে শুনেছিলাম যে লোকে বিপদে পড়লে আপনি তাদের বিপদমুক্ত করে দেন। তাই সোজা আপনার কাছে এসেছি।'

হোমস বলল, 'খুব ভাল বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। আপনার রহস্যটা ভয়ঙ্কর আকর্ষণীয়। তাই এটা হাতে পেলে বেশ খুশি হব। আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি, যেমনটি মনে হচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশী গুরুতর সমস্যা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

'নিশ্চয়ই গুরুতর বলতে গুরুতর !' মিঃ জাবেজ উইলসন বলে উঠলেন, 'সপ্তাহে আমার চার পাউণ্ড লোকসান হল। চারটিখানি কথা।'

হোমস বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু এই আশ্চর্য সংঘের বিরুদ্ধে আপনার কোন ক্ষোভ থাকতে পারে না। বরং ইতিমধ্যে আপনি ত্রিশ পাউণ্ড লাভ করেছেন, আর A অক্ষরের সমস্ত কিছু শিখে যা শিক্ষা লাভ আপনার হয়েছে সে কথা ধরলে আরও অনেক কিছু। কোন ক্ষতিই আপনার এখনও পর্যন্ত হয়নি।

'হ্যাঁ তা হয় নি। কিন্তু আমি তাদের খুঁজে বের করতে চাই। তারা কারা, আর আমার সঙ্গে ঠাট্টা বা করল কেন ? তাদের পক্ষে তো ঠাট্টাটা খুবই ব্যয়বহুল, কারণ ইতিমধ্যেই তাদের বত্রিশ পাউণ্ড খরচ হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয়ই চেষ্টা করব এসব রহস্যের সমাধান করতে। আচ্ছা আপনার যে কর্মচারী বিজ্ঞাপনটার উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কতদিন সে আপনার কাছে কাজ করেছে ?'

'প্রায় এক মাস হবে।'

'কীভাবে ও এল আপনার কাছে ?'

'বিজ্ঞাপন করেছিলাম তা দেখে এসেছিল।'

'ও ছাড়া আর কেউ কি চাকরির জন্যে আসেনি আপনার কাছে ?'

'হ্যাঁ, এসেছিল জন বারো মত।'

'ওকেই বেছে নেওয়ার কারণ ?'

'বেশ কাজের লোক চটপটে মনে হল বলে, তা ছাড়া বেশ সস্তাও পাওয়া গেল, তাই।'

'ঠিক অর্ধেক বেতনে বলতে গেলে, তাই না?' 'কেমন দেখতে এই ভিনসেণ্ট স্পলডিং?' বা কেমস স্বভাবের।

'ছোটখাট, বেশ শক্তপোক্ত, চাল-চলনে খুব যে চটপটে পাকা, বয়স ত্রিশের কম হবে না, অথচ মুখে কোন দাড়ি-গোঁফের রেখা নেই। কপালে একটা এসিডে পোড়া সাদা দাগ আছে।'

হোমস বেশ উত্তেজনায় চেয়ারে নড়ে চড়ে বসে বলল, 'আমিও সে রকমটাই ভেবেছিলাম। আচ্ছা, আপনি কি কোন সময় লক্ষ্য করেছেন, তার কানে কোন রিং পরার মত ফুটো আছে কি না?'

'হ্যাঁ আছে স্যার। ছোটবেলায় নাকি একটা জিপসি ফুটো করে দিয়েছিল।'

'হুম!' গভীর চিন্তায় ডুবে চেয়ারে ভাল ভাবে বসে পড়ে হোমস বলল, 'এখনো কি সে আপনার ওখানে কাজ করছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই তো তাকে অফিসে রেখে এখানে এসেছি।'

'আপনার অনুপস্থিতিতে ওই কদিন কাজের কোন অসুবিধে হয়েছে মনে হয়?'

'না। তাছাড়া সকালের দিকে কাজকর্ম প্রায় কিছু থাকেও না।'

'ঠিক আছে। দু-একদিনের মধ্যেই আপনাকে আমার মত জানাতে পারব বলে আশা করি। আজ শনিবার, সোমবারের মধ্যেই যে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব।'

আগন্তুক চলে যেতে হোমস বলল, 'কী বুঝলে ওয়াটসন ভায়া?'

আমি সোজাসুজি বললাম, 'কিছুই না। রহস্যময় ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।'

হোমস বলল, 'বিষয়টা যত জটিল হয় তার রহস্যও তেমন হ্রাস পায়। অতি সাধারণ মুখকে খুঁজে বের করাই বেশী কঠিন নয়। কিন্তু যাই হোক, তড়ি ঘড়ি করতে হবে এ ব্যাপারে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি এখন করতে চাও?'

'ধূমপান। এ মামলায় পুরো তিনি পাইপ ধূমপান একান্ত প্রয়োজন—তাই বলছি, পঞ্চাশটা মিনিট এখন চুপচাপ।' এই বলে চেয়ারের উপর কুঁকড়ে বসল, বাঁকানো নাকের কাছে দু-হাঁটু তুলে। চোখ বুজোলে কালো মাটির পাইপটা পাখির ঠোঁটের মত বেরিয়ে থাকল। মনে হল ঘুমিয়েই পড়েছে, আর আমিও ইতিমধ্যে, একটু একটু ঢুলতে আরম্ভ করেছি। এমন সময় হোমস লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে। মনে হল সে মনস্থির করতে পেরেছে। মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে রাখেন।

বলল, 'আজ বিকেলে সেণ্ট জেমস হল-এ সারাসেট-এর বাজনা আছে। কি বল ওয়াটসন, তোমার রোগীরা এই কয় ঘণ্টা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারবে?'

আমার হাতে কাজ নেই। আর আমার প্র্যাকটিস তো সামান্য।

'এস তাহলে, টুপি পর, বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে শহরে যাব সেখানে লাঞ্চ সেরে নেওয়া যাবে। প্রোগ্রামে দেখছি জার্মান বাজনাই বেশি—তা, ইটালিয়ান বা ফরাসীর চেয়ে তা-ই আমার পছন্দ। শুনলে মনের গহনে ডুবে যাবে। এবং আমার উদ্দেশ্যও

এখন তাই চল।'

পাতাল-রেল দিয়ে আমরা অ্যালডার্স গেট পর্যন্ত গেলাম। ওখান থেকে একটুখানি হাঁটা পথে সেই স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ারে পেঁছিলাম যেখানকার কাহিনী আজ সকালে শুনেছি। একটা ছোটখাট নোংরা জায়গা, চার সারি ভাঙ্গা দোতলা ইঁটের বাড়ি। সামনে রেলিং ঘেরা মাঠ। সেখানে কিছু ঘাস ও বিবর্ণ লরেল গাছের ঝোঁপ যেন কোনক্রমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সঙ্গে জোর লড়াই করে কোনমতে বেঁচে আছে। কোণের একটা বাড়িতে বাদামী রঙের বোর্ডের উপর সাদা অক্ষরে লেখা—জাবেজ উইলসন। বোঝা গেল, এখানেই আমাদের মক্কেলের ব্যবসা। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে হোমস ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে বাড়িটা দেখতে লাগল। সেইভাবে তাকাতে তাকাতেই সে রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে চলল, আবার ফিরেও এল। তারপর বন্ধকী দোকানের কাছে গিয়ে দু'তিনবার হাতের লাঠি জোরে জোরে ঠুকল এবং দরজায় টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে একটি চকচকে চেহারার দাড়ি-গোঁফ কামানো যুবক তাকে ভিতরে যেতে বলল।

'ধন্যবাদ', বলল হোমস্—'জানতে চাই এখান থেকে কীভাবে স্ট্র্যাণ্ডে যাওয়া যায়।'

'ডানদিকে তিন মোড়, বাঁদিকে চার।' চটপটে কর্মচারী দরজা বন্ধ করে দিল।'

'ভারি স্মার্ট'। অমন স্মার্ট লণ্ডনে আছে মাত্র চারজন, আর দুঃসাহসের কথা ধরতে গেলে মনে হয় তৃতীয়। ওর পরিচয় আমি আগেও একটু পেয়েছি।'

'হ্যাঁ, এই রক্তকেশ-সঙ্ঘের রহস্যের ব্যাপারে মিঃ উইলসনের এই কর্মচারীর হাত আছে। রাস্তা জানতে চাওয়ার কারণ ওকে চাক্ষুষ দেখতে পাওয়া?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না, ওকে নয়। 'ওর প্যাণ্টের হাঁটু।'

'কী দেখলে?'

'যা দেখব বলে আশা করেছিলাম।'

'লাঠি ঠুকলে কেন ফুটপাথে?

'শোন ডাক্তার, এখন দেখবার সময়, কথা বলবার সময় নয়। শত্রুর দেশে আমরা এখন গুপ্তচর। স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ার মোটামুটি দেখা হল। এবার এর পিছন দিকের রাস্তাগুলো দেখতে হবে।

নির্জন স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে মোড় ফিরতেই যে আশ্চর্য পরিবর্তন আমাদের নজরে পড়ল তার সঙ্গে তুলনা চলে কোন কিছুর পেছনদিকের সঙ্গে তার সামনের দিকের। শহরের যানবাহন উত্তরে আর পশ্চিমে পেঁছে দেবার প্রধান রাস্তা হল এ। অসংখ্য গাড়ির যাওয়া আসার ভিড়ে সমস্ত রাস্তা ভর্তি, আর পায়ে-চলা মানুষের ভিড়ে ফুটপাতগুলোয় চলা দায়। চমৎকার চমৎকার দোকানের সারি আর ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান থেকে ধরাই কঠিন যে এরই আর এক পাশে সেই নির্জন স্থাবর স্কোয়ার, এইমাত্র আমরা যা দেখে এলাম।

এককোণে দাঁড়িয়ে বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে হোমস বলল, 'ভাল করে দেখতে দাও।

কোন্ বাড়ির পর কোন্ বাড়ি আমাকে দেখতে হবে। লণ্ডন শহরকে সঠিকভাবে জানা আমার হবি। ওই তো তামাকের দোকান মর্টিমার্স, সংবাদপত্রের ছোট দোকানটি সিটি এ্যাণ্ড সুবার্বন ব্যাংকের কোবুর্গ শাখা, নিরামিষ রেস্তোরাঁ আর ম্যাকফারলেন গাড়ি তৈরির কারখানা তারপরই আর একটা ব্লক আরম্ভ। যাক, চলো ডাক্তার, কাজ শেষ, এবার একটু ফুর্তি করা যাক। একটুকরো স্যাণ্ডুইস আর এক কাপ কফি। তারপরই বেহালার রাজ্য—মাধুর্যে আর সুরে ভরপুর। কোন লাল-মাথা মক্কেল তার আজগুবি হেঁয়ালি নিয়ে সে রাজ্যে আমাদের বিরক্ত করতে যাবে না।'

সঙ্গীতে আমার বন্ধুর উৎসাহ প্রচুর, নিজেও শুধু যে ভাল বাজাতে পারে তাই নয়, সুরকার হিসেবেও তার নাম আছে। সারাটা বিকেল সে পরম খুশিতে ভরপুর হয়ে সঙ্গীত শুনেক, সুরের তালে তালে লম্বা সরু সরু আঙুল দুলিয়ে—তাঁর এই মৃদু স্মিত মুখ আর তন্দ্রালস চোখের দৃষ্টির সঙ্গে গোয়েন্দা হোমসের, নিষ্ঠুর হোমসের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ডিটেকটিভ হোমসের পার্থক্য যতদূর হতে পারে। এই অনন্যসাধারণ চরিত্রের এই দুই বিভিন্ন সত্তা একের পর এক প্রকট হয়ে ওঠে এবং আমার প্রায়ই মনে হয় যে তাঁর স্বভাবের সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শুধু এই রোমন্থনের প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। এই আলস্য থেকে কর্মচাঞ্চল্যে যে পরিবর্তন, এই হল তার একমাত্র স্বভাব। সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে যখন তাঁর স্বভাবের পরম আলস্যের সময় আসে; দিনের পর দিন তখন ইজিচেয়ারে বসে তার উদ্ভাবনা ও একান্ত প্রিয় কাগজপত্রের মধ্যে একেবারে ডুবে থাকে। এ সময়েই শত্রু ধবার নেশা অকস্মাৎ তার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, আশ্চর্য বিশ্লেষণ-শক্তি তখন মাথায় এসে পৌঁছয়। তার অভ্যাস যাদের অজানা তারা তখন আড়চোখে এমনভাবে তার দিকে তাকায়, যেন সে এ পৃথিবীর কেউ নয়। তাই সেই অপরাহ্নে তাঁকে সেণ্ট জেমস্ হলে বেহালার মধ্যে ওভাবে ডুবে থাকতে দেখে আমার ধারণা হল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর এবার সমূহ বিপদ।

হল থেকে বেরিয়ে হোমস বলল, 'ডাক্তার, এবার নিশ্চয়ই তুমি বাড়ি ফিরতে চাও, যদি যেতে পার আমারও কিছু কাজ আছে। ঘণ্টাকয়েক লাগবে। কোবুর্গ স্কোয়ারের ব্যাপারটা বেশ গুরুতর।' রহস্যটা ভীষণ ভয়ঙ্কর—

'ভয়ঙ্কর বলছ কেন?'

'একটা খুব বড় রকমের অপরাধ ঘটবে। তবে আমার তো বিশ্বাস, ঠিক সময়ে সেটা ঠেকাতেও পারব। আজ শনিবার হয়েই যত গোলমাল। আজ রাতেই কিন্তু তোমাকে আমার প্রয়োজন। 'দশটায় এলেই চলবে।' আর শোন ডাক্তার। হয়ত বিপদের সম্ভাবনাও আছে। তাই বলছি, তোমার মিলিটারি রিভলভারটা এনো।' এই বলে আমায় হাত দুলিয়ে বিদায় দিয়ে মুখ ফিরিয়ে মুহূর্তমধ্যে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

আশেপাশের আর পাঁচজন লোকের চাইতে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম নয়। কিন্তু হোমসের সঙ্গে থাকলেই আমার বোকামি বেড়ে যায়। এই ব্যাপারে সে যা শুনেছে আমিও তাই শুনেছি, সে যা দেখেছে আমিও তাই দেখেছি, অথচ তার ভাষা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে শুধু যা ঘটে গেছে তাই নয় যা ঘটতে পারে তাও সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কিন্তু আমার কেমন জট-পাকানো আর অদ্ভুত বলেই মনে হচ্ছে। ফিরে যাওয়া

পথে গাড়িতে বসে সমস্ত রহস্য আমি আর একবার ভালভাবে ভাবলাম। এনসাইক্লো-পিডিয়ার লাল মাথার কপি করার অদ্ভুত গল্প থেকে স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ার পরিদর্শন ও তার বাবার সময়কার বিপদ বাণী পর্যন্ত—সব। আজকের নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্য কি? আমাকে সশস্ত্র অবস্থায় যেতে বলছে কেন? কোথায় যেতে হবে? কি করতে হবে? হোমসের মুখ থেকে শুধু এইটুকু আভাষ পেয়েছি যে, বন্ধকী কারবারওয়ালার এই সহকারীটি একটি ধড়িবাজ লোক—যে কোন গভীর চাল সে চালতে পারে। অনেক চেষ্টা করলাম সমাধান করতে, কিন্তু নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে রাত দশটার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

সওয়া ন-টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেকার স্ট্রীটে গেলাম। দুটো গাড়ি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরের ভিতর যেতে যেতে উপর থেকে কথা শুনতে পেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি, হোমস্ দু-জন লোকের সঙ্গে সোৎসাহে কথা কইছে। তাদের একজন আমার চেনা, নাম তার পিটার জোন্স,—পুলিশের কর্মচারী। অপর লোকটি মুখ লম্বা, সরু, বিষাদ মাখা—খুব ঝকঝকে মাথার টুপি।

ঐ যে ডাঃ এসে গেছে! আমাদের দল পূর্ণ হল,' বলেই হোমস জ্যাকেটের বোতাম আটকে তাকের উপর থেকে তার শিকারী-ছুরিটা হাতে নিল। 'ওয়াটসন, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিঃ জোন্সকে তুমি চেন। আর মেরিওয়েদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আজকের অভিযানে ইনিও আমাদের সঙ্গী হবেন।'

জোন্স তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলল 'ডাক্তার আবার, আমরা দল বেঁধে শিকারে বেরুচ্ছি। আমাদের এই বন্ধুটি শিকারকে তাড়া করতে অদ্বিতীয়। শুধু তিনি একটি বুড়ো কুকুরের সাহায্য চান শিকারের পিছু নিতে।'

বিষণ্ন গলায় মিঃ মেরিওয়েদার বললেন, 'সবটাই যেন পণ্ডশ্রম না হয়।

পুলিশের ভদ্রলোক বললেন, 'মিঃ হোমসের উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন মিঃ মেরিওয়েদার। ওঁর কাজের নিজস্ব ধারা আছে এবং যদিও সেগুলো একটু বেশিমাত্রায় আজগুবি, তাহলেও খাঁটি ডিটেকটিভের সম্ভাবনা ওঁর মধ্যে আছে। এবং একথা বললেও কিছু বাড়াবাড়ি হবে না যে ক্বচিৎ কখনও এই যেমন শোলটোর খুনের ও আগ্রার রত্নভাণ্ডারের ব্যাপারে, বলতে গেলে, ওঁর সমাধানই নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।'

নবাগত ভদ্রলোক সম্মানের সঙ্গেই বললেন, 'ওঃ মিঃ জোন্স, আপনি যখন এতকরে বলছেন তখন ঠিক আছে। তথাপি আমি অকপটেই বলছি, আজকের খেলা আমি খোয়ালাম। গত সাইত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম শনিবারের রাত যে রাতে আমার তাস খেলা হল না।'

হোমস্ বলল, 'আমার মনে হয় আপনি খেলার সময় ঠিকই পাবেন এবং অন্য দিনের চেয়ে বেশি বাজির খেলা খেলবেন এবং সে খেলায় প্রচুর উত্তেজনার ও হবে। মিঃ মেরি-ওয়েদার, আপনার পক্ষে বাজি হবে হাজার ত্রিশ পাউণ্ডের মত; আর জোন্স, তোমার বাজি হবে সেই লোকটি, যাকে তুমি ধরার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছ এত দিন ধরে।'

'এই জন ক্লে একজন খুনী ডাকাত, হামলাবাজ জালিয়াত। মিঃ মেরিওয়েদার লোকটির মতে বয়স অল্প, কিন্তু দলের শিরোমণি। লণ্ডনের যে কোন অপরাধীকে ফেলে তাকেই হাত-কড়া পরাতে চান সকলের আগে। এই জন ক্লে কিন্তু সামান্য লোক

নয়। ওর ঠাকুরদা ছিলেন রয়্যাল ডিউক। নিজেও ইটন ও অক্সফোর্ডে ভাল পড়াশুনা করেছে। ওর হাতের আঙুল থেকে মাথার ঘিলু পর্যন্ত সমান ধূর্ত। ওর আভাষ আমরা সব সময়ই পাই, কিন্তু লোকটির খোঁজ কোনক্রমে পাই না। এ সপ্তাহে হয় তো স্কটল্যাণ্ডের জেল ভেঙে পালাল, আবার পরের সপ্তাহেই দেখা গেল কর্নওয়াল-এ একটা অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য মোটা মোটা চাঁদা তুলছে। অনেক বছর ধরে ওর সন্ধানে পিছনে ছুটছি, কিন্তু কিছুতেই হদিশ করতে পারি নি কোন মতেই।

'আশা করি আজ আমি তোমাদের আলাপ করিয়ে দিতে পারব। জন ক্লে-র সঙ্গে আমারও দু-একটা ঘটনা ঘটে গেছে, এবং এই যে বললে তার ব্যবসায় সে একেবারে শীর্ষস্থানীয়, এতে আমিও একমত। রাত দশটা বাজে এবার বেরিয়ে পড়া যাক। প্রথম গাড়িটায় আপনারা দু-জনে, আমরা পেছনের গাড়িটায় দুজন যাওয়ার পথে হোমস্ বিশেষ কোন কথাবার্তা বলল না, গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে বিকেলে শোনা বাজনার সুর গুন-গুন করে চলল। গ্যাসের আলোজ্বালা অসংখ্য আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল; শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছিলাম ফ্যারিংটন স্ট্রীটে।

এতক্ষণে হোমস কথা বলল, কাছাকাছি এসে গেছি। সঙ্গী মেরীওয়েদার ভদ্রলোক একটা ব্যাংকের ডিরেকটার। এই ব্যাপারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। ভাবলাম, জোন্সকেও সঙ্গে নিই। নিজের পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য হলেও লোকটি ভাল। একটা বিশেষ গুণ তার আছে সেটি হল বুলডগের মত সাহসী, আর একবার কাউকে মুঠোর মধ্যে একা পেলে কাকড়ার মত তাকে আঁকড়ে ধরবে। এই যে এসে গেছি। ওরা হয় তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

সকালবেলা যে ভিড়ের জায়গায় গিয়েছিলাম আবার সেখানেই এসে পড়েছি। গাড়িদুটো ছেড়ে দেওয়া হল, মিঃ মেরিওয়েদারের নেতৃত্বে একটা সরু পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে পাশের একটা দরজা দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। দরজাটা খুলেছিলেন মিঃ মেরিওয়েদার। ভিতরে একটা ছোট করিডর, সেই করিডরের শেষে প্রচণ্ড খুব ভারি একটা লোহার গেট। এই দরজাটা খোলা হতে দেখা গেল, একসারি পাথরের সিঁড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে নিচে নেমে গেছে। এই সিঁড়ির শেষেও একটা মজবুত গেট। মিঃ মেরিওয়েদার একটা লণ্ঠন জ্বালালেন, তারপর তাঁর সঙ্গে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধভরা রাস্তা ধরে নীচে নেমে তৃতীয় দরজাটা খুললেন। সামনে একটা প্রকাণ্ড ভল্ট। তার মধ্যে থরে থরে সাজানো বড় বড় ঝুঁড়ি আর বাক্স।

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে উপরে তুলে চারদিকটা ভালকরে দেখে হোমস বলল, 'উপর থেকে বোধ হয় এটাকে ভাঙা যাবে না, তাই তো?

'আর নিচের থেকেও না।' এই বলে মিঃ মেরিওয়েদার তাঁর লাঠিটা মেঝেতে ঠুকতে লাগলেন: 'আরে, শব্দ শুনে তো ফাঁপা বলেই মনে হচ্ছে! বিস্মিত মুখ তুলে তিনি বললেন।'

হোমস তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি আস্তে আস্তে কথা বলুন। আপনি দেখছি, তীরে এসে তরী ডোবাবেন। আপনাকে অনুরোধ করছি, ভাল মানুষের মত একটা বাক্সের উপর চুপচাপ বসে থাকুন। একটি কথাও বলবেন না।'

গম্ভীর স্বভাবের মিঃ মেরিওয়েদার একটা বাক্সের উপর বসলেন, তার মুখ দেখে মনে হল এ কথায় বেশ আহত হয়েছেন। হোমস্ তখন মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে লণ্ঠন আর আতস কাঁচ নিয়ে পাথরের জোড়গুলো খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উঠে এল—মনে হল সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই হয়েছে। সিধে দাঁড়িয়ে উঠল সে আতস কাঁচটা পকেটে রেখে বলল, 'অন্তত এক ঘণ্টা সময় এখনো আমাদের হাতে আছে, কারণ মিঃ উইলসন ভালভাবে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা কিছুই করবে না। তারপর কিন্তু আর ওরা একটুও সময় নষ্ট করবে না, কারণ যত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারবে তত বেশি পালাবার সময় হাতে পাবে। ডাক্তার, তুমি নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছ যে আমরা এখন লণ্ডনের এক বড় ব্যাঙ্কের ভল্টের মধ্যে। মিঃ মেরিওয়েদার হচ্ছেন এই ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরদের সভাপতি, তিনিই বলতে পারবেন কেন লণ্ডনের সবচেয়ে দুঃসাহসী অপরাধীরা এই ভল্টের ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখাচ্ছ।

ডিরেক্টরমশাই ফিসফিস করে বললেন, 'এসবই ফরাসী সোনা। এগুলো সরাবার চেষ্টা হতে পারে এই মর্মে কয়েকটা ওয়ার্নিংও আমরা পেয়েছি।'

'আপনাদের ফরাসী সোনা?'

'হ্যাঁ। কয়েক মাস আগে আমাদের সঞ্চিত তহবিল বাড়াবার প্রয়োজন মনে হল। তাই আমরা ব্যাংক অব ফ্রান্স থেকে ত্রিশ হাজার 'নেপোলিয়' ধার করি। সে টাকার বাক্স খোলার এখনও আমাদের দরকার হয় নি এবং সেসবই এখনও এই ভল্টেই আছে, সে কথাটা কোনক্রমে জানাজানি হয়ে গেছে। যে ঝুড়িটায় আমি বসে আছি এর মধ্যে আছে শিসের পাতের উপর মোড়া দু'হাজার 'নেপোলিয়।' একটা ব্রাঞ্চ অফিসে যতটা সোনা রাখার নিয়ম আমাদের সঞ্চিত সোনা এখন তার চাইতে ঢের বেশী। তাই এ ব্যাপারে ডিরেক্টদেরও টনক নড়েছে।'

হোমস্ বলল, 'এ দুর্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক হওয়ার কথা। আমার মনে হয় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই একটা কিছু ঘটবে। মিঃ মেরিওয়েদার, আমরা ঐ কালচে লণ্ঠনটার উপর স্লাইড চাপা দেব।'

'আর একেবারে অন্ধকারে বসে থাকব?'

তাই করুন আমি পকেটে করে তাশ এনেছি। ভেবেছিলাম, আমরা যখন জোড়া জোড়া খেলুড়ে আছি, আপনার 'রাবারটা হয় তো হতে পারবে। কিন্তু এখন দেখছি শত্রু-পক্ষের প্রস্তুতি খুব কাছে এসে গেছে আলো ঘরের মধ্যে রাখা নিরাপদ নয়। যাহোক এবার যার যার পজিসন বেছে নিয়ে বসতে হবে। এরা সব ঘুঘু লোক। কাজেই আমরা খুব সর্তক না থাকলে ক্ষতি করবেই। আমি এই ঝুড়িটার পিছনে থাকব। তোমারা দুজন ওগুলোর পিছনে লুকিয়ে থাকবে। আমি ওদের উপর আলো ফেললেই সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেলবে। ওয়াটসন, ওরা যদি কোনক্রমে গুলিচালায়, ওদের লাশ ফেলে দিতে ভুল করবে না।

রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে আমি কাঠের বাক্সটার পেছনে গুঁড়ি মেরে বসে রইলাম। হোমস্ লণ্ঠনের সামনে স্লাইডটা লাগিয়ে দিতেই চারদিক একেবারে অন্ধকার ভরে গেল —এমন নিরেট অন্ধকার আমি আর কখনো দেখিনি। গরম ধাতুর গন্ধ থেকে বুঝলাম যে আলোটা জ্বলছে,। আমার সমস্ত স্নায়ু তখন আশার উৎকণ্ঠায় উন্মুখ।

'পালাবার পথ ওদের একটাই, স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ারের সেই বাড়িটা দিয়ে। যা বলেছি তা করেছ তো, জোন্স? ফিসফিস করে হোমস্ জিজ্ঞাসা করল।'

'সামনের দরজায় একজন ইন্সপেক্টর ও দু-জন পুলিশ তাদের অপেক্ষায় থাকবে 'তাহলে দুটো পথই বন্ধ হল। এবার আমাদের চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে।,

সময় যেন আর কাটতে চায় না। পরে হিসাব করে দেখেছিলাম অপেক্ষা করেছিলাম দেড় ঘণ্টা। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল রাত শেষ হয়ে ভোর হল বলে। ক্রমে হাত পা অসাড় হতে শুরু করল। পাশ ফিরতেও সাহস হচ্ছে না। জোন্সের ভারি নিঃশ্বাস আর ব্যাংক ডিরেক্টরের ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাসের পার্থক্যটুকুও পর্যন্ত আমি ধরতে পারছি। হঠাৎ আমার চোখে একটা আলোর ঝিলিক খেলে গেল।

মেঝের উপর প্রথমে শুধু একটা ফ্যাকাসে আভা দেখতে পেলাম। ক্রমে সেটা লম্বা হতে হতে একটা হলদে আলোর রেখার মত দেখা গেল তারপরেই, কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে বা শব্দ না তুলে একটা গর্ত যেন হঠাৎ ফুটে উঠল, প্রথমে একটা হাত দেখা দিল। সাদা মত একটা হাত, কতকটা মেয়েলি হাতের মত। এক মিনিট বা তারও বেশিক্ষণ হাতটা মেঝের উপর উঁচু হয়ে রইল, আঙুলগুলো নড়তে থাকল। তারপর যেমন আচমকা দেখা দিয়েছিল তেমনি আবার সরে গেল, আবার সব তেমনি অন্ধকার—ফাটলের ভিতর দিয়ে যেটুকু সামান্য আলোর রেখা দেখা দিচ্ছিল সেটুকু ছাড়া।

কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। একটা খস্ খস্ ঠন্ ঠন্ আওয়াজ করে মেঝের একখানা পাথর উল্টে পড়তেই সেখানে চার-কোণা গর্ত হাঁ করে উঠে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ল। গর্তের ভিতর থেকে উঁকি দিল ছোট ছেলের মত একখানা মুখ। চারদিকে তাকিয়ে গর্তের দুই পাশে দুখানা হাত রেখে প্রথমে কাঁধ, তারপর কোমর। তারপর একটা হাঁটু তুলল উপরে। পরমুহূর্তে গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে সে টেনে তুলল তার সঙ্গীকে —ছোটখাট আর একটা মানুষ মুখখানি বিষণ্ণ আর মাথার চুল উজ্জ্বল লাল।

ফিস-ফিস করে সে বলল, 'সব ঠিক আছে, বাটালি আর থলিগুলো সঙ্গে এনেছ তো?…কী সর্বনাশ। পালাও আর্চি, পালাও পালাও! আমি ঠিক ব্যবস্থা করব!'

এক লাফে এগিয়ে এসে হোমস লোকটার জামার কলার চেপে ধরেছিল। দ্বিতীয় লোকটা গর্তটা দিয়ে ঢুকে পড়ল। জোন্স লোকটার জামা ধরে টানতে কাপড় ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ আমার কানে এল। একটা রিভলভারের নলের উপর আলোটা ঝলসে উঠল, কিন্তু হোমসের চাবুকের এক ঘা তার কব্জিতে এসে পড়তেই রিভলভারটা সশব্দে পাথরের মেঝের উপর পড়ে গেল।

'কোন লাভ নেই জন ক্লে' হোমস বলল, 'তোমার আর কোন আশা নেই।'

'তাই দেখছি', স্থির গলায় জবাব এল। 'তবে তোমরা তার কোটের লেজটা পেলেও আমার সঙ্গী ঠিকই পালিয়েছে।'

হোমস বলল, 'তার জন্যও তিনজন লোক দরজায় অপেক্ষা করছে।'

'বটে! আটঘাট বেঁধেই কাজ করেছ দেখছি। তোমার প্রশংসা করি।'

'আমারও তোমাকে অভিনন্দন জানানো দরকার। লাল চুলের উদ্ভাবনাটা যেমন অভিনব তেমনি কার্যকরী হয়েছিল।'

'শিগগিরই তোমার সঙ্গীর দেখা পাবে বলল জোন্স। গর্ত দিয়ে নেমে যাওয়ার

ব্যাপার দেখছি তোমার চেয়ে বেশি চটপটে সে।—একটু ধরে থাকুন, হাতকড়াটা পরিয়ে দিই।'

'আমার অনুরোধ, আপনার নোংরা হাত দিয়ে আমাকে ধরবেন না।' হাত-কড়া পরানোর সময় বন্দী মন্তব্য করল। আপনি হয় তো জানেন না, আমার শিরায় শিরায় রাজ-রক্ত বইছে। আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় বলবেন "স্যার", বলবেন 'অনুগ্রহ করে'। মনে থাকে যেন।'

হুজুর আচ্ছা তাই হবে, ওর দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসল জোন্স। দয়া করে এখন উপরে উঠুন —যাতে আমরা হুজুরকে দয়া করে থানায় নিয়ে যেতে পারি ?'

'হ্যাঁ, এই ঠিক।' খুব গম্ভীরভাবে বলল জন ক্লে। তিনজন একসঙ্গে ওকে সঙ্গে করে ডিটেকটিভির তত্ত্বাবধানে এগিয়ে চলল চুপচাপ।

ওদের পিছু পিছু ভল্ট থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মিঃ মেরিওয়েদার বললেন—'সত্যি মিঃ হোমস্ ব্যাঙ্ক যে আপনাকে কী ধন্যবাদ দেবে বা কী পুরস্কার দেবে বলতে পারি না! আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যত ব্যাঙ্ক-লুটের চেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে সুপরিকল্পিত পন্থা এটা। আপনি সঠিক আন্দাজ করে ওদের সম্পূর্ণভাবে বানচাল করে দিয়েছেন!'

হোমস বলল, 'মিঃ জন ক্লে-র সঙ্গে আমারও কিছু বোঝাপড়া আছে। এব্যাপারে আমার যা সামান্য খরচ হয়েছে ব্যাংক সেটা পরিশোধ করে নিবে, এইটুকু আমি শুধু আশা করি। অবশ্য এমন একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা যে আমার হল, আর লাল-মাথা লীগের এমন অপূর্ব কাহিনী ঘরে বসে যে শুনতে পেলাম, সেই তো আমার যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেল।'

সকালবেলা বেকার স্ট্রীটের ঘরে এক গ্লাস হুইস্কি আর সোডা নিয়ে বসে হোমস ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করল। 'দেখ ওয়াটসন, গোড়া থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল লীগের এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন আর এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নকল করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই বোকা-সোকা সৎ বন্ধকী কারবারীকে দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা করে দূরে সরিয়ে রাখা। যে পন্থা ওরা অবলম্বন করল তা অদ্ভুত তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চেয়ে ভাল উপায়ই বা কি ছিল ? আর সহকর্মীর মাথার চুলের রঙ দেখেই কুশলী শয়তান ক্লের মাথায় এই বুদ্ধিটা এসেছিল। চার পাউণ্ডের টোপটা উইলসনকে লুব্ধ করার পক্ষেই যথেষ্ট, যারা হাজার হাজার পাউণ্ডের ব্যাপারে নেমেছে, এ টাকাটা তাদের কাছে অতি তুচ্ছ। কাগজে বিজ্ঞাপন দিল ; একটা শয়তান ক-দিনের জন্যে অফিস খুলে বসল আর অপর জন তাকে সরাসরি চাকরি নেবার জন্যে জোর জবরদস্তি করে উৎসাহিত করতে লাগল। এভাবে দু-জনে মিলে প্রতিদিন কিছুক্ষণ করে তাকে ঘর থেকে দূরে রাখার ষড়যন্ত্র করল। যখনই শুনলাম যে অর্ধেক মাইনেয় কাজে ঢুকেছে তখনই আমার ধরতে অসুবিধে হল না যে এই চাকরি পাবার ব্যাপারে তার কোন বিশেষ অভিসন্ধি আছে।'

'কিন্তু সে অভিসন্ধিটা কী, তা আন্দাজ করলে কী করে ?'

'বাড়িতে যদি কোন মহিলা থাকত তাহলে অন্য কোন প্রেমের ষড়যন্ত্রের কথা মনে আসত। কিন্তু সে প্রশ্নই এখানে ওঠে না। ব্যবসাটা খুব ছোট, আর বাড়িতেও

উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। তাহলে আসল উদ্দেশ্যটা বাড়ির বাইরেই হবে। সেটা তাহলে কী হতে পারে? মনে পড়ল, সহকারীটির ফটোগ্রাফির ভীষণ শখ ও যখন-তখন নীচের ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা। মাটির নীচের ঘর! সেখানেই তাহলে সূত্রের সন্ধান। তখন ওই রহস্যময় অদ্ভুত সহকারীটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে জানতে পারলাম আমার প্রতিপক্ষ লণ্ডনের একজন ধীর মস্তিষ্ক বুদ্ধিমান দুঃসাহসিকতম এক বিরাট অপরাধী। ওই নীচের ঘরে সে নিশ্চয় এমন কোন হীন কাজ করতে মনস্থ করছে যেটা শেষ করতে কয়েক মাস ধরে দৈনিক কয়েক ঘণ্টা ধরে কাজ করতে হবে। তখনই চিন্তা করলাম, সেটা কি এমন কাজ হতে পারে? অন্য একটা বাড়ি পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারলাম না।

ঘটনাস্থলে পেঁছিবার আগে পর্যন্ত আমি ঐ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলাম। বাঁধানো মেঝেয় আমাকে লাঠি ঠুকতে দেখে তুমি খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলে। আমার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা করে দেখা—সুড়ঙ্গটা পেছন দিক দিয়ে গেছে, না সামনের দিক দিয়ে গেছে। দেখলাম, সামনের দিক দিয়ে যায় নি। তখন আমি ঘণ্টা বাজালাম, আর যেমন আশা করেছিলাম, কর্মচারীটি এসে দরজা খুলল। আমাদের মধ্যে আগেও কিছু ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু তাহলেও আমরা কেউ কাউকে চাক্ষুষ দেখেছিলাম না। ওর মুখের দিকে তাকাই নি আমি, আমার লক্ষ্য ছিল ওর হাঁটু। নিশ্চয় দেখে থাকবে লাট-খাওয়া আর পুরোনো হয়ে যাওয়া আর নোংরা ওর প্যাণ্টের হাঁটু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাটি খোঁড়ার চিহ্ন স্পষ্ট তাতে। আর আমার জানবার কিছু বাকি রইল না এই মাটি খোঁড়ার উদ্দেশ্য কী। মোড় পর্যন্ত ও দিকে ঘুরে গিয়ে যখন দেখলাম সিটি অ্যাণ্ড সাবার্বান ব্যাঙ্ক এই বাড়ির লাগোয়া, তখন আর আমার কোন সমস্যাই রইল না। বাজনা শুনে তুমি বাড়ি গেলে, আর আমি গেলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আর ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে। তার পরের ব্যাপার তো নিজের চোখে দেখলে।'

'তারা যে আজ রাতেই কাজটা করবে সেটা কেমন করে জানলে?'

'দেখ, যখনই তারা লীগ অফিসটা বন্ধ করে দিল তখনই বুঝলাম মিঃ জাবেজ উইলসন বাড়িতে থাকলেও তাদের আর কিছু আসে যায় না, অর্থাৎ সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হয়ে গেছে। এবার তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করা প্রয়োজন কারণ দেরী হলে সুড়ঙ্গের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যেতে পারে, বা সোনার তালও এ ঘর থেকে চালান হয়ে যেতে পারে। একাজের পক্ষে শনিবারই একমাত্র ভাল দিন, কারণ তাহলে পালিয়ে যাবার জন্য তারা দুটো দিন হাতে সময় পাবে। ঐসব ভেবেই আমি আশা করেছিলাম যে তারা আজ রাতেই কাজ হাসিল করবে।'

'চমৎকার যুক্তিপ্রয়োগ ও সমাধান। প্রাণখোলা প্রশংসায় উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমি বললাম, 'অনেকগুলো ঘটনা নিয়ে এই শৃঙ্খল। কিন্তু শৃঙ্খলের প্রতিটি টুকরোই সত্য প্রমাণিত হয়ে গেল বন্ধুবরের বুদ্ধির জোরে।'

'আর আমিও একঘেয়েমি থেকে বাঁচলাম', হাই তুলে বলল হোমস। 'ইতিমধ্যেই আবার তা ফিরে আসতে শুরু করেছে। আমার সারা জীবনটাই গতানুগতিক জীবন-ধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এইসব ছোটখাটো মামলাগুলোই আমাকে এতে সাহায্য করে থাকে।' 'এবং এতে করে মানুষ জাতের কল্যাণও সাধিত হচ্ছে বৈকি।'

এ কথায় ঘাড় ঝাঁকি দিলেন শার্লক হোমস। বললেন, 'তা হয়ত কিছুটা হচ্ছে। মানে, ফ্লোবেয়ার জর্জ স্যান্ডকে যা লিখেছিলেন মানুষ কিছু নয়, কাজই হচ্ছে আসল।'

বসকোম্ব উপত্যকার রহস্য কাহিনী

একদিন সকালে আমার স্ত্রী আর আমি—প্রাতঃরাশে বসেছি এমন সময় পরিচারিকা একখানা টেলিগ্রাম এনে দিল। শার্লক হোমস পাঠিয়েছে।

'তোমার যদি সময় থাকে ভাল; বসকোম্ব উপত্যকার দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এইমাত্র পশ্চিম ইংলন্ড থেকে একটা তার পেয়েছি। তোমাকে সঙ্গী পেতে চাই। বাতাস এবং দৃশ্যপট অতি চমৎকার। ১১·১৫-তে প্যাডিংটন থেকে যাত্রা।

ওপাশ থেকে আমার স্ত্রী বলল, 'তুমি কি বল? যাবে তো?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। হাতে এখন অনেক কাজ জমে আছে।'

'ওঃ, সে অ্যানস্ট্রাথার তোমার হয়ে কাজ করে দেবে-খন। কদিন ধরে লক্ষ্য করছি একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তোমাকে, এই হাওয়া বদলের ফলে উপকার হবে। তাছাড়া হোমসের ব্যাপারে তো চিরদিনই তোমার প্রচুর কৌতূহল, তোমার যাওয়া উচিৎ। না গেলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে—বিশেষ করে তারই জন্য যখন আমার এত বড় একটা লাভ হয়েছে তার জন্য তোমাকে পেয়েছি। তা, যেতে হলে এক্ষুনি তৈরি হয়ে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ হাতে সময় মাত্র আধ ঘণ্টা।'

প্রথম জীবনে আফগানিস্থানের সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে টেপটে প্রস্তুত পর্যটক হবার শিক্ষা ভাল ভাবে শিখেছি। আমার প্রয়োজনও সামান্য। তাই আরও অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাগটি নিয়ে গাড়িতে চেপে সশব্দে প্যাডিংটন স্টেশনের দিকে ছুটলাম। হোমস প্লাটফর্মেই পায়চারি করছিল। তার দীর্ঘ শীর্ণ দেহটা যেন লম্বা ধূসর ট্র্যাভলিং-ক্লোক আর সুতির আঁট-সাঁট টুপিতে আরও দীর্ঘ ও আরও শীর্ণ দেখাচ্ছিল।

বলল, 'বড় ভাল হয়েছে, ওয়াটসন, তুমি এসেছ। সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোন বন্ধুকে সঙ্গী হিসেবে পেলে সত্যিই আমার সুবিধে হয়, কারণ স্থানীয় মানুষের কাছে যে সাহায্য পাওয়া যায়, তা কোন কাজেরই হয় না। কোণের দুটো আসন দখল করে বস, আমি টিকিটটা কেটে আসছি।'

গাড়িতে আমরা দুজন। হোমসের সঙ্গে একগাদা খবরের কাগজের স্তূপ। সারা পথ সেইসব কাগজের স্তূপ সে পড়ল, নোট করল আর চিন্তা করল। এইভাবে আমরা রীডিং পেরিয়ে গেলাম। তখন সে হঠাৎ কাগজগুলোকে দলা পাকিয়ে তাকের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'কেসটার কথা শুনেছ কিছু?' জিজ্ঞাসা করল হোমস।

'না একেবারেই না। ক-দিন কাগজই পড়তে সময় পাইনি।'

'লণ্ডনের কাগজগুলোয় সমস্ত ঘটনাটা প্রকাশ করেনি। খুঁটিনাটি খবরগুলোর জন্যে ক-দিনের সমস্ত কাগজগুলোই ভাল করে দেখেছি। লেখা দেখে মনে হয়েছে, এও সেই ধরনেরই একটা জটিল মামলা, আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও আসলে অত্যন্ত জটিল।'

'কথাটা যে হেঁয়ালির মত শোনাল।'

'কিন্তু খুবই খাঁটি কথা। অসাধারণত্বই তো একটা সূত্র। একটা অপরাধ যত সাধারণ ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত হবে, সেটার সমাধানও হবে ততই বেশী শক্ত। অবশ্য এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির ছেলের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর সন্দেহ কেস খাড়া করা হয়েছে।' 'মানে ধরে নেওয়া হয়েছে খুন। অবশ্য কিছুই আমি মেনে এখন নেব না। নিজে থেকে সমস্তটা দেখব। ব্যাপারটা যা বুঝেছি, সংক্ষেপে বলছি।

'বসকোম্ব উপত্যকা হল গ্রামাঞ্চলের এক জেলা, হিয়ারফোর্ডশায়ারের রস্-এর কিছু দূরে। ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জমিদার হলেন জন টার্নার। অস্ট্রেলিয়ায় বাস করার সময় ভদ্রলোক টাকা করেন প্রচুর, ক-বছর হল তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে দেশে চাষবাস করছেন। তাঁর হেথার্লি'র বাড়িটা আর একজন অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা ভদ্রলোককে ভাড়া দেন, তার নাম চার্লস ম্যাকার্থি। অস্ট্রেলিয়াতে থাকতেই ওঁদের আলাপ হয়, তাই দেশে ফিরে এসে তারা কাছাকাছিই বসবাস করেন। দু-জনের মধ্যে টার্নারেরই অবস্থা স্বচ্ছল। ম্যাকার্থি তার ভাড়াটে হয়ে রইলেন। সেজন্য ওদের আচরণে কোনই তারতম্য ছিল না। প্রায়ই তারা একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতেন। দু-জনেই ছিলেন বিপত্নীক। ম্যাকার্থি'র এক ছেলে আর টার্নারের এক মেয়ে—দু-জনেরই বয়স সমান আঠারো বছর। প্রতিবেশী ইংরেজদের সঙ্গে এরা মেলামেশা করতেন। নিরিবিলিতে জীবন কাটাতে পছন্দ করতেন। অবশ্য ম্যাকার্থি'র একটি চাকর আর একটি ঝি ছিল। টার্নারের দাসদাসীর সংখ্যা ছয়। দুই পরিবারের সম্বন্ধে এই পর্যন্তই আমি জানতে পেরেছি। এইবার শোন আরেক ঘটনা।'

'৩রা জুন—মানে গত সোমবার—ম্যাকার্থি, হেথার্লি'র বাড়ি থেকে বের হল বেলা তিনটের সময়। পায়ে হেঁটে বস্কোম্ব পুলে পৌঁছলেন। বস্কোম্ব উপত্যকার ভিতর দিয়ে ছোট নদীটা গেছে। সেই নদী এক জায়গায় বেশ চওড়া হয়ে একটা ছোটখাট হ্রদের পরিণত হয়েছে। সেটাই বস্কোম্ব পুল বলে। সকালে তিনি একজন লোক সঙ্গে নিয়ে রস-এ গিয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন, তার খুব তাড়া আছে, কারণ তিনটের সময় একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেখা করে তিনি আর জীবিত ফিরে আসেন নি।'

'হেথার্লি'র গোলাবাড়ি থেকে বসকোম্ব পুলিশের দূরত্ব সিকি মাইল। সেখানে যাবার পথে দু-জন লোক তাঁকে দেখেছ। একজন হল এক বৃদ্ধা, তার নাম জানা যায় নি, অপরজন হল উইলিয়ম ক্রাউডার, মিঃ টার্নারের মালী। দু-জনেই সাক্ষ্যে প্রমাণ মেলে যে মিঃ ম্যাকার্থি'র সঙ্গে কেউ ছিল না। ক্রাউডার আরও বলে যে মিঃ ম্যাকার্থিকে দেখবার কয়েক মিনিটেরও পর তাঁর পুত্র জেমস্ ম্যাকার্থিকেও সে সেদিকে যেতে দেখেছে, তার বগলে একটা বন্দুক। মালীর মনে হয়, পিতা তখন তাঁর পুত্রের

দৃষ্টিগোচর ছিলেন, পুত্র তাঁর পিছু-পিছু চলছিল। এ নিয়ে আর কোন কথা জানে না। তারপর সে সন্ধ্যাবেলার দুর্ঘটনার কথা শোনে।

'উইলিয়ম ক্রোডারের কাছ থেকে চলে যাবার পরেও ম্যাকার্থি-যুগলকে দেখা গেছে। বসকোম্ব পুলের চারদিক জঙ্গলে ঘেরা জলের ধারে ধারে কিছু ঘাস আর নল বন। বসকোম্ব ভ্যালি এস্টেটের কেয়ার-টেকারের চৌদ্দ বছরের মেয়ে পেশেন্স মোরান তখন সেই জঙ্গলে ফুল তুলছিল। সে বলেছে, সেখান থেকে সে জঙ্গলের সীমানায় হ্রদের ধারে মিঃ ম্যাকার্থি ও তাঁর ছেলেকে দেখেছে। তার মনে হল, তাঁরা যেন জোর ঝগড়া করছে। মিঃ ম্যাকার্থি ছেলেকে খুব কড়া কড়া কথা বলছেন, ছেলে যেন বাপকে মারবার জন্যই হাত তুলেছে। এই দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে সেখান থেকে দৌড়ে বাড়িতে এসে মাকে বলে যে দুই ম্যাকার্থিকে সে বসকোম্ব পুলের কাছে ঝগড়া করতে দেখে ভয়ে পালিয়ে এসেছে। সে আরও বলে যে, তাঁরা দুজন মনে হয় লড়াই করবে। তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ছোট মিঃ ম্যাকার্থি ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে বলে, জঙ্গলের মধ্যে সে তার বাবাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কেয়ার-টেকারের সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছে। সে তখন ভয়ানক ভাবে উত্তেজিত, হাতে তার বন্দুক নেই, মাথায় টুপিও নেই, ডান হাত আর জামার আস্তিনে তাজা রক্তে তারা গিয়ে দেখতে পায় পুলের ধারে ঘাসের উপর তার বাবার মৃতদেহ পড়ে আছে। কোন একটা ভারি ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে যেন তাঁর মাথায় বার বার আঘাত করা হয়েছে। আঘাতের চেহারা দেখে মনে হয় ছেলের বন্দুকের কুঁদোর আঘাতেও সেরকম হতে পারে। বন্দুকটা মৃতদেহ থেকে কয়েক পা দূরে ঘাসের উপর পড়ে। এই পরিস্থিতিতে যুবকটিকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তদন্ত-রিপোর্টে 'স্বেচ্ছাকৃত হত্যা' বলে রায় বেরিয়েছে। বুধবার তাকে রস-এ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তিনি কেসটি দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছেন। করোনারের কাছে এবং পুলিশ-আদালতে এই ঘটনাবলীকে এইভাবেই করা হয়েছে।'

'এর চেয়ে মারাত্মক ঘটনা আর কী হতে পারে!' বললাম আমি, 'পরিস্থিতি বুঝে বিচার করতে হলে কোন অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করার এমন দৃষ্টান্ত আর হতে পারে কি না সন্দেহ। হোমসই অপরাধী।

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য বড়ই খারাপ জিনিস। তাদের উপর নির্ভর করে তুমি সরাসরি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিকোণকে যদি একটুখানি এদিক ওদিক কর দেখবে সেটা থেকে হয়ত বিপরীত সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায়। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে এক্ষেত্রে সমগ্র ঘটনাবলীই যুবকটির একান্ত বিরুদ্ধে এবং খুব সম্ভবত সেই প্রকৃত অপরাধী। কিন্তু প্রতিবেশী জমিদার-কন্যা মিস টার্নার যুবকটি দোষী নয় বিশ্বাস করেন এবং তার স্বপক্ষে মামলা চালাবার জন্য লেস্ট্রেডকে নিযুক্ত করেছেন। 'এ স্টাডি ইন স্কার্লেট'-এর সেই লেস্ট্রেড। সেই তো ব্যাপারটা ভাল ভাবে বুঝতে না পেরে কেসটা আমার কাছে পাঠিয়েছে। আর সেজন্যই ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে।

'কিন্তু ব্যাপার যা শুনলাম তাতে তা এতই পরিষ্কার যে এ মামলায় তোমার হাতে

পানি পেলে হয়।

'কিন্তু পরিষ্কার ঘটনার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা যে বেশী, এমন আর কিছুতে নয়।' হাসতে হাসতে বলল হোমস, 'তা ছাড়া হতে পারে যে পরিষ্কার ব্যাপারেও এমন কিছুর সন্ধান পেয়ে গেলাম যা হয়ত লেস্ট্রেডের চোখে অতটা পরিষ্কার নয়। তুমি ভাল করেই জান, সমর্থন করি বা খণ্ডনই করি, যে সূত্রে তা করব, তা বুঝতে পারা পর্যন্ত ওর ক্ষমতার বাইরে। হাতের কাছের একটা উদাহরণ দিয়েই বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার শোবার ঘরের জানালাটা ডানদিকে, অথচ আমার মনে হয় এমন একটা সাধারণ জিনিস লেস্ট্রেড লক্ষ্য করতে পারত কি?'

'কিন্তু কেমন করে জানলে?

'দেখ বন্ধু, আমি তোমাকে বেশ ভাল করেই চিনি। সামরিক পরিচ্ছন্নতা যে তোমার বৈশিষ্ট্য তাও ভালভাবে জানি। প্রতিদিন সকালে তুমি দাড়ি কামাও, সূর্যের আলোতেই। এখন যদি দেখি যে তোমার মুখের বাঁদিকের দাড়ি ভাল কামানো হয় নি, চোয়ালের কোণটায় দেখছি একেবারেই নয়, তখন কি এটা স্পষ্ট বোঝা যায় না ঘরের ওদিকটা অপর দিকের তুলনায় আলো কম। তোমার মত মানুষ এরকম দাড়ি কামানো পছন্দ করবে না সেটা আমি কল্পনাও করতে পারে না। না, না, পর্যবেক্ষণ আর অনুমানের একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা উল্লেখ করলাম মাত্র। এটাই আমার ব্রহ্মাস্ত্র। হয়তো আগামী তদন্তে এটা আমাদের কাজে লাগবে। তদন্তে আরও দুএকটা ছোটখাট ঘটনা জানা গেছে। সেগুলোও মনে রাখতে হবে।'

'সেগুলো কি?'

'ওকে সঙ্গে সঙ্গে ধরা হয়নি, ধরা হয়েছিল ও হেথার্লির গোলাবাড়িতে ফেরবার পরে। পুলিশ ইনস্পেক্টর ওর গ্রেপ্তারের খবর দিতে এতে ও বিস্মিত হয়নি, এবং সে বলেছে এ তার প্রাপ্যই বটে। করোনারের জুরিদের মধ্যে যদি বা সন্দেহের লেশমাত্র ছিল তাও স্বভাবতই ওর এই মন্তব্যে দূর হয়ে গেছে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'এটা তো স্পষ্ট স্বীকৃতি সে দিয়েছে।'

'না, কারণ তার পরেই নির্দোষিতার ঘোষণা করেছে।'

'এমন জঘন্য ঘটনাবলীর পরেও এধরনের ঘোষণা সন্দেহেরই উদ্রেগ করে।

—'না ঠিক তার উল্টো। অন্ধকার মেঘের মধ্যে এইটেই সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোর আভাস মাত্র পেয়েছি; কারণ যত নির্দোষই সে হোক না কেন এটুকু না বোঝার মত নিশ্চয় সে নয় যে ঘটনাচক্র অত্যন্ত শক্ত হয়ে তার উপর পড়েছে। তাকে ধরার ব্যাপারে যদি সে বিস্ময় বা ক্রোধ প্রকাশ করত তাহলে আমার সন্দেহ গভীরভাবে তার উপর পড়ত, কারণ এ অবস্থায় এভাবে বিস্ময় বা ক্রোধ প্রকাশ করা স্বাভাবিক হত না, এবং তা কোন চালাকি বলে মনে হতে পারত। পরিস্থিতিটা সে যেরকম খোলাখুলিভাবে নিয়ে ছিল তাতে বোঝা দরকার সে একেবারে নির্দোষ, না হয় প্রচুর দৃঢ়তা ও মনোবলের অধিকারী। আর তার প্রাপ্য সম্বন্ধে সে যা বলেছে তাও যে স্বাভাবিক তা বুঝবে, যদি ভেবে দেখ সে ছিল তার মৃত পিতার সামনে দাঁড়িয়ে এবং সেইদিনই সে তার সন্তানের কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথাকাটাকাটি করেছিল, এমনকি—ছোট মেয়েটির কথায়, তার সাক্ষ সঙ্গে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, মারবে বলে হাতও পর্যন্ত তুলেছিল। যে

আত্মবিলাপ ও মনোবেদনা তার মন্তব্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল তা বরং সুস্থ মনেরই কথা অপরাধী মনের নয়।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'এর চাইতেও সামান্য সাক্ষের জোরে মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়।'

'হ্যাঁ তা হয়। অনেক লোককে অন্যায়ভাবেও ফাঁসি দেওয়া হয়।'

'যুবকটি নিজে কি বলেছে শুনেছ কি?'

'তা অবশ্য সমর্থকদের পক্ষে বিশেষ উৎসাহজনক নয়, যদিও তার মধ্যে দুয়েকটা কথা আছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই নাও, পড়ে দেখ।' এই বলে সে হিয়ারফোর্ডের একটা স্থানীয় কাগজ তাঁর বাণ্ডিল থেকে বার করে জেমস্ ম্যাকার্থির ব্যক্তব্যটা দেখিয়ে দিতে খুব যত্ন করে পড়লাম; লেখা আছে:

তখন মৃতের একমাত্র পুত্র জেমস ম্যাকার্থিকে ডাকা হলে সে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়: 'তিনদিন আমি বাড়িতে ছিলাম না, ব্রিস্টলে গিয়েছিলাম। গত ৩রা জুন সোমবার সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছি। বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। পরিচারিকা জানাল, সহিস জন কবকে নিয়ে তিনি গাড়িতে চড়ে রস-এ কোন দরকার গেছেন। কিছুক্ষণ পরেই উঠোনে তাঁর গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম, উঠোন পার হয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন। কোনদিকে গেলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। তখন আমি বন্দুকটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বস্কোম্ব পুলের দিকে এগোতে লাগলাম। উদ্দেশ্য, খরগোসের আস্তানাটা একবার দেখে আসা। পথে শিকাররক্ষক উইলিয়াম ক্রোডারের সঙ্গে দেখা হয়। তার সাক্ষ্যেও একথা যে বলেছে। তবে সে বলেছে আমি বাবাকে অনুসরণ করছিলাম সেটা একেবারে ভুল। তিনি যে আমার সামনের দিকেই ছিলেন আমি তা জানতাম না। পুল থেকে একশ' গজ দূরে থাকতেই আমি একটা চীৎকার শুনলাম—'ক্যুই!' সে সংকেতটা আমি আর বাবা জানতাম। আমরা পরস্পরকে এই সম্বোধন করে থাকি। তখন আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। দেখলাম তিনি হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল বাবা আমায় দেখে খুব অবাক হয়ে গেছেন। খানিকটা রুষ্টভাবেই জিজ্ঞসা করলেন আমি ওখানে কী করছিলাম. এরপর যে কথাবার্তা শুরু হল তাতে অনেক কড়া কড়া কথা হল, এমনকি প্রায় মারামারির উপক্রমও হল; কারণ বাবার মেজাজ ছিল খুব রুক্ষ। যখন দেখলাম ক্রমেই তাঁর রাগ বেড়ে যাচ্ছে, কিছুতেই নিজেকে নিজে সামলাতে পারছেন না, আমি তখন হেথার্লির দিকে ফিরলাম; মনে হয় দেড়শো গজ মাত্র গিয়েছি, এমন সময় এক বীভৎস চিৎকার আমার পেছন থেকে শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে সেদিকে ফিরে চললাম। দেখলাম বাবা মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন, তাঁর মাথা ভীষণভাবে ফেটে গেছে। বন্দুক ফেলে দু-হাতে তাঁকে ধরলাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হল। কয়েক মিনিট তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রইলাম। তারপর মিঃ টার্নারের সরকারের বাড়িতে সাহায্যের জন্যে ছুটে গেলাম—তাঁর বাড়িটাই ওখান থেকে খুব কাছে। ফিরে যখন এলাম তখন বাবার কাছে কাউকে দেখতে পাই নি। তাই বুঝলাম না কিভাবে মৃত্যু হল তাঁর। এখানে বাবা বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না, তাঁর

ব্যবহার আন্তরিকতার ভীষণ অভাব ছিল। মানুষের সঙ্গও একেবারে পছন্দ করতেন না। তবে, যতদূর জানি, তেমন কোন শত্রু তাঁর ছিল না।'

করোনার : মৃত্যুর আগে আপনার পিতা আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি ?

সাক্ষী : কয়েকটা ভাঙা ভাঙা কথা তাঁর মুখ দিয়ে বলতে শুনেছিলাম, কিন্তু আমি শুধুমাত্র শুনতে পেয়েছিলাম যে তিনি একটা ইঁদুরের কথা বলছেন।

করোনার : তার থেকে আপনি কি বুঝলেন ?

সাক্ষী : ওকথার মানেই আমি তখন বুঝি নি। আমি মনে করেছিলাম, তিনি প্রলাপ বকছেন মনে হয়।

করোনার : আপনি এবং আপনার বাবার ঝগড়াটা হয়েছিল কি নিয়ে ?

সাক্ষী : ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না।

করোনার : আমার কিন্তু জবাব চাই।

সাক্ষী : তা প্রকাশ করা সত্যিই আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তবে, এ কথা সত্যি করেই বলতে পারি যে, তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোন সম্বন্ধই নেই।

করোনার : সে আদালত বুঝবে। আপনাকে হয়ত না বললেও চলবে যে, এ কথার উত্তর না দিলে ভবিষ্যতে বিচারের সময় আপনার এজন্যে ক্ষতি হবে।

সাক্ষী : ক্ষতি হলেও আমি তা বলতে পারব না কোনদিন।

করোনার : 'কু-ই' শব্দ করেই সচরাচর আপনি আর আপনার বাবা পরস্পরকে আহ্বান করতেন তো ?

সাক্ষী : হ্যাঁ।

করোনার : তাহলে আপনাকে তখনও দেখেন নি, এমন কি আপনি যে ব্রিস্টল থেকে এসেছেন সেকথা জানাবার আগেই তিনি ওরকম শব্দ করলেন কেন ?

সাক্ষী (যথেষ্ট অপ্রস্তুতভাবে) : আমি তাও জানি না।

১ম জুরি : চীৎকার শুনে ফিরে গিয়ে যখন পিতাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন কি সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ে নি ?

সাক্ষী : না সঠিক কিছু পড়ে নি।

করোনার : আপনি কি বলতে চান ?

সাক্ষী : আমি তখন এতই বিচলিত আর উত্তেজিত হয়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম যে বাবার কথা ছাড়া আর কোন চিন্তাই আমার মাথায় সে সময় আসে নি। তবু অস্পষ্ট-ভাবে মনে হল, যখন আমি বাবার কাছে ছুটে যাচ্ছি, কি যেন একটা আমার বাঁ দিকে পড়েছিল। ধূসর রঙের কি যেন একটা আলখাল্লার মত মনে হল। বাবার কাছ থেকে উঠে যখন চারদিকে তাকালাম তখন আর সেটা দেখতে পাইনি।

আপনি বলতে চান যে আপনি সাহায্যের জন্যে যাবার আগেই আর সেটা দেখতে পান নি ?

হ্যাঁ, আর সেটা দেখলাম না।

সেটা যে কী তা আপনি মনে করতে পারছেন না ?

না। মনে হল যেন কাপড়ের মত একটা।

মৃতদেহ থেকে কতটা দূরে ?

গজ বারো মত হবে মনে হয়।

আর বনের কিনারা থেকে ?

তাও প্রায় সেইরকম দূরত্ব হবে মনে হয়।

—তাহলে সেটা সরিয়ে নেওয়া যদি হয়ে থাকে আপনি তার থেকে গজ বারো দূরে যখন ছিলেন তখনই নেওয়া হয়েছে ; কি বলেন ?

—হ্যাঁ। আমি তখন সেদিকে পিছন দিয়ে বাবার উপর পড়ে ছিলাম।

সাক্ষীর জেরা এখানেই শেষ হয়েছে।

লেখাটা শেষ অক্ষর পর্যন্ত পড়ে আমি বললাম, 'করোনার দেখছি শেষের মন্তব্যের সময় বেচারার উপর একটু কঠোর হয়ে উঠেছিলেন। তার বাবা তাকে দেখার আগেই তাকে সম্বোধন করেছেন,—অসামঞ্জস্যের উপর, এবং বাবার সঙ্গে তার কথাবার্তার কথা প্রকাশ করতে না চাওয়া আর তাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি সম্বন্ধে তার বিবৃতির উপর তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই যা করার তাই করেন। এ সমস্তই, যেমন তিনি বলেছেন, ছেলেটির বিরুদ্ধেই যাবে বুঝতে পারছি।

হোমস নিজের মনেই একটু হেসে বলল, 'তুমি এবং করোনার দুজনই দেখছি যুবকটির স্বপক্ষের জোরাল পয়েন্টগুলোই তুলে ধরতে চাইছ। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, তোমারা একবার তার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করছ, আবার তার অভাবের কথা বলছ ? কল্পনাশক্তির অভাব এই জন্য বলছি যে জুরির সহানুভূতি পেতে পারে বাবার সঙ্গে ঝগড়ার একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতেও পারে। তাছাড়া মৃত্যুকালে ইঁদুরের কথার উল্লেখ এবং কাপড় উধাও হয়ে যাবার মত ঘটনা—এইসব তাজ্জব ব্যাপার যদি তারই মস্তিষ্কপ্রসূত হয়ে থাকে তাহলে কল্পনাশক্তির বেশ অভাব আছে। কিন্তু আমি বরং কেসটাকে এইদিক থেকে দেখতে চাই যেন যুবকটি বা বলেছে সবই সত্য। তারপর বিচার করতে হবে তার শেষ পরিণতি কি দাঁড়ায়। কিন্তু আপাতত এই আমার পেট্রার্কের পকেট বইটা পড়ি। ঘটনাস্থলে পৌঁছবার আগে আর একটি কথাও না। সুইন্ডন-এ লাঞ্চ খাব। আর কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব।'

সুন্দর স্ট্রাউড উপত্যকার ভিতর দিয়ে, চওড়া ঝলমলে নদীর উপর দিয়ে আমারা মনোরম গ্রাম্য শহর রস-এ গিয়ে পৌঁছলাম। প্ল্যাটফর্মে আমাদের জন্যে একটি লোক অপেক্ষা করছিলেন,—লোকটি রোগা, চোখে ধূর্ত চোরা চাইনি গ্রাম্য পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাভরে যে পোশাক তিনি পরেছিলেন তা সত্ত্বেও আমার, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেডকে চিনতে কোন অসুবিধে হয় নি। একটা গাড়ি করে আমরা তাঁর সঙ্গে হিয়ারফোড আর্মস্-এ গেলাম,—একটা ঘর সেখানে আগে থেকেই আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করা ছিল।

চা খেতে খেতে লেস্ট্রেড বলল, 'গাড়ির ব্যবস্থা করেই রেখেছি। আপনার কাজের ব্যাপার তো আমি ভালকরে জানি, ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি মনে স্বস্তি পাবেন না।'

হোমস বলল 'খুব ভাল কাজ করেছেন। বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন তবে। সবটাই তো বায়ুর চাপের ব্যাপার।'

লেস্ট্রেড চকিতে চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক বুঝলাম না।'

চাপ কত উঠেছে? হুঁ উনত্রিশ। বাতাস নেই। একবাক্স সিগারেট খাওয়া প্রয়োজন, এখানকার শোফাটাও মফঃস্বলের হোটেল যেসব কাজে শোফা থাকে তার থেকে ভাল। আজ রাতে আর বোধহয় ও গাড়ি প্রয়োজন হবে না।

লেস্ট্রেড হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'আপনি মনে হয় কাগজ পড়েই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। কেসটা একেবারে লাঠির মত সোজা সরল। যতই ওর মধ্যে ঢোকা যায় ততই আরো বেশী সোজা হয়ে আসে। তবু—একজন মহিলার অনুরোধ তো আর কোনক্রমে এড়ানো যায় না। তিনি আপনার কথা অনেক শুনেছেন এবং আপনার অভিমত তিনি চান। আমি তাকে বার বার বলেছি, আমি যা করেছি তার বেশী কিছু আপনি করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা আরে, কী আশ্চর্য! ঐ তো দরজায় তার গাড়ি এসে দাঁড়াল দেখতে পাচ্ছি।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই যে মেয়েটি সবেগে এসে ঢুকলেন, অমন সুন্দরী তরুণী আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। বেগুনি রঙের চোখে উজ্জ্বলতার দীপ্তি। তার দু-ঠোঁট ফাঁক করা, গালে গোলাপি আভা। দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার চাপে তাঁর আত্মসংযম। শরীর কৃশ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

আমাদের সকলের উপর দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে শেষ পর্যন্ত ওঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে বন্ধুবরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি বলে উঠেন 'ওঃ মিঃ শার্লক হোমস! আপনি আসায় আমি যে কি ধরনের খুশি হয়েছি। সেই কথাটা বলতেই আমি এতদূর ছুটে এসেছি। আমি জানি, জেমস একাজ করেনি, করতে পারে না। তাই আমি চাই এ-কথাটা জেনেই আপনি আপনার কাজ শুরু করুন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ মনে পুষে রাখবেন না। ছেলেবেলা থেকে আমরা পরস্পরকে চিনি, ওর দোষ ত্রুটির কথাও আমি ভালভাবে জানি; কিন্তু কোন মতেই একটা মাছিকেও ও আঘাত করতে পারে না, এমনই নরম ওর মন। যে ওকে সত্যই জানে এ অভিযোগ তার কাছে অবাস্তব বলেই মনে হবে।

'হয়ত আমরা ওকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে পারব মিস্ টার্নার।' বলল হোমস্। 'নিশ্চিন্ত থাকো, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখাব।

'কিন্তু আপনি তো সাক্ষ্যটা পড়েছেন। নিশ্চয় কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন? কোন ফাঁক—বা কোন গলদ কি আপনার চোখে পড়েনি? নিজে কি আপনি বুঝতে পারেন নি যে ও নির্দোষ?'

'হ্যাঁ সেইটেই সম্ভব বলে আমি মনে করি।'

মাথা হেলিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে লেস্ট্রেডের দিকে তাকিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হল তো! শুনতে পাচ্ছেন তো! উনি আমাকে আশা দিলেন।'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে লেস্ট্রেড বললেন, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার সহকর্মী বড় তাড়াতাড়ি তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।'

'তা হলে কী হয়, ঠিকই বলেছেন উনি—আমি জানি ঠিক বলেছেন। জেমস্ কখনও এ কাজ করতে পারে না। আর ওর বাবার সঙ্গে ঝগড়ার যে কথাটা উঠেছে, করোনারের কাছে সে বিষয়ে ওর কিছু না বলার একমাত্র কারণ, তাতে আমি জড়িত ছিলাম।

'কেন, কিভাবে ?' হোমস্ জিজ্ঞাসা করল।'

'এখন কোন কথা লুকোবার মত সময় নয়। আমাকে নিয়ে জেমস আর তার বাবার মধ্যে অনেক মতবিরোধ ছিল। মিঃ ম্যাকার্থি চেয়েছিলেন আমাদের বিয়ে হোক। জেমস আর আমি এতদিন ভাই-বোনের মতই পরস্পরকে ভালবেসে এসেছি। কিন্তু সে এখন যুবক, জীবনের অতি সামান্যই দেখেছে, তাই—মানে, স্বভাবতই সেরকম কিছু করতে সে এখনও মনে আসেনা। কাজেই তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে কথা-কাটাকাটি হত। আমি নিশ্চিত জানি, এটাও সেইরকই একটা ঝগড়া হবেই।'

'আর তোমার বাবা ?' হোমস বলল, 'তিনি কি এ বিয়ের পক্ষপাতী ?'

'না, তাঁরও এতে আপত্তি ছিল। মিঃ ম্যাকার্থি ছাড়া আর কারুরই এতে মত ছিল না'—হোমসের তীক্ষ্ন, প্রসন্ন দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর পড়ায় সে মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

'খবরটার জন্যে ধন্যবাদ। কাল গেলে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হতে পারে ?'

'না, মনে হয় না ডাক্তার রাজি হবেন কোনো কথা বলতে দিতে। বাবার শরীটা কয়েক বছর ধরেই ভাল নয়। তার উপর এই শোচনীয় ঘটনা তাঁকে একেবারে মুহ্যমান করে ফেলেছে! তিনি এখন শয্যাশায়ী। ডাঃ উইলোস বলছেন, তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। প্রথম জীবনে ভিক্টোরিয়াতে বাবাকে যারা চিনত তাদের মধ্যে মিঃ ম্যাকার্থি'ই একমাত্র জীবিত ছিলেন।'

'ভিক্টোরিয়ায় এটা একটা দরকারি খবর দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, খনির কাজে।'

'ঠিক। সোনার খনি। সেখানেই তিনি তার টাকা উপার্জন করেন না ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'ধন্যবাদ, মিস টার্নার। তোমার এ সংবাদে আমার কাজের অনেক সুবিধে হল।'

'কোন খবর পেলে আমাকে জানাবেন। জেলে জেমসের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয় যাবেন। যদি যান, তাকে অবশ্যই বলবেন যে আমি জানি সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'নিশ্চয় বলব, মিস টার্নার।'

'আমায় এবার বাড়ি যেতে হবে, বাবা ভীষণ অসুস্থ। আমায় একটু না দেখলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিদায়, ঈশ্বর আপনার কাজে সহায় হোন!' এই বলে, যেমন উত্তেজনার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন সেভাবেই বেরিয়ে গেলেন। তাঁর গাড়ির চাকার শব্দ করে মিলিয়ে যেতে লাগল।

কয়েক মিনিট চুপ চাপ। বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথা বললেন লেস্ট্রেড, 'হোমস, আপনার জন্য আমি লজ্জিত। যেখানে নিরাশা অনিবার্য, সেখানে এরকম ভরসা কেন দিলেন কোন সাহসে ? আমি কি হৃদয়হীন, কিন্তু আমিও বলছি—এটা নিষ্ঠুরতা ছাড়া কিছু নয়।

'জেমস ম্যাকার্থিকে মুক্তি দেবার উপায় আমি বার করতে পারব।' হোমস বলল— 'জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাওয়া যাবে তো ?'

'আছে। কিন্তু সে কেবল আপনার আর আমার।'

'তাহলে এখনই বেরোব কি না। আর একবার ভেবে দেখি। এখন কি হিয়ারফোর্ডে গিয়ে আজ রাত্রে তার সঙ্গে দেখা করবার মত ট্রেন আছে?'

'যথেষ্ট। যথেষ্ট আছে?'

'তাহলে চল উঠা যাক। ওয়াটসন, তোমার একা একা সময় কাটতে চাইবে না। তবে মাত্র ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।'

আমি তাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন পর্যন্ত গেলাম। তারপর ছোট শহরের পথে পথে কিছুক্ষণ ঘুরে কিছু দেখে হোটেলে ফিরে এলাম। সোফায় শুয়ে একখানা বই পড়াতে মন দিলাম। যে গভীর রহস্যের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি তার তুলনায় গল্পের প্লটটা খুব সাদামাঠা। আমার মন উপন্যাস থেকে বাস্তবের দিকেই ঘুরে যেতে লাগল। শেষটায় বইটাকে ফেলে দিয়ে সারাদিনের ঘটনায় মনোনিবেশ করলাম। যদি ধরা যায় যে, এই ভাগ্যহীন যুবকের কথাগুলি সত্য, তাহলে তার বাবার কাছ থেকে সরে যাওয়া এবং তার চিৎকার শুনে আবার ফিরে আসা, এর মধ্যবর্তী সময়ে কী অসাধারণ বিপদ না ঘটে গেল? কী সাংঘাতিক নৃশংস ঘটনা। সেটা কি হতে পারে? আঘাতের ধারা দেখে আমার ডাক্তারী বুদ্ধিতে কি কিছু ধরা যায় না? ঘণ্টা বাজিয়ে আঞ্চলিক সাপ্তাহিক পত্রিকাটা দিতে বললাম। তাতে তদন্তের হুবহু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

সার্জেনের সাক্ষ্যে জানা গেছে যে বাঁদিকের মধ্যকপালের হাড়ের পেছন দিকের তৃতীয় আর মাথার খুলির পেছন দিককার হাড়ের বাঁদিকের অর্ধেকটা কোন ভারি ভোঁতা হাতিয়ারের আঘাতে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। নিজের মাথায় হাত দিলাম সঠিক জায়গাটা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এ আঘাত করা হয়েছে পেছন দিক থেকে। এ ব্যাপারটা খানিকটা আসামীর স্বপক্ষে যাবে, কারণ যখন তাকে ঝগড়া করতে দেখা যায়, সে তখন তার বাবার সামনা সামনি। অবশ্য এতে করে খুব একটা কিছু প্রমাণ হয় না, কারণ এমনও হতে পারে যে বাবা পেছন ফেরার পর আঘাতটা মাথায় পড়ে। তাহলেও এটার উপর হোমসের মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। তারপর ধরা যাক সেই অদ্ভুত ব্যাপার, ইঁদুরের উল্লেখ। কী এর মানে? প্রলাপ হতে পারে না, হঠাৎ আঘাতে মুমূর্ষু প্রলাপ বকে না। বরং এতে মনে হয়, কিভাবে তিনি আহত হয়েছেন তা-ই তিনি বোঝাতে চান। একথাটা দিয়ে তিনি কী বোঝাতে চান? একটা কোন কিছু সমাধানের চিন্তায় অনেক মাথা ঘামালাম। তারপর ধরা যাক যুবকটির দেখা ধূসর রঙের কাপড়টা। এ কথা সত্যি হলে বুঝতে হবে যে হত্যাকারীর কোন পোষাক, তার ওভারকোটটাই হবে খুব সম্ভব, পালাবার সময় ফেলে গিয়েছিল। তাই নিতে আবার তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল যখনই ছেলেটি হাঁটু গেড়ে পেছন ফিরে বসেছিল—জায়গাটা, সে যেখানে বসেছিল সেখান থেকে মাত্র বারো পা দূরে। রহস্য আর অবাস্তবতার কী জটিল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে! লেস্ট্রেডের মন্তব্যে আমি আশ্চর্য হইনি, আবার হোমসের অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার বিশ্বাস খুব দৃঢ়, যতক্ষণ না ছেলেটি নির্দোষিতা সম্বন্ধে তার ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে চলেছে, ঠিক করলাম ততক্ষণ আমি আশা থেকে নিবৃত্ত হব না।

বেশ দেরী করে হোমস ফিরল। সে একাই এল। লেস্ট্রেড শহরে তার বাসায়

চলে গেছে।

বসতে বসতে সে বলল, বায়ুর চাপ এখনও বেশ উঁচু আছে। আমরা ঘটনাস্থলে পোঁছবার আগে যাতে বৃষ্টি না হয় সেটা খুব দরকার। অথচ যে সূক্ষ্ম কাজ আমরা করতে চলেছি, তার জন্য দেহ ও মন দুই-ই খুব সতেজ আর সজাগ রাখার দরকার। ম্যাকার্থির সঙ্গে দেখা করে এলাম।'

'কোন আলো সে দেখাতে পারল ?'

'না। এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল বুঝি সে অপরাধীকে চেনে কিন্তু তাকে বুঝতে পারছি যে আর সকলের মত সেও এ ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে গেছে। খুব বেশী চালাক-চতুর না হলেও ছেলেটি দেখতে খাসা, আর তার মনটাও উদার।'

আমি বললাম, 'ওর রুচির কিন্তু আমি প্রশংসা করতে পারি না, যদি একথা সত্যি হয় যে মিস টার্নারের মত অত চমৎকার মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে তার আপত্তি থাকে।'

'আহারে! সেখানেই দেখা যাচ্ছে একটি বেদনাতুর কাহিনী। এই ছেলেটি ওর প্রেমে উম্মাদ। কিন্তু বছর দুই আগে, যখন সে একেবারে ছেলেমানুষ এবং মেয়েটি সম্বন্ধে ভাল করে জানত না, কারণ সে বছরখানেক বাইরে একটা বোর্ডিং-স্কুলে ছিল। তখন ছেলেটা ব্রিস্টলের এক পরিচারিকার খপ্পরে পড়ে বাধ্য হয়ে তাকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে। এ কথা কেউ আজও জানে না। এরপর যাকে বিয়ে করবার জন্য দরকার হলে সে তার চোখ দুটোও অক্লেশে দিতে পারে, অথচ যেকাজ করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার বলে সে নিজে জানে, সেই কাজ না করতে পাবার জন্য যখন তাকে ভর্ৎসনা করা হয় তখন তার কি রকম পাগলের মত অবস্থা হয় তা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারছ। শেষ দেখার সময় বাবা যখন তাকে মিস টার্নারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে বলছিলেন তখনই ঐ ধরণের উম্মাদনার জন্যই সে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে বাবাকে শাসিয়েছিল। অপরদিকে, তার নিজের কোন উপার্জন নেই। বাবা খুব কড়া ধারনের লোক। প্রকৃত সত্য জানতে পারলে তিনি ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন। ব্রিস্টলে এই পরিচারিকা স্ত্রীর সঙ্গেই সে বিগত তিনটে দিন কাটিয়ে এসেছে, সেকথাও বাবা জানতেন না। এই পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, অশুভ থেকে শুভের সূচনা হয়েছে। সেই পরিচারিকা যখন কাগজ পড়ে জানতে পারল যে ছেলেটি ভয়ানক বিপদে পড়েছে এবং তার ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে, তখন তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, বারমুডা ডকইয়ার্ডে তার নিজের স্বামী আছে, কাজেই তাদের দু'জনের মধ্যে সত্যি-কারের কোন বন্ধন নেই। মেয়েটি তাকে বিয়ে মুক্তি দিয়েছে। আমার মনে হয়, অনেক দুঃখের মধ্যেও এই সংবাদটি পেয়ে ম্যাকার্থি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করতে পেরেছে।

'সে যদি নির্দোষ, তাহলে একাজ করল কে বা কারা ?'

'সত্যিই সে কে বা কারা ? দুটো ঘটনার উপর বিশেষ করে আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক—নিহত ব্যক্তির হ্রদের ধারে কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, এবং সে ব্যক্তি তাঁর পুত্র কোন মতেই নয় ; কারণ পুত্র তখন শহরে ছিল না, এবং কখন সে বাড়ী ফিরবে তাও জানতেন না। আর দুই—নিহত ব্যক্তিকে "কু-ই" ডাক ডাকতে শোনা গিয়েছিল এবং তা তিনি ডেকেছিলেন, ছেলে যে ফিরে এসেছে

একথা না জেনে। এ সবই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার উপর এই মামলা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। যাকগে, এস এবার জর্জ মেরেডিথ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আপাতত কালকের জন্যে তোলা থাক।'

হোমসের কথামত কোন বৃষ্টি হল না। সকালটা বেশ উজ্জ্বল এবং নির্মেঘ। বেলা ন'টার সময় লেস্ট্রেড গাড়ি নিয়ে এল, আমরা হেথার্লি ফার্ম এবং বসকোম্ব পুল-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। 'আজ সকালের জরুরি খবর হল,' লেস্ট্রেড বললেন, 'মিঃ টার্নারের শরীর খুব খারাপ, তাঁর জীবনের আশা নেই।'

'ভদ্রলোক বেশ বয়স্ক, তাই না?' হোমস্ জিজ্ঞাসা করল।

'প্রায় ষাট। বাইরে থাকা কালেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছিল। কিছুদিন থেকেই শরীর আরও খারাপ যাচ্ছিল। এই ঘটনায় আরও বেশী আঘাত পেয়েছেন। তিনি ছিলেন ম্যাকার্থি'র পুরানো বন্ধু। তাছাড়া মস্ত বড় উপকারীও। জানতে পেরেছি, হেথার্লি ফার্মটি তিনি বিনা ভাড়ায় তাকে দিয়েছিলেন থাকতে।'

'বটে! খুব ইণ্টারেস্টিং তো।' হোমস বলল।

'সত্যিই তাই। তা ছাড়া আরও বহু ব্যাপারে তিনি ম্যাকার্থি'কে সাহায্য করেছেন। সেসব কথা এখানে সকলের মুখে শোনা যায়।

'বটে! আচ্ছা, এই যে ম্যাকার্থি, যাঁর নিজের বলতে কিছুই নেই এবং টার্নারের কাছে যিনি এত বড় উপকার পেয়েছেন, সব সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী টার্নারের মেয়ের সঙ্গে, এ সত্ত্বেও তিনি ছেলের বিয়ে দেবার কথা বলছেন এবং তাও সহজভাবে বলছেন—কেবল প্রস্তাবটা করলেই হল, এটা কি তোমার কাছে একটু আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে না? আশ্চর্য আরও এই কারণে যে, আমরা জানি টার্নারের নিজেরও এ বিবাহে বেশ আপত্তি ছিল, মেয়েটির মুখে যা শুনলাম। এ থেকে কি কিছু আন্দাজ করতে পারছ না?'

আমার দিকে চোখ টিপে লেস্ট্রেড বলল, 'অনুমানাদি সবই তো পাওয়া গেছে হোমস, ঘটনাকে নিয়েই হয়েছে বিপদ।'

ইতস্তত করে হোমস বলল, 'ঠিক বলেছ। সত্যি, ঘটনাকে নিয়েই বিপদে পড়েছ।'

স্ফূর্তির সঙ্গে লেস্ট্রেড বলল, 'আমি কিন্তু এমন একটা ঘটনাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি যেটা আপনি এখনও ধরতে পারে নি।'

'কী ঘটনা সেটা?'

'তা এই যে, বাবা ছেলের আঘাতে মারা পড়েছে এবং এই তথ্য অপ্রমাণ করার জন্যে আপনার যা কিছু ধারণা তা চাঁদের আলোর মতই অলীক।'

'তা কুয়াসার চেয়ে তো চাঁদের আলো ভাল!' হাসতে হাসতে বলল হোমস্। 'কিন্তু এই বোধহয় হেথার্লি'র গোলাবাড়ি আমাদের বাঁয়ে।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন দেখতে পাচ্ছি।'

সুন্দর চওড়া একটা দোতলা বাড়ি। স্লেটের ছাদ। ধূসর দেয়ালের গায়ে লিচেন-পাতার হলদে প্রলেপ। দরজা বন্ধ। চিমনি ধোঁয়াহীন। মনে হয়, বুঝি

-২ সদ্য ভয়ংকর ঘটনার বোঝা এখনও এ বাড়ির উপরে চেপে বসে আছে। পেঁছবার পরে হোমস দুজোড়া জুতো চাইল, পরিচারিকা দু'জোড়া জুতো তাঁকে দেখাল,—মৃত্যুর সময়ে তার মালিক যে বুট পরেছিল সেই জোড়া আর ছেলের বুট এক জোড়া। অবশ্য ঘটনার সময় ছেলে যে বুট পরেছিল সে জোড়া এটা নয়। সাত-আটটা বিভিন্ন দিক থেকে এদিক ওদিক বুটগুলোর মাপ নিয়ে হোমস বাড়ির বাইরের উঠোনে যেতে চাইল। সেখান থেকে বস্কোম্ব পুল যাবার ঘোরানো পথটা ধরে সবাই এগিয়ে চললাম।

এহেন কোন অনুসন্ধানের সময় হোমসের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। বেকার স্ট্রীটের শান্ত, চিন্তাশীল ব্যক্তির ও তার যুক্তি-প্রয়োগের সঙ্গেই যাঁদের বিশেষ পরিচয়, এখন এ চেহারায় হয়ত তাঁরা চিনতেই পারবেন না হোমসকে। তার মুখ কখনো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ভ্রূ যুগল কখনও কালো রেখার মত দেখা যাচ্ছে, তার নিচে দু-চোখে ইস্পাতের মত শীতল দৃষ্টি। মাথা সামনের দিকে ঝোঁকানো, দু-কাঁধ ঝুলে পড়েছে, দু-ঠোঁট চাপা, পেশল কাঁধে শিরাগুলি চাবুকের ফিতের মত ঠেলে ওঠছে। শিকারের পেছনে এক জান্তব প্রবৃত্তিতে তার নাসারন্ধ্র স্ফীত মন এমন তন্ময় যে আমাদের কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য হয় তার কানে গেল না কিংবা হয়ত উত্তরে বিরক্তিব্যঞ্জক ধমক শোনা গেল। নিঃশব্দ দ্রুত পায়ে সে সেই পথ ধরে মাঠের মধ্য দিয়ে গেল বস্কোম্ব হ্রদের জঙ্গল পর্যন্ত ; স্যাঁতসেতে জলাভূমি, সমস্ত অঞ্চলটাই ; জলের উপরে, দু-দিকের ছোট ছোট ঘাসের উপরে অসংখ্য পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। কখনো খুব তাড়াতাড়ি চলল, কখনো বা থেমে দাঁড়াল ; আবার একবার মাঠটায় ঘুরে এল একটু লেস্ট্রেড আর আমি চললাম তার পিছু-পিছু। লেস্ট্রেডের মধ্যে ঔদাসীন্য, এমনকি ভীষণ অবজ্ঞাও দেখতে পাচ্ছি আর আমি চলেছি প্রচুর কৌতূহল নিয়ে ; কারণ আমার স্থির বিশ্বাস যে, যা কিছু তিনি করছেন এ সমস্তরই ইঙ্গিত শেষ পরিণতির দিকে।

বস্কোম্ব পুলে আড়াআড়িভাবে প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া একটা নলবনে ঘেরা জলাশয়। একদিকে হেথার্লি ফার্ম, অন্য দিকে জমিদার মিঃ টার্নারের প্রাইভেটপার্ক—এই দুইয়ের ধারে অবস্থিত। অপর প্রান্তবর্তী জঙ্গলের উপর দিয়ে জমিদারের বাসভবনের লাল চূড়াগুলোও আমাদের চোখে পড়ল। পুল-এর হেথার্লির দিকে জঙ্গল খুব ঘন ; জঙ্গলের শেষ প্রান্ত আর হ্রদের নলবনের ঠিক মাঝখানে বিশ পা মত চওড়া একটা ঘাসে ঢাকা জমি। ঠিক যেস্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সেটা লেস্ট্রেড আমাদের দেখাল। সেখানকার মাটি ভিজে, আঘাতের পরে লোকটি যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন তার দাগ তখনও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হোমসের উদ্বিগ্ন মুখ আর চোখের তীক্ষ্ন দৃষ্টি দেখে মনে হল, পদদলিত ঘাসের উপর আরও অনেক কিছু লক্ষ্য করবার আছে। গন্ধ-পাওয়া শিকারী কুকুরের মত সে চারদিকে ছুটতে লাগল। তারপর লেস্ট্রেডকে বলল 'তুমি জলে নেমেছ কেন ?'

'এই দাঁতওয়ালা লাঠিটা দিয়ে খুঁজে দেখছি, কোন অস্ত্র বা অন্য কিছু পাওয়া যায় কি না।'

'থাম থাম ! আমার হাতে সময় নেই ! ভিতর দিকে মোচড় দেওয়া তোমার এই বাঁ পায়ের দাগ সমস্ত জায়গাটার উপর থেকে গেছে। ছুঁচো যে অন্ধ, সেও তা দেখতে

পারে। ঐ আগাছার মধ্যে সে দাগ সব মিলিয়ে গেছে। আহা, কত সহজই না হত সবাই যদি একপাল মোষের মত এসে এখানে সমস্ত জায়গাটার উপর গড়াগড়ি খাবার আগেই এসে পড়তে পারতাম! এই যে এখানে বন-রক্ষক দেখতে পাচ্ছি সদলে এসেছিল,—দেহটা ঘিরে ছয় থেকে আট ফুট পর্যন্ত সমস্ত চিহ্ন ওদের পায়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এই যে, বিশেষ একজোড়া পায়ের তিনটে আলাদা আলাদা ছাপ!' একটা লেন্স বার করে বর্ষাতির উপর শুয়ে পড়ল সে যাতে খুব ভাল করে দেখতে পারে, আর নিজের মনে বিড় বিড় করে কইছে : এই হল ছেলেটির পায়ের দাগ। দু-বার হেঁটেছে আর একবার দৌড়েছে, দৌড়োবার সময় জুতোর চেটোর দিকটার দাগ পড়েছে বেশি আর গোড়ালির দাগ প্রায় অদৃশ্য! এতে করে জেমসের কথার সত্যতা প্রমাণ হয়। দৌড়েছিল, যখন ওর বাবা পড়ে গিয়েছিলেন। এই হল ম্যাকার্থির পায়চারি করবার স্পষ্ট চিহ্ন। এটা তাহলে কী? এ হল বন্দুকের কুঁদোর চিহ্ন,—ছেলে যখন বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, আর এটা? হা হা! এটা কী দেখছি? আঙুলে ভর করে হাঁটার চিহ্ন! চৌকো দাগ,—এমন বুট সচরাচর দেখা যায় না। এল—চলে গেল—আবার এল—শেষবার, ফেলে যাওয়া কাপড়টা নিয়ে যাবার জন্যে। আচ্ছা, কোথা থেকে এসেছে?' দৌড়তে শুরু করল হোমস,—কখনো দাগের সন্ধান হারিয়ে, কখনো বা আবার খুঁজে পেয়ে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁর সঙ্গে গিয়ে পৌঁছলাম জঙ্গলের এক প্রান্তে, এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বীচ গাছটার ছায়ায়। এখান থেকেও আরো খানিকটা বাইরের দিকে চিহ্ন ধরে ধরে গিয়ে আবার হোমস্ উবু হয়ে শুল,—একটা তৃপ্তির নিশ্বাস তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ সেইভাবে থেকে, পাতা আর শুকনো ডাল সরিয়ে, ধুলোর মত কি খানিকটা তুলে নিয়ে একটা খামে পুরল। তারপর লেন্স নিয়ে শুধু জমিটা নয়, গাছটা পর্যন্ত যতদূর নাগাল পেল পরীক্ষা করে দেখল। শ্যাওলার মধ্যে একটা ভাঙ্গা পাথর পড়ে ছিল, সেটাও ভাল করে পরীক্ষা করল। তারপর একটা পথ ধরে জঙ্গল থেকে চলল বড় রাস্তা পর্যন্ত। এখানে এসে আর কোন চিহ্নই তার চোখে পড়ল না।

এতক্ষণে সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। বলল, খুবই ইণ্টারেস্টিং কেস। ডান দিকে ওই ধূসর রঙের বাড়িটাই কেয়ার-টেকারের বাসস্থান। আমি একবার ওখানে গিয়ে মোরানের সঙ্গে কথা বলব, এবং হয় তো একটা চিরকুটও লিখব। তারপর লাঞ্চ খাব। তোমরা হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির দিকে এগোও। আমি এই এলাম বলে।'

মিনিট দশেক পরে আমরা গিয়ে গাড়িতে উঠে রস্ অভিমুখে অগ্রসর হলাম। জঙ্গলের মধ্যে কুড়িয়ে-পাওয়া পাথরটা হোমস সঙ্গে করে এনেছ।

'তোমার হয়ত কৌতূহল হবে জেনে যে খুনটা এই পাথরটা দিয়ে করা হয়েছে।' এই বলে হোমস সেই পাথরটা তুলে ধরল।

'কিন্তু কোন চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি না?'

'চিহ্ন কিছুই নেই।'

'কী করে জানলেন তাহলে?'

'এটার নীচে সবে ঘাস গজাতে শুরু করেছিল। তার মানে মাত্র দিনকয়েক আগেই পাথরটাকে ওখানে ফেলা হয়েছে। কোথা থেকে ওটাকে আনা হয়েছিল তার কোন হদিস নেই। তবে মৃতের আঘাতের সঙ্গে এটার আকারের বেশ মিল আছে। আর

কোন অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

'তাহলে খুনী কে?'

একটা 'লম্বা মানুষ, ন্যাটা, ডান পায়ে হাঁটে, মোটা সোলের শিকারের জুতো পায়ে, ধূসর রঙের আলখাল্লা পরনে, ভারতীয় চুরুট খায় পাইপে লাগিয়ে, পকেটে ভোঁতা পেন্সিল-কাটা ছুরি আছে। তার আরও অনেক নিদর্শই পেয়েছি, তবে, আমাদের খুঁজে পাওয়ার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট মনে হয়।

কথাশুনে লেস্ট্রেড হেসে উঠল, 'আমারও কিন্তু সন্দেহ গেল না। তোমার ব্যাখ্যা বেশ ভালই হয়েছে, তবে আমাদের কিন্তু বোঝাতে হবে একদল পাকা বৃটিশ জুরীকে।'

ধীরভাবে হোমস্ বলল, 'আচ্ছা, দেখাই যাক না। তুমি তোমার মত কাজ কর, আমি আমার মত করি। আজ বিকেলটা খুব ব্যস্ত থাকব। খুব সম্ভব সন্ধের গাড়িতে বাড়ী ফিরব।'

'কাজ শেষ না করেই ফিরে যাবে?'

'না. শেষ করেই যাব।'

'আর রহস্যটা?'

'সমাধান হয়ে গেছে।'

'অপরাধী কে?'

'যে ভদ্রলোকের বিবরণ দিলাম এখনি।'

'কিন্তু তিনি কে?'

'তাকে খুঁজে বের করা শক্ত হবে না। অঞ্চলটা জনবহুল নয়।

ঘাড় নাড়ল লেস্ট্রেড। বলল 'উহু, আমি কাজ বুঝি এক-পা খোঁড়া ন্যাটা মানুষের সন্ধানে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা আমার একটুও পোষাবে না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাছে তাহলে আমার হাস্যাস্পদ হতে হবে।

'আচ্ছা বেশ, ধীরভাবে বলল হোমস, 'তোমায় সুযোগ যা দেবার আমি দিয়েছি। এই যে তোমার ঘর, বিদায়। যাবার আগে তোমাকে এক লাইন লিখে জানিয়ে যাব।'

লেস্ট্রেডকে রেখে আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম। সেখানে লাঞ্চ প্রস্তুত। হোমস নিশ্চুপ। চিন্তামগ্ন। মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ছায়া, যেন বড়ই অপ্রস্তুত অবস্থায় সে পড়েছে।

খাওয়া শেষ করে বলল, 'ওয়াটসন, এই চেয়ারে এসে বস। তোমাকে কিছু গল্প শোনাতে চাই। কি যে করব ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার পরামর্শ চাই। একটা সিগারেট ধরাও। আমি বলতে আরম্ভ করি।'

এবার তাহলে শুরু কর?

'এই কাহিনী বিচার করবার সময় ছেলেটির জবানবন্দির দুটি কথা একসঙ্গে আমাদের দু জনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিল, যদিও আমার মনেহয়েছিলসেগুলো তার স্বপক্ষে, আর তোমার যেন মনে হয়েছিল তার বিপক্ষে। একটা হল, ছেলের দেখা পাবার আগেই মিঃ ম্যাকার্থির 'কু-ই' ডাক ডাকা, আর দ্বিতীয়টা হল ইঁদুর সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত মন্তব্য করা। বিড়-বিড় করে আরো কিসব তিনি বলেছিলেন, কিন্তু ছেলে শুধু ঐটুকুই শুনতে পায়। এই দুটো ব্যাপার নিয়েই আমাদের গবেষণা শুরু করি। ছেলে সত্যি বলেছে

—এটা ধরে নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

'কিন্তু তাহলে কু-ইটা ?'

'এটা খুবই স্পষ্ট যে এটা ছেলের জন্য করা হয় নি। তাঁর জ্ঞানমতে ছেলে তখন ব্রিস্টলে। ঘটনাক্রমেই সে ওখানে হাজির হয়েছিল। ঐ 'ক্যুই!' নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, আগে থেকেই যার সঙ্গে তাঁর দেখা করবার কথা ছিল। 'কুই' সম্পূর্ণভাবে একটি অস্ট্রেলিয় ডাক, অস্ট্রেলিয়দের মধ্যেও ডাকটা বেশ প্রচলিত। কাজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, ম্যাকার্থি যার সঙ্গে দেখা করতে বসকোম্ব পুল-এ এসেছিলেন তিনিও একসময় অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন।'

'আর ইঁদুরের ব্যাপারটা ?'

একটা ভাঁজ-করা কাগজ পকেট থেকে বার করে সে টেবিলের উপর সমান করে রেখে বলল, 'এটা হল ভিক্টোরিয়া কলোনির একটা মানচিত্র, কাল আমি এটার জন্যে ব্রিস্টলে চিঠি লিখেছিলাম। এই বলে মানচিত্রের একটা অংশের উপর সে হাত চাপা দিল। বলল, 'কী পড়ছ ?'

'Arat.'

'আর এবার ?' হাত তুলে সে জিজ্ঞাসা করলেন।

'Ballarat'

'ঠিক আছে। তিনি এই শব্দটাই উচ্চারণ করেছিলেন, তবে ছেলের কানে গিয়েছিল শুধু শেষ শব্দাংশ—ARAT, মানে একটি ইঁদুর। তিনি বলতে চেষ্টা করেছিলেন খুনীর নাম। বাল্লারাট অমুক—চন্দ্র—অমুক অমুক।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য!'

'এ তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। দেখছ তাহলে, তদন্তের ক্ষেত্রটা অনেকটা সঙ্কীর্ণ হয়ে এল। আচ্ছা, আর তিন নম্বর হল ধূসর রঙের পোশাকটা, ছেলের কথা মেনে নিলে যেটাকে সত্য বলে ধরা যাচ্ছে। ধোঁয়াটে অস্পষ্টতা থেকে এখন আমরা এক বিশেষ অস্ট্রেলিয়ানের ব্যাপারে এসে পড়েছি—এই অস্ট্রেলিয়ানের নাম হল ব্যালারাট, ধূসর রঙের তার আলখাল্লা।

'হ্যাঁ, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ একটুও নেই।'

'তিনি নিশ্চয়ই এমন কেউ যিনি এ অঞ্চলেরই লোক। পুল-এ যাওয়া যায় হয় ফার্ম-এর পথে, আর না হয় জমিদারীর পথে। কোন বিদেশীর পক্ষে ওখানে বেড়াতে আসার সম্ভাবনা নেই।'

'তা ঠিক বলেছ।'

'এবার আজকের অভিযানের কথায় আসা যাক। ওখানকার জমি পরীক্ষা করে অপরাধীর সামান্য পরিচয়ের কিছু তুচ্ছ বিবরণ আমি ঐ মোটাবুদ্ধির লেস্ট্রেডকে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু তুমি সেসব পেলে কেমন করে ?'

'আমার কর্মপদ্ধতি জান। ছোটখাটো জিনিসের উপরে ভিত্তি করেই বার করেছি।'

'তার উচ্চতা হয়ত তার পদক্ষেপের দূরত্ব থেকে মোটামুটি আবিষ্কার করলে। বুটের মাপও পেলে মাটির ছাপ থেকে।'

'হ্যাঁ, বুটজোড়া একটু অদ্ভুত ধরণের।'

'কিন্তু খোঁড়ার ব্যাপারটা ?'

'বাঁ পায়ের তুলনায় ডান পায়ের ছাপটা আগাগোড়াই অস্পষ্ট। ঐ পায়ের উপর তিনি খুব কমভর দিয়েছেন। কেন? নিশ্চয় খুঁড়িয়ে হাঁটেন—খোড়া।

'আর তার ন্যাটা হওয়াটা ?'

'তদন্তের সময় সার্জনের যে মন্তব্য থেকে আঘাতের স্বরূপের পরিচয় পেয়ে তুমি নিজেও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলে তা থেকে পেয়েছি। আঘাতটা এসেছিল ঠিক পেছন থেকে, অথচ লেগেছিল বাঁ দিকটায়। সুতরাং সে ন্যাটা না হলে কী করে এটা সম্ভব? পিতা পুত্রের কথাবার্তার সময় সে লুকিয়ে ছিল ঐ গাছটার ঠিক পেছনে। সেখানে বসে সে ধূমপান করেছিল। চুরুটের ছাই আমি দেখতে পেয়েছি। তামাক সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান থেকে বলছি, সে তামাক ভারতীয়। এ ব্যাপার নিয়ে আমার অনেক পড়াশুনা আছে—১৪০ রকমের বিভিন্ন পাইপ, চুরুট আর সিগারেটের ছাই নিয়ে ছোটখাটো প্রবন্ধও লিখেছি। ছাইটা আবিষ্কার করবার পর চারিদিকে তাকাতে তাকাতে আগাছার মধ্যে চুরুটের ফেলে-দেওয়া শেষটা পেলাম। ভারতীয় চুরুট সেটা এই ধরনের চুরুট রটারডামে তৈরি হয়।'

'আর চুরুটের পাইপটা ?'

'দেখেই বুঝলাম শেষ টুকরোটা মুখে দেয় নি। কাজেই সে হোল্ডার ব্যবহার করে। সিগারের মুখটা দাঁতে না ছিঁড়ে কেটেছে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে সেটা কাটা নয়। সুতরাং অনুমান হল, ভোঁতা পেন্সিল-কাটা ছুরি।'

আমি বললাম, 'বন্ধু, যে জালে ও লোকটিকে জড়িয়ে ফেলেছে তা থেকে ওর আর রেহাই নেই, এবং এক নিরীহ প্রাণ তুমি রক্ষা করতে পারবে,—ফাঁসির দড়ি কেটেই তাকে রক্ষা করেছ বলতে হবে। এ সমস্ত যুক্তি কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। অপরাধী হল—'

'—মিঃ জন টার্নার।' এই বলে আমাদের খাবার-ঘরের দরজা খুলে হোটেলের ভৃত্য আগন্তুককে সঙ্গে করে নিয়ে এল।

যিনি ঘরে ঢুকলেন মনে রাখবার মতই চেহারা তাঁর। ধীর গতি, খুঁড়িয়ে চলা, নুয়ে-পড়া ঘাড়—সবকিছুতেই লক্ষণ। কিন্তু তাঁর শক্ত পাথরের মত দেহ আর হাত-পা দেখলে মনে হয় একসময় তিনি প্রভূত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর জট পাকানো দাড়ি, ছাই-রঙের চুল আর ঝুলে-পড়া ভ্রূযুগল চেহারার মধ্যে এনে দিয়েছে মর্যাদা ও ক্ষমতার ছাপ। অথচ তাঁর মুখখানা বিষণ্ণ, ঠোঁট ও নাসারন্ধ্রে নীলের ছোপ। দেখেই বুঝতে পারলাম, কোন পুরাতন মারাত্মক রোগের কবলে পড়ে এই অবস্থা হয়েছে।

হোমস সাদরে বলল, 'দয়া করে এই সোফায় বসুন। চিঠি পেয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আমার মালী চিঠি দিয়েছে, লেখা ছিল কেলেঙ্কারি এড়াতে হলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'হ্যাঁ। কারণ ভাবলাম যে আমি যদি হল-এ যাই তো হয়ত কথা উঠতে পারে।'

'তা, বলুন কেন দেখা করতে বলেছেন ?' কথাটা বলে যেভাবে হতাশা ও ক্লান্তির

দৃষ্টিতে আমার বন্ধুর দিকে তাকালেন, তাতে মনে হল যেন তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

কথার জবাব না দিয়ে, হোমস যেন তার দৃষ্টিরই জবাবে বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই। ম্যাকার্থির ঘটনাটা আমি সব কিছু জানি।'

বৃদ্ধ লোকটি দুই হাতে মুখ ঢেকে বললেন, 'ঈশ্বর যেন আমার সহায় হোন। কিন্তু যুবকটির কোন ক্ষতি হতে আমি দিতাম না। দায়রা বিচারে মামলা তার বিরুদ্ধে গেলে সব কথা ই আমি খুলে বলতাম।

'আপনার এ কথায় খুশি হলাম।' গম্ভীরভাবে হোমস্ বলল।

'এবং ইতিমধ্যেই তা করতাম। করিনি কেবল আদরের মেয়েটির কথা ভেবে। আমার গ্রেপ্তার হওয়ার খবর শুনলে তার বুক ভেঙে যাবে।'

'অবশ্য ততদূর পর্যন্ত ব্যারারটা নাও গড়াতে পারে।'

'কী!'

'আমি সরকারী গোয়েন্দা নই। শুনেছি, আপনার কন্যাই আমাকে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল। কাজেই তার স্বার্থেই আমি এ কাজ করছি। যেমন করেই হোক ছোট ম্যাকার্থিকে বাঁচাতেই হবে।'

মিঃ টার্নার বললেন, 'আমার মৃত্যু আসন্ন। বহু বছর ধরে আমি বহুমূত্রে ভুগেছি, ডাক্তার বলে, আর মাসখানেকও বাঁচব না। তাহলেও জেলে না মরে নিজের বাড়িতে মরাই ভাল।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে হোমস কাগজ ও কলম নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। বলল, 'যা সত্য আমাদের খুলে বলুন। সব আমি লিখে নিচ্ছি। আপনি তাতে সই করুন, ওয়াটসনই সাক্ষী থাকুক। ছোট ম্যাকার্থিকে বাঁচাতে যদি দরকার হয় তবেই আপনার স্বীকারোক্তি আমি জমা দেব। আপনাকে কথা দিচ্ছি, খুব দরকার না হলে এটা ব্যবহার করব না।'

'বেশ ভাল কথা। আমি মোকদ্দমা পর্যন্ত বাঁচব কি না সন্দেহ। আর এতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার খুব ইচ্ছে, কথাটা অ্যালিসের কানে তুলে তার মনে দুঃখ দিতে চাই না। ব্যাপারটা এবার খুলে বলছি। এর প্রস্তুতির জন্যে যতই সময় লেগে থাকুক না কেন বলতে সময় লাগবে না খুব বেশি।'

'মৃত ম্যাকার্থিকে আপনারা চেনেন না। সে একটা শয়তানের-শয়তান। কুড়ি বছর ধরে সে আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। আমার জীবনটাই সে বরবাত করে দিয়েছে। কেমন করে আমি তার হাতের মুঠোয় পড়লাম সেই কথাটাই বলছি।

'তখন ষাট দশকের প্রথম দিক। আমার তখন বয়স খুব অল্প। শরীর রক্ত টগবগ করে ফুটছে, বেপোরোয়া; যে কোন কাজ হলেই হল। অসৎ সঙ্গে মিশতে শুরু করলাম, মদ ধরলাম। ঝোপে জঙ্গলে গুণ্ডামি করলাম—এক কথায়, ডাকাতি। আমরা ছিলাম ছ-জন। বেপোরোয়া বন্য জীবন যাপন করতাম। কখনো কোন স্টেশন কখনো বা রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে লুট করেছি। ব্যালারাটের শয়তান জ্যাক—এই নামেই সবাই আমায় ডাকত, আমাদের দল কলোনিলে আজও ব্যালারাটের দল হিসেবে বিখ্যাত।

'একদিন একটা সোনার চালান যাচ্ছিল, বাল্লারাট থেকে মেলবোর্ন গাড়িতে করে আমরা ও'ৎ পেতেই ছিলাম, আক্রমণ করলাম। পাহারা ছিল ছ'জন অশ্বারোহী সৈনিক। আমরাও দলে ছ'জন। বেশ সমানে সমানে। কিন্তু প্রথম আক্রমণেই ওদের চারটেকে শেষ করে দিলাম। অবশ্য মাল হাতিয়ে নেবার আগেই আমাদেরও তিনটে খতম হল। গাড়ির চালকের মাথায় ঠেকালাম আমার পিস্তল। সে চালক হল এই ম্যাকার্থি। এখন ভাবি, সেদিন যদি শেষ করে দিতাম! আমি দেখলাম, তার কুৎকুতে শয়তানী চোখদুটো আমার মুখের উপর নিবন্ধ, যেন আমার সবকিছু সে মনের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছে, তবু কি জানি কেন, তাকে সেদিন ছেড়ে দিলাম। সব সোনা নিয়ে পালালাম, বড়লোক হলাম, ইংলণ্ডে পালিয়ে এলাম। সেখানে দলের সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।' স্থির করলাম, একটি শান্ত জীবন যাপন করব। এই সম্পত্তিটা নিলামে কিনে নিলাম। ভাবলাম যে অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে যতটুকু পারি মানুষের কল্যান করতে চেষ্টা করব, বিবাহ করলাম। অল্প বয়সেই স্ত্রী মারা গেল! কিন্তু সে দিয়ে গেল এলিসকে। শিশুকাল থেকেই তার মুখ আমাকে সত্যের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। এক কথায়, আমি নতুন জীবনে প্রবেশ করলাম। সাধ্যমত অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চললাম। সবই ভালয় ভালয় চলছিল, এমন সময় একদিন আমাকে চেপে ধরল ম্যাকার্থি।

'ব্যবসার-সূত্রে একটা কাজে শহরে গেছি, সেখানে রিজেণ্ট স্ট্রীটে আমার তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল—তার গায়ে একটা কোট পায়ে একটা বুট—তাও ছিল কি না সন্দেহ।

'আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'জ্যাক, তোমার কাছে আপনার লোকের মতই থাকব। আমি আর আমার ছেলে, আমাদের তুমি সহজেই আশ্রয় দিলে খুশী হব। আর রাজি যদি না হও, জান তো, এ দেশ ভীষণ আইন মেনে চলে, ডাকলেই কোন-নানা-কোন পুলিশ এসে যাবে।'

সোজা আমার বাড়ীতে এসে উঠল, ঘাড় থেকে নামাবার উপায় নেই। আমার সবচাইতে ভাল জমিটায় বিনা ভাড়ায় বাস করতে দিলাম। আমার শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, কোন মতেই তাকে ভুলতেও পারি না। যেখানেই যাই দেখি তার ধূর্ত বিকৃত মুখ যেন আমার পাশে। এলিস বড় হয়ে উঠতে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল আমি পুলিশ অপেক্ষাও বেশী ভয় করি আমার মেয়েকে,—পাছে সে আমার অতীতটা যদি জানতে পারে। তখন ম্যাকার্থি সে যা চায় তাই তাকে দিতে বাধ্য হই। জমি, টাকা, বাড়ি যা সে চাইল বিনা প্রশ্নে সব তাকে দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন জিনিস সে চেয়ে বসল যা আমি তাকে দিতে পারি নি। সে এলিসকে চেয়ে বসল।

'ওর ছেলে ইতিমধ্যে বড় হয়ে উঠেছে, আর আমার মেয়েও,—আর আমার দুর্বল শরীরের কথাও সে ভালভাবেই জানত। তাই এই মতলবটা তার মাথায় এল,—কারণ তাহলেই আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার তার ছেলে পাবে। কিন্তু এবার আমি ওর কথায় একটুও নরম হলাম না। ওর কলুষিত রক্ত আমার রক্তের সঙ্গে কিছুতেই মিশতে না পারে তাই ঠিক করলাম। ছেলেটির উপর যে কোন খারাপ মনোভাব ছিল তাও নয়, কিন্তু ওরই তো রক্ত তার দেহে, আপত্তি শুধু সেইজন্য। আমি কিছুতেই

রাজি হলাম না। ম্যাকার্থি খুব ভয় দেখাল; আমি এ কথায় অগ্রাহ্য করলাম,—বললাম, যা খুশি সে করতে পারে। ঠিক হল এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে একদিন আমরা এক জায়গায় মিলিত হব।

'সেখানে পেঁছে দেখি, সে তার ছেলের সঙ্গে কথা কইছে। সুতরাং আমি সিগারেট ধরিয়ে একটা গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কতক্ষণে সে একা হবে। কিন্তু তার আজে বাজে কথাবার্তা শুনে আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে তার ছেলেকে বারবার ধমকাতে লাগল আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। শুনে মনে হল যেন এ বিয়েতে মেয়ের মতামতের কোন দামই নেই, যেন সে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা একটা নোংরা মেয়ে। আমি স্বয়ং এবং আমার প্রিয় বস্তু সব এই লোকটার খপ্পরে চলে যাবে ভাবতেই আমি যেন পাগল হয়ে উঠলাম। কি করে মুক্ত হওয়া যায়? আমি তো মরণোন্মুখ, বেপোরোয়া। যদিও আমার মন ভাল এবং শক্ত, তবু আমি জানতাম আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু স্মৃতি আমার স্নেহের মেয়ে। কোনক্রমে ওই শয়তানটাকে শেষ করতে পারলেই সব রক্ষা হয়। মিঃ হোমস, আমি তাই মনে করলাম। মহাপাপ আমি অনেক করেছি, কিন্তু তার জন্য সারা জীবনভোর প্রায়শ্চিত্তও তো করেছি। কিন্তু যে জালে আমি জড়িয়েছি সেই জালে আমার মেয়েও আবার জড়িয়ে পড়বে—এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। আমি তাকে আঘাত করলাম। একটা হিংস্র জন্তুকে মারলে যতটুকু অনুশোচনা হয় তার চাইতে বেশী কিছু আমার মনে হয় নি। তার চীৎকার শুনে ছেলে ছুটে এল। ততক্ষণে আমি জঙ্গলের আড়ালে চলে গেছি। কিন্তু পালাবার সময় যে আলখল্লাটা ফেলে গিয়েছিলাম সেটা আনবার জন্য আমাকে আবার সেখানে যেতে হয়েছিল। যা কিছু ঘটেছে এই তার সত্যি বিবরণ।'

হোমসের লেখা কাগজে বৃদ্ধ দস্তখত করলে পর হোমস্ বলল, 'তা, আমার কাজ তো আপনাকে বিচার করা নয়। তবে, এই প্রার্থনা করি, যেন প্রলোভনে পড়ে কখনো সংযম হারাতে না হয়।'

'আমারও তাই প্রার্থনা। আচ্ছা, এখন আপনি কী করবেন ঠিক করেছেন?'

'আপনার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে কিছুই কর না। আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন, দায়রা আদালতের চাইতেও বড় আদালতে শীঘ্রই আপনাকে সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। আপনার স্বীকারোক্তি আমি কাছে রাখলাম। ম্যাকার্থির যদি শাস্তি হয়, তবেই এটা ব্যবহার করতে তখন আমি বাধ্য হব। নইলে কোন মানুষের চোখ কোনদিন এটা লেখা দেখতে পাবে না। আর আপনার গোপন কথা? আপনি বাঁচুন আর মরুন, আমাদের কাছে এটা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে কেউ কোনদিন একথা জানতে পারবে না।'

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তখন বৃদ্ধ বললেন, 'তাহলে বিদায়! আমার মৃত্যুশয্যায় যে শান্তি আপনি আমার মনে এনে দিলেন সে কথার চিন্তায় মৃত্যুকালে আপনার শয্যাও অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ হবে।' এই বলে টলতে টলতে, কাঁপতে কাঁপতে বিশালদেহ ভদ্রলোক স্খলিত মন্থর পদক্ষেপে ঘর থেকে চলে গেলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস বলল, 'ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন। অসহায়

জীবের সঙ্গে নিয়তি এমন রসিকতা কেন করেন ? এই সব ঘটনার কথা যখনই শুনি তখনই বাক্সটারের কথাগুলি মনে করে আমি বলি : 'ঈশ্বরের কৃপায় ওই চলেছে শার্লক হোমস্।'

অনেকগুলো আপত্তিসূচক প্রমাণ উকিলের হাতে দিয়ে হোমস্ তার কর্মদক্ষতায় জেমস্ ম্যাকার্থিকে ফাঁসি থেকে মুক্ত করেন ; আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বৃদ্ধ টার্নার সাত মাস জীবিত ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি মৃত ; এবং ম্যাকার্থির আর টার্নারের মেয়ে নিশ্চয়ই এখন একসঙ্গে সুখে শান্তিতে বাস করছে। যে কালো ছায়ায় তাদের অতীত জীবন আচ্ছন্ন ছিল সে সম্বন্ধে কোন ধারনাই তা জানতে পারে নি।

পাঁচটি কমলালেবু বীচির ভয়ংকর কাহিনী

১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী বছরগুলিতে হোমসের যেসমস্ত কেসের রেকর্ড আমি লিখে রেখেছি, সেগুলির উপর যখন পড়তে বলি তখন এতসব বিস্ময়কর ও হৃদয়গ্রাহী বৈশিষ্ট্যের কথা মনে পড়ে যে, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব সেটা স্থির করা বড় মুস্কিল। অবশ্য এরমধ্যে কতকগুলি কাগজ মারফৎ ছাপা হয়েছে ; কিন্তু কিছু হয় নি তার কারণ আমার বন্ধুর কার্যাবলীর যেসব বিশেষ গুণকে প্রচার করার ঐসব কাগজের উদ্দেশ্য, ঐসব কেসে সেসব গুণকে সম্যক প্রকাশের কোন সুবিধা ছিল না। আবার এমন অনেক মামলা আছে যেগুলিতে তার বিশ্লেষণী দক্ষতা ব্যর্থ হয়েছে ; কাজেই বিবরণ হিসেবে সেগুলির শুরু আছে, কিন্তু শেষ করা নেই। অন্য কতকগুলির ক্ষেত্রে সমস্যার অর্ধেক সমাধানমাত্র আর তাও হয়েছে তার তীক্ষ্ন যুক্তির সাহায্যে নয়, আন্দাজ আর অনুমানের উপর। এই শেষের তালিকার মধ্যে এমন একটি কাহিনী আছে যেটি বিস্তারিত বিবরণের দিক থেকে, খুবই উল্লেখযোগ্য এবং পরিণতির দিক থেকেও চমৎকার, এইজন্য ওই বিবরণ প্রকাশ করলাম। অবশ্য আমি জানি যে এই কেসের এমন কয়েকটি বিষয়বস্তু আছে যার পুরোপুরি সমাধান এখনও হয় নি এবং কোনদিন সম্ভবও হবে না।

১৮৮৭ সালে কম-বেশি-কৌতূহলোদ্দীপক অনেক মামলা এসেছিল আমাদের হাতে ; আমার কাছে সে গুলির প্রতিবেদন আছে। এক বছর মামলার তালিকায় স্থান পেয়েছে —প্যারাডল চেম্বারের অ্যাডভেঞ্চার ; সৌখীন ভিক্ষাজীবী রহস্য—যারা এক আসবাব-পত্রের গুদামের মাটির তলার ঘরে তাদের আরামদায়ক ক্লাব বসিয়েছিল ; ব্রিটিশ জাহাজ 'সফি অ্যান্ডারসনে'র নিরুদ্দেশ ; উফা দ্বীপে গ্রাইস প্যাটারসনদের অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার ; আর সর্বশেষে রয়েছে ক্যাম্বারওয়েল বিষ রহস্য। শেষ মামলায় হোমস মৃত ব্যক্তির ঘড়িতে দম দিয়ে এটা প্রমাণ করেছিল যে মাত্র দু-ঘণ্টা আগে ঘড়িটায় দম দিয়েছিল আর মৃত ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই ওই সময়ের আগে ঘুমোতে গিয়েছিল—রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে যে যুক্তি-প্রয়োগ ছিল সবচেয়ে কঠিন। পরে একদিন হয়ত এই রহস্যগুলিরও

পূর্ণ বিবরণ দেব, কিন্তু এখন আমি যে কাহিনীটি বলতে চাচ্ছি তার জটিল ঘটনা-পরম্পরায় যে রহস্য ও অসাধারণত্ব আছে, তার সঙ্গে কোনটারই তুলনা করা যাবে না।

সেপ্টেম্বরের শেষদিক। অস্বাভাবিক বেগে শুরু হয়েছে ঝড় বৃষ্টি। সারাদিন বাতাসের গোঙানি, বৃষ্টির ছাট জানালায় পড়ছে। মানুষের তৈরী বিরাট লণ্ডন শহরের ভিতর থেকেও আমাদের মন যেন সেই মুহূর্তে রুটিন বাঁধা জীবন থেকে বহু দূরে চলে গেছে। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর নামে সভ্যতার ভিতর দিয়ে মানবজাতির প্রতি হুঙ্কার করে চলেছে, এ সময় তার উপস্থিতিকে মেনে নেওয়াই উচিৎ। সন্ধ্যার দিকে ঝড় আরও প্রবল আকার ধারণ করল বাতাসে আর্তনাদ চিমনিতে আটকে পড়া বাচ্চার মত। অগ্নিকুণ্ডের এক পাশে বসা হোমস মনযোগের সহিত অপরাধের তালিকা তৈরী করছিল; অপর দিকে বসে আমি ডুবে গেছি ক্লার্ক রাসেলের আশ্চর্য এক সমুদ্রের গল্পে। ক্রমে একসময় বাইরে ঝড়ের গর্জন বইয়ের সঙ্গে মিলেমিশে যেন এক হয়ে গেল—বাতাসের ঝাপ্টা সমুদ্র-গর্জনের মত শোনা যেতে লাগল। আমার স্ত্রী গেছে তার কাকীমার বাড়ি বেড়াতে সেজন্য আমিও বেকার স্ট্রীটে আমাদের পুরনো বাসার বাসিন্দা হয়েছি কয়েক দিনের জন্য।

'ঘণ্টার শব্দ না?' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললুম আমি,—'নিশ্চয় তাই। এই ঝড়ের রাতে কে এল? তোমার কোন বন্ধু হবে মনে হয়।'

'এ জগতে তুমি ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই', হোমস বলল, 'অতিথি অভ্যাগত আমি পছন্দ করি না একেবারেই।

'তাহলে কোন মক্কেল নিশ্চয়ই হবে?'

'তা যদি হয় তাহলে মামলাটা নিশ্চয়ই ভীষণ জরুরী। খুব একটা গুরুতর কিছু না হলে এরকম দিনে এরকম সময়ে রাস্তায় কে বেরোবে? তবে, আমার মনে হয় এ নিশ্চয়ই আমাদের গৃহকর্ত্রীর কোন প্রাণের বন্ধু হতে পারে।'

হোমসের আন্দাজ সম্পূর্ণ ভুল। বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল, তারপরই দরজায় টোকা। হোমস তার লম্বা হাত বাড়িয়ে বাতিটা নিজের কাছ থেকে সরিয়ে, যে ফাঁকা চেয়ারটায় আগন্তুক বসবেন তার পাশে রেখে দিল। তারপর বললেন, 'আসুন বসুন।'

ঘরে ঢুকল একটি যুবক; বড় জোর বাইশ বছর বয়স। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজগোজ, আচার-ব্যবহার রুচিসম্মত। চকচকে বর্ষাতি থেকে জল ঝরছে, কী দুর্যোগের ভিতর দিয়ে যে সে এসেছে তা কল্পনা করা যায় না। বাতির উজ্জ্বল আলোয় সে হোমসকে তাকিয়ে দেখছে। আমি দেখলাম তার মুখ বিবর্ণ, চোখ দুটো বেশ ভারী, যেন একটা দুশ্চিন্তা তাকে চেপে ধরেছে।

'আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি', সোনার প্যাশ-নে-টা চোখে লাগিয়ে যুবকটি বলল, 'দয়া করে অনধিকার প্রবেশ করেছি বলে মনে করবেন না। আপনার ঘরের আরামের মধ্যে ঝড়-জলের সামান্য নিদর্শন নিয়ে ঢুকে পড়েছি।'

হোমস বলল, 'কোট আর বর্ষাতি দিন; হুকে ঝুলিয়ে দিলে শুকিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে, আপনি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসছেন।'

'হ্যাঁ, হরশাম থেকে।'

'আপনার জুতোয় যে কাদা আর চক লেগে আছে সেটা বেশ স্পষ্ট।'

'আপনার পরামর্শের জন্য এসেছি এই দুর্যোগেও এসেছি।'

'সেটা নিশ্চয় পাবেন।'

'আর সাহায্য ?'

'সেটা সব সময় পাওয়া যায় না।'

'মিঃ হোমস, আপনার কথা অনেক আমি শুনেছি। মেজর প্রেণ্ডারগাস্ট আমাকে বলছেন, 'ট্যাংকারভিল ক্লাব কেলেংকারি' থেকে কিভাবে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন।'

'ওঃ সেই ব্যাপার। হ্যাঁ তা ঠিক। তিনি তাস খেলায় জুয়োচুরি করেন বলে তাঁর নামে মিথ্যে অভিযোগ করা হয়ে ছিল।'

'তিনিই আমাকে বললেন—যে আপনি নাকি সব কিছুর মীমাংসা করে দিতে পারবেন।'

'একটু বাড়িয়ে বলেছেন তিনি।'

'আরো বলেছেন যে আপনি নাকি কখনো পরাস্ত হন না।

'চার বার পরাস্ত হয়েছি—তিনবার পুরুষের কাছে আর একবার এক নারীর কাছে।'

'আপনার সাফল্যের পরিমাণে তা সামাণ্যই ?'

'এটা সত্যি যে আমি সাধারণত প্রায় সফল হয়ে থাকি।'

'তাহলে আমার বেলাতেও হবেন নিশ্চয়ই এটা বলতে পারি।'

'দয়া করে চেয়ারটা চুল্লির ধারে নিয়ে বসুন। তারপর আপনার বিষয়টার খুঁটিনাটি বলুন শুনি।'

'ব্যাপারটা মোটেই একেবারে সাধারণ নয়।' অদ্ভুত ধরণের।

'আমার কাছে যেসব কেস আসে তার কোনটাই সাধারণ নয়। আমিই শেষ আপিল আদালত।' অসাধারণ কেসই আমার হাতে আসে।

'তথাপি স্যার, আমার নিজের পরিবারে যা ঘটেছে তার চাইতেও রহস্যময় ও দুর্বোধ্য ঘটনার কথা আপনি এর আগে কখনও শুনেছেন কিনা সে কথা বলতে পারব না।'

'আমার কৌতূহল বাড়ছে', বলল হোমস,—'আপনি দয়া করে একেবারে গোড়া থেকে সব কথা খুলে বলুন—আর যে খুঁটিনাটি আমার কাছে প্রয়োজন বলে মনে হবে, সেগুলো পরে প্রশ্ন করে জেনে নেব।'

যুবকটি তার চেয়ার টেনে নিয়ে ভিজে পা আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার ঠাকুর্দার দুই সন্তান—জেঠা ইলিয়াস এবং আমার বাবা যোসেফ। কোভেণ্ট্রিতে বাবার একটা কারখানা ছিল। বাইসাইকেল আবিষ্কারের পরে তিনি সেটাকে বেশ বাড়িয়ে ফেলেন। "ওপেনশ" টায়ারের পেটেণ্টটিও তাঁরই। কালক্রমে তাঁর ব্যবসা খুব জাঁকিয়ে ওঠে। তিনি সেটা বেচে দিয়ে মোটা টাকা তুলে নিয়ে ব্যবসা থেকে পাততাড়ি তুলে নেন।'

'জেঠা ইলিয়াস কম বয়সেই চলে গিয়েছিলেন আমেরিকায়—ফ্লোরিডায় বাস করছিলেন। শোনা যায় ভালই আয় ছিল তাঁর। যুদ্ধের সময় তিনি জ্যাকসনের বাহিনীতে যোগ

দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, পরে হুডের অধীনে যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত কর্নেল হয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধ শেষ হলে জুইলিয়াস ফ্লোরিডার আবাসে ফিরে যান ; তিন-চার বছর ওখানেই বাস করেন। ১৮৬৯, কি ৭০ সালে তিনি য়ুরোপে ফিরে এলেন, হর্সহ্যামের কাছে সাসেক্সে কিছু জমি জায়গা খরিদ করেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন আমেরিকায় ; তা সত্ত্বেও তিনি ওখান থেকে চলে এলেন ; তার একমাত্র কারণ নাকি নিগ্রোদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ—রিপাবলিক্যান দল নাকি নিগ্রোদের নির্বাচনের অধিকার দেবার নীতি নিয়েছিলেন তখন এই নীতি তাঁর খুব অপছন্দ ছিল। অদ্ভুত ধরনের মানুষ তিনি,—অত্যন্ত হিংস্র ও রাগী, রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, উপরন্তু ছিলেন অত্যন্ত অসামাজিক। এই যে এত দিন হর্সহ্যামে ছিলেন, তার মধ্যে কোনদিনও শহরে একবারও গেছেন কিনা সন্দেহ। একটা বাগান ছিল, আর ছিল বাড়ির চারপাশে ফাঁকা মাঠের মত। সেখানেই তাঁর যাবতীয় কাজ হত—এবং এমনও প্রায়ই হত যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে অথচ তিনি একবারও ঘর ছেড়ে বের হচ্ছেন না। প্রচুর পরিমাণে ব্র্যাণ্ডি খেতেন আর ধূমপানে ছিল তাঁর প্রবল আসক্তি। কোন লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন না। নিজের ভাইয়ের সঙ্গেও কখনও না।

'একমাত্র আমাকে তিনি স্নেহ করতেন। তিনি যখন প্রথম আমাকে দেখলেন তখন আমার বয়স বারো। সেটা ১৮৭৮ সালের কথা। তখন তিনি ইংলণ্ডে আট ন' বছর কাটিয়েছেন। আমার বাবাকে বললেন, আমি যেন তাঁর কাছে গিয়ে থাকি। তখন কিন্তু তিনি আমার প্রতি সদয় ছিলেন। যখন ভাল মেজাজে থাকতেন, আমার সঙ্গে দাবা পাশা খেলতেন। চাকর-বাকর এবং অন্যান্য কাজের লোকদের আমিই সব দেখাশুনা করতাম। ফলে ষোলো বছরে আমি তখন বাড়ির কর্তা। সব চাবি থাকত আমার কাছে। যেখানে খুশি যেতাম, যা খুশি করতাম। শুধু তাঁর গোপনীয় কোন জিনিষে হাত না দিলেই হল। তাঁর একটা ছোট ঘর ছিল,—আজেবাজে জিনিসে ভরা। ঘরটা সব সময় তালা দেওয়া থাকত। সেই ঘরে তিনি আমাকে বা অন্য কাউকে ঢুকতে দিতেন না। বালকের কৌতূহল নিয়ে চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি, ঘরে একগাদা পুরনো ট্রাংক আর কাগজের বাণ্ডিল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।'

'একদিন—১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ঘটনা সেটা—বিদেশী টিকিট আঁটা একটা চিঠি কর্নেলের খাবার টেবিলে পড়ে ছিল। চিঠিপত্তর তাঁর কাছে আসত না, কারণ নগদ টাকাতেই সমস্ত বিল তিনি মিটিয়ে দিতেন, আর তা ছাড়া বন্ধু বলেও তাঁর এমন কেউ ছিল না।—"ভারতবর্ষ থেকে চিঠিটা এসেছে!" চিঠিটা হাতে তুলে বললেন, "পণ্ডিচেরির ডাকঘরের ছাপ! কী হতে পারে এটা!" তাড়াতাড়ি খুলতেই ভিতর থেকে কমলালেবুর পাঁচটি শুকনো বিচি পট-পট করে তাঁর টেবিলের রেকাবির উপর পড়ল। বিচি দেখে আমি তো জোর হাসতে লাগলাম, কিন্তু তাঁর মুখচোখের চেহারা দেখে মুখের হাসি মুখেই শুকিয়ে গেল। ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, চোখদুটো যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে, গায়ের রঙ চুনের মত যেন সাদা ; কম্পমান হাতে ধরে-থাকা খামটার দিকে মুহ্যমানের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।—"K.K.K.!" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেন, "হা ভগবান! হা ভগবান! এবার আমার সব দুষ্কর্ম ধরা পড়ে যাবে।'

"কী ওটা, জেঠা ?" আমি বললাম।'

"মৃত্যু" বলেই তিনি চেয়ার থেকে উঠে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। খাম খানা তুলে নিয়ে দেখলাম ভিতরের ভাঁজে আঠার জায়গাটার ঠিক উপরে লাল কালিতে ইংরেজি K অক্ষরটা তিনবার লেখা। পাঁচটা শুকনো বীচি ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু ছিল না। তাঁর এই ভীষণ ভয়ের কারণ কি ? কিছু না খেয়ে টেবিল ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে দেখি, তিনি নীচে নেমে আসছেন। এক হাতে পুরনো মরচে ধরা একটা চাবি, মনে হয় চিলেকোঠার, আর এক হাতে একটা ছোট পিতলের বাক্স—অনেকটা ক্যাস-বাক্সের মত দেখতে।

"করুক ওরা যা খুশি, কিন্তু এবারও আমি টেক্কা দেব!" একটা শপথ উচ্চারণ করলেন জেঠা। বললেন, "মেরিকে বলে দাও আমার ঘরে আগুন জ্বালাতে, আর হর্সম্যানের উকিল ফোর্ডহ্যামের কাছে লোক পাঠিয়ে দাও এখুনি।"

'কথামত সব ব্যবস্থা করলাম। উকিল এলে আমাকে বললেন, উপরের ঘরে যেতে। ঘরে আগুন জ্বলছে। চুল্লীতে কাগজ-পোড়া কালো ছাইয়ের স্তূপ। পাশে পিতলের বাক্সটা খোলা। সেটা খালি। বাক্সটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম, বাক্সের ডালায় তিনটে K লেখা। সকালে যেমনটি পড়েছিলাম খামের উপরে।

"জন,"—জেঠা বললেন, "তুমি আমার উইলের সাক্ষী হবে। আমার সমস্ত সম্পত্তি যাবতীয় দায় দায়িত্ব সমেত আমি ভাইকে, অর্থাৎ তোমার বাবাকে দিয়ে যাচ্ছি। পরে যে এই সম্পত্তি তুমিই পাবে তাতে সন্দেহ নেই। যদি তুমি এই সম্পত্তি শান্তিতে ভোগ করতে পার তাহলে তো ভালই, আর যদি মনে হয় যে কিছুতেই অশান্তি এড়াতে পারছ না, তবে আমার পরামর্শ শোন—তোমার যে, পরম শত্রু তাকে দিয়ে দিয়ো। এ-রকম দু-মুখো জিনিস দিয়ে যেতে হবে বলে আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোন্‌দিকে মোড় নেবে তা আমি ঠিক বলতে পারছি না। মিঃ ফোর্ডহ্যাম যেখানে বলবেন তোমার নাম সেখানে সই করে দাও।"

'নির্দেশমত সই করলাম। উকিল কাগজটা নিয়ে চলে গেলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা আমাকে মুহ্যমান করে ফেলল। আমি নানাভাবে ভাবলাম। মনে মনে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়েও কোন হদিস করতে পারলাম না। অথচ এর ফলে যে ভয়ের ভাবটা মনের মধ্যে ঢুকে গেল সেটাকেও ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। অবশ্য যত দিন কাটতে লাগল, সে ভাবটাও খানিকটা কমে যেতে লাগল। আমাদের জীবনযাত্রা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। আমার জেঠার মধ্যে কিন্তু ভীষণ পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। মদের মাত্রা আগের চেয়ে আরো বেড়ে গেল। লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আরও কমে গেল। অধিকাংশ সময়ই ভিতর থেকে তালা দিয়ে নিজের ঘরেই শুয়ে বসে কাটাতেন। কখনও বেরিয়ে আসতেন পাগলের মত। ছুটে চলে যেতেন বাগানে। একটা রিভলবার হাতে নিয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতেন আর চীৎকার করে বলতেন,—কাউকে তিনি আর ভয় করেন না, মানুষই হোক আর রাক্ষসই হোক, কেউ তাকে মোষের মত খাঁচায় পুরে রেখে ভয় দেখাতে পারবে না। আবার সে ঘোর কেটে গেলেই উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিতেন। আমি দেখেছি, সে সময়

শীতের দিনেও তাঁর মুখ থেকে ঘাম ঝরছে, যেন এইমাত্র মুখ ধুয়ে এলেন।

এবার আর বেশী না বলে আমার কথা শেষ করি মিঃ হোমস্। একদিন রাত্রে মত্ত অবস্থায় তিনি হঠাৎ ঘর থেকে অমনিভাবে রেগে বেরিয়ে গেলেন—আর ফিরে এলেন না। খুঁজতে গিয়ে আমরা তাঁকে পেলাম,—বাগানের একপ্রান্তে একটা ডোবার মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন। কোন ধস্তাধস্তি বা আঘাতের কোথাও চিহ্ন নেই, আর জলও ছিল মাত্র দু ফুট গভীর, অদ্ভুত স্বভাবের কথা জানত বলে জুরি ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলেই রায় দিল। আমি নিজের মনকে বোঝালাম যে মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি অমনভাবে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা তখনকার মত চুকে গেল। বাবা সমস্ত সম্পত্তি পেলেন, আর টাকা পেলেন প্রায় চোদ্দ হাজার পাউণ্ড ব্যাঙ্কে জমা ছিল।'

'এক মিনিট।' হোমস্ বাধা দিল। 'আমি এখনই বুঝতে পারছি যে আপনার এই বিবরণের মত উল্লেখযোগ্য কিছু এর আগে আমি কখনো শুনিনি। আমাকে কেবল বলুন ওই চিঠিটা আপনার জ্যাঠা কবে পেয়েছিলেন, আর কবেই বা তাঁর ঐ আত্মহত্যা ঘটেছিল।'

'চিঠিটা এসে পেঁছিছিল ১৮৮৩ সালের ১০ই মার্চ। আর তাঁর মৃত্যু হয় তার সাত সপ্তাহ পরে, ২রা মে রাত্রে।' 'ধন্যবাদ। দয়া করে বাকিটুকু এবার শুরু করুন।'

'বাবা যখন হরশামের সম্পত্তির দখল নিলেন তখন আমার অনুরোধেই সেই তালা-বন্ধ চিলেকোঠাটাকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। পিতলের বাক্সটা ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল। যদিও তার মধ্যেকার সবকিছু নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ডালার ভিতর দিকে একটা কাগজের লেবেল লাগানো, তার উপরেও K. K. K. লেখা। তার নীচে লেখা 'চিঠিপত্র, মেমোরাণ্ডম, রসিদ ও একখানা রেজিস্টার।' মনে হয়, কর্নেল ওপেনশ এই সব দলিলই নষ্ট করে ফেলেছিলেন। আর বাকি যা পাওয়া গেল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলে কিছুই ছিল না। কিছু ছিল ইতস্তত ছড়ানো কাগজ আর নোটবুক যাতে জেঠার আমেরিকার জীবনযাত্রার কিছু কিছু কথা লেখা আছে। কিছু কাগজপত্র সব যুদ্ধের সময়কার। তাতে লেখা আছে তিনি ভালভাবেই তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন এবং সাহসী সৈনিক হিসাবে তাঁর সুনাম যথেষ্ট ছিল। অন্যগুলি দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠনের সময়কার, প্রধানত রাজনীতি নিয়ে সব লেখা।'

'তা, বাবা হর্সহ্যামে এসেছিলেন ১৮৮৪ সালের গোড়ার দিকে, আর '৮৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত একরকম ভালভাবে দিন কেটে গেল। নববর্ষের চারদিন পরে যখন সকালবেলায় খাবার টেবিলে বসেছি, হঠাৎ বাবা বিস্মিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন। তাকিয়ে দেখি বাবার হাতে সদ্য খোলা একটি খাম, আর অন্য হাতের তেলোয় পাঁচটা শুকনো কমলালেবুর বিচি। এত দিন আষাঢ়ে গল্প হিসেবে কর্নেলের ঘটনাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে আসছিলেন, কিন্তু এখন যখন তাঁর বেলাতেও হুবহু একই ঘটনা ঘটল, তখন তিনি খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন এবং খুব ভয় পেলেন।

'একি! এর মানে কি, জন?' একটু তোতলালেন তিনি।

'আমি বললাম, 'এটা K. K. K.'

খামের ভিতরটা দেখে তিনি ভয়ে বললেন, 'ঠিক তাই। এই অক্ষরগুলি ছাড়া তার

উপরে একটা কি যেন লেখা ?'

'তার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আমি পড়লাম। 'সূর্য ঘাড়ির উপর কাগজ-পত্রগুলি সব রেখে দিও।'

'কিসের কাগজ ? কোন সূর্য ঘড়ি ?' তিনি প্রশ্ন করলেন আমাকে।'

'সূর্যঘাড়ি তো বাগানে ছাড়া আর কোথাও নেই', আমি বললাম, 'কিন্তু কাগজগুলো নিশ্চয়ই, ঐ যে সব জেঠা পুড়িয়ে ফেলেছেন !'

মনে হল বহু কষ্টে সাহস এনে বাবা বললেন, এখানে আমরা সভ্য দেশে বাস করি, এ ধরনের তামাশা এদেশে চলবে না। কোত্থেকে আসছে এটা দেখত ?'

'ডান্ডি থেকে', ডাকঘরের ছাপের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

'যতসব বাজে ইয়াকি'' তিনি বললেন, 'সূর্য ঘাড়ি আর কাগজপত্র দিয়ে এসব আমরা কি করব। এসব বাজে কথা আমি কানেই তুলব না।'

'আমার তো মনে হয় পুলিশে এখনি জানানো উচিৎ', আমি বললাম।

'আর তাই নিয়ে হাসাহাসি হোক। না না সে হবে না।'

'তাহলে আমিই খবর দিই পুলিশকে।'

'না। আমি বারণ করছি। এই আজগুবি কথা নিয়ে হৈ চৈ হোক সেটা আমি চাই না।'

'তার সঙ্গে তর্ক করে কোন ফল হল না, কারণ, বাবা বড্ড একরোখা। কিন্তু অনেক অলক্ষুনে কথা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেন কোন সর্বনাশের পূর্ব সঙ্কেত।

'চিঠি আসার পর তৃতীয় দিন বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন তার বন্ধু মেজর ফ্রিবডির সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন পোর্টসডাউন হিলয়ের দুর্গের অধিনায়ক। তার যাওয়াতে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল বাড়ির বাইরে গেলেই তিনি বিপদকে এড়াতে পারবেন। সেই ধারণাটাই আমার মস্ত ভুল হয়েছিল। তার চলে যাবার পর দ্বিতীয় দিনে মেজরের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম। তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে তিনি আমাকে জানিয়েছেন। বাবা একটা গভীর চকের খাদে পড়ে গেছেন তার মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেছে। ছুটে গেলাম। কিন্তু বাবার জ্ঞান আর ফিরে এল না। তিনি মারা গেলেন। শুনলাম, সন্ধ্যার সময় তিনি ফেয়ারহাম থেকে ফিরছিলেন, পথ ঘাট তার জানা ছিল না, চকের খাদটাও ঘেরা ছিল না, কাজেই 'আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু' র রায় জুরীদের কোন অসুবিধা হল না। সেখানে সবকিছু ভাল করে পরীক্ষা করে আমিও হত্যার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না। আঘাতের কোন চিহ্ন নেই, পায়ের কোন ছাপ নেই, ডাকাতিও হয়নি। রাস্তায় কোন অপরিচিত লোকেরও উল্লেখ নেই। তথাপি আপনাকে না বললেও হয় তো বুঝতে পারছেন, আমার মন শান্ত হল না ; আমি প্রায় নিশ্চিত যে তাকে ঘিরে কোন ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।'

আমি অবশেষে সম্পত্তিটা পেলাম। আপনারা বলতে পারেন যে কেন আমি সব বেচে দিলাম না। এর উত্তরে আমি এ-কথাই বলব যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেহেতু এই আমাদের যাবতীয় বিপত্তির কারণ আমার জেঠার জীবনের কোন ঘটনার জন্য, বাড়ি বিক্রী করলেও তখন বিপদের সম্ভাবনা তেমনি থেকে যাবে।

১৮৮৫-র জানুয়ারিতে বাবা মারা গেলেন। তারপর দু'বছর আট মাস পার হয়ে গেছে। হরশামের বাড়িতে বেশ সুখেই দিন কাটছে। আমি ভাবতে লাগলাম, পরিবারের উপর থেকে অভিশাপের মেঘ হয়ত কেটে গেছে,—বাবা জেঠার উপর দিয়েই তার শেষ হয়েছে। কিন্তু হায়, গতকাল সকালে আবার চিঠি এসেছে, ঠিক যে ভাবে এসেছিল বাবার কাছে।

যুবকটি ওয়েস্টকোটের ভিতর থেকে একখানা খাম বের করল এবং টেবিলের দিকে ঘুরে খামখানা ঝেড়ে কমলালেবুর পাঁচটি শুঁটি শুকনো বীচি তার উপর ছড়িয়ে দিলেন।

বলল, 'এই দেখুন খাম। পোস্ট-মার্ক আছে লন্ডন—পশ্চিম বিভাগ। বাবার শেষ চিঠিতে যে লেখা ছিল এর ভিতরেও সেই একই 'K. K. K.' আর তারপর 'সূর্য-ঘড়ির উপর কাগজপত্রগুলি রেখে দিও।'

'আপনি কি করেছেন?' হোমস্ জিজ্ঞাসা করল।

'কিছু না।'

'কিছু না?'

'সত্যি বলতে',—রোগা সাদা হাতে মুখ ঢাকল সে, —কেমন যেন অসহায় বোধ করলাম আমি। নিজেকে একটা অসহায় বলে মনে হল—একটা সাপ যেন আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছে। আমি যে কোন অপ্রতিরোধ্য, অনমনীয় অশুভের মুঠোর মধ্যে পড়ে গেছি তার হাত থেকে কেউই আমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

'না, না!' শার্লক হোমস জোর চীৎকার করে বলল। আপনাকে সক্রিয় হতে হবে, নইলে হবেনই না। একমাত্র কর্মোদ্যম ছাড়া আর কেউ পৃথিবীতে বাঁচতে পারবে না। নৈরাশ্যের এ সময় নয়।

'পুলিশের সঙ্গে আমি দেখা করেছি।'

'ওঃ?'

'স্মিতমুখে তাঁরা আমার কথা শুনলেন। ইন্সপেক্টর যে চিঠিগুলোকে নিতান্তই মামুলি বা তামাসা বলে ভেবেছেন, এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমার বাবা জেঠার মৃত্যু সত্যি দুর্ঘটনা—এ বিষয়ে জুরিদের সঙ্গে হাকিমের এক মত, আর ভয়-দেখানো চিঠির সঙ্গে মৃত্যুর কোন সম্বন্ধই নেই—এই তাঁদের দৃঢ় ধারণা।'

মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়ে হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'অবিশ্বাস্য অকর্মন্যতা ছাড়া কিছু নয়।'

'তাঁরা অবশ্য আমার সঙ্গে একজন পুলিশ দিয়েছেন। সে আমার বাড়িতে থাকবে।

'আজ রাতে সে কি আপনার সঙ্গে এখানে এসেছে?'

'না। তার উপর আদেশ আছে বাড়িতে থাকবার।'

আবারও হোমস্ শূন্যে হাত ছুঁড়ে গর্জে উঠল—'কেন এসেছেন আপনি আমার কাছে? আর, এলেনই যদি, তাহলে তক্ষুনি এলেন না কেন?'

'আপনার কথা আগে আমি জানতাম না। আজকেই যখন মেজর প্রেনডেরোগাস্টকে আমার বিপদের কথা বললাম, তখনই উনি আমাকে আপনার কাছে আসার জন্যে বললেন।

'দুদিন হল আপনি চিঠি পেয়েছেন। আমাদের কাজ শুরু করা উচিত ছিল।

আচ্ছা আমাদের কাছে যা বললেন, এছাড়া আর কোন প্রমাণ কি নেই—আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোন সামান্য ইঙ্গিতপূর্ণ কিছু সূত্র।

'একটা সামান্য জিনিস আছে', জন ওপেনস বলল। কোটের পকেট হাতড়ে এক-টুকরো বিবর্ণ নীলচে কাগজ বের করে টেবিলের উপর মেলে ধরল। 'আমার মনে পড়েছে, জেঠা যেদিন কাগজগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সেদিন আমি দেখেছিলাম ছাইয়ের মধ্যে দগ্ধবিশিষ্ট কাগজের যে টুকরো টুকরো কোণগুলি ছিল, তাদের রঙ ছিল নীল। এই খাতাটা তাঁর ঘরের মেঝেয় পেয়েছিলুম আমি, মনে হয় এটাও অন্যান্য কাগজের সঙ্গে ছিল ; কেমন করে যেন ছিটকে এসেছেন তাই আর পুড়ে যায় নি। কমলালেবুর বিচির উল্লেখ ছাড়া আর কোন তথ্য এতে নেই যা থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। মনে হয় এটা কারো নিজস্ব লিপির কোন পাতা হবে। হাতের লেখা নিঃসন্দেহে আমার জেঠার।'

হোমস বাতিটা টেনে নিল। দুজনেই কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়লাম। একটা পাশ ছেঁড়া। দেখলেই বোঝা যায় কোন বই থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। উপরে লেখা 'মার্চ ১৮৬৯' আর নীচে কতকগুলো ধাঁধার মত কথা :

৪ঠা। হাডসন এসেছিল। কোন মত পাল্টায় নি।

৭ই। ম্যাকাউলি, প্যারামোর আর সেণ্ট আগাস্টিনের সোয়েনকে বিচি পাঠানো হল।

৯ই। ম্যাকাউলি পরিষ্কার।

১০ই। জন সোয়েন সাফ।

১২ই। প্যারামোরকে দেখতে গিয়েছিলুম, সব ঠিক আছে।

'ধন্যবাদ।' কাগজটা ভাঁজ করে অভ্যাগতটির হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল হোমস, 'কিছুতেই আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করবেন না! আপনি আমাকে যা শুনালেন তা আলোচনা করার মত সময়টুকু হাতে নেই। এক্ষুনি আপনাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে এবং কাজে লাগতে হবে।'

'কি কাজ করতে হবে আদেশ করুন?'

'একটিমাত্র কাজ। সেটা এখনই করবেন। যে পিতলের বাক্সের কথা আপনি বলেছেন তার মধ্যে এই কাগজখানা রেখে দেবেন। আর এক টুকরো কাগজে এই কথা-গুলো লিখে ওর মধ্যেই রাখবেন যে, আপনার জেঠা আর কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেলে-ছেন, শুধুমাত্র এইখানিই থেকে গেছে। এমনভাবে লিখবেন যাতে তাদের বিশ্বাস হয়। এই কাজ করে নির্দেশ মত বাক্সটাকে সূর্য-ঘড়ির উপর রেখে দেবেন?

'বেশ আপনার কথামতই করব।'

'এখন আর প্রতিশোধ বা ওই জাতীয় কোন কিছুর কথা মনে ভাববেন না। কিন্তু আমাদের তার আগে তো প্রস্তুতি নিতে হবে,। আসন্ন বিপদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতে হবে এটাই আমার প্রথম কাজ। রহস্যভেদ করা বা অপরাধীদের ধরার কথা পরে ভাবলেও চলবে।

যুবক উঠে দাঁড়াল। ওভারকোট হাতে নিয়ে বলল, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আমাকে এনে দিয়েছেন নতুন জীবন, নবীন আশা ; আপনার পরামর্শ মতই

এখন থেকে কাজ করব।'

'এক মুহূর্তও যেন আর নষ্ট না হয়। আর খুব সাবধানে বাড়ীতে থাকবেন কারণ আপনি যে অত্যন্ত বিপন্ন সেই কথা মনে রেখে সাবধান থাকবেন। বাড়ি ফিরবেন কেমন করে?'

'ওয়াটার্লু থেকে ট্রেন ধরে ফিরব।'

দেখছি এখনও ন'টা বাজে নি। রাস্তায় লোকজন আছে। মনে হয় আপনি নিরাপদে যেতে পারবেন তবু সতর্ক থাকবেন।'

'আমি সশস্ত্র।'

'তাহলে খুব ভাল। কাল থেকে আপনার কাজ শুরু করব।'

'তাহলে হরশামে আপনার সঙ্গে দেখা করব কি?'

'না। আপনার রহস্য রয়েছে লণ্ডনে। সেখানেই তাকে খুঁজে দেখব। 'তাহলে দু-এক দিনের মধ্যেই ওই বাক্সের খবর নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে যুবকটি চলে গেল। বাইরে তখনো ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে, হাওয়া আর ঝমঝমে বৃষ্টির ছাঁট জোরে এসে পড়ছে জানলায়। এই অদ্ভুত গল্পটা যেন প্রকৃতির পাগল ও অন্ধ শক্তির অবদান—যেন ঝড়ে উড়ে এল কোন সমুদ্রের শৈবালদাম—এখন যেন আবার হাওয়া শৈবাল-দামকে উড়িয়ে নিয়ে যেখানে ছিল সেখানে লুকিয়ে রাখবে।'

কিছুক্ষণ পর্যন্ত হোমস চুপ করে বসে রইল। তাঁর মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, চোখ রয়েছে আগুনের লাল আভার দিকে স্থির নিবদ্ধ। তারপর পাইপটা ধরিয়ে চেয়ারের হেলান দিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। নীল ধোঁয়ার রিং-গুলো সিলিং-এর দিকে উঠে যাচ্ছে।

অবশেষে বলল, 'ওয়াটসন, আমার মনে হয় এ পর্যন্ত আমাদের হাতে যত সব অদ্ভুত মামলা এসেছে এটার মত অদ্ভুত আর ভয়ানক তাদের কোনটাই হতে পারে না।'

'চার হাতের স্বাক্ষর' বাদ দিয়ে মনে হয়।

'হ্যাঁ, তা ঠিক, অবশ্য সেটা বাদ দিয়ে। কিন্তু তবু আমার মনে হয় এই জন ওপেন-শ যুবকটি শোলটোদের চাইতেও ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্য দিয়ে ফিরছে।'

'কিন্তু, 'এই ভয়ঙ্কর বিপদ কী হতে পারে সে সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ কি? কি সে বিপদ? কে এই K. K. K.? আর কেনই বা সে এই পরিবারের পিছনে পিছনে ছুটছে?'

দুই চক্ষু বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে রইল হোমস। চেয়ারের হাতায় কনুই রেখে দুই হাতের আঙুল স্পর্শ করে বলল, 'আমার মতে আদর্শ যুক্তিনিষ্ঠ তিনিই, যিনি একমাত্র তথ্যকে একবার মাত্র দেখেই, কেবল যে ঘটনার পারম্পর্যকেই ভেবে বার করতে পারেন তা নয়, সেই ঘটনা-শৃঙ্খলের পরিণতি কী তাও স্থির করতে পারেন। কার্ভিয়ে যেমন একটিমাত্র হাড় দেখে নির্ভুলভাবে জন্তুটার শরীরের বর্ণনা করতে পারেন, তেমনি সত্যিকার পর্যবেক্ষক ঘটনাবলীর সেই ধরে ফেলতেও পারেন, আগে পরে কী ঘটেছে বা ঘটবে তাও বলে দিতে পারেন। এখনও সেই পরিণতিটা আমি আঁচ করতে পারিনি, শুধু যুক্তি দ্বারাই যা পেয়েছি। তাকের মধ্যে যে মার্কিন বিশ্বকোষ আছে তার 'K'

খণ্ডটা নামিয়ে দাও আমায়। ধন্যবাদ। এবার পরিস্হিতিটা আলোচনা করে দেখা যাক তা থেকে কী অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত ধরে নেওয়া যাক যে, আমেরিকা ত্যাগ করার পিছনে কর্নেল ওপেন-শর নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ ছিল। তাঁর বয়সের মানুষ হঠাৎ সব অভ্যাস বা বাতিক বদলে ফেলে না, অথবা ফ্লোরিডার চমৎকার আবহাওয়া ছেড়ে ইংল্যাণ্ডের পাড়াগেঁয়ে নির্জনতায় স্বেচ্ছায় কেউ বাস করে না। ইংলণ্ডে এসে নির্জন তার প্রতি তাঁর এমনি অনুরাগ যে তা থেকে ভালভাবে বোঝা যায় তিনি নিশ্চয়ই কোন কিছুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে কোন ব্যক্তি কোন কিছুর ভয়েই তিনি আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কিসের এই আতঙ্ক আর কাকেই বা এত ভয়, তা এই চিঠিগুলো—তিনি আর তাঁর উত্তরাধিকারীরা যেগুলো পেলেন—এগুলো থেকেই ধরা যায়। চিঠিগুলোর ডাকঘরের ছাপ কোথাকার, তুমি খেয়াল করেছ?'

'প্রথম চিঠি এসেছিল পণ্ডিচেরি থেকে, দ্বিতীয়টি ডাণ্ডি থেকে, আর তৃতীয়টি পূর্ব লণ্ডন থেকে।'

'পূর্ব লণ্ডন থেকে চিঠিটা কি অনুমান করতে পারা যায়?'

'এগুলি সবই বন্দর। কাজেই লেখক কোন জাহাজের যাত্রী ছিলেন।'

বেশ 'চমৎকার। এর মধ্যেই দিব্যি একটা সূত্র পেয়ে গেছি আমরা। পত্রদাতা যে তখন কোন জাহাজে ছিল, এবার আরেকটা দিক বিবেচনা করে দেখা যাক। পণ্ডিচেরির বেলায় ভীতি-প্রদর্শন আর তার চরিতার্থতার মধ্যে সাত সপ্তাহ কেটে গেছে, অথচ ডাণ্ডির বেলায় মাত্র তিন দিন কি চার দিন। তা এ থেকে কি ইঙ্গিত আমরা পাই।

'ভ্রমণ-পথের অধিকতর দূরত্ব বলেই ধরে নিতে হবে।'

'কিন্তু চিঠিও তো অনেক দূর থেকেই এসেছে।'

'তাহলে বুঝতে পারছি না।'

'অন্তত একটা অনুমান করা যায়। লোকটি বা লোকগুলি যে-জাহাজে ছিল সেটা ছিল পালের জাহাজ। এটা অনুমান করতে পারি তারা সর্বদা তাদের বিশেষ উদ্দেশ্যের অভিমুখে রওনা হবার আগে তাদের ওই অদ্ভুত সাবধান বাণী বা সাঙ্ঘাতিক ইঙ্গিত পাঠাত। ডাণ্ডি থেকে যখন তাদের হুমকি এল সেবার কত তাড়াতাড়ি তারা কাজ হাসিল করল। যদি তারা পণ্ডিচেরি থেকে স্টীমারে আসত তাহলে নিশ্চয়ই চিঠির সঙ্গে-সঙ্গেই তারাও এসে এখানে পেঁছিত, কিন্তু সাত সপ্তাহ পরে এসেছে। সাত সপ্তাহের ব্যবধান নিশ্চয়ই পত্রবাহ ডাকের জাহাজ ও পত্রলেখককে বহনকারী পালের জাহাজের মাঝের ব্যবধান বোঝায় নিশ্চয়ই।'

'তা সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।'

'সম্ভবের চেয়েও বেশী। নতুন কেসটি মারাত্মক ধরণের জরুরি, সেইজন্য আমি তরুণ ওপেনশকে সতর্ক থাকতে বলে দিলাম। পত্র প্রেরকদের পক্ষে এই পথটা আসতে ঠিক যতটা সময় লাগে ঠিক তার পরমুহূর্তেই তারা আঘাত হানে। এবার চিঠি এসেছে লণ্ডন থেকে, কাজেই বিলম্ব ঘটার কোন কারণ নেই মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

'হায় ঈশ্বর!' আমি চীৎকার করে বললাম, 'এই হত্যাকাণ্ডের মানে কি।

'ওপেন-শ যে কাগজপত্র বহন করছিলেন, স্পষ্টই বোঝা যায়, ঐ পালের জাহাজের

যাত্রী বা যাত্রীদের কাছে তা ভীষণ জরুরি এটা যে একাধিক লোকের কাজ তা আমার মনে হয় স্পষ্টই। ময়না তদন্তের জুরিদের চোখে ধুলো দিয়ে কোন একজন লোকের পক্ষে দু-দুটো খুন করে যাওয়া সহজ কাজ নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই বেশ কয়েকজন লোক আছে, আর তারা নিশ্চয়ই গোঁয়ার, টাকাওলা ও বুদ্ধিমান। ওই জরুরী কাগজগুলো তারা ফিরে পেতে চায়, তা সে যার কাছেই তা থাকুক না কেন। তাতেই তো বোঝা যায় K. K. K. কোন লোকের নামের আদ্যক্ষর নয়, তা কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নাম।'

'কিন্তু কী সেই প্রতিষ্ঠান? কারা প্রতিষ্ঠা করেছে।'

'তুমি কি কখনও— সামনে ঝুঁকে গলা নামিয়ে শার্লক হোমস বলল, 'কু ক্লুক্স ক্লান'-এর নাম শোন নি?' হোমস তাঁর হাঁটুর উপরে রাখা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগল। 'এই যে পেয়েছি। কু ক্লুক্স ক্লান।' বন্দুকের ঘোড়া টানলে যেরূপ শব্দ হয় তার সঙ্গে মিল দেখেই নামটি রাখা হয়েছে। গৃহযুদ্ধের পরে দক্ষিণী দেশগুলির কিন্তু প্রাক্তন সৈনিক মিলে এই ভয়ংকর গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।' দেখতে দেখতে টেনিসে, লুইসিয়ানা, ক্যারোলিনা জর্জিয়া আর ফ্লোরিডায়—সমিতির শাখা-কার্যালয়ও গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, প্রধানত নিগ্রো ভোটারদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের খুন করা বা দেশ থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই এই সমিতির শক্তি নিয়োজিত হত। আক্রমণ করবার ঠিক আগে নির্দিষ্ট লোকের কাছে একটা অদ্ভুত উপায়ে সতর্ক-বাণী পাঠিয়ে দেওয়া হত। কখনও পাঠান হত ওক গাছের পল্লব, কখনও কাঁকুড়ের বা কমলালেবুর বীচি। সেটা পেয়ে নির্দিষ্ট সেই লোক হয় প্রকাশ্যে তার মত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করত, আর না হয় দেশ থেকে দূরদেশে কোথাও পালিয়ে যেত। কিন্তু যদি সে সাহস করে রুখে দাঁড়াত, তাহলে কোন বিস্ময়কর অদৃষ্টপূর্ব-পথে তার মৃত্যু হত। সমিতির সংগঠন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও এতই নিখুঁত যে তা বিরুদ্ধাচরণ করেও কোন লোক রেহাই পেতনা অথবাদুষ্কৃতকারীরা কোথাও ধরা পড়েছে শোনা যায় নি। স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং দক্ষিণ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকদের সমবেত চেষ্টা চালিয়েও কয়েক বছর সমিতি খুবই বেড়ে গেল। ঘটনাক্রমে ১৮৬৯ সালে হঠাৎ সে আন্দোলনে সামান্য ভাটা পড়ল। অবশ্য এখানে সেখানে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে চলেছে।'

বিশ্বকোষটি নামিয়ে রেখে হোমস-বলল প্রতিষ্ঠানটির হঠাৎ ভেঙে পড়া আর দলের কাগজপত্র-সমেত আমেরিকা থেকে ওপেন-শর আকস্মিক পালিয়ে আসা তারিফ কেমন হুবহু মিলে যাচ্ছে। কাকতালীয় না হয়ে কার্যকারণ থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে তাঁর বংশের পিছনে অশুভ ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এই দিনলিপি এবং নথিপত্র প্রভৃতিতে যে দক্ষিণের বহু বড় বড় ব্যক্তিই জড়িয়ে আছে তা তো বুঝা যাচ্ছে। যতদিন না এইসব দলিল উদ্ধার হচ্ছে ততদিন যে কত লোকের সর্বনাশ হচ্ছে বোঝাই ভার।'

'যা ভেবেছি তা ঠিক। ছেঁড়া পাতায় 'A, B ও C-কে বীচিগুলি পাঠানো হয়েছে' —তার মানে, সমিতির সতর্কবাণী পাঠানো হয়েছে। তারপর একে একে লেখা আছে— A এবং B শেষ করা হয়েছে বা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে এবং C-র সঙ্গে দেখা হয়েছে।

তার মানে C-র জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। দেখ ডাক্তার, আমার মনে হয় এই অন্ধকার জায়গাটাতেই আমরা হয়তো কিছুটা আলো ফেলতে পাচ্ছি। আর আমার বিশ্বাস তরুণ ওপেনশ-এর একমাত্র কাজ আমি যা বলেছি তেমনি করা। আজ রাতে আর কিছু বলার নেই, করবারও কিছু নেই। কাজেই আমার বেহালাটা দাও। এস, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য এই আবহাওয়া এবং দুঃখজনক ক্রিয়াকলাপকে ভুলে থাকার চেষ্টা করি।'

সকালবেলায় আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছেঃ শহরের উপর তবু যেন পর্দা ঝুলে আছে, আর তারই মধ্যে একটু ঝলমল করছে আলো। নিচে নেমে দেখি হোমস্ এর মধ্যেই প্রাতঃরাশ শুরু করে দিয়েছেন।

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারিনি বলে ক্ষমা কোরো', হোমস্ বলল, 'তরুণ ওপেন-শর মামলাটার ব্যাপারে সারা দিনটাই অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কাটবে মনে হচ্ছে।'

'কী করবে তুমি? কী উপায় ভেবেছ?' আমি বললাম।

'প্রথম অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর সবকিছু নির্ভর করছে। হয়তো হরশাম যেতে হবে।'

'প্রথমেই সেখানে যাবে না?'

'না। শহর থেকেই কাজ শুরু করব। ঘণ্টাটা বাজাও, কফি দিয়ে যাবে।'

কফির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়ে একটি খবরের শিরোনামে চোখ পড়তেই বুকটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'হোমস্ হোমস্',—আমি চেঁচিয়ে বললাম,—'অত্যন্ত দেরি করে ফেলেছ তুমি!'

'অ্যাঁ—কাপটা নামিয়ে রাখল হোমস—'এটাই গতকাল আশঙ্কা করেছিলাম। কেমনভাবে ঘটল ব্যাপারটা?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল বটে, তবু আমি বুঝতে পারলাম যে ভিতরে ভিতরে সে খুব চিন্তিত।

'আমি শুধু ওপেনশ্ এর নাম আর 'ওয়াটারলু সেতুর নিকটে দুর্ঘটনা' এই শিরোনামটাই মাত্র দেখেছি। শোনঃ 'গত কাল রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে ওয়াটারলু সেতুর নিকটে কর্তব্যরত H ডিভিশনের পুলিপ কনেস্টবল সাহায্যের জন্য আর্তনাদ এবং জল ছিটকে ওঠার শব্দ পুনতে পায়। রাতটা ছিল ঝড়ো আর ভীষণ অন্ধকার। তাই পথচারীর সহায়তা সত্ত্বেও কাউকে উদ্ধার করা যায় নি। সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ সংকেত দেওয়া হয় এবং জল-পুলিশেরা মৃতদের উদ্ধার করে। মৃতের পকেটের লেখা থেকে জানা গেছে যুবকটির নাম জন ওপেনশ্ হরশামে বাড়ি। অনুমান করা হয়, সে হয়তো ওয়াটারলু স্টেশন থেকে শেষ ট্রেনটি ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। ফলে গাঢ় অন্ধকারে পথ ভুল করে হাঁটতে হাঁটতে নদীতে স্টীমবোট লাগাবার ছোট ঘাটটি পেরিয়ে জলের মধ্যে পড়ে যায়। শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি এবং যুবকটি একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় মারা গেছে বোঝা যাচ্ছে। অবশ্য নদী-তীরসংলগ্ন ঘাটটির এই করুণ অবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া উচিত।'

কয়েক মিনিট চুপ চাপ বসে রইলুম আমরা। হোমস্‌কে এর আগে এমন ভেঙে পড়তে আমি দেখি নি।

'আমার অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল ওয়াটসন!' অবশেষে বলল, 'এই অনুভূতিটা

যৎসামান্য সন্দেহ নেই। এখন এটা একটা ব্যক্তিগত ঘটনা হয়ে উঠল ; ঈশ্বর যদি আমার সহায় হয় তবে এই শয়তানদের আমি ধরবই। সে আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল, ওয়াটসন, আর আমি কিছু উপায় না করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলাম!' —চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল অদম্য এক উত্তেজনার বশে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। চিবুকে রক্তাভা জেগে উঠেছে ; নার্ভাসভাবে হাতদুটি মোচড়াচ্ছে বারবার আর মুঠো করছে।

একসময়ে সে চীৎকার করে বলল, 'ধূর্ত শয়তানের দল। কেমন করে তারা ওকে ঠকিয়ে সেখানে নিয়ে গেল ? নদীর তীর তো স্টেশনে যাবার পথে পড়ে না। এমন দুর্যোগের রাতেও সেতুটা তাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে বেশ ভাল। ওয়াটসন, দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত কার জিত হয়। আমি আসি।'

'পুলিশের কাছে যাবে নাকি ?'

'না, আমিই আমার নিজের পুলিশ।'

সারাদিন ডাক্তারি কাজে খুব ব্যস্ত ছিলাম। সন্ধ্যার পরেই বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম। হোমস তখনও বাড়ী ফেরে নি। প্রায় দশটার সময় সে এল। যেন ঝড়ো কাক বিবর্ণ শান্ত চেহারা। একটা পাঁউরুটি ছিঁড়ে গোগ্রাসে গিলে ঢকঢক করে জল খেয়ে একটু স্বস্তি পেল।

'তুমি দেখছি খুব ক্ষুধার্ত !' আমি বললুম।

'অনাহারে মরছি ! খাবার কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। সকালে ঐ প্রাতরাশের পর আর কিছুই পেটে পড়েনি।

'সূত্র পেয়েছ কিছু ?'

'হাতের মুঠোর মধ্যে তাদের পেয়ে গেছি। তরুণ ওপেনশ-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে একটুও দেরী হবে না। তাদের শয়তানী চালই আমি তাদের উপর শেষ চাল চাল। খুব ভাল ফন্দি বের করেছি শিকার ধরার জন্য।'

আলমারি থেকে একটা কমলালেবু বার করে ছিঁড়ে বিচি বার করে রাখল টেবিলে। তারপর পাঁচটি বিচি তুলে নিয়ে একটা খামের মধ্যে ভরল। ভিতরের ভাঁজে লিখল :— জে. কা-কে, শা. হো।—তারপর তার মুখ বন্ধ করে লিখল :—ক্যাপ্টেন জেমস্ কালহাউন, লোন স্টার জাহাজ স্যাভানা, জর্জিয়া।

মুখটিপে হাসতে হাসতে সে বলল, 'বন্দরে প্রথমে এসেই এ চিঠি পাবে। ওপেনশ-এর মত এই চিঠিই হবে তার একমাত্র মৃত্যুদূত।'

'ক্যাপ্টেন ক্যালউন কে ?'

'কুচক্রীদের সর্দার। অন্যদেরও সব মুঠোয় পুরব আমি, তবে তাকে ধরব সবার আগে।'

পকেট থেকে মস্ত একটা কাগজ বার করে দেখাল, 'তার সমস্তটাই নামে আর তারিখে বোঝাই।'

বলল, 'লয়েড-এর রেজিস্টার আর পুরনো সমস্ত কাগজপত্রের ফাইল ঘেঁটেছি সারাদিন। ১৮৮০-র জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে যত সব জাহাজ পণ্ডিচেরিতে নোঙর করেছিল তাদের প্রত্যেকটির গতিবিধি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। ঐ দুই মাসে

ছত্রিশখানা জাহাজ এখানে নোঙর করেছিল। তাদের মধ্যে 'লোনস্টার' নামে জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কারণ যদিও রিপোর্টে উল্লেখ ছিল যে জাহাজটা লণ্ডনের, কিন্তু তার নামটা যুক্তরাষ্ট্রের নামানুসারে 'লোনস্টার'।

'টেক্সাস বোধহয় ?'

'ঠিক করে বলতে পারব না কোন রাষ্ট্রে, তবে এটা ঠিক জানি যে 'লোনস্টার' নিশ্চয়ই আমেরিকার।'

তারপর খুঁজলাম ডাণ্ডির রেকর্ড। তা থেকে জানতে পারলাম 'লোনস্টার' জাহাজ ১৮৮৫-র জানুয়ারিতে সেখানে নোঙর করেছিল। আমি যা ভেবেছিলাম তাই হল। তারপর খোঁজ নিলাম, বর্তমানে কোন্ কোন্ জাহাজ লণ্ডন বন্দরে বর্তমান নোঙর করে আছে।'

'গত সপ্তাহে 'লোনস্টার পেঁৗছেছে এখানে। অ্যালবার্ট ডকে গেলাম তক্ষুনি, দেখি আজ ভোরেই জোয়ারের সময় ছেড়ে গেছে দেশে ফিরবে বলে, স্যাভানায়। গ্রেভসেণ্ড এ তারবার্তা পাঠালাম ; জানতে পেলাম যে কিছুক্ষণ আগে সে নাকি সে জায়গাটা পেরিয়ে গেছে, আর হাওয়া যেহেতু পূবমুখো, সেইজন্যে সে যে এতক্ষণে গুডউইনও পেরিয়ে গেছে তাতে আমার আর সন্দেহ নেই ; নিশ্চয়ই এখন সে আইল অব্ ওয়াইট-এর কাছাকাছি গিয়ে পেঁৗছেছে।'

'তারপর কি করবে এখন ?'

'এখন তাকে তো হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি। বিশেষ ভাবে জানতে পেরেছি সে আর তার দুজন সঙ্গী ঐ জাহাজে একমাত্র খাঁটি আমেরিকান যাত্রী। আর সকলেই ফিনল্যাণ্ড এবং জার্মানীর লোক। আরও জানতে পেরেছি, তারা তিনজনই কাল রাতে জাহাজ থেকে বাইরে গিয়েছিল। যে স্টিভেডোর জাহাজের মালখালাস করছিল তার কাছ থেকেই এইসব খবরটা পাই। তাদের জাহাজ স্যাভানায় পেঁৗছবার আগেই মেল-বোট এই চিঠি তাদের কাছে পেঁৗছে দেবে। আর একটা টেলিগ্রাম স্যাভানার পুলিশকে জানিয়ে দেবে যে, হত্যার অভিযোগে এই তিনজন ভদ্রলোককে গ্রেফতার করতে।

মানুষের শ্রেষ্ঠতম পরিকল্পনাতেও মস্ত এক গলদ থেকে যায়। জন ওপেন-শর হত্যাকারীরা কোনদিনই আর সেই কমলালেবুর বিচ পায় নি ; তারা জানতেই পারল না যে তাদেরই মত আরেকজন অত্যন্ত চতুর ও একরোখা ব্যক্তি তাদের পেছনে আঠার মত লেগেছে। নিরক্ষরেখার উপরকার ঝড় সেবার প্রবল আকার ধারণ করেছিল। এমন প্রচণ্ড ঝড় বাতাস কোনবার হয় নি। দীর্ঘদিন আমরা অপেক্ষা করে ছিলাম, এই বুঝি স্যাভানা থেকে 'লোনস্টার-এর কিছু খবর আসবে। কিন্তু সে খবর আর কোন-দিনই এসে পেঁৗছল না। অবশেষে একদিন জানতে পেলাম যে অতলান্তিক মহাসমুদ্রের কোন গভীরে একটা ভাঙাচোরা জাহাজের হালের কাঠামো ঢেউয়ের মধ্যে এলোমেলো ভাবে দুলছিল, আর তার গায়ে খোদাই করা ছিল এল. এস. ; 'লোন স্টারে'র কী হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে বোধহয় এর চেয়ে বেশি আর কোন খবর কোনদিনই আমরা অথবা অন্যে কেউও কোনদিন জানতে পারব না বলে আমার আশা।'

ছদ্মবেশী সাংবাদিকের রহস্য কাহিনী

সেণ্ট জর্জেস থিয়োলোজিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গত ইলিয়াস হুইট্‌নি ডি. ডি-র ভাই ইসা হুইট্‌নি ছিলেন ভীষণ আফিমখোর।' আমি জানি কলেজে পড়বার সময় একটা খেয়ালের বশেই এই অভ্যাসটা করে ফেলেছিল। ডি কুইন্সির স্বপ্ন ও অনুভূতির ফল লাভের আশায় তিনি তামাকের সঙ্গে আফিমের আরক মিশিয়ে পান করতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন, যে এই অভ্যাসটি করা যত সহজ, ছাড়াটা তত সহজ নয়। তারপর বহু বছর ধরে তিনি সে আফিমের কেনা গোলাম হয়ে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের করুণার পাত্র হয়ে জীবন কাটাতে লাগলেন। আমি তাকে এখন দেখি একটা চেয়ারে কুঁকড়ে বসে থাকেন, দেখলে মনে হয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভগ্নস্তূপ।

আমি বলছি ১৮৮৯ সালের জুনমাসের কথা। অনেকরাত হয়েছে,—হাই তুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শুতে যাবার কথা ভাবছি এমন সময় হঠাৎ সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। তন্দ্রা ভেঙে সজাগ হয়ে উঠে বসলাম। আমার স্ত্রী হাতের বোনা ফেলে হতাশ মুখে বলল 'নিশ্চয়ই রোগী এসেচে! কি মুসকিল এখনই তোমাকে হয়ত বেরোতে হবে!' সারাদিনের পরিশ্রমের কথা মনে পড়তে আমার মুখ দিয়ে শুধু একটা করুণ শব্দ বেরোল।

দরজা খোলার শব্দ, কিছু কথাবার্তা, তারপরই দ্রুত পদধ্বনি। দরজা খুলে। প্রবেশ করলেন এক ভদ্রমহিলা,—পরনে কালো পোশাক, মুখে কালো অবগুণ্ঠন।

'এত রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করতে এলাম বলে রাগ করবেন না', ভদ্রমহিলা এইটুকু বলেই হঠাৎ আত্মসংযম হারিয়ে ছুটে এসে আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিলেন—'ভীষণ বিপদ হয়েছে আমার, তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।'

তার মুখের অবগুণ্ঠন তুলে আমার স্ত্রী বলল, 'এ কি, এ যে কেট হুইট্‌নি! তুমি আমাকে একেবারে চমকে দিয়েছ কেট। যখন ঘরে ঢুকলে আমি তো বুঝতেই পারি নি।'

'আমি কী করব বুঝতে না পেরে সোজা তোমার কাছে চলে এলাম!' চিরদিনই তাই দেখে আসছি; শোকে দুঃখে পড়ে মানুষ আমার স্ত্রীর কাছে ছুটে আসে।

'এসে খুব ভাল করেছ। একটু মদ আর জল খাও, আরাম করে বসো, তারপর সব কথা বলো। নাকি, জেমস্‌কে শুতে পাঠিয়ে দেব?'

'না না, ডাক্তারবাবু না থাকলে বলা হবে না; কারণ ইসার নিশ্চয় কিছু হয়েছে। গত দু-দিনের মধ্যে সে বাড়ি ফেরেনি? আমার ভীষণ ভয় করছে!'

এই প্রথম নয়, স্বামীকে নিয়ে গোলমালের কথা আগেও বহুবার আমাদের বলেছে,—আমার কাছে ডাক্তার হিসাবে, আমার স্ত্রীর কাছে পুরনো বান্ধবী ও সহপাঠিনী। হিসাবে। ভাল কথায় সাধ্যমত অনেক সান্ত্বনা দিলাম। স্বামী কোথায় আছে তিনি জানে কি না? আমরা কি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারব?

জানা গেল, হ্যাঁ সে জানে। সে বলল যে ইদানীং শহরের পূর্ব প্রান্তে বার অব গোল্ড নামে এক নেশা-ঘরে যাতায়াত করছে। আগে সে কয়েকবার সেখানে গেছে কিন্তু বিকেলের দিকেই ফিরে এসেছে, কিন্তু এবার পুরো দু দিন দু রাত্ত হয়ে গেল

তার দেখা নেই। কেট বলল যে তার স্বামী এখন সেই বদ্ধ, বীভৎস ঘরটার মধ্যে ডকের কুলি-মজুরদের সঙ্গে নেশায় বুঁদ হয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছে। কেটের পক্ষে একলা ঐ বীভৎস জায়গা থেকে স্বামীকে উদ্ধার করা অসম্ভব। কি করে আনবে?

ও এই ব্যাপার। পথ একটিই আছে। আমি কেটকে সঙ্গে নিয়ে যাব না। তার যাবার প্রয়োজনই বা কি? ইসা হুইট্‌নির চিকিৎসক আমি। আমি একাই সব ব্যবস্থা করে আনতে পারব। কেটকে কথা দিলাম, তার দেওয়া ঠিকানায় যদি সত্যিই থাকে তাহলে দু'ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে দেব। কাজেই দশ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম, এবং একটা গাড়ি নিয়ে পূর্বমুখে ছুটে চললাম। যদিও একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে সে কাজটা কতদূর সম্ভব।

ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। সোয়ানড্যাম লেন লন্ডন ব্রিজের পুবে জেটিগুলোর পাশেই একটা সরু অন্ধকার গলি। একটা দর্জির দোকান আর একটা মদের দোকানের মাঝে নেশাখোরটাকে খুঁজে পাওয়া গেল। গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে সেই অন্ধকার প্রবেশপথ দিয়ে কোনরকমে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলাম। কিন্তু বিশ্রী সেই ঘরের আবহাওয়া! একটা লম্বা নীচু হল-ঘর, তার উপর আফিমের ধোঁয়াতে সারা ঘর অন্ধকার। আর সেই মৃদু আলোর মধ্য দিয়ে বহু লোকের অস্পষ্ট চেহারা দেখা যাচ্ছে। কেউ কাত হয়ে, কেউ চিত হয়ে, দুমড়ে, মুচড়ে নানারকম বিশ্রী ভঙ্গিতে জীব-দেহগুলি পড়ে আছে; তাদের ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি ছাতের দিকে স্থির-নিবদ্ধ,—দেখে তাদের মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না। এর মধ্যে মধ্যে মাঝে মাঝে কতকগুলো আলোর বিন্দু জ্বলছে। আফিম পুড়ছে,—মাঝে মাঝে অর্ধজড়িত স্বরে নানারকম বিচিত্র ভাষায় অর্থহীন কথা শোনা যাচ্ছে,—কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে আর কোনরকম প্রাণের চিহ্ন নেই। এই বীভৎস নেশাঘরের একধারে একটা পাত্রে কিছু কাঠ কয়লা জ্বলছে আর তার সামনে একটা টুলে একজন দীর্ঘ, শীর্ণ, বয়স্ক লোক হাঁটুর উপর হাত রেখে চুপ করে বসে আছে।

ঘরে ঢুকা মাত্রই একটা মালয়ী চাকর আমার জন্য একটা পাইপ আর খানিকটা আফিম নিয়ে ছুটে এসে একটা শূন্য আসন দেখিয়ে দিল।

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, আমি বসতে আসি নি। আমার রোগী মিঃ ইসা হুইট্‌নি এখানে আছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

এই সময়ে ডানদিকে একটা আওয়াজ শুনে ফিরে তাকাতেই ঐ আবছায়াতে হুইট্‌নিকে দেখতে পেলাম। পাংশু, বিবর্ণ চেহারা, রুক্ষ মলিন বেশ, আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

'একি, ডাঃ ওয়াটসন যে! রাত এখন কটা বলুন তো?'

'প্রায় এগারোটা,' আমি বললাম।

'আজ কী বার?'

'১৯শে জুন, শুক্রবার।'

'কী সাংঘাতিক! আমি তো জানি আজ বুধবার। হতেই হবে আজ বুধবার। কেন বাচ্চা পেয়ে ভয় দেখাচ্ছ বাবা? দুই হাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে উঠল।

'আমি বলছি আজ সত্যি শুক্রবার। তোমার স্ত্রী গত দু-দিন ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার লজ্জা থাকা উচিত।'

'ঠিক, ঠিক। কিন্তু ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে তুমি ভীষণ ভুল করেছ, কতক্ষণ আর আমি এখানে এসেছি, মাত্র কয়েক ঘণ্টা হয়েছে। কয়েকটা মাত্র পাইপ টেনেছি, মনে হয়—তিন কি চার,—নাঃ মনে নেই, সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বাড়ি যাব; কেট নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছে। ওয়াটসন, তুমি আমাকে ধরে তোল। তুমি গাড়ী নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ, চল, গাড়ি বাইরে আছে।'

'কিন্তু আমার কিছু দেনা হয়েছে। ওয়াটসন, বলতে পার কত দেনা। আমি তো সব ফুঁকে দিয়েছি।'

আমি সেই বীভৎস তীব্র গন্ধ ধূম্রকুণ্ডলীর মাঝখান দিয়ে দুই পাশে সারি সারি নেশাখোরের ভিড় কাটিয়ে ম্যানেজারের খোঁজে যাচ্ছিলাম। কাঠকয়লার আগুনের পাশে বসে থাকা সেই বৃদ্ধ লোকটির পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, হঠাৎ কে যেন আমার জামা টেনে ধরে নিচু গলায় ফিস-ফিস করে বলল,—

'আরো কিছুটা এগিয়ে যাও, তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ো।' কথাগুলো আমার কানে পরিষ্কার শোনা গেল। আমি ফিরে তাকাতেই সেই বৃদ্ধ লোকটির উপর নজর পড়ল। একমাত্র ওর পক্ষেই এভাবে কথাটা আমার বলা সম্ভব, কিন্তু দেখলাম সে আগের মতই যেন স্থির হয়ে বসে আছে। অতি বৃদ্ধ, শীর্ণ, জরাগ্রস্ত লোক, বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছে; একটা আফিমের পাইপ দুই হাঁটুর মধ্যে আটকে আছে, যেন অবশ হাত থেকে খসে পড়ে ঝুলছে। কিছু বুঝতে না পেরে আমি কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠে আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। অন্য সকলের দৃষ্টি আড়াল করবার জন্যে তাদের দিকে পেছন ফিরে দেখি, স্বয়ং বন্ধু শার্লক হোমস্ দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে তার সেই জরাগ্রস্ত ভাব কেটে গেছে! মুখের বলিরেখা সব মিলিয়ে গেছে,—চোখের সেই নিষ্প্রভতার জায়গায় আবার সেই সুপরিচিত দিপ্তী ফিরে এসেছে। আমার সচকিত ভাব দেখে সে আগুনের ধারে বসে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। খুব মৃদু সঙ্কেতে সে আমাকে কাছে এগিয়ে আসতে বলে অন্যদিকে মুখ ফেরাল, আর অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে আমি আবার দেখলাম যে ক্ষণেকের মধ্যেই তার মুখে পূর্বের সেই দীপ্তিহীন ভাব ফিরে এসেছে। চাপা গলায় বললাম, 'হোমস্, তুমি এখানে কী করতে এসেছ?'

সে জবাব দিল, 'যত আস্তে পার কথা বল, আমার শ্রবণশক্তি তুমি জান। ওই মাতাল বন্ধুটির কবল থেকে বেরিয়ে এস, তারপর সব বলছি।'

'বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'ঠিক আছে,—সেই গাড়িতেই ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। কোনও ভয় নেই,—ওর যেরকম বর্তমান অবস্থা দেখছি কিছুই হবেনা। আর গাড়োয়ানের হাতে তোমার স্ত্রীর কাছে খবর পাঠিয়ে দাও যে তুমি আমার সঙ্গে আজ থাকবে। তারপর বাইরে অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি।'

হোমসের অনুরোধ এত স্পষ্ট, যে আপত্তি করা খুবই শক্ত। তাছাড়া হুইটনিকে

গাড়িতে তুলে দিলেই আমার কর্তব্য শেষ। তারপরে বন্ধুবরের অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার চাইতে ভাল কাজ আর নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চিরকুট লিখে হুইটনির বিল শোধ করে তাকে গাড়িতে তুলে দিতে গাড়িটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই আফিমের ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটি থুরথুরে বুড়ো। আমি বুড়োর সঙ্গে পথে নেমে পড়লাম। কুঁজো পিঠ নিয়ে টলমল করে পা ফেলতে ফেলতে সে দুটো পথ পার হল। তারপর চারদিকটা দেখে নিয়ে শরীরটা সোজা করে দাঁড়াল এবং প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

'ওয়াটসন, তুমি আমার কোকেন ইনজেকসন এবং অন্যান্য দুর্বলতার সম্বন্ধে তোমার ডাক্তারি বিদ্যা ফলাতে—এতক্ষণে বোধহয় ভাবছ এসবের সঙ্গে আবার আফিমের নেশা যোগ হয়েছে।'

'না তা অবশ্য ভাবিনি,—কিন্তু তোমাকে এখানে দেখে যে অবাক হয়েছি তা ঠিক।'

'আমিও তোমাকে এই আড্ডায় দেখে কম অবাক হইনি।'

'আমি এসেছিলাম আমার ঐ বন্ধুর খোঁজে।'

'আর আমি এসেছিলাম আমার এক বিখ্যাত শত্রুর খোঁজে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন্ বিখ্যাত শত্রু?'

'হ্যাঁ, আমার একটি স্বাভাবিক শত্রু, নাকি স্বাভাবিক শিকার বলব। একটি উল্লেখযোগ্য তদন্তের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি। এবং আশা করছি এইসব মাতালদের আড্ডায় ঘুরতে ঘুরতেই একটা সূত্র পেয়ে যাব। এই আড্ডায় যদি কেউ আমাকে চিনতে পারত, তাহলে আমাকে খতম করে দিত। কারণ এর আগে কয়েকবার কার্যসিদ্ধির জন্য এখানে যাতায়াত করতে হয়েছে। এর পরিচালক শয়তান লাসকার আমাকে শেষ করে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে আছে। ঐ বাড়িটার পিছন দিকে পলস্ জাহাজ-ঘাটার কোণে একটা সুড়ঙ্গ চোরা-দরজা আছে। রাতে ওর ভিতর দিয়ে যেসব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে তার অনেক রহস্যই ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

'সে কি। খুনের কথা বলছ না তো?'

'ঠিক তাই, ওয়াটসন, ঠিক তাই। কত হতভাগ্য যে ওর মধ্যে ঢুকে প্রাণ হারিয়েছে যদি শোন তো অবাক হয়ে যাবে। লণ্ডন শহরে টেমসের তীরে ঐ বাড়িটির মত নৃশংস এবং জঘন্য গুম-ঘর আর একটিও নেই; আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে যে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারও ওর মধ্যে ঢুকে প্রাণ দিয়েছে; কিন্তু সে যাক, আমাদের গাড়িটার তো এখানে থাকার কথা।' এই বলে সে মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে একটা তীক্ষ্ন শীষ দিয়ে উঠল। কিছুদূর থেকে একই রকম শিসের আওয়াজে তার জবাব শোনা গেল; সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চাকার আওয়াজ ভেসে এল, হঠাৎ একটা বিরাট ঘোড়ার গাড়ির দু পাশে ঝোলানো দুটো লণ্ঠন থেকে দুটো আলোকরশ্মি ফেলে এসে দাঁড়ালো।

'যদি দরকার বোধ কর।'

'আঃ, বিশ্বাসী সহকর্মীর দরকার সব সময়। সেডার্স-এ আমার ঘরটি দুই শয্যাবিশিষ্ট।'

'সেডার্স?'

'সিডারস্ হচ্ছে মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের বাড়ি।' হোমস্ বলল—'তদন্ত চালাবার জন্যে

আমি এখন ওখানেই বাস করছি।'

'জায়গাটা কেণ্ট নদীর কাছে ; এখান থেকে প্রায় সাত মাইল।'

'কিন্তু আমি তো ঘটনাটা সম্বন্ধে কিছুই জানলাম না এখনও পর্যন্ত।

'শীঘ্রই সব জানতে পারবে। জন নেমে পড়। ঠিক আছে। তোমাকে এখন দরকার হবে না। এই নাও আধা ক্রাউন। কাল এগারোটায় আমাকে খুঁজে নিও। ঠিক আছে। চলি।'

ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল। আমরা জোর কদমে ছুটে চললাম। নির্জন রাস্তা পেরিয়ে একটা চওড়া রেলিং ঘেরা সেতু পার হলাম। নীচে নদীটা ধীরে বয়ে চলেছে। তারপরেই নির্জন ইঁট-পাথরের রাস্তা। চারদিক নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে পুলিশের পায়ের শব্দ। আকাশে ভেসে চলেছে পাতলা মেঘ, আর আকাশে ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে মিটমিট করে জ্বলছে দু'একটা তারা। হোমস গাড়ি চালাচ্ছে। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে আছে। নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে। রহস্যের বিবরণ জানবার কৌতূহল হচ্ছে, আবার তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিতেও ভয় হচ্ছে। কয়েক মাইল চলবার পর মফঃস্বলের কাছাকাছি যখন পেঁৗছেছি, তখন সে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে ঘাড়টাকে ঝাঁকুনি দিল। পাইপে আগুন দিয়ে, মনে মনে হেসে আত্মপ্রসাদ করছে বলে মনে হল।

'ওয়াটসন, তোমার চুপ করে বসে থাকার বাহাদুরী সহকারী হবার পক্ষে এটা একটা আদর্শ সদ্গুণ।' সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটা কথা বলার সঙ্গী প্রয়োজন, কেননা আমার বর্তমান চিন্তা ধারাটা খুব প্রীতিপদ নয়। আমার একমাত্র ভাবনা যে সেই ভালোমানুষ ভদ্রমহিলাটির যখন আমাদের সঙ্গে গেলে যখন দেখা হবে, তখন তাঁকে আমি কী বলে সান্ত্বনা বাণী শোনাব।

'আমি যে বর্তমান ঘটনার সম্বন্ধে কিছুই জানি না সেটা তুমি ভুলে যাচ্ছ মনে হচ্ছে।'

'লী-তে পেঁৗছবার আগেই তোমাকে সব কথা বলছি। ব্যাপারটা খুব সাদাসিদে, অথচ অগ্রসর হবার মত কোন কিছুই সূত্র পাচ্ছি না। সুতো আছে অনেক কিন্তু তার শেষটা কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি না। 'এবার তাহলে শুরু কর।'

'বেশ কিছুদিন আগে, ১৮৮৪ সালে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার নামে এক ভদ্রলোক লী-তে এসে বসবাস করেন। একটা বেশ বড় বাড়ি কিনে বাগান-টাগান সাজিয়ে এমন-ভাবে বাস করলেন যে মনে হল তিনি বেশ ধনবান।'

'ক্রমে আশেপাশে বহু লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। এমনকি ১৮৮৭ সালে তিনি স্থানীয় এক ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়ে করেন।

তাঁদের দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে। তিনি কোনও কাজকর্ম করতেন না, কিন্তু কয়েকটি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং রোজ সকালে লণ্ডনে যেতেন, নিয়মিত সন্ধ্যা পাঁচটা চৌদ্দর গাড়িতে বাড়ী ফিরতেন। সোজা কথায়, নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, বয়স সাঁইত্রিশ বছর, স্বভাব চরিত্র বেশ ভাল। যদিও বাজারে তাঁর সাড়ে অষ্টাশি পাউণ্ডের মত ধার করা আছে, কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যাণ্ড কাউণ্টিজ ব্যাঙ্কে তাঁর নামে দুশো কুড়ি পাউণ্ডও জমা আছে। সুতরাং অর্থচিন্তাও বর্তমানে তাঁর

ছিল না।

'গত সোমবার তিনি অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু আগেই শহরে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, দুটো গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের কাজ শেষ করতে হবে। আর ছোট ছেলের জন্য এক বাক্স ঘর তৈরী করার খেলনা নিয়ে আসবেন বলে গেছেন। এদিকে, ঘটনাক্রমে সেই সোমবারে তিনি রওনা হবার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর স্ত্রী টেলিগ্রাম পেলেন। তাতে লেখা যে মূল্যবান ছোট পার্শেলটি তিনি যা পাওয়ার জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিলেন সেটা এবারডীন শিপিং কোম্পানির অফিসে গিয়ে নিয়ে আসতে। ঐ কোম্পানির অফিস হচ্ছে ফ্রেস্‌নো স্ট্রীটে। যে আপনার সোয়াণ্ডাম লেনে আজ রাতে তুমি আমাকে দেখেছিলে সেই রাস্তা থেকেই বেরিয়েছে ফ্রেস্‌নো স্ট্রীট। লাঞ্চ সেরে মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার রওনা হলেন। কিছু কেনাকাটা করে কোম্পানির অফিসে গিয়ে প্যাকেটটি নিলেন। ফিরবার পথে ঠিক ৪'৩৫ মিনিটের সময় তিনি নোয়াণ্ডাম লেন ধরে হাঁটছিলেন।

'সেদিন বেশ গরম পড়েছিল, আর ঐ রাস্তাটা মিসেসের ভাল না লাগায় তিনি একটা গাড়ির জন্য এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটছিলেন। এমন সময়ে একটা আর্তনাদ শুনে চমকে তাকাতেই ওঁর চোখে পড়ল, একটা বাড়ির দোতলা থেকে তাঁর স্বামী যেন তাঁকে হাত নেড়ে ডাকছেন। খোলা জানালার ভিতর দিয়ে তাঁর উত্তেজিত ও সন্ত্রস্ত মুখভাব দেখে মিসেস অত্যন্ত ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন; কিন্তু একটা জিনিস এর মধ্যেও তাঁর নজর এড়াল না যে, তাঁর স্বামীর গায়ে কোট ইত্যাদি ঠিক থাকলেও টাই কিংবা কলার নেই।

'নিশ্চয় তার কোন খুব বিপদ হয়েছে এই মনে করে মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার দ্রুত পায়ে চললেন। বুঝতেই পারছ, যে আফিমের আড্ডায় তুমি আজ রাতে আমাকে দেখেছিলে এটা সেই আড্ডা বাড়ি। ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে তিনি দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়েছিল শয়তান পাজী লাসকার। তার কথা তোমাকে একটু আগেই বলেছি। একজন সহকারী দিয়ে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দিল। সন্দেহ ও শংকায় তখন তাঁর পাগলের মত অবস্থা। গলি দিয়ে ছুটে যেতে যেতে ভাগ্যক্রমে ফ্রেস্‌নো স্ট্রীটে একজন ইন্সপেক্টর ও দুজন কনস্টেবলকে পেয়ে গেলেন। তারা সবাই সেসময় বীটে যাচ্ছিল। দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে ইন্সপেক্টর মহিলার সঙ্গে তাড়াতাড়ি গেলেন এবং মালিকের বাধাসত্ত্বেও জোর করে সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যেখানে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে সর্ব শেষ দেখেছিলেন। তার কোন চিহ্নও দেখা গেলনা। তিনতলায় একটি বীভৎস চেহারার পঙ্গু লোক ছাড়া আর কাউকেই পাওয়া গেল না। সে এবং লাসকার দিব্যি গেলে বলল যে এ ঘরে কেউ ছিল না। এমন জোর গলায় অস্বীকার করল যে ইন্সপেক্টর ইতস্তত করতে লাগল। তিনি বিশ্বাস করলেন যে মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারের দেখতে ভুল হয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ মহিলাটি চীৎকার করে টেবিলের উপর পড়ে থাকা একটা ছোট কাঠের বাক্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাক্সের ডালাটা খুলতেই অনেকগুলো ছেলেদের খেলনা-ইঁট ছড়িয়ে গেল। তিনি তো এই খেলনা আনবার কথাই আজ বলে এসেছিলেন।

'এই আবিষ্কার, এবং তার ফলে পঙ্গু লোকটার হতচকিত ভাব দেখে ইন্সপেক্টরের মনে সন্দেহ হল। ঘরগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজে কিছু কিছু জিনিস পাওয়া গেল। বোঝা গেল যে একটা চরম নৃশংস ঘটনা সেখানে ঘটে গেছে। সামনের ঘরটা সাধারণ বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং ঠিক তার পেছনের ঘরটা শোবার ঘর—টেমস্ নদীর ধারে নীচেই একটা জেটি এবং বাড়ি ও জেটির মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ স্থানটি ভাঁটার সময় জলের উপরেই জেগে থাকে। কিন্তু জোয়ারের সময় সেখানে সাড়ে চার ফুট গভীর জল। শোবার ঘরের জানালাগুলি প্রকাণ্ড, এবং অনুসন্ধান করে জানা গেল সেই জানালার ফ্রেমের গায়ে এবং কাঠের মেঝেতে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ পাওয়া গেল; কিন্তু অনেক খোঁজাখুজি করেও মিস্টার সেণ্ট ক্লেয়ারের কোন হদিস পাওয়া গেল না, কিন্তু তাঁর জুতো, মোজা, টুপি আর ঘড়ি দেখতে পাওয়া গেল। জামা কাপড়ে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্নই নেই। ঘর থেকে বেরোবার একমাত্র পথ ঐ জানালা, কারণ আর কোন পথ পাওয়া গেল না। কিন্তু ঘরে রক্তের দাগ দেখে মনে হয় যে যদি তিনি জানলা-পথেই বেরিয়ে থাকেন তবে তাঁর সাঁতার জানা ছিল কি না,—কেননা দুর্ঘটনার সময় নদীতে ছিল পূর্ণ জোয়ার।'

'যেসব শয়তান এ ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের সম্বন্ধে বলছি কিছু। লাসকারের অতীত জীবন অত্যন্ত জঘন্য। কিন্তু মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারের কথা থেকে জানা যায় যে, জানালাপথে তার স্বামীর উপস্থিতির কয়েক সেকেণ্ড পরেই লাসকারকে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াতে দেখা গেছে। কাজেই এ অপরাধের সঙ্গে তার যোগসাজসের বেশী কিছু প্রমাণ মিলল না। সে নিজে বলেছে এ ব্যাপারের কিছুই বলতে পারবেনা; বাড়ির মালিক হিল বুন কি করেছে না করেছে তাও সে বলতে পারবে না; আর ভদ্রলোকের পোশাক কিভাবে সেখানে পাওয়া গেল তাও বলতে পারবে না।

'এই গেল লাসকারের কথা। ঐ ভীষণদর্শন পঙ্গু লোকটি, যে তিনতলায় থাকত সে-ই মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারকে শেষ দেখেছে। তার নাম হিউ বুন। এই লোকটা একজন ভিখারী, তবে, আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ও দেশলাই বিক্রি করে। থ্রেড-নীডল স্ট্রীটের এক জায়গায় প্রত্যহ ও ওর দেশলাইয়ের বোঝা নিয়ে বসে থাকে, একটা তেলচিটে টুপি রেখে বাক্যবিন্যাস ও চেহারায় সকলের দৃষ্টি পড়বে। আমিও দু-একবার ওকে দেখেছি অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে ও বেশ উপার্জন করতে পারে। একমাথা লাল চুল, রক্তাভ মুখের উপর ভীষণ কাটা দাগ, দাগটা শুকিয়ে চামড়া টেনে উপরের ঠোঁটটাকে উল্টে দিয়েছে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ। সব মিলিয়ে ওকে অন্যান্য ভিখারীদের চেয়ে অন্যরূপ দেখায়। এখন আমরা দেখছি যে এই ভিখারিটি এই আফিমখানার বাসিন্দা এবং এই খুনের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ।'

'বলছ ও পঙ্গু।' তাহলে, 'একজন যুবকের বিরুদ্ধে একা সে কী করতে পারে?'

সে পঙ্গু এই অর্থে যে সে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে; কিন্তু অন্য যে কোন দিক থেকে সে শক্তিশালী। লোকে বলে যে মানুষের একটি অঙ্গ দুর্বল হলে অন্য অঙ্গ অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে তার ক্ষতিপূরণ করে।'

'রক্ত দেখেই মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার মূর্ছা হয়ে সেইখানেই পড়ে গিয়েছিলেন; তাকে রেখে কোনও কাজ হবে না ভেবে একজন পুলিশ গাড়ি করে তাঁকে বাড়ি পেঁছে দেয়।

ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর বার্টন অনেক অনুসন্ধান করেও কোনও কোন সূত্র বের করতে পারলে না। একটা ভুল হল বুনকে সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রেপ্তার না করা, কারণ যে কয় মিনিট সময় সে হাতে পেয়েছিল তার মধ্যেই হয়ত তার বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে থাকবে। যাই হোক, পরে বুন-কে গ্রেপ্তার করা হল। তার জামার ডান হাতায় রক্তের দাগ পাওয়া গেল, কিন্তু তার ডানহাতের আঙুলে একটা কাটা দাগ দেখিয়ে সে বলল যে ও রক্ত ঐ কাটা হাতের রক্ত। জানালার রক্তও নাকি ঐ একই রক্ত, কেননা সে কিছুক্ষণ আগে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার যে তাঁর স্বামীকে তার ঘরেই দেখেছেন সে বিষয়ে সে কিছুই বলতে পারছে না। ভদ্রমহিলা হয় পাগল, না হলে ভুল দেখেছেন। যাই হোক, ঘোর আপত্তি করা সত্ত্বেও তাকে জোরজার করে থানায় চালান করে দিয়েছে। আর জোয়ারের জল নেমে গেলে নদীর কাদায় কিছু পাওয়া যেত কি না দেখার জন্যে বার্টন ঐ বাড়িতেই বসে রইল।

জোয়ারের জল নেমে যেতেই চোখে পড়ল একটা কোট। কোটের পকেটে খুচরো পয়সা বোঝাই। পরিষ্কার বোঝা গেল যে ভারীর জন্য কোটটা ভেসে না গিয়ে থেকে গেছে। কিন্তু একটা মানুষের মৃতদেহ পড়লে তীব্র জোয়ারের টানে ভেসে যেত।'

'কিন্তু,' আমি বললাম, 'একটা লোক শুধু একটা কোট পরে আছে সেটা কী রকম কথা হল? অন্যান্য জামাকাপড় তো তুমি বলছ সব উপরের ঘরে পাওয়া গেছে।'

তোমার জবাবে শোন। ধরা যাক, বুন লোকটাই নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দেয়। কেউ তাকে একাজ করতে চোখে দেখে নি। তখন সে কি করবে? প্রথমেই তার মনে আসবে, এই গুপ্ত তথ্য প্রকাশের একমাত্র চিহ্ন পোশাক-গুলোর ব্যবস্থা করা। প্রথমেই কোটটা জলে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েই তার মনে হল যে কোটটা জলে না ডুবে গিয়ে ভেসে যেতে পারে। হাতে এখন বেশী সময় নেই, কারণ তখন নীচে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যে ঠেলাঠেলি হচ্ছিল তার শব্দ সে শুনতে পাচ্ছিল, এবং সম্ভবত লাসকারের কাছে খবর পেয়েছিল যে পুলিশ ছুটে আসছে। আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। সে তখন ছুটে ঘরের ভেতর গিয়ে ভিক্ষা করে পাওয়া পেনি, আধ-পেনি সব কোটের সবগুলো পকেটে যতটা ধরে ভরে ফেলে, যাতে ভারি হলে কোটটা জলে ডুবে যাবে। কোটটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দেয়। অন্য পোশাকও ঐভাবে ফেলে দিত, কিন্তু ইতিমধ্যে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিতে না দিতেই পুলিশ এসে ঘরে ঢুকে।

'ব্যাপারটা শুনতে বিশ্বাসযোগ্যই মনে হচ্ছে।'

'এর চাইতে ভাল ব্যাখ্যার অভাবে আমরা বর্তমানে এইটাই ভেবেছি। বুন এখন হাজতে আছে,—কিন্তু মুস্কিল এই যে, তার পূর্ব ইতিহাস অনেক ঘেঁটেও তার বিরুদ্ধে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। গত বেশ কয়েক বছর ধরে সে এই ভিখারীর জীবন-যাপন করছে,—কিন্তু লোকটা অত্যন্ত শান্ত এবং নিরীহ ধরনের বলে সকলের ধারণা। ব্যাপারটা বর্তমানে এই পর্যন্ত রয়েছে এবং আমাদের অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যাচ্ছে না। সেণ্ট ক্লেয়ার ঐ আফিমখানাতে কেনই বা গেলেন, তারপর তার কী হল, কোথায়ই বা গেলেন, বুনের সঙ্গে তার কী যোগাযোগ রয়েছে, এ সবই যেন রহস্যময়।

প্রথম দৃষ্টিতে সরল মনে হলেও এত কঠিন তা কোনদিন ভাবা যায় না।'

'আমরা লী-র কাছাকাছি এসে পড়েছি,' হোমস বলল, 'এই পথটুকুর মধ্যে আমরা তিনটি কাউণ্টি ছুঁয়ে এলাম। পথ শুরু হয়েছিল মিডলসেক্স থেকে, তারপর 'আমরা সারে-র কোণ ঘেঁসে কেণ্ট-এ এসে পৌঁছলাম। গাছের ফাঁক দিয়ে যে আলো দেখা যাচ্ছে ঐ হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থল সীডারস। ভদ্রমহিলা আশা অকাঙ্ক্ষার মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে বসে আছেন তিনি এর মধ্যেই নিশ্চয়ই আমাদের গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন।

'কিন্তু তুমি বেকার স্ট্রীটে থেকে তদন্ত চালাচ্ছ না কেন?'

'কারণ অনেক খোঁজ-খবর করার দরকার এখানেই।'

একজন বাচ্চা সহিস ছুটে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরতেই আমি আর হোমস নেমে পড়লাম। দেখলাম বেশ বড় একটা বাড়ির সামনে গাড়িটা থেমেছে। আমরা নুড়ি বিছানো রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম, হঠাৎ বাড়ির দরজাটা খুলে গেল এবং একটি ভদ্রমহিলা এসে দরজায় দাঁড়ালেন। দেখলাম তার মাথার চুল সোনালি এবং একটি সিফনের কাজ করা পাতলা সিল্কের পোশাক পরে আছেন।

তিনি বললেন, 'কি হল? কি হল?' আমরা দুজনকে দেখে একটু বুঝি আশান্বিত হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সঙ্গীকে মাথা ও ঘাড় নাড়তে দেখে হতাশায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

'কোন সুখবর নেই?'

'না।'

'খারাপ খবর?'

'না।'

'তবু ঈশ্বরের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা ভিতরে তাড়াতাড়ি আসু দীর্ঘ পদযাত্রায় আপনারা খুবই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। আগে খাওয়া পরে কথা।'

'পরিচয় করে দিই,' হোমস আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু ও সহক ডঃ ওয়াটসন। আজ ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে যাওয়ায় এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের জ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

সাদরে আমার হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, 'আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম যে আকস্মিক আঘাত আমার উপর পড়েছে তার কথা ভেবে যদি কোন দোষ ত্রুটি ঘ দয়া করে মার্জনা করবেন।'

আমি বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'এসব কথা বলে দুঃখ দেবেন না। ব্যাপারে আপনাকে এবং বন্ধুকে সাহায্য করতেই আমার এখানে আসা, সুতরাং 'এ কথা বলবেন না।'

তিনি আমাদের সঙ্গে করে খাবার ঘরে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বললেন, 'মিস্ট হোমস, এবার আমি আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন সোজাসুজি জিজ্ঞাস করব।'

'নিশ্চয় ম্যাডাম।'

'আমার কথা কিছুই ভাববেন না। আমি দুঃখ বা চেঁচামেচি করব না, মূর্চ্ছাও ব

না।'

আমি শুধু আপনার সত্যিকারের অভিমত জানতে চাই।'

'কোন্ বিষয়ে ?'

'মনে-প্রাণে আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন, নেভিল বেঁচে আছে ?'

হঠাৎ এই ধরনের প্রশ্ন হোমস্ অনেকটা ঘাবড়ে গিয়ে কি বলবে বুঝে উঠতে পারলে না। আবার ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ন গলায় বলে উঠলেন, 'সত্যি করে বলুন।' দয়া করে বলুন।

'আপনার এ প্রশ্নের জবাবে তাহলে ঠিক করে বলতে হয় যে—না, আমার তা মনে হয় না।'

'আপনার বিশ্বাস সে মারা গেছে ?'

'আমার তাই বিশ্বাস।'

'তাকে কি হত্যা করা হয়েছে ?'

'তা বলা শক্ত। তবে, তাও হতে পারে।'

'তাই যদি হয় তবে সে কবে মারা গেছে ?'

'গত সোমবার।'

'তাহলে, মিস্টার হোমস, আজকে আমি কিভাবে তার এই চিঠিখানা পেলাম বলতে পারেন কি ?'

শার্লক হোমস বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। যেন গর্জন করে বলল, 'কি বলছেন ?'

'হ্যাঁ আজ।' একটুরো কাগজ ধরে তিনি হাসতে হাসতে বললেন।'

'চিঠিটা দেখতে পারি কি ?'

'নিঃসন্দেহে।'

হোমস্ ব্যগ্রভাবে তাঁর হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর পেতে আলোর কাছে নিয়ে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করতে লাগল। আমিও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন তাঁর পেছনেদাঁড়িয়ে আমিও সেটা দেখতে লাগলাম। একটা সস্তা পুরু খাম, গ্রেভ্‌স্‌এন্ড পোস্ট অফিসের ছাপ, কিন্তু তারিখটা সত্যিই আজকের।

'একেবারে বাজে হস্তাক্ষর।' হোমস নিজের মনেই বলল, ম্যাডাম, এটা নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর লেখা নয় মনে হচ্ছে ?

'না। কিন্তু ভিতরের চিঠিটা তারই লেখা।'

'বুঝতে পারছি, খামের উপর ঠিকানাটা যেই লিখে থাকুক, উঠে গিয়ে ঠিকানাটা জেনে এসে লিখেছে খামের উপর।'

'কি করে বুঝলেন ?'

'নামটা লক্ষ্য করুন, কালিটা গাঢ় কালো, নিজে থেকেই সেটা শুকিয়ে গেছে ; ঠিকানার বাকি অংশটার কালির অনেকটা হাল্কা রঙ—অর্থাৎ ব্লটিং পেপার দিয়ে শুকোনো হয়েছে। যদি সবটাই একসঙ্গে ঠিকানা লেখা হত তাহলে কালির রকমফের হত না। এর থেকেই বোঝা যায়, যে খামের উপর ঠিকানাটা লিখেছে সে ঠিকানাটা জানত না, ঠিকানাটা জানবার জন্যে তাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যদিও

একটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারগুলোই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এবার চিঠিটা দেখা যাক। আরে মধ্যে আরও কিছু একটা ছিল বলে মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, ওর মধ্যে তার হাতের আংটি ছিল একটা।'

'আপনি ঠিক জানেন এটা আপনার স্বামীর হস্তাক্ষর?'

'এক ধরনের হস্তাক্ষর।'

'এক ধরনের?'

'যখন খুব দ্রুত লেখেন এইরকম। তার স্বাভাবিক হাতের লেখা থেকে এটা খুবই আলাদা। কিন্তু এ লেখা আমি ভাল করেই চিনি।'

"প্রিয়তমাসু, তোমার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই; সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা বড় ভুল হয়ে গেছে—এবং সেটা ঠিক করাও একটু সময়-সাপেক্ষ। ধৈর্য ধরে থাকো। ইতি নেভিল।' অক্টেভো সাইজের বইয়ের পুস্তানির উপর পেন্সিল দিয়ে চিঠি লেখা, কাগজে জলছাপও নেই। আজকে গ্রেভস্‌এন্ড-এ পোস্ট করা হয়েছে, যে পোস্ট করেছে তার বুড়ো আঙুলটা খুব নোংরা ছিল। এই চিঠি যে আটকেছে, দেখা যাচ্ছে যে তার চিবোনোর বেশ আভ্যেস আছে। আপনি এখনো বলছেন যে এ লেখা আপনার স্বামীরই?'

'না। চিঠিটা নেভিলেরই লেখা।'

'আজই ডাকে ফেলা হয়েছে গ্রেভসএন্ডে। দেখুন মিসেস, মেঘ কেটে এসেছে। যদিও বিপদ কেটেছে কিনা তা বলতে পারছি না।'

'কিন্তু মিঃ হোমস, তিনি নিশ্চয় বেঁচে আছেন।'

'ঠিক তাও বলা যায় না, কেননা লেখা জাল করে কেউ আমাদের ভুল পথে চালাতে চেষ্টা করতে পারে; আর আংটির কথা যদি ধরেন তবে বলল, ওটা দেখে আশ্বস্ত হবার কোনও কারণ নেই—হাত থেকে আংটি খুলে পাঠান খুব সোজা।'

'দয়া করে আমায় ভয় দেখাবেন না মিস্টার হোমস্। আমার কেবল মনে হচ্ছে যে সে বেঁচে আছে। তার যদি কোন বিপদ ঘটত তাহলে আমি জানতে পারতাম। যেদিন তাকে শেষবার দেখি সেদিনকার কথা শুনুন। সে একবার ঘরে কি কাজ করতে করতে হঠাৎ হাত কেটে ফেলল,—আর খাবার ঘরে বসে আমার মনে হল যে নিশ্চয়ই তার কিছু অঘটন হয়েছে,—গিয়ে দেখি সত্যি তাই। এক্ষেত্রে যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তবে আমি কিছুই টের পাব না এমন কি হতে পারে কখনও?' তাই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'একজন বিশ্লেষণী যুক্তিবিদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা একটি সতী স্ত্রীলোকের জোর মনোভাব যে অনেক বেশী মূল্যবান সেটা বুঝবার মত অভিজ্ঞতা আমার আছে। আর এই চিঠিটাই আপনার মতের স্বপক্ষে বড় সাক্ষী। কিন্তু—আপনার স্বামী যদি জীবিত থাকেন এবং চিঠি লিখতে পারে, তাহলে তিনি আপনার কাছ থেকে দূরে আছেন কেন?' সেখানেই একটু ধোঁকা লাগছে।

'আচ্ছা, ভাল করে ভেবে দেখুন তো, সোমবার বেরোবার আগে তিনি হঠাৎ কোন আবোল তাবোল মন্তব্য করেছিলেন বলে আপনার মনে পড়ে কি?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে মিসেস মাথা নেড়ে বললেন, 'কই, তেমন কিছু আমার মনে

পড়ছে না।'

'আচ্ছা, সেই বাড়ীটায় তাঁকে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ; তাই না ?'
'আচ্ছা, যে জানলাটা দিয়ে আপনি তাঁকে দেখেন সেটা খোলা ছিল কি ?'

'তিনি একটা অস্পষ্ট চীৎকারও করেছিলেন, 'আপনি ভাবলেন, তিনি সাহায্য চাইছেন ?'

'হ্যাঁ। তিনি হাত নাড়ছিলেন। সেই বাড়ীতে জানালা সেসময় খোলাছিল। চিৎকারও শুনতে পেয়েছিলাম।'

'কিন্তু সেটা তো বিস্ময়ের চীৎকারও হতে পারে। আপনাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেয়ে তিনি হয়তো বিস্ময়ে হাত নেড়েছিল।

'হ্যাঁ তাও হতে পারে।'

'আপনার মনে হয়েছিল, কেউ তাকে পেছন থেকে টেনে নিয়ে গেল ?'

'সে আচমকা জানলা থেকে সরে যাওয়ায় আমার তাই মনে হয়েছিল।'

'তিনি তো নিজেও সরে যেতে পারেন। তারপর বলছেন যে সেই ঘরে আপনি আর কাউকে দেখতে পান নি ?'

'কিন্তু সেই ভীষণ চেহারার লোকটা স্বীকার করেছে যে সে ঐ ঘরেই ছিল, আর লাসকারটা যে সিঁড়ির মুখে ছিল সে তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি।'

'ঠিক। আপনার স্বামীকে আপনি যতটুকু দেখতে পেয়েছিলেন তাতে তিনি তাঁর স্বাভাবিক পোশাক পরে আছেন বলেই আপনার মনে হয়েছিল কি ?'

'কিন্তু কলার বা টাই ছিল না। আমি স্পষ্ট দেখেছি, তার গলা খালি ছিল।

'কখনও সোয়াণ্ডাম লেনের কথা তিনি বলেছেন কি ?' বা আফিম খাওয়ার নেশা কখনও দেখেছেন কি ? বা ঐ আড্ডায় কোন দিন গেছেন কিনা বলতে পারবেন ?'

'না কখনও না।'

'ধন্যবাদ মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার। এই প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কেই অবহিত হতে চেয়েছিলাম। এইবার খেয়ে শুয়ে পড়ব, কাল সারাদিন খুব ব্যস্ত থাকব সারাদিন।'

একটা বেশ বড় ঘরে আমাদের দুজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমি আর দেরী না করে শুয়ে পড়লাম। হোমসের অভ্যাস আমি ভালভাবেই জানি। কোন রহস্যের সম্মুখীন হলে সে দিনের পর দিন ক্রমাগত চিন্তা করে থাকে। তথ্যগুলি নতুনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে সবরকমভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে করে হয় একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছবে। নইলে বুঝতে হবে কোনও সূত্র তার এখনও অজানা আছে যেটা ছাড়া রহস্যের সমাধান সম্ভব নয়। দেখলাম যে সে সমস্ত বিছানা, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি থেকে কুশল এনে বিছানার উপর রেখেছে। বুঝলাম যে আজ সারা রাত চিন্তা করেই কাটিয়ে দেবে। কুশনের সোফার উপর উঠে বসে সে পাইপ ধরাল। সামনে একগাদা তামাক আর দেশলাই দেখে বুঝলাম যে আমার অনুমান ঠিক। স্থির, নির্বিকল্প হয়ে বসে রইল। মুখে পাইপ ঝুলছে, সূক্ষ্ম নীল ধোঁয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে ; শূন্য দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে স্থির নিবদ্ধ। ঘরের মৃদু আলো তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুখের উপর ছায়া ফেলেছে। এই দেখতে

দেখতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ একটা ডাক শুনে যখন ঘুম ভাঙল, দেখলাম সে ঐ একইরকম ভাবে বসে আছে। আর তাঁর সামনের তামাকের স্তূপ শেষ হয়েছে। ঘরের গভীর ধূম্রজালের মধ্য দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভিতর।

'ওয়াটসন, জেগে আছ?' সে প্রশ্ন করল। 'এই সকালে গাড়ি চেপে বেড়াতে যদি ইচ্ছা থাকে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নাও। কেউ এখনও ওঠে নি। আস্তাবলের ছোকরাটা কোথায় ঘুমোয় আমি তা জানি। গাড়ি বের করতে অসুবিধা হবে না।'

এইসব কথা বলবার সময় সে মুখ টিপে হাসল, তার চোখদুটো মিটমিট করতে লাগল,—রাতের গম্ভীর চিন্তাবিদ মানুষ থেকে এখন সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক অন্য মানুষ।

জামা কাপড় পরে দেখলাম মাত্র চারটে বেজে পঁচিশ কেউ যে এখনও ওঠেনি তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এর মধ্যে দেখলাম গাড়িতে ঘোড়া জোড়া হচ্ছে।

জুতো পরতে পরতে হোমস বলল, 'আমার একটা সামন্য থিয়োরি এ পরীক্ষা করে দেখতে চাই। ওয়াটসন, মনে করে এখন তুমি ইউবোপের সব চাইতে নিরেট হাঁদারামের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমাকে এখান থেকে চেয়ারিং ক্রশেই পাঠান উচিত। কিন্তু এবার আমার মনে হচ্ছে সমস্ত ঘটনার চাবি আমার হাতে এসেছে গেছে! চাবি খুলতে পারলেই হল।'

আমি হেসে বললাম, কোথায় সে চাবি?'

'বাথরুমে।' বলেই, আমার মুখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখে সে আবার বলল, অবিশ্বাসের কিছু নেই এর মধ্যে, কেননা এইমাত্র আমি সেটা আবিষ্কার করে আমার এই গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগে ভরে ফেলেছি। চল দেখা যাক তালাটা এবার খোলা যায় কিনা।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নীচে নেমে গেলাম। বাইরে সকাল বেলার ঝলমলে আলো। গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আধ-ন্যাংটো ছোকরাটা দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা ধরে। লাফ দিয়ে উঠে বসতেই গাড়ি ছুটে চলল লণ্ডন রোড ধরে। সব্জীবোঝাই দু-একখানা গাড়ি রাস্তায় বেরিয়েছে। কিন্তু রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলো নীরব, নির্জীব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে হোমস্ বলল একদিক দিয়ে ধরতে গেলে এ-কথা বলেত হবে যে মামলাটা সত্যি অদ্ভুত। প্রথমে আমি কিছুই বুঝিনি; যাই হোক, এখন যে বুঝেছি তাই ভাগ্য ভাল।

সারে অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে যখন আমাদের গাড়ি জোর কদমে ছুটে চলেছে, তখন কিছু কিছু লোক সবেমাত্র জেগে উঠে ঘুম-ঘুম চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। ওয়াটারলু ব্রীজ রোড ধরে নদীটা পার হলাম। ওয়েলিংটন স্ট্রীট ধরে গিয়ে ডাইনে মোড় নিয়ে বো স্ট্রীটে গিয়ে পড়লাম। হোমস পুলিশ বাহিনীর সকলের কাছে খুব সুপরিচিত। দরজায় দুইজন কনস্টেবল তাকে দেখামাত্র অভিবাদন জানাল। একজন ঘোড়াটা ধরল, আর অন্য জন দরজা খুলে ধরল।'

'ডিউটিতে কে আছেন?' হোমস প্রশ্ন করল।

'ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট।' সে বলল। এর মধ্যেই হঠাৎ একজন লম্বা-চওড়া জমকালো পোশাক পরা পুলিশ অফিসারের আবির্ভাব ঘটল। 'আরে, এই তো

ব্র্যাডস্ট্রীট, কেমন আছ ? চল, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

'নিশ্চয়, মিঃ হোমস। আমার ঘরে চলুন।'

একটা ছোট ঘর। টেবিলে একখানা বড় খাতা। দেয়ালে ঝোলানো একটা টেলিফোন; ইন্সপেক্টর আসনে বসে বলল। 'আপনার জন্য কি করতে পারি, মিঃ হোমস ?'

'আমি এসেছি সেই ভিখারী বুনের কাছে লী-নিবাসী মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারের খুন হওয়ার সঙ্গে যে জড়িত আছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে।'

'তাকে এখানে এনে আরও তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে রাখা হয়েছে।'

'আমিও তাই শুনে এসেছি। সে কি এখানেই বেশ শান্ত হয়ে আছে ?'

না সেলে কোন গোলমালই করে নি। তবে ওর মত লোক কেউ নেই 'সারা মুখে কালিঝুলি মাখা অবস্থায় পড়ে আছে, শত চেষ্টা করেও আমরা তার হাতটুকু ধোয়ানো ছাড়া আর কিছুই করাতে পারিনি। বিচার হয়ে ফাঁসির আদেশ হলে তবে তাকে আমরা জোর করে স্নান করাতে পারব, মনে করছি তার আগে নয়।'

'তাকে একবার নিজের চোখে দেখতে পারলে বেশ ভাল হত।'

তাই নাকি ? তা চলুন না।—ব্যাগটা রেখেই আসুন।'

'না, ঠিক আছে। ওটা আমার সঙ্গেই থাক।'

'ভাল কথা দয়া করে এইদিকে আসুন।' সে পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে চলল। একটা বন্ধ দরজা খুলে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমরা একটা চুণকাম করা দালানে পেঁছিলাম, তার দুই দিকের সারি সারি অনেক দরজা।'

ইন্সপেক্টর বলল 'ডাইনের তৃতীয়টাই তার ঘর। দরজার উপরের দিকেই একটা অংশ নিঃশব্দে ঠেলা দিয়ে খুলে সে ভিতরে তাকিয়ে বলল 'এই যে। ঘুমিয়ে আছে। বেশ ভালভাবেই দেখতে পাবেন।'

আসামী আমাদের দিকে মুখ করে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ভিক্ষার উপযুক্ত জীর্ণ মলিন পোশাক, কিন্তু তার মুখের কালি তার চেহারার বীভৎসতা একটুও ঢাকা দিতে পারে নি।

বিরাট একটা ক্ষতের চিহ্ন চোখ থেকে চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে, ঠোঁটের একটা কোণ তার ফলে উল্টে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়ে চেহারা আরও ভীষণ কণ্টাকার করে তুলছে। তার উপর আবার একমাথা উজ্জ্বল লাল রঙের চুল।'

ইন্সপেক্টর বলল, কেমন সুন্দর দেখতে তাই না ?'

হোমস বলল, 'সত্যি ওর এখনি ধোলাই দরকার। একথা আমি আগেই ভেবে রেখেছি, তাই যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।' কথা বলতে বলতেই সে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা খুলল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার ভিতর থেকে সে বের করল একটা বড় 'বাথ-স্পঞ্জ'।

'ইন্সপেক্টর মুচকি হেসে বলল 'হে! হে! আপনি দেখছি বেশ মজার লোক।'

দরজাটা নিঃশব্দে আস্তে আস্তে খোল, তাহলে হশত এর চেহারাটা একটু ভদ্রমত করা সম্ভব হবে।'

'তা ক্ষতি কী ? এরকম চেহারা নিয়ে সেলে থাকলে বো স্ট্রীট থানার মর্যাদা নষ্ট

হয়ে যাবে। এই বলে নিঃশব্দে চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। ঘুমের মধ্যে আসামী হঠাৎ একবার পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।'

হোমস্ ঘরের কোণে রাখা জলপাত্র থেকে জল নিয়ে স্পঞ্জটা দিয়ে হঠাৎ আসমীর মুখটা খুব জোরে ঘসে পরিষ্কার করে চিৎকার করে বলল—'আসুন, আসুন, আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করে দিই। ইনিই হচ্ছেন আপনাদের হারানো সেই নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার।'

এরকম দৃশ্য আর জীবনে কখনও দেখি নি। গাছ থেকে যেমন বাকল খসে পড়ে, স্পঞ্জের ঘসায় লোকটির মুখের চেহারাও তেমনি হঠাৎ পাল্টে গেছে। এক হেঁচকা টানে উঠে এল লাল চুলের গোছা। ঘরের মধ্যে তখন বসে আসে একটি অতি ভদ্র চেহারার ভদ্র মানুষ, বিবর্ণ বিষন্ন মুখ, কালো চুল, পরিষ্কার চামড়া। দুই হাতে চোখ মুছতে মুছতে ঘুম ঘুম বিস্ময়ে সে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে চীৎকার করে উঠল। তারপর বালিশে মুখ ঢেকে উপুর হয়ে। ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

'হা ভগবান সত্যিই তো দেখছি তাই ; এই চেহারাই তো আমি ছবিতে দেখেছি।' ইন্সপেক্টর রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন।'

আসামী হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বেপরোয়াভাবে প্রশ্ন করল, 'বেশ তা যদি হয়ই, আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আছে বলুন দেখি ?'

মুখ বেঁকিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, 'মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে গুম করে দেওয়া—আরে, না, না, আত্মহত্যায় চেষ্টা প্রমাণিত না হলে তো সে অভিযোগও করা অপরাধ। সাতাশ বছর আমি এ লাইনে আছি, কিন্তু এটা বুঝি সব চেয়ে ঊর্ধ্বে।

'আমি যদি মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার হই তাহলে তো বোঝা যাচেছ অপরাধ কিছুই ঘটে নি। সুতরাং আমাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে বে-আইনী ভাবে কেন ?

'অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে একটুও নয়, কিন্তু আপনি আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করে সব বুঝিয়ে বললেই পারতেন।' বলল হোমস।

'স্ত্রীকে বলতে কোনও বাধা ছিল না আমার, কিন্তু ছেলেমেয়েরা বাবার এই বিশ্রী কাণ্ডকারখানা শুনতে পাবে এই ভয়েই আমি কাউকে বলিনি। এ খবর যদি বেরিয়ে পড়ে তবে কী সর্বনাশই না হবে।'

হোমস তার পাশে বসে সাদরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা যদি ফয়সলার জন্য আদালতে উঠে, তাহলে লোকজানাজানি কেলেঙ্কারী এড়ানো যাবে না। অপর পক্ষে, আপনি যদি পুলিশকে ঠিকমত বোঝাতে পারেন যে আপনার বিরুদ্ধে কোন সত্যিকারের কেস নেই, তাহলে এ নিয়ে খবরের কাগজে লেখা লেখি হবে না। আপনি সব কথা খুলে আমাদের বলুন। ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট তার নোটসহ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিক। ব্যাস, তাহলে ব্যাপারটা কোনদিনই আদালতে উঠবে না।'

আবেগ ও উত্তেজনা মেশানো গলায় মিস্টার সেণ্ট ক্লেয়ার বললেন 'হা ভগবান! এ খবর ছেলেমেয়ের কানে যাবার চাইতে জেল হওয়া, এমনকি প্রাণদণ্ড হওয়া বেশ ভাল! যাই হোক, এবার কী হয়েছিল শুনুন। আপনারাই প্রথম আমার এ কাহিনী শুনেছেন. চেস্টারফীল্ডে আমার বাবা স্কুলের মাস্টার ছিলেন। আমিও সেখানে ভালভাবেই পড়া

শোনা করি। তারপর আমার ভ্রমণের শখ হতে নানা জায়গায় বেড়াতে লাগলাম। কিছুদিন অভিনয়ও করলাম কিছুদিল অভিনয়ও করলাম। কিছুদিন খবরের কাগজের রিপোর্টার হলাম। একদিন কাগজের সম্পাদক আমায় ডেকে বললেন লণ্ডনের ভিখারীদের সম্বন্ধে তিনি কতগুলো প্রবন্ধ ছাপাতে চান, সে দায়িত্ব তিনি আমাকেই লিখতে দিলেন। ভিখারীদের খবর বেশ ভাল করে জানবার জন্যে আমার মনে হল ভিখারী সেজে কিছুদিন ভিক্ষা করতে হবে। অভিনয় করার সময় আমার ছদ্মবেশ ধারণে খুব নাম হয়েছিল। সুতরাং রং-চং মেখে, একটা লাল পরচুলা পরে, মাংসের একটুকরো প্লাসটার দিয়ে কাটা দাগে বানিয়ে এই বীভৎস চেহারা দাঁড় করাতে আমার কোন কিছুতে অসুবিধে হল না। তারপর একদিন শহরের এক কর্মব্যস্ত জায়গায় দেশলাই-এর বোঝ নিয়ে ভিক্ষা করতে বসলাম। সাত ঘণ্টা ঐভাবে কাটিয়ে কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে যখ বাড়ি ফিরলাম তখন একদিনের উপার্জন হিসেব করে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হে গেলাম,—ছাব্বিশ শিলিং চার পেন্স রোজগার হয়েছে।'

'প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখলাম। একসময় ব্যাপারটা সব ভুলে গেলাম। কিছু দি পরে এক বন্ধুর একটা বিলের জামিন হবার দরুন আদালত থেকে পঁচিশ পাউণ্ডে একটা পরোয়ানা পেলাম। টাকাটা কিভাবে জোগাড় করব তাই ভাবছি, এমন সম একটা ভালো ফন্দি মাথায় এল। পাওনাদারের কাছ থেকে পক্ষকালের সময় চে মালিকের কাছ থেকে ছুটি নিলাম, আর ছদ্মবেশ ধারণ করে শহরে ভিক্ষা করতে শু করে দিলাম। দশ দিনে টাকা জোগাড় করে ধার শোধ করে দিলাম।'

'এরপর আমার সাংবাদিকের চাকরিতে বিতৃষ্ণা এসে গেল, কেননা সারা সপ্তা আমি যা রোজগার করতাম, মুখে একটু কালি মেখে এখানে একদিনই তা করা সম্ভব এইখানেই আমার আত্মসম্মান বোধ ও অর্থ পিপাসার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল,- কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসম্মান বোধ পরাজিত হল। সুতরাং সাংবাদিকের চাকরি ছে দিয়ে আমি নিয়মিত সংলাপে ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করে দিলাম। এ খবর জানত শু একজন, মাত্র ঐ আফিসখানার লাসকারটা কারণ সকালে তার ঐ দোতলার ঘরে বা ছদ্মবেশ পরে আমি রাস্তায় বেরিয়ে আসতাম এবং বিকেলে আবার সেটা খুলে প্রতি ভদ্রলোকের সাজপোশাকেবাড়ি ফিরতাম। লাসকারটাকে আমি টাকা পয়সা ভালই দিতা তাই তার দিক দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কোনও ভয় আমি পাইনি।

'শীঘ্রই দেখলাম বেশ মোটা টাকা আমার ব্যাঙ্কে জমা হয়ে গেছে। আমি বলছি যে লণ্ডনে যে কোনা ভিখারী বছরে সাতাশ' পাউণ্ড রোজগার করতে পারে। কি আমার ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ আর কাথাও বলতে পারতাম বেশ রসি গুছিয়ে আমার রোজগার বেশ হত; আর শহরের সকলের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠলা সারাদিন পেনি আর রৌপ্য মুদ্রার বৃষ্টি হতে লাগল আমার উপর! কোনদিন পাউণ্ডের কম রোজগার হলে ভাবতাম দিনটা খুব খারাপ গেল।

'যতই ধনী হতে থাকলাম, উচ্চাকাংখাও আরো বাড়তে লাগল। মফস্বলে এ বাড়ি কিনলাম। একটা বিয়েও করলাম। আমার কাজ-কারবার নিয়ে কারও কোন সন্দেহই জাগে নি। আমার স্ত্রী জানত, শহরে আমার একটা ছোটখাট ব্য আছে। কিসের ব্যবসা তা সে কোন দিন জানত না।'

'গত সোমবার যখন বিকেলে ফিরে বেশ পাল্টে ভদ্রলোক সেজে ফেরবার উদ্যোগ করছি এমন সময় জানালা দিয়ে রাস্তায় আমার স্ত্রীকে দেখতে পাই, মুখ তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আতঙ্কে, বিস্ময়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। তারপর হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে সরে এসে লাসকারকে অনুরোধ করি সে যেন কাউকে উপরে আসতে না দেয়। নিচে থেকে আমার স্ত্রীর গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিন্তু আশ্বস্ত হলাম জেনে যে সে উপরে আসতে পারে নি। তারপর মুহূর্তের মধ্যে পোশাক ছেড়ে ভিখারীর পোশাক পরা তেমন কিছুই নয়। এই ছদ্মবেশে আমার স্ত্রীও আমাকে চিনতে পারবে না জানতাম; কিন্তু যদি পুলিশের অনুসন্ধান চলে তাহলে ছদ্মবেশে পোশাক আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করে আমি আমার ভিক্ষালব্ধ অর্থ কোটের পকেটে বোঝাই করে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম। দেখলাম কোটটা তলিয়ে গেল; অন্যান্য জামাকাপড়ও ঐ পথেই অদৃশ্য হত যদি না ইতিমধ্যে পুলিশ না এসে পড়ত। আশ্চর্যই হলাম যখন পুলিশ আমাকে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার বলে চেনার পরিবর্তে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারের হত্যাকারী ভেবে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল থানায়।

'বুঝিয়ে বলবার মত আর আমার কিছুই নেই। মনে ভেবেছিলাম ছদ্মবেশটা যতদিন পারি চালিয়ে যাব। তাই মুখটা নোংরাই কদিন রেখেছিলাম। আমার স্ত্রী উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে বুঝতে পেরে হাতের আংটিটা খুলে কনেস্টবলের চোখ আমার উপর নেই দেখে সেই সুযোগে আংটিটা লাসকারের হাতে দিয়ে দিলাম। তাড়াতাড়ি দু'লাইন লিখেও স্ত্রীকে জানিয়ে দিলাম, ভয়ের কোন হেতু নেই।'

হোমস বলল, 'সে চিঠি মাত্র গতকাল তার হাতে পৌঁচেছে।'

'হা ভগবান। কী ভাবেই যে সপ্তাহটা তার কেটেছে ভাবলেও দঃখ হয়।'

'পুলিশ লাসকারের পেছনে ঘুরছিল, তাই হয়ত সে চিঠিটা তাকে দেবার সুযোগ পায়নি', ইন্সপেক্টর বলল, 'পরে হয়ত কাউকে দিয়ে ডাকে দিতে বলেছিল আর ভুলে গিয়েছিল মনে হয়।'

মাথা নেড়ে হোমস বলল, 'তাই হবে, আমারও তাই ধারনা। কিন্তু ভিক্ষার জন্যে আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয়নি?'

'বহুবার অভিযোগ হয়েছে,—কিন্তু ও সামান্য অর্থদণ্ড।

ব্র্যাডস্ট্রীট বলে উঠল, 'যাই হোক, এসব ব্যাপার বন্ধ করতেই হবে। পুলিশকে যদি চাপা দিতে হয় তাহলে হিউ বুনের ছদ্মবেশ আর চলবে না।'

'সে তো আমি দিব্যি করেই বলতে পারি।'

কিন্তু এ ঘটনা যদি আবার পুনরায় ঘটে তবে কিন্তু সব জানাজানি হয়ে যাবে।—মিস্টার হোমস, এই মামলার জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু কী করে এ সম্ভব হল জানতে পারলে খুশি হতাম।'

আমার বন্ধু বলল, 'বুঝতে পারলাম পাঁচটা বালিসের উপর কুশান নিয়ে আর আউন্স কড়া তামাক শেষ করে। ওয়াটসন, এখনই যদি বেকার স্ট্রীটে যাত্রা করি, তবে ঠিক প্রাতরাশের সময় পৌঁছতে পারব আশা করি।

নীল পদ্মরাগ

খৃস্টমাসের পরে দ্বিতীয় দিন সকালে হোমসকে গিয়েছিলাম মরশুমের শুভেচ্ছা জানাতে। লাল রঙের ড্রেসিং-গাউন পরে সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল। ডানদিকে একটা পাইপ-র‍্যাক আর হাতের কাছে। একগাদা প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র ভাঁজ করা দেখে মনে হল কিছুক্ষণ আগেই সেগুলো পড়া হয়েছে। কোচের পাশে একটা চেয়ারে ঝোলানো আছে একটা পুরনো ফেল্টহ্যাট, ব্যবহারের অযোগ্য, ছেঁড়া। চেয়ারের উপর একখানা লেন্স আর একটা ফর্সেপ্স্। মনে হল ভালভাবে পরীক্ষা করার জন্যই টুপিটাকে ঝোলানো রয়েছে।

আমি বললাম, 'তুমি কাজ করছ ; আমি এসে কাজে বাধা দিলাম।'

না না বন্ধু 'মোটেই না। বরং একজন বন্ধু সাত সকালে পেয়ে ভালোই হল পরীক্ষার ফল নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যাবে। বিষয়টা অতি তুচ্ছ। বুড়ো আঙুল নাচিয়ে শোলার টুপিটা দেখাল, কিন্তু এর সঙ্গে এমন কয়েকটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে যা একেবারে নীরস নয়, অন্তত কিছুটা চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষামূলক বলে ধর যায়।'

আরামকেদারায় বসে আগুনে হাত দুটো সেঁকতে লাগলাম। বাইরে প্রচণ্ড শীত জানালার উপর প্রচুর বরফ জমেছে। বললাম, 'মনে হচ্ছে এই ছেঁড়া টুপিটার মধ্যে একটা ভয়ানক গল্পের যোগ আছে,—আর এটাকে সূত্র হিসাবে ধরে তুমি কোন রহস্যে সমাধান খুঁজছ। যাতে অপরাধীর শাস্তি হয়।

'না, না, কুকর্ম বা অপরাধ কিছু নয়।' হেসে ফেলল হোমস। সামান্য জায়গা চল্লিশ লাখ লোক বসবাস করলে ছোটখাটো যেসব ঘটনা ঘটে, এটা তারই নজির মানুষের এই ঠাসাঠাসির মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বহু সম্ভাব্য ঘটনারই সম্মেলন হ পারে ও এমন অনেক ছোটখাটো সমস্যা উপস্থিত হয় যার সঙ্গে অপরাধের কোন সম্প না থাকলেও যথেষ্ট অদ্ভুত বলে মনে হয়। এ-রকম অভিজ্ঞতা তো আগেও হয়েছে।'

হ্যাঁ, 'যথেষ্ট হয়েছে,' আমি বললাম, 'যে ছ'টা মামলার কথা আমি প্রকাশ করে তার মধ্যে তিনটেই তো আইনযোগ্য কোন অপরাধ নয়।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। আইরিন এ্যাডলারের কাগজপত্র উদ্ধার, মেরি সাদারল্যান্ড অদ্ভুত মামলা আর বাঁকা-ঠোঁটবিশিষ্ট লোকটির অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলছ নিশ্চয় তুমি এই তিনটি ঘটনা যে নির্দোষ বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই। পিটা সনকে তুমি চেন? সেই উর্দিপরা দারোয়ানটি?' 'এই পারিতোষিকটি তা সম্পত্তি।' কিন্তু টুপিটা তার নয়। এটা সে পেয়েছে। মালিক অজ্ঞাত। এটা একটি বিধ্বস্ত টুপি হিসাবে না মনে করে এটাকে তুমি একটা বুদ্ধিদীপ্ত সম হিসাবে ধরবে। প্রথমেই বলা যাক, এটা এল কেমন করে। খৃস্টমাসের দিন সক একটা মোটা রাজহাঁসের সঙ্গে এটা এসেছে। হাঁসটা এখন পিটারসনের রান্নাঘরে হচ্ছে। ব্যাপারটা এইরকম। খৃস্টমাসের ভোর চারটে নাগাদ পিটারসন 'তুমি জান সে একজন সৎ লোক' একটু স্ফূর্তি করে বাড়ি ফিরছিল, টোটেনহাম কোর্ট ধা গ্যাসের সামান্য আলোয় তার নজরে পড়ল, একটা সাদা রাজহাঁসকে পিঠের উপর ঝুলি একটি লম্বামত লোক তার আগে আগে টলতে টলতে যাচ্ছে। সে যখন গুজ স্ট্রী

মোড়ে পেঁছিল তখন দেখে, ঐ লোকটি এবং একদল গ্‌ন্ডা লোকের মধ্যে মারামারি হচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন ঘ্‌ষি মেরে লোকটার টুপি রাস্তায় ফেলে দিল। লোকটিও আত্মরক্ষার জন্য লাঠিটা ঘোরাতেই পিছনের দোকানের জানালার কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে হয়ে গেল। আক্রমণকারীদের হাত থেকে লোকটিকে বাঁচাবার জন্য পিটারসন দৌড়ে গেল। কিন্তু লোকটি করল কি জান, একে তো জানালা ভেঙে ফেলেছে ভয়, তার উপর দেখল ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসারমত লোক তার দিকে ছ্‌টে আসছে, তখন সে হাঁসটিকে সেখানে ফেলে দিয়ে ছ্‌ট। টোটেনহাম কোর্ট রোডের পিছনদিককার অজস্র গোলক ধাঁধার গলির মধ্যে অদ্‌শ্য হয়ে গেল। পিটারসনকে দেখে বদমাইস লোকগ্‌লোও তখনি হাওয়া। ফলে রণক্ষেত্র তখন তার দখলে, আর সেই সঙ্গে দখলে এল জয়ের ফসল এই ছেঁড়া টুপি আর একটি রাজহংস।

'তিনি নিশ্চয়ই সেগ্‌লি মালিককে ফিরিয়ে দিলেন ব্‌ঝি?'

'বন্ধ্‌ হে, সমস্যা তো সেখানেই। এটা সত্যি যে এই রাজহংসের বাম পায়ে একটি কার্ড বাঁধা ছিল, আর তাতে লেখা: "মিসেস হেনরি বেকারের জন্য" এবং এটাও সত্যি য ওই টুপির উপর এখনও এইচ. বি. আদ্যোক্ষর দ্‌টি পড়া যায়; কিন্তু বেকার নামধারী প্রায় হাজার হাজার ব্যক্তি আছেন এবং আমাদের এই দেশে বহ্‌ হেনরি বেকার আছেন, তখন তাঁদের মধ্যে কোন একজনের কাছে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়াটা খ্‌ব সহজ য় কি?'

'পিটারসন তাহলে কী করল?'

'সে জানত, সমস্যা যতই ছোট হোক, তাতেই আমার আগ্রহ বেশী। তাই টুপি বং হাঁস দ্‌ই-ই আমার কাছে নিয়ে এল খ্‌স্টমাসের সাত সকালে। আজ সকাল পর্যন্ত সটা আমার কাছেই ছিল। তারপর পিটারসন বলল যে অল্প বরফ পড়লেও আর রী না করে ওটাকে পেটে চালান করাই উচিত। তাই পিটারসন সেটাকে নিয়ে গেছে, র যে ভদ্রলোক তার খ্‌স্টমাস-ভোজন থেকে বঞ্চিত হ'ল তার টুপিটি এখনও আমার জিম্মায় রয়েছে।'

বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় তুমি পেতে পারতে।'

'য্‌ক্তি পরম্পরায় যতটুকু অন্‌মান করা যায়।'

'তার এই টুপি দেখেই বলে দেবে।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই।'

'ঠাট্টা রাখ। প্‌রনো রঙচটা ছেঁড়া টুপি থেকে তুমি কি আবিষ্কার করবে।'

'এই নাও আমার আতস-কাঁচ হোমাস্ বলল। আমার কাজের পদ্ধতি তোমার না। টুপিটা যে লোক মাথায় দিয়েছে, তার সম্বন্ধে কতটুকু তুমি জানতে পার বল খি।'

ছেঁড়া টুপিটা হাতে নিয়ে একটু অপ্রসন্ন মনেই উল্টে পাল্টে দেখলাম। একটা ল সাধারণ কালো টুপি, শক্ত, মলিন। লাল সিল্কের লাইনিং দেওয়া ছিল, এখন রং গেছে। প্রস্তুতকারকের নাম না থাকলেও একপাশে "এইচ. বি." অক্ষর দ্‌টি লেখা ছে। টুপি ঝুলিয়ে রাখার জন্য তার কানায় ফুটো করা আছে, কিন্তু ইলাস্টিকটা ই। তাছাড়া টুপিটা ছেঁড়া, নোংরা, জায়গায় জায়গায় ছোপধরা, যদিও রং দিয়ে

সেগুলোকে ঢেকে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। 'কিছুই তো চোখে পড়ল না।' টুপিটা বন্ধুবরের হাতে ফিরিয়ে দিলুম।

'না ঠিক তার উল্টো, ওয়াটসন, সবকিছুই তোমার চোখে পড়েছে, কিন্তু চোখে দেখেও তা থেকে যুক্তি দেখাতে পারছ না। যুক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত ফাঁকিবাজ তুমি, কিছুতেই মাথা খাটিয়ে কাজ করবে না। এটা তোমার বিরাট দোষ।'

'তাহলে তুমি এই টুপি থেকে কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছলে বিশ্লেষণ কর।'

হোমস্ টুপিটা তুলে নিল। কোন কিছু পরীক্ষা করাব সময় তাঁর দৃষ্টি অদ্ভুত-ভাবে একেবারে অন্তর্মুখী হয়ে যায়; সেইভাবেই টুপিটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। 'যতটা হতে পারত তার চেয়ে হয়ত এটা অনেক কম ইঙ্গিতপূর্ণ', 'কিন্তু তবু কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা যায় এটা দেখে। তাছাড়া আরো জোরালো অনেক সম্ভাবনাও ভেবে বের করা যায়। লোকটির যে বুদ্ধিমান এক নজরেই বলা যায়; এখন একটু অভাব পড়লেও বছর তিনেক আগে তাঁর অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। খুব দূরদর্শী ছিলেন, এখন আর নন; আর সেটা একটা নৈতিক দিগ্ভ্রান্তির দিকে ইঙ্গিত করে। আর সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার কারণ সম্ভবত পানাসক্তি—ভীষণভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর স্ত্রী যে তাঁকে আগের মত ভালবাসেন না, এইটাই তার প্রধান কারণ। অবশ্য কিছুটা আত্মসম্মান তিনি এখনও বজায় রেখেছেন। তিনি স্বভাবত চুপচাপ বসে সময় কাটান, কদাচিৎ বাইরে বেরোন, মাঝ বয়সী, চুলের রং কটা, গত কয়েকদিনের মধ্যে চুল কেটেছেন, লাইমক্রিম মাখেন। তার টুপি দেখে এই স্পষ্ট ব্যাপারগুলিই অনুমান করা যায়। হ্যাঁ, ভাল কথা, তার নিজের বাড়িতে গ্যাস না থাকাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।'

'হোমস তুমি নিশ্চয় তামাসা করছ।' খুব বাড়াবাড়ি করছ।

'না না, মোটেই না। সব অনুমানগুলি খুলে বলা সত্ত্বেও ধরতে পারছ না কী করে এসব তথ্য পাওয়া গেল? এও কি সম্ভব?'

'যেমন ধর, ভদ্রলোক যে বুদ্ধিমান তা তুমি কেমন করে ধরলে?'

জবাব দিতে হোমস নিজের মাথায় টুপিটা দিল। টুপিটা কপাল ছাড়িয়ে নাকের উপর এসে পড়ল। তখন সে বলল যে, মানুষের মস্তিষ্কটা এত বড়, তার মাথায় কিছু পদার্থ থাকতেই হবে। সে বুদ্ধিমান হবেই।

'আর তার আর্থিক অবনতি?'

'টুপিটা তিন বছর আগেকার কেনা, চারপাশটা দেখেছ—কানার দিকটা কেমন কোঁকড়ানো? বছর তিনেক আগে এই ফ্যাশনটা বের হয়। তাছাড়া টুপিটা ভাল জাতের। রেশমি ফিতেটা কি ধরনের একবার দ্যাখ, আর আস্তরটাই বা কী চমৎকার। বছর তিনেক আগেও এমন বেশী দামে টুপি কেনার ক্ষমতা যাঁর ছিল, তার পরে তিনি একটিও টুপি কেনেন নি। এই থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর অবস্থা বেশ এখন পড়ে গেছে; আগে বেশ ভাল ছিল।'

'দূরদৃষ্টি আর নৈতিক পতন?'

বন্ধু হেসে বলল, এ টুপি আটকাবার ইলাস্টিকের দরুণ ছোট চাকতি আর ছিদ্রটার উপর আঙুল রেখে বলল, 'এটা তার দূরদৃষ্টি। টুপি বিক্রির সময় এগুলো লাগানো থাকে না। তিনি যদি বাতাসে টুপি উড়ে যাওয়ার জন্য সতর্কতা হিসাবে অর্ডার দিয়ে

এটা করিয়ে থাকেন তাহলে সেটা নিশ্চয়ই তার দূরদৃষ্টি পরিচয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই ইলাস্টিকটা বর্তমানে ছিঁড়ে গেছে এবং তার জায়গায় আর একটা লাগান নি। তাতেই বোঝা যায় আগে তিনি যতটা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন, এখন আর ততটা খেয়াল নেই। এটাই তো তার চারিত্রিক দুর্বলতার একমাত্র প্রমাণ। অপর পক্ষে, টুপির এই-সব দাগ তিনি রং দিয়ে ঢেকে দিতে চেষ্টা করেছেন। তা থেকেই বোঝা যায়, তিনি আত্ম-সম্মানবোধটা একেবারে হারিয়ে ফেলেন নি এখনও।'

'তোমার যুক্তি নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে।'

'আর বাকি বিশেষত্বগুলি—যেমন, তিনি যে সদ্য চুল কেটেছেন আর তিনি যে লেবুতেল মাখেন—এ সব তো আস্তরের তলার দিকটা খুঁটিয়ে দেখলেই ভালভাবে বোঝা যাবে। প্রচুর চুলের টুকরো লেগে আছে আস্তরে, আতস-কাঁচ দিয়ে দেখা যায়। এটা নিশ্চয়ই নাপিতের কাঁচিতে ছাঁটা। আঠার মত লেপ্টে আছে চুলগুলি, তাছাড়া তেলের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার। আর এই ধুলো, এই ধুলো রাস্তার ধুলোর মত ধূসর আর বালি-ভরা নয়, বরং বাড়ির ময়লা, নরম আঁশের মত বাদামি গুঁড়ো; তাতে বোঝা যায় যে ভিতরের এই আর্দ্রতার চিহ্ন নির্ভুল প্রমাণ করে যে, টুপিটা যিনি মাথায় দিতেন তিনি অল্পেতেই ঘেমে যান—সেইজন্যেই হাতে কলমে কাজ করার অভ্যাস তাঁর তেমন নেই।'

'কিন্তু তার স্ত্রীর কথা—তুমি বলেছ তিনি তার স্বামীকে ভালবাসেন না।'

'গত কয়েক সপ্তাহ টুপিটা একটুও ব্রাস করা হয় নি। দেখ ওয়াটসন, আমি যদি দেখি যে তোমার টুপিতে এক সপ্তাহে প্রচুর ধুলো জমে আছে আর তোমার স্ত্রী সেই টুপি নিয়ে তোমাকে বাইরে বেরুতে দিচ্ছেন, তাহলে তো আমারও মনে হবে যে স্ত্রীর ভালবাসা হারিয়েছ।'

'কিন্তু তিনি তো অকৃতদার হলেও হতে পারেন?'

'উঁহু, স্ত্রীর সঙ্গে সন্ধি করার জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছিলেন রাজহংসীটা। হাঁসটির বাঁ পায়ের ওই চিরকুটটার কথা ভুললে চলবে না।'

'সব প্রশ্নেরই উত্তর তোমার মুখে। কিন্তু তাঁর বাড়িতে যে গ্যাস বসানো হয় নি, এটা তুমি কোন যুক্তিতে অনুমান করলে সেটাই আগে বল।'

'মোমবাতির একটা বা দুটো দাগ হঠাৎ লেগে যেতে পারে। কিন্তু পাঁচ-পাঁচটা দাগ দেখলে আর সন্দেহ থাকবে না যে, লোকটি প্রায়ই মোমবাতি ব্যবহার করে—হয়তো এক হাতে টুপি আর অন্য হাতে মোমবাতি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। গ্যাসের বাতি থেকে তো মোমের দাগ লাগতে পারে না।'

'তা, সত্যি তোমার বুদ্ধি প্রখর বটে।' আমি হেসে বললুম, 'কিন্তু তুমি নিজেই একটু আগে বললে যে কোন দুষ্কর্মও ঘটেনি, আর রাজহংসীটা ছাড়া আর কিছু হারায়ও নি, তখন এত যুক্তি-টুক্তি সমস্তই নেহাত ক্ষমতার অপচয় করলে।'

হোমস জবাব দিতে মুখ খুলতে যাবে এমন সময় ঘরের দরজা জোরে খুলে গেল এবং সবেগে ঘরে ঢুকল প্রাক্তন সৈনিক পিটারসন। তার দুই গাল রক্তাভ, সারা মুখ বিস্ময়ে বিমূঢ়।

'ঐ রাজহংসীটা, মিস্টার হোমস! ঐ রাজহংসীটা!' সে জোর হাঁপাতে লাগল।

'অ্যাঁ! তার আবার কী হল? হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠে পাখা ঝাপটে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে নাকি?' পিটারসনের উত্তেজিত মুখ-চোখ যাতে ভালভাবে চোখে পড়ে সেইজন্যে হোমস্ সোফার উপর একটু কাত হয়ে নিল।

'দেখুন স্যার, ওটার পেটের ভিতরে আমার স্ত্রী কি একটা পেয়েছে দেখুন!' সে হাতটা মেলে ধরল। তালুর মাঝখানে একটা উজ্জ্বল ঝকঝকে নীল পাথর, আকারে একটা মটরের চেয়ে ছোট, কিন্তু এত খাঁটি আর উজ্জ্বল যে তার অন্ধকার মুঠোর মধ্যে যেন বিদ্যুৎ শিখার মত ঝলমল করে উঠছে।

শিস দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল হোমস্—'আরে শ্বাস! এ যে রত্নখনি, পিটারসন! জানো, কী ওটা পেয়েছ তুমি?'

'হীরে, স্যার! খুব দামি পাথর! এমনভাবে কাঁচ কেটে ফেলল, যেন পুডিং কাটছে!'

'দামি বললেও ভুল হবে। বলা উচিত মহামূল্য'—

'মোরকারের কাউণ্টেসের নীল পদ্মরাগ মণি নিশ্চনই নয়?' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ ঠিক তাই। সম্প্রতি 'দি টাইমস' পত্রিকায় প্রতিদিন যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আমি তা পড়েছি। তাই এর আকার ও আকৃতি আমি সব জানি। এটা অনন্য সাধারণ জিনিষ; বস্তুতঃ এর মূল্য শুধু অনুমানের বিষয়; কিন্তু এরজন্য এক হাজার পাউণ্ডের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, সেটা এর প্রকৃত মূল্যের কুড়ি ভাগের এক ভাগও নয় বলে জানবেন।'

'একেবারে হাজার পাউণ্ড! হা ভগবান!' ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে পিটারসন ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'হাজার পাউণ্ড তো মাত্র পুরস্কারের অঙ্কটা। আমি জানতে পেরেছি যে এর পেছনে কতকগুলি আবেগ অনুভূতির ব্যাপার জড়িয়ে থাকায় পাথরটার জন্য কাউণ্টেস তাঁর অর্ধেক সম্পত্তিও দিতে পারেন।

আমি বললাম, 'যতদূর মনে পড়ছে, "হোটেল কসমোপলিটন" থেকে এই হীরেটা হারিয়েছিল।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। পাঁচদিন আগে, ২২শে ডিসেম্বর। মহিলাটির রত্ন-পেটিকা থেকে এটি চুরির দায়ে জন হর্নার নামে এক মিস্ত্রীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ এত জোরালো যে মামলাটি দায়রায় সোপর্দ করা হয়েছে। মনে হয়, এখানেই সব বিবরণ পাওয়া যাবে।' খবরের কাগজগুলি উল্টে সে তারিখ পরপর মেলাতে লাগল। শেষে একখানা কাগজ সামনে মেলে ধরে নীচের প্যারাগ্রাফটা পড়তে লাগল।

হোটেল কস্‌মোপলিটানে হীরে চুরি

এ-মাসের বাইশে মোরকারের কাউণ্টেসের গয়নার বাক্স থেকে নীল পদ্মরাগ নামে একটি মূল্যবান পাথর চুরি করার জন্য জন হর্নার নামে ছাব্বিশ বছর বয়সী এক চিমনী মিস্ত্রির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। হোটেলের উপর তলার পরিচালক জেমস্‌ রাইডার এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, চুরির দিন সে হর্নারকে মোরকারের কাউণ্টেসের ড্রেসিং রুম দেখিয়ে দিয়েছিল যাতে চুল্লির দু নম্বর শিকটা সে আঁট করে বসাবার জন্য—শিকটা হঠাৎ আলগা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরে অন্যখানে ডাক পড়ায় তাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়। ফিরে এসে সে দেখে যে হর্নার চলে গেছে, দেরাজের পাল্লা ভাঙা, আর ছোট একটা মরক্কো গয়নার বাক্স ড্রেসিং-টেবিলে খোলা পড়ে আছে। পরে জানা যায় যে ঐ বাক্সটাতেই কাউণ্টেস তাঁর মণিমুক্তাগুলি রাখতেন। রাইডার তৎক্ষণাৎ ভীত হয়ে ঘণ্টা বাজায়, আর সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় হর্নারকে গ্রেফতার করা হয়; কিন্তু পাথরটা তার কাছে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কাউণ্টেসের দাসী ক্যাথারিন কুশাক এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছে যে এটা আবিষ্কার করে রাইডার এমন ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে যে সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ঐ ঘরে ঢোকে ঃ ঘরের জিনিসপত্র তখন কি অবস্থায় ছিল এ-সম্বন্ধে সে যে বর্ণনা দেয় তা রাইডারের সাক্ষের সঙ্গে মিলে যায়। বি বিভাগের ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট, হর্নারকে গ্রেফতার করা সম্বন্ধে যে প্রতিবেদন দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে হর্নার নাকি গ্রেপ্তারের সময় প্রচণ্ডভাবে ধস্তাধস্তি করেছিল ও তীব্র চিৎকার করে নিজের নির্দোষিতা ঘোষণা করেছিল। চুরির দায়ে হর্নার আগে একবার জেল খেটেছিল, এটা জেনে ম্যাজিস্ট্রেট এ-সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাকে বিচারের আদালতে সোপর্দ করেছেন। বিচারের সময় হর্নারের চোখে-মুখে তীব্র মনস্তাপ ফুটে ওঠে, শেষটায় সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায় তখন আদালত থেকে তুলে নিয়ে যেতে হয়।'

কাগজখানা একপাশে রেখে হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'হুম! পুলিশ-আদালতে এই পর্যন্ত! কিন্তু আমাদের সামনে এখন বিরাট সমস্যা হল সেই ঘটনাপরম্পরাকে আবিষ্কার করা যায় একদিকে রত্ন পেটিকা লুণ্ঠন আর অপরদিকে রয়েছে টোটেনহাম কোর্ট রোডে একটি হাঁসের পাকস্থলী। দেখতে পাচ্ছ ওয়াটসন, আমাদের এই অনুমান-গুলি এখন হঠাৎ আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এই সেই রত্ন। রত্নটি এসেছে হাঁসের পেট থেকে, হাঁসটি এসেছে সেই মিঃ হেনরি বেকারের কাছ থেকে, যার বাজে টুপির বিবরণ দিয়ে তোমার এতক্ষণ ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছি। সুতরাং এবার আমাদের সেই ভদ্রলোককে খুঁজে বের করা দরকার এবং এই ছোট রহস্যে কি ভূমিকা সে পালন করেছে সেটা স্থির করার কাজে আরও ভীষণভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। প্রথমে কাগজে বিজ্ঞাপন, তারপর অন্য ব্যবস্থা।

'একটা পেন্সিল ও কাগজ দাও তো আমাকে! "পাওয়া গেছে ঃ গুজ স্ট্রীটের মোড়ে একটা রাজহংসী ও কালো শোলার টুপি। মিস্টার হেনরি বেকার আজ সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটে আবেদন করলে জিনিসগুলো পেতে পারেন।" এটা বেশ স্পষ্ট আর সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন।

'অত্যন্ত! এ কি তাঁর চোখে পড়বে বলে মনে হচ্ছে?'

'দেখ, একজন গরীব মানুষের পক্ষে ক্ষতিটা খুব বেশী হয়েছে, কাজেই সে নিশ্চয়ই খবরের কাগজের উপর নজর রাখতে পারে। হঠাৎ জানালাটা ভেঙ্গে যায় এবং পিটারসনকে দেখে সে ভীষণ ভয় পায়। তখন পালিয়ে যাওয়া উপায় ছিল না সেজন্য কিছুই ভাবতে পারে নি। কিন্তু তারপর থেকেই ওভাবে হাঁসটাকে ফেলে যাওয়ায় নিশ্চয় তার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া বিজ্ঞাপনে তার নাম প্রকাশিত হওয়ায় সে দেখতে না পারলেও তার পরিচিত অনেকেরই এর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ওহে পিটারসন, এখনই বিজ্ঞাপনটা সান্ধ্য দৈনিকগুলিতে প্রকাশের ব্যবস্থা কর।'

'কোন কোন কাগজে স্যার?'

'ওঃ! কেন—গ্লোব, স্টার, পেলমেল, সেন্ট জেমস্ গেজেট, ইভনিং নিউজ স্ট্যান্ডার্ড, ইকো—তাছাড়া আর যে কাগজের নাম তোমার মনে পড়বে সব কাগজেই।'

'আচ্ছা। আর এই পাথরটা কি করব?'

'ও, হ্যাঁ, পাথরটা আমিই বর্তমানে রেখে দিচ্ছি। ধন্যবাদ! হ্যাঁ, ফেরার পথে মনে করে একটা হাঁস কিনে নিয়ে, আমার এখানেই দিয়ে যেয়ো। তোমার বাড়িতে হংসমাংসের যে ভূরি-ভোজ হচ্ছে তার বদলে আরেকটা হাঁস তো এই ভদ্রলোককে ফেরৎ দিতে হবে।

সৈনিকটি চলে গেলে হোমস পাথরটি নিয়ে আলোর সামনে ধরে বলল, 'খুব সুন্দর, দেখ কেমন ঝকমক করছে। অথচ অপরাধের একটা কেন্দ্রবিন্দু এটা। সব দামী পাথরই এই অবস্থা। এ পাথরটার বয়স কুড়ি বছরও হয় নি। দক্ষিণ চীনের আময় নদীর তীরে এটি পাওয়া যায়। পদ্মরাগ মণির সব গুণই এতে আছে। শুধু চুণির মত লাল না হয়ে এটির রং নীল। অল্পবয়সী হলেও ইতিমধ্যেই এর একটি অশুভ ইতিহাস গড়ে উঠেছে। চল্লিশ গ্রেণ ওজনের এই স্ফটিকগুচ্ছ অঙ্গারখণ্ডটির জন্য দুটি খুন, একটি এসিড নিক্ষেপ, একটি আত্মহত্যা ও কয়েকটি ডাকাতি সংঘটিত হয়ে গেছে। এখনি এটাকে সিন্ধুকে তালাবন্ধ করছি, আর কাউন্ট-পত্নীকে জানিয়ে দিচ্ছি যে এটা আমার জিম্মায় আছে।'

'তুমি কি মনে কর এই হনার লোকটি চুরি করে নি?'

'তা বলতে পারি না অবশ্য।'

'বেশ, তাহলে হেনরি বেকার এই ব্যাপারটায় জড়িত বলে কি মনে কর?'

'হেনরি বেকার যে সম্পূর্ণ নির্দোষ এটাই বেশি সম্ভব বলে মনে হয়। এই যে তিনি যে হাঁসটিকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার দাম যে কোন নিরেট সোনার হাঁসের চেয়েও বেশি, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। যদি আমাদের বিজ্ঞাপনের কোন উত্তর আসে তাহলে অত্যন্ত সহজেই বুঝতে পারব আমি।'

'ততক্ষণ আর কিছু করতে পার না তুমি?' যদি না থাকে আমি তাহলে ডাক্তারী কাজেই চলে যাই। সন্ধ্যার পরে এখানে আসব। এরকম একটা জটিল রহস্যের মীমাংসাটা নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'সেসময় তোমাকে দেখে ভারি ভাল লাগবে। আমি সাতটার সময় নৈশ ভোজ সেরে নিই। বোধহয় একটি বন্যকুক্কুট আছে আজ। হ্যাঁ, ভাল কথা— সম্প্রতি যে ব্যাপারটা ঘটে গেল, তাতে মনে হয় ঐ বন্য কুক্কুটের গলার থলিটা মিসেস হাডসনকে ভাল করে

দেখতে বলা উচিত।'

একটা রোগী দেখতে বেশ দেরী হয়ে গেল। সাড়ে ছ'টার সামান্য পরে আমি আবার বেকার স্ট্রীটে হাজির হলাম। বাড়িতে পেঁছে দেখি পথের আলোর মাঝখানে একটি লম্বা ভদ্রলোক বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় স্কচ টুপি, পায়ে থুতনি পর্যন্ত বোতাম আঁটা কোট। আমি পেঁছামাত্রই দরজা খুলে গেল, এবং আমরা দুজন একই সঙ্গে হোমসের ঘরে ঢুকলাম।

'মিস্টার হেনরি বেকার বোধ করি,'—আরাম-কেদারা থেকে উঠতে উঠতে হোমস্ বলল। অদ্ভুত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কোন কোন মানুষকে সাদরে আপ্যায়ন করতে পারেন; ঠিক সেইভাবেই সে আগন্তুককে এখন আপ্যায়ন করল।—'চুল্লির কাছে এই চেয়ারটায় বসুন, মিস্টার বেকার। রাতটা বেশ ঠাণ্ডা আজ, আর আপনি যে পোশাক পরে পথে বেরিয়েছেন শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালেই বেশি মানায়। আর ওয়াটসন, তুমি একবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছ। মিস্টার বেকার, এই টুপিটা কি আপনার?'

'হ্যাঁ, ওটা যে আমারই টুপি তাতে সন্দেহ নেই।'

তিনি একজন বিশালকায় ব্যক্তি,—চওড়া কাঁধ, শক্ত মাথা, প্রশস্ত বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, কটা বাদামী রঙের ছুঁচলো দাড়ি। নাকে ও গালে লালের ছোপ, প্রসারিত হাতখানা সামান্য কাঁপছে। তাকে দেখে তার অভ্যাস সম্পর্কে হোমসের সকালের কথা আমার মনে পড়ে গেল। তার বিবর্ণ ফ্রক কোটটা আগাগোড়া বোতাম আঁটা, কলারটা ওল্টানো, আস্তিন থেকে বেরিয়ে আসা সরু কব্জিতে কফ বা শার্টের চিহ্নও নেই। তিনি কথা বলছেন আস্তে আস্তে। শুনলে মনে হয়, লোকটি পণ্ডিত, কিন্তু ভাগ্যের জন্য কিছু করতে পারেন নি।

'জিনিসগুলো আমরা কয়েকদিন রক্ষা করেছিলুম', হোমস্ বলল, 'কারণ আমরা ভেবেছিলুম বুঝি আপনিই প্রথমে নামধাম দিয়ে কোন বিজ্ঞাপন দেবেন। কেন যে বিজ্ঞাপন দেননি তা বুঝতে পারছি না।

আগন্তুক হেসে উঠে বললেন, 'আগেকার মত এখন আর আমার হাতে পয়সা নেই। যে বদমাইস লোকগুলি আমাকে আক্রমণ করেছিল তারাই যে আমার টুপি আর হাঁসটা নিয়ে হাওয়া হয়েছিল। কাজেই জিনিসগুলি ফিরে পাবার আশা না করে আরও কিছু অর্থব্যয় করতে আমি চাই নি।'

'তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কথা—পাখিটাকে আমরা বাধ্য হয়ে খেয়ে ফেলেছি।'

'খেয়ে ফেলেছেন!' আগন্তুক উত্তেজনায় চেয়ার থেকে অর্ধেকটা উঠে পড়লেন।

'হ্যাঁ, তা যদি না খেতুম তাহলে ওটা কারোই কোন কাজে আসত না। তবে আমার অনুমান, রাখার ওই আলমারীটাই অন্য যে বদলী রাজহংসীটি বাঁধা আছে, ওজন একই, উপরন্তু একেবারেই টাটকা। কাজেই আপনার সদুদ্দেশ্য সাধন করবে।'

'বাঁচালেন!' স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন মিস্টার বেকার।

'অবশ্য আপনার পাখিটার পালক, ঠ্যাং, গলার থলি ইত্যাদি এখনও আমাদের কাছে আছে। যদি চান তো দেওয়া যেতে পারে।'

হো হো ক'রে সহৃদয় হাসি হেসে উঠলেন মিস্টার বেকার। 'বললেন, আমার অভিযানের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে হয়ত ওগুলো কাজে লাগতে পারে, কিন্তু তাছাড়া আমার মরা পাখীর পালক কোন্ কাজে লাগবে তা আমি বুঝতে পারছি না। আজ্ঞে না, আপনার আলমারিটার যে চমৎকার পক্ষীটি দেখা যাচ্ছে আপনার অনুমোদন পেলে আমার ওটা হলেই চলে যাবে।'

একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস্ আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

তারপর বলল, 'তাহলে এই আপনার টুপি, আর এই আপনার হাঁস। ভাল কথা, সে হাঁসটা কোথায় পেয়েছিলেন সেকথা আমাকে বলতে কি আপনার আপত্তি হবে? আমি খুব কুক্কুটপ্রিয়। তাই কথাটা জিজ্ঞাসা করছি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' বেকার উঠে দাঁড়িয়ে ততক্ষণে তাঁর নবলব্ধ জিনিষটি হস্তগত করেছেন: 'মিউজিয়ামের কাছে যে আল্‌ফা ইন্ আছে, আমরা মাঝে মাঝে সেখানে যাই—দিবাভাগে আমাকে প্রতিদিন মিউজিয়ামেই পাওয়া যাবে। আমাদের সরাইওলাটি চমৎকার মানুষ, উইণ্ডিগেট তার নাম। সে সম্প্রতি এক রাজহংসী সংঘ স্থাপন করেছে। সপ্তাহে কয়েক পেনি করে চাঁদা দিলে বড়দিনে আস্ত একটি হাঁস উপহার হিসাবে পাওয়া যায়। যথা সময়ে আমি চাঁদা দিয়ে থাকি, তারপর কী হয়েছে তা তো আপনি নিজেই জানেন। আপনার কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই, কারণ, যতই বলুন, আমার বয়সের পক্ষে এ-সব স্কচ টুপি মোটেই মানায় না।' এমন সাড়ম্বরে ও গভীরভাবে তিনি আমাদের দুজনকে অভিবাদন করলেন যে সেটা খুব ভাল লাগলো। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি চলে গেলেন।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হোমস বলল, 'মিঃ হেনরি বেকারের এখানেই ইতি।' একথা নিশ্চিত যে এ ব্যাপারের কিছুই তিনি জানেন না। তোমার ক্ষিধে যদি না পেয়ে থাকে তাহলে বেরিয়ে পড়ি, সান্ধ্য ভোজটাকে না-হয় আজ নৈশ ভোজেই রূপান্তরিত করা যাক, গরম থাকতে থাকতে এই সূত্রটার অনুসরণ করে দেখা যাক।

বাইরে শীতার্ত রাত। আমারা আলস্টার চাপিয়ে গলাবন্ধ জড়িয়ে নিলাম। নির্মেঘ আকাশে তারার আলোও যেন শীতে কাঁপছে। পথচারীদের নিঃশ্বাসে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ডক্টরস কোয়ার্টার, উইম্পল্ স্ট্রীট, হার্লে স্ট্রীট পেরিয়ে উইগমোর স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অক্সফোর্ড স্ট্রীটে পড়লাম। আমাদের পায়ের শব্দ বেশ জোরে জোরে বাজতে লাগল। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা আলফা ইন্-এর ব্লুমসবেরীতে পৌঁছলাম। হলবর্ণ যাবার একটি রাস্তার উপরে এই হোটেলটি অবস্থিত। দরজাটা ঠেলে বার-এর ভিতরে ঢুকে মালিককে দু'গ্লাস বীয়ারের অর্ডার দিল।

'তোমার হাঁসগুলো যেমন ভাল, বিয়ারও যদি তেমনি হয় তাহলে চমৎকার বলতে হবে।

রীতিমত অবাক দেখ'লো সরাইওলাকে—আমার হাঁস মানে।'

'হ্যাঁ। এই তো আধঘণ্টাও হয়নি মিস্টার হেনরি বেকারের সঙ্গে কথা হল। আপনার রাজহংসী সঙ্ঘের একজন সভ্য তিনি।'

'ও' হ্যাঁ, এতক্ষণে ঠিক বুঝলাম। কিন্তু সে তো আজ্ঞে আমার হাঁস নয়।

'তাই নাকি! কার তাহলে?'

'কভেণ্ট গার্ডেনের এক দোকানির কাছ থেকে দু-ডজন হাঁস কিনে এনেছিলুম আমি।'

'তার নাম ব্রেকিনরিজ।'

'না, তাকে অবিশ্যি চিনি না। তা, বেশ, আপনার স্বাস্থ্য আরো ভাল হোক দোকানেরও দিন-দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক।' হোমস বিয়ারের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল—শুভরাত্রি।

হোলবোর্নের ভিতর দিয়ে এণ্ডেল স্ট্রীটের কাছ ঘেঁসে বস্তিগুলোর বাঁকাচোরা গলি দিয়ে কভেণ্ট গার্ডেন মার্কেটে হাজির হলুম আমরা। বাজারের মস্ত দোকানগুলোর গায়ে ব্রেকিনরিজের নাম লেখা। মালিক দেখতে ঘোড়ের মত; মুখচোখ ধারালো, দু গালে ছুঁচলো জুলপি। দোকানের খড়খড়ি লাগাচ্ছে একটা ছেলে।

'শুভ সন্ধ্যা। বেজাই ঠাণ্ডা রাত!' বলল, হোমস।'

মাথা নেড়ে দোকানি আমার সঙ্গীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'হাঁসগুলো সব শেষ হয়ে গেছে দেখছি!' ফাঁকা চ্যাপ্টা মত মার্বেল পাথরের চাঁইগুলো দেখিয়ে বলল।'

'তা, কাল সকালেই পাঁচশোটা দিতে পারব আপনাকে।'

'তাতে আর কী লাভ হবে আমার।'

'দেখুন, গ্যাসের আলো জ্বালা যে দোকানটি দেখছেন ওখানে হয়ত পেতে পারেন।'

'কিন্তু তিনি যে আপনার কথাই বিশেষ করে বলদিলেন।'

'কে বলুন তো?'

'আলফা'-র মালিক।'

'তা বটে। দু ডজন তাকে পাঠিয়েছিলাম।'

পাখিগুলো খুব ভাল জাতের। আচ্ছা সেগুলো কোথায় পেয়েছিলেন।

এ প্রশ্নে দোকানদারটি রেগে টং হয়ে উঠল দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

মাথা সোজা করে কোমরে হাত দিয়ে সে বলে উঠল, 'আরে মিস্টার, আপনি কি চান? যা বলবার সোজাসুজি বলুন।'

'সোজাসুজিই বলছি। আলফায় যে হাঁসগুলো পাঠিয়েছিলে সে কার কাছ থেকে কিনেছিলে জানতে চাচ্ছি আমি।'

'ও তাই নাকি? তা, সে তো আপনাকে বলব না! কেটে পড়ুন দেখি এবার!'

'এটা তো তেমন জরুরি কিছু নয়! এমন একটা সামান্য ব্যাপারে এত গরম হয়ে ওঠার কি কারণ হল তা তো বুঝতে পারছি না!'

'গরম! আমার মত বিরক্ত হতে হলে আপনিও গরম না হয়ে পারতেন না। ভাল টাকা দিয়েছি, ভাল মাল কিনেছি, ব্যাস, সেখানেই শেষ হয়ে গেল। তা নয়, সে হাঁসগুলো কোথায়?' 'হাঁসগুলো কাকে বিক্রি করেছ?' 'সে হাঁসগুলোর জন্য কত দাম চাও?' এমন সব আজেবাজে প্রশ্ন শুনলে মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি ওগুলো ছাড়া আর হাঁস নেই।'

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে হোমস বলল—'অন্য কে বা কারা তোমাকে এসে খুঁচিয়েছিল

ঠিক জানি না। তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই ভাই। বলতে না চাইলে বোলো না, ব্যাস ল্যাঠা চুকে গেল। কিন্তু কি জানি, এসব পাখি টাখির ব্যাপারে আমি কিছু বুঝিনা কিন্তু মিলিয়ে দেখতে চাই। যেটা খেলুম আসলে সেটা পাড়াগেঁয়ে হাঁস, এই বলে পাঁচ পাউণ্ড বাজি ধরেছি একজনের সঙ্গে। সেজন্যে তোমার কাছে আসা।

'তাহলে মশাই, ও-পাঁচ পাউণ্ড আপনার গেল! ওটা শহুরে পাখি।' দোকানি সোজা মুখের উপর উত্তর দিল।

'না মোটেই না!' তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

'আপনি কি মনে করেন পাখির ব্যাপারে আপনি আমার থেকে বেশী বুঝেন। বাচ্চা বয়স থেকে আমি পাখির কারবার করছি। আমি বলছি, 'আলফা'-তে যেগুলো পাঠিয়ে ছিলাম সে সবগুলিই শহরের রাজহাঁস।

'তুমি আমাকে সেকথা বিশ্বাস করাতে পারবে না।'

'বেশ, বাজী ধরুন?'

'তাহলে তো খামকা তোমার ট্যাক থেকে টাকা খসে যাবে, কারণ আমি যে ঠিক বলেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে, একগুঁয়েমি করে যে কোন লাভ নেই এটার জন্যেই না-হয় এক সভারিন বাজি ধরছি আমি।'

দোকানদার মুখ টিপে হেসে বলল, 'বিল, খাতাগুলো নিয়ে আয়।'

ছোকরাটি একখানা পাতলা খাতা ও একখানা মোটা খাতা দু'খানাই আলোর কাছে রাখল।

'দেখুন তাহলে সবজান্তা মশাই!' দোকানি বলল—'ভেবেছিলুম হাঁসগুলো সব বুঝি বিক্রি হয়ে গেছে, কিন্তু দেখতে পাবেন এখনও একটা হাঁস রয়ে গেছে এখানে। এই ছোট খাতাটা দেখছেন তো?'

'এটা কি?'

যাদের কাছ থেকে মাল কিনি এটা তাদের লিষ্ট। দেখতে পাচ্ছেন? এই পাতায় আছে গ্রামের লোকদের নাম আর তাদের নামের পাশে যে সংখ্যা সেটা হল বড় লেজারের যে পাতায় তাদের হিসাব আছে তার পৃষ্ঠা সংখ্যা। এবার লাল কালিতে লেখা আরেকটা পাতা দেখতে পাচ্ছেন? এটা হচ্ছে শহরের সরবরাহকারীদের লিষ্ট। এবার, তৃতীয় নামটা দেখুন।

'মিসেস ওকশট, ১১৭ ব্রিক্সটন রোড ২৪৯,' হোমস পড়ল।

'ঠিক আছে। এবার লেজার খুলুন দেখি।'

হোমস পাতা উল্টে দেখল।—'এই যে—মিসেস ওকশট, ১১৭ ব্রিক্সটন রোড, হাঁস মুরগির ও ডিমের চালানির বিরাট প্রতিষ্ঠান।'

'এবার দেখুন শেষ লেখাটা কবেকার।'

'ডিসেম্বর ২২। চব্বিশটা রাজহাঁস, দাম সাড়ে সাত শিলিং।'

'ঠিক তাই। দেখলেন তো কী দাঁড়াল। আর তলায় কী লেখা?'

'আলফার মিস্টার উইণ্ডিগেটের কাছে বারো শিলিং-এ বেচা হল।'

'এবার বলুন আপনার কী বলার আছে কিছু।'

শার্লক হোমসকে খুব দুঃখিত দেখাল। একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে পাথরের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর এমনভাবে বেরিয়ে এল যেন তার বিরক্তি কথায় প্রকাশিত করা সম্ভব নয়। বেশ কয়েক পদ এগিয়ে একটা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে এসে দাঁড়িয়ে এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগল যেটা তারই একান্ত বৈশিষ্ট্য।

'যখনই দেখবে কোন লোকের জুলপি ও রকম করে ছাঁটা আর পকেট থেকে পাটকিলে রঙের রুমাল বেরিয়ে আছে, তখনই বুঝবে যে তাকে বাজি ধরানো যাবে।' হোমস মন্তব্য করলেন—'বাজী একশো পাউন্ড ধরলে লোকটা কিছুই বলত না। অথচ যেই ভাবল যে সে বাজি ধরেছে অমনি কী রকমভাবে পুরো খবর দিয়ে দিল। তা ওয়াটসন, আমাদের অনুসন্ধান তো প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন শুধু বাকি মিসেস ওকশটের কাছে আমরা কখন যাব—আজ রাতেই, না কালকের জন্যে তুলে রেখে দেব? এই খেঁকিয়ে ওঠা লোকটার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা ছাড়াও আরো অনেকেই এ ব্যাপারটায় নাক গলিয়েছে! ফলে আমার উচিত—'

তার কথা শেষ হবার আগেই যে দোকান থেকে আমরা এইমাত্র বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে একটা জোর গোলমাল শোনা গেল। পিছন ফিরে দেখলাম, ঝুলন্ত বাতির থেকে ছিটকে পড়া আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোটখাট লোক, আর দোকানদার ব্রেকিনরিজ দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে লোকটিকে ঘুষি দেখাচ্ছে ও চেঁচাচ্ছে।

'যথেষ্ট হয়েছে তোমাকে আর তোমার ওই হাঁসকে নিয়ে!' চেঁচিয়ে উঠল ব্রেকিনরিজ—ফের যদি আমাকে জ্বালাতে আসো, তাহলে নির্ঘাত কুত্তা লেলিয়ে দেব! মিসেস ওকশটকে নিয়ে এস, যা জবাব দেবার তাকেই দেব। কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি বারবার মাথা গলাতে আস কোন সাহসে? হাঁসগুলো কি তোমার কাছ থেকে কিনে ছিলুম?' তোমার কি ধারি না খাই?

লোকটি প্যান-প্যান করতে লাগল তা নয়, ওই হাঁসের মধ্যে আমার একটা হাঁস ছিল।

'বেশ তো, সেই মিসেস ওকশটের কাছ থেকেই একটা চেয়ে নিলেই তো পার।

'তিনি যে বললেন তোমার কাছে চাইতে?'

'ভাল জ্বালা। ইচ্ছা হয় তুমি প্রুশিয়ার রাজার কাছে গিয়ে চাও, তাতে আমার কি? খুব হয়েছে; এখুনি বের হও বলছি। সে ক্রুদ্ধভাবে এগিয়ে যেতেই অপর লোকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'যাক, এর ফলে ব্রিক্সটন রোডে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। হোমস ফিসফিস করে বলল, 'এস তো আমরা দেখি এই লোকটার কাছ থেকে কী জানা যায়!' লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার বন্ধুটি এগিয়ে গিয়ে বেঁটে লোকটাকে ধরে ফেলল। আস্তে তার কাঁধে হাত রাখল হোমস। অমনি লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো। গ্যাসের আলোয় তাকিয়ে দেখলুম লোকটার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।'

বেশ শান্ত গলায় হোমস বলল, 'ক্ষমা করবেন, ঐ দোকানদারকে হাঁস সম্বন্ধে এইমাত্র যেসব কথা আপনি বলছিলেন সেগুলো আমার কানে এসেছে। মনে হয় এ বিষয়ে আমি আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারব।

'আপনি? আপনি কে! আপনি এসব জানলেন কেমন করে!'

'আমার নাম শার্লক হোমস। অন্য লোক যা জানে না তা জানাই আমার কাজ।'

'কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু তো আপনার জানবার কথা নয়।'

'মাফ করবেন, এ-ব্যাপারের আগাগোড়া সবই খবর আমি জানি। ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকশট ব্রেকিনরিজকে কতগুলো হাঁস বেঁচেছিলেন, আপনি এইমাত্র যেগুলোর হদিশ জানার জন্য এসেছেন, ব্রেকিনরিজ সেগুলো বেচেছে 'আলফা'-র মিস্টার উইন্ডিগেটকে, তিনি আবার বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সঙ্ঘের লোকদের কাছে, যার একজন স্থায়ী সভ্য হলেন মিস্টার হেনরি বেকার।'

'ও স্যার আপনাকেই আমার এখন প্রয়োজন, দুই কম্পিত হাত বাড়িয়ে লোকটি বলে উঠলেন। 'এ ব্যাপারে আমার যে কত আগ্রহ আপনাকে ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

একটা চার চাকার গাড়ি যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, হাত নেড়ে সেটাকে থামিয়ে বলল, 'সে ক্ষেত্রে এই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় না দাঁড়িয়ে বরং একটা গরম ঘরে বসে আলোচনা করলেই ভাল হবে। কিন্তু আর কোন কথা হবার আগে দয়া করে বলুন, কাকে সাহায্য করার সৌভাগ্য লাভ করছি আমি?'

লোকটি ইতস্তত করে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমার নাম জন রবিন্সন।'

হোমস মিষ্টি গলায় বলল, 'উ-হুঁ হুঁ ঠিক নাম বলুন। ওরফে নাম নিয়ে কাজ করা যাবে না।

আগন্তুকের সাদা গাল দুটি লাল হয়ে গেল। আমার আসল নাম জেমস রাইডার।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। হোটেল কসমোপলিটান এর প্রধান পরিচারক। দয়া করে গাড়িতে উঠুন। আপনি যা যা জানতে চান সব জানতে পারবেন।'

এক চোখে ভয় আর অন্য চোখে আশা নিয়ে আমাদের দু-জনের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে ভাবছে হয়ত মনে মনে সর্বনাশের মুখোমুখি, না অভাবনীয় লাভের আশায়। গাড়িতে উঠে বসল আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেকার ষ্ট্রীটের বৈঠকখানায় ফিরে এলুম। গাড়িতে আর কোন কথাবার্তা হয় নি, কিন্তু আমাদের নতুন সঙ্গীর ঘন ঘন নিশ্বাস আর হাত কচলানো থেকে বুঝতে পারছি যে ভিতরে ভিতরে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

ঘরে ঢুকে হোমস সানন্দে বললেন, 'এসে পড়েছি। আজকের এই আবহাওয়ায় আগুনটার বিশেষ দরকার। মিঃ রাইডার, আপনার বেশ শীত শীত করছে মনে হচ্ছে। ওই বাস্কেট চেয়ারটায় বসুন। আপনার ব্যাপারটা মেটাবার আগে আমি চটিটা পায়ে দিয়ে নি। হ্যাঁ, এইবার বলুন। আপনি জানতে চান সে হাঁসগুলোর কি হল, এই তো?' বরং বলা যাক একটা হাঁস। নিশ্চয় সেই একটা হাঁসের ব্যাপারেই আপনার আগ্রহ বেশী—সাদা রং, লেজে কালো টান এই তো।'

রাইডার আবেগে ভীষণ কাঁপতে লাগল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছেন স্যার। বলতে পারেন সে হাঁসটা কোথায় এবং কার কাছে আছে।

'এখানেই এসেছিল।'

'এখানে এসেছিল ?'

'হ্যাঁ। হাঁসটা কিন্তু নেহাত সাধারণ নয়, অমন হাঁস এর আগে আর দেখা যায় নি। আপনার যে সেটা সম্বন্ধে কৌতূহল হবে, তাতে আমি মোটেই অবাক্ হই নি। কারণ মরার আগে পাখিটা ডিম পেড়েছিল—ছোট্ট একটা সুন্দর নীল ডিম, আস্ত নিরেট, আর কী ঝকঝকে সুন্দর। আমার বিচিত্র সংগ্রহের মধ্যে রেখে দিয়েছি সেটাকে।'

লোকটি টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ম্যাণ্টেলপিসটা চেপে ধরল। হোমস সিন্দুকের তালা খুলে নীল পদ্মরাগ মণিটা তুলে ধরতে সেটা ঝলমলিয়ে উঠল। রাইডার হাঁ করে দেখতে লাগল।

'খেলা ফুরোলো, রাইডার।' শান্ত গলায় বলল হোমস্—'সাবধানে সোজা হয়ে দাঁড়াও, না-হলে এক্ষুনি তুমি আগুনে পুড়ে যাবে। ওয়াটসন, ওকে ধরে ওর চেয়ারে বসিয়ে দাও তো! কুকর্মের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার মত মনের জোর ওর বুকে নেই। ফোঁটা কয়েক ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দাও বরং। হ্যাঁ, এবার ওকে একটু মানুষের মত দেখাচ্ছে। পুঁটিমাছের চেয়েও দুর্বল লোকটা!'

পা টলে লোকটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। ব্র্যাণ্ডি খেয়ে একটু সুস্থ হল। এই চোখ মেলে তাকিয়ে রইল হোমসের দিকে।'

'সবগুলো সুতো খেই আমার হাতের মধ্যে এসেছে। প্রয়োজনীয় সব প্রমাণও আমি পেয়েছি। তোমার বলবার মত বিশেষ কিছু আর বাকি নেই। তবু মামলাটা ভরাট করার জন্য যেটুকু সামান্য বাকি আছে সেটা বল। মোরকারের কাউণ্ট-পত্নীর এই নীল পাথরের কথা তুমি আগেই শুনেছিলে ?'

ভাঙা গলায় সে বলল, 'ক্যাথারিন কুসাক আমাকে মণিটার কথা বলেছিল।'

'বুঝলুম। কাউণ্টেসের দাসী ? হুঁ, অত্যন্ত সহজে ধনপ্রাপ্তির এই লোভ সামলানো তোমার পক্ষে দেখছি কঠিন হয়ে উঠেছিল—তোমার চেয়ে অনেক অনেক ভাল লোকেরাও এই লোভ সামলাতে পারে নি। কিন্তু যে-উপায়ে তুমি পাথরটা চুরি করেছিলে তার জন্য বিবেক-দংশন অনুভব করেছ না! আমার মনে হয় রাইডার, তোমার মধ্যে শয়তান হয়ে জেগে ওঠার সুন্দর উপাদান আছে। তুমি ভেবেছিলে যে চিমনি সারাই হবার আগে এমনি একটা ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়েছিল বলে হর্নারের উপরেই চট করে লোকের সব সন্দেহ পড়বে। তাই তুমি কী করলে, কাউণ্টেসের ঘরের চিমনিটা নষ্ট করে দিলে —তুমি আর তোমার শাকরেদ কুশাক—আর সারাবার জন্যে হর্নারের ডাক পড়ল সেদিক নজর রাখলে। তারপর যেই সে সারিয়ে চলে গেল অমনি তুমি গয়নার বাক্স ভেঙে পাথরটা সরিয়ে ফেলে বিপদের সঙ্কেত দিলে, আর বেচারি হর্নার যাতে গেপ্তার হয় সে ব্যবস্থা করলে। তারপর তুমি—'

সহসা রাইডার মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বন্ধুদের হাঁটু জড়িয়ে ধরল। আর্তনাদ করে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করুন। আমার বাবা ও মায়ের কথা ভাবুন। একথা শুনলে তাদের বুক ভেঙে যাবে। এর আগে আর কখনও আমি একটুও পাপ করি নি। ভবিষ্যতে কোনদিন করব না। আমি শপথ করে বলছি। বাইবেলের নামে শপথ করছি! দয়া করে এটাকে আদালতে নেবেন না। খৃস্টের

দোহাই, নেবেন না।' আমাকে এবারের মত প্রাণে বাঁচান।

'চেয়ারে গিয়ে বস!' কঠোর স্বরে বলল হোমস্—'এখন পায়ে পড়ে হামাগুড়ি দিতে খুব ভাল লাগছে—কিন্তু বেচারা হর্নার যখন বিনা দোষে কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল তখন তার কথা তুমি কি ভেবেছিলে?'

'মিঃ হোমস, আমি পালিয়ে যাব। এদেশ ছেড়ে চলে যাব। তাহলেই তার বিরুদ্ধে আর কিছু হবে না।'

'হুম। পরে সে কথা হবে এখন তোমার কাজের সত্য ঘটনা বল। হাঁসের পেটে পাথরটা গেল কেমন করে? হাঁসটাই বা খোলা বাজারে বিক্রী হল কেমন করে? সত্য কথা যদি বল, কারণ সেইটেই তোমার বাঁচবার একমাত্র রাস্তা।'

শুকনো ঠোঁটের উপর জিভ বুলিয়ে রাইডার বলল 'ঠিক যা যা হয়েছিল তাই আপনাকে সমস্ত আমি খুলে বলছি।' 'হর্নার গ্রেফতার হতেই আমার মনে হল, এক্ষুনি যদি পাথরটা কোথাও সরিয়ে দিতে পারি তাহলেই সবচেয়ে ভাল কাজ হবে, কারণ পুলিশ আমাকে বা আমার ঘর তল্লাস করতে চাইবে। হোটেলের কোন জায়গা নিরাপদ নয়। কেউ যেন আমাকে কোন কাজে পাঠাচ্ছে এই ভাব করে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। সোজা গেলুম আমার বোনের বাড়ি। ওকশট নামে একজনকে সে বিয়ে করেছে। ব্রিক্সটন রোডে থাকে তারা, আর হাঁস-মুরগি পোষে বেচার জন্য। রাস্তার প্রত্যেকটি লোককেই আমার পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা বলে মনে হল। খুব ঠাণ্ডা ছিল রাতটা, তা সত্ত্বেও ব্রিক্সটন রোডে পেঁছিবার আগেই আমি যেন ঘেমে নেয়ে উঠলুম। বোন আমাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করল ব্যাপার কী, অমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন। আমি বললুম হোটেলে একটা পাথর চুরি হয়েছে তার জন্য আমি বড্ড বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। তারপর আমি বাড়ির ভিতরকার উঠোনে গিয়ে পাইপ টানতে টানতে ভাবতে লাগলুম এখন কী উপায় করা যায়।

'একসময় আমার মড্সুলি নামে এক বন্ধু ছিল। সে একেবারে গোল্লায় গিয়েছে এবং পেণ্টনভিলে বাস করে। একদিন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কথায় কথায় চোরদের চুরির কথা এবং কিভাবে তারা চোরাই মাল পাচার করে সেকথা বলছিল। তার অনেক কথা আমি জানতাম, তাই মনে করলাম যে সে আমাকে ফাঁসাবে না। তাই মনে করলাম, কিলবার্নে তার কাছে গিয়ে সব কথা বলব। পাথরটাকে কি করে বিক্রি করা যায় সেটা সেই আমাকে বলে দেবে। কিন্তু নিরাপদে তার কাছে যাব কি করে? মনে পড়ল, হোটেল থেকে বেরোবার সময় কী কষ্ট আমার হচ্ছিল। যে কোন মুহূর্তে আমাকে ধরে তল্লাসী করতে পারে। অথচ পাথরটা তখনও আমার ওয়েস্ট-কোটের পকেটে ছিল। সেই সময়ে আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে আমার পায়ের মাথায় খেলে গেল, যার দ্বারা যেকোন বড় গোয়েন্দাকে ঘায়েল করে দিতে পারব।

'কয়েক সপ্তাহ আগে বোন বলছিল যে উপহার হিসেবে তার সেরা যে কোন হাঁস আমি নিতে পারি। তার যেকথা সে কাজ এটা আমার ভালভাবে জানা। এক্ষুনি আমার হাঁসটাকে চাইলেই তো হয়! আর ওই হাঁসের মধ্যেই পাথরটা নিয়ে কিলবার্নে চলে যাব। উঠোনের এক কোণায় একটা ছোট্ট চালা মত ছিল, তার পিছনে আমি একটা ধরলাম। চমৎকার একটা বড় নাদুস-নুদুস রাজহংসী—ধবধবে সাদা, ল্যাজের কাছটায়

একটা কালো ডোরা। হাঁসটাকে ধরে তার ঠোঁট ফাঁক করে পাথরটা আমি আঙুল দিয়ে তার গলায় ঢুকিয়ে দিলুম। হাঁসটা ঢোক গিলতেই দেখতে পেলুম কণ্ঠনালী দিয়ে পাথরটা ভিতরে চলে গেল। কিন্তু হতচ্ছাড়া হাঁসটা ডানা ছাপটে যেন কুস্তি করতে লাগল। তখন আমার বোন এসে জিজ্ঞাসা করল এত সরগোল কিসের। যেই তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ফিরেছি অমনি হাঁসটা আমার হাত ছাড়িয়ে বাকি হাঁসগুলোর মধ্যে মিশে গেল।

'আমি বললাম, 'বড়দিনে তুমি আমাকে একটা হাঁস দেবে বলেছিলে? তাই দেখছিলাম কোন্‌টা সবচাইতে মোটাসোটা সেটাকে আমার চাই।

'সে বলল, 'ওঃ এই ব্যাপার! তা তোর জন্যে তো একটা হাঁস আলাদা করে রেখেছি। জেমসের হাঁস, এই নাম দিয়েছি আমরা ওটার। ওই যে মস্ত সাদা হাঁসটা দিখছিস, ওটাই তোর জন্য। সব-সুদ্ধু ছাব্বিশটা হাঁস আছে, একটা তোর আর একটা আমাদের জন্যে, আর বাকি দু-ডজন বিক্রি করা হবে।

'ধন্যবাদ ম্যাগি,' আমি বললাম। 'তোমার কাছে যখন সবই সমান, যেটা এইমাত্র ধরেছিলাম আমি সেইটেই আমার।'

'সে বলল, 'অন্যটা কিন্তু তিন পাউণ্ড বেশী ওজনের। তোমার জন্যই ভাল করে খাইয়ে মোটা করা হয়েছে।'

'না, না। আমি এইটেই চাই। আর এটাকে এখনই নিয়ে যাব'।

'বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল, 'যা খুশি কর। তাহলে কোন্‌টা চাও?'

'ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে যেটা আছে—ওই যে লেজের দিকে ডোরাকাটা সাদাটা।'

'বেশ। ওটাকে জবাই করে নিয়ে যাও।'

'তা, আমি তার কথামত তাই করলুম। তারপর সেটাকে নিয়ে কিলবার্ন অবধি পুরো রাস্তাটা হেঁটে গেলুম, মিস্টার হোমস্‌। কী কাণ্ড করেছি বন্ধুকে সব খুলে বললুম, কারণ সে এমনি বিশ্বাসী মানুষ যে তাকে সব কথা খুলে বলা চলে। হাসতে-হাসতে তার যেন দম বন্ধ হয়ে গেল। তারপর একটা ছুরি এনে হাঁসটা চিরে দেখলুম আমরা। কিন্তু পাথরটার কোন হদিশই তার মধ্যে পাওয়া গেল না, আমার বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। নিশ্চয়ই মস্ত একটা ভুল হয়েছে যেন কোথাও। হাঁসটা ফেলে তক্ষুনি আবার বোনের বাড়ি ছুটে গেলুম—কোন কথা না বলে সোজা একেবারে পিছনের উঠোনে। সেখানে গিয়ে দেখি সেখানে হাঁসের কোন চিহ্নই নেই।

'চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'ওগুলো গেল কোথায় ম্যাগি?'

'বাজারে, দোকানদারের কাছে চালান হয়ে গেছে।'

'কোভেণ্ট গার্ডেনের ব্রেকিন্‌রিজের দোকানে।

'আমি যেটা বেছে নিয়েছিলাম সেইরকম লেজের দিকে ডোরা-কাটা আর কোন হাঁস ছিল কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ জেম, ডোরা-কাটা ল্যাজওয়ালা দুটো হাঁস এর মধ্যে ছিল। সে দুটোকে আমি কোনদিন আলাদা করে চিনতে পারতাম না।'

'সবই জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে ব্রেকিনরিজের দোকানে গেলাম। কিন্তু সে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সবগুলো হাঁস তখনি বেচে দিয়েছে। কার

কাছে বেচেছে বলতে চাইল না। আপনারাও তো তার কথাগুলি শুনেছেন। যতবার গেছি, ওই একই কথা বলেছে। আমার বোন মনে মনে ভাবছে, আমি পাগল হয়ে গেছি। এক এক সময় আমার নিজেরই মনে হয়, পাগলই হয়ে গেছি। আর এখন আমি একটা চোর, ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুণ! ঈশ্বর আমার দয়া করুন।' দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বেশ জোরে জোরে।

স্তব্ধতা বিরাজ করল অনেকক্ষণ পর্যন্ত—কেবল তার দীর্ঘ নিশ্বাসে ও কান্নায় তা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে। হোমস অবশ্য টেবিলের কোণায় আঙুল দিয়ে একমনে টোকা চলেছে। তারপর হঠাৎ উঠে দরজা খুলে বলল—'বেরিয়ে যাও এক্ষুনি এই মুহূর্তে।'

'কী বলছেন? ওঃ, ভগবান আপনার ভাল করুন!' মঙ্গল করুন, সুখে রাখুন।

'আর একটাও কথা নয়! বেরিয়ে যাও বলছি এক্ষুনি।'

আর কোন কথার প্রয়োজনও ছিল না। সিঁড়িতে খট্ খট্ আওয়াজ, দরজা বন্ধ করার ঝন্ শব্দ, আর রাস্তার জোরে জোরে পদধ্বনি কানে এল।'

হোমস হাত বাড়িয়ে তার মাটির পাইপটা তুলে নিল। 'যাই বল না কেন, ওয়াটসন, পুলিশের যাবতীয় ভুল ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে আমাকে কেউ বেতন দিয়ে রাখে নি। অবশ্য হর্নারের যদি বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকত তাহলে অন্য কথা হত; কিন্তু এই লোকটা আর কখনও তার বিরুদ্ধে গিয়ে আদালতে সাক্ষী দেবে না, এবং মামলা কিছু হবে না। কী জানি, হয়ত কোন কুকর্মের সাহায্য করলুম আমি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে একটা লোকের জীবনকে আমি বাঁচিয়ে দিলুম। এ-লোকটা আর কোনদিনও কোন খারাপ কাজ করবে না। বড় বেশী ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। কিন্তু যদি তাকে জেলে পাঠিয়ে দাও এখন, অমনি দেখবে যে সে চিরকালের জন্য শয়তানে পরিণত হয়ে গেছে। তাছাড়া এখন তো ক্ষমা করবার সময়। নেহাৎ দৈবাতই আমাদের হাতে এমন অসাধারণ ও অদ্ভুত সমস্যা এসে পড়েছিল—সমাধানটাই এর একমাত্র যোগ্য পুরস্কার। ঘণ্টাটা বাজাও, ডাক্তার, আমরা আরেকটা তদন্ত আরম্ভ করব। তাতেও অবশ্য প্রধান ভূমিকা পাখি।

ডোরাকাটা ফিতের বিচিত্র রহস্য

গত আট বছর ধরে আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কর্ম-পদ্ধতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে যে সত্তরটির বেশী মামলার বিবরণ আমি খাতায় লিপিবদ্ধ করেছি সেগুলির উপর চোখ বুলোতে গিয়ে দেখছি তাদের মধ্যে কিছু বিয়োগান্ত, কিছু হাসির খোরাক, কিন্তু বিস্ময়কর, কিন্তু কোনটাই গতানুগতিক নয়; কারণ অর্থ উপার্জন অপেক্ষা শিল্পানুরাগের জন্যই সে এসব কাজ করে, আর তাই অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত ঘটনা তার মনে

নাড়া না দিলে তার সঙ্গে নিজেকে সে জড়ায় না। এইসব বিচিত্র ঘটনার মধ্যেও স্টোক মোরানের বিখ্যাত রয়লট পরিবারের সঙ্গে জড়িত অদ্ভুত ঘটনার মত আর একটা ঘটনাও আমি মনে করতে পারছি না। এই ঘটনা ঘটেছিল হোমসের সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রথম দিকে যখন বেকার স্ট্রীটে আমরা দুই অবিবাহিত যুবক একই বাসায় বাস করতাম। যদি সেসময় এ ঘটনার রহস্য গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি আমি না দিতাম, তাহলে হয়তো আরও অনেক আগেই একে আমি পাঠকের কাছে প্রকাশ করতাম। অবশ্য যে মহিলাকে কথা দিয়েছিলাম গত মাসে তার অকাল মৃত্যুর জন্য আজ আমি তা থেকে মুক্তি পেয়েছি। তাছাড়া রহস্য যা এখন প্রকাশ করাও প্রয়োজন, কারণ ডাঃ গ্রিমস্বি রয়লটের মৃত্যু নিয়ে এমন সব গুজব কানে এসেছে, যাতে সমস্ত রহস্যটা প্রকৃত সত্য অপেক্ষাও ভয়ংকর রূপে দেখা দিয়েছে।

১৮৮৩ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিক। একদিন সকালে উঠে দেখি হোমস্ খড়াচুড়া প'রে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত সে একটু দেরি করে শয্যাত্যাগ করে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি সোওয়া সাতটা। অবাক হয়ে আমি চোখ পিটপিট করলাম। একটু যে বিরক্তি বোধ করলাম না তা-ও নয়, কারণ, ঘড়ি ধরে চলাই আমার চির দিনের অভ্যাস।'

সে বলল, 'তোমাকে ডেকে তুললাম বলে রাগ কর না ওয়াটসন, কিন্তু আজ সকালে এটা সকলেরই বিধিলিপি। মিসেস হাডসনকে ডেকে তোলা হয়েছে, তিনি আমাকে তুলেছেন, আর আমি তোমাকে তুললাম।'

'তাহলে ব্যাপার কি ? আগুন নাকি ?'

'না হে, মক্কেল। একটি তরুণী খুব উত্তেজিতভাবে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য জেদ ধরেছেন। এখন তিনি বৈঠকখানায় বসে আছেন। যদি কোন যুবতী সারা শহর ঘুরে সাত সকালে দরজায় ঘা দিয়ে ঘুমন্ত লোককে টেনে তোলেন, তাহলে ভাবা স্বাভাবিক যে তিনি খুব জরুরি কিছু কাজ নিয়ে এসেছেন। মামলাটা চিত্তাকর্ষক হলে তোমায় গোড়া থেকেই শুনো ভাল। কাজেই মনে হল, তোমাকে তার সুযোগ দেওয়া দরকার বা উচিৎ।

'প্রিয় বন্ধু, কোন কিছুর জন্যই এ সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাই না।'

হোমসের পেশাগত তদন্তকার্য অনুধাবন করা এবং দ্রুতগতি অথচ ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমানের সাহায্যে যেভাবে সে ভয়ানক সমস্যাগুলির সমাধান করে তার প্রশংসা করা অপেক্ষা আনন্দ আমি আর কোন কিছুতেই পাই না। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে বন্ধুর সঙ্গে বসবার ঘরে হাজির হাজির হলাম। তার মুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা। আমরা ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল।

হোমস্ সাদরে বলল, 'সুপ্রভাত। আমি শার্লক হোমস্, আর ইনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহচর, ডক্টর ওয়াটসন। আমাকে যা বলা চলে তা এঁর সামনেও স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। যাক, দেখে খুশি হচ্ছি যে মিসেস হাডসন বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে চুল্লি জ্বালিয়ে দিয়েছে। অনুগ্রহ করে ওদিকটা ঘেঁসে বসুন। আমি এক পেয়ালা কফি ব্যবস্থা করছি, আপনি শীতে ভয়ানক কাঁপছেন।'

অনুরোধ মত আসন পরিবর্তন করে স্ত্রীলোকটি নীচু গলায় বলল, 'আমি ঠাণ্ডার

জন্য কাঁপছি না।'

'তাহলে ?'

'আতঙ্ক এবং ভয় মিঃ হোমস।' কথা বলতে বলতে সে মুখের আবরণ তুলে দিল। দেখলাম তার অবস্থা সত্যি শোচনীয় ; মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখ দুটি চঞ্চল ও ভীত। তার চোখ-মুখ ও শরীরের গঠন দেখে মনে হল তার বয়স ত্রিশ বছর ; কিন্তু চুল অকালেই সাদা হয়ে গেছে, মুখমণ্ডল ক্লান্ত ও হতশ্রী। হোমস তার দ্রুত ব্যাপক দৃষ্টিপাতে তাকে আগাগোড়া দেখে নিল এক নজরে।

সামনে ঝুঁকে তার হাতের উপর চাপড় দিতে দিতে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। সব ঠিক করে দেব। দেখছি, আপনি আজ সকালের ট্রেনে এসেছেন।

'আপনি কি আমাকে চেনেন নাকি ?'

'না। তবে আপনার বাঁ হাতের দস্তানায় ফিরতি টিকিটের সামান্য দেখা যাচ্ছে। খুব ভোরেই রওনা হয়েছিলেন। স্টেশনে পেঁছিবার আগে আপনিও ডগকার্টে অনেকটা খারাপ রাস্তা পার হয়েছেন।'

ভদ্রমহিলা ভীষণ চমকে উঠে হোমসের দিকে হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল। হোমস্ মৃদু হেসে বলল, 'এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। আপনার বাঁ হাতের সাত জায়গায় কাদার ছাপ। দাগগুলো বেশ টাটকা। ডগকার্ট ছাড়া অন্য গাড়িতে ওরকম কাদা কখনও ছিটোয় না, আর ড্রাইভারের বাঁ দিকে না বসলে গায়ে লাগে না।'

অরুণী বলল, 'আপনার যুক্তি যাই হোক, আপনার কথাগুলি ঠিক। ছ'টার আগে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে লেদারহেড পেঁচৌছি ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিটে এবং সেখানে থেকে প্রথম ট্রেন ধরে ওয়াটারলু এসেছি। স্যার, এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এভাবে চলতে থাকলি আমি পাগল হবই। আমি নির্ভর করতে পারি এরকম কেউ নেই, শুধু একজন ছাড়া ; সে আমার কথা ভাবলেও কিন্তু সে কিছুই করতে পারবে না। আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি মিঃ হোমস মিসেস্ ফারিনটোসের কাছে তার চরম বিপদের দিনে আপনি তাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। তিনি ঠিকানা দিয়েছেন। যে রহস্য চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরেছে তা থেকে বাঁচতেই হবে ? আপনার কাজের পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আমার বর্তমানে নেই ; কিন্তু দু'এক মাসের মধ্যেই আমার বিয়ে হবে, তখন অনেক টাকা আমার হাতে আসবে ; আপনি দেখবেন তখন আমি দিতে পারব।

হোমস্ দেরাজের কাছে উঠে গেল সেখান থেকে মামলার বিবরণী লেখা একটা ছোট নোটবই বার করে বলল, 'ফ্যারিন্টোশ। ঠিক, আমার মনে পড়েছে। একটা ওপ্যাল মামলা। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে আলাপ হবার আগের ঘটনা।—আমি শুধু এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে আপনার বান্ধবীর ক্ষেত্রে যে যত্ন নিয়েছিলাম, আপনার ক্ষেত্রেও আনন্দের সঙ্গে তেমন যত্ন নেব। কাজই আমার একমাত্র পুরস্কার। তবে, আপনার সুবিধে যখন হবে তখন পারলে দেবেন। এখন দয়া করে সব খুলে বলুন শোনা যাক।

'হায়!' আমার ভয় অস্পষ্ট আমার সন্দেহ ছোটখাট ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য

লোকের কাছে সে সব অতি তুচ্ছ বলে ধারণা হবে যার কাছে সাহায্য পরামর্শ চাইবার আমার অধিকার আছে সেও আমার সব কথাকেই স্ত্রীলোকের আসল কল্পনা বলে ধরে নিয়েছে। আমার আসল ভয় সেখানেই এসব কথা সে মুখে বলে না কিন্তু তার সান্ত্বনা বাক্য আর এড়িয়ে যাবার দৃষ্টি দেখেই আমি সব ধরতে পারি। আমি শুনেছি, মানব মনের শয়তানির গভীরেও আপনার সমান দৃষ্টি চলে। তাই যে বিপদ আমাকে আজ ঘিরে ধরেছে তার মধ্য দিয়ে কিভাবে আমি চলব সেবিষয়ে আপনি নিশ্চয় পরামর্শ দিতে পারবেন।'

'আমি খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার সব কথা শুনছি।'

'আমার নাম হেলেন স্টোনার। আমার সৎ পিতার সঙ্গে বাস করি, তিনি ইংলণ্ডের অত্যন্ত প্রাচীন স্যাক্সন পরিবারের শেষ বংশধর। সারে জেলার পশ্চিমপ্রান্তে স্টোক মোরানের রয়লট পরিবারের ছেলে।

হোমস মাথা নাড়ল। বলল, 'নামটা আমার বেশ পরিচিত।'

'একসময় এরা ইংলণ্ডের অন্যতম ধনী ছিল। তাদের জমিদারী সীমান্ত পেরিয়ে উত্তরে বার্কশায়ার এবং পশ্চিমে হ্যাম্পশায়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গত শতাব্দীতে পরপর চারজন বংশধর অনেক কিছু উড়িয়ে দেয় রিজেন্সির আমলে একজন জুয়াড়ী যা ছিল তাও শেষ করে দেয়। কয়েক একর জমি আর দুশো বছরের পুরনো বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। তাও মোটা টাকার মর্টগেজে বাঁধা পড়েছে। শেষ জমিদার কোনরকমে টেনে টুনে জীবন যাপন করছেন। কিন্তু তার একমাত্র পুত্র আমার সৎ পিতা আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে ডাক্তারী ডিগ্রী নিলেন এবং কলকাতা গিয়ে কর্ম-দক্ষতায় বড় রকমের প্র্যাকটিস জমিয়ে অনেকগুলি রোজগার করেন যাহোক, তাধ বাড়িতে পরপর কয়েকবার ডাকাতি হওয়ার ক্রোধের বশে তিনি তার খানসামাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন ইবং অল্পের জন্য বিচারে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পান। দীর্ঘ কারাবাসের শেষে বিষণ্ণ ও হতাশ হৃদয়ে ইংলণ্ডে ফিরে কিছু দীর্ঘ দিন জেল হয়। আসেন।

'ভারতবর্ষে থাকবার সময়ে তিনি বেঙ্গল আর্টিলারির মেজর স্টোনারের তরুণী বিধবাকে বিয়ে করেন। তিনিই আমার মা। জুলিয়া আর আমি জমজ বোন। মার দ্বিতীয় বিবাহের সময়ে আমাদের বয়স মাত্র দু-বছর। টাকা ছিল প্রচুর তার আয়ের পরিমাণ বাৎসরিক একশো পাউণ্ড আমরা যখন ডাক্তার রয়লটের কাছে ছিলাম, তখন মা সব তাঁকে লিখে দেন। তবে শর্ত ছিল যে, আমাদের দুই বোনের বিয়ে হবার পর বাৎসরিক কিছু টাকা আমাদের দিতে হবে। ইংলন্ডে ফিরে আসবার অল্পদিন পরে মার মৃত্যু হয়। আট বছর আগে ক্রু-র কাছে এক ট্রেন দুর্ঘটনায়। তারপর ডাক্তার রয়লট লণ্ডনে ডাক্তারী না করে স্টোক মোরানে তাঁর পৈতৃক বাসভবনে আমাদের নিয়ে যান। মা যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তা আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

'কিন্তু এই সময়ে আমাদের সৎ-পিতার মধ্যে একটা অসম্ভব পরিবর্তন দেখা দিল। স্টোক মোরানের একজন সন্তান, রয়লট, পরিবারের পুরনো ভবনে ফিরে আসায় প্রতি-বেশীরা প্রথমে খুবই উল্লসিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ভালবাসতেন না। আর যাদের সঙ্গে ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে যেত তাদের সঙ্গেই ভীষণ ঝগড়া ঝাটি করতেন। ক্রোধকে, বাতিকে পরিণত করা এ পরিবারের বংশানুক্রমিক ধারা। তার

"কী ওটা, জেঠা ?" আমি বললাম।'

"মৃত্যু" বলেই তিনি চেয়ার থেকে উঠে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। খাম খানা তুলে নিয়ে দেখলাম ভিতরের ভাঁজে আঠার জায়গাটার ঠিক উপরে লাল কালিতে ইংরেজি K অক্ষরটা তিনবার লেখা। পাঁচটা শুকনো বীচি ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু ছিল না। তাঁর এই ভীষণ ভয়ের কারণ কি ? কিছু না খেয়ে টেবিল ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে দেখি, তিনি নীচে নেমে আসছেন। এক হাতে পুরনো মরচে ধরা একটা চাবি, মনে হয় চিলেকোঠার, আর এক হাতে একটা ছোট পিতলের বাক্স—অনেকটা ক্যাস-বাক্সের মত দেখতে।

"করুক ওরা যা খুশি, কিন্তু এবারও আমি টেক্কা দেব!" একটা শপথ উচ্চারণ করলেন জেঠা। বললেন, "মেরিকে বলে দাও আমার ঘরে আগুন জ্বালাতে, আর হর্সম্যানের উকিল ফোর্ডহ্যামের কাছে লোক পাঠিয়ে দাও এখুনি।"

'কথামত সব ব্যবস্থা করলাম। উকিল এলে আমাকে বললেন, উপরের ঘরে যেতে। ঘরে আগুন জ্বলছে। চুল্লীতে কাগজ-পোড়া কালো ছাইয়ের স্তূপ। পাশে পিতলের বাক্সটা খোলা। সেটা খালি। বাক্সটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম, বাক্সের ডালায় তিনটে K লেখা। সকালে যেমনটি পড়েছিলাম খামের উপরে।

"জন,"—জেঠা বললেন, "তুমি আমার উইলের সাক্ষী হবে। আমার সমস্ত সম্পত্তি যাবতীয় দায় দায়িত্ব সমেত আমি ভাইকে, অর্থাৎ তোমার বাবাকে দিয়ে যাচ্ছি। পরে যে এই সম্পত্তি তুমিই পাবে তাতে সন্দেহ নেই। যদি তুমি এই সম্পত্তি শান্তিতে ভোগ করতে পার তাহলে তো ভালই, আর যদি মনে হয় যে কিছুতেই অশান্তি এড়াতে পারছ না, তবে আমার পরামর্শ শোন—তোমার যে, পরম শত্রু তাকে দিয়ে দিয়ো। এ-রকম দু-মুখো জিনিস দিয়ে যেতে হবে বলে আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোনদিকে মোড় নেবে তা আমি ঠিক বলতে পারছি না। মিঃ ফোর্ডহ্যাম যেখানে বলবেন তোমার নাম সেখানে সই করে দাও।"

'নির্দেশমত সই করলাম। উকিল কাগজটা নিয়ে চলে গেলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা আমাকে মুহ্যমান করে ফেলল। আমি নানাভাবে ভাবলাম। মনে মনে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়েও কোন হদিস করতে পারলাম না। অথচ এর ফলে যে ভয়ের ভাবটা মনের মধ্যে ঢুকে গেল সেটাকেও ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। অবশ্য যত দিন কাটতে লাগল, সে ভাবটাও খানিকটা কমে যেতে লাগল। আমাদের জীবনযাত্রা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। আমার জেঠার মধ্যে কিন্তু ভীষণ পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। মদের মাত্রা আগের চেয়ে আরো বেড়ে গেল। লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আরও কমে গেল। অধিকাংশ সময়ই ভিতর থেকে তালা দিয়ে নিজের ঘরেই শুয়ে বসে কাটাতেন। কখনও বেরিয়ে আসতেন পাগলের মত। ছুটে চলে যেতেন বাগানে। একটা রিভলবার হাতে নিয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতেন আর চীৎকার করে বলতেন,—কাউকে তিনি আর ভয় করেন না, মানুষই হোক আর রাক্ষসই হোক, কেউ তাকে মোষের মত খাঁচায় পুরে রেখে ভয় দেখাতে পারবে না। আবার সে ঘোর কেটে গেলেই উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিতেন। আমি দেখেছি, সে সময়

শীতের দিনেও তাঁর মুখ থেকে ঘাম ঝরছে, যেন এইমাত্র মুখ ধুয়ে এলেন।

এবার আর বেশী না বলে আমার কথা শেষ করি মিঃ হোমস্। একদিন রাত্রে মত্ত অবস্থায় তিনি হঠাৎ ঘর থেকে অমনিভাবে রেগে বেরিয়ে গেলেন—আর ফিরে এলেন না। খুঁজতে গিয়ে আমরা তাঁকে পেলাম,—বাগানের একপ্রান্তে একটা ডোবার মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন। কোন ধস্তাধস্তি বা আঘাতের কোথাও চিহ্ন নেই, আর জলও ছিল মাত্র দু ফুট গভীর, অদ্ভুত স্বভাবের কথা জানত বলে জুরি ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলেই রায় দিল। আমি নিজের মনকে বোঝালাম যে মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি অমনভাবে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা তখনকার মত চুকে গেল। বাবা সমস্ত সম্পত্তি পেলেন, আর টাকা পেলেন প্রায় চোদ্দ হাজার পাউণ্ড ব্যাঙ্কে জমা ছিল।'

'এক মিনিট।' হোমস্ বাধা দিল। 'আমি এখনই বুঝতে পারছি যে আপনার এই বিবরণের মত উল্লেখযোগ্য কিছু এর আগে আমি কখনো শুনিনি। আমাকে কেবল বলুন ওই চিঠিটা আপনার জ্যাঠা কবে পেয়েছিলেন, আর কবেই বা তাঁর ঐ আত্মহত্যা ঘটেছিল।'

'চিঠিটা এসে পেঁছেছিল ১৮৮৩ সালের ১০ই মার্চ। আর তাঁর মৃত্যু হয় তার সাত সপ্তাহ পরে, ২রা মে রাত্রে।' 'ধন্যবাদ। দয়া করে বাকিটুকু এবার শুরু করুন।'

'বাবা যখন হরশামের সম্পত্তির দখল নিলেন তখন আমার অনুরোধেই সেই তালা-বন্ধ চিলেকোঠাটাকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। পিতলের বাক্সটা ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল। যদিও তার মধ্যেকার সবকিছু নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ডালার ভিতর দিকে একটা কাগজের লেবেল লাগানো, তার উপরেও K. K. K. লেখা। তার নীচে লেখা 'চিঠিপত্র, মেমোরাণ্ডম, রসিদ ও একখানা রেজিস্টার।' মনে হয়, কর্নেল ওপেনশ এই সব দলিলই নষ্ট করে ফেলেছিলেন। আর বাকি যা পাওয়া গেল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলে কিছুই ছিল না। কিছু ছিল ইতস্তত ছড়ানো কাগজ আর নোটবুক যাতে জেঠার আমেরিকার জীবনযাত্রার কিছু কিছু কথা লেখা আছে। কিছু কাগজপত্র সব যুদ্ধের সময়কার। তাতে লেখা আছে তিনি ভালভাবেই তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন এবং সাহসী সৈনিক হিসাবে তাঁর সুনাম যথেষ্ট ছিল। অন্যগুলি দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠনের সময়কার, প্রধানত রাজনীতি নিয়ে সব লেখা।'

'তা, বাবা হর্সহ্যামে এসেছিলেন ১৮৮৪ সালের গোড়ার দিকে, আর '৮৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত একরকম ভালভাবে দিন কেটে গেল। নববর্ষের চারদিন পরে যখন সকালবেলায় খাবার টেবিলে বসেছি, হঠাৎ বাবা বিস্মিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন। তাকিয়ে দেখি বাবার হাতে সদ্য খোলা একটি খাম, আর অন্য হাতের তেলোয় পাঁচটা শুকনো কমলালেবুর বিচি। এত দিন আষাঢ়ে গল্প হিসেবে কর্নেলের ঘটনাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে আসছিলেন, কিন্তু এখন যখন তাঁর বেলাতেও হুবহু একই ঘটনা ঘটল, তখন তিনি খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন এবং খুব ভয় পেলেন।

'একি! এর মানে কি, জন?' একটু তোতলালেন তিনি।

'আমি বললাম, 'এটা K. K. K.'

খামের ভিতরটা দেখে তিনি ভয়ে বললেন, 'ঠিক তাই। এই অক্ষরগুলি ছাড়া তার

উপরে একটা কি যেন লেখা ?'

'তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আমি পড়লাম। 'সূর্য ঘড়ির উপর কাগজ-পত্রগুলি সব রেখে দিও।'

'কিসের কাগজ ? কোন সূর্য ঘড়ি ?' তিনি প্রশ্ন করলেন আমাকে।'

'সূর্যঘড়ি তো বাগানে ছাড়া আর কোথাও নেই', আমি বললাম, 'কিন্তু কাগজগুলো নিশ্চয়ই, ঐ যে সব জেঠা পুড়িয়ে ফেলেছেন !'

মনে হল বহু কষ্টে সাহস এনে বাবা বললেন, এখানে আমরা সভ্য দেশে বাস করি, এ ধরনের তামাশা এদেশে চলবে না। কোত্থেকে আসছে এটা দেখত ?'

'ডাণ্ডি থেকে', ডাকঘরের ছাপের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

'যতসব বাজে ইয়ার্কি'' তিনি বললেন, 'সূর্য ঘড়ি আর কাগজপত্র দিয়ে এসব আমরা কি করব। এসব বাজে কথা আমি কানেই তুলব না।'

'আমার তো মনে হয় পুলিশে এখনি জানানো উচিৎ', আমি বললাম।

'আর তাই নিয়ে হাসাহাসি হোক। না না সে হবে না।'

'তাহলে আমিই খবর দিই পুলিশকে।'

'না। আমি বারণ করছি। এই আজগুবি কথা নিয়ে হৈ চৈ হোক সেটা আমি চাই না।'

'তার সঙ্গে তর্ক করে কোন ফল হল না, কারণ, বাবা বড্ড একরোখা। কিন্তু অনেক অলক্ষুনে কথা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেন কোন সর্বনাশের পূর্ব সঙ্কেত।

'চিঠি আসার পর তৃতীয় দিন বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন তার বন্ধু মেজর ফ্রেবীডির সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন পোর্টসডাউন হিলয়ের দুর্গের অধিনায়ক। তার যাওয়াতে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল বাড়ির বাইরে গেলেই তিনি বিপদকে এড়াতে পারবেন। সেই ধারণাটাই আমার মস্ত ভুল হয়েছিল। তার চলে যাবার পর দ্বিতীয় দিনে মেজরের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম। তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে তিনি আমাকে জানিয়েছেন। বাবা একটা গভীর চকের খাদে পড়ে গেছেন তার মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেছে। ছুটে গেলাম। কিন্তু বাবার জ্ঞান আর ফিরে এল না। তিনি মারা গেলেন। শুনলাম, সন্ধ্যার সময় তিনি ফেয়ারহাম থেকে ফিরছিলেন, পথ ঘাট তার জানা ছিল না, চকের খাদটাও ঘেরা ছিল না, কাজেই 'আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু' র রায় জুরীদের কোন অসুবিধা হল না। সেখানে সবকিছু ভাল করে পরীক্ষা করে আমিও হত্যার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না। আঘাতের কোন চিহ্ন নেই, পায়ের কোন ছাপ নেই, ডাকাতিও হয়নি। রাস্তায় কোন অপরিচিত লোকেরও উল্লেখ নেই। তথাপি আপনাকে না বললেও হয় তো বুঝতে পারছেন, আমার মন শান্ত হল না ; আমি প্রায় নিশ্চিত যে তাকে ঘিরে কোন ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।'

আমি অবশেষে সম্পত্তিটা পেলাম। আপনারা বলতে পারেন যে কেন আমি সব বেচে দিলাম না। এর উত্তরে আমি এ-কথাই বলব যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেহেতু এই আমাদের যাবতীয় বিপত্তির কারণ আমার জেঠার জীবনের কোন ঘটনার জন্য, বাড়ি বিক্রী করলেও তখন বিপদের সম্ভাবনা তেমনি থেকে যাবে।

১৮৮৫-র জানুয়ারিতে বাবা মারা গেলেন। তারপর দু'বছর আট মাস পার হয়ে গেছে। হরশামের বাড়িতে বেশ সুখেই দিন কাটছে। আমি ভাবতে লাগলাম, পরিবারের উপর থেকে অভিশাপের মেঘ হয়ত কেটে গেছে,—বাবা জেঠার উপর দিয়েই তার শেষ হয়েছে। কিন্তু হায়, গতকাল সকালে আবার চিঠি এসেছে, ঠিক যে ভাবে এসেছিল বাবার কাছে।

যুবকটি ওয়েস্টকোটের ভিতর থেকে একখানা খাম বের করল এবং টেবিলের দিকে ঘুরে খামখানা ঝেড়ে কমলালেবুর পাঁচটি শুঁটি শুকনো বীচি তার উপর ছড়িয়ে দিলেন।

বলল, 'এই দেখুন খাম। পোস্ট-মার্ক আছে লণ্ডন—পশ্চিম বিভাগ। বাবার শেষ চিঠিতে যে লেখা ছিল এর ভিতরেও সেই একই 'K. K. K.' আর তারপর 'সূর্য'-ঘড়ির উপর কাগজপত্রগুলি রেখে দিও।'

'আপনি কি করেছেন?' হোমস্ জিজ্ঞাসা করল।

'কিছু না।'

'কিছু না?'

'সত্যি বলতে',—রোগা সাদা হাতে মুখ ঢাকল সে,—কেমন যেন অসহায় বোধ করলাম আমি। নিজেকে একটা অসহায় বলে মনে হল—একটা সাপ যেন আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছে। আমি যে কোন অপ্রতিরোধ্য, অনমনীয় অশুভের মুঠোর মধ্যে পড়ে গেছি তার হাত থেকে কেউই আমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

'না, না!' শার্লক হোমস জোর চীৎকার করে বলল। আপনাকে সক্রিয় হতে হবে, নইলে হবেনই না। একমাত্র কর্মোদ্যম ছাড়া আর কেউ পৃথিবীতে বাঁচতে পারবে না। নৈরাশ্যের এ সময় নয়।

'পুলিশের সঙ্গে আমি দেখা করেছি।'

'ওঃ?'

'স্মিতমুখে তাঁরা আমার কথা শুনলেন। ইন্সপেক্টর যে চিঠিগুলোকে নিতান্তই মামুলি বা তামাসা বলে ভেবেছেন, এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমার বাবা জেঠার মৃত্যু সত্যি দুর্ঘটনা—এ বিষয়ে জুরিদের সঙ্গে হাকিমের এক মত, আর ভয়-দেখানো চিঠির সঙ্গে মৃত্যুর কোন সম্বন্ধই নেই—এই তাঁদের দৃঢ় ধারণা।'

মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়ে হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'অবিশ্বাস্য অকর্মন্যতা ছাড়া কিছু নয়।'

'তাঁরা অবশ্য আমার সঙ্গে একজন পুলিশ দিয়েছেন। সে আমার বাড়িতে থাকবে।'

'আজ রাতে সে কি আপনার সঙ্গে এখানে এসেছে?'

'না। তার উপর আদেশ আছে বাড়িতে থাকবার।'

আবারও হোমস্ শূন্যে হাত ছুঁড়ে গর্জে উঠল—'কেন এসেছেন আপনি আমার কাছে? আর, এলেনই যদি, তাহলে তক্ষুনি এলেন না কেন?'

'আপনার কথা আগে আমি জানতাম না। আজকেই যখন মেজর প্রেনডেরাগাস্টকে আমার বিপদের কথা বললাম, তখনই উনি আমাকে আপনার কাছে আসার জন্যে বললেন।

'দুদিন হল আপনি চিঠি পেয়েছেন। আমাদের কাজ শুরু করা উচিত ছিল।

আচ্ছা আমাদের কাছে যা বললেন, এছাড়া আর কোনো প্রমাণ কি নেই—আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোন সামান্য ইঙ্গিতপূর্ণ কিছু সূত্র।

'একটা সামান্য জিনিস আছে', জন ওপেনস বলল। কোটের পকেট হাতড়ে এক-টুকরো বিবর্ণ নীলচে কাগজ বের করে টেবিলের উপর মেলে ধরল। 'আমার মনে পড়েছে, জেঠা যেদিন কাগজগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সেদিন আমি দেখেছিলাম ছাইয়ের মধ্যে দগ্ধাবিশিষ্ট কাগজের যে টুকরো টুকরো কোণগুলি ছিল, তাদের রঙ ছিল নীল। এই খাতাটা তাঁর ঘরের মেঝেয় পেয়েছিলুম আমি, মনে হয় এটাও অন্যান্য কাগজের সঙ্গে ছিল ; কেমন করে যেন ছিটকে এসেছেন তাই আর পুড়ে যায় নি। কমলালেবুর বিচির উল্লেখ ছাড়া আর কোন তথ্য এতে নেই যা থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। মনে হয় এটা কারো নিজস্ব লিপির কোন পাতা হবে। হাতের লেখা নিঃসন্দেহে আমার জেঠার।'

হোমস বাতিটা টেনে নিল। দুজনেই কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়লাম। একটা পাশ ছেঁড়া। দেখলেই বোঝা যায় কোন বই থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। উপরে লেখা 'মার্চ ১৮৬৯' আর নীচে কতকগুলো ধাঁধার মত কথা :

৪ঠা। হাডসন এসেছিল। কোন মত পাল্টায় নি।

৭ই। ম্যাকাউলি, প্যারামোর আর সেণ্ট আগাস্টিনের সোয়েনকে বিচি পাঠানো হল।

৯ই। ম্যাকাউলি পরিষ্কার।

১০ই। জন সোয়েন সাফ।

১২ই। প্যারামোরকে দেখতে গিয়েছিলুম, সব ঠিক আছে।

'ধন্যবাদ।' কাগজটা ভাঁজ করে অভ্যাগতটির হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল হোমস, 'কিছুতেই আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করবেন না! আপনি আমাকে যা শুনালেন তা আলোচনা করার মত সময়টুকু হাতে নেই। এক্ষুনি আপনাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে এবং কাজে লাগতে হবে।'

'কি কাজ করতে হবে আদেশ করুন ?'

'একটিমাত্র কাজ। সেটা এখনই করবেন। যে পিতলের বাক্সের কথা আপনি বলেছেন তার মধ্যে এই কাগজখানা রেখে দেবেন। আর এক টুকরো কাগজে এই কথা-গুলো লিখে ওর মধ্যেই রাখবেন যে, আপনার জেঠা আর কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেলে-ছেন, শুধুমাত্র এইখানিই থেকে গেছে। এমনভাবে লিখবেন যাতে তাদের বিশ্বাস হয়। এই কাজ করে নির্দেশ মত বাক্সটাকে সূর্য-ঘড়ির উপর রেখে দেবেন ?

'বেশ আপনার কথামতই করব।'

'এখন আর প্রতিশোধ বা ওই জাতীয় কোন কিছুর কথা মনে ভাববেন না। কিন্তু আমাদের তার আগে তো প্রস্তুতি নিতে হবে,। আসন্ন বিপদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতে হবে এটাই আমার প্রথম কাজ। রহস্যভেদ করা বা অপরাধীদের ধরার কথা পরে ভাবলেও চলবে।

যুবক উঠে দাঁড়াল। ওভারকোট হাতে নিয়ে বলল, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আমাকে এনে দিয়েছেন নতুন জীবন, নবীন আশা ; আপনার পরামর্শ মতই

এখন থেকে কাজ করব।'

'এক মুহূর্তও যেন আর নষ্ট না হয়। আর খুব সাবধানে বাড়ীতে থাকবেন কারণ আপনি যে অত্যন্ত বিপন্ন সেই কথা মনে রেখে সাবধান থাকবেন। বাড়ি ফিরবেন কেমন করে?'

'ওয়াটার্লু থেকে ট্রেন ধরে ফিরব।'

দেখছি এখনও ন'টা বাজে নি। রাস্তায় লোকজন আছে। মনে হয় আপনি নিরাপদে যেতে পারবেন তবু সতর্ক থাকবেন।'

'আমি সশস্ত্র।'

'তাহলে খুব ভাল। কাল থেকে আপনার কাজ শুরু করব।'

'তাহলে হরশামে আপনার সঙ্গে দেখা করব কি?'

'না। আপনার রহস্য রয়েছে লণ্ডনে। সেখানেই তাকে খুঁজে দেখব। 'তাহলে দু-এক দিনের মধ্যেই ওই বাক্সের খবর নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে যুবকটি চলে গেল। বাইরে তখনো ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে, হাওয়া আর ঝমঝমে বৃষ্টির ছাঁট জোরে এসে পড়ছে জানলায়। এই অদ্ভুত গল্পটা যেন প্রকৃতির পাগল ও অন্ধ শক্তির অবদান—যেন ঝড়ে উড়ে এল কোন সমুদ্রের শৈবালদাম—এখন যেন আবার হাওয়া শৈবাল-দামকে উড়িয়ে নিয়ে যেখানে ছিল সেখানে লুকিয়ে রাখবে।'

কিছুক্ষণ পর্যন্ত হোমস চুপ করে বসে রইল। তাঁর মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, চোখ রয়েছে আগুনের লাল আভার দিকে স্থির নিবদ্ধ। তারপর পাইপটা ধরিয়ে চেয়ারের হেলান দিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। নীল ধোঁয়ার রিং-গুলো সিলিং-এর দিকে উঠে যাচ্ছে।

অবশেষে বলল, 'ওয়াটসন, আমার মনে হয় এ পর্যন্ত আমাদের হাতে যত সব অদ্ভুত মামলা এসেছে এটার মত অদ্ভুত আর ভয়ানক তাদের কোনটাই হতে পারে না।'

'চার হাতের স্বাক্ষর' বাদ দিয়ে মনে হয়।

'হ্যাঁ, তা ঠিক, অবশ্য সেটা বাদ দিয়ে। কিন্তু তবু আমার মনে হয় এই জন ওপেন-শ যুবকটি শোলটোদের চাইতেও ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্য দিয়ে ফিরছে।'

'কিন্তু, 'এই ভয়ঙ্কর বিপদ কী হতে পারে সে সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ কি? কি সে বিপদ? কে এই K. K. K.? আর কেনই বা সে এই পরিবারের পিছনে পিছনে ছুটছে?'

দুই চক্ষু বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে রইল হোমস। চেয়ারের হাতায় কনুই রেখে দুই হাতের আঙুল স্পর্শ করে বলল, 'আমার মতে আদর্শ যুক্তিনিষ্ঠ তিনিই, যিনি একমাত্র তথ্যকে একবার মাত্র দেখেই, কেবল যে ঘটনার পারম্পর্যকেই ভেবে বার করতে পারেন তা নয়, সেই ঘটনা-শৃঙ্খলের পরিণতি কী তাও স্থির করতে পারেন। কার্ভিয়ে যেমন একটিমাত্র হাড় দেখে নির্ভুলভাবে জন্তুটার শরীরের বর্ণনা করতে পারেন, তেমনি সত্যিকার পর্যবেক্ষক ঘটনাবলীর সেই ধরে ফেলতেও পারেন, আগে পরে কী ঘটেছে বা ঘটবে তাও বলে দিতে পারেন। এখনও সেই পরিণতিটা আমি আঁচ করতে পারিনি, শুধু যুক্তি ধারাই ধরা পেয়েছি। তাকের মধ্যে যে মার্কিন বিশ্বকোষ আছে তার 'K'

খণ্ডটা নামিয়ে দাও আমায়। ধন্যবাদ। এবার পরিস্থিতিটা আলোচনা করে দেখা যাক তা থেকে কী অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত ধরে নেওয়া যাক যে, আমেরিকা ত্যাগ করার পিছনে কর্নেল ওপেন-শর নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ ছিল। তাঁর বয়সের মানুষ হঠাৎ সব অভ্যাস বা বাতিক বদলে ফেলে না, অথবা ফ্লোরিডার চমৎকার আবহাওয়া ছেড়ে ইংল্যাণ্ডের পাড়াগেঁয়ে নির্জনতায় স্বেচ্ছায় কেউ বাস করে না। ইংলণ্ডে এসে নির্জন তার প্রতি তাঁর এমনি অনুরাগ যে তা থেকে ভালভাবে বোঝা যায় তিনি নিশ্চয়ই কোন কিছুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে কোন ব্যক্তি কোন কিছুর ভয়েই তিনি আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কিসের এই আতঙ্ক আর কাকেই বা এত ভয়, তা এই চিঠিগুলো—তিনি আর তাঁর উত্তরাধিকারীরা যেগুলো পেলেন—এগুলো থেকেই ধরা যায়। চিঠিগুলোর ডাকঘরের ছাপ কোথাকার, তুমি খেয়াল করেছ?'

'প্রথম চিঠি এসেছিল পণ্ডিচেরি থেকে, দ্বিতীয়টি ডাণ্ডি থেকে, আর তৃতীয়টি পূর্ব লণ্ডন থেকে।'

'পূর্ব লণ্ডন থেকে চিঠিটা কি অনুমান করতে পারা যায়?'

'এগুলি সবই বন্দর। কাজেই লেখক কোন জাহাজের যাত্রী ছিলেন।'

বেশ চমৎকার। এর মধ্যেই দিব্যি একটা সূত্র পেয়ে গেছি আমরা। পত্রদাতা যে তখন কোন জাহাজে ছিল, এবার আরেকটা দিক বিবেচনা করে দেখা যাক। পণ্ডিচেরি বেলায় ভীতি-প্রদর্শন আর তার চরিতার্থতার মধ্যে সাত সপ্তাহ কেটেগেছে, অথচ ডাণ্ডির বেলায় মাত্র তিন দিন কি চার দিন। তা এ থেকে কি ইঙ্গিত আমরা পাই।

'ভ্রমণ-পথের অধিকতর দূরত্ব বলেই ধরে নিতে হবে।'

'কিন্তু চিঠিও তো অনেক দূর থেকেই এসেছে।'

'তাহলে বুঝতে পারছি না।'

'অন্তত একটা অনুমান করা যায়। লোকটি বা লোকগুলি যে-জাহাজে ছিল সেটা ছিল পালের জাহাজ। এটা অনুমান করতে পারি তারা সর্বদা তাদের বিশেষ উদ্দেশ্যের অভিমুখে রওনা হবার আগে তাদের ওই অদ্ভুত সাবধান বাণী বা সাঙ্ঘাতিক ইঙ্গিত পাঠাত। ডাণ্ডি থেকে যখন তাদের হুমকি এল সেবার কত তাড়াতাড়ি তারা কাজ হাসিল করল। যদি তারা পণ্ডিচেরি থেকে স্টীমারে আসত তাহলে নিশ্চয়ই চিঠির সঙ্গে-সঙ্গেই তারাও এসে এখানে পেঁছিত, কিন্তু সাত সপ্তাহ পরে এসেছে। সাত সপ্তাহের ব্যবধান নিশ্চয়ই পত্রবাহ ডাকের জাহাজ ও পত্রলেখককে বহনকারী পালের জাহাজের মাঝের ব্যবধান বোঝায় নিশ্চয়ই।'

'তা সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।'

'সম্ভবের চেয়েও বেশী। নতুন কেসটি মারাত্মক ধরণের জরুরি, সেইজন্য আমি তরুণ ওপেনশকে সতর্ক থাকতে বলে দিলাম। পত্র প্রেরকদের পক্ষে এই পথটা আসতে ঠিক যতটা সময় লাগে ঠিক তার পরমুহূর্তেই তারা আঘাত হানে। এবার চিঠি এসেছে লণ্ডন থেকে, কাজেই বিলম্ব ঘটার কোন কারণ নেই মানস চক্ষে দেখতে পচিছ।

'হায় ঈশ্বর!' আমি চীৎকার করে বললাম, 'এই হত্যাকাণ্ডের মানে কি।

'ওপেন-শ যে কাগজপত্র বহন করছিলেন, স্পষ্টই বোঝা যায়, ঐ পালের জাহাজের

যাত্রী বা যাত্রীদের কাছে তা ভীষণ জরুরি এটা যে একাধিক লোকের কাজ তা আমার মনে হয় স্পষ্টই। ময়না তদন্তের জুরিদের চোখে ধুলো দিয়ে কোন একজন লোকের পক্ষে দু-দুটো খুন করে যাওয়া সহজ কাজ নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই বেশ কয়েকজন লোক আছে, আর তারা নিশ্চয়ই গোঁয়ার, টাকাওলা ও বুদ্ধিমান। ওই জরুরী কাগজগুলো তারা ফিরে পেতে চায়, তা সে যার কাছেই তা থাকুক না কেন। তাতেই তো বোঝা যায় K. K. K. কোন লোকের নামের আদ্যক্ষর নয়, তা কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নাম।'

'কিন্তু কী সেই প্রতিষ্ঠান? কারা প্রতিষ্ঠা করেছে।'

'তুমি কি কখনও— সামনে ঝুঁকে গলা নামিয়ে শার্লক হোমস বলল, 'কু ক্লুক্স ক্লান'-এর নাম শোন নি?' হোমস তাঁর হাঁটুর উপরে রাখা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগল। 'এই যে পেয়েছি। কু ক্লুক্স ক্লান।' বন্দুকের ঘোড়া টানলে যেরূপ শব্দ হয় তার সঙ্গে মিল দেখেই নামটি রাখা হয়েছে। গৃহযুদ্ধের পরে দক্ষিণী দেশগুলির কিন্তু প্রাক্তন সৈনিক মিলে এই ভয়ংকর গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। দেখতে দেখতে টেনিসে, লুইসিয়ানা, ক্যারোলিনা জর্জিয়া আর ফ্লোরিডায়—সমিতির শাখা-কার্যালয়ও গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, প্রধানত নিগ্রো ভোটারদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের খুন করা বা দেশ থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই এই সমিতির শক্তি নিয়োজিত হত। আক্রমণ করবার ঠিক আগে নির্দিষ্ট লোকের কাছে একটা অদ্ভুত উপায়ে সতর্ক-বাণী পাঠিয়ে দেওয়া হত। কখনও পাঠান হত ওক গাছের পল্লব, কখনও কাঁকুড়ের বা কমলালেবুর বীচি। সেটা পেয়ে নির্দিষ্ট সেই লোক হয় প্রকাশ্যে তার মত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করত, আর না হয় দেশ থেকে দূরদেশে কোথাও পালিয়ে যেত। কিন্তু যদি সে সাহস করে রুখে দাঁড়াত, তাহলে কোন বিস্ময়কর অদৃষ্টপূর্ব-পথে তার মৃত্যু হত। সমিতির সংগঠন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও এতই নিখুঁত যে তা বিরুদ্ধাচরণ করেও কোন লোক রেহাই পেতনা অথবাদুষ্কৃতকারীরা কোথাও ধরা পড়েছে শোনা যায় নি। স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং দক্ষিণ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকদের সমবেত চেষ্টা চালিয়েও কয়েক বছর সমিতি খুবই বেড়ে গেল। ঘটনাক্রমে ১৮৬৯ সালে হঠাৎ সে আন্দোলনে সামান্য ভাটা পড়ল। অবশ্য এখানে সেখানে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে চলেছে।'

বিশ্বকোষটি নামিয়ে রেখে হোমস-বলল প্রতিষ্ঠানটির হঠাৎ ভেঙে পড়া আর দলের কাগজপত্র-সমেত আমেরিকা থেকে ওপেন-শর আকস্মিক পালিয়ে আসা তারিফ কেমন হুবহু মিলে যাচ্ছে। কাকতালীয় না হয়ে কার্যকারণ থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে তাঁর বংশের পিছনে অশুভ ছায়া ঘুরে বেড়াচেছ তাতে সন্দেহ নেই। এই দিনলিপি এবং নথিপত্র প্রভৃতিতে যে দক্ষিণের বহু বড় বড় ব্যক্তিই জড়িয়ে আছে তা তো বুঝা যাচ্ছে। যতদিন না এইসব দলিল উদ্ধার হচ্ছে ততদিন যে কত লোকের সর্বনাশ হচ্ছে বোঝাই ভার।'

'যা ভেবেছি তা ঠিক। ছেঁড়া পাতায় 'A, B ও C-কে বীচিগুলি পাঠানো হয়েছে' —তার মানে, সমিতির সতর্কবাণী পাঠানো হয়েছে। তারপর একে একে লেখা আছে— A এবং B শেষ করা হয়েছে বা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে এবং C-র সঙ্গে দেখা হয়েছে।

তার মানে C-র জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। দেখ ডাক্তার, আমার মনে হয় এই অন্ধকার জায়গাটাতেই আমরা হয়তো কিছুটা আলো ফেলতে পাচ্ছি। আর আমার বিশ্বাস তরুণ ওপেনশ-এর একমাত্র কাজ আমি যা বলেছি তেমনি করা। আজ রাতে আর কিছু বলার নেই, করবারও কিছু নেই। কাজেই আমার বেহালাটা দাও। এস, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য এই আবহাওয়া এবং দুঃখজনক ক্রিয়াকলাপকে ভুলে থাকার চেষ্টা করি।'

সকালবেলায় আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে: শহরের উপর তবু যেন পর্দা ঝুলে আছে, আর তারই মধ্যে একটু ঝলমল করছে আলো। নিচে নেমে দেখি হোমস্ এর মধ্যেই প্রাতঃরাশ শুরু করে দিয়েছেন।

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারিনি বলে ক্ষমা কোরো', হোমস্ বলল, 'তরুণ ওপেন শর মামলাটার ব্যাপারে সারা দিনটাই অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কাটবে মনে হচ্ছে।'

'কী করবে তুমি? কী উপায় ভেবেছ?' আমি বললাম।

'প্রথম অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর সবকিছু নির্ভর করছে। হয়তো হরশাম যেতে হবে।'

'প্রথমেই সেখানে যাবে না?'

'না। শহর থেকেই কাজ শুরু করব। ঘণ্টাটা বাজাও, কফি দিয়ে যাবে।'

কফির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়ে একটি খবরের শিরোনামে চোখ পড়তেই বুকটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'হোমস্ হোমস্',—আমি চেঁচিয়ে বললাম,—'অত্যন্ত দেরি করে ফেলেছ তুমি!'

'অ্যাঁ—কাপটা নামিয়ে রাখল হোমস—'এটাই গতকাল আশঙ্কা করেছিলাম। কেমনভাবে ঘটল ব্যাপারটা?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল বটে, তবু আমি বুঝতে পারলাম যে ভিতরে ভিতরে সে খুব চিন্তিত।

'আমি শুধু ওপেনশ্ এর নাম আর 'ওয়াটারলু সেতুর নিকটে দুর্ঘটনা' এই শিরোনামটাই মাত্র দেখেছি! শোন: 'গত কাল রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে ওয়াটারলু সেতুর নিকটে কর্তব্যরত H ডিভিশনের পুলিশ কনেস্টবল সাহায্যের জন্য আর্তনাদ এবং জল ছিটকে ওঠার শব্দ শুনতে পায়। রাতটা ছিল ঝড়ো আর ভীষণ অন্ধকার। তাই পথচারীর সহায়তা সত্ত্বেও কাউকে উদ্ধার করা যায় নি। সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ সংকেত দেওয়া হয় এবং জল-পুলিশেরা মৃতদের উদ্ধার করে। মৃতের পকেটের লেখা থেকে জানা গেছে যুবকটির নাম জন ওপেনশ্ হরশামে বাড়ি। অনুমান করা হয়, সে হয়তো ওয়াটারলু স্টেশন থেকে শেষ ট্রেনটি ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। ফলে গাঢ় অন্ধকারে পথ ভুল করে হাঁটতে হাঁটতে নদীতে স্টীমবোট লাগাবার ছোট ঘাটটি পেরিয়ে জলের মধ্যে পড়ে যায়। শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি এবং যুবকটি একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় মারা গেছে বোঝা যাচ্ছে। অবশ্য নদী-তীরসংলগ্ন ঘাটটির এই করুণ অবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া উচিত।'

কয়েক মিনিট চুপ চাপ বসে রইলুম আমরা। হোমস্কে এর আগে এমন ভেঙে পড়তে আমি দেখি নি।

'আমার অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল ওয়াটসন!' অবশেষে বলল, 'এই অনুভূতিটা

বৎসামান্য সন্দেহ নেই। এখন এটা একটা ব্যক্তিগত ঘটনা হয়ে উঠল ; ঈশ্বর যদি আমার সহায় হয় তবে এই শয়তানদের আমি ধরবই। সে আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল, ওয়াটসন, আর আমি কিছু উপায় না করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলাম!' —চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল অদম্য এক উত্তেজনার বশে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। চিবুকে রক্তাভা জেগে উঠেছে ; নার্ভাসভাবে হাতদুটি মোচড়াচ্ছে বারবার আর মুঠো করছে।

একসময়ে সে চীৎকার করে বলল, 'ধূর্ত শয়তানের দল। কেমন করে তারা ওকে ঠকিয়ে সেখানে নিয়ে গেল ? নদীর তীর তো স্টেশনে যাবার পথে পড়ে না। এমন দুর্যোগের রাতেও সেতুটা তাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে বেশ ভাল। ওয়াটসন, দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত কার জিত হয়। আমি আসি।'

'পুলিশের কাছে যাবে নাকি ?'

'না, আমিই আমার নিজের পুলিশ।'

সারাদিন ডাক্তারি কাজে খুব ব্যস্ত ছিলাম। সন্ধ্যার পরেই বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম। হোমস তখনও বাড়ী ফেরে নি। প্রায় দশটার সময় সে এল। যেন ঝড়ো কাক বিবর্ণ শান্ত চেহারা। একটা পাঁউরুটি ছিঁড়ে গোগ্রাসে গিলে ঢকঢক করে জল খেয়ে একটু স্বস্তি পেল।

'তুমি দেখছি খুব ক্ষুধার্ত!' আমি বললুম।

'অনাহারে মরছি! খাবার কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। সকালে ঐ প্রাতরাশের পর আর কিছুই পেটে পড়েনি।

'সূত্র পেয়েছ কিছু ?'

'হাতের মুঠোর মধ্যে তাদের পেয়ে গেছি। তরুণ ওপেনশ-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে একটুও দেরী হবে না। তাদের শয়তানী চালই আমি তাদের উপর শেষ চাল চাল। খুব ভাল ফন্দি বের করেছি শিকার ধরার জন্য।'

আলমারি থেকে একটা কমলালেবু বার করে ছিঁড়ে বিচি বার করে রাখল টেবিলে। তারপর পাঁচটি বিচি তুলে নিয়ে একটা খামের মধ্যে ভরল। ভিতরের ভাঁজে লিখল :— জে. কা-কে, শা. হো।—তারপর তার মুখ বন্ধ করে লিখল :—ক্যাপ্টেন জেমস্ কালহাউন, লোন স্টার জাহাজ স্যাভানা, জর্জিয়া।

মুখটিপে হাসতে হাসতে সে বলল, 'বন্দরে প্রথমে এসেই এ চিঠি পাবে। ওপেনশ-এর মত এই চিঠিই হবে তার একমাত্র মৃত্যুদূত।'

'ক্যাপ্টেন ক্যালউন কে ?'

'কুচক্রীদের সর্দার। অন্যদেরও সব মুঠোয় পুরব আমি, তবে তাকে ধরব সবার আগে।'

পকেট থেকে মস্ত একটা কাগজ বার করে দেখাল, 'তার সমস্তটাই নামে আর তারিখে বোঝাই।'

বলল, 'লয়েড-এর রেজিস্টার আর পুরনো সমস্ত কাগজপত্রের ফাইল ঘেঁটেছি সারাদিন। ১৮৮৩-র জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে যত সব জাহাজ পন্ডিচেরিতে নোঙর করেছিল তাদের প্রত্যেকটির গতিবিধি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। ঐ দুই মাসে

ছত্রিশখানা জাহাজ এখানে নোঙর করেছিল। তাদের মধ্যে 'লোনস্টার' নামে জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কারণ যদিও রিপোর্টে উল্লেখ ছিল যে জাহাজটা লণ্ডনের, কিন্তু তার নামটা যুক্তরাষ্ট্রের নামানুসারে 'লোনস্টার'।

'টেক্সাস বোধহয় ?'

'ঠিক করে বলতে পারব না কোন রাষ্ট্রে, তবে এটা ঠিক জানি যে 'লোনস্টার' নিশ্চয়ই আমেরিকার।'

তারপর খুঁজলাম ডাণ্ডির রেকর্ড। তা থেকে জানতে পারলাম 'লোনস্টার' জাহাজ ১৮৮৫-র জানুয়ারিতে সেখানে নোঙর করেছিল। আমি যা ভেবেছিলাম তাই হল। তারপর খোঁজ নিলাম, বর্তমানে কোন্ কোন্ জাহাজ লণ্ডন বন্দরে বর্তমান নোঙর করে আছে।'

'গত সপ্তাহে 'লোনস্টার পেঁৗছেছে এখানে। অ্যালবার্ট ডকে গেলাম তক্ষুনি, দেখি আজ ভোরেই জোয়ারের সময় ছেড়ে গেছে দেশে ফিরবে বলে, স্যাভানায়। গ্রেভসেণ্ড এ তারবার্তা পাঠালাম ; জানতে পেলাম যে কিছুক্ষণ আগে সে নাকি সে জায়গাটা পেরিয়ে গেছে, আর হাওয়া যেহেতু পূবমুখো, সেইজন্যে সে যে এতক্ষণে গুডউইনও পেরিয়ে গেছে তাতে আমার আর সন্দেহ নেই ; নিশ্চয়ই এখন সে আইল অব্ ওয়াইট-এর কাছাকাছি গিয়ে পেঁৗছেছে।'

'তারপর কি করবে এখন ?'

'এখন তাকে তো হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি। বিশেষ ভাবে জানতে পেরেছি সে আর তার দুজন সঙ্গী ঐ জাহাজে একমাত্র খাঁটি আমেরিকান যাত্রী। আর সকলেই ফিনল্যাণ্ড এবং জার্মানীর লোক। আরও জানতে পেরেছি, তারা তিনজনই কাল রাতে জাহাজ থেকে বাইরে গিয়েছিল। যে স্টিভেডোর জাহাজের মালখালাস করছিল তার কাছ থেকেই এইসব খবরটা পাই। তাদের জাহাজ স্যাভানায় পেঁৗছবার আগেই মেল-বোট এই চিঠি তাদের কাছে পেঁৗছে দেবে। আর একটা টেলিগ্রাম স্যাভানার পুলিশকে জানিয়ে দেবে যে, হত্যার অভিযোগে এই তিনজন ভদ্রলোককে গ্রেফতার করতে।

মানুষের শ্রেষ্ঠতম পরিকল্পনাতেও মস্ত এক গলদ থেকে যায়। জন ওপেনশর হত্যাকারীরা কোনদিনই আর সেই কমলালেবুর বিচি পায় নি ; তারা জানতেই পারল না যে তাদেরই মত আরেকজন অত্যন্ত চতুর ও একরোখা ব্যক্তি তাদের পেছনে আঠার মত লেগেছে। নিরক্ষরেখার উপরকার ঝড় সেবার প্রবল আকার ধারণ করেছিল। এমন প্রচণ্ড ঝড় বাতাস কোনবার হয় নি। দীর্ঘদিন আমরা অপেক্ষা করে ছিলাম, এই বুঝি স্যাভানা থেকে 'লোনস্টার-এর কিছু খবর আসবে। কিন্তু সে খবর আর কোন-দিনই এসে পেঁৗছল না। অবশেষে একদিন জানতে পেলাম যে অতলান্তিক মহাসমুদ্রের কোন গভীরে একটা ভাঙাচোরা জাহাজের হালের কাঠামো ঢেউয়ের মধ্যে এলোমেলো ভাবে দুলছিল, আর তার গায়ে খোদাই করা ছিল এল. এস. ; 'লোন স্টারে'র কী হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে বোধহয় এর চেয়ে বেশি আর কোন খবর কোনদিনই আমরা অথবা অন্যে কেউও কোনদিন জানতে পারব না বলে আমার আশা।'

ছদ্মবেশী সাংবাদিকের রহস্য কাহিনী

সেণ্ট জর্জেস থিয়োলোজিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গত ইলিয়াস হুইটনি ডি· ডি-র ভাই ইসা হুইটনি ছিলেন ভীষণ আফিমখোর।' আমি জানি কলেজে পড়বার সময় একটা খেয়ালের বশেই এই অভ্যাসটা করে ফেলেছিল। ডি কুইন্সির স্বপ্ন ও অনুভূতির ফল লাভের আশায় তিনি তামাকের সঙ্গে আফিমের আরক মিশিয়ে পান করতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন, যে এই অভ্যাসটি করা যত সহজ, ছাড়াটা তত সহজ নয়। তারপর বহু বছর ধরে তিনি সে আফিমের কেনা গোলাম হয়ে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের করুণার পাত্র হয়ে জীবন কাটাতে লাগলেন। আমি তাকে এখন দেখি একটা চেয়ারে কুঁকড়ে বসে থাকেন, দেখলে মনে হয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভগ্নস্তূপ।

আমি বলছি ১৮৮৯ সালের জুনমাসের কথা। অনেকরাত হয়েছে,—হাই তুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শুতে যাবার কথা ভাবছি এমন সময় হঠাৎ সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। তন্দ্রা ভেঙে সজাগ হয়ে উঠে বসলাম। আমার স্ত্রী হাতের বোনা ফেলে হতাশ মুখে বলল 'নিশ্চয়ই রোগী এসেচে! কি মুসকিল এখনই তোমাকে হয়ত বেরোতে হবে!' সারাদিনের পরিশ্রমের কথা মনে পড়তে আমার মুখ দিয়ে শুধু একটা করুণ শব্দ বেরোল।

দরজা খোলার শব্দ, কিছু কথাবার্তা, তারপরই দ্রুত পদধ্বনি। দরজা খুলে। প্রবেশ করলেন এক ভদ্রমহিলা,—পরনে কালো পোশাক, মুখে কালো অবগুণ্ঠন।

'এত রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করতে এলাম বলে রাগ করবেন না', ভদ্রমহিলা এইটুকু বলেই হঠাৎ আত্মসংযম হারিয়ে ছুটে এসে আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিলেন—'ভীষণ বিপদ হয়েছে আমার, তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।'

তার মুখের অবগুণ্ঠন তুলে আমার স্ত্রী বলল, 'এ কি, এ যে কেট হুইটনি! তুমি আমাকে একেবারে চমকে দিয়েছ কেট। যখন ঘরে ঢুকলে আমি তো বুঝতেই পারি নি।'

'আমি কী করব বুঝতে না পেরে সোজা তোমার কাছে চলে এলাম!' চিরদিনই তাই দেখে আসছি; শোকে দুঃখে পড়ে মানুষ আমার স্ত্রীর কাছে ছুটে আসে।

'এসে খুব ভাল করেছ। একটু মদ আর জল খাও, আরাম করে বসো, তারপর সব কথা বলো। নাকি, জেমসকে শুতে পাঠিয়ে দেব?'

'না না, ডাক্তারবাবু না থাকলে বলা হবে না; কারণ ইসার নিশ্চয় কিছু হয়েছে! গত দু-দিনের মধ্যে সে বাড়ি ফেরেনি? আমার ভীষণ ভয় করছে!'

এই প্রথম নয়, স্বামীকে নিয়ে গোলমালের কথা আগেও বহুবার আমাদের বলেছে,—আমার কাছে ডাক্তার হিসাবে, আমার স্ত্রীর কাছে পুরনো বান্ধবী ও সহপাঠিনী। হিসাবে। ভাল কথায় সাধ্যমত অনেক সান্ত্বনা দিলাম। স্বামী কোথায় আছে তিনি জানে কি না? আমরা কি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারব?

জানা গেল, হ্যাঁ সে জানে। সে বলল যে ইদানীং শহরের পূর্ব প্রান্তে বার অব গোল্ড নামে এক নেশা-ঘরে যাতায়াত করছে। আগে সে কয়েকবার সেখানে গেছে বটে কিন্তু বিকেলের দিকেই ফিরে এসেছে, কিন্তু এবার পুরো দু দিন দু রাত হয়ে গেল

তার দেখা নেই। কেট বলল যে তার স্বামী এখন সেই বন্ধ, বীভৎস ঘরটার মধ্যে ডকের কুলি-মজুরদের সঙ্গে নেশায় বুঁদ হয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছে। কেটের পক্ষে একলা ঐ বীভৎস জায়গা থেকে স্বামীকে উদ্ধার করা অসম্ভব। কি করে আনবে?

ও এই ব্যাপার। পথ একটিই আছে। আমি কেটকে সঙ্গে নিয়ে যাব না। তার যাবার প্রয়োজনই বা কি? ইসা হুইট্নির চিকিৎসক আমি। আমি একাই সব ব্যবস্থা করে আনতে পারব। কেটকে কথা দিলাম, তার দেওয়া ঠিকানায় যদি সত্যিই থাকে তাহলে দু'ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে দেব। কাজেই দশ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম, এবং একটা গাড়ি নিয়ে পূর্বমুখে ছুটে চললাম। যদিও একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে সে কাজটা কতদূর সম্ভব।

ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। সোয়ানড্যাম লেন লন্ডন ব্রিজের পুবে জেটিগুলোর পাশেই একটা সরু অন্ধকার গলি। একটা দর্জির দোকান আর একটা মদের দোকানের মাঝে নেশাখোরটাকে খুঁজে পাওয়া গেল। গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে সেই অন্ধকার প্রবেশপথ দিয়ে কোনরকমে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলাম। কিন্তু বিশ্রী সেই ঘরের আবহাওয়া। একটা লম্বা নীচু হল-ঘর, তার উপর আফিমের ধোঁয়াতে সারা ঘর অন্ধকার। আর সেই মৃদু আলোর মধ্য দিয়ে বহু লোকের অস্পষ্ট চেহারা দেখা যাচ্ছে। কেউ কাত হয়ে, কেউ চিত হয়ে, দুমড়ে, মুচড়ে নানারকম বিশ্রী ভঙ্গিতে জীব-দেহগুলি পড়ে আছে; তাদের ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি ছাতের দিকে স্থির-নিবদ্ধ,—দেখে তাদের মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না। এর মধ্যে মধ্যে মাঝে মাঝে কতকগুলো আলোর বিন্দু জ্বলছে। আফিম পুড়ছে,—মাঝে মাঝে অর্ধজড়িত স্বরে নানারকম বিচিত্র ভাষায় অর্থহীন কথা শোনা যাচ্ছে,—কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে আর কোনরকম প্রাণের চিহ্ন নেই। এই বীভৎস নেশাঘরের একধারে একটা পাত্রে কিছু কাঠ কয়লা জ্বলছে আর তার সামনে একটা টুলে একজন দীর্ঘ, শীর্ণ, বয়স্ক লোক হাঁটুর উপর হাত রেখে চুপ করে বসে আছে।

ঘরে ঢুকা মাত্রই একটা মালয়ী চাকর আমার জন্য একটা পাইপ আর খানিকটা আফিম নিয়ে ছুটে এসে একটা শূন্য আসন দেখিয়ে দিল।

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, আমি বসতে আসি নি। আমার রোগী মিঃ ইসা হুইট্নি এখানে আছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

এই সময়ে ডানদিকে একটা আওয়াজ শুনে ফিরে তাকাতেই ঐ আবছায়াতে হুইট্নিকে দেখতে পেলাম। পাংশু, বিবর্ণ চেহারা, রুক্ষ মলিন বেশ, আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

'একি, ডাঃ ওয়াটসন যে! রাত এখন কটা বলুন তো?'

'প্রায় এগারোটা,' আমি বললাম।

'আজ কী বার?'

'১৯শে জুন, শুক্রবার।'

'কী সাংঘাতিক! আমি তো জানি আজ বুধবার। হতেই হবে আজ বুধবার কেন বাচ্চা পেয়ে ভয় দেখাচ্ছ বাবা? দুই হাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে উঠল।

'আমি বলছি আজ সত্যি শুক্রবার! তোমার স্ত্রী গত দু-দিন ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার লজ্জা থাকা উচিত।'

'ঠিক, ঠিক। কিন্তু ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে তুমি ভীষণ ভুল করেছ, কতক্ষণ আর আমি এখানে এসেছি, মাত্র কয়েক ঘণ্টা হয়েছে। কয়েকটা মাত্র পাইপ টেনেছি, মনে হয়—তিন কি চার,—নাঃ মনে নেই, সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বাড়ি যাব; কেট নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছে। ওয়াটসন, তুমি আমাকে ধরে তোল। তুমি গাড়ী নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ, চল, গাড়ি বাইরে আছে।'

'কিন্তু আমার কিছু দেনা হয়েছে। ওয়াটসন, বলতে পার কত দেনা। আমি তো সব ফুঁকে দিয়েছি।'

আমি সেই বীভৎস তীব্র গন্ধ ধূম্রকুণ্ডলীর মাঝখান দিয়ে দুই পাশে সারি সারি নেশাখোরের ভিড় কাটিয়ে ম্যানেজারের খোঁজে যাচ্ছিলাম। কাঠকয়লার আগুনের পাশে বসে থাকা সেই বৃদ্ধ লোকটির পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, হঠাৎ কে যেন আমার জামা টেনে ধরে নিচু গলায় ফিস-ফিস করে বলল,—

'আরো কিছুটা এগিয়ে যাও, তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ো।' কথাগুলো আমার কানে পরিষ্কার শোনা গেল। আমি ফিরে তাকাতেই সেই বৃদ্ধ লোকটির উপর নজর পড়ল। একমাত্র ওর পক্ষেই এভাবে কথাটা আমার বলা সম্ভব, কিন্তু দেখলাম সে আগের মতই যেন স্থির হয়ে বসে আছে। অতি বৃদ্ধ, শীর্ণ, জরাগ্রস্ত লোক, বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছে; একটা আফিমের পাইপ দুই হাঁটুর মধ্যে আটকে আছে, যেন অবশ হাত থেকে খসে পড়ে ঝুলছে। কিছু বুঝতে না পেরে আমি কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠে আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। অন্য সকলের দৃষ্টি আড়াল করবার জন্যে তাদের দিকে পেছন ফিরে দেখি, স্বয়ং বন্ধু শার্লক হোমস দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে তার সেই জরাগ্রস্ত ভাব কেটে গেছে! মুখের বলিরেখা সব মিলিয়ে গেছে,—চোখের সেই নিষ্প্রভতার জায়গায় আবার সেই সুপরিচিত দ্যুতি ফিরে এসেছে। আমার সচকিত ভাব দেখে সে আগুনের ধারে বসে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। খুব মৃদু সঙ্কেতে সে আমাকে কাছে এগিয়ে আসতে বলে অন্যদিকে মুখ ফেরাল, আর অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে আমি আবার দেখলাম যে ক্ষণেকের মধ্যেই তার মুখে পূর্বের সেই দীপ্তিহীন ভাব ফিরে এসেছে। চাপা গলায় বললাম, 'হোমস, তুমি এখানে কী করতে এসেছ?'

সে জবাব দিল, 'যত আস্তে পার কথা বল, আমার শ্রবণশক্তি তুমি জান। ওই মাতাল বন্ধুটির কবল থেকে বেরিয়ে এস, তারপর সব বলছি।'

'বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'ঠিক আছে,—সেই গাড়িতেই ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। কোনও ভয় নেই,—ওর যেরকম বর্তমান অবস্থা দেখছি কিছুই হবেনা। আর গাড়োয়ানের হাতে তোমার স্ত্রীর কাছে খবর পাঠিয়ে দাও যে তুমি আমার সঙ্গে আজ থাকবে। তারপর বাইরে অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি।'

হোমসের অনুরোধ এত স্পষ্ট, যে আপত্তি করা খুবই শক্ত। তাছাড়া হুইটনিকে

গাড়িতে তুলে দিলেই আমার কর্তব্য শেষ। তারপরে বন্ধুবরের অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার চাইতে ভাল কাজ আর নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চিরকুট লিখে হুইট্নির বিল শোধ করে তাকে গাড়িতে তুলে দিতে গাড়িটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই আফিমের ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটি থুরথুরে বুড়ো। আমি বুড়োর সঙ্গে পথে নেমে পড়লাম। কুঁজো পিঠ নিয়ে টলমল করে পা ফেলতে ফেলতে সে দুটো পথ পার হল। তারপর চারদিকটা দেখে নিয়ে শরীরটা সোজা করে দাঁড়াল এবং প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

'ওয়াটসন, তুমি আমার কোকেন ইনজেকসন এবং অন্যান্য দুর্বলতার সম্বন্ধে তোমার ডাক্তারি বিদ্যা ফলাতে—এতক্ষণে বোধহয় ভাবছ এসবের সঙ্গে আবার আফিমের নেশা যোগ হয়েছে!'

'না তা অবশ্য ভাবিনি,—কিন্তু তোমাকে এখানে দেখে যে অবাক হয়েছি তা ঠিক।'

'আমিও তোমাকে এই আড্ডায় দেখে কম অবাক হইনি।'

'আমি এসেছিলাম আমার ঐ বন্ধুর খোঁজে।'

'আর আমি এসেছিলাম আমার এক বিখ্যাত শত্রুর খোঁজে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন্ বিখ্যাত শত্রু?'

'হ্যাঁ, আমার একটি স্বাভাবিক শত্রু, নাকি স্বাভাবিক শিকার বলব। একটি উল্লেখযোগ্য তদন্তের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি। এবং আশা করছি এইসব মাতালদের আড্ডায় ঘুরতে ঘুরতেই একটা সূত্র পেয়ে যাব। এই আড্ডায় যদি কেউ আমাকে চিনতে পারত, তাহলে আমাকে খতম করে দিত। কারণ এর আগে কয়েকবার কার্যসিদ্ধির জন্য এখানে যাতায়াত করতে হয়েছে। এর পরিচালক শয়তান লাসকার আমাকে শেষ করে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে আছে। ঐ বাড়িটার পিছন দিকে পল্‌স্ জাহাজ-ঘাটার কোণে একটা সুড়ঙ্গ চোরা-দরজা আছে। রাতে ওর ভিতর দিয়ে যেসব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে তার অনেক রহস্যই ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

'সে কি। খুনের কথা বলছ না তো?'

'ঠিক তাই, ওয়াটসন, ঠিক তাই। কত হতভাগ্য যে ওর মধ্যে ঢুকে প্রাণ হারিয়েছে যদি শোন তো অবাক হয়ে যাবে। লণ্ডন শহরে টেমসের তীরে ঐ বাড়িটির মত নৃশংস এবং জঘন্য গুম-ঘর আর একটিও নেই; আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে যে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারও ওর মধ্যে ঢুকে প্রাণ দিয়েছে; কিন্তু সে যাক, আমাদের গাড়িটার তো এখানে থাকার কথা।' এই বলে সে মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে একটা তীক্ষ্ন শীষ দিয়ে উঠল। কিছুদূর থেকে একই রকম শিসের আওয়াজে তার জবাব শোনা গেল; সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চাকার আওয়াজ ভেসে এল, হঠাৎ একটা বিরাট ঘোড়ার গাড়ির দু পাশে ঝোলানো দুটো লণ্ঠন থেকে দুটো আলোকরশ্মি ফেলে এসে দাঁড়ালো।

'যদি দরকার বোধ কর।'

'আঃ, বিশ্বাসী সহকর্মীর দরকার সব সময়। সেডার্স-এ আমার ঘরটি দুই শয্যাবিশিষ্ট।'

'সেডার্স?'

'সিডারস্ হচ্ছে মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের বাড়ি।' হোমস্ বলল—'তদন্ত চালাবার জন্যে

আমি এখন ওখানেই বাস করছি।'

'জায়গাটা কেন্ট নদীর কাছে ; এখান থেকে প্রায় সাত মাইল।'

'কিন্তু আমি তো ঘটনাটা সম্বন্ধে কিছুই জানলাম না এখনও পর্যন্ত।

'শীঘ্রই সব জানতে পারবে। জন নেমে পড়। ঠিক আছে। তোমাকে এখন দরকার হবে না। এই নাও আধা ক্রাউন। কাল এগারোটায় আমাকে খুঁজে নিও। ঠিক আছে। চলি।'

ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল। আমরা জোর কদমে ছুটে চললাম। নির্জন রাস্তা পেরিয়ে একটা চওড়া রেলিং ঘেরা সেতু পার হলাম। নীচে নদীটা ধীরে বয়ে চলেছে। তারপরেই নির্জন ইঁট-পাথরের রাস্তা। চারদিক নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে পুলিশের পায়ের শব্দ। আকাশে ভেসে চলেছে পাতলা মেঘ, আর আকাশে ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে মিটমিট করে জ্বলছে দু'একটা তারা। হোমস গাড়ি চালাচ্ছে। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে আছে। নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে। রহস্যের বিবরণ জানবার কৌতূহল হচ্ছে, আবার তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিতেও ভয় হচ্ছে। কয়েক মাইল চলবার পর মফঃস্বলের কাছাকাছি যখন পেঁাচেছি, তখন সে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে ঘাড়টাকে ঝাকুনি দিল। পাইপে আগুন দিয়ে, মনে মনে হেসে আত্মপ্রসাদ করছে বলে মনে হল।

'ওয়াটসন, তোমার চুপ করে বসে থাকার বাহাদুরী সহকারী হবার পক্ষে এটা একটা আদর্শ সদ্‌গুণ।' সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটা কথা বলার সঙ্গী প্রয়োজন, কেননা আমার বর্তমান চিন্তা ধারাটা খুব প্রীতিপদ নয়। আমার একমাত্র ভাবনা যে সেই ভালোমানুষ ভদ্রমহিলাটির যখন আমাদের সঙ্গে গেলে যখন দেখা হবে, তখন তাঁকে আমি কী বলে সান্ত্বনা বাণী শোনাব।

'আমি যে বর্তমান ঘটনার সম্বন্ধে কিছুই জানি না সেটা তুমি ভুলে যাচ্ছ মনে হচ্ছে।'

'লী-তে পেঁাছবার আগেই তোমাকে সব কথা বলছি। ব্যাপারটা খুব সাদাসিদে, অথচ অগ্রসর হবার মত কোন কিছুই সূত্র পাচ্ছি না। সুতো আছে অনেক কিন্তু তার শেষটা কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি না। 'এবার তাহলে শুরু কর।'

'বেশ কিছুদিন আগে, ১৮৮৪ সালে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার নামে এক ভদ্রলোক লী-তে এসে বসবাস করেন। একটা বেশ বড় বাড়ি কিনে বাগান-টাগান সাজিয়ে এমন-ভাবে বাস করলেন যে মনে হল তিনি বেশ ধনবান।'

'ক্রমে আশেপাশে বহু লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। এমনকি ১৮৮৭ সালে তিনি স্থানীয় এক ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়ে করেন।

তাঁদের দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে। তিনি কোনও কাজকর্ম করতেন না, কিন্তু কয়েকটি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং রোজ সকালে লণ্ডনে যেতেন, নিয়মিত সন্ধ্যা পাঁচটা চৌদ্দর গাড়িতে বাড়ী ফিরতেন। সোজা কথায়, নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, বয়স সাঁইত্রিশ বছর, স্বভাব চরিত্র বেশ ভাল। যদিও বাজারে তাঁর সাড়ে অষ্টাশি পাউণ্ডের মত ধার করা আছে, কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যাণ্ড কাউণ্টিজ ব্যাঙ্কে তাঁর নামে দুশো কুড়ি পাউণ্ডও জমা আছে। সুতরাং অর্থচিন্তাও বর্তমানে তাঁর

বুড়ো আঙুল কাটা ইঞ্জিনিয়ারের রহস্য কাহিনী

গত কয়েক বছরের মধ্যে যে সমস্যা গুলি সমাধানের জন্য আমার বন্ধু হোমসের কাছে এসেছে, তার মধ্যে দুটি মাত্র এসেছে আমার মারফতে—একটি মিঃ হেথার্লির বুড়োআঙুলের সমস্যা, আর অন্যটি কর্নেল ওয়ারবার্টনের পাগলামির সমস্যা। আমি-জানি সংবাদপত্রে গল্পটা বহুবার প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা মাত্র আধ কলমের মধ্যে সবটা বলার জন্য কাহিনীটা ভালভাবে জানা যায় নি।

আমি যে ঘটনাবলীর বর্ণনা করতে যাচ্ছি, সেগুলো ১৮৮৯ সালের গ্রীষ্মকালে, আমার বিয়ের কিছুদিন পরেই ঘটেছিল। আমি বেকার স্ট্রীট ছেড়ে চলে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। আমি অবিশ্যি নিয়মিত বেকার স্ট্রীটে গিয়ে হাজির হতুম, এবং হোমসকেও মাঝে মাঝে তাঁর বদ-অভ্যাস ছেড়ে আমাদের এখানে এসে দেখা করতে রাজি করিয়ে ছিলুম। ডাক্তার হিসাবে আমার পসার দিন দিন বেড়েই চলেছিল। প্যাডিংটন স্টেশনের কাছে আমার ডাক্তারখানা। সরকারী চাকুরী, কয়েকজন রোগীও আমি পেয়েছিলুম। তাদের মধ্যে একজনকে একটি জটিল, মারাত্মক অসুখের হাত থেকে সারিয়ে তোলার জন্যে তিনি আমার নামে ঢাক পেটাতে একটুও দ্বিধা করলেন না। আর তার ফলে দিন দিন রোগীর সংখ্যা বাড়তে লাগল।

একদিন এক পরিচিত গার্ড ভদ্রলোকের মুখ-চোখের হাবভাব দেখে বোধ হচ্ছিল, তিনি যেন রোগীর ঘরে কোন এক আশ্চর্য জীবকে বন্ধ করে এসেছেন। বিস্মিত হয়ে শুধালুন, 'কী ব্যাপার ?' ফিসফিস করে ভদ্রলোক বললেন, 'এক নতুন রোগীকে নিয়ে এলুম আপনার কাছে। ভদ্রলোক যাতে অন্য কোথাও চলে না যান, সেইজন্যে নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এলুম। এখন ভদ্রলোক একটু সুস্থ আছেন। আমি চলি ডক্টর ওয়াটসন। আপনার যেমন কাজ আছে, আমারও তেমনি কাজ আছে।' এই কথা বলে গার্ডসাহেব এত দ্রুত চলে গেলেন যে, ধন্যবাদ দেবার অবসর পর্যন্ত পেলুম না।

ঘরে ঢুকে দেখি এক ভদ্রলোক টেবিলের ধারে বসে আছে। তার পরনে টুইডের পোশাক। সাদা কাপড়ের টুপিটা আমার বইয়ের উপর রেখেছে। একটা হাতে চারদিকে রক্তের দাগ-মাখা একখানা রুমাল জড়ানো। বয়সে বেশ তরুণ। মনে হয় পঁচিশের বেশী নয়। বেশ শক্ত পুরুষোচিত মুখ, এখন অত্যন্ত বিবর্ণ। দেখে মনে হল তার শরীরে তীব্র উত্তেজনা চলেছে, আর প্রাণপণ শক্তিতে সে তাকে চাপা দিতে চেষ্টা করছে।

এত সকালে এসে আপনাকে বিরক্ত করতে হল বলে আমি খুব দুঃখিত ডাক্তারবাবু ; কিন্তু কাল রাত্রে আমার সাংঘাতিক একটি ফাঁড়া কেটে গেছে। আমি আজ সকালের গাড়িতে এসেছি। প্যাডিংটনে এসে একজন ডাক্তারের খোঁজ করায় এক সদাশয় গার্ড ভদ্রলোক আমাকে দয়া করে এখানে পেঁাছে দিয়েছেন। আমি আপনার ভৃত্যকে আমার কার্ড দিয়েছিলুম, কিন্তু দেখছি ও কার্ডটা পাশের টেবিলে রেখে গেছে।

আমি কার্ডটা তুলে নিলুম। দেখতে পেলুম তাতে লেখা ঃ

ভিক্টর হ্যাথার্লি হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার ১৬এ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট (চারতলা) আমি চেয়ারে বসতে বসতে বললুম, 'আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে আমি খুব

দুঃখিত। আপনি এইমাত্র ট্রেন থেকে নেমেছেন বলে মনে হচ্ছে। রাত্তিরের ট্রেনগুলো বড় একঘেয়ে—'

'ওহো, আমার রাতটাকে কিন্তু একঘেয়ে মনে হয় না, বলে সে হেসে উঠল। চেয়ারে হেলান দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে সে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। আমার ডাক্তারী প্রবৃত্তিগুলো সেই হাসির বিরুদ্ধে মাথা-চাড়া দিতে লাগল।'

চীৎকার করে বললাম, 'হাসি থামান। সোজা হয়ে বসুন।' কাঁচের পাত্র থেকে খানিকটা জল ঢেলে দিলাম।

প্রকৃতিস্থ হতে বেশ খানিকটা সময় নিলেন ভদ্রলোক। যখন কোন ভীষণ বিপদ পার হয়, উত্তেজনার যে অভিব্যক্তি তখন মানুষের চোখে-মুখে দেখা দেয়, তার মধ্যেও তেমনি প্রবল উত্তেজনার অভিব্যক্তি দেখা গেল। একটু বাদে ভদ্রলোক যখন প্রকৃতিস্থ হলেন, তখন তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিবর্ণ দেখালো। হাঁপাতে হাঁপাতে লজ্জিত কণ্ঠে ভদ্রলোক বলল, 'আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নি আমাকে ক্ষমা করুন।

'ঠিক আছে। এটা খান।' খানিকটা ব্র্যাণ্ডি জলে মিশিয়ে খেতে দিলাম। তার রক্তহীন গালে আবার রক্তিম আভা ফিরে এল।

'এখন একটু ভাল আছি।' 'ডাক্তার, এবার দয়া করে আমার বুড়ো আঙুলটা দেখুন—মানে বুড়ো আঙুলটা যেখানে আগে ছিল আর কি।'

হাতে জড়ানো রুমালটা আস্তে আস্তে খুলে ফেলল হ্যাথার্লি, তারপর তার হাতখানি বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে। সেখানে তাকিয়েই আমার শক্ত স্নায়ু-উপশিরাগুলো পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠল। ভদ্রলোকের হাতে চারটে আঙুল—বুড়ো আঙুলের জায়গাটা রক্তে লাল। মনে হল, ক্ষুরধার কোন অস্ত্র দিয়ে কেউ যেন বুড়ো আঙুলটাকে মূল সুদ্ধ কেটে ফেলেছে।

'কী সাংঘাতিক! নিশ্চয় খুব রক্তপাত হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে। এটা কাটবার সময় আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয় অনেকক্ষণ অজ্ঞানও ছিলাম! জ্ঞান ফিরে এলে দেখি, তখনও রক্ত ঝরে পড়ছে। তাই রুমাল দিয়ে কব্জির সঙ্গে শক্ত করে জড়িয়ে কচি পাতা দিয়ে এটাকে এঁটে বেঁধে দিয়েছি।'

'চমৎকার। আপনার সার্জেন হওয়া উচিত ছিলা।'

'এটা হাইড্রলিকসের ব্যাপার, কাজেই আমার কাজের মধ্যেই পড়ে।'

ক্ষতটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বললুম, 'খুব ভারি আর ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।'

'একটা কাটারি জাতীয় জিনিস সে বলল।'

'এটা দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই?'

না 'মোটেই না।'

'সেকি! মারাত্মক আক্রমণ।'

'হ্যাঁ খুবই মারাত্মক।'

'আপনি আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলেন দেখছি।'

'ক্ষতটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলুম। ভদ্রলোক

ছটফট না করে শুয়ে রইল, মাঝে-মাঝে যন্ত্রণায় নীল হয়ে-যাওয়া ঠোঁট কামড়াতে লাগল।'

'সত্যি অপূর্ব! আপনার ব্র্যান্ডি ও ব্যান্ডেজের জোরে আমি এখন এক নতুন মানুষ। আমি খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।'

'ওসব কথা এখন না বলা ভাল। ওতে আপনার স্নায়ুর উপর চাপ পড়বে।'

'না না। পুলিশের কাছে গিয়ে আমাকে সব বলতে হবে। কিন্তু, বুড়ো আঙুলটা যদি আমূল কাটা না যেত তবে লোকে আমার কথা একটুও বিশ্বাস করত না; ঘটনাটা এমনই অভুতপূর্ব ও অসাধারণ, আর আমার তরফে প্রমাণ দেওয়ার মতও কিছু নেই। লোকে যদি আমার কথা বিশ্বাস করে, তবে তাদের কয়েকটা সামান্য সূত্রই দিতে পারব। তাতে ঘটনাটা ঠিকমত বলা হবে কি না সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

আমি বললাম, 'আরে! কোন সমস্যার সমাধান যদি আপনি চান তাহলে আমি সুপারিস করছি, প্রথমে পুলিশের কাছে যাবার আগে আমার বন্ধু মিঃ হোমসের সঙ্গে দেখা করুন না কেন?'

'ওঁর কথা শুনেছি। যদি উনি আমার কাজ দয়াকরে হাতে নেন, তাহলে আমি ভীষণ খুশি হব। অবশ্য তারপরে আমায় পুলিশেও খবর দিতে হবে। আপনি কি দয়াকরে করে মিস্টার হোমসের কাছে একটা চিঠি লিখে দেবেন?'

'তা কেন, আমি নিজেই শার্লক হোমসের কাছে নিয়ে যাব।'

'অত্যন্ত বাধিত হব তাহলে।'

'একটা গাড়ি ডেকে দুজন প্রাতরাশের আগেই হাজির হব।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার সব কথা না বলা পর্যন্ত আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না।'

আপনি একটু বসুন, আমি আসছি এক্ষুনি। এই বলে দ্রুত পায়ে উপরে গিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা আমার স্ত্রীর কাছে বলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা গাড়ি করে আমরা দু-জনে বেকার স্ট্রীটে রওনা দিলাম।

যেমন আশা করেছিলাম, হোমস ড্রেসিং-গাউন পরে তার বসবার ঘরে পায়চারি করতে করতে 'দি টাইমস'-এর শোক-সংবাদ পড়ছে। সে তার প্রাক প্রাতরাশ পাইপ থেকে ধূমপান করছিল। তার শান্ত সহৃদয় ভঙ্গীতে সে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল, শুকর-মাংসের ও ডিমের অর্ডার দিল এবং আমাদের সঙ্গেই খাওয়ায় মন দিল। খাওয়ার পাট চুকে গেলে নব পরিচিতকে একটি সোফায় বসিয়ে, তার মাথার নীচে একটা বালিস দিয়ে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি ও জল তার হাতের কাছে রাখল।

হোমস বলল, 'মিস্টার হ্যাথার্লি, আপনার অভিজ্ঞতাটি যে সাধারণ নয় তা বুঝতে আর বাকি নেই। আপনি সোফায় শুয়ে পড়ুন স্বচ্ছন্দে। কোন সঙ্কোচ করবেন না। যতটুকু পারেন বলুন—ক্লান্তি বোধ করবেন, থামাবেন। ব্র্যান্ডির গেলাসে চুমুক দিয়ে শক্তিটুকু বজায় রাখুন।'

রোগী বলল, 'ধন্যবাদ। ডাক্তারের ব্যান্ডেজের পরেই আমি ভাল হয়ে গেছি, আর আপনার প্রাতারশেই আমার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আপনার মূল্যবান সময়

আমি নষ্ট করব না। এখনই আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলছি।'

বড় ইজিচেয়ারটাতে গা এলিয়ে চক্ষুপল্লবের ক্লান্তি ও তন্দ্রালুতা তাঁর স্বভাবের তীক্ষ্ণতা ও কৌতূহলকে আড়াল করে রেখেছে হোমস। আমি বসেছিলুম হোমসের মুখোমুখি। হ্যাথার্লির অদ্ভুত গল্পটি শুনতে লাগলুম।

সে বলল, 'আমি মাতাপিতাহীন এবং অবিবাহিত, লণ্ডনে একলা থাকি। জীবিকার বিচারে আমি একজন হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার, গ্রীনউইচের বিখ্যাত ফার্ম ভেনার অ্যাণ্ড ম্যাথুসনে শিক্ষানবীশ হিসাবে সাত বছর কাজ করে আমার কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। দু-বছর আগে, আমার শিক্ষানবীশ শেষ হওয়ায় এবং বাবার মৃত্যুতে বেশ কিছু অর্থলাভ ঘটায়, আমি নিজস্ব ব্যবসা শুরু করবার অভিপ্রায়ে ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে ঘর ভাড়া করলাম। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে গেলে প্রথম-প্রথম বেশ কষ্টে পড়তে হয়। আমার বেলায় এই অভিজ্ঞতা একটু বেশিরকমই হয়েছিল: দু-বছরের মধ্যে মাত্র তিনবার ডাক এসেছিল ছোটখাটো পরামর্শ দেওয়ার জন্যে, আর একবার মাত্র একটা ছোট কাজ হাতে এসেছিল। সব মিলিয়ে এই কাজে আমি পেয়েছিলুম মাত্র সাড়ে সাতাশ পাউণ্ড। প্রত্যেক দিন সকাল ন-টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বসে-বসে মক্কেলের আশায় অপেক্ষা করতুম। কিন্তু শেষটায় মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ব্যবসা করা যে আমার ভাগ্যে নেই শেষ পর্যন্ত এই ধারণাই মনে হল।

'গতকাল সবে আপিস থেকে উঠব উঠব করছি, এমন সময় কেরাণী ঘরে ঢুকে জানাল, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য একজন ভদ্রলোক এসেছেন। সে একখানা কার্ড দিল, তাতে লেখা 'কর্ণেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্ক'।' তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকল কর্ণেল স্বয়ং। দেখতে মাঝারি ধরনের, কিন্তু অত্যন্ত রোগা। অত রোগা লোক কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রোগা হলেও এটা কোন রোগের ফলে নয়, তার চেহারাই ওই রকম। চোখ দুটো উজ্জ্বল, দ্রুত পদক্ষেপ এবং চাল-চলনে সপ্রতিভ। পোশাক সাধারণ কিন্তু পরিষ্কার। বয়স, আমার মনে হয়, চল্লিশের মধ্যে।

'একটা জার্মান টানে কথা বলল, মিঃ হেথার্লি'? আপনার নাম যিনি সুপারিশ করেছেন তার মতে আপনি শুধু আপনার ব্যবসাতেই কৃতী নন, আপনি সুবিবেচক এবং কোন গোপন কথাকে গোপন রাখতে সক্ষম।'

নিজের সম্পর্কে এমন কথা শুনলে কার না ভাল লাগে! আমি ভদ্রলোককে অভিবাদন জানিয়ে বললুম, 'আমার সম্পর্কে এই কথা কে করেছেন জানতে পারি কি?'

'দেখুন, ঠিক এই মুহূর্তে না বলাই ভাল। তবে এও জেনেছি যে আপনি মাতা-পিতাহীন ও অবিবাহিত, লণ্ডনে একলা বাস করেন।'

হ্যাঁ সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু মাফ করবেন, ব্যবসার প্রসঙ্গে এসব কথা কী করে ওঠে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়েছিল, ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজেই আপনি এখানে এসেছেন।'

'নিশ্চয়ই। একটা ব্যবসায়িক কাজেই আমি আপনার কাছে এসেছি; কিন্তু পরিপূর্ণ গোপনীয়তা বিশেষভাবে প্রয়োজন। একলা যে বাস করে, তার কাছেই

গোপনীয়তা বেশী আশা করা যায়।'

'আমি যদি কোন কিছু গোপন রাখব বলে প্রতিশ্রুতি দিই, তবে সে বিষয়ে আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।' বললুম, আমি।

'যখন আমি কথা বলছিলাম, তখন তীক্ষ্ণ চোখে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এমন মর্মভেদী সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমি আর জীবনে দেখিনি।' প্রতিজ্ঞা করছেন ?

'হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি।'

'কথায় বা লেখায় এবিষয়ে কোন উল্লেখমাত্র থাকবে না ?'

'কথা তো আপনাকে দিয়েছি।'

'বেশ খুব ভাল।' হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে বিদ্যুতের মত তীরবেগে ঘরটা পেরিয়ে একধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলে দেখল না, বাইরে কেউ কোথাও নেই।

'ফিরে এসে সে বলল,' 'ঠিক আছে। আমি জানি কেরাণীরা অনেক সময় মনিবদের সব ব্যাপারে কৌতূহলী হয়। এবার আমরা নিশ্চিন্তে সব কথা বলতে পারব।' চেয়ারটাকে আমার খুব কাছে টেনে এনে সে আবারও সেইরকম জিজ্ঞাসু ও চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'এই ভদ্রলোকের রকম-সকম দেখে কেন জানি না আমার মনে একসঙ্গে বিতৃষ্ণা আর আশঙ্কার ভাব দেখা দিল। মক্কেল হারাবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি আমার অস্থিরতা গোপন না করে বললাম, 'আপনার উদ্দেশ্যটা খুলে বলুন। আমার সময়ের দাম আছে।'

'ভদ্রলোক বলল 'এক রাত্রির জন্যে পঞ্চাশ গিনিতে আপনার পোষাবে ?'

'খুব পোষাবে।'

সে বলল, 'বললাম বটে একরাতের কাজ, কিন্তু এক ঘণ্টা বললেই ঠিক হত। একটা হাইড্রলিক স্ট্যাম্পিং মেসিন আপনাকে দেখাব। যন্ত্রটার কোথায় কি হয়েছে বলে দিলে আমরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারব।'

'কাজটা সামান্য, কিন্তু মজুরিটা প্রচুর।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। আমাদের ইচ্ছা আজ শেষ ট্রেনেই আপনি চলুন।'

'কোথায় যেতে হবে ?'

'বার্কশায়ারের আইফোর্ডে। অক্সফোর্ডশায়ারের কাছাকাছি একটা ছোট্ট জায়গা। রীডিং স্টেশন থেকে সাত মাইল পথ। প্যাডিংটন থেকে একটা গাড়ি আছে—সে-গাড়িতে গেলে সোয়া এগারোটার মধ্যেই আপনি পৌঁছুতে পারবেন।'

'আমি ওখানে গাড়ি নিয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

'তার মানে, গাড়িতে যেতে হবে ?'

'হ্যাঁ। আমাদের ছোট জায়গাটা গ্রামের ভিতরে। আইফোর্ড স্টেশন থেকে ঝাড়া সাত মাইল পথ যেতে হবে।'

তার মানে মাঝ-রাত্রির আগে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারব না। তাহলে ফিরে আসার গাড়ি পাওয়া যাবে না। তার মানে রাতটা আমায় ওখানেই কাটাতে হবে ?'

'তা হবে। আপনার একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারব।'

'সেটা বেশ অসুবিধা। অন্য কোন সময়ে গেলে হয় না?'

'আমরা চাই আপনি ঐ সময়েই যান। আপনার কিছু অসুবিধা হবে বলেই তো আপনার মত একজন অখ্যাত যুবককে আমরা এমন বেশী অর্থ দিচ্ছি যা দিয়ে আপনার ব্যবসার অনেক বড় বড় মাথাকেও কেনা যায়। অবশ্য আপনি যদি না যেতে চান, তাহলে অন্য কথা।'

'আমি পঞ্চাশ গিনি এবং আমার প্রয়োজনের কথাটা বেশ ভাবলাম।' বললাম, 'না, না, তা নয়। আপনাদের কথামত কাজ করতে আমি রাজি। কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনারা কি করাতে চান সেটা আমার আরও স্পষ্টভাবে জানা উচিৎ।'

'তা ঠিক বলেছেন। আপনি যে কথা দিয়েছেন একথা কাউকে বলবেন না, সেজন্যে আপনার কৌতূহল যে জেগে উঠবে, এতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। সমস্ত কথা খোলাখুলি না বলে আপনাকে কোন কাজে লাগানো আমারও ইচ্ছে নয়। আশা করি কেউ আমাদের কথাবার্তা শুনবে না এখানে?' এখানে নিরাপদ?

'হ্যাঁ নিরাপদ।'

'তাহলে শুনুন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সাজিমাটি একটা খুব মূল্যবান পদার্থ এবং ইংলণ্ডের মাত্র দুই একটি জায়গায় মাত্র পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ সেইরকমই শুনেছি আমি।'

'কিছুদিন আগে আমি রীডিং স্টেশনের দশ মাইলের মধ্যে ছোট একটি জায়গা কিনেছিলুম। সৌভাগ্যবশত আমার জমির মধ্যে এক জায়গায় একটি সাজিমাটির স্তর দেখতে পেয়েছিলুম। পরীক্ষা করে দেখলুম যে আমার জায়গার মধ্যে সাজিমাটির যে স্তরটা আছে তা খুবই ছোট—এর ডানদিকে ও বাঁদিকে প্রচুর সাজিমাটির স্তর আছে। ঐ দুটি স্তরই আমার প্রতিবেশীদের এলাকায়। ঐ ভদ্রলোকেরা এখনও জানেন না যে তাদের জমিতে সোনার মতন দামি কোন কিছু রয়েছে। সুতরাং তাঁরা এই জমির আসল দাম জানবার আগেই কিনে নেওয়া আমার পক্ষে বেশ লাভজনক। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ জমি কেনবার মত টাকা আমার হাতে নেই। আমার কয়েকজন বন্ধুকে আমি এই সব কথা খুলে বললুম। বন্ধুরা পরামর্শ দিল যে আমার নিজের জমির স্তরেই যেন আমি নিঃশব্দে গোপনে কাজ চালিয়ে পয়সা জমিয়ে যাই, এইভাবে আশেপাশের জমিগুলো কেনবার মত টাকাকড়ি হয়ে যাবে। কিছুদিন হল আমরা কাজটা আরম্ভ করেছি এবং কাজের সুবিধের জন্য একটা হাইড্রলিক মেশিনও বসিয়েছি। আগেই বলেছি ঐ মেশিনটা হঠাৎ কেন জানি না বন্ধ হয়ে গেছে। সেইজন্যেই আপনাকে নিতে এসেছি। খুব সতর্কতার সঙ্গে আমরা ব্যাপারটা গোপন রাখি। আমাদের বাসায় হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার এসেছেন, এই কথা যদি একবার জানাজানি হয়ে যায় তাহলে সবার কৌতূহল হবে, সব কিছু জানাজানি হয়ে যাবে। আর একবার যদি আসল কথাটা ফাঁস হয়, প্রতিবেশীর জমিগুলো কিনে নিয়ে ব্যবসা চালানোর যে মতলব করেছি তা একেবারে মাঠে মারা যাবে। এইজন্যেই আমি আপনার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছি যে, আপনি যে আজ রাত্রে আইফোর্ডে যাচ্ছেন—সে কথা কাউকে বলবেন না।

আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন।'

'সবই ঠিক ঠিক বুঝেছি,। 'কিন্তু একটি কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। খনি থেকে কাঁকর তোলার মতই সাজিমাটিও কেটে খনি থেকে তুলতে হয়। তাহলে সেকাজে হাইড্রলিক প্রেস কিসে কাজে লাগবে?'

'সে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, 'ওহো! আমাদের একটা নিজস্ব পদ্ধতি বের করেছি। চাপের সাহায্যে আমরা ইঁটে পরিণত করি, যাতে তাতে কি আছে না জানিয়েই সেগুলিকে স্থানান্তরিত করতে পারব। কিন্তু এখন সেকথা থাক। মিঃ হেথার্লি', আপনাকে আমি সব খুলে বললাম, আর আপনাকে আমি কতখানি বিশ্বাস করি তাও তো দেখলেন।' কথা বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। 'তাহলে ১১·১৫ মিনিটে আইফোর্ডে আপনাকে আশা রাখছি।'

'আমি নিশ্চয় সেখানে থাকব।'

'কাক পক্ষীও যেন না জানে!' শেষবারের মত হুসিয়ারী দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে দ্রুতপায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ যে এরকম একটা কাজের ভার আমাকে দেওয়া হয়েছে একথা ভাবতেও আমার খারাপ লাগল। একদিক থেকে আমি অবিশ্যি খুব খুশি হয়েছিলুম, কারণ আমি এই কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে যা চাইতুম তার তুলনায় দশ-গুণ, এবং এই কাজ করলে আরো অনেক কাজ আসবে—এমন সম্ভাবনাও প্রচুর ছিল। ঐ ভদ্রলোকের চেহারা, ধরন-ধারণ আর হাবভাব আমার একটুও ভাল লাগে নি। সাজি-মাটি সম্পর্কে ভদ্রলোক ঐসব যুক্তির অবতারণা, ঐ দুপুর রাতে আমার যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা, এবং গোটা ব্যাপারটাই গোপন রাখার জন্যে বারবার সাবধান বাণী—এর কোন যুক্তিকেই আমি ভাল বলে মনে করতে পারি নি। যাই হোক, এইসব সাত-পাঁচ ভাবা সত্ত্বেও আমি মন থেকে সমস্ত রকম ভয়ের চিন্তা দূর করে, কাউকে কিছু না বলে প্যাডিংটনে চলে গেলুম।

'রীডিং-এ শুধু গাড়ি নয়, স্টেশনও বদলাতে হল। যাইহোক, যথাসময়েই আই-ফোর্ডে যাবার শেষ ট্রেনটি ধরে এগারোটার পরে একটা ছোট স্টেশনে পেঁছিলাম। আমিই একমাত্র যাত্রী সেখানে নামলাম। লণ্ঠন হাতে একটি মাত্র নিদ্রাতুর কুলি ছাড়া কেউ ছিল না। ছোট গেট দিয়ে বেরিয়েই সকাল বেলায় লোকটিকে গাছের নীচে অপেক্ষা করতে দেখলাম। কোন কথা না বলে আমার হাত ধরে গাড়ির কাছে টেনে নিয়ে গেল। গাড়ির দরজা খোলা ছিল। দু'দিকের জানালা তুলে টোকা মারতেই গাড়ী দ্রুত ছুটতে লাগল।

'ঘোড়া কি একটা ছিল?' হোমস প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ একটিমাত্র।'

'গায়ের রং লক্ষ্য করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। যখন আমি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি তখন পাশের আলোয় দেখতে পেয়ে-ছিলুম। উজ্জ্বল বাদামি তার রঙ।'

'ঘোড়াটাকে কি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল? না, তাজা ছিল মনে হয়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে তাজা আর ঝকঝকে।'

'ধন্যবাদ', হোমস্ বলল 'বাধা দিতে হল বলে দুঃখিত। আপনার কথা বলুন।'

'আমরা ছুটে চললাম প্রায় এক ঘণ্টা। কর্ণেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্ক বলেছিল, মাত্র সাত মাইল পথ; কিন্তু যে হারে আমরা ছুটেছি এবং যতটা সময় লেগেছে তাতে মনে হল বারো মাইলের মত। সারাক্ষণ সে নীরবে আমার পাশে বসে রইল। যখনই তার দিকে তাকিয়েছি দেখেছি সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে যেন গিলছে। রাস্তাটা বেশ খারাপ, কারণ আমরা ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খাচ্ছিলাম। কোথা দিয়ে চলেছি দেখবার জন্য জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাতে চেষ্টা করেছি, জানালায় ঘসা কাঁচ থাকায় মাঝে মাঝে আলোর ঝলকানি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে আমি দুই একটা কথা বলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। অবশেষে জানা রাস্তায় এসে পড়লাম এবং গাড়িটা থামল। কর্ণেল লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম। আমাকে টেনে নিয়ে সে অতি দ্রুত সামনের খোলা ফটকের মধ্যে ঢুকে গেল। মনে হল আমরা যেন গাড়ি থেকে নেমে সোজা ঘরে ঢুকে গেলাম, ফলে বাড়িটার সম্মুখ ভাগ দেখতে পেলাম না। দরজার চৌকাঠ পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। গাড়িটা চলে যাওয়ার চাকার ঘর্ঘর শব্দ আমার কানে আসতে লাগল।

'ঘরের ভিতরটা গাঢ় অন্ধকারে কর্ণেল বিড়বিড় করতে করতে দেশলাইয়ের জন্য হাতড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রবেশপথের অন্যদিকের একটা দরজা খুলে গেল। তারপর একটা লম্বা আলো এগিয়ে এল আমাদের দিকে। দেখলুম, এক ভদ্রমহিলা বাতি হাতে হাজির হলেন। বাতিটা ভদ্রমহিলা মাথার উপর তুলে ধরে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিলেন। বেশ সুন্দরী তিনি। তাঁর পোশাকে আলো পড়ে খুব ঝকঝক করছে, দেখে বুঝতে পারলুম যে তা অত্যন্ত মূল্যবান। বিদেশী ভাষায় কিসব যেন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। তার জবাবে আমার সঙ্গী কর্কশ স্বরে সংক্ষেপে কি একটা কথা বলায় তিনি এমনভাবে চমকে উঠলেন যে, বাতিটা তাঁর হাত থেকে প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। কর্নেল তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কানে আস্তে আস্তে কি যেন বলতে ভদ্রমহিলা যে ঘর থেকে এসেছিলেন তাঁকে সেইদিকে যেন ঠেলে দিলেন। ভদ্রমহিলা প্রস্থান করতেই কর্নেল বাতি হাতে আবার আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আরেকটা দরজা খুলে কর্নেল বলল—'দয়া করে একটু এঘরে অপেক্ষা করুন।' ঘরটি ছোট আর নিস্তব্ধ। আসবাব-পত্র অতি সাধারণ। ঘরের মাঝখানে একটা গোল টেবিল। তার উপর জার্মান ভাষায় লেখা কয়েকটি বই এলোমেলো ভাবে পড়েছিল। কর্নেল দরজার কাছে একটি পিয়ানোর উপর বাতিটি রাখলেন। তারপর—'এক্ষুনি আসছি' এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'টেবিলের উপরে রাখা বইগুলি দেখেছিলাম। জার্মান না জানলেও বুঝতে পারলাম, দুখানা বিজ্ঞানের বই, বাকিগুলো সব কবিতা বই। গ্রামাঞ্চলের দৃশ্য দেখবার আশায় জানালার কাছে গেলাম। কিন্তু শক্ত করে হুড়কো আটকানো একটা ওক কাঠের খড়খড়ি দিয়ে জানালাটা বন্ধ। বাড়িটা চুপচাপ। দালানের কোথাও একটা ঘড়ি টিকটিক করছে। একটা অশান্তি যেন আমাকে ঘিরে ধরছে। এই জার্মান লোকগুলো কারা? লোকালয়ের বাইরে এই অদ্ভুত জায়গায় তারা কি করছে? জায়গাটাই বা

কোথায়? শুধু জানি জায়গাটা আইফোর্ড থেকে দশ বারো মাইলটাক দূরে, কিন্তু উত্তরে না দক্ষিণে, পূর্বে না পশ্চিমে কিছুই জানি না। অবশ্য রিডিং বা অন্য কোন বড় শহর হয়তো দশ মাইলের মধ্যেই আছে। কাজেই জায়গাটা একেবারে পরিত্যক্ত কোনমতে হতে পারে না। কিন্তু এখানকার পরিবেশ দেখে বোঝা যায় এটা কোন গ্রামাঞ্চল। গলায় একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এবং গিনি উপার্জন হচ্ছে এই আনন্দে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম।

'সহসা এই স্তব্ধতার মধ্যেও কোনরকম শব্দ না করে ঘরের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। স্ত্রীলোকটি সেই ফাঁকে ঘরে ঢুকল। পিছনে অন্ধকার, তার উৎসুক সুন্দর মুখের উপর আমার বাতির হলুদ আলো পড়েছে, একনজরে দেখেই বুঝতে পারলাম সে ভয়ে অস্থির। তা দেখে আমার বুকের ভিতরটাও শির্‌শির্ করে উঠল। একটা কাঁপা আঙ্গুল তুলে সে আমাকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করল। ভীত ঘোড়ার মত বার বার পিছনে তাকাতে তাকাতে সে ভাঙ্গা ইংরেজিতে কয়েকটা কথা ফিস ফিস করে আমাকে বলল।

যথেষ্ট চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রেখে সে বলল, 'আমি চলে যাব। আমি চলে যাব। এখানে একটুও থাকব না। এখানে আপনারও অবস্থা খারাপ।'

'আমি বললুম, কিন্তু আমি যার জন্যে এসেছি তা এখনও তো শেষ করিনি। যতক্ষণ না মেশিনটা পরীক্ষা করছি ততক্ষণ এখান থেকে চলে যেতে পারি না।'

ভদ্রমহিলা দ্রুত কম্পিত স্বরে বলতে লাগলেন, 'আপনার এখানে অপেক্ষা করা উচিৎ নয়। ভুল। আপনি এই দরজা দিয়ে এখনি চলে যান। কেউ বাধা দেবে না।' আমাকে মৃদু হেসে মাথা নাড়তে দেখে হঠাৎ তিনি সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে দু-হাত মোচড়াতে মোচড়াতে এক পা এগিয়ে এসে কানে কানে বললেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, সময় থাকতে এখনো এখান থেকে পালিয়ে যান।'

'কিন্তু আমি স্বভাবতই রাগী, বাধা-বিঘ্ন দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ি। পঞ্চাশ গিনি ফি, শ্রান্তিকর পদযাত্রা আর অশুভ রাত্রি—সব কথাই ভাবলাম। সবই কী বৃথা যাবে? কাজ শেষ না করে, প্রাপ্য অর্থ না নিয়ে কেন পালিয়ে যাব? কি জানি, স্ত্রীলোকটির হয়ত মাথা খারাপও হলে হতে পারে! কিন্তু তার হাব-ভাব আমাকে যথেষ্ট বিচলিত করলেও আমি জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে থাকবার কথাই জানালাম। তিনি আবারও অনুরোধ করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় মাথার উপর দরজার শব্দ হল, সিঁড়িতে অনেক-গুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। কান পেতে হতাশভাবে দুই হাত তুলে যেমন নিঃশব্দে অকস্মাৎ তিনি এসেছিলেন তেমনিভাবেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'ঘরে ঢুকল কর্ণেল লাইসান্ডার স্টার্ক ও একটি মোটা বেঁটে লোক। তার থুতনির ভাঁজে…ছাটা দাড়ি। তাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল মিঃ ফার্গুসন বলে।

কর্ণেল বলল, 'ইনি আমার সেক্রেটারি ও ম্যানেজার। ভাল কথা, আমার যেন মনে হচ্ছে এইমাত্র দরজাটা বন্ধ করে গিয়েছিলাম। আপনার ঠাণ্ডা লাগছিল মনে করে।'

আমি বললাম, 'ঠিক উল্টো। ঘরটা একটু গুমোট লাগাতে আমিই দরজাটা খুলে দিয়েছি।'

সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালেন কর্ণেল। তারপর বললেন, 'আচ্ছা এবার তাহলে বরং আমাদের আসল কাজ করা উচিৎ; মিঃ ফার্গুসন ও আমি আপনাকে মেশিনটাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে যাব।'

'টুপিটা তবে পরে নিই বরং।'

'না, না, মেশিনটা এই বাড়ির ভিতরেই।'

'কি বললেন? আপনারা কি বাড়ির মধ্যেই সাজিমাটি কাটেন নাকি?'

'না, না, এখান থেকেই চাপটা সৃষ্টি করি। কিন্তু সে কথা থাক। আপনার কাজ শুধু যন্ত্রটা পরীক্ষা করে কি কলকব্জা খারাপ হয়েছে আমাদের বলা।'

সবাই মিলে উপরতলার দিকে রওনা হলুম। কর্ণেল বাতি হাতে আগে আগে চলল, আমি আর মোটা ম্যানেজার তার পশ্চাতে। এলোমেলো পাক-খাওয়া সিঁড়ি—অনেকগুলো বারান্দা, প্যাসেজ, সঙ্কীর্ণ সিঁড়িপথ—এই সব মিলিয়ে গোলকধাঁধার মত যেন বাড়িটা। দরজাগুলো ছোট আর নিচু। এই দরজাগুলোর নিচের চৌকাট বছরের পর বছর অসংখ্য লোকের যাতায়াতে গর্ত গর্ত হয়ে যাওয়া। নিচুতলার উপরে গালিচা বা আসবাবপত্রের কোন চিহ্ন নেই, দেওয়ালেরও পলস্তরা উঠে স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাওলায় ভরা দেওয়াল। মহিলাটির সতর্কবাণী অবহেলা করলেও তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইনি, এবং সেই কারণেই সঙ্গী দুজনের উপর প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলুম। ফার্গুসনকে বিষণ্ণচিত্ত ও নীরব লোক বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু তিনি সামান্য যা কিছু বলেছিলেন তা থেকে আমি বুঝলাম তিনি স্বদেশীয়।

'অবশেষে কর্নেল একটা নিচু দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলতেই দেখা গেল সেটা একটা ছোট্ট ঘর, একসঙ্গে তিনজনের ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়। ফার্গুসন বাইরে রইলেন, আর কর্নেল আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

'সে বলল, 'প্রকৃতপক্ষে এখন আমরা হাইড্রলিক প্রেসটার ভিতরেই আছি। এত ছোট ঘরের সিলিংটাই হচ্ছে পিস্টনের নীচু দিকটা, বেশ কয়েক টন ওজনের বেগে এটা এই ধাতব মেঝের উপর আছড়ে পড়ে। বাইরে চারপাশে যে জলাধারগুলি আছে তাতে ধাক্কা লেগে সেই বেগ কেমন করে বেড়ে ছড়িয়ে পড়ে তো আপনার জানা। যন্ত্রটা চলছে ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন থেমে থেমে যাচ্ছে, সেজন্য যথেষ্ট বেগ সঞ্চারিত হচ্ছে না। আপনি হয় তো ভাল করে দেখে কেমন করে ঐ ত্রুটি দূর করা যায় সেটা আমাদের বলে দিতে পারবেন।'

'তাঁর কাছ থেকে বাতিটা নিয়ে খুব ভাল করে মেশিনটা পরীক্ষা করলুম। বাস্তবিক পক্ষে মেশিনটা বেশ বড়, আর তার চাপ দেওয়ার ক্ষমতা সেই অনুপাতে বিপুল। যে লিভারদুটো একে নিয়ন্ত্রিত করত, বাইরে গিয়ে সেগুলোর উপর চাপ দিলুম। তক্ষুনি সোঁ-সোঁ করে একটা আওয়াজ বের হতে লাগল। সেই আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলুম সেগুলোতে কোথাও সামান্য ফুটো আছে, যার জন্যে পাশের সিলিন্ডার দিয়ে জল বাইরে আসে। পরীক্ষায় জানা গেল রবারের বন্ধনীগুলোর মধ্যে একটি—সেটি চালাবার রডের সামনের দিকে জড়ানো—সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, আর যে গর্তটার ভিতর দিয়ে এটি কাজ করে, তার পক্ষে ছোট হয়ে গেছে। স্পষ্টই বুঝতে পারলুম যে শক্তির অপচয়ের এইটেই একমাত্র কারণ। সঙ্গীদের সেকথা বুঝিয়ে দিলুম আমি। তারা গভীর মনোযোগ

দিয়ে আমার মন্তব্য শুনল এবং কী করে সেগুলো মেরামত করবে, সেই বিষয়গুলো প্রশ্ন করে জেনে নিল। সব কথা তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার পর আমি মেশিনটার প্রধান অংশ যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেখানে ফিরে গেলুম আর কৌতুহল নিবারণের জন্যে ভাল করে দেখতে লাগলুম। একবার দেখেই বেশ বুঝতে পারলুম যে সাজিমাটির জন্যে এত বিরাট একটি মেশিন বসানো হয়েছে : দেয়ালগুলো কাঠের, আর মেঝেটা আসলে লোহার একটা পাত। পরীক্ষা করবার সময় তার সর্বত্র ধাতব দ্রব্যের একটা স্তর দেখতে পেলুম। নত হয়ে, ঘসে ঘসে, তা আসলে কী তা দেখবার চেষ্টা করলুম আমি। ঠিক তক্ষুনি জার্মান ভাষায় বিড়-বিড় করে উচ্চারিত কয়েকটি শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম: কর্নেল বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী করছেন আপনি এখানে?'

'একটা মিথ্যা, গল্প বলে আমাকে প্রতারিত করার জন্যে রক্ত চড়ে গেল, ক্রুদ্ধ হয়ে তার কথার জবাবে বললুম, 'আপনার সাজিমাটির তারিফ করছিলুম!—যদি জানতুম আপনার মেশিন যথার্থ কোন কাজে ব্যবহৃত হয়, তবে যন্ত্র সম্পর্কে আপনাকে ভাল করে উপদেশ দিতে ভালভাবে সমর্থ হতুম।' কথাগুলো বলে ফেলেই নিজের ভুল ধরতে পারলাম। দেখলুম, কর্নেলের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। তার ধূসর চোখে একটা হিংস্র দীপ্তি।

'বেশ খুব ভাল কথা, সে বলল।' 'যন্ত্রটার সম্পর্কে সবকিছুই আপনি জানতে পারবেন।' বলেই এক পা পিছিয়ে সে ছোট দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা ঘুরিয়ে দিল। ছুটে গিয়ে হাতলটা ঘোরাতেই দেখি আটকানো, অনেক টানাটানিতেও এতটুকু নড়ল না। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'হ্যালো! হ্যালো! কর্ণেল! আমাকে বের করে নিয়ে যান।

'তারপর হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের শব্দ শুনে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। শব্দটা আর কিছুর না, লিভারের শেকল নাড়ার আর ফুটোওলা সিলিণ্ডারের সোঁ-সোঁ ভীষণ আওয়াজ। কর্নেল মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছে! মেসিনটাকে পরীক্ষা করবার সময় বাতিটাকে মেঝের যেখানে রেখেছিলুম তা সেখানে ছিল; তার আলোয় দেখলাম কালো ছাদটা ধীরে ধীরে ঝাঁকুনি দিয়ে নেমে আসছে মাথার উপরে। যে ভয়ঙ্কর বেগে নামছে তাতে মুহূর্তমধ্যে আমার দেহ মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে যাবে। চিৎকার করে দরজার তালাটা সজোরে নাড়া দিতে লাগলুম, বাইরে যেতে দেওয়ার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগলুম। কিন্তু লিভার চলার শব্দ আমার চিৎকারের শব্দকে ছাপিয়ে গেল। ছাদটা তখন আমার মাথার ঠিক দু-এক ফুট উপরে। হাত তুলে ছাদের শক্ত ও অমসৃণ জায়গা অনুভব করলাম। এতক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়ানোও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঠিক এমন সময় আমার চোখ এমন একটা জিনিসের উপর পড়ল, যা দেখে আমার মনে আশা জেগে উঠল।

মেঝে এবং সিলিং লোহার হলেও দেয়ালটা ছিল কাঠের। দ্রুত চারদিকে চোখ ফেলতেই দুটো কাঠের মাঝখানে হলদে আলোর একটা রেখা আমার চোখে পড়ল। ছোট প্যানেলটাকে চাপ দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিতে আলোটা অনেকটা ছড়িয়ে পড়ল। ভাবতেই পারি নি যে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার মত একটা দরজা সেখানে ছিল।

পরমুহূর্তেই সেটার ভিতর দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে অর্ধ-মূর্চ্ছিত হয়ে ওপারে গিয়ে পড়লাম। প্যানেলটা আবার যেমন ছিল তেমন হয়ে গেল। আর ঠিক সেইমুহূর্তে বাতিটা চুরমার হওয়ার শব্দ ও তার কয়েকমুহূর্ত পরেই দুটো ধাতু খণ্ডের ঠোকাঠুকির শব্দে বুঝতে পারলাম এক সেকেণ্ডের জন্য আমি বেঁচে গেছি।

'কব্জি ধরে ভীষণ টানাটানিতে আমার জ্ঞান ফিরল। একটা সরু বারান্দায় পাথরের মেঝেয় পড়ে আমি দেখতে পেলুম। এক ভদ্রমহিলা আমার উপর নত হয়ে তার বাঁ হাত দিয়ে আমাকে টানাটানি করছিলেন। তার ডান হাতে মোমবাতি। বলা বহুল্য ইনিই সেই সহৃদয় বান্ধবী যাঁর সতর্কবাণী প্রথমে আমি নির্বোধের মত অগ্রাহ্য করেছিলুম। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন, 'আসুন! আসুন! ওরা এক্ষুনি এখানে এসে দেখতে পাবে যে আপনি সেখানে নেই! আঃ! এত মূল্যবান সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন!'

'এবার আর তাঁর পরামর্শ উপেক্ষা করলাম না। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে করিদর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। তারপর আর একটা চওড়া দালান। সেখনে পেঁছামাত্রই কানে এল অনেক পায়ের শব্দ আর দুটো উচ্চ কণ্ঠস্বর—একটা আমাদের পায়ের তলায়, অপরটি নীচের তলায়। মহিলা থেমে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর দরজা খুলে একটা শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

'সে বলল, 'এই আপনার একমাত্র সুযোগ। অনেকটা উঁচু হলেও আপনি হয়তো লাফ দিয়ে নীচে নেমে পালাতে পারবেন।'

'যখন তিনি কথা বলছিলেন, তখন সেই পথটার অপর প্রান্তে একটা আলো দেখা গেল। কর্নেল এক হাতে লণ্ঠন আর অন্য হাতে কশাইয়ের কাটারির মত একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে দৌড়ে আসছিলেন। শোবার ঘরের মধ্য দিয়ে দৌড়ে জানলাটা খুললুম। তাকালুম বাইরের দিকে। চন্দ্রালোকে বাগানটাকে শান্ত, মধুর আর স্বাস্থ্যপ্রদ বলে মনে হচ্ছিল। এখান থেকে তিরিশ ফুটের মত নিচু বাগানটা। জানলার চৌকাটের উপরে উঠলুম আমি। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কর্নেলের কী কথা হয়, তা শোনার জন্য লাফ দিতে ইতস্তত করলুম আমি; কারণ যদি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয় তবে যে বিপদই আসুক না কেন, আমি তার সাহায্যের জন্যে ফিরে যাব বলে মনস্থির করলুম। মনে মনে কী কর্তব্য ভাবছি, তক্ষুনি দেখলুম কর্নেল দরজায় এসে তাকে ধাক্কা মেরে পথ করে নিতে চাইলেন। তিনি তার হাত দিয়ে কর্নেলকে আটকাতে চেষ্টা করলেন আর ইংরিজিতে বললেন—'ফ্রিটস! ফ্রিটস! গতবার তুমি কী শপথ করেছিলে তা মনে করে দ্যাখো! তুমি বলেছিলে এমন কাজ করবে না! কিন্তু এ কী করছ তুমি?' ওকে ছেড়ে দাও। উনি চুপ করেই থাকবেন। কাকেও কিছু বলবে না।

তার হাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে করতে সে চীৎকার করে বলে উঠল, 'তুমি আমাদের শেষ করে দেবে। ও অনেক কিছু দেখে ফেলেছে। আমি বলছি আমাকে ছেড়ে দাও!' মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে সে জানালার কাছে ছুটে এসে হাতের ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমাকে আঘাত করল। আমি তখন ঝুলে পড়েছি, শুধু

হাত দুটো রয়েছে গোবরাটের উপর ধরা। সেই অবস্থায় আঘাতটা পড়ল। একটা বেদনা অনুভব করলাম। হাতের মুঠি খুলে গেল। নীচের বাগানে পড়ে গেলাম।

'কোনরকম আঘাত না লাগায় উঠে দাঁড়িয়েই প্রাণপণে ঝোঁপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ আমার মাথা ঘুরতে লাগল। তখন খুব অসুস্থ বোধ করলাম। হাতটা যন্ত্রণায় বেশ দপদপ করছে। সেদিকে তাকাতেই দেখি আমার বুড়ো আঙুলটা একেবারে নেই। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। রুমালটা তার চারদিকে বাঁধতে চেষ্টা করতে করতেই হঠাৎ কানের ভিতরটা বোঁ-বোঁ করে উঠল। পরমুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম জানিনা। কারণ একটু জ্ঞান হতে দেখলুম চাঁদ ডুবছে, আর একটু পরিষ্কার হয়ে এসেছে পূর্ব দিক। আমার সারা পোষাক শিশিরে ভেজা। আহত বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত পড়ে পড়ে কোটের হাতা লাল হয়ে গেছে।

সাংঘাতিক ভাবে যন্ত্রণা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দিল। কর্নেলের কাছ থেকে এখনো বোধহয় নিরাপদ নই এই মনে করে উঠে দাঁড়ালুম; কিন্তু আমার চারিদিকে বাড়ি, বাগান কিছুই না দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে গেলুম। বড় রাস্তার পাশে একটা ঝোপের মধ্যে আমি পড়ে ছিলুম। তার একটু নিচের দিকে একটা লম্বা দালান। কাছে গিয়ে দেখলুম, গত রাত্রে যে স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেছিলুম ওটা সেই স্টেশন। হাতের ঐ বীভৎস ক্ষত না থাকলে ঐ ভয়াবহ ঘটনাবলীকে একটা রূপকথার গল্প বলে মনে হত।

স্টেশনে গেলাম। সকালের ট্রেনের খোঁজ করলাম। একঘণ্টার মধ্যেই রীডিং-এর গাড়ি আসবে। দেখলাম এখানে পেঁছিবার সময় যে কুলিটি ছিল এখনও সেই কুলিটি আছে। সে কখনও কর্ণেল লাইস্যাণ্ডার স্টার্কের নাম শুনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নামটা সে শুনেনি। কাল রাতে আমার জন্যে যে গাড়িটা অপেক্ষা করছিল সেটা সে দেখেছে কি না? না তাও সে দেখে নি। কাছে কোন থানা আছে কি? তিন মাইল দূরে আছে।

'আমি তখন ভয়ানক অসুস্থ ও খুব দুর্বল। সেই অবস্থায় আমার পক্ষে থানায় যাওয়া সম্ভব নয়, শহরে পেঁছে তারপর পুলিশে জানাবো বলে ঠিক করে, ছটা বাজবার অল্প একটু পরেই আমি এখানে এসে পেঁছিলুম। প্রথমে আমার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়ে ব্যাণ্ডেজ করানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তারপরে ডক্টর ওয়াটসন দয়া করে আমাকে নিয়ে এসেছেন এখানে। মিস্টার হোমস, মামলাটা আমি আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। আপনি যে রকম বলবেন আমি সেইমত কাজ করব।'

এই অসাধারণ কাহিনী শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তারপর হোমস তাকের উপর থেকে একখানা মোটা সাধারণ বই নামাল। এতেই সে সব কাটিং জুড়ে রাখে।

হোমস বলল, 'এখানে একটা বিজ্ঞাপন রয়েছে। প্রায় বছরখানেক আগে সবগুলো কাগজেই এই বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হয়। 'মিঃ জেরেমিয়া হেলিং এ মাসের ৯ই তারিখে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। বয়স ২৬, হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। রাত দশটায় বাড়ি থেকে

বেরিয়েছেন। তারপর থেকে কোন খবর নেই। পরনে…' ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে! মনে হচ্ছে সেই কর্ণেল শেষবারের মত তার সেই যন্ত্রটা মেরামত করাতে নিয়ে গেছিল।

রোগী বলে উঠল, 'হায় ঈশ্বর! মেয়েটির কথার মানেটা বোঝা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। স্পষ্টই এখন বোঝা যাচ্ছে কর্ণেল একজন ঠাণ্ডা মাথার বেপোরোয়া শয়তান মানুষ। তার খেলায় যে বাধা দেবে তাকেই সে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। পাকা জলদস্যু যেমন দখলদারী জাহাজের কোন লোককে বাঁচতে দেয় না কর্ণেল ঠিক তেমনি। যা হোক, প্রতিটি মুহূর্ত এখন খুব মূল্যবান। কাজেই মত যদি থাকে তাহলে আইফোর্ডে যাত্রা করবার আগে এখুনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যেতে হবে।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে আমরা সবাই মিলে বার্কশায়ারের ছোট্ট গ্রামটায় যাবার জন্যে রীডিং-এর ট্রেনে চেপে বসলুম। হোমস্, ভিক্টর হ্যাথার্লি, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট, একজন সাদাপোষাকী সার্জেন্ট ও আমি—আমরা এই কজন ছিলুম। ব্র্যাডস্ট্রীট সামরিক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ঐ এলাকার একটি ম্যাপ আসনের উপর রেখে আইফোর্ডকে কেন্দ্র করে কম্পাস দিয়ে একটি বৃত্ত আঁকছিল। সে বলল, 'এই তো পেয়েছি। দশ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তটা আঁকা। স্থানটা এই লাইনের কোথাও নিশ্চয় হবে। আপনি তো দশ মাইল বললেন, না স্যার?'

'এক ঘণ্টার যাত্রা।'

'অজ্ঞান অবস্থায় আপনাকে তারা এতটা পথ বয়ে নিয়ে এসেছিল?'

'আমার যেন আবছা-আবছা মনে পড়ছে আমাকে তুলে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমি বললুম, 'একটা কথা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। যখন তারা আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাগানে পড়ে থাকতে দেখল, তখন আপনাকে কেন মেরে ফেলেনি? ভদ্রমহিলাটির কথায়ই কি ঐ শয়তানটা এই কাজ করেছিলেন?'

'আমার কিন্তু এটা সম্ভবপর মনে হয় না। ওর নির্মম মুখ আমি জীবনে দেখি নি।'

ব্র্যাডস্ট্রীট বলল, 'সব ঠিক আছে। বৃত্তটা তো এঁকেই ফেলেছি, এখন শুধু জানতে হবে, এর ঠিক কোন্ স্থানটিতে বাছাধনদের আস্তানা পাওয়া যাবে।'

হোমস শান্তভাবে বলল, 'আমার তো মনে হয় ঠিক সেই স্থানটিতেই আমি আঙুল রাখতে পারি।'

ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'সত্যি? আপনি আপনার মত এর মধ্যেই খাড়া করে ফেলেছেন? আশ্চর্য তো! আচ্ছা দেখি? দেখা যাক আপনার সঙ্গে কার মতের মিল হয়। আমি বলছি—দক্ষিণে, কারণ ঐ এলাকাটা বেশ নির্জন।

ভিক্টর হ্যাথার্লি বলল, 'আমার কিন্তু পূর্ব দিকে বলেই মনে হয়।'

সাদা পোশাক পরা সার্জেন্ট বলল, 'পশ্চিমে। সেখানে কয়েকটা ছোটখাটো নিরালা গ্রাম আছে।'

আমি বললাম, 'আর আমার মত—উত্তর, কারণ সেদিকে কোন পাহাড় নেই আর আমাদের বন্ধু বলেছে গাড়িটা কোন সময়ই উপরের দিকে ওঠে নি।'

হেসে বলল, 'আরে, প্রত্যেকেরই মত যে ভিন্ন ভিন্ন। আপনি কার
রোমাঞ্চকর ...দেবেন এখন বলুন?'
অভিজ্ঞতাে...রা সকলেই ভুল করেছেন।'
পারবেন ...সকলেরই তো ভুল হতে পারে না।'

...ন্তু তাহলেও আপনাদের সকলের ভুল হচ্ছে। আমি বিন্দুটিতে আঙুল ..খলুম।'—এই বলে বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আঙুল রেখে হোমস্ বলল, 'এইখানেই আমরা তাদের দেখতে পাব!'

হ্যাথার্লি আঁৎকে উঠল—'কিন্তু গাড়িতে সেই বারো মাইল পথ?'

'ছ-মাইল দূরে গিয়ে ফের ছ-মাইল পিছিয়ে আসা। এর চেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে না। আপনি নিজেই বলেছেন যে, যখন আপনি গাড়িতে ওঠেন তখন ঘোড়াটা তাজা আর খুব ঝকঝকে ছিল। যদি এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার উপর দিয়ে বারো মাইল আসতে হত ঘোড়াটিকে, তবে তা কী করে ঝকমকে দেখতেন।'

ইন্সপেক্টর চিন্তিত স্বরে বলল, সত্যি, এমন চালাকি করাও সম্ভব। এ যে কিসের দল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।'

হোমস্ বলল, 'তা বটে। প্রচুর পরিমাণে নকল টাকা তৈরি করে এরা। পারদ-মেশানো যে সব ধাতু রুপোর জায়গা নিয়েছে, তা তৈরি করতেই ওরা এই মেশিনটি ব্যবহার করছে।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'আমরা কিছুদিন ধরে খবর পাচ্ছি যে, একদল শয়তান এ কাজে লিপ্ত আছে। তারা হাজারে হাজারে হাফ-ক্রাউন তৈরি করছে। এবং রীডিং পর্যন্ত আমরা ধাওয়া করেছি, কিন্তু তারপর আর এগুতে পারিনি। পুরনো পাপী সেজন্য ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন, এই শুভ যোগাযোগের দরুন, আমার মনে হয় সত্যি-সত্যিই এবার তাদের ধরতে পারব।'

ইন্সপেক্টরের ধারণা ভুল। ন্যায়-বিচারের হাতে ধরা পড়বার পাত্র তারা নয়। আইফোর্ড স্টেশনে পেঁছিতে পেঁছিতেই দেখতে পেলুম, গাছপালার পিছনে একটা বিশাল ধোঁয়ার স্তম্ভ আকাশে কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে।

ট্রেনটা ছেড়ে যেতে ব্র্যাডস্ট্রীট জিজ্ঞাসা করল, 'কোথাও আগুন লেগেছে কি?'

স্টেশন মাস্টার বলল, 'হ্যাঁ স্যার। শুনলাম রাতেই লেগেছিল, কিন্তু এখন খুব ভয়ানক খারাপ অবস্থা, সারা বাড়িটাই জ্বলছে।'

'ডাঃ বীচারের বাড়ী ওটা।'

রোগা ইঞ্জিনিয়ার বলে উঠল, 'ডঃ বীচার কি জার্মান? খুব সরু খাড়া নাক?

হোহো করে হেসে উঠলেন স্টেশন মাস্টার: 'না মশাই, ডক্টর বেচার একজন ইংরেজ, আর তাঁর ভুঁড়ি এমনই যে, এই এলাকায় আর কারও ভুঁড়ির সঙ্গে তুলনাই করা যায় না। কিন্তু আমি জানি যে, তাঁর সঙ্গে যে ভদ্রলোক থাকে তিনি নাকি একজন রোগী। তিনি ভিনদেশী; দেখলে কিন্তু রোগী বলে ধরতে পারবেন না। বার্কশায়ারের বুড়ো গরুর মাংস পর্যন্ত ভদ্রলোক খেয়ে হজম করতে পারেন!'

স্টেশন-মাস্টারের কথা শেষ হবার আগেই আমরা সকলে অগ্নিকাণ্ডের দিকে দ্রুত ছুটে চললাম। রাস্তাটা একটা নীচু পাহাড়ের উপর উঠলে দেখা গেল, আমাদের

সামনে একটা বড় ভাল বাড়ি ; তার দরজা-জানালা দিয়ে আগুনের বের হচ্ছে : আর সামনের বাগানে তিনটি আগুন নেভানোর দমকল অসারে ! ব্যার্থ চেষ্টা করে চলেছে । দ।

হ্যাথার্লি অসহ্য উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন : 'এই তো সেই পাথরের উপর দিয়ে গাড়ি-চালানোর রাস্তা। ঐ তো সেই গোলাপের ঝোপ, আমি পড়েছিলুম। ঐ যে দ্বিতীয় জানালাটা, ওটা থেকেই নীচে লাফ দিয়েছিল আমি।'

হোমস্ বলল, 'বেশ, অন্তত আপনি তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন। এ আর সন্দেহ কিছু নেই যে আপনার বাতি মেশিনের মধ্যে পিশে গিয়ে কাঠের দেওয়াল গুলোতে আগুন লেগে গেছিল, এবং এও নিশ্চিত যে তারা আপনাকে খুঁজতে এত উত্তেজিত হয়েছিল যে তখন তা তারা লক্ষ্য করেনি। আপনার গতরাত্রের বন্ধুদের চেনবার জন্যে এখন এই জনতার উপর চোখ ফেলুন দেখি। অবিশ্যি আমার মনে হচ্ছে যে তারা এই সময়ের মধ্যে বহু বহু দূরে চলে গেছে।

হোমসের আশঙ্কাই হয়েছে, কারণ সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই সুন্দরী স্ত্রীলোক, শয়তান জার্মান বা বিষণ্ণ ইংরেজ ডাঃ-কে কারও সম্পর্কে একটি কথাও আর শোনা যায় নি। সেদিন খুব ভোরে এক কৃষক দেখেছে, কয়েক জন যাত্রী ও কয়েকটা বাক্স নিয়ে একখানা গরুর গাড়ি রীডিং-এর দিকে যেতে দেখেছে ; সেদিন থেকে পলাতকদের সব চিহ্ন মুছে গেছে। এমন কি হোমসের কলা কৌশলও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি।

দমকলের লোকেরা ভিতরে যেসব বন্দোবস্ত দেখতে পেল, তাতে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। তেতলার চৌকাটে একটা টাটকা কাটা বুড়ো আঙুল দেখতে পেয়ে তারা আরও হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে প্রায় সূর্যাস্তের সময় আগুনকে আয়ত্তে আনল। সমস্ত জায়গাটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কতকগুলি বাঁকানো সিলিণ্ডার আর লোহার নল ছাড়া যে দানব যন্ত্রটির জন্যে আমার হতভাগ্যবন্ধুকে তার বুড়ো আঙুলটা হারাতে হয়েছিল, তার আর কোন চিহ্ন ছিল না। একটা ঘরে নিকেল ও টিনের বড় বড় স্তূপ পাওয়া গেল, কিন্তু নকল টাকাকড়ির কোন সন্ধানই মিলল না।

আমাদের হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার কেমন করে বাগান থেকে এতটা পথ এসেছিল যেখানে প্রথম তার জ্ঞান ফিরে আসে, সেটা হয় তো চিরদিন রহস্যাবৃতই থেকে যেত। কিন্তু একটা নরম ঢিপি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল, দুটি মানুষ তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল— এক জনের পা দুটো খুব ছোট, অপর জনের পা দুটো অস্বাভাবিক ধরনের বড়। মোটের উপর যে নিঃশব্দ ইংরেজটি তার সঙ্গীর তুলনায় 'ভাল হওয়ায় অজ্ঞান মানুষটিকে বিপদমুক্ত করতে স্ত্রীলোকটিকে অনেক সাহায্য করেছিল।'

লণ্ডনে ফিরে যাবার জন্যে যখন আবার ট্রেনে উঠে যে যার আসন দখল করলুম, ভিক্টর হ্যাথার্লি বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—'বাঃ। আমার পক্ষে এক চমৎকার কারবার করলাম বটে ! বুড়ো আঙুল হারালুম, পঞ্চাশটা গিনি পারিশ্রমিকও হারালুম !' তার বদলে কী পেলুম আমি ?'

হোমস হেসে বলল, 'অভিজ্ঞতা। আপনি জেনে রাখুন মিস্টার হ্যাথার্লি, এই

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা পরোক্ষভাবে আপনার পক্ষে মূল্যবান হয়ে দাঁড়াবে। আপনার এই অভিজ্ঞতাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারলেই বাকি জীবনটুকু খুব ভাল কারবার চালাতে পারবেন বলে আমার ধারণা।

খানদানী চিরকুমারের রহস্য কাহিনী

লর্ড সেণ্ট সাইমনের বিয়ে ও তার পরেই বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার অদ্ভুত কাহিনী অনেকের কাছে বাসী হয়ে গেছে।

নতুন সব কুৎসা এসে তাকে ঢেকে দিয়েছে, তার বিবরণ মুখরোচক গাল-গল্পকে এবং চার বছরের পুরনো অধ্যায় থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সম্পূর্ণ তথ্য জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত করা হয় নি, এবং রহস্য-সমাধানের ব্যাপারে আমার বন্ধু হোমসের অনেকখানি ভূমিকা ছিল, সেজন্য সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ না করলে তার স্মৃতি-কথা সম্পূর্ণ হয় না।

আমার বিয়ের কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা, তখন আমি বেকার স্ট্রীটে হোমসের সঙ্গে থাকি। একদিন বৈকালিক ভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরে সে দেখল টেবিলের উপর এক-খানা চিঠি পড়ে আছে আমি সমস্ত দিনটা বাড়ির ভিতরেই ছিলাম, কারণ বৃষ্টির সেইসঙ্গে ছিল বর্ষার ঝোড়ো বাতাস। একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ও আরেকটায় পা রেখে আমি স্তূপীকৃত খবরের কাগজ পড়ছিলাম। শেষ পর্যন্ত খবরের পর খবর শেষ করে সব কাগজ দূরে ছুড়ে ফেলে চুপ করে শুয়ে রইলাম। টেবিলের উপর রাখা খামটার বিরাট সীলমোহর ও মনোগ্রাম দেখে ভাবছিলাম আমার বন্ধুর অভিজাত পত্ররচয়িতাটির পরিচয় কি?'

সে ঘরে ঢুকতেই বললাম, 'এই যে একখানা খুব সৌখিন চিঠি। যতদূর মনে পড়ে, সকালের ডাকে এসেছে।'

সে হেসে বলল, 'হ্যাঁ আমার চিঠিপত্রে একটা বৈচিত্র্যের আমেজ থাকে, আর যে-গুলো খুব সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আসে সেগুলিই বেশী আকর্ষণীয়। চিঠি দেখে মনে হচ্ছে এটা তো সেই সব অবাঞ্ছিত সামাজিক নিমন্ত্রণের, যেগুলি মানুষ গ্রহণ করলেও বিরক্ত হয়, আর না হয় মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে। সীলমোহর ভেঙে তিনি চিঠির বিষয়-বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল, 'তাই তো হে! এটা যে খুব চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে সামাজিক বিষয় কিছু নয়?'

'না, একেবারেই ব্যাবসা-সংক্রান্ত দেখতে পাচ্ছি।'

'কোন অভিজাত মক্কেলের কাছ থেকে মনে হচ্ছে?'

'ইংলণ্ডের খুব উঁচু পরিবারের একজনের কাছ থেকে আসছে।'

তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি!' ওয়াটসন, তুমি বিশ্বাস করতে পার যে, মক্কেলের মামলার ব্যাপারেই আমি উৎসুক ; তাঁর সামাজিক মর্যাদার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। খুব সম্ভব এই নতুন তদন্তের ব্যাপারে তারও অভাব হবে না। দেখছি কিছুদিন ধরে তুমি খুব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছ, তাই না ?'

ঘরের কোণে এক বাণ্ডিল কাগজ দেখিয়ে আমি অনুতাপের সুরে বললাম, হ্যাঁ তাই মনে হচ্ছে। আর কিছুই কাজ ছিল না।'

তবু ভাল, তুমি হয় তো আমাকে খবরগুলো জানাতে পারবে। অপরাধের খবর-আর শোক-সংবাদ ছাড়া আর কিছুই আমি পড়ি নি। কিন্তু সাম্প্রতিক খবরগুলি যদি তুমি ঠিক মত পড়ে থাক তাহলে লর্ড সেণ্ট সাইমন ও তার বিয়ের খবর নিশ্চয়ই পড়েছ ?'

'ও হ্যাঁ, গভীর আগ্রহের সঙ্গেই পড়েছি সেটা।'

'বেশ ভাল কথা। আমার হাতের চিঠিটা লর্ড সেণ্ট সাইমনের লেখা। আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। এর বিনিময়ে তুমি খবরের কাগজগুলো থেকে এই ব্যাপারে সঙ্গে জড়িত সমস্ত বিবরণ আমাকে বলবে। চিঠিতে লেখা আছে :

মিঃ শার্লক হোমস্ সমীপেষু—লর্ড ব্যাকওয়াটার আমাকে বলেছেন যে আপনার বিচার-শক্তি ও বিবেচনার প্রতি আমি একান্ত ভরসা রাখতে পারি। সুতরাং আজই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারে একান্ত প্রয়োজন। যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার পরামর্শ চাই! স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা মিঃ লেস্ট্রেড ইতিমধ্যেই এব্যাপারে তদন্ত পেলে তিনি খুব খুশী হবেন এবং তিনি এ কথাও মনে করেন যে, এতে অনেক সাহায্য হতে পারে। আমি আজ বিকেল চারটের সময়ে দেখা করব। সে সময়ে পূর্ব-নির্ধারিত কোন কাজ থাকলে দয়া করে আপনি তা মুলতুবি রাখবেন ; কারণ এটা একটা অত্যন্ত জরুরি।'—আপনার বিশ্বস্ত রবার্ট সেণ্ট সাইমন।

'গ্রসভেনর ম্যানসন' থেকে চিঠিটা পালকের কলমে লেখা। মাননীয় লর্ডের ডান হাতের কনিষ্ঠায় বাইরের দিকে কালির দাগ লেগে গিয়েছিল', চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে হোমস মন্তব্য করল।

'লিখেছেন চারটে। তিনটে বাজে। একঘণ্টার মধ্যেই তিনি এসে যাবেন।'

'হাতে বেশ সময় আছে। তোমার সাহায্য পেলে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে পারব। খবরের কাগজগুলো উলটে তারপর সময়ের ক্রম অনুযায়ী সারাংশগুলো সাজাও। এদিকে দেখি আমার মক্কেলটির কি পরিচয়।'

তাক থেকে সারি সারি সাজানো বইগুলোর মাঝ থেকে একটা লাল কাপড়ে বাঁধা বই তুলে নিয়ে সে চেয়ারে বসে হাঁটুর উপরে বইটা রেখে তার একটা পাতা তুলে বললেন, 'এই যে। রবার্ট ওয়ালসিংহ্যাম ও ভেরে সেণ্ট সাইমন ব্যালমোরালের ডিউকের মেজ ছেলে।'

'হুম্! পারিবারিক চিহ্ন—হাতে নীল ধাপ, বাহুমূলে কালো ফিতেয় বাঁধা তিনটি মাদুলি। জন্ম ১৮৪৬ খ্রীঃ, বয়স একচল্লিশ, বিয়ের পক্ষে বেশী বয়স। ভূতপূর্ব সরকারের শাসনব্যবস্থায় ইনি উপনিবেশগুলির সচিব ছিলেন। এঁর পিতা

ডিউক, ছিলেন আগে পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি। এ'দের বংশে উত্তরাধিকার সূত্রে প্ল্যাণ্টাজেনেট রক্ত এবং কুটুম্বিতা সূত্রে টিউডর রক্ত প্রবাহিত। হুম, বেশ কথা। এ থেকে বিশেষ কিছু জানা যাবে না। ওয়াটসন এর চেয়ে বেশি তথ্য পেতে হলে তোমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।'

আমি বললাম, 'আমার জ্ঞাতব্য বিষয় কোনই অসুবিধে নেই। ব্যাপারটা খুব অল্পদিন আগে ঘটেছে। ঘটনাটা আমার কাছে খুব উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেছিলাম। আমি এ বিষয়ে তোমাকে কিছু না বলার কারণ তোমার হাতে অন্য একটা জরুরী তদন্তের ভার আছে। জানি, কাজের মধ্যে অন্য কোন আলোচনা করতে ভালবাস না।'

'ও, তুমি গ্রসভেনর স্কোয়ারের আসবাবপত্রের গাড়ির সেই সামান্য সমস্যাটার কথা বলছ? ওটা সমাধান হয়ে গিয়েছে। অবশ্য গোড়া থেকেই খানিকটা বেশ পরিষ্কার ছিল। এখন তোমার কাহিনী শোনাও।'

'এটা প্রথম নোটিশ। দেখতে পাচ্ছ, কয়েক হপ্তা আগে "মর্নিং পোস্টে"র ব্যক্তিগত কলমে এটা ছাপা। এতে লিখেছে—গুজব যদি সত্যি হয়, তবে ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র লর্ড রবার্ট সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রানসিস্কো অধিবাসী মিঃ অ্যালয়সিয়াস ডোরানের একমাত্র কন্যা কুমারী হ্যাটি ডোরানের বিবাহ স্থির হয়েছে। খুব শীঘ্রই তাঁদের বিবাহ হবে।—শুধু এইটুকু।'

দীর্ঘ সরু পা দুটো আগুনের দিকে ছড়িয়ে হোমস বলল, 'সংক্ষিপ্ত এবং সঠিক।'

'ঐ একই সপ্তাহের আর একটি পত্রিকায় এর একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই পেয়েছি। খোলা বাজারের বিয়ের নীতির ফলে আমাদের দেশের জিনিষই পাচার হয়ে যাচ্ছে বাইরে। এ বিষয়ে আইন একান্ত প্রয়োজন। বৃটেনের খানদানী বংশে হামেশাই বউ হয়ে আসছে সাগর পারের সুন্দরীরা। বর্তমান ঘটনাটি ঘটেছে লর্ড সেণ্ট সাইমনের। এত বছর আইবুড়ো থাকার পর তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার কোটিপতির কন্যা হ্যাটি ডোরানের প্রেমে বিদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এখন তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন। বিয়ে পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। যৌতুক ছয় অঙ্কের কাছাকাছি থেকেও ছাড়িয়ে যাবে। ডিউক অফ্ ব্যালমোরালের ট্যাঁক যে গড়ের মাঠ দেশ শুদ্ধু সকলেই জানেন। গত কয়েক বছর নিজের ছবি বিক্রী করে সংসার কোন মতে চালাচ্ছেন। বার্চমুরের ছোট সম্পত্তি ছাড়া লর্ড সেণ্ট সাইমনের ভাগ্যে কিছুই জোটে নি। কাজেই বিয়ের ফলে লাভের কড়ি কেবল কালিফোর্ণিয়ার সুন্দরী পাবেন না সেণ্ট সাইমনও বর্তে যাবেন।

হোমস হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু?'

'নিশ্চয়। অনেক আছে। এই যে, 'মর্নিং পোস্টের' আরেকটা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে হ্যানোভার স্কোয়ারের সেণ্ট জর্জ গির্জায় অনাড়ম্বরভাবে বিয়ে হবে। নিমন্ত্রণ করা হবে মাত্র জনাছয়েক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। মিঃ অ্যালয়সিয়াস ডোরান ল্যাঙ্কেস্টার স্কোয়ারে যে বাড়ি ভাড়া করেছেন, বিয়ের পর দলটি ফিরে যাবে সেখানে। এর দিন-দুই পরে এক সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে বিয়ের কাজ চুকে গিয়েছে। পিটার্সফীল্ডের নিকটবর্তী লর্ড ব্যাকওয়াটারের বাড়িতে মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপিত হবে। পাত্রী নিরুদ্দেশ হবার আগে পর্যন্ত এইসব বিজ্ঞপ্তি বার হয়েছিল।'

চমকে হোমস প্রশ্ন করল, 'কিসের আগে বললে?'

'মাহলাটির নিরুদ্দেশ হবার।'

'কখন সে নিরুদ্দেশ হল?'

'প্রাতরাশ খাওয়ার সময়।'

'বটে। ব্যাপারটা তো বেশ আকর্ষণীয়, বেশ নাটকীয়।'

'হ্যাঁ; আমার কাছেও অসাধারণ বলে মনে হয়েছে।'

'অনুষ্ঠানের আগে অনেকে উধাও হয়; কখনও মধুচন্দ্রিমার সময়েও হয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি উধাও হবার আর কোন ঘটনা মনে করতে পারছি না। দয়া করে বিস্তারিত বিবরণ বল।'

'ব্যাপারটা এইরকম। গতকাল সকালে খবরের কাগজে একটা আলাদা নিবন্ধে সমস্তটা একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। আমি তোমায় পড়ে শোনাচ্ছি। শিরোনামা হচ্ছে 'সৌখিন বিবাহ বাসরে অভূতপূর্ব কাণ্ড।'

'লর্ড রবার্ট সেণ্ট সাইমনের বিবাহকে কেন্দ্র করে হৈ হৈ পড়ে গেছে। যেসব বিস্ময়কর ও অদ্ভুত বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে তাতে তার পরিবার এক মহা বিপদে পড়েছেন। গত কালের কাগজে ঘোষণা করা হয়েছে যে পূর্ব দিন সকালে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অথচ যে সমস্ত গুজব প্রতিনিয়তই ছড়াচ্ছিল এইমাত্র তার সমর্থন পাওয়া গেল। বন্ধুরা ব্যাপারটা চাপা দিতে চেষ্টা করলেও জনসাধারণের মনোযোগ এই ঘটনার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হয়েছে যে সকলের আলোচনার বস্তু এই ঘটনাকে চাপা দিয়ে কোন সুফল পাওয়া যাবে না।'

হ্যানোভার স্কোয়ারে সেণ্ট জর্জ চার্চে অত্যন্ত শান্ত নির্জন পরিবেশে বিবাহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কনের বাবা মিঃ অ্যালয়সিয়াস ডোরান, ব্যালমোরালের ডাচেস, লর্ড ব্যাকওয়াটার, লর্ড ইউস্টেস ও লেডি ক্লারা সেণ্ট সাইমন (বরের ছোট ভাই ও বোন) এবং লেডি অ্যালিসিয়া হুইটিংটন ছাড়া আর কেউ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন না। পরে এই দলটি ল্যাঙ্কাস্টার গেটে মিঃ অ্যালয়সিয়াস ডোরানের বাড়ির দিকে অগ্রসর হন। সেখানে প্রাতরাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। শোনা গিয়েছে যে একজন মহিলা (যাঁর নাম এখনো জানা যায়নি) কিছু গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বরযাত্রীদের অনুসরণ করে জোর করে বরের বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দাবি এই যে, লর্ড সেণ্ট সাইমনের উপর তাঁর নাকি অধিকার আছে। কতকগুলি বেদনাদায়ক ও নাটকীয় দৃশ্যের পর বাটলার ও বাড়ির লোকেরা তাঁকে জোর করে তাড়িয়ে দেয়। এই অপ্রীতিকর বাধাদানের আগেই বিয়ের কনে গৃহে প্রবেশ করেন ও সকলের সঙ্গেই চা জলখাবার খেতে বসেন। হঠাৎ তিনি আকস্মিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে নিজের ঘরে বিশ্রাম করতে চলে যান। পাত্রীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি কিছু আলোচনার সৃষ্টি হতে তাঁর পিতা খোঁজ করতে কনের ঘরে যান। তিনি কনের দাসীর কাছে জানতে পারেন যে অল্পক্ষণের জন্যে কনে নিজের ঘরে ঢুকেছিলেন। তারপর চটপট একটা গরম কোট আর টুপি নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে বারান্দার দিকে চলে যান। বাড়ির চাকরদের একজন জানায় যে সে ওইরকম পোশাক পরে এক ভদ্রমহিলাকে বাড়ি থেকে বার হতে দেখেছে—তার ধারণা যে তার মনিব-কন্যা দলবলের সঙ্গে উপরেই আছেন।

ঐ ভদ্রমহিলাটিকে সে মনিব-কন্যা বলে মানতে রাজি নয়। কনে যে নিরুদ্দিষ্টা হয়েছেন। এ বিষয়ে বরের সঙ্গে একমত হওয়ায় তাঁর পিতা অ্যালয়সিয়াস ডোরান তৎক্ষণাৎ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত আরম্ভ করেন। আশা করা যায় যে তার ফলে শিগগিরই এই অসাধারণ রহস্যটি সমাধান হবে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত নিরুদ্দিষ্টা কনেটি যে কোথায় আছেন সে বিষয়ে কেউ কিছু জানে না। এই ব্যাপারের সঙ্গে একটা জঘন্য চক্রান্ত আছে, এবং গুজব রটছে। আরও জানা গিয়েছে, যে মহিলাটি ঘটনার আরম্ভে গণ্ডগোল করেছিলেন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের বিশ্বাস যে, ঈর্ষা বা অন্য কোন কারণের বশবর্তী হয়ে মহিলাটি পাত্রীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের সঙ্গে জড়িত আছেন।

'এই কি সব খবর ?'

'আর একটি প্রাতঃকালীন কাগজে আরও একটি অর্থপূর্ণ খবর আছে।'

'খবরটা কি ?'

'গোলযোগ সৃষ্টিকারিণী মিস ফ্লোরা মিলার সত্য সত্যই গ্রেপ্তার হয়েছে। মনে হয় একসময় সে "এলেগ্রো"-তে নর্তকী ছিল এবং কয়েক বছর যাবৎ বরকে ভালভাবে চিনত। আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। সমস্ত কেসটা এখন তোমার হাতে,—অন্তত সংবাদ-পত্রগুলিতে সেইরকমই মন্তব্য করা হয়েছে।'

'ব্যাপারটা এখন খুব কৌতূহলজনক মনে হচ্ছে। সমস্ত কিছুর বিনিময়েও আমি এই মামলা কোনমতেই হাতছাড়া করতে রাজি নই! কিন্তু ওয়াটসন, কলিং বেলের আওয়াজ। ঘড়িতে চারটে বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে, সন্দেহ তখন কোন নেই যে ইনিই আমাদের মক্কেল। বাইরে যাবার কথা স্বপ্নেও ভেবো না ওয়াটসন। আমার স্মরণশক্তির উপরে নজর রাখবার জন্যে না হলেও আমি একজন সাক্ষী রাখা পছন্দ করি।'

দরজা খুলে ছোকরা চাকরটা বলল, 'লর্ড রবার্ট সেণ্ট সাইমন।' একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। মনোরম, সংস্কৃতিস্নিগ্ধ মুখ, একটু বা মলিন, নাকটা উঁচু, ঠোঁটের কাছে একটু রুষ্ট ভাব। চোখ দুটি স্থির। দেখেই মনে হয় এ লোক আদেশ করতেই অভ্যস্ত এবং সে আদেশ পালিতও হয় সঙ্গে সঙ্গে। হাব-ভাবে চটপটে তবু তার চেহারাই কেমন একটা বয়সের ছাপ পড়েছে ; সামনে একটু ঝুঁকে চলেন এবং হাঁটুটা একটু যেন বেঁকে যায়। টুপিটা খুলতেই, দেখা গেল, মাথার চুলেও নীচের দিকটা পাক ধরেছে এবং মাথার উপরে টাক। পোশাকের সৌখিনতার ছোঁয়াচ—উঁচু কলার, কালো ফ্রক-কোট, হলুদ দস্তানা, পেটেণ্ট লেদারের জুতো আর হালকা রঙের মোজা। মাথাটা বাঁ থেকে ডাইনে ঘোরালো। সোনার চশমার সুতোটা ডান হাতে দোলাতে দোলাতেই ঢুকলেন ঘরে।

হোমস্ উঠে অভিবাদন করে বলল, 'সুপ্রভাত, লর্ড সেণ্ট সাইমন। অনুগ্রহ করে ঐ চেয়ারে বসুন। ইনি আমার বন্ধু ও সহকর্মী ডাক্তার ওয়াটসন। আগুনের ধারে আরও এগিয়ে আসুন। আমরা ব্যাপারটা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই।'

'মিঃ হোমস, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক। বড়ই মনে আঘাত পেয়েছি। শুনেছি এই ধরনের অনেক ব্যাপারে সুরাহা আপনি করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য এই ধরনের উঁচু সমাজের ব্যাপার সেগুলি নয়।'

'না, আমি বরং নীচে নামছি।'

'আবার বলুন।'

'আমার সর্বশেষ মক্কেল একজন রাজা।'

'বটে! আমি জানতাম না। কোন রাজা?'

'স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজা।'

'সে কি! তারও কি শেষে স্ত্রী হারিয়েছিল নাকি?'

হোমস মিষ্টি হেসে বলল, 'বুঝতেই তো পারছেন যে, আপনার মামলা আমি যেমন গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, অন্যান্য সব মক্কেলদের সম্বন্ধেও আমি তাই দিয়ে থাকি।'

'নিশ্চয়ই! খুব ঠিক কথা। আমি এজন্যে ক্ষমা চাইছি। আমার কেস সম্পর্কে আপনি যা কিছু জানতে চাইবেন সব জানাতে আমি প্রস্তুত।'

'ধন্যবাদ। খবরের কাগজে যতটুকু বেরিয়েছে তাই জেনেছি, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। মনে হচ্ছে সে সবই সত্য বলে ধরে নিতে পারি,—ধরুন, কনের নিরুদ্দেশ সম্পর্কে এই প্রবন্ধটা।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন সেটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক।'

'কিন্তু কোন অভিমত প্রকাশ করবার আগে এ ব্যাপারে বিস্তৃত বিবরণ যোগাড় করা দরকার। আমার মনে হয় আপনাকে সরাসরি প্রশ্ন করে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার।'

'বেশ, তাই করুন।'

'প্রথমে কখন আপনি কুমারী হ্যাটি তোরানকে দেখেছেন?'

'এক বছর আগে, সানফ্রান্সিস্কোতে।'

'আপনি তখন যুক্তরাষ্ট্রের দেশে দেশে ঘুরছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তখন কি আপনাদের বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল বা আপনাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তো?'

'তার সঙ্গ আমাকে খুব আনন্দ দান করত, আর সেটা সে বুঝত।'

'তার বাবা খুব ধনবান তাই না?'

'সে বলেছিল, প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের সর্ব ধনীশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।'

'কিভাবে এত টাকা তার হল জানেন?'

'খনির দৌলতে। কয়েক বছর আগে তাঁর এমন কিছুই ছিল না। তারপর সোনার সন্ধান পেলেন, টাকা ঢাললেন, দু হাতে টাকা ভরে গেলেন।'

'আচ্ছা, এই তরুণী মানে আপনার স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'

অভিজাত ব্যক্তিটি এবার চশমার ডাঁটি ধরে একটু জোরে দোলাতে দোলাতে স্থিরভাবে আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন। 'দেখুন মিস্টার হোমস্, আমার শ্বশুর টাকা করবার আগে আমার স্ত্রীর বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছিল। ঐ খনির তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরেছে, নানা অরণ্য ও পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছে। সুতরাং তার শিক্ষা স্কুলে না হয়ে বরং প্রকৃতির কাছ থেকেই হয়েছে বলা চলে। আমরা যাকে গেছো মেয়ে বলি সে সেই

ধরনের ছিল। নির্ভীক প্রকৃতি, বন্য ও উদ্দাম; যে কোন সংস্কারের থেকে মুক্ত। সে অধৈর্য—আগ্নেয়গিরির মত। যেমনি খুব চট করে মনস্থির করতে পারে তেমনি নির্ভয়ে সেই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতেও পারে। সেইজন্য আমার মর্যাদাপূর্ণ পদবি তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছি। তিনি একটু কাশলেন—'আমি তাকে একজন অভিজাত মহিলা মনে করি। আমি বিশ্বাস করি যে সে বীরের মত আত্মবিসর্জন দিতে সমর্থ এবং আত্মাবমাননাকর সবকিছুই তার কাছে ঘৃণার পাত্র।'

'তার ফটো আপনার কাছে আছে?'

'হ্যাঁ সঙ্গে নিয়েই এসেছি।' একটা লকেট খুলে একটি সুন্দরী নারীর একখানি মুখের ছবি দেখালেন। ফটো নয়, হাতির দাঁতের উপর আঁকা। উজ্জ্বল কালো চুল, বড় বড় কালো চোখ, সুন্দর মুখশ্রী—সব কিছুই শিল্পী সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। হোমস আগ্রহের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ফটোটা দেখল। তারপর লকেটটা বন্ধ করে ফিরিয়ে দিল।

'তারপর তরুণী লণ্ডনে আসতে নতুন করে আপনাদের পরিচয় হল?'

'হ্যাঁ, তার বাবা লণ্ডনে গত বছর তাকে এখানে নিয়ে আসেন বারকয়েক আমাদের দেখা হয়, বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয় এবং তাকে বিয়ে করি।'

'শুনেছি, তিনি বেশ মোটা যৌতুক নিয়ে এসেছেন।'

'যৌতুক বেশ ভালই। তবে আমাদের বংশ মর্যাদানুযায়ী বেশী নয়।'

'বিয়ে যখন হয়ে গেছে, যৌতুক নিশ্চয় আপনার কছে রয়েছে?'

'সত্যি বলছি, এ ব্যাপারে কোন খোঁজ এখনও করিনি।'

সঙ্গত কথা। বিয়ের আগের দিন মিস ডোরানকে আপনি দেখেছিলেন?' তিনি তখন বেশ প্রফুল্ল চিত্তে ছিলেন?'

'অত খুশি তাকে আর আমি কখনো দেখিনি। আমাদের ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন কেমন হবে, সারাক্ষণ তাই নিয়ে কথা বার্তা হয়েছিল।'

'বটে? খুবই চিত্তাকর্ষক। আর বিয়ের দিন সকালে?'

'যতদূর ভাল হতে পারে। অন্তত উৎসব শেষ পর্যন্ত তত ভাল ছিল।

'তারপর আপনি তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন আর লক্ষ্য করেছিলেন কি?

'দেখুন, সত্য কথা বলতে কি, বিয়ে করতে যাওয়ার পথে যেসব লক্ষণ দেখলাম তাতে বোঝা যায় যে, তার মেজাজ কিছুটা চড়া। ঘটনাটা এত তুচ্ছ যে বলার মত নয় এবং সম্ভবত এ কেসের সঙ্গে তার কোন যোগও নেই।'

'তাহলেও দয়া করে বলুন।'

'ছেলেমানুষি কাণ্ড। আমরা বেদীর দিকে যেতেই তার হাত থেকে ফুলের তোড়াটা পড়ে গেল। তখন সে সিঁড়ির সামনের ধাপ পার হচ্ছিল। তোড়াটা ধাপের উপর পড়ল। এতে দেরী হল এক মুহূর্ত। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোক ফুলের তোড়াটা তুলে তার হাতে দিলেন। আমি বললাম তোড়াটা কি নষ্ট হয়েছে। তখন সে কেমন যেন খাপছাড়া জবাব দিল। বাড়ি ফেরার পথে, গাড়িতে মনে হল এই তুচ্ছ ব্যাপারে যেন সে ক্ষুব্ধ হয়েছে।'

'বটে! প্রথম সারিতে একটি ভদ্রলোকে ছিলেন বলছেন। তাহলে অনিমন্ত্রিত লোকও সেখানে ছিল?'

'হ্যাঁ তা তো ছিলই। গীর্জা খোলা থাকলে তো আর অন্য লোকের ঢোকা বারণ করা যায় না।'

'ভদ্রলোকটি আপনার স্ত্রীর কোন বন্ধু নয় তো?'

'না না; আমি সৌজন্যের খাতিরে ভদ্রলোক বলছি, আসলে অতি সাধারণ একটি লোক। তাকে আমি ভাল করে দেখিও নি।

লেডি সেণ্ট সাইমন আনন্দিতভাবে বিবাহ-সভায় গিয়েছিলেন, কিন্তু নিরানন্দ-ভাবেই সেখান থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। আচ্ছা, বাড়ি এসে তিনি কী করেছিলেন?'

'আমি দেখেছিলামা সে তার পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলছে।'

'তাঁর পরিচারিকা কে?'

'তার নাম অ্যালিস। আমেরিকান। সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছিল।'

'ঝি-টি কি বিশেষ অন্তরঙ্গ?'

'হ্যাঁ খুব বেশি রকমের। আমার ধারণা, প্রভুকন্যার কাছ থেকে সে অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে। আমেরিকায় এসব চলে। এখানে চলে না।'

'এলিসের সঙ্গে তিনি কতক্ষণ কথা বলেছিলেন বলে মনে হয়?'

'মাত্র কয়েক মিনিট। আমার তখন অন্য কাজ ছিল।'

'তাদের কোন কথাবার্তা আপনি শুনতে পেয়েছিলেন কি?'

'লেডি সেণ্ট সাইমন দাবী ছেড়ে দেওয়া'র মত কি একটা যেন বলছিল। এরকম ইতর ভাষা সে মাঝে মাঝে ব্যবহার করত। সে কি বোঝাতে চেয়েছিল আমি বলতে পারব না।

'আমেরিকান গ্রাম্য ভাষার খুব গভীর অর্থ থাকে। পরিচারিকার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর আপনার স্ত্রী কী করলেন?'

'জল খাবারের ঘরে ফিরে এল।'

'আপনার হাত ধরে?'

'না না, একাকী। এসব ব্যাপারে সে একটু স্বাধীনচেতা। দশ মিনিটের মত বসে থাকবার পরই সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঘর ছেড়ে চলে যায়। আর ফিরে আসে নি।'

'কিন্তু আমরা পড়েছি অ্যালিস এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছে যে, সে তাঁর ঘরে কনের পোশাকের উপর লম্বা গরম কোট ও টুপি পরিয়ে দিয়েছে, তারপর চলে গেছে।

'হ্যাঁ ঠিক তাই। একটু পরেই তাকে দেখা গেছে হাইড পার্কে, সঙ্গে সেই ফ্লোরা মিলার যে এখন হাজতে, এবং ঐদিন সকালে যে মিঃ ডোনারের বাড়িতে গোলমাল বাধিয়ে ছিল।

'ঠিক, ঠিক। এই তরুণী এবং তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে আমি কিছু জানতে চাই।'

কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে একবার ভ্রূভঙ্গি করে লর্ড সেণ্ট সাইমন বললেন, 'গত কয়েক

বছর ধরে আমাদের মধ্যে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সে আলেগ্রোয় থাকত। আমি তার সঙ্গে কোনদিন অভদ্র আচরণ করিনি। আমার বিরুদ্ধে তার অভিযোগের কোন ন্যায্য কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু মেয়েরা অন্য ধরণের। ফ্লোরা আমার খুব আদরের ছিল। খুব রগচটা হলেও সে ছিল একান্তভাবে আমায় অনুরক্তা। যখন সে আমার বিয়ের কথা শুনল, তখন থেকে সে আমায় উল্টো পাল্টা চিঠি লিখেছিল। সত্য বলতে কি, সেইজন্যেই আমি বিয়েটা অত চুপচাপ সেরেছিলাম; কারণ আমার ভয় হয়েছিল, পাছে গির্জার মধ্যে বিয়ের সময় একটা কোন কেলেঙ্কারি হয়। আমরা যেই গির্জা থেকে ফিরে এসেছি, সে মিস্টার ডোরানের বাড়ির দরজায় উপস্থিত হয়ে আমার স্ত্রীকে কুৎসিতভাবে গালাগালি করে, এমন কি শাসিয়ে, ধাক্কাধাক্কি করে বাড়িতে ঢোকবার অনেক চেষ্টা করল। এই রকম একটা সম্ভাবনার কথা আগে থেকে ভেবেই আমি দু-জন সাদা পোশাক পরা পুলিশকে মোতায়েন রেখেছিলাম—তারা তাকে জোর করে বার করে দিল। গোলমাল করে আর কোন লাভ হবে না দেখে তখন সে চলে গেল।

'আপনার স্ত্রী এসব শুনেছিলেন?'

'কপাল ভাল, সে কিছুই শোনে নি এ সব কথা।'

'আর পরবর্তীকালে এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গেই তাকে পার্কে হাঁটতে দেখা গেল।

'হ্যাঁ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেড এটাকে খুব গুরুতর ঘটনা বলে মনে করছেন। তিনি ভাবছেন, ফ্লোরা আমার স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে একটা কেমন ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছে।'

'আপনিও কি তাই মনে করেন?'

'আমি মনে করি ফ্লোরা একটা মাছিকেও আঘাত করতে পারে না।'

'কিন্তু ঈর্ষা মানুষের চরিত্রকে বদলে দেয়। আচ্ছা, আসলে এ-বিষয়ে আপনার কি মত?'

'দেখুন, আমি একটা ধারণা নিতেই এখানে এসেছি। আমি আপনাকে সব খুঁটিনাটি তথ্য দিলাম, আমি বলতে পারি আমার যা সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে, ঘটনাটির উত্তেজনা, আর আমার স্ত্রী যে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা লাভ করল সে সম্বন্ধে সচেতনতা তার কিছুটা স্নায়বিক গোলযোগ ঘটিয়েছে।'

'এক কথায় বলতে গেলে, হঠাৎ তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাই তো?'

তাছাড়া আর কি হা পিত্যেস করে থেকেও অনেকে যা পায়নি—ও যা সহজে পেয়ে চলে গেছে—তখন ওকে অপ্রকৃতিস্থ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কী?

'হোমস মৃদু হাস্য করে বলল, তা এমনটিও হতে পারে বৈকি। আচ্ছা লর্ড সাইমন আমার মনে হয় আমি প্রায় সব তথ্যই পেয়ে গেছি। একটা কথা। আপনি প্রাতরাশের টেবিলে যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছিল কী?

'রাস্তার অপর দিকটা পার্ক আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম।'

'ঠিক তাই। তাহলে আর আপনাকে আটকে রাখব না। আমি পরে আপনাকে সব কথা জানাব এখন আপনি বাড়ী যান।'

দাঁড়িয়ে লর্ড বললেন এ সমস্যার সমাধান করবার সৌভাগ্য যেন আপনার হয়।'

'সমাধান করে ফেলেছি এরি মধ্যে, ভাবনা নেই।'

'অ্যাঁ। কি বললেন?'

'তাহলে আমার স্ত্রী কোথায়?'

'সেসব খুঁটিনাটিও শীঘ্রই জানাতে পারব আশা রাখছি।'

'লর্ড সেণ্ট সাইমন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন এর সমাধানে আপনার বা আমার চেয়েও বিজ্ঞ মাথার প্রয়োজন হবে।' তারপর অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন।

হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'তার নিজের মাথার উপর আমার মাথা বসিয়ে লর্ড সম্মানিত করেছেন। অনেক জেরা হল এখন হুইস্কি, সোডা আর চুরুট আমার চাই। আমি কিন্তু মক্কেলটি ঘরে ঢুকবার আগেই আমার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলাম।'

'এধরনের আরও কয়েকটি কেস আমি আগেও দেখেছি। তবে তার কোনটারই এত চটপট মীমাংসা হয় নি। জেরা করার ফলে আমার অনুমানটি নিশ্চিত মনে হয়েছে। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য অনেক সময় চুড়ান্ত হয়ে দেখা দেয়; থরোর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলা যায়, দুধের মধ্যে ট্রাউট মাছ পেলে যেমন মনে হয়।

'কিন্তু তুমি যা যা শুনলে সবই তো আমিও নিজস্ব কর্ণে শুনলাম।'

'কি জান, আমার ভূতপূর্ব তদন্ত গুলির সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান তা আমাকে ভীষণ ভাবে সাহায্য করে তোমার ক্ষেত্রে যেটি সম্ভব নয়। কয়েক বছর আগে অ্যাবার্ডীনে একধরণের ঘটনা ঘটেছিল, আর ফ্র্যাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পরের বছর প্রায় এই একই ধারার অত্যন্ত সাদৃশ্যযুক্ত আর একটি ব্যাপার মিউনিকে হয়েছিল। এটা সেইরকমেরই একটা সামান্য ঘটনা—কিন্তু আরে, লেস্ট্রেড যে! শুভ সন্ধ্যা লেস্ট্রেড। পাশের টেবিলে একটা বাড়তি গ্লাস পাবে, আর এই বাক্সে চুরুট আছে।'

গোয়েন্দার পরনে নাবিকদের পশমী কুর্তা ও গলাবন্ধ। ফলে নাবিকের মতো দেখাচ্ছে, হাতে কালো ক্যানভাসের ব্যাগ। কুশল বিনিময় করে সে আসনে বসে চুরুটটা ধরাল।

হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল হে? তোমাকে যেন মনমরা দেখাচ্ছে।'

'দূর ছাই' লেডি সাইমনের অলক্ষুণে বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বার করতে পারছি না।'

'বটে! তুমি যে অবাক করলে দেখছি।'

'এরকম জটিল ব্যাপারের কথা কে কবে শুনেছে? প্রতিটি সূত্রই আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে। সারাটা দিন জাল ফেলেছি।'

পশমী কুর্তার উপর হাত রেখে হোমস বলল, 'সেইজন্যই এমন ভিজে গেছ।' কোথায় জাল ফেলছিলে।

'সাপেণ্টাইনে।'

'হা' ঈশ্বর! কিসের জন্য?

'লেডি সেণ্ট সাইমনের মৃতদেহের সন্ধানে যদি ডেডবডি পাওয়া যায়।

শার্লক হোমস চেয়ারে হেলান দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, 'ট্রাফালগার স্কোয়ারের ফোয়ারার তলাটা খুঁজেছ কি?'

'কেন ? আপনি কি বলতে চান ?'

—কেননা মহিলাটিকে পাওয়ার সম্ভাবনা ওখানে যতটা এখানেও ঠিক ততটা।'

লেস্ট্রেড আমার সঙ্গীর দিকে এটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে রোষরুদ্ধ স্বরে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আপনি যেন এ ব্যাপারে সবই জানেন ?'

'মানে, ঘটনার বিবরণ শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি জেনে ফেলেছি।'

'ও, তাই নাকি ? তাহলে সার্পেন্টাইনে জাল ফেলার কোন সম্পর্ক নেই ?'

সে রকম সম্পর্কটা খুব অসম্ভব বলেই আমি মনে করি।'

'তাহলে সেখানে এগুলি পেলাম কি করে ? বলতে বলতে সে থলেটা খুলে মেঝের উপর ঢেলে দিল। সিল্কের বিয়ের পোশাক, সাদা সাটিনের একজোড়া জুতো এবং কনের মালা ও ওড়না—সব কিছুই জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। 'আর এই একটা বিয়ের আংটি রেখে সে বলল, 'এই একটি ছোট্ট শুপুরি যেটা আপনাকে ভাঙতে হবে মিস্টার হোমস।

ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে বন্ধু বলল, 'এগুলি কি সার্পেন্টাইন থেকে এনেছ ?'

'না। বাগানের পাহারাওয়ালা এগুলোকে জলের ধারে ভাসতে দেখেছিল ; এগুলোকে সেই মহিলারই পোশাক বলে সনাক্ত করা হয়েছে। তাই আমার মনে হল যে পোশাক যখন ওখানে পাওয়া গেল তখন দেহটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে।'

'এই একই যুক্তির বলে প্রত্যেক মানুষের দেহই তার পোশাকের আলমারির কাছে পাওয়া উচিত। এখন এর থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ। শুনি ?'

'এই নিরুদ্দেশের ব্যাপারে ফ্লোরা মিলারের হাত আছে।'

'সে প্রমাণ পাওয়া খুব শক্ত হবে আমার মনে হচ্ছে।'

'হচ্ছে বুঝি ? তিক্তস্বরে লেস্ট্রেড বলে উঠল। 'হোমস, আমি কিন্তু মনে করি আপনার অনুমানগুলি মোটেই বাস্তব নয়। তাছাড়া এই দুই মিনিটের মধ্যেই আপনি দুটো ভুল করেছেন। এই পোশাক মিস ফ্লোরা মিলারকে জুড়িয়েছে ?'

'কেমন করে বুঝলে ?'

'পোশাকটায় একটা পকেটে একটা কার্ড রাখবার বাক্সে সেই একটা চিরকুট ছিল। চিরকুটটা হোমসের সামনে টেবিলের উপর আছড়ে ফেলে বলল—'শুনুন—সব ঠিক হয়ে গেলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো ; সঙ্গে সঙ্গে এসো।'

—এফ. এইচ্. এম।

'আমার মনে হয় যে ফ্লোরা মিলার লেডি সেণ্ট সাইমনকে ভুলিয়ে নিয়ে দলের লোকদের সাহায্যে তাঁকে খুন করেছে। ফ্লোরা মিলার। এই চিরকুটটি গির্জার প্রবেশ পথে ঐ মহিলার হাতে চুপি চুপি এবং তিনি সহজেই তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন।'

হোমস হাসতে হাসেত বলল, 'খুব ভাল কথা লেস্ট্রেড। সত্যি তোমার বুদ্ধিও চিন্তা অভাবনীয়। দেখি তো চিঠিটা।' উদাসীনভাবেই সে চিঠিটা হাতে নিল। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনোযোগ একাগ্র হয়ে উঠল। আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, 'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' এবং খুব কাজের জিনিষ।

'হা-হা, এবার পথে আসুন বন্ধু।'

এর জন্য তোমাকে সাদর অভিনন্দর জানাচ্ছি।

লেস্ট্রেড বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মাথা নীচু করেই আর্তনাদ করে উঠল, 'এ কি ? উল্টো দিকটা দেখছেন কেন ?

'উল্টো কিহে। ঐটেই সোজা দিক।

'সোজা দিক ? আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। এই তো উল্টো দিক দিয়ে চিঠিটা লেখা হয়েছে।'

'আর উল্টো দিকে এই যেটা একটা হোটেল-বিলের অংশ বলে মনে হচ্ছে, আমার আগ্রহ সেটাকে নিয়ে।'

লেস্ট্রেড বলল, 'আমি এটা আগেই দেখেছি, এতে কিছু নেই—চৌঠা আগস্ট : ঘরভাড়া ৮ শিলিং, প্রাতরাশ ২ শি, ৬পে কাটলেট, ১ শি, মধ্যাহ্নে ভোজন ২শি, ৬পে, এক গ্লাস শেরি ৮ পেন্স। আমি এতে কিছুই পেলাম না।'

'না পাবারই কথা। তবু এটা খুবই জরুরি। চিঠিটাও খুব দরকারি ; অন্তত নামের আদ্যক্ষরগুলির জন্যে আর কিছু না হোক। কাজেই আমি তোমাকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

উঠতে উঠতে লেস্ট্রেড বলল, 'অনেক সময় নষ্ট করেছি। কঠোর পরিশ্রম করে আমি কাজ করি, অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আরামে কল্পনা বিলাস মানায় না। শুভদিন মিঃ হোমস ; দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে আগে সমস্যার সমাধানে পৌঁছতে পারে।' সব জিনিসগুলি গুছিয়ে থলের ভরে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

চলে যাবার আগে হোমস টেনে টেনে বলল, একটা ইঙ্গিত তোমাকে দিচ্ছি। ব্যাপারটার প্রকৃত সমাধান হল এই : লেডি সেন্ট সাইমন কথাটা গল্প মাত্র ; ও নামে কেউ নেই, কখনো ছিলও না।' থাকবেও না।'

লেস্ট্রেড বিষণ্ণ চোখে আমার সঙ্গীকে দেখল। তারপর আমার দিকে ফিরে তিনবার নিজের কপালে টোকা মেরে মাথা নাড়তে নাড়তে দ্রুত চলে গেল।

সে সবে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করেছে, অমনি হোমস্ লাফিয়ে উঠে ওভারকোট পরে বলল, 'লোকটা যে বাইরের কাজের কথা বলে গেল, তাতে কিছু ভাববার বিষয় আছে ; সুতরাং বেরোতে হবে আমাকে তুমি কাগজ পড়।

হোমস যখন চলে গেল তখন পাঁচটা। ঘণ্টাখানেকের পরে খাবারের লোক মস্ত বড় বাক্স নিয়ে হাজির হল একটি যুবককে সঙ্গে করে। ঠাণ্ডা বন-মোরগের একজোড়া কাটলেট, একটা ফিজেণ্ট প্রভৃতি নৈশ ভোজ সাজিয়ে আর কয়েকটা পুরনো বোতল। এই সব বিলাস-সামগ্রী সাজিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার আগে শুধুমাত্র বলে গেল, এসবেরই দাম দেওয়া হয়েছে এবং এই ঠিকানার জন্যই অর্ডার দেওয়া হয়েছিল।

ঠিক নটার আগে হোমস্ দ্রুতগতিতে প্রবেশ করলেন। তার মুখ গম্ভীর ; কিন্তু তার চোখে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য, যা দেখে বুঝলাম যে তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সে নিরাশ হয়নি।

হাত ঘসতে ঘসতে সে বলল, 'খাবারটা তাহলে দিয়ে গেছে।

'মনে হচ্ছে আরও অতিথি আছে। পাঁচ জনের মত খাবার।'

সে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি লর্ড এখনও আসেননি। আরে! ঐ তো তার পায়ের শব্দ।'

সত্যিই তাই। আমাদের সকালের লর্ড সবেগে ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তার সোনার চশমা আগের চেয়েও জোরে দোলাচ্ছিলেন, তার মুখমণ্ডল বিচলিত, দেখে মনে হল।

হোমস বলল, 'আমার চিঠি তাহলে পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। চিঠির বিষয়বস্তু আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছে। যা লিখেছেন তার সপক্ষে প্রমাণ আপনার হাতে আছে কি ?'

'যতটা ভাল হওয়া সম্ভব তার চেয়েও ভাল।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন একটা চেয়ারে বসে পড়ে তার কপালে হাত বোলালেন। বিড়-বিড় করে বললেন, 'ডিউক যখন শুনবেন যে তার পরিবারের একজনের এইরকম অপমানজনক দুর্গতি হয়েছে তিনি কী ভাববেন বুঝতে পারছেন ?

'এটা আকস্মিক ঘটনাচক্র, এতে অপমানের কি আছে।'

'ওঃ, আপনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন।'

'আমি এতে কারও দোষ দেখতে পাচ্ছি না। মহিলাটি আর কি করতে পারতেন; যদিও যেরকম তাড়াহুড়ো করে কাজটি তিনি করেছেন সেটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। নিজের মা না থাকায় এই সংকট-মুহূর্তে তাকে সুপরামর্শ দেবার মত কেউ ছিল না।'

লর্ড টেবিলের উপর টোকা দিতে দিতে বললেন, 'কিন্তু এ যে অপমান স্যার, প্রকাশ্য অপমান।' পাঁচজনের সামনে আমাকে ছোট করা।

'এরূপ অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে মেয়েটির কথা আপনাকে বিবেচনা করতেই হবে।'

'হোমস বলল, 'মনে হল ঘণ্টার, হ্যাঁ পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। লর্ড আমি এক জন উকিলকে বলেছি যিনি এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবেন।' দরজা খুলে তিনি একটি ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোককে আহ্বান করে ভিতরে নিয়ে এলেন—'লর্ড আপনার সঙ্গে মিস্টার ও মিসেস ফ্র্যান্সিস হে মুলটনকে পরিচিত করিয়ে দিতে অনুমতি দিন। মহিলাটিকে আপনি চিনেন।'

নবাগতের দেখেই লর্ড আসন থেকে লাফিয়ে উঠে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দুই চোখ নীচের দিকে নিবদ্ধ, হাতটা ফ্রক-কোর্টের ভিতরে ঢোকানো। মহিলাটি দ্রুত এক পা এগিয়ে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু লর্ড কিছুতেই চোখ তুলে তাকালেন না। কিন্তু মহিলাটির মুখে যে আবেদন ফুটে উঠেছিল তাকে অস্বীকার করা খুবই কঠিন।

মহিলাটি বললেন, 'রবার্ট', তুমি মিছিমিছি রাগ করেছ ? অবশ্য তোমার রাগ করবার যথেষ্ট কারণ আছে মানতেই হবে।'

লর্ড তিক্তভাবে বললেন, 'আমার কাছে কোন ক্ষমা প্রার্থনা করো না।'

'আমি জানি, তোমার প্রতি সত্যি খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। চলে যাবার আগে তোমাকে সব কথা বলা আমার উচিত ছিল। কিন্তু তখন আমি কেমন যেন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলাম। ফ্রাংককে এখানে দেখবার পর থেকেই আমি যে কি করেছি আর কি বলেছি তা আমি নিজেই জানি না। আমি যে বেদীর সামনেই পড়ে যাই নি বা মূর্ছা যাই নি, সেটা ঈশ্বরের কৃপা।'

'মিসেস মুলটন, আপনি যতক্ষণ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছেন ততক্ষণ আমি আর

আমার বন্ধু একটু বাইরে গেলেই বোধহয় আপনাদের দুজনের পক্ষে ভাল হবে।'

নবাগত ভদ্রলোকটি বললেন, 'যদি আমার মত শোনেন তাহলে বলব যে আমরা গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে বেশিরকম গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছি। আমার মত ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রতিটি লোকই এ ঘটনাটা জানুক।' লোকটি ছোটখাটো, ছিপছিপে; রোদে পোড়া গায়ের রং, দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো; পাতলা ধারালো নখ আর চটপটে ভাবভঙ্গি।

ভদ্রমহিলা বললেন 'আমিই আমাদের কাহিনী বলছি। ১৮৮১ সালে রকি পর্বতমালার নিকটে ম্যাককয়ারের তাঁবুতে তখন বাবার খনির কাজ পুরোদাম চলছিল। তখনই ফ্রাংকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একদিন বাবা একটা খনির সন্ধান পান এবং প্রচুর অর্থের মালিক হন। কিন্তু ফ্রাংকের কপালে কিছুই জুটল না। বাবা যত ধনী হতে লাগল, ফ্রাংক ততই দরিদ্র হতে লাগল। শেষটায় বাবা আমাকে নিয়ে ফ্রিস্কোতে চলে গেল। ফ্রাংকও সেখানে গিয়ে হাজির। বাবার অজ্ঞাতে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ চলতে লাগল। বাবা জানলে যা নয় তা করবে। তাই আমরা নিজেরাই সব ঠিক করলাম। ফ্রাংক বলল, সে এবার চলে গিয়ে অর্থ উপার্জন করবে এবং যতদিন বাবার সমান অর্থের মালিক না হবে ততদিন সে ফিরবে না। তখন আমিও কথা দিলাম, তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব যতদিন বেঁচে থাকব। সে বলল, "তাহলে আমাদের বিয়েটা হয়েই যাক না, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারব।" কথা পাকা হয়ে যেতে সব ব্যবস্থাই সে করল, একজন পাদ্রীও হাজির হলেন। বিয়েও হয়ে গেল। তারপর ফ্রাংক তখনি চলে গেল ভাগ্যান্বেষণে আর আমি ফিরে গেলাম বাবার কাছে।'

'এরপরে আমি ফ্রাংক সম্বন্ধে শুনলাম যে সে মণ্টানায় আছে, এবং অ্যারিজোনায় গিয়ে ব্যবসায় প্রচুর লাভ করছে। এরপর তার খবর পেলাম নিউ মেক্সিকো থেকে। একদিন খবরের কাগজে খবর বেরোলো, কেমন করে এক খননকারীদের তাঁবু রেড ইণ্ডিয়ান গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। নিহতের তালিকায় আমি ফ্রাংকের নাম দেখলাম। কাগজ পড়েই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। এর পরে বহু মাস যাবৎ আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। বাবা ভাবলেন আমার অসুখ করেছে, তাই ফ্রিস্কোর বড় বড় সব ডাক্তার ডেকে আমায় দেখালেন। এক বছরেরও বেশি ফ্রাংকের একটি খবরও এল এল না, ফলে ফ্রাংক যে সত্যিই মারা গেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হলাম। তারপর লর্ড সেণ্ট সাইমন একবার ফ্রিস্কোতে গেলেন, আমরা লণ্ডন এলাম। আমাদের বিয়ের কথা ঠিক হল। বাবা খুব খুশি হলেন, কিন্তু আমার সব সময়ে মনে হতে লাগল যে এই পৃথিবীতে কেউই আমার হৃদয়ে ফ্রাংকের স্থান দখল করতে পারবে না।'

'এক্ষেত্রে লর্ড সাইমনকে বিয়ে করলে নিশ্চয়ই তার প্রতি আমার কর্তব্য করা হবে। আমাদের প্রেমকে আমরা হুকুম করে ফেরাতে পারি না, কিন্তু আমাদের কাজকে পারি। সাধ্যমত ভাল স্ত্রী হবার ইচ্ছা নিয়ে আমি লর্ড সাইমনের সঙ্গে বেদীর ধারে গেলাম। কিন্তু আমার মনের অবস্থা কল্পনা করুন, যখন আমি বেদীর রেলিং-এর কাছে এসে পেছন ফিরে দেখলাম যে, ধাপের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রাংক সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি প্রথমে ভাবলাম বুঝি তার প্রেতাত্মা; কিন্তু আবার তাকিয়ে দেখলাম যে সে তখনো সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে,তার চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি; যেন সে জানতে

চাইছে যে তার এ সময় দেখা পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি—না খুব দুঃখিত হয়েছি। পুরোহিতের মন্ত্র তখন আমান কানে কিছুতেই ঢুকছিল না। আমি ভেবে পেলাম না এখন আমি কী করব। আমি কি মন্ত্রপাঠ বন্ধ করে গীর্জাতেই একটা কিছু করব? আমি ওর দিকে আবার তাকালাম, আমার মনোভাব ও বুঝতে পেরেছে, কেননা ও ঠোঁটে অঙুল দিয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করল। আমি দেখলাম ও এক টুকরো কাগজে কিছু লিখছে। বুঝলাম, নিশ্চয়ই আমাকে চিঠি লিখছে। গীর্জা থেকে যাবার সময় আমি আমার ফুলের তোড়াটা ইচ্ছে করে ফেলে দিলাম আর সে ফুলগুলো তুলে দেবার সময় চুপিচুপি চিরকুটটা আমার হাতে দিল। তাতে শুধু এক লাইন লেখা ছিল ইঙ্গিত পেলেই আমি যেন তার কাছে চলে যাই। মুহূর্তের জন্যেও এতে আমার কোন সন্দেহ হয় নি যে আমার প্রথম প্রধান কর্তব্য এখন তারই প্রতি, এবং সে যা আদেশ করবে তাই পালন করবই।'

'বাড়ি ফিরে পরিচারিকাকে সব কথা বললাম। সে ফ্রাংকে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতেই চিনত এবং তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। তাকে বললাম কাউকে কিছু না বলে আমার টুকিটাকি জিনিস ও আলস্টারটা যেন গুছিয়ে রাখে। আমি বুঝি, লর্ড সেণ্ট সাইমনকে তখন এ কথা বলা আমার উচিত ছিল, কিন্তু তার মা ও ঐসব বড় বড় লোকের সামনে ওকথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্থির করলাম, এখন তো পালাই, পরে সব খুলে জানাব। টেবিলে দশ মিনিট বসতে না বসতেই জানালা দিয়ে ফ্রাংককে রাস্তার ও-পাশে। দেখতে পেলাম। সে আমাকে ইঙ্গিত করে পার্কের ভিতরে হাঁটতে লাগল। আমি সেখান থেকে চলে এসে দরকারী সব জিনিস নিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। পথে একটি স্ত্রীলোক লর্ড সেণ্ট সাইমন সম্পর্কে কি আবোল তাবোল বলতে লাগল। যতটুকু বুঝলাম তাতে মনে হল বিয়ের আগে তার কোন গোপন ব্যাপার ছিল। কোনরকমে তার হাত থেকে এড়িয়ে ফ্রাংককে ধরে ফেললাম। একটা গাড়িতে করে সোজা চলে গেলাম তার গর্ডন স্কোয়ারের বাসায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আমার তখন সত্যিকারের বিয়ে হল। শুনলাম ফ্রাংক বন্দী হয়েছিল। সেখান থেকে পালিয়ে সে ফ্রিস্কো চলে যায়। সেখানে গিয়ে শোনে যে তাকে মৃত ভেবে আমি ইংলণ্ডে চলে এসেছি। তখন সে ইংলণ্ডে আসে এবং আমার দ্বিতীয় বিবাহের দিন গীর্জাতেই তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে।'

আমেরিকান ভদ্রলোকটি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'একটা কাগজে আমি বিয়ের খবরটা পড়েছিলাম, সেখানে পাত্রীর নাম ও গীর্জার কথা ছিল; কিন্তু মহিলাটির বাসস্থানের কোন ঠিকানা ছিল না।'

মহিলাটি বললেন, 'তখন আমরা আমাদের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। ফ্রাংক সবকিছু খোলাখুলি আলোচনা করতে চাইল। আমার এত লজ্জা হল যে মনে হল আমি যেন তখনি অদৃশ্য হয়ে যাই, ওদের কারুর মুখোমুখি যেন আর কোন দিন না হতে হয়। কেবল, আমি বেঁচে আছি—এটুকু শুধু জানাবার জন্যে বাবাকে এক লাইন চিঠি লিখে পাঠালাম,—ঐ সব সম্ভ্রান্ত লর্ড এবং লেডিরা প্রাতরাশ টেবিলে বসে আমার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষায় আছেন এ কথা ভাবতেই আমার লজ্জা লাগল। তাই ফ্রাংক আমার বিয়ের পোশাক অন্যান্য জিনিসগুলো বেঁধে একটা পুঁটলি

বেঁধে কোথায় যেন ফেলে দিয়ে এল, যাতে কেউ যেন খুঁজে না পায়। আমরা কালই প্যারিসে চলে যেতাম কিন্তু এই ভদ্রলোক—মিস্টার হোমস, আজ সন্ধেবেলা আমাদের কাছে গিয়ে খুব সদয়ভাবে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললেন যে আমি খুব ভুল করেছি এবং ফ্রাংক ঠিক কাজ করেছে। তিনি যে কী করে আমাদের খুঁজে পেলেন তা আমি এখনও ভেবে পাই নি। তিনি বললেন এত গোপনীয়তা অবলম্বন করলে আমাদের পক্ষে ভুল করা হবে। তিনি লর্ড সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সুযোগ আমাদের করে দেবেন বললেন, তাই আমরা এখানে এসেছি। এখন, রবার্ট, তুমি সব শুনলে ঃ যদি তোমাকে বাধা দিয়ে থাকি তার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত, আর আমি আশা করি যে তুমি আমাকে নীচ বলে মনে করবে না।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন তার কঠোর মনোভাব একটুও শিথিল না করে ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে এই দীর্ঘ ঘটনা তিনি শুনলেন।

এবার তিনি বললেন, 'ক্ষমা করবেন, আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে এভাবে প্রকাশ্যে আলোচনা করা আমার রীতি নীতি নয়।'

'তাহলে কি তুমি আমাকে কোনমতেই ক্ষমা করবে না। চলে যাবার আগে আমার সঙ্গে করমর্দনও করবে না? আমি সত্যিই কি নীচ?'

'ওঃ, নিশ্চয় তুমি যদি তাতে আনন্দ পাও, নিশ্চয় করব।' হাতটা বাড়িয়ে এগিয়ে আসা আর একখানা হাতকে তিনি নিস্পৃহভাবে চেপে ধরলেন।

হোমস বলল, 'আমি আশা করেছিলাম বন্ধু হিসাবে আপনারা সকলেই আমাদের সঙ্গে এখানে নৈশ ভোজনে যোগদান করবেন।'

লর্ড মহোদয় জবাব দিলেন, 'এটা আপনি বড় বেশী আশা করছেন। এই ব্যাপারকে মেনে নিতে আমি পারব, কিন্তু তাই বলে এ নিয়ে আমি আনন্দ করব এটা আশা করা উচিৎ নয়। আপনার অনুমতি নিয়ে এবার সবাইকে শুভরাত্রি জানাতে চাই।' সকলকে অভিবাদন জানিয়ে লর্ড ঘর থেকে চলে গেলেন।

হোমস বলল, 'আমার বিশ্বাস যে আপনারা অন্তত আপনাদের সঙ্গদান করে আমাকে সম্মানিত করবেন। মিস্টার মুলটন, আমেরিকানের সঙ্গে মেলামেশা করতে আমার পক্ষে বরাবরই ভাল লাগে।'

আগন্তুকরা খাওয়াদাওয়া সেরে চলে যাবার পরে হোমস বলল, 'এই কেসটি খুবই আকর্ষণীয়, কারণ বোঝা যায়, যে ব্যাপারটা প্রথম দৃষ্টিতে খুবই দুর্বোধ্য, কিন্তু পরে কত সহজেই তাকে ব্যাখ্যা করা গেল। এর চাইতে দুর্বোধ্য আর কোন মামলা হতে পারে না। এই মহিলা যে বিবরণ দিল তার চাইতে স্বাভাবিকও আর কিছু হতে পারে না। অথচ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেডের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে এর চাইতে বিস্ময়েরও আর কিছু হতে পারে না।'

'তোমার তাহলে কোনরকম ভুল চুক হয়নি?'

'প্রথম থেকেই দুটি জিনিস আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, মহিলাটি বিবাহে খুব ইচ্ছুক ছিলেন, আর দ্বিতীয়ত, বাড়ি ফিরে আসার কয়েক মুহূর্ত পরেই তিনি তার জন্য ভীষণ অনুতাপ করেছেন। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে সকালে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা তাঁর মন একেবারে বদলে দিয়েছে। ঘটনাটা কী? তিনি

বাইরের কারোর সঙ্গে কথা বলেন নি, কেননা পাত্র তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। তাহলে তিনি কি কাউকে সেখানে দেখেছিলেন ? যদি তাই ধরা যাই তবে সে নিশ্চয় আমেরিকা থেকেই এসেছে, কারণ ভদ্রমহিলা এ দেশে থেকে অল্পদিন হল এখানে এসেছেন, এত অল্প সময়ে তাঁকে কেউ নিশ্চয় এখানে এতটা প্রভাবিত করতে কখনও পারবে না। তাকে দর্শন-মাত্রেই তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি আমূলে বদলে ফেলবেন। তাহলে তর্কশাস্ত্রের বর্জন-রীতি অনুযায়ী আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে তিনি কোন আমেরিকানকে সেখানে দেখেছিলেন। এখন, এই আমেরিকানটি কে হতে পারে, এবং এঁর উপরে তাঁর এতটা প্রভাবের অর্থ কী ? হয়ত সে এঁর একজন প্রেমিক বা হয়ত এঁর স্বামী। তাঁর প্রথম যৌবন বিদেশে অদ্ভুত পরিবেশে কেটেছে। বর্ণনা শোনবার আগে আমি এইটুকুই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। তারপরে লর্ড যখন বললেন গির্জার সেই লোকটির কথা, কনের অদ্ভুত আচরণের কথা, ফুলের তোড়া ফেলে দিয়ে চিঠি নেবার কথা, খাস দাসীর সঙ্গে তাঁর আড়ালে কথা বলার ব্যাপার, আর গ্রাম্য ভাষাটির সম্বন্ধে তাঁর ইঙ্গিতের কথা —ওদের পরিভাষাই যার মানে হচ্ছে কারুর পক্ষে কোন পূর্ব-অধিকৃত জিনিসের আবার দখল নেওয়া,—তখন আমার কাছে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলাম তিনি কোন একটি লোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই চলে গেছেন—সেই লোকটি হয় তাঁর প্রেমিক, অথবা তাঁর পূর্ব স্বামী ; শেষেরটা হওয়ারই সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী।'

'কিন্তু তাদের তুমি দেখা পেলে কেমন করে ?'

'সেটা খুবই শক্ত হত, কিন্তু লেস্ট্রেডের হতেই সে খবরটা মিলল, যদিও সে নিজেই কিছু জানত না। আদ্য অক্ষরগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান হল এই খবরটা জানতে পারা যে, এক সপ্তাহের মধ্যে লণ্ডনের একটা বড় অসাধারণ হোটেলের বিল সে দিয়েছে।'

'তুমি সেই অসাধারণ হোটেলটিকে কী করে বার করলে ?'

'অসাধারণ দাম থেকে। বিছানার জন্য আট শিলিং আর এক গ্লাস শেরির দাম আট পেন্স দেখে বোঝা যাচ্ছে যে একটা খুব অসাধারণ দামি হোটেল। লণ্ডনে এত বেশি দাম খুব কম হোটেলেই আছে। দু-একটা খোঁজ করতে করতে নর্দাম্বারল্যাণ্ড অ্যাভিনিউতে দ্বিতীয় যে হোটেলটায় গেলাম সেখানে খাতাপত্র সন্ধান করে দেখলাম যে ফ্র্যান্সিস এইচ্ মুলটন নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোক আগের দিনই হোটেল থেকে চলে গেছেন। তাঁর নামে খরচের পাতায় বিলে যা-যা দেখেছিলাম সবই লেখা আছে। তাঁর নামে চিঠিপত্র ২২৬ নং গর্ডন স্কোয়ারে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ আছে। কাজেই প্রেমিক-যুগলকে এ বাড়িতেই পেলাম।

'আঃ! ওয়াটসন', হোমস হেসে বলল, 'এত ভালবাসা বিবাহের পরেই স্ত্রী এবং বিশাল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলে তোমার আচরণও এরকমই হত। লর্ড খুবই ভাল দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত। ঐ পরিস্থিতিতে আমাদের যেন কখনও না পড়তে হয়। আমার বেহালাটা দাও, কারণ এই নিরানন্দ-সন্ধ্যাটাকে কিভাবে কাটাব সেইটেই এখন সমস্যা যার সমাধান করতে হবে।'

রত্ন মুকুটের বিচিত্র রহস্য কাহিনী

হোমস জানালা দিয়ে রাস্তায় দিকে তাকিয়ে বললাম দেখ একটি পাগল রাস্তা দিয়ে আসছে। কি দুঃখের কথা বল তো আত্মীয়রা ওকে একলা ছেড়ে দিয়েছে কি করে।

বন্ধু ধীরে ধীরে আরাম-কেদারা থেকে উঠে ড্রেসিং-গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার কাঁধের উপর দিয়ে নীচে তাকাল।

ফেব্রুয়ারি মাসের সকাল। আগের দিনের জমা বরফ তখনও জমে রয়েছে। তার উপর সূর্য-কিরণ পড়ে ঝক ঝক করছে। বেকার স্ট্রীটের মাঝখানটা গাড়ি-ঘোড়া চলা ক্ষত বিক্ষত; কিন্তু রাস্তার দুই পাশে ফুটপাতের ধারে বরফ এখনও সাদা হয়ে জমে আছে। আসলে যে পাগলাটে লোকটিকে আমি দেখলাম সে ছাড়া আর কেউই স্টেশনের দিক থেকে এদিকে আসছে না। বরফ জমার জন্য রাস্তা পিছল, সেজন্যই লোক চলাচল নেই।

লম্বা শক্ত-সমর্থ গড়ন, বেশ ভারিক্কি ভাব তাঁর চেহারার মধ্যে। পোশাক-আশাক বেশ দামি। পরনে কালো রঙের ফ্রক-কোট মাথায় চকচকে টুপি আর পায়ে খয়েরি রঙের মোজা। কিন্তু ভদ্রলোকের পোশাকের অভিজাত্য থামলেও তাঁর চলার ভঙ্গির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। তিনি কখনও ছুটছিলেন, হোঁচট খাচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে শূন্যে ঘুসি ছুঁড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে মুখটাকে বিকৃত করে নানান রকম উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি করছিলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'লোকটার কি হয়েছে বল তো? বাড়ির নম্বর খুঁজছে কি?

হাত ঘসতে ঘসতে বন্ধু বলল, 'আমার বিশ্বাস সে এখানেই আসছে।'

হ্যাঁ কোন প্রয়োজনে আমার সাহায্য নিতে। ওই! ওই শোন, যা বলেছি!' বলতে না বলতে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এমন জোরে ঘণ্টি বাজাতে লাগলেন যে সমস্ত বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল।

একটু পরেই তিনি আমাদের ঘরে ঢুকলেন। তিনি তখনও হাঁপাচ্ছে আর নানারকম অঙ্গভঙ্গি করছেন। কিন্তু তার দুটি চোখে বেদনা ও হতাশা দেখে যে আমাদের হাসি মুহূর্তের মধ্যে ভয় ও করুণায় রূপান্তরিত হল। কিছুক্ষণ তাঁর কোন কথাই বের হল না। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে এত জোরে দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলেন যে আমরা ছুটে গিয়ে তাকে জোর করে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এলাম। হোমস তাকে আরাম-কেদারায় বসিয়ে তার পাশে বসে হাত রেখে এমন সান্ত্বনার সুরে কথা বলল যা তার পক্ষেই করা সম্ভব।

সে বলল, 'আপনি এসেছেন আপনার কাহিনী বলতে, তাই নয় কি? তাড়াতাড়ি আসার জন্য আপনি খুব ক্লান্ত। দয়া করে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বসুন।' তারপর আপনার সমস্যার কথা যদি বলেন, আমি অনেন্দের সঙ্গে তার সমাধানের চেষ্টা করে দেবো।'

দু-এক মিনিট ভদ্রলোক চুপ করে বসে তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালটা মুছে বললেন,' আপনারা নিশ্চয় আমায় পাগল ভাবছেন—তাই না?'

না, বন্ধু বলল, 'আমি তো দেখছি, আপনি খুব বিপদে পড়েছেন।'

'হা ভগবান সত্যি বিপদে পড়েছি। এতই আকস্মিক আর ভয়ংকর যা আমার মাথাটা

গড়িয়ে দিচ্ছে। প্রকাশ্য কলংকের ব্যাপার হলে আমি সামাল দিতে পারতাম, যদিও আমার চরিত্র আজও পর্যন্ত নিষ্কলংক। ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা তো ভাগ্য। কিন্তু ওই দুটো একসঙ্গে এমন ভয়ের আকার ধারণ করেছে যে আমার আত্মাকে পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে। তাছাড়া, আমি তো একা নই। এই ভয়ংকর ব্যাপারে সমাধান না হলে এদেশের সম্ভ্রান্ত সব লোকই বিপন্ন হবে।'

হোমস বলল, 'স্যার, আপনি কে, আসনার কি হয়েছে দয়া করে খুলে বলুন।'

'আমার নাম আপনারা শুনেছেন, 'আমার নাম হোল্ডার। আমি থেডনীডল স্ট্রীটের হোল্ডার ষ্টিভেসন নামক ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের অংশিদার।'

হ্যাঁ নামটি আমাদের বেশ পরিচিত। লণ্ডন শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের প্রধান অংশিদার নাম কে না জানে। কিন্তু এতবড় একজন নামী লোকের এমন কী বিপদ হতে পারে যার জন্যে তাঁর এইরকম অবস্থা? ভদ্রলোকের কাহিনী শোনবার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। অনেক চেষ্টার পর ভদ্রলোক তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

আমি জানি সময় অতি মূল্যবান। তাই পুলিশ ইন্সপেক্টর যখন বললেন যে আপনার সহযোগিতা আমার প্রয়োজন তখনই আমি ছুটতে ছুটতে আপনার কাছে এসেছি। পাতাল-রেলে বেকার স্ট্রীটে পোঁছে সেখানে থেকে পায়ে হেঁটে আসছি। কারণ বরফের উপর দিয়ে গাড়ি খুব আস্তে আস্তে চলে। হাঁটা অভ্যাস নেই, তাই কষ্ট হচ্ছিল। এখন ভাল। এবার সংক্ষেপে ঘটনাগুলি পরিষ্কার ভাবে বলছি শুনুন।

আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় লাভজনক শর্তে লগ্নি করা যেমন দরকার তেমনি দরকার আমাদের জামানতকারীদের ও বেশী করে সংখ্যা বাড়ানো। টাকা খাটানোর একটা বিশেষ উপায় জামানত রেখে টাকা ধার দেওয়া। গত কয়েক বছর এ ধরনের ব্যাবসা আমরা অনেক করেছি এবং দামি ছবি ও লাইব্রেরি গচ্ছিত রেখে অনেক বড় বড় ঘরের লোক আমাদের কাছ থেকে মোটা মোটা ধার নিয়েছেন।

গতকাল সকালে ব্যাংকে আমার অফিসে বসেছিলাম, এমন সময় একজন কেরাণী একখানা কার্ডা আমাকে দিল। নামটা দেখেই আমি চমকে উঠলাম। সারা পৃথিবীতে এ নাম সর্বজন পরিচিত—ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মহত্তম, সর্বপেক্ষাগোরবময় নামগুলির অন্যতম। তিনি ঘরে ঢুকলে কি করব না করব ভেবেই পাচ্ছি না। একটা অপ্রীতিকর কাজকে দ্রুত নিষ্পন্ন করবার বাসনায় তিনি সরাসরি ব্যবসায়িক কথায়ই বলতে লাগলেন।

'বললেন, 'মিঃ হোল্ডার, শুনেছি আপনারা টাকা ধার দেয়ে থাকেন।'

'আমি জবাব দিলাম, 'জামিন ভাল হলে টাকা দেয়।'

'এই মুহূর্তে আমার পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বিশেষ দরকার।' 'অবশ্য আমি এই স্যামান্য টাকার দশ গুণ আমার বন্ধুদের কাছ থেকে নিতে পারতুম, কিন্তু আমি টাকাটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নিতে চাই; আমার মত মানুষের পক্ষে কারো অনুগ্রহ নেওয়াটা কত অসুবিধে তা বোঝেনে।

'কত দিনের জন্যে আপনার এই টাকাটা দরকার?'

'আসছে সোমবার আমার টাকা পাবার আশা আছে। সেটা পেলে আমি সুদ-সমেত

ফেরত দেব। টাকাটা কিন্তু আমার এখনই চাই।'

'আমি বললাম, 'আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে টাকাটা দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু আমার এত টাকা হাতে নেই। আবার ফার্মের নামে ব্যবস্থা করতে হলে কিছু বাঁধা রাখতে হবে।'

হ্যাঁ আমিও তাই চাই।' চেয়ারের পাশে রাখা তাঁর কালো মরক্কো চামড়ার কেসটা নিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই বেরিল-খচিত মুকুটটার নাম শুনেছেন?'

'নিশ্চয়! সেটা তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহামূল্য সম্পদ পান্না মুকুট।'

'তা ঠিক।' তিনি বাক্সটি খুললেন। নরম, মাংস রং ভেলভেটের মধ্যে রক্ষিত আছে সেই আশ্চর্য রত্নালঙ্কার। তিনি বললেন, 'উনচল্লিশটি বড় মরকত মণি এতে আছে, তার দাম ও প্রচুর। কম দাম ধরলেও এই মুকুটের দাম আমার প্রার্থিত টাকার দ্বিগুণ হবে। জামিন হিসাবে এটাকেই আপনার ব্যাঙ্ক গচ্ছিত রাখছি।'

মূল্যবান বাক্সটি হাতে নিয়ে বিব্রতভাবের উচিত দিকে তাকালাম।

'তিনি প্রশ্ন করলেন, 'দাম সম্পর্কে আপনার কোন সন্দেহ হচ্ছে কি?'

না না মোটেই না। আমার শুধু সন্দেহ—'

'—যে এটা এখানে রেখে যাওয়া আমার পক্ষে উচিৎ হবে কি না, ঠিক তো? আপনি মনে কোন দ্বিধা করবেন না। চার দিনের মধ্যে ফেরত নিয়ে যেতে পারবই এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত না হতে পারলে আপনার কাছে রেখে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না। যাই হোক জামানতটা কি আপনি যথেষ্ট বলে মনে করেন। এটাই আমার জানার কথা।

'দেখুন মিঃ হোল্ডার, আমি আশাকরি এব্যাপারে আপনি বিচক্ষণতার সঙ্গে সবরকম গল্প-গুজর থেকে দূরে থাকবেন; তাছাড়াও সর্বপ্রকার সতর্কতার সঙ্গে এই মুকুটকে রক্ষা করবেন, কারণ কোনরকম সামান্য ক্ষতি হলে একটা বিরাট কেলেংকারির সৃষ্টি হবে সেকথা আপনাকে বলে দিতে হবে না। এটার কোন ক্ষতি হওয়া এবং এটা হারিয়ে যাওয়া সমান গুরুত্বের কারণ এগুলির সঙ্গে মেলাবার মত মরকত মণি পৃথিবীতে আর নেই, কাজেই এর একটি যদি হারিয়ে যায়ই আর নতুন করে বসানো যাবে না। যাহোক, এটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে সোমবার সকালে আমি এটাকে ফিরিয়ে নেব।'

'আমি দেখলুম যে যাবার জন্যে ব্যগ্র; তাই আমি আর কিছু না বলে ক্যাশিয়ারকে ডেকে আমি তাঁর হাতে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিয়ে দেবার আদেশ দিলুম। ভদ্রলোক চলে যাবার পর চামড়ার কেসটির দিকে আর একবার তাকালুম এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট দায়িত্বের কথা মনে করে আমার কি রকম ভয় হতে লাগল; এ কথা ঠিক যে এই জাতীয় সম্পত্তির কোন ক্ষয় ক্ষতি হলে তা নিয়ে একটা মহা মুস্কিল বাধবে। এটিকে আমার কাছে রেখে আমি নিতান্ত ভুল করেছি বলে আমার মনে হতে লাগল। সে যাই হোক তখন আর এসব কথা ভাববার উপায়ও নেই; তাই সেটিকে আমার নিজের সেফের মধ্যে রেখে দিয়ে আমি আবার আমার কাজে মনোনিবেশ করলুম।

'সন্ধ্যাবেলায় মনে হল, এতবড় একটা মহা মূল্যবান জিনিস অপিসে রেখে চলে গেলে ভুল হবে।' ব্যাংকের সিন্দুক তো এর আগেও ভেঙে চুরি হয়েছে, এবারও যে হবে না

তা কে বলতে পারে ? যদি হয়, কী ভয়ংকর অবস্থায় আমি পড়ব ! তাই স্থির করলাম কয়েকটা দিন ওটাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়েই যাতয়াত করব। একটা গাড়ি ডেকে রত্নালংকারটি সঙ্গে নিয়ে স্ট্রেথামের নিজের বাড়ি গেলাম। দোতলায় উঠে আমার ড্রেসিং-রুমের দেরাজে ওটাকে তালাবন্ধ করে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারলাম।

'এইবার আমার ঘর সংসার সম্বন্ধে বলছি মিস্টার হোমস না বললে অবস্থাটা ঠিকমত বোঝা আপনার পক্ষে অসুবিধে দেখা দেবে। আমার চাকর বাকরা বাড়ির বাইরে শোয়, সুতরাং তাদের কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। আমার তিনজন ঝি আছে এরা বেশ কয়েক বছর ধরে আমার কাছে থাকে তাই এদের ও সন্দেহ করবার কিছু নেই। লুসি পার বলে একজন পরিচারিকা আমার কাছে মাত্র কয়েক মাস হল কাজ করছে। অবশ্য মেয়েটি ভাল, এবং তার কাজে আমি খুশি। মেয়েটির চেহারাটি খুব সুন্দর, আর সেইজন্যে কয়েক ছোকরা আমার বাড়ির আশে পাশে সবসময় ঘুরঘুর করে। তার সম্বন্ধে এই একটি ব্যাপার নিয়েই আমাদের একটু আপত্তি ; তবে তা সত্ত্বেও বলতে পারি যে মেয়েটির মধ্যে নিন্দে করার মত অন্য আর কিছু নেই।'

'এ তো গেল চাকরদের কথা। আমি বিপত্নীক, একমাত্র ছেলে আর্থার। সে একেবারে অপদার্থ মিঃ হোমস, কোন সন্দেহ নেই যে সব দোষই আমার। সকলে বলে আমিই তাকে নষ্ট করেছি। হয় তো তাই। স্ত্রী মারা গেলে মনে হল, সেই তো আমার একমাত্র ভালবাসার ধন। তার কোন ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখি নি। হয়তো আমি একটু শক্ত হলে ভাল হত। কিন্তু আমি তো ভালর জন্যেই সব করেছিলাম।

স্বভাবতই আমি চেয়েছিলাম যে আর্থার আমার ব্যবসায় মন দিক ; কিন্তু ব্যবসার দিকে আর্থারের কোন ঝোঁক নেই ! ও একটু ছন্নছাড়া, একগুঁয়ে প্রকৃতির মোটা মোটা টাকার লেনদেনের ব্যাপারে আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারি না। অল্প বয়সেই সে একটা নামজাদা ক্লাবের সদস্য হয়ে পয়সাওয়ালা ছেলেদের সঙ্গে মিশতে শিখেছিল কিভাবে টাকা নষ্ট করতে হয়। শেষে ওকে জুয়া আর রেসের নেশা ধরল। এইসব বদ খেয়ালে টাকা উড়িয়ে বার বার ও আমার কাছে টাকা চায়। একাধিকবার ও এইসব বদ সঙ্গীদের থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন কিন্তু স্যার জর্জ বার্নওয়েল নামে ওর এক বন্ধুর জন্য প্রতিবারই ওকে আবার ব্যর্থ হতে হয়েছে।

'অবশ্য স্যার জর্জ বার্নওয়েলের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক যে তার উপর প্রভাব বিস্তার করার পক্ষে যুক্তি আছে। প্রায়ই সে তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসত আর তার আচার ব্যবহার আমি নিজেই আকৃষ্ট না হয়ে পড়ি। সে আর্থারের থেকে বয়সে বড়, উপরে দেখতে খুবই ভাল খুব কাজের লোক, সব জায়গায় যেতে পারে সব কিছু করতে পারে চমৎকার চাকচিক্যের কথা ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় যখন তার কথা বলে ভাবি, তখনই তার পুরুষ ভাষণ ও চোখের দৃষ্টি দেখে আমার মনে হয় যে তার মত লোককে বিশ্বাস করাই উচিত নয়। আমি তাই মনে করি, আর মানব চরিত্র সম্পর্কে স্ত্রীলোকের আমি তাই মনে করি, আর মানব চরিত্র সম্পর্কে স্ত্রীলোকের দ্রুত অন্তর্দৃষ্টির গুণে আমার ছোট্ট মেরিও সমস্ত নয়।

'এখন শুধু মেরির পরিচয় দেওয়াই বাকি। মেরি সম্পর্কে আমার ভাইঝি, কিন্তু পাঁচ বছর আগে আমার সে ভাই মারা যাবার পর থেকে আমি তাকে নিজের মেয়ের মতই

এতদিন মানুষ করে এসেছি। আমার অন্ধকার সংসারে সে হল এক উজ্জ্বল আলো— যেমন সুশ্রী তার চেহারা আর তেমনি ব্যবহারও স্বভাব। আমার সংসারের দেখাশুনো পরিচালনার সমস্ত ভারই তার উপরে। মেরি আমার ডান, হাত ও না থাকলে আমি যে কী করতুম তা ভেবে পাই না। শুধু একটিমাত্র বিষয়ে সে আমার অবাধ্য হয়েছে। আমার ছেলে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে এবং দু-দুবার তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল; কিন্তু দু বারই মেরি তার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার মনে হয় যে আর্থারকে যদি কেউ এই ভীষণ সর্বনাশের পথ থেকে ফেরাতে পারত তাহলে সে মেরি; মেরির সঙ্গে বিয়ে হলে আর্থারের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন নিশ্চয় দেখা দিত। কিন্তু এখন খুব দেরি হয়ে গেছে, আর কিছু করবার নেই।

'মিঃ হোমস, আমার বাড়িতে যারা বাস করে তাদের কথা বললাম। এবার আমার দুর্দশার কাহিনী ব্যক্ত করছি।

'সেরাতে আহারের পর ড্রয়িং-রুমে বসে করেআমরা কফি খাচ্ছিলাম, সেই সময় আর্থার ও মেরিকে আমার অভিজ্ঞতার কথা এবং আমাদের বাড়িতে যে বহুমূল্যবান সম্পদ গচ্ছিত আছে, সে কথাও বললাম। শুধু আমার মক্কেলের নামটা বললাম না। লুসি পারই কফি এনেছিল; কিন্তু সে তখন সেখান থেকে চলে গিয়েছিল; তবে দরজাটা বন্ধ ছিল কিনা সঠিক মনে করতে পারছি না। মেরি ও আর্থারের খুব বেশী আগ্রহ হল এবং সেই মহামূল্যবান মুকুটটা চোখে একবার দেখতে চাইল। কিন্তু আমি আর ওটাকে বের করতে রাজী হলাম না।'

'ওটাকে কোথায় রেখেছ?' আর্থার জিজ্ঞেস করল।

'আমি বললুম, 'দেরাজে তালা দিয়ে রেখেছি।'

'ওঃ, যেকোন পুরানো চাবি দিয়ে ও দেরাজ খোলা যেতে পারে। ছেলেবেলায় আমি নিজে কতবার অন্য চাবি দিয়েও ঐ দেরাজ খুলেছি।'

'ওর কথাবার্তার ধরনই ছিল আজে বাজে, তাই আমি আর তাতে কান দিলাম না। রাত্তিরে কিন্তু সে খুব গম্ভীর ও চিন্তান্বিত মুখে আমার পিছু-পিছু আমার ঘরে এসে বলল, 'বাবা', চোখদুটি নিচু করে সে বলল, 'আমাকে দুশো পাউন্ড ধার দেবেন কি?'

'না', আমি তীব্র স্বরে বললুম—'টাকাকড়ির ব্যাপারে আমি তোমাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছি।' এই বার হয়ে তিনবার এভাবে তুমি টাকা নিয়েছ। আর এক পয়সাও দেব না।

'সে বলল, তুমি অনেক দিয়েছ, সেটা ঠিক। কিন্তু এ টাকাটা যে চাই-ই, নইলে ক্লাবে যে মাথা কাটা যাবে।

'তাহলে তো ভালই হয়', আমি চেঁচিয়ে বললাম।'

তুমি যদি না দাও, আমি অন্য পথ দেখব। টাকা আমার ভীষণ প্রয়োজন।

'ও চলে যাবার পর আমি দেরাজ খুলে মুকুটটি সেখানে ঠিক আছে কি না দেখে আবার সেটিকে বন্ধ করে সারা বাড়িটা ঘুরে দরজা জানলা সব বন্ধ আছে কি না দেখতে বেরোলাম। সাধারণত মেরিরই এসব কাজের ভার, কিন্তু সেই রাত্রে আমি নিজে একেবার সব ঘর ঘুরে দেখা শ্রেয় বলে মনে করলুম। সিঁড়ি দিয়ে হলঘরে এসে আমি

দেখলুম মেরি জানলার দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে সঙ্গে মেরি জানলাটা এঁটে বন্ধ করে দিল।

'একটু বিচলিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "বাপি, লুসিকে তুমি রাতে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলে।

'নিশ্চয় না।'

'সে এক্ষুনি পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। নিশ্চয় সে আমার পাশের দরজা দিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয় এরকমভাবে তার বাইরে যাওয়াটা মোটেই ভাল নয়, এবং যত তাড়াতাড়ি তা বন্ধ করা যায় ততই ভাল।'

'সকালেই তুমি তাকে বলো। অথবা যদি চাও, আমিও বলতে পারি। ভাল করে দেখেছ তো, সব কিছু বন্ধ হয়েছে কি না।'

'হ্যাঁ খুব ভাল করে দেখেছি বাপি।'

'আচ্ছা, শুভ রাত্রি!' তাকে চুম্বন করে শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম এমনিতেই খুব পাতলা, তার উপর সে রাত্রে মনটা খুবই উদ্বিগ্ন থাকায় আরও ঘুম হচ্ছিল না। রাত দুটো নাগাদ বাড়ির ভিতর কি একটা আওয়াজ শুনে আমার ঘুম গেল ভেঙে। আমি ওঠার আগেই আওয়াজটা গেল থেমে। অস্পষ্টভাবে আমার মনে হল যেন কোথায় একটা জানালা বন্ধ হল। কান খাড়া করে আমি চুপচাপ রইলুম। হঠাৎ আমার পাশের ঘরের মধ্যে খুব ধীর অথচ স্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেলুম। মনে হল কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভয়ে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। আস্তে আস্তে আমি বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে এগিয়ে ড্রেসিং-রুমে উঁকি মারলুম।

আর্তনাদ করে উঠলাম, 'আর্থার! শয়তান! চোর! তুই ঐ মুকুটে হাত দিয়েছিস। এত সাহস তোর।'

'ঘরে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। আমার ছেলে শুধু শার্ট আর ট্রাউজার পরা অবস্থায় সেই আলোর পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে মুকুট। মনে হল প্রাণপণ শক্তিতে সেটাকে সে মুচড়ে বাঁকাতে চেষ্টা করছে। আমার চীৎকার শুনে সে মুকুটটাকে হাত থেকে ফেলে দিল। তার মুখ মৃত্যুর মত সাদা হয়ে গেল। সেটাকে তুলে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলাম। তিনটে মরকত মণি সমেত মুকুটের একটি কোণ খালি।

'ওরে ডাকাত!' আমি পাগলের মত চিৎকার করে উঠলুম, 'এইভাবে তুই এটা নষ্ট করছিস! চিরকালের জন্যে তুই আমার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিলি! কোথায় লুকিয়েছিস চোরাই রত্নগুলো?'

'চুরি!' সেও চীৎকার করে বলল।

'হ্যাঁ, চোর। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আমি গর্জে উঠলাম।'

'সে বলল, 'কিছুই খোয়া যায় নি। খোয়া যেতে পারে না।'

'তিনটে খোয়া গেছে। আর তুমি জান সেগুলি কোথায়। চোরের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাবাদীও বলতে হবে? আমি স্বচক্ষে দেখি নি যে তুমি আরও একটা খুলে নিতে

চেষ্টা করছিলে ?'

'আপনি আমাকে অনেক গালমন্দ করছেন, কিন্তু আর কিছু বললে আমি সহ্য করব না ! আপনি যখন আমাকেই এই ব্যাপারের জন্যে অপমান করলেন তখন আমি আর এ সম্পর্কে একটি কথাও বলব না। আমি কাল সকালেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। এবার থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করব।'

'না দিয়ে যাবি কোথায় !' রাগে দুঃখে পাগলের মত চিৎকার করে উঠলাম, 'আমি তোকে পুলিশে দেব ! তাদের দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটার তদন্ত করাবো !'

'আমার কাছ থেকে এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারবে না।' এমন রাগের সঙ্গে সে কথাগুলো বলল যেটা তার পক্ষে স্বাভাবিক নয় মনে হল। যদি পুলিশকে ডাকতে চাও, তার এসে যা পারে তা করুক।'

'ইতিমধ্যে আমার চিৎকার শুনে বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। প্রথমে মেরি আমার ঘরে ছুটে এল। মুকুটটা ও আর্থারের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সে ব্যাপারটা কী ভালভাবে বুঝতে পারল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি দাসীকে ডেকে তক্ষুনি পুলিশে খবর দিতে পাঠালাম। আর্থার এতক্ষণ কালো মুখে, হাত মুড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একজন কনস্টেবল সহ একজন ইন্সপেক্টর ঘরে প্রবেশ করলে সে আমায় জিজ্ঞেস করল সত্যি-সত্যি চুরির দায়ে আমি তাকে পুলিশের হাতে দিতে চাই কি না। আমি উত্তর দিলুম যে ব্যাপারটা এখন আর তার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, মুকুটা একটা জাতীয় সম্পত্তি। এখন আদালতের বিচারে যা হবার তাই হবে।'

সে বলল, "অন্তত এখনই আমাকে গ্রেপ্তার না করে পাঁচ মিনিটের জন্যও যদি আমাকে একবার বাড়ি থেকে বাইরে যেতে দাও তাহলে তোমার আমার দুজনের পক্ষেই ভাল হবে।"

'যাতে তুমি পালিয়ে যেতে পার, বা হয় তো চুরির মাল কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পার, আমি বললাম। তারপর আমার এই ভয়াবহ অবস্থা উপলব্ধি করে আমি তাকে বললাম যে এর ফলে শুধু আমার সম্মান নয়, আমার চাইতে অনেক বড় দেশের সম্মান বিপন্ন হবে; তাছাড়া এর ফলে এমন একটা কেলেংকারির সৃষ্টি হবে যাতে সমস্ত জাতিটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। তিনটে চুনী সে কি করেছে শুধু এইটুকু যদি সে আমাকে বলে তাহলে হয় তো সব কিছুই এড়ানো যায়। বা দেশের সম্মানও বজায় থাকবে।'

'তুমি হাতে-নাতে ধরা পড়েছ', এখন এ কথার উত্তর তোমাকে দিতে হবে।'

'যে আপনার ক্ষমা চাইছে তাকে আপনি ক্ষমা করুন গিয়ে !' বিদ্রূপ করে, অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে এ কথা বলল। আমি বুঝলুম ও এখন এমন পাকাপোক্ত বদমায়েসে পরিণত হয়েছে। এসব ভাল কথায় ওর কিছুই হবে না। তখন ইন্সপেক্টরকে ডেকে তার হাতে ওকে তুলে দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করণীয় ছিল না। আমি তাই করলুম। তারপর তার দেহ, তার ঘর ও বাড়ির সমস্ত জায়গা তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হল, যদি কোথাও সে রত্নগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও আর পাওয়া গেল না। আমাদের শত অনুরোধ ও ভীতি প্রদর্শনের পরেও সে একবারও আর মুখ খুলল না।

আজ সকালে তাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর আমি আপনার কাছে ছুটতে ছুটতে আসছি—যদি আপনি দয়া করে আপনার ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে এই রহস্যের কিনারা করে দেন। পুলিশ সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এই ব্যাপারের কোন সমাধান করতে পারবে না। এর জন্যে যা টাকা লাগবে আমি তা দেব। ইতিমধ্যেই আমি এক হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছি। হা ঈশ্বর, আমি কী করব! এক রাত্রের মধ্যে আমি সম্মান, আমার ছেলে আর ওই রত্নগুলিকে হারিয়ে বসেছি! আমার কী হবে!' দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরে তিনি গুমরে গুমরে কাঁপতে লাগলেন।'

দুটি ভুরুকে একত্র জোড়া করে এবং চোখ দুটোকে আগুনের দিকে নিবদ্ধ করে হোমস কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে রইল।

হোমস প্রশ্ন করল, 'আপনার কাছে লোকজন আসে?'

'কেউ না, শুধু আমার অংশীদার ও তার পরিবারের লোকেরা এবং আর্থারের জনৈক বন্ধু। স্যার জর্জ বার্ণওয়েল সম্প্রতি কয়েকদিন এসেছিল তাছাড়া আর কেউ না।'

'আপনি কি এখানে সেখানে খুব যাতায়তে করেন?'

'না, আর্থার করে। মেরি আর আমি বেরোতে চাই না। এ ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ নেই বললেও চলে।'

'একজন যুবতীর পক্ষে এটা যেন একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।'

'ও খুব শান্ত প্রকৃতির। ছেলেমানুষও নয়। ওর বয়স চব্বিশ বছর।'

'এই ঘটনায় মিস্ মেরিও নিশ্চয় মনে খুব আঘাত পেয়েছেন?'

'ভীষণ! আমার চেয়েও সে বেশি ভেঙে পড়েছে যেন মনে হচ্ছে।'

'ছেলের অপরাধ সম্পর্কে আমাদের কারও কোনরূপ সন্দেহ নেই?'

'কি করে থাকবে? আমি নিজের চোখে তাকে মুকুট হাতে দেখেছি।'

'সেটাকে খুব চূড়ান্ত প্রমাণ বলে আমি তা মনে করি না। মুকুটের বাকিটা কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কি?'

'হ্যাঁ, সেটাকে মোচড়ানো হয়েছিল।'

'একথা ভাবা যায় যে সে ওটাকে সোজা করতে চেষ্টা করছিল?'

'এ কী আবোল তাবোল কথা বলছেন আপনি? আপনি যেন কোমর বেঁধে ওর পক্ষ সমর্থন করতে লেগেছেন। তা-ই যদি হয় তাহলে ও সেখানে কী করছিল? ওর যদি কোন সদুদ্দেশ্যই থাকবে তাহলে ও সেটা তখন খুলে বলেনি কেন?'

'তাই যদি হয়। আর, যদি চুরি করেই থাকে তাহলে একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতেই বা ওঁর কী আটকাচ্ছিল? চুপ করে থাকার নিশ্চয় একটা বিশেষ কারণ আছে। আচ্ছা, শব্দটা বিষয়ে পুলিশের কী মত।

'তাঁরা মনে করেন আর্থার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার ফলে শব্দটা হয়ে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ সম্ভবপর গল্পই বটে! যেন একটা লোক চুরি করবার আগে দরজাটা এমন-ভাবে জোরে বন্ধ করবে যাতে বাড়িশুদ্ধ যাতে জেগে ওঠে। মণিগুলো অদৃশ্য হবার

ব্যাপারে তাঁরা কি বলেন ?'

'সেগুলো পাবার আশায় তাঁরা এখনও কাঠের পাটাতন ঠুকছেন আর আসবাবপত্রে ফুটো করে করে দেখছেন।'

'বাড়ির বাইরে কোথাও খুঁজে দেবার কথা তাঁরা কিছু ভেবেছেন কি ?'

'হ্যাঁ, তারা অসাধারণ উৎসাহে। সারা বাগানটাকে তছনছ করে খুঁজছেন।'

'এখন শুনুন।' হোমস্ বলতে লাগল—'আপনার কি মনে হয় না যে আপনি ও পুলিশ এ ব্যাপারটাকে যত সোজা ভাবছেন আসল এটা ঠিক তত সোজা নয়, বরং আবার যথেষ্ট জটিল থেকে জটিলতর ? আপনি যা বলতে চাইছেন সেটা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। আপনি বলছেন আপনার ছেলে তাঁর বিছানা থেকে নেমে আপনার ড্রেসিং-রুমে ঢুকে দেরাজ খুলে মুকুটটা বার করে তা থেকে একটুখানি অংশ ভেঙে। তারপর সেটা অন্য এক জায়গায় নিয়ে এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছেন যে কেউ সেটাকে খুঁজে বার করতে পারছে না ; তারপর বাকি ছত্রিশটা রত্ন সুদ্ধ মুকুটটা হাতে করে ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে আবার আপনার ঘরে ফিরে এলেন। ফিরে আসবার সময় তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে তাঁর ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। এইরকম একটা কাহিনী কি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় ? এর পেছনে কি কোন যুক্তি আছে ?

মিঃ হোল্ডার হতাশভাবে বললেন, 'আর কি ভাবা যায় ? সে যদি চুরি না করে থাকে, তাহলে সেকথা সে খুলে আমাদের বলছে না কেন ?'

হোমস জবাব দিল, 'সেটাই বের করা আমাদের কাজ। কাজেই মিঃ হোল্ডার, আপনি রাজি হলে আমরা দুজনে স্ট্রেথামের উদ্দেশ্যে এখনি যাত্রা করব এবং খুঁটিনাটিগুলো আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে।

বন্ধুটি এই অভিযানে আমাকে সঙ্গে যেতে বলল। মিঃ হোল্ডারের মত আমারও তাঁর ছেলেকে চোর বলে মনে হচ্ছিল না ; তবে, সেই সঙ্গে আমার এ বিশ্বাসও ছিল যে, হোমস্ এই বৃত্তান্ত শুনে খুশী হতে পারে নি, সে নিশ্চয় তাঁর নিজের মতকে জাহির করবার জন্য অন্যভাবে এই রহস্যের সমাধান করতে পারবে। সমস্ত পথটা সে একটা কথাও বলল না ; মুখ নিচু করে, টুপিটা চোখের উপর টেনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। মিঃ হোল্ডার হোমসের কথার মধ্যে একটু আলোর রেখা দেখতে পেয়ে তাঁর আগেকার সেই মুষড়ে পড়া ভাবটা কাটিয়ে উঠে একটু যেন সহজ হতে পেরেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবসা সম্বন্ধে দু একটা কথাও বললেন। খানিকটা পথ রেলে একটু রাস্তা হেঁটে এসে আমরা মিঃ হোল্ডারের বাড়ী ফেয়ারব্যাঙ্কে পৌঁছলাম।

ফেয়ারব্যাঙ্ক শ্বেত পাথরের একটি বড় ধরনের চৌকোণা বাড়ি, রাস্তা থেকে সামান্য দূরে। দুটো বড় লোহার গেট দিয়ে গেট বন্ধ। সেখান থেকে গাড়ির পথ বাড়ির দিকে গেছে। মাঝখানে লন, ডান দিকে একটা ছোট ঝোপ, তারপর দুই সারি পরিষ্কার কেয়ারির ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত গেছে। বাঁ দিকে একটা গলি আস্তাবল পর্যন্ত গেছে। আমাদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে সে সারা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখল। সামনেটা দেখে পিছনের বাগানে গিয়ে আস্তাবলের গলিতে পড়ল। এতে তার খুব দেরী দেখে মিঃ হোল্ডার ও আমি ঘরে ঢুকে আগুনের পাশে চুপচাপ বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় দরজা খুলে একটি

তরুণী ঘরে ঢুকল। সে মাঝারি একহারা; তার চুল ও চোখ বেশ কালো, কোন স্ত্রীলোকের মুখে এরকম বিবর্ণতা আমি কখনও দেখিনি। তার ঠোঁট দুখানি রক্তহীন, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে ফুলে গেছে। তাকে দেখে মনে হল, ব্যাঙ্ক-মালিক অপেক্ষাও তার দুঃখ গভীরতর। একটা চোখে পড়ল সে দৃঢ় চরিত্রের স্ত্রীলোক, তার আত্মসংযম অসাধারণ। আমার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে সে সোজা তার পিতৃব্যের কাছে গেল। মেয়েদের মধুর স্নেহ মমতায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'না, না রে লক্ষ্মীটি; আগে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে তদন্ত করে দেখা হোক।'

'কিন্তু আমি ঠিক জানি যে সে নির্দোষ, সে কোন ক্ষতি করেনি। তার প্রতি এমন রূঢ় ব্যবহারের জন্য শেষে অনুতাপ করতেই হবে দেখুব।'

'ও যদি নির্দোষ হবে, তাহলে ও চুপ করে আছে কেন?'

'কে জানে! হয়ত ওকে সন্দেহ করায় ও তোমার উপর রাগ করে কোন কথা বলতে চাইছে না।'

'তাকে মুকুট হাতে দেখেও আমি সন্দেহ না করি কেমন করে বল?'

'সে হয়তো ওটা শুধু চোখে দেখবার জন্যই হাতে নিয়েছিল। আমার কথা শোন। সত্যি সে নির্দোষ। ব্যাপারটা শেষ কর। ও বিষয়ে আর কোন কথা উচ্চারণ করো না। আমার প্রিয় আর্থার জেলে যাবে ভাবতেও ভীষণ দুঃখ হচ্ছে।'

'রত্নগুলো না পাওয়া পর্যন্ত আমি কখনই সমস্যাটা মিটতে দেব না মেরি, না কিছুতেই না। আর্থারের প্রতি স্নেহবশতই এইরকম কথা মনে আসছে। কিন্তু তা হয় না। ব্যাপারটা শুধু মেটানো দূরে থাক বরং সেটা আরও তলিয়ে দেখবার জন্যে আমি লণ্ডন থেকে এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

'ইনিই বুঝি?' আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল মেরি।

'না, এর বন্ধু। তিনি একা থাকতে চাইলেন। এখন তিনি সারা বাড়িটা ঘুরে দেখে আস্তাবলের গলিতে এসেছেন।'

'আস্তাবলের গলি?' সে ভুরু তুলে তাকাল। 'সেখানে তিনি কি পাবেন বলে আশা করেন? ওঃ, এই বুঝি তিনি। আমি বিশ্বাস করি, আমি যা খাঁটি সত্যি বলে জানি আপনি তাই প্রমাণ করতে নিশ্চয় পারবেন। আমার ভাই আর্থার এ ব্যাপারে নির্দোষ। ভগবান যেন আপনার সহায় হোন।

'আমার মনও ঠিক তাই বলছে, আর আমার বিশ্বাস প্রমাণ করতে সক্ষম হব।' পাপোশের উপর জুতো ঠুকে বরফগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হোমস্ জবাব দিল, 'তুমি নিশ্চয় মিস্ মেরি হোল্ডার। তোমাকে কি দু'টি-একটি প্রশ্ন করতে পারি?'

'এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দূর করতে যদি সুবিধা হয়, নিশ্চয় করবেন।

'কাল রাতে আপনি কিছু শব্দ শোনেন নি?'

'আমার কাকা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবার আগে কিছুই শুনতে পাইনি। তাঁর গলা শুনেই আমি নীচে নেমে আসি।'

'আগের রাতে সব জানালা-দরজা আপনি বন্ধ করেছিলেন? সবগুলো জানালাই ভাল করে খিল লাগিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'আজ সকালে কি সবগুলোই কি লাগানো ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

পরিচারিকার প্রণয়ী আছে ; সেদিন রাত্রে তুমি কি তোমার কাকাকে বলেছিলেন যে পরিচারিকাটি তার প্রণয়ীর সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গেছে ?'

'হ্যাঁ, আর ওই মেয়েটিই বৈঠকখানায় কাকার মুখ থেকে ওই মুকুটটার কথা শুনতে পেয়েছিল। 'ও, আচ্ছা। তার মানে আপনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে মেয়েটি বাইরে তার প্রণয়ীকে মুকুটটার কথা জানায় এবং দু-জনে মিলে চুরি করে।

ব্যাঙ্ক-মালিব অধীরভাবে বলে উঠলেন, 'এসব বাজে কথার মানে কি ? আপনাকে তো বলেছি, আর্থরের হাতে মুকুট আমি নিজে চোজে দেখেছি।'

'একটু ধৈর্য ধরুন মিঃ হোল্ডার। সে কথায় পরে আসছি। মিস হোল্ডার, এই মেয়েটার কথাই হোক। আপনি তাকে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ফিরতে দেখেছেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ ? দরজাটা লাগানো ঠিকমতো হয়েছে কি না দেখবার জন্যে গিয়ে দেখি যে সে চুপিসারে বাড়ীর ভিতর ঢুকছে। অন্ধকারে আমি লোকটিকেও দেখতে পেয়েছিলুম ?'

'খুব ভালভাবে চিনি। সব্জীওয়ালা, আমাদের যে সব্জী দেয়। তার নাম ফ্রান্সিস প্রস্পার।'

হোমস বলল, 'সে দরজার বাঁ দিকে মানে দরজায় পেঁছিতে যতটা আসা দরকার তার চাইতেও একটু বেশী এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'তার একটা পা কাঠের মনে হচ্ছে ?'

এই কথা শুনেই হঠাৎ যেন মেরির মুখে ভয়ের ছায়া ফুটে—'আরে, আপনি ম্যাজিক জানেন নাকি ?' বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি বলে উঠল, 'সে খবর আপনি জানলেন কেমন করে ?' বলে মেরি একটু হাসল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে হোমসের রোগা, গম্ভীর মুখে হাসি দেখা গেল না।

হোমস বলল, 'এবার আমি উপরে যেতে চাই। তার আগে বাড়ির বাইরেটা আর একবার ঘুরে দেখব। উপরে যাবার আগে নীচের জানালাগুলো দেখা দরকার।'

এই বলে তিনি একটার পর একটা জানলা পরীক্ষা করতে লাগল। হলঘরের বড় জানলাটা, যেটা থেকে আস্তাবলের গলিটা পরিষ্কার দেখা যায়, সেটা একটু বেশিক্ষণ ধরে দেখল। সেই জানলাটা খুলে, শক্তিশালী আতস কাঁচ দিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করলে। 'এবার আমরা উপরে যাব।'

মিঃ হোল্ডাকে ড্রেসিং-রুমটা সাধারণভাবে সাজানো ছোট ঘরে একটা ধূসর কার্পেট একটা বড় দেরাজ-টেবিল আর একখানা বড় আয়না। হোমস প্রথমেই দেরাজ-টেবিলের কাছে গিয়ে তালাটার দিকে গিয়ে বলল, 'কোন চাবি দিয়ে এটাকে খোলা হয় ?'

'গুদামঘরের কাবার্ডের চাবি দিয়ে।'

'সেটা কি এখানে আছে কৈ দেখি ?'

চাবিটা নিয়ে হোমস তাই দিয়ে দেরাজটি খুলে ফেলে বলল, 'এ তালাটার কোন

আওয়াজ হয় না; আর সেইজন্যেই এটা খোলবার সময় আপনার পাতলা ঘুমও ভাঙেনি।' দেরাজটা খুলে মুকুটটা বার করতে মুগ্ধ হলাম সেটা দেখে। মণিকারের সত্যি সার্থক সৃষ্টি এই মুকুটটি; আর তাতে যে বর্তমান ছত্রিশটি রত্ন খচিত রয়েছে তেমন সুন্দর রত্ন এর আগে কখনও দেখি নি। মুকুটটার একটা কোণ ভাঙা; তিনটি রত্ন সমেত ঐ অংশটুকু মুকুটটা থেকে ভেঙে নেওয়া হয়েছে।

হোমস বলল, 'দেখুন মিঃ হোল্ডার, মুকুটের যে কোনটা চুরি হয়েছে এটা হচ্ছে অনুরূপ আর একটা কোণ। দয়া করে এদিকটা ভাঙুন তো দেখি।'

তিনি ভয়ে কুঁকড়ে উঠে বললেন, 'সে চেষ্টার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।'

'তাহলে আমিই চেষ্টা করে দেখি।' বলে হোমস তার সর্বশক্তি দিয়ে মুকুটটাকে বাঁকাতে চেষ্টা করে বলল, 'আমার আঙুলে ভীষণ জোর কিন্তু এটা ভাঙতে আমারও বেগ পেতে হবে। সাধারণ লোকের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এটা ভাঙলে পিস্তল থেকে গুলি ছোড়ার মত একটা শব্দ হবে। মিঃ হোল্ডার, আপনি কি বলতে চান যে আপনার এত কাছে এইরকম সব কাণ্ড ঘটে গেছে অথচ আপনি কিছুই বুঝতে পারেন নি বলছেন?

'কি বলব কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কাছে সবই অন্ধকার।'

'আর একটু অগ্রসর হলেই অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। কি বলেন মিস হোল্ডার?'

'স্বীকার করছি, কাকার মত আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি যখন তাকে দেখতে পান তখন তার পায়ে জুতো বা চটি ছিল কি?

'ট্রাউজার ও শার্ট ছাড়া পরনে আর কিছুই ছিল না।

ধন্যবাদ। ভাগ্যদেবী আমাদের উপর খুবই সুপ্রসন্ন। এবং এরপরও যদি আমরা প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে না পারি তাহলে সেটা আমাদেরই অক্ষমতার একমাত্র কারণ বুঝতে হবে। আর-একবার আমি বাগানটা ঘুরে তার নির্দেশ মতই সে একা বাগানে গেল, কারণ সে বলল যে অন্য পায়ের দাগ পড়লে তার কাজের খুব অসুবিধা হবে। এক ঘণ্টার মত কাজ করে ফিরে এল, তার পা বরফে ভারী, আর তার চেহারাটা দেখতে বিদ্ঘুটে।

বলল, 'মিঃ হোল্ডার, যা দেখবার সবই দেখলাম। এবার বাড়ী ফিরব।'

'কিন্তু মিঃ হোমস, মণিগুলো কোথায় তাহলে?

'তা বলতে পারব না।'

'আর আমি সেগুলো কোনদিন ফিরে পাব না!'—হায় হায় করে উঠলেন মিঃ হোল্ডার। 'কিন্তু আমার ছেলে? আপনি যে আমায় মনে আশা জাগিয়েছিলেন।

'আমি আগে যা বলেছি এখনও তাই বলছি। আপনার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'ঈশ্বরের দোহাই, তাহলে কাল রাত্রে আমার বাড়িতে এই কেলেঙ্কারি কে করেছে সব খুলে বলুন!' আমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচান।'

'কাল সকাল ন'টা থেকে দশটার মধ্যে যদি আমার বেকার স্ট্রীটের বাসায় যান তাহলে ব্যাপারটা খোলসা করবার যথেষ্ট চেষ্টা করব। কথা ছিল, মণিগুলো ফিরিয়ে দেব এই শর্তে যা খরচ হবে সব দেবেন, আপনি আমাকে সাদা চেক দেবেন এবং তাতে টাকার

অংক কি বসবে তার কোন নির্দেশ করবেন না।'

'ওগুলো ফিরে পেলে আমার সর্বস্ব দিতে পারি।'

'বেশ খুব ভাল কথা। তাহলে চেষ্টা করে একবার দেখা যাক। বিদায়। সন্ধ্যার আগেই আর একবার এখানে আসতেও পারি।'

আমি তখন স্পষ্টই বুঝলাম যে আমার বন্ধু এই মামলার একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছে। তবে সেটি যে কিভাবে তা কল্পনা করা আমার অসাধ্য। তার চিন্তাধারা কোন পথ ধরে এগুচ্ছে জানবার জন্যে বারবার পথে প্রসঙ্গটি তুললুম, কিন্তু প্রতিবারেই তা এড়িয়ে গেল। ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে হোমস উপরে তার নিজের ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিট পরে একটা লোফারের ছদ্মবেশে আবার নিচে নেমে এল। ছেঁড়া জুতো-মোজা, চকচকে কোটের কলারটা দেওয়ার দরুন ঠিক একজন লোফারের মত দেখোচ্ছিল।

আয়নায় নিজেকে দেখে সে বলল, এতেই চলে যাবে। তোমাকে নিলে ভাল হত কিন্তু উপায় নেই। হয় ঠিক পথেই যাব, নয় তো সবই ফসকে যাবে। দেখা যাক, কোনটা ঠিক হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আস। তাক থেকে এক টুকরো মাংস কেটে দু'টুকরো রুটির মধ্যে ফেলে স্যাণ্ডুইচ বানিয়ে, পকেটে ঢুকিয়ে সে তার অভিযানে বেরিয়ে গেল।

আমি সবে চা পান শেষ করেছি, এমন সময় ফিরে এল হোমস্। তার মনটা তখন বেশ খুশি-খুশি; তার হাতে একজোড়া পুরোনো বুটজুতো। ঘরের এক কোণে সেটা ফেলে দিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল, 'এই পথ দিয়ে যেতে যেতে একবার উঁকি মেরে গেলাম আর কি। এখন আবার আমায় বেরুতে হবে।'

'কোথায়?'

'ওয়েস্ট এণ্ডের অপর দিকে। বেশী দেরী হলে আমার জন্য বসে থেক না।'

'কাজ কেমন চলছে?'

'ওই একরকম। অভিযোগ করবার মত কিছু ঘটেনি এর মধ্যে। আমি স্ট্রীটহ্যামে গিয়েছিলাম, তবে, বাড়ির ভিতর ঢুকিনি। ভারি চমৎকার মামলাটা, এ আমি কিছুতেই হাতছাড়া হতে দিতাম না। কিন্তু না, এখন বসে গল্প করার সময় নয়; আগে এই পোশাকটা বদলাই।' ভদ্রবেশ ধারণ করি।

বন্ধুর কথায় খুশি হবার ভাব লক্ষ্য করলাম। চোখ দুটো মিটমিট করছে, বিবর্ণ গালে রঙের ছোঁয়া। দ্রুতপায়ে উপরে উঠা। কয়েক মিনিট পরে দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে বুঝলাম সে তার মনের মত অভিযানে বেরিয়ে গেল।

সেদিন মাঝরাত অবধি অপেক্ষা করে, ওর দেখা না পেয়ে শেষে আমি শুয়ে পড়লাম। দু-দিন চারদিন সে প্রায়ই বাড়ির বাইরে কাটাত, আমি সেজন্য অভ্যস্ত ছিলুম। তাই আজ দেরি হওয়াতে আমি বিস্মিত হলুম না। সে যে কখন ফিরছে তা আমি জানতেই পারি নি। সকালে প্রাতরাশ খেতে গিয়ে আমি দেখলুম এক হাতে কফির পেয়ালা ও অন্য হাতে খবরের কাগজ নিয়ে হোমস্ দিব্যি ফিটফাট হয়ে বসে আছেন।

সে বলল, 'ওয়াটসন, তোমাকে ছাড়াই আরম্ভ করে দিয়েছি বলে মাফ্ কর। কিন্তু তোমার কি মনে নেই যে আমাদের মক্কেলের আজ সকালেই এখানে আসবার কথা আছে?'

আমি বললাম, 'আরে? এখন তো ন'টা বেজে গেছে। একটা ঘণ্টার শব্দ কানে

এল। এই লোকই তিনি হলে আশ্চর্য হব না।'

হ্যাঁ, মিঃ হোল্ডারই বটে। এক রাতে তাঁর চেহারার পরিবর্তন দেখে আমি চমকে গেলাম। তার বিরাট চওড়া মুখ এক রাত্রে যেন শুকিয়ে এতটুকু হয়ে এসেছে। আগের দিন তিনি ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিলেন, কিন্তু আজ যেন কোনরকমে শরীরটাকে টানতে টানতে বয়ে নিয়ে যেন ঘরে এসে ঢুকলেন। আমি তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিতে তিনি ধপ করে তাতে বসে পড়লেন।

তিনি বললেন 'জানি না এমন কি আমি পাপ করেছি যার জন্য আমার এই শাস্তি। মাত্র দু'দিন আগেও আমি ছিলাম সুখী, এ জগতে কোন চিন্তা-ভাবনা আমার ছিল না। এখন এই বয়সে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, অসম্মান আমার মাথায় নেমে এসেছে। এক দুঃখের পিছনে পিছনে আর এক দুঃখ আসে। আমার ভাইঝি মেরিও আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেছে।'

'কোথায় চলে গেছে।'

'হ্যাঁ। সকালে তাকে তার ঘরে পাওয়া যায় নি। ঘরের টেবিলে আমি একটা চিঠি পাই। চিঠিতে লেখা ছিল—'প্রিয় কাকা, আমার মনে হয় এই দুর্ঘটনার জন্যে একমাত্র দায়ী আমি ; আমি আপনার কথামত চললে এই কেলেঙ্কারিটা ঘটত না। এই অবস্থায় আমার পক্ষে এ বাড়িতে থাকা চলে না। আমার জন্যে চিন্তা করে মনে দুঃখ করবেন না কেননা আমার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। আর আমার খোঁজখবরেরও চেষ্টা করবেন না ; সেটা বৃথা হবে, আর তাতে করে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। জীবনে ও মরণে আমি চিরকাল আপনার—মেরি।'—হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি মিঃ হোমস। কাল রাত্রে খুব দুঃখের সঙ্গে আমি মেরিকে বলেছিলাম যে আমার কথামত সে যদি আর্থারকে বিয়ে করত তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। এখন বুঝতে পারছি সেটা বলা আমার ঠিক হয় নি। চিঠি পড়ে মনে হয় মেরি আত্মহত্যা করবে।'

না, না, সেরকম কিছু নয়। এইটেই স্পষ্ট সবচাইতে ভাল সমাধান। মিঃ হোল্ডার আমি মনে করি, আপনার দুর্দশার অবসানের শেষ।

'অ্যাঁ! আপনি তাই বলছেন! মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয় কিছু জেনেছেন। মণিগুলো কোথায় ?'

'সেগুলির প্রতিটির দাম এক হাজার পাউণ্ড হলে কি খুব বেশী হবে ?

'আমি দশ হাজার দেব।'

'না না, তার কোন প্রয়োজন নেই। পুরো তিন হাজার দিলেই হবে। আর, নিশ্চয় সামান্য একটু পুরস্কারও আপনি দেবেন আমি মনে করি। আপনার চেকবই সঙ্গে আছে মনে হয় এই নিন কলম। চার হাজার পাউণ্ড-ই লিখুন এর বশী নয়।

বোকার মত চেয়ে তাড়াতাড়ি চেকটা লিখে দিলেন। হোমস্ উঠে টেবিলের কাছে আলমারী থেকে তিনটে রত্ন-বসানো একটা তিনকোনা সোনার টুকরো বার করে মিঃ হোল্ডারের হাতে দিলেন।

মিঃ হোল্ডার লাফিয়ে উঠে। মহা আনন্দের সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—'পেয়ে গেছেন। বেঁচে গেলাম, আমি বেঁচে গেলাব!' আমি আবার সম্মান ফিরে পেলাম।

সোনার টুকরোটিকে তিনি বুকের কাছে আঁকড়ে ধরলেন। তিনি আনন্দে দিশে

হারা হয়ে গেলেন।

হোমস কড়া ভাবে বলল, 'মিঃ হোল্ডার, আরও কিছু ঋণ আপনার আছে।'

'ঋণ!' সে কলম হাতে নিল। 'বলুন কত টাকা, লিখে দিচ্ছি।'

'না। ঋণটা আমার পাওনা নয়। সেই নিষ্কলঙ্ক যুবক, আপনার স্নেহের ধন তার কাছে আপনার ঋণ আছে। এর্ব্যাপারে যে ব্যবহার সে করেছে আমার ছেলে থাকলে তার অনুরূপ ব্যবহার আমি গর্ব বোধ করতাম।'

'তাহলে 'তাহলে আর্থার ওগুলো নেয় নি?'

'কাল আপনাকে বলেছি, আজও আবার বলছি, এ কাজ সে করে নি।'

তাহলে এক্ষুনি তার কাছে চলুন, তাকে বলি যে আসল জিনিষ মিলেছে।'

একথা 'তিনি জানেন। এই রহস্যের জটগুলি খোলবার আগে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি অস্বীকার করলে আমিই তাঁকে একটা গল্প শোনালুম। তখন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে হ্যাঁ, আমি যা বলেছি তা ঠিক। এরপর দু-একটা খুঁটিনাটি বিষয় যা আমার জানা ছিল না সেগুলো তাঁর কাছ থেকে শুনে নিলুম।'

ঈশ্বরের দোহাই, আসল ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন।'

'হ্যাঁ, বলছি। তার আগে আপনাকে বলা দরকার যে এটা বলা যেমন আমার পক্ষে খুব কষ্টকর তেমনি এটা শুনলে আপনিও চরম দুঃখ পাবেন। আপনি শুনে অবাক হবেন যে, স্যার জর্জ বানওয়েলের সঙ্গে আপনার ভাইঝি মেরির আগে যে প্রণয় ছিল। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে পালিয়েছেন।'

'আমার মেরি? অসম্ভব কথা বলছেন দেখতে পাচ্ছি।'

খুবই 'দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অম্ভবের চাইতেও আরো বেশী, এটা নিশ্চিত। আপনার পরিবারের সকলের সঙ্গে মেলা মেশা করার আগে আপনি বা আপনার ছেলে কেউই ঐ লোকটার আসল চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। সে ইংলণ্ডের জঘন্যতম জঘন্যদের সঙ্গে—জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত, একটা বেপরোয়া পাজি শয়তান, বিবেকহীন একটা জঘন্য মানুষ। আপনার ভাইঝিও এধরনের লোক কখনও দেখে নি। সে আপনার ভাইঝির মন ভুলিয়ে ওর এবার সর্বনাশ করল এখনও আপনার ভাইঝিকে অনেক মেয়ের যেমম সর্বনাশ করেছে মেরীর ও তাই করল। মেয়েটি তার হাতের পুতুল হয়ে উঠেছিল এবং প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করতে লাগল।'

ছাইয়ের মত সাদা মুখে মিঃ হোল্ডার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না, বিশ্বাস করবও না কোনদিন।'

'তাহলে সেদিন রাত্রে আপনার বাড়িতে কী ঘটেছিল সব আপনাকে খুলে বলছি। আপনার ভাইঝি, আপনি ঘরে চলে গেছেন এই মনে করে জানলা দিয়ে তার প্রণয়ীর সঙ্গে কথা বলছিল। যে জানলাটা আস্তাবলের গলির দিকে তার প্রণয়ী সেখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল। আর তাই বরফের উপর তার পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্টই দেখতে পেলাম। মেরি তাকে মুকুটটার কথা জানান, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লোভ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং সে মেরিকে তার মনের কথা জানায়। তাদের মধ্যে যখন এইরকম কথা-বার্তা চলছে ঠিক তখন আপনি সেই ঘরে ঢুকলেন। মেরি সঙ্গে সঙ্গে জানলা বন্ধ করে

দিয়ে আপনাকে দাসীর বাইরে যাওয়ার গল্পটাই মিথ্যে করে শোনালো।

'আপনার সঙ্গে কথা হবার পরেই আপনার ছেলে আর্থার শুতে চলে যায়। কিন্তু ক্লাবের ধারের কথা ভেবে ভেবে দুশ্চিন্তায় তার ঘুম আসে না। মাঝরাতে নিজের ঘরের দরজার সামনে মৃদু পায়ের শব্দ শুনে সে উঠে বাইরে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখে তার বোন পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষটায় সে আপনার ড্রেসিং-রুমের ভিতরে চলে যায়। বিস্ময়ে পাথর হয়ে ছেলেটা গায়ে কিছু জড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবার জন্য অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতিমধ্যে মেয়েটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্যাসেজের আলোয় আপনার ছেলে দেখতে পেল, মুকুটটা তার হাতে। সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আপনার ছেলে সভয়ে ছুটে গিয়ে আপনার দরজার কাছে পর্দার আড়ালে লুকোয়। সেখান থেকে নীচের হলে কি ঘটছে না ঘটছে সব দেখা যায়। দেখল মেয়েটি নিঃশব্দে জানালা খুলে অন্ধকারে অপেক্ষামান একজনের হাতে মুকুটটা দিয়ে দিল। তারপর জানলাটা বন্ধ করে যেখানে ছেলেটি পর্দার আড়ালে লুকিয়েছিল তার পাশ দিয়েই নিজের ঘরে ফিরে গেল।

'যতক্ষণ মেরি ওখানে ছিল ততক্ষণ আর্থারের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না, কারণ তাহলেই মেরী ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু মেরী চলে যেতেই আর্থার বুঝলেন এর ফলে আপনাকে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিচে নেমে জানলা গলে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে চাঁদের ম্লান আলোয় আপনার ছেলে স্যার জর্জকে চিনতে পারলেন। স্যার জর্জ পালাতে চেষ্টা করতেই কিন্তু আর্থার তাঁকে ঝাপটে ধরলেন। মুকুটটা নিয়ে দু জনের মধ্যে টানাটানি চলতে লাগল। এইরকম ধস্তাধস্তির সময় আপনার ছেলের ঘুসিতে স্যার জর্জের চোখের উপরটা বেশ কেটে যায়। তারপরেই তিনি দেখলেন যে মুকুটটা তাঁরই হাতে ধরা; সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেছন ফিরে ছুটে জানলা বন্ধ করে আপনার ঘরে এসে পেঁছিলেন। ঘরে এসে দোমড়ানো মুকুটটাকে সোজা করবার চেষ্টা করেছেন, ঠিক সেই সময় আপনার ঘুম ভেঙে যেতে আপনি তাঁকে সেই অবস্থায় নিজের চোখে দেখতে পান।

'এও কি সম্ভব?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিস্টার হোল্ডার বিস্ময়ে বলে উঠলেন।

'সেই মুহূর্তে যখন সে আপনার কাছ থেকে আশা করছিল সাদর ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু তখন আপনি তাকে গালাগালি করায় স্বভাবতই তার প্রচণ্ড রাগ হয় যার জন্য করি চুরি সে যদি বলে চোর। মেয়েটিকে হাতে নাতে ধরিয়ে না দিয়ে সব কথা আপনাকে খুলে বলাও যায় না। তথাপি সে মহৎ ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে তার কীর্তি গোপন রাখল।'

'ও, তাই বুঝি মুকুটটা দেখেই মেয়েটা অমন করে চেঁচিয়ে উঠে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল?' মিস্টার হোল্ডার বলে উঠলেন—'হায় ভগবান, কী বোকামিই না তখন করেছি! ছেলেটা পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে যেতে চেয়েছিল! ও দেখতে চেয়েছিল যে বাইরে ওদের যেখানে ধস্তাধস্তি হয়েছিল মুকুটের টুকরোটা সেখানে পড়ে আছে কি না। ছি ছি ছি, ওর প্রতি কী অন্যায় আচরণটাই না করেছি আমি!'

হোমস হাসতে লাগল, 'এ বাড়িতে পেঁছে প্রথমেই আমি চারদিকটা ভাল করে খুঁজেছিলাম, বরফের উপর কোন পায়ের চিহ্ন পাওয়া যায় কি না। আমি জানতাম

আগের রাত নতুন করে বরফ পড়ে নি এবং এত বেশী ঠাণ্ডা পড়েছে যে চিহ্নগুলি মুছেও কোন মতে যাবে না। ফেরিওয়ালাদের রাস্তা দিয়ে হেঁটে দেখলাম সেখানে অনেক পায়ের ছাপ এলোমেলো ভাবে মিশে গেছে। তার ঠিক পরে রান্নাঘরের দরজার ওপাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে ; এক দিকে একটা গোল ছাপ পড়ায় বুঝলাম তার একটা পা কাঠের। বুঝতে পারলাম, হঠাৎ তাদের আলোচনায় বাধা পড়েছিল কারণ স্ত্রীলোকটি দ্রুত দরজার দিকে দৌড়ে গিয়েছিল—তার আঙুলের গভীর দাগ আর গোড়ালির হাল্কা দাগই তার একমাত্র প্রমাণ,—এবং কাজের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গিয়েছিল। তখনই ভাবলাম, নিশ্চয় পরিচারিকা ও তার প্রেমিকের কথা বলেছিলেন এরা দুজনে। বাগানটা ঘুরে যেতে যেতে আরও কিছু বিক্ষিপ্ত পায়ের দাগ দেখে, মনে হল সেগুলো পুলিশের পায়ের দাগ। তারপর যখন আস্তাবলের গলিতে গেলাম তখনই স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটি দীর্ঘ জটিল কাহিনী।

একজোড়া বুট-পরা পায়ের আসা এবং যাওয়ার ছাপ। আর তার সঙ্গে জুতো বিহীন পায়েরও ছাপ নজরে পড়ল। এইগুলি আপনার ছেলের পায়ের ছাপ। শুনেছিলুম আপনার ছেলেকে যখন দেখেন তখন তাঁর পায়ের জুতো ছিল না। যখন লক্ষ্য করলাম খালি পায়ের ছাপগুলি মাঝে মাঝে জুতোর ছাপের উপর পড়েছে তখন বুঝলাম যে আপনার ছেলে এসে বুট-পরা লোকটিকে ধরে ফেলেন। গলির অন্য প্রান্তে প্রায় একশো গজ দূরে আমি এটা দেখতে পেলুম, সেখানে বরফের মাঝখানে একটা গর্ত। তার মানে সেখানে বোধহয় একটা ধস্তাধস্তি হয়েছিল। পরে সেখানে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখে বুঝলুম যে আমার অনুমান ঠিক। এর পরে গলি দিয়ে বুটজুতোর মালিকটি দৌড়ে চলে যেতে এবং জুতোর ছাপের পাশে পাশে রক্তের ফোঁটা দেখে বুঝলুম যে আহত হয়েছে সে-ই।

বাড়ির ভিতর ঢুকে হল-ঘরের জানালার গোবরাট এবং চৌকাঠ লেন্স দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝলাম কেউ একজন সেখান দিয়ে বাইরে গেছে। আবার ভিতরে ঢুকতে গিয়ে সেখানে ভিজে পা ফেলেছে সেখানে পায়ের পাতার উপরের দিকে একটা স্পষ্ট চিহ্নও দেখলাম। এই সব দেখে মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা ধারণা খাড়া করলাম। একজন লোক জানালার বাইরে অপেক্ষা করছিল আর কেউ তার মণিগুলো এনে দিল। ঘটনাটা চোখে পড়ে গেল। সে চোরকে তাড়া করলে দুজনে ধস্তাধস্তি হল, দুজন দুই কোণ ধরে মুকুটটাকে টানল। ফলে দুজনের মিলিত শক্তিতে মুকুটটা ভেঙ্গে গেল। মুকুটটা সে ছিনিয়ে নিল, কিন্তু তার একটা অংশ প্রতিপক্ষের হাতেই থেকে গেল। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। প্রশ্ন হল লোকটা কে এবং তাকে মুকুটটা এনে দিল সে কে ?

আমি তখন ভাবতে বসলুম যে বাড়ির লোকদের মধ্যে কার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব। আপনি নিশ্চয় এ কাজ করেন নি, তাহলে বাকি রইল আপনার ভাইঝি আর বাড়ির ঝিয়েরা। কিন্তু আপনার ঝিয়েদের মধ্যে যদি কেউ এ কাজ করে থাকে তাহলে আপনার ছেলে তাদের হয়ে নিজে জেল খাটতে যাবেন কেন ? মেরিকে তিনি ভীষণ ভালবাসেন সুতরাং মেরির মুখ চেয়ে যদি তিনি চুপ চাপ থাকেন এবং নিজে কষ্ট ভোগ করেন, তো তার একটা অর্থ হতে পারে। তার উপর আমি যখন শুনলুম যে আপনি

তাকে জানলার কাছে দাঁড়াতে দেখেছিলেন এবং মুকুটটা দেখে সে মূর্ছা গিয়েছিল, তখন আমার অনুমান দৃঢ় বিশ্বাসে পর্যবসিত হল। তখনই বুঝলাম আমার আনুমান নিশ্চিত।

'তারপর প্রশ্ন হল, তার সহযোগী তাহলে কে হতে পারে? নিশ্চয়ই তার কোন প্রেমিক, বেন না প্রেমিক ছাড়া আপনার প্রতি তার ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা আর কে ছাড়িয়ে যেতে পারে? আপনি বাইরে যান না। আপনার বন্ধুর সংখ্যা কম নেই। তার মধ্যে একজন হল স্যার জর্জ বারওয়েল। আমি আগেই শুনেছিলাম, নারীঘটিত ব্যাপারে লোকটার ভীষণ দুর্নাম আছে। নিশ্চয়ই সেই ওই বুট জুতো পরেছিল এবং হারানো মণিগুলো নিয়েছিল। যদিও সে জানত যে আর্থার তাকে দেখে ফেলেছে, তথাপি সে মনে করতে পারে যে সে নিরাপদ, কারণ সে নিজের বোনকে না জড়িয়ে তার পক্ষে একটা কথাও বলা সম্ভবপর হবে না।'

'এরপর আমি একটা ছন্নছাড়া ভবঘুরের ছদ্মবেশ নিয়ে স্যার জর্জের বাড়িতে গিয়ে তাঁর চাকরের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব জমিয়ে ফেললুম। তার কাছে শুনলুম যে আগের দিন রাত্রে তার মনিবের মাথার কাছটা বেশ কেটে গিয়েছে। তারপর ছ-শিলিং পূরণ দিয়ে তার মনিবের একজোড়া পুরনো জুতো নিয়ে স্ট্রীটহ্যামে গিয়ে দেখলুম যে ওই জুতোর সঙ্গে বরফের উপরের ছাপগুলি হুবহু মিলে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ির গলিটাতে একটা ময়লা জামা-কাপড়-পরা লোককে ঘোরাফেরা করতে চোখ পড়েছিল।' বললেন মিস্টার হোল্ডার।

'হ্যাঁ ঠিক। আমিই সেই। লোকটার যখন সন্ধান পাওয়া গেল, তখন আমি বাসায় ফিরে পোশাক বদলালাম। কেলেংকারি এড়াতে হলে মামলা-মকদ্দমার পথে যাওয়া একটু চলবে না; আবার ওরকম একজন পাক্কা শয়তান সহজেই বুঝতে পারবে যে এব্যাপারে আমাদের হাত পা বাঁধা। যাহোক, তার সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথমে সে সবই অস্বীকার করল। সব ঘটনা যখন খুলে বললাম, সে তো একেবারে গর্জে উঠে দেয়াল থেকে একটা অস্ত্র নিল। আমি তাকে ঠিকই চিনতাম; তাই সে আঘাত করবার আগেই পিস্তল বের করতেই তখন সে একটু সোজা পথে এল। তখন তাকে বললাম, প্রতিটি মণির জন্য এক হাজার পাউণ্ড করে দাম দেব। সঙ্গে সঙ্গে সে দুঃখে ফেটে পড়ল। সে বলল, সর্বনাশ করেছি! আমি ছ'শ পাউণ্ডে তিনটে বিক্রি করে দিয়েছি।' তখন তাকে মামলায় জড়াব না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে লোক সেগুলো কিনেছিল তার ঠিকানায় গেলাম। অনেক দর-কষাকষির পর পাথর প্রতি এক হাজার করে দিয়ে সেগুলি তার কাছ থেকে হস্তগত করলাম। সেখান থেকে আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করে তাকে সব জানালাম। তারপর সারাদিন এই হাড়ভাঙ্গা কঠোর পরিশ্রম সেরে প্রায় দুটো নাগাদ বাড়ি ফিরলাম।'

'কঠোর পরিশ্রম করে আপনি ইংলণ্ডকে এক ভীষণ কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছেন!' মিস্টার হোল্ডার বললেন, 'মিস্টার হোমস, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার এই উপকার আমার বেঁচে থাকা পর্যন্ত মনে থাকবে। আপনার বুদ্ধি সম্বন্ধে আমি যতখানি শুনেছিলাম দেখলাম আসলে তার

চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কিন্তু এখন আমার স্নেহের ধন প্রিয় পুত্রের কাছে গিয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা করার জন্যে আমাকে এবার ছুটি দিন। আর মেরির কথা আপনি যা বললেন তাতে এখন তার প্রতি আমার করুণাই হচ্ছে। ঈশ্বরই জানেন সে এখন কোথায়!' কিভাবে জোচ্চোরের সঙ্গে জীবন কাটাবে?'

'আমিও জানি', হোমস বলল,—'স্যার জর্জের বাড়ীতেই তিনি আছেন। ভগবান অপরাধের জন্যে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাই করেছেন।'

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত